ডন কুইকজোট

মিগেল সার্ভেন্টিস

অনুবাদ। জুলফিকার নিউটন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলফিকার নিউটনের বই

কিশোর উপন্যাস : ইলাডিং বিলাডিং, দশটি কিশোর উপন্যাস।

গল্পগ্রন্থ : অশান্ত অশোক।

উপন্যাস : দশটি প্রেমের উপন্যাস।

প্রবন্ধ : বঙ্গবন্ধু গান্ধী লেনিন, গুহার গণতন্ত্র, বাংলা গদ্যের গন্তব্য, সংগীত সংস্কৃতি, শিল্পস্রষ্টা ও সমালোচক, কবিতার শিল্পতত্ত্ব, উপন্যাসের শিল্পরূপ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বই, রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পতত্ত্ব, নাটকের শিল্পশৈলী, বিকল্প বিপ্লব, চলচ্চিত্রের চালচিত্র এবং সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।

গবেষণা : নোবেল বিজয়ীদের জীবন ও সাহিত্য, সত্যজিৎ সাহিত্য, বিশ্ববরেণ্যদের জীবন ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, শিল্পে সাহিত্যে নজরুল, মিষ্টিক লালন ফকির, শিল্পের নন্দনতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতির শিল্পরূপ, বিদগ্ধ বাঙালি : কবীর চৌধুরী এবং সাহিত্যের সৌন্দর্য।

অনুবাদ : নোবেল বিজয়ীদের দশটি উপন্যাস, নোবেল বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নোবেল বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ গল্প, নোবেল বিজয়ীদের দশটি নাটক, নোবেল বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি কিশোর উপন্যাস, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি নাটক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাস, মার্কেজের শ্রেষ্ঠ গল্প, দি ক্যাসল, দি ট্রায়াল, মাদাম বেভারি, ক্যান্সার ওয়ার্ড, মবি ডিক, দি রেড এন্ড দি ব্ল্যাক, থ্রি কমরেডস, দি স্পার্ক অফ লাইফ, ডেকামেরন, অ্যালান পোর শ্রেষ্ঠ গল্প, ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড, হোয়াট ইজ আর্ট, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব, ডাবলিনার্স, দি ওয়ার্ডস, থিংকস ফল অ্যাপার্ট, ক্রাই দি বিলাভড্ কান্ট্রি, ডটার অফ আর্থ, মোরাভিয়ার প্রেমের গল্প, স্পার্টাকাস, সাইলাস টিম্বারম্যান, রুটস, ডন কুইকজোট, ডাক্তার জিভাগো (যুগ্মভাবে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে)।

ইংরেজি গ্রন্থ : A Portrait Profile, Elading Bilading, A Golden Dream & A Camera of Poetry.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলফিকার নিউটন ১৯৬৪ সালের ১৪ এপ্রিল দেবিদ্বার উপজেলার বারেরা গ্রামের বনেদী কাজি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজি ছগির আহমদ ও মাতা কাজি নূরজাহান। আট ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। বারেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবিদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন এবং কৃতিত্বের সাথে দর্শন ও নাট্যকলা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীর সাথে অনার্সসহ এম.এ. ডিগ্রি এবং পরবর্তীতে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শনের ওপর উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসুর) সাবেক সাহিত্য সম্পাদক, সিনেট সদস্য, নন্দন পত্রিকার সম্পাদক এবং এপির প্রধান নির্বাহী ছিলেন। দেশ-বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন ও পড়িয়েছেন।

গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ এবং প্রবন্ধ-গবেষণা, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমকালীন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিক্ষেত্রেই জুলফিকার নিউটনের সংবিৎ সক্রিয় ও সুপ্রকাশ। বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে এবং মননের পরিবাহিতা শক্তিতে প্রত্যয়ী লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গল্প-উপন্যাস যেমন প্রীতিপদ, অনুবাদ সাহিত্য যেমন সুখপ্রদ, প্রবন্ধ ও গবেষণা তেমনই কোনো না কোনো দিক থেকে চমকপ্রদ। প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তি করেন না কখনও জুলফিকার নিউটন। সব সময়ই তাঁর আলোচনায় থাকে চিন্তাকে উসকে দেবার মতো অজস্র উপাদান, নতুনদের দৃষ্টিকোণ বিচারে উদ্বুদ্ধ করার মতো ক্ষুরধার বিশ্লেষণ।

সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা ও অনুবাদের জন্য আনন্দমেলা, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, রংধনু, স্বর্ণপদক, রূপসী-বাংলা স্বর্ণপদক এবং কবীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেছেন।

বর্তমানে তিনি একটি গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং গবেষণা ও অনুবাদক চর্চায় নিয়োজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট

মূল
মিগেল সার্ভেন্টিস

অনুবাদ
জুলফিকার নিউটন

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট

মূল ॥ মিগেল সার্ভেন্টিস

অনুবাদ ॥ জুলফিকার নিউটন

স্বত্ব : অনুবাদক ■ প্রকাশক : মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, শোভা প্রকাশ ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট তৃতীয় তলা বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০ ■ প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৯ ■ প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ ■ শব্দবিন্যাস : সোলার কম্পিউটার ■ মুদ্রণ : জি. জি. অফসেট প্রেস

■ মূল্য : ৩৫০ টাকা

ISBN 984 70084 0076 7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

আবদুল গাফফার চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেসু

গণতন্ত্রে এটাই মজা
আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ০৯
প্রথম পর্ব ॥ ৩৩
দ্বিতীয় পর্ব ॥ ৬৯
তৃতীয় পর্ব ॥ ৯৯
চতুর্থ পর্ব ॥ ১৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বিশ্ব সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা মিগেল সার্ভেন্টিস (১৫৪৭–১৬১৬) ১৫৪৭ সালের ৫ অক্টোবর স্পেনের আলকালা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছিপছিপে গড়ন, একমাথা লালচে চুল, সর্বদাই চঞ্চল, দুষ্টুমিভরা বড় বড় চোখ। মিগেল একটু বড় হবার পর থেকেই পথে পথে ঘুড়ে বেড়ান। ছোট ঘরে জায়গা নেই, ভাই–বোনের সংখ্যা সাতজন। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারের পরিবেশে শিশুর মন অস্বস্তিবোধ করে। এর চেয়ে ভালো পথে পথে ঘোরা। বাজারে বা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চারণদের মুখে নাইটদের বিরত্বগাথা শোনা যায় তন্ময় হয়ে। আর বড় হলেই পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরতে যেতেন সুযোগ পেলেই। তাছাড়া বড়দের কাছে বসে দেশবাসীর শৌর্যবীর্যের কাহিনী শোনার আকর্ষণও কম ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী ছিল স্পেনের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। ইহুদিদের বিতাড়িত করা হয়েছে; মূরদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আফ্রিকায়। স্পেনের পৃথক বিভাগগুলি মিলিত হয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। আমেরিকা আবিষ্কার ও জয় স্পেনের আর একটি কৃতিত্ব। তার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন রাষ্ট্র তখন ইউরোপে ছিল না।

স্পেনের সেনাবাহিনীতে দেশ–বিদেশে নানা অভিযানে বীরত্বের কথা শুনতে শুনতে কিশোর মিগেলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বড় হয়ে এমনি অভিযানে বেড়িয়ে পড়বেন স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এই স্বপ্ন তাকে রক্ষা করত কঠোর দারিদ্র্যের প্রতিদিনের নিপীড়ন থেকে।

মিগেলের স্কুলের পড়া আরম্ভ হলো আলকালায়। কিন্তু বেশিদিন চলল না। কারণ বাবা সপরিবারে আলকালা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। এক শহর থেকে আর এক শহরে। অদম্য তার আশা। সুদিন আসবে। কিশোর মিগেলের খুব ভালো লাগত এই নতুন নতুন জায়গা দেখে। দেশের লোকদের চিনলেন, আর পরিচিত হলেন স্পেনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে।

মিগেল যখন বাবার সঙ্গে মাদ্রিদ এসে পৌঁছলেন তখন তার বয়স উনিশ। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ রাজধানী সাজাবার জন্য ব্যগ্র। তার নতুন প্রাসাদ শিল্পমণ্ডিত করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশ–বিদেশের কত শিল্পী। আর রাজানুগ্রহ লাভের আশায় লেখকরাও আছেন রাজনীতিতে। সুতরাং মিগেল শিল্প–সাহিত্যের পরিবেশে এসে পড়লেন। কবিতার ভক্ত ছিলেন তিনি। খুঁজে খুঁজে তরুণ কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন সেখানকার অধ্যক্ষ খুবই স্নেহ করতেন মিগেলকে। সেটা তার ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের জন্য নয়। কারণ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সকল শক্তি নিঃশেষিত করবার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে যে

জগৎ, সেই জগৎ থেকে সরাসরি পাঠ নিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রবয়সেই এক বয়স্কা রমণীর প্রণয়ী হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে তার জীবনের অনেক কিছুই জানা যায় না। এই প্রথম প্রেম সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাকে ভালোবাসতেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও মধুর ব্যবহারের জন্য। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখে তিনি মিগেলকে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করতেন। কবিতা লিখে নাম করবার একটা সুযোগও এসে গেল।

যুবরাজ ডন কার্লোর শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকে মগ্ন। শোকগাথার একটি সংকলন সম্পাদনা করবার দায়িত্ব পড়ল অধ্যক্ষের উপর। মিগেলের শোকগাথাটি সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্য সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করল। হঠাৎ এক নগণ্য ছাত্রের উপর চোখ পড়ল রাজধানীর অভিজাত সম্প্রদায়ের। তরুণ কবিকে অভিনন্দন জানাল সবাই।

মিগেল এই সাফল্যে কিছুদিন নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করলেন; তিনি সাধারণ নন, অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা, একথা ভাবতেও মন ভরে ওঠে। কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়ন কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে বাস্তব পরিবেশের নিষ্ঠুর পরিবেশে ফিরিয়ে আনল। মিগেলের পুথিগত বিদ্যার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবার অর্থোপার্জন শুরু করা স্থির করলেন। কিন্তু কোন পথে উপার্জন? রাজসভার অনুগ্রহ না পেলে কোনো ভদ্র রকমের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো সাধারণ সৈন্যদলে নাম লেখানো যেতে পারে ছোট ভাইয়ের মতো। কিন্তু এত কষ্টের জীবন বরন করে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে উপার্জন যা হবে তা দিয়ে দারিদ্র্য ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া কাব্যের সঙ্গে সেনানি জীবনের যোগাযোগইবা কতটুকু থাকবে?

এমন সময় মাদ্রিদে এলেন পোপের দূত জুলিয়া অ্যাকোয়াভাইভা। নানা দেশের শিল্পী এবং লেখকরা তার দরবারে ভিড় করবে, এই ছিল জুলিয়ার আকাঙ্ক্ষা। মাদ্রিদে পৌঁছে তিনি পারিষদ সংগ্রহে মন দিলেন। কবি হিসাবে মিগেলের নাম তখন অনেকেরই জানা। জুলিয়ার পারিষদ হিসাবে নাম লেখালেন তিনি।

স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে মিগেল ইতালির পথে বেরিয়ে পড়লেন অনিশ্চিতের সন্ধানে। আশা ছিল, বড়লোকের দরবারে খাওয়া-পরার চিন্তা থাকবে না, সব সময় লিখবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, দরবারের পরিবেশ সৃষ্টিকর্মের সহায়ক নয়। এখানে অর্বাচীন তরুণদের ভিড়, তোষামোদই তাদের একমাত্র কাজ। শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশ নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই দরবারের ছকে বাঁধা কৃত্রিম জীবনে মিগেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। এর চেয়ে ভালো সৈনিকের জীবন। অ্যাডভেঞ্চার আছে, প্রতিমুহূর্ত জীবন্ত করে তোলার মতো উপাদান আছে।

স্পেনের কয়েকটি সেনাদলে ইটালিতে ছিল অধিকৃত অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য। তারই একটিতে নাম লেখালেন মিগেল। তুর্কী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তার প্রথম অভিযান। তুর্কী বাহিনী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করে নগর গ্রাম ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দিত। এদের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। মহামান্য পোপের নেতৃত্বে ইউরোপে দেশগুলি মিলিতভাবে তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সংঘবদ্ধ হলো। এই মিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হলেন ডন জুয়ান অব অস্টেয়া। স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের জারজ পুত্র ছিলেন ডন জুয়ান। মিগেল এবং ডন জুয়ান সমবয়সী, দু'জনেরই বয়স চব্বিশ। ডন জুয়ান নানা যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করে এর

মধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তার শৌর্যের কাহিনী লোকের মুখে মুখে, অ্যাডভেঞ্চার প্রয়াসী তরুণদের আদর্শ তিনি।

মিগেল প্রথম প্রকৃত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে। ১৫৭১ সালের ৭ই অক্টোবর। লেপান্ত উপসাগরে খ্রিস্টান ও তুর্কীবাহিনীর জাহাজ পরস্পরের সম্মুখীন হলো। ডন জুয়ান খ্রিস্টান বাহিনীর অধিনায়ক। মিগেল সেদিন জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন। কামানের শব্দে নিচে থেকে নেমে এলেন উপরে। ক্যাপ্টেন তাকে শুয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু জীবনের এমন একটি সুযোগ হারালে চলবে না। তিনি হাতিয়ার তুলে নিলেন। সারাদিন যুদ্ধ চলল। মিগেলের দেহে কয়েক জায়গায় গুলি লেগেছে, কিন্তু মোহগ্রস্তের মতো তিনি বন্দুক চালিয়ে যাচ্ছেন। বিকেলের দিকে একটা গুলি এসে লাগল বাঁ হাতে। রক্ত ঝরছে, অবশ হয়ে আসছে হাত। তবু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার বন্দুক হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ডেকের উপরে। সন্ধ্যার সময়ে খ্রিস্টান বাহিনীর জয়োল্লাসে সমুদ্রবক্ষ যখন মুখর হয়ে উঠল তখন মিগেল অচেতন।

লেপান্তোর বিজয়ে-গৌরব বহুলাংশে ডন জুয়ানের প্রাপ্য। তবু মিগেলের মতো আর দু'একজন তাদের বীরত্বের জন্য স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু এ স্বীকৃতি প্রধানত মৌখিক। দীর্ঘ সময়ে মিগেলকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। তখন ডন জুয়ান তাকে দেখতে এসেছেন। হাসপাতাল থেকে যখন মুক্তি পেলেন তখন দেখা গেল বাঁ হাতটি প্রায় অর্কমণ্য হয়ে গেছে। এর জন্য অবশ্য মিগেলের তেমন দুঃখ নেই। কারণ এই অর্কমণ্য হাতই হবে বীরত্বের সাক্ষী, খ্রিস্টানুগত্যের সার্টিফিকেট।

ডন জুয়ানের সঙ্গে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরো দুটি অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন মিগেল। কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হয়নি এ দুটি অভিযান। মিগেল শ্রান্ত; অনেকদিন দেশের বাইরে আছেন। এবার দেশে ফিরে রাজসভায় আবেদন করবে হয় ভদ্রগোছের চাকরীর জন্য। তার বীরত্বের প্রমাণ তো রয়েছেই। তার উপর ডন জুয়ানের কাছ থেকে নিলেন সুপারিশপত্র। ছোট ভাই তখন রোদ্রিগো তখন ইতালীতে। দু'জনে একই সঙ্গে যাত্রা করলেন দেশের উদ্দেশ্যে।

জাহাজ ছেড়ে দিল পাল তুলে। এতদিন দেশের কথা, মা-বাবা এবং ভাই বোনদের কথা বেশি মনে পড়েনি। কিন্তু এখন দেশের দিকে যাত্রায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। কতদিনে পরিচিত পরিবেশে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হবেন।

হঠাৎ করে কয়েকদিন পরে বিপদসূচক ধ্বনি উঠল। তুর্কীরা আক্রমণ করেছে। শুক্রুরা আদেশ করল, আত্মসমর্পণ করো। স্প্যানিশ নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ উত্তর দিলেন, মরব, তবু হার স্বীকার করব না। সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই চলল, যুদ্ধ করতে করতে প্রান দিলো অর্ধেকেরও বেশি। যারা বেঁচে রইল তারা সব বন্দি হলো রাত্রির অন্ধকারে। এই বন্দিদের মধ্যে ছিলেন মিগেল ও তার ছোট ভাই। এতদিনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পায়ে পড়ল শিকল। তুর্কী দলপতির ক্রীতদাস। মিগেলের পকেটে পাওয়া গেছে ডন জুয়ানের পরিচয়ের পত্র। তাতে ওর মূল্য বেড়েছে শত্রুর কাছে। ভেবেছে, অভিজাত সমাজের লোক, মোটা মুক্তিপণ আদায় করা যাবে। বন্দিদের নিয়ে তুর্কী জাহাজগুলি এসে ভিড়ল আলজিয়ার্সের বন্দরে। বন্দর থেকে মিগেল এবং আরও একদল বন্দিকে নিয়ে আসা হলো দলপতি দালি মামির প্রাসাদে। বাকি বন্দিদের পাঠানো হলো বিভিন্ন তুর্কী নেতাদের বাড়ি। দালি মামি কয়েক হাজার স্প্যানিশ কৃতদাসের মালিক। নতুন বন্দিদের শিক্ষা দেবার পাকা ব্যবস্থা আছে। মিগেলের পায়ে

বেড়ি পরানো হলো, কোমরে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো অন্ধকার নির্জন ঘরে। কতদিন রাখা হয়েছিল জানা যায় না। নিশ্চয়ই অবশ্য ততদিন, যতদিন না তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন। বন্দিদের এটা প্রথম পাঠ; প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে হবে পালাবার চেষ্টা করলে কী সাংঘাতিক শাস্তির আশঙ্কা। অর্ধচেতন হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মিগেলের প্রায়ই মনে হতো একটু খোলা হাওয়া গায়ে না লাগলে কিংবা নীল আকাশের উপর খানিকক্ষণ চোখ রাখতে না পারলে পাগল হয়ে যাবেন বুঝি। কর্তা যখন বুঝল বন্দির আর পালাবার ক্ষমতা নেই, ষড়যন্ত্র করবার মতো উদ্যম নেই, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে–তখন তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে বেঁচে থাকবার মতো সামান্য খাবার পাওয়া যায়। মিগেল শহরে বেরোবার সুযোগও পেলেন। কর্তার তাতে কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ আলজিয়ার্স একটি বৃহত্তর জেলমাত্র। শহরের বাইরে যাওয়া–আসার পথ সুরক্ষিত। পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

শহরে বেড়াবার সুযোগ মিগেলের মন কিন্তু আর খারাপ হয়ে গেল। শহরে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখতে পেলেন তার স্বদেশবাসী কত হাজার হাজার লোক বন্দিদশায় পশুর মতো জীবনযাপন করছে। স্পেনের অনেক খ্যাতনামা পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

মিগেল সংকল্প করলেন, এখান থেকে পালাতে হবে, দেশে গিয়ে এই বন্দিদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে সকলের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখন মাঝে মাঝে দু'একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী স্পেন থেকে আসে, আলজিয়ার্সের বন্দিদের মুক্তিপতন কথাবার্তা চালাতে। তাদের পক্ষে সকলের সংবাদ নেওয়া সম্ভব নয়। মুক্তিপণ দেবার মতো সামর্থ্য আছে কজনেরই বা? কিন্তু স্পেনের নাগরিক হিসাবে এদের প্রত্যেকের মুক্তি সম্বন্ধেই স্পেন সরকারের দায়িত্ব আছে।

মিগেলের মনে দিন–রাত কেবল এক চিন্তা,– কি করে এখান থেকে পালানো যায়। যদি সব বন্দিরা বিদ্রোহ করে? প্রহরীদের হত্যা করে পালানো কি অসম্ভব? তার আগে অবশ্য বন্দরে একটা জাহাজের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। কিন্তু এ সব তো আর সম্ভব নয়! শুধু স্বপ্ন দেখা। এর চেয়ে বাস্তব প্রস্তাব স্পেন অধিকৃত ওরানে পালিয়ে যাওয়া। আলজিয়ার্স থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু মাঝখানে গভীর বনে সমাচ্ছন্ন পাহাড়শ্রেণী। হিংস্র সিংহের জন্য সে বন কুখ্যাত। সেই বনের মধ্য দিয়ে পথ চিনে যাওয়া দুঃসাধ্য অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শন না থাকলে। তবু এই বন্দিদশার চেয়ে মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করাও ভালো। মিগেল একান্ত গোপনে কয়েকজন বন্দির সঙ্গে ওরানে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। একজন বিশ্বস্ত মুরকে পাওয়া গেল পথপ্রদর্শক হিসাবে। বসন্তকালে এক রাত্রিতে মিগেল সদলে বেরিয়ে পড়লেন ওরানের পথে। সারারাত পথ চলে বনের মধ্য প্রবেশ করলেন সকালের দিকে। এদিক–ওদিক ঘুরলেন; কিন্তু সঠিক পথের হদিস নেই। সকলের পা কেটে রক্ত পড়ছে। পথপ্রদর্শন শেষ পর্যন্ত জানালো পথ ভুল হয়েছে সে ওরান যেতে পারবে না। কি করা যায় এখন? সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও যখন পথের নিশানা পাওয়া গেল না তখন স্থির হলো আবার ফিরে যাবেন আলজিয়ার্স। সেখানে ফিরে যাওয়ার অর্থ সবারই জানা। তবু এখানে মরবার চেয়ে তুর্কির হাতে মৃত্যু ভালো। তাহলে অন্তত একদিন মৃত্যু–সংবাদটা দেশে পৌঁছাবে। রাত্রির অন্ধকারে আবার সবাই ফিরে এলো আলজিয়ার্স। সকলকেই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হলো। তবু যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল ততটা নয়। কারণ

আজিয়ার্সের শাসনকর্তা তখন বদল হচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার মতো সময় ছিল না। মিগেল বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন। টাকা সংগ্রহ করে মুক্তিপণ পাঠাতে পারলে দেশে ফেরা সম্ভব হবে। বাবা নিঃস্ব, মুক্তিপণের টাকা কোথায় পাবেন? বোনরা যা পারল দিল। ছেলের কথা ভেবে মা বড়লোকদের বাড়ি বাড়ি টাকার জন্য ঘুরতে লাগল। স্বামী বেঁচে; তবু নিজের পরিচয় দিলেন বিধবা হিসাবে। তাতে হয়তো দানের পরিমান বাড়বে, এই আশা। ছেলের জন্য সবই করা যায়। কিন্তু তাতেও যা দরকার তার সামান্য অংশ মাত্র পাওয়া গেল।

মিগেলের আশা ছিল ডন জুয়ানের উপর। চিঠিও দিয়েছিলেন তাঁকে। লেপান্তোর যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই তার মনে আছে। মিগেলের বিপদের কথা জানলে নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। মুক্তিপণের টাকা দেবেন, অথবা আলজিয়ার্স আক্রমণ করে বন্দিদের মুক্ত করবেন। কিন্তু মিগেল জানতেন না ডন জুয়ান নিজেই রাজদরবারের চক্রান্তে পড়ে বিপদাপন্ন। অন্যের কথা ভাববার সময় নেই; থাকলেও, কিছু করবার সামর্থ্য নেই।

এর পরের বার যখন স্পেন থেকে লোক এলো আলজিয়ার্সের শাসকের সঙ্গে মুক্তিপণ নিয়ে আলোচনা করতে তখন মিগেল রোদ্রিগোকে দেশে যাবার কথা বললেন। মা মুক্তিপণ হিসেবে যে টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন তাতে ভাইয়ের মুক্তি কেনা যাবে। তাঁর নিজের জন্য আরো বেশি টাকা দরকার। ভাইয়ের হাতে গোপনে চিঠি দিলেন বন্ধুদের নামে তারা যেন ছোট একটা জাহাজ পাঠায়। সেই জাহাজে করে যত জন সম্ভব পালাবে আলজিয়ার্স থেকে। বন্ধুরা অনুরোধ রাখল। কয়েকমাস পরে রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি একটি জাহাজ এসে প্রবেশ করল শহরের প্রান্তে খাঁড়ির মধ্য। মিগেল সংবাদ পেয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন। সদলে মিগেল এসেছেন সমুদ্রতীরে। জাহাজের সিঁড়ি নামানো হয়েছে। এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজে উঠে সিঁড়ি টেনে নেওয়া। তারপর একবার সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলে আর কে পায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন জেলে এসে পড়ল সেখানে। রাত্রির অন্ধকারে স্প্যানিশ বন্দিদের দেখে সন্দেহ হলো তার চিৎকার শুরু করে দিল। ছুটে এলো নগররক্ষীরা। এদিকে জাহাজের নাবিকরা ভয় পেয়ে সিঁড়ি তুলে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। স্বাধীনতাপ্রয়াসী নিরুপায় নির্বাসিতের দল নতুন করে বন্দি হলো রক্ষীদের হাতে। মিগেল অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন তিনিই সব কিছুর জন্য দায়ী। তাঁর সঙ্গীরা নিরপরাধ। আবার কারাবাস। অত্যাচার। কিন্তু জুয়ানের উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হলো সে তুলনায় তা কিছুই নয়। মিগেলের প্রধান সহায়ক ছিল সদা হাস্যময় তরুণ জুয়ান। পরদিন দলের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো জুয়ানের শাস্তি দেখতে। জুয়ানের দুই পা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া গাছের উঁচু ডাল থেকে। সমস্ত দেহ ঝুলে আছে নিচের দিকে। কপিকলের মতো দড়ি টেনে একবার তাকে উপড়ে তুলছে, আবার দড়িতে ঢিল দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে নিচে। কিছুক্ষণ পরে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। আরও কিছু পরে মাটিতে নেমে এলো জুয়ানের মৃতদেহ।

এত অত্যাচারেও মিগেলের মুক্তিপ্রচেষ্টা বন্ধ হয়নি। এবার তিনি ওরানের গভর্নরকে চিঠি লিখলেন। তাকে আহ্বান জানালেন আলজিয়ার্স আক্রমণ করে স্প্যানিশ বন্দিদের মুক্ত করতে। চিঠি নিয়ে চলল এক বিশ্বস্ত মূর। সীমান্ত অতিক্রম করবার

সময় রক্ষীরা তল্লাসি করে চিঠি আবিষ্কার করল। বিচারে মুরের শূলদণ্ড হলো। শূলে চরেও মূর কিন্তু কে তাকে চিঠি দিয়েছে তা প্রকাশ করল না।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই দমন করা যায় না। মিগেল আর একবার পালাবার পরিকল্পনা করলেন। এবারেও জাহাজে করে। সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। শেষ মুহূর্তে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করল। ব্যর্থ হয়ে গেল সব। আর এক প্রস্থ অমানুষিক অত্যাচার চলল তার উপরে।

দীর্ঘ চার বছর হয়ে গেল আলজিয়ার্সে । আর মুক্তির আশা নেই। বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে। এখন পায়ে বেড়ি আর কোমরে শিকল নিয়ে জেলের অন্ধকারে ঘরে পড়ে আছেন মিগেল। ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে দেহে ও মনে অবসাদ নেমে এসেছে।

এমন সময় একদিন জেলের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন ফাদার জুয়ান গিল। বন্দিদের জন্য মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে তিনি এসেছেন। ১০৮ জন বন্দির মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ফাদার মিগেলের নাম স্পেনে এবং এখানকার বন্দিদের মুখে শুনেছেন অনেকবার। তাই তাঁর ইচ্ছা ওঁকেও টাকা দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে কিন্তু মিগেলের পরিবার যে টাকা সংগ্রহ করেছিল তা তো ভাইকে দেশে পাঠাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তার জন্য মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে অন্যান্য বন্দিদের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি। ফাদার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে পণের পরিমাণ কিছু কমালেন। সম্পূর্ণ টাকাটা তুললেন নানা সূত্র থেকে। তারপর মিগেল মুক্ত।

দশ বছর পরে ফিরে এলেন মাদ্রিদ, নিজের পরিবারের মধ্যে। তার জন্য মা-বাবা এবং ভাই-বোনের মনে অপরীসিম স্নেহ ও ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল। কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য পারিবারিক পরিবেশ করে তুলেছে রুক্ষ আর নির্মম। এতদিন পরে বাড়ি এসে যে ক'দিন বিশ্রাম করবেন নিশ্চিন্তে, তার জো নেই। এই মুহূর্তে উপার্জন দরকার। মিগেলের নিশ্চিত ভরসা ছিল দেশসেবার প্রতিদান হিসাবে রাজদরবারে তিনি সমাদর পাবেন। ডন জুয়ান আছেন সাক্ষ্য দিতে। আর আছে তার অকর্মণ্য বাঁ হাত। কিন্তু মাদ্রিদ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে বুঝতে পারলেন তার আশা ভিত্তিহীন। ডন জুয়ান নিজেই রাজদরবারের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছেন। স্পেন সাম্রাজ্য ফাটল ধরেছে। বয়স ও শোকের ভারে সম্রাট জর্জরিত, প্রশাসনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে শিথিল। কয়েকজন ক্ষমতাশালী কর্মচারী এবং সভাসদ তাদের পেটোয়া লোকের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করে। যোগ্যতা কিংবা দেশসেবা চাকরির মাপকাঠি নয়। কত বন্ধু এবং সহকর্মী এখন বড় পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাকে কেউ আমল দিল না। হয়তো এই অভিজ্ঞতাই ডন কুইকজোটের মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছে ঃ "স্যাঙ্কো, মনে রেখো উচ্চ পদ পেলে মানুষের চরিত্র বদলে যায়। যদি গভর্নর হও তবে নিজের মাকেই আর চিনতে পারবে না।"

পর্তুগালে স্পেনের আধিপত্যি কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ পরামর্শ দিল, সেখানে হয়তো চাকরি পাওয়া যেতে পারে। সেই আশায় বৃথা ঘুরে এলেন পর্তুগাল। মা-বাবার বয়স হয়েছে। বড় ছেলের উপর তাদের কত আশা-ভরসা। তারা মুখে কোনো অভিযোগ করেন না। শুধু নীরবে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকেন।

বেকার মিগেল সময় কাটাবার জন্য কবি এবং নাট্যকারদের আড্ডায় যাতায়াত শুরু করলেন। সেই সময় বই ছাপানো সহজ হয়নি। লেখকরা নিজেদের লেখা

আড্ডায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। মিগেল নিজের লেখা আবৃত্তি করতেন, শুনতেন অন্যের লেখা। এই সব আড্ডায় যাতায়াত করে লেখার অভ্যাস ফিরে এলো। কবিতা ছড়া লিখতে আরম্ভ করলেন ইটালিয়ান স্টাইলের প্যাস্টোরাল উপন্যাস লা গ্যালাটিয়া। গ্যালাটিয়া রচনা হিসাবে সার্থক নয়। তবু এই বই সম্পূর্ণ করতে পেরে মিগেল আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। প্রেরণা পেলেন আরো লেখবার।

১৫৮৪ সালে গ্যালাটিয়া ছাপা হলো। সে বছর ডিসেম্বরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল মিগেলের জীবনে। তিনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন ছোট বোন আন্দ্রিয়ার বাড়ি। সেখানে আলাপ হলো ক্যাটালিনার সঙ্গে অবস্থা খুব ভালো, অনেক খামারের মালিক। গ্রামের বাড়ি, সম্পত্তি, চাষাবাদের প্রতি গভীর আকর্ষণ। মিগেলের মুখ থেকে যখন যুদ্ধের বিবরণ, আলজিয়ার্সের বন্দিজীবনের কাহিনী ইত্যাদি শুনলেন তখন ক্যাটলিনা ওফেলিয়ার মতোই মুগ্ধ হলেন। আন্দ্রিয়ার ঘটকালিতে দু'জনের বিয়ে হলো।

ক্যাটালিনার বাড়ি ও খামারের ছোট জগতের মধ্যে জীবন কাটাতে পারলে মিগেলের হয়তো কোনো সমস্যাই থাকত না। কিন্তু যার অভিজ্ঞতা এত বিস্তৃত তার পক্ষে সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। ক্রমশ দেখা গেল স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে স্বভাবের পার্থক্য গভীর। ক্যাটলিনা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে ভালোবাসেন, জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা অনিশ্চয়তা চান না। হাতের মুঠোর মধ্যে যা পাওয়া যায়, যা ছোঁয়া যায়, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মিগেল ফিরে এলেন মাদ্রিদে।

সব দিকে কেবল ব্যর্থতা। চাকরির কোনো সুবিধা হলো না। দাম্পত্য জীবনে সুখের আশাও গেল মিথ্যা হয়ে। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতার শোধ তুলতে চাইলেন রঙ্গমঞ্চে। থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। স্প্যানিশ থিয়েটারের মান উঁচু করলেন তিনি। গ্রীক নাট্যকাররা ক্লাসিক্যাল যুগে যেমন নাটক দিয়ে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তিনিও তেমনি করলেন স্পেনের শৌর্য–বীর্য নাটকে রূপায়িত করে। লেপান্তোর যুদ্ধ এর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করল।

১৫৮৫ সালে তার কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হলো। উৎসাহ বেড়ে গেল। পরপর কতকগুলি নাটক লিখে ফেললেন। লা গ্যালাটিয়া কিছু খ্যাতি দিয়েছিল। নাট্যকার হিসাবে সে খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন তিনি বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়–পরিজনের মধ্যে আদ্য নামেই পরিচিত ছিলেন। লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় সার্ভেন্টিস নামই প্রচার হতে লাগল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সর্বদা পেছনে লেগেই আছে। আর একজন নাট্যকার দেখা দিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। তিনি লোপ দ্য ভেগা। কবি হিসাবে তিনি আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এবার নাটক রচনায় হাত দিয়ে অকস্মাৎ খ্যাতির শিখরে উঠে গেলেন। তার সব নাটকের প্লটই মেলড্রিমাটিক, যা অতি সহজেই জনতার চিত্ত জয় করে নিল। সার্ভেন্টিসের আদর্শমূলক নাটকের আর চাহিদা রইল না। এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে যে আশার আলোটুকু দেখা দিয়েছিল হঠাৎ তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সার্ভেন্টিস নিজেই বুঝতে পারলেন দ্য ভেগার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি পারবেন না। চমৎকার তার চেহারা, খুব মিশুক, বলতে চলতে তার জুড়ি নেই; দ্য ভেগার খ্যাতি যেন খড়ের আগুনের মতো হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে অন্য সবাইকে ম্লান করে দিল।

সার্ভেন্টিস নীরবে সরে দাঁড়ালেন সাহিত্যের প্রতিযোগিতা থেকে। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। ভালো চাকরির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সামান্য বেতনের নগণ্য একটা কাজ পেলেন নৌ-বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বিভাগে। ১৫৮৬ সালে স্পেন আয়োজন করছিল নতুন অভিযানের। তার জন্য অধিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা দরকার। সার্ভেন্টিস গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করবার চাকরি পেলেন। প্রত্যেক চাষির কত পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করা থাকত। সার্ভেন্টিসের কাজ ছিল সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য আদায় করে মজুত করা, টাকার হিসাব রাখা ইত্যাদি। প্রতিদিন তাকে কলহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হতো। চাষীরা নির্দিষ্ট মূল্যে শস্য গভর্নমেন্টকে দিতে চাইত না; তারা অভিযোগ করত, অন্যায়ভাবে বেশি পরিমাণ শস্য আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। আবার সরকার পক্ষের মনে সর্বদা সন্দেহ-কর্মচারীরা বেশি আদায় করে বাজারে একটা অংশ বিক্রি করে দিচ্ছে। দুর্নীতি দমনের জন্য রয়েছেন বিচারকের দল। এর উপর রয়েছে সরকারি হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর। খাদ্যশস্যের হিসাব এবং তার জন্য দেওয়া টাকার হিসাব রাখা চাই নির্ভুলভাবে। অথচ যাদের এত দায়িত্ব তাদের মাইনে বছরের পর বছর বাকি পরে থাকে। কর্তৃপক্ষের ধারণা উপরি পাওনাতেই এদের চলে। মাইনেটা তো ফাও, সেটা না পেলেও বড় একটা যায় আসে না।

বেশি করে খাদ্যশস্য আদায় করবার মিথ্যা অভিযোগে একবার বিচারক তাকে জেলে পাঠালেন। ভালো করে তদন্ত না করেই। মফস্বলের জেল, নরক-কল্পনার মূর্তরূপ। আলজিয়ার্সের বন্দিদশায় যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেননি এখানে স্বদেশবাসীর হাতে নিগৃহীত হয়ে সেই যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করতে লাগল অনুক্ষণ। অবশ্য বেশিদিন তাকে জেলে থাকতে হয়নি। কারণ তিনি যে সত্যিই নিরপরাধ তা প্রমাণিত হতে দেরি হয়নি।

এদিকে যে জন্য খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট আর্মাডার হার হলো। অনিয়মিত বেতনের সামান্য চাকরিও আর রইল না। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে সরকারি আবেদন জানালেন দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে তাকে যেন চাকরি দিয়ে আমেরিকায় পাঠানো হয়। সার্ভেন্টিসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই ফল হবে। তার আবেদনপত্র যে একটা মামুলি মন্তব্যের পর ফাইল বন্দি করে রাখা হয়েছে সে খবর সার্বেন্টিসের কাছে পৌঁছায়নি। তিনি শুভ সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। কিছুদিন পরেই আবার খাদ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হলো। পুরনো চাকরিতে ফিরে যাবার সুযোগ পেলেন সার্ভেন্টিস। চাকরি তো শুধু নামে, ঝামেলার শেষ নেই; যে মাইনে, তা দিয়ে নিজর খরচই চলে না। কিন্তু একটা আর্কষণ আছে। তা হলো দেশ ও দেশের মানুষদের দেখার সুযোগ। মাদ্রিদে বসে এমন করে দেখা হয়নি।

এক পরিচিত ব্যক্তির অনুগ্রহে আর একটি চাকরি পাওয়া গেল। মাইনে সামান্য একটু বেশি। ঝঞ্ঝাট আগের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। ঘুরে ঘুরে বিক্রয়-কর আদায়ের কাজ। শুধু আদায় নয়। হিসাব রাখতে হবে ঠিক মতো, তারপর নিয়মিত টাকা জমা দিতে হবে। একবার সামান্য কিছু টাকা জমা দিতে দেরি হওয়ায় সার্ভেন্টিসের জেল হলো। অনেকবার তাকে জেলে যেতে হয়েছে তুচ্ছ কারণে। সেসব ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। মফস্বলের জেলে ট্যাক্স দারোগার মতো সামান্য এক কর্মচারীর খবর রাখবার আগ্রহ কারও ছিল না।

অনেকদিন কারাবাসের ফলে একটা লাভ হয়েছিল। সময় কাটাবার জন্য সার্ভেন্টিস লিখতে আরম্ভ করলেন। কবিতা নয়, নাটক নয়, উপন্যাস। তবে লা গ্যালাটিয়ার মতো নয়। সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। একেবারে অনন্য। আট-নয় বছরের অজ্ঞাত জীবনের যবনিকা যখন উঠল তখন, ১৬০৩ সালে, সার্ভেন্টিস মাদ্রিদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তার সঙ্গে ডন কুইকজোটের বিরাট পাণ্ডুলিপি। প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬০৫ সালে জানুয়ারি মাসে "অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইনজিনিয়াস নাইট ডন কুইকজোট দ্য লা মাঞ্চা" প্রকাশিত হলো। প্রকাশক কিছু টাকা দিয়ে স্বত্ব কিনে নিয়েছে। যদিও ছাপাবার পূর্বেই বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় এ বইয়ের কিছু কিছু অংশ পাঠ করায় লোকের মুখে মুখে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তবু প্রকাশক এত বড় বই প্রকাশের ঝুঁকি নিতে প্রথমে রাজি হয়নি। কপি রাইট লিখে দিয়ে তাকে সম্মত করাতে হয়েছে।

সামান্য কয়েকটি টাকা পাওয়াতেই ছেলেমানুষের মতো খুশি। মা-বাবার মৃত্যু হয়েছে। শুধু দু'বোন আছে। এই ক'টা টাকা হাতে নিয়ে যে তাদের সামানে দাঁড়াতে পারবেন তাতেই আনন্দ।

বই খুব বিক্রি হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে ছাপা হলো নতুন সংস্করণ। লোকের মুখে মুখে ডন কুইজোটের নাম। এই সাফল্যে কিন্তু সার্ভেন্টিস পুরোপুরি তৃপ্ত নন। আশা ছিল রাজসভায় ডাক পড়বে, রাজকবির সম্মান তাকে দেওয়া হবে জাতীয় উৎসবে। কিছুই হলো না। রাজসভায়, কিন্তু জনসাধারণের ঘরে ঘরে পেলেন তিনি রাজসম্মান। শুধু রাজানুগ্রহ পেলে, যেমন পেয়েছিলেন লোপ দ্য ভেগা আজ তাকে কেন মনে রাখত? তবু লোভী ছেলের মতো নগদ পাওনার জন্য ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। তাই ডন কুইকজোটের লেখকও কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন পুরস্কারের লোভে। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী লোপ দ্য ভেগা। অনুকম্পা করে দ্য ভেগা পুরস্কার সার্ভেন্টিসকেই দিয়েছিলেন।

সরকারের কাছ থেকে সম্মান পাননি। পেলেন চরম অপমান। ডন কুইকজোট বের হবার মাস ছয়েক পরের ঘটনা। সন্ধ্যার পর সার্ভেন্টিসের বাড়ির দরজায় এক যুবক (আততায়ীর) হাতে সাংঘাতিক রূপে আহত হলো। সার্ভেন্টিস তাকে ঘরে এনে পরিচর্যার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু বাঁচল না সে। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র দেখা দিল। এর ফলে সার্ভেন্টিস এবং তার দুই বোন কারারুদ্ধ হলেন। মানুষ হত্যার অভিযোগে পুলিশ তাদের বাড়ি থেকে জেল পর্যন্ত শহরের রাস্তা দিয়ে কৌতূহলী জনতার চোখের উপর দিয়ে নিয়ে গেল। কেউ বাধা দিল না। এগিয়ে এসে বলল না, ডন কুইকজোটের লেখক কখনো এমন কাজ করতে পারে না।

আর অর্থ পাননি সার্ভেন্টিস ডন কুইকজোটের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হলেও। বোন মাগদালানের মৃত্যু হলো। কবর দেবার জন্য যে টাকার দরকার তা ছিল না সার্ভেন্টিসের। মঠের সন্ন্যাসিনীরা চাঁদা তুলে টাকার ব্যবস্থা করেছিল।

দেশে যোগ্য স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু তার বইয়ের মধ্যেই ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজিতে আরম্ভ হয়ে তর্জমা। অনুমতিহীন চোরাই সংস্করণও হয়েছে কয়েকটি। কিন্তু লেখকের কোনো লাভ নেই। কপি রাইট বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

তবে রয়েলটির পরিমাণ দিয়ে তো বাইয়ের বিচার হয় না। ডন কুইকজোট লেখককে টাকা দেননি, দিয়েছে অবিস্মরণীয় খ্যাতি। আধুনিক যুগের এটি প্রথম উপন্যাস এবং সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস। বালক-বৃদ্ধ সকলের নিকট সমান প্রিয়। বালক হেনরিক হাইনে ডন কুইকজোটের দুঃখে কেঁদেছিল। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু ডন কুইকজোটের সমাদর কমেনি। সমসাময়িক স্পেনের জীবনযাত্রার মিছিল। সমাজের সকল স্তরের কত বিচিত্র নরনারীর ভিড়। সেই সমসাময়িকতার বহু ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে ডন কুইকজোট। মধ্যযুগীয় নাইটদের শিভালোরি প্রতীকে বিদ্রূপ করবার জন্যই সার্ভেন্টিস কলম ধরেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনী অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ কোমল হয়ে এসেছে। কৌতুক ও পরিহাস এবং মমত্ববোধে ডন কুইকজোটের অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ উজ্জ্বল। সার্ভেন্টিস সারা জীবন কত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রচিত এই মহৎ উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতার তিক্ততা এতটুকু ছায়া ফেলতে পারেননি। তার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার নায়ক কুইকজোট। তিনি রাজানুগ্রহ পাননি, নারীর প্রেম পাননি, অর্থভাগ্য তার ছিল না, দেশের লোকের কাছ থেকে লেখক হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি জীবিতকালে। এই সব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জয় করবার জন্য অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে মাঞ্চা গ্রামের নাইট ডন কুইকজোট। নাইটের সহকারী সাঙ্কো পাঞ্চার স্বপ্নবিলাস নেই, তার আছে রূঢ় বাস্তববুদ্ধি। এই দুজনেই মিলে জীবনের পূর্ণরূপ-স্বপ্ন আর বাস্তব। বাস্তবের আঘাতে স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে গেল, তখনই এলো ডন কুইকজোটের মৃত্যু। একি শুধু সার্ভেন্টিস এবং কুইকজোটের কথা? না, এটা আমাদের সকলের কথা। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই স্বপ্নের হাতে বন্দি। মুক্তি পেয়ে বাস্তবে জেগে ওঠার আঘাতে মৃত্যু হয় আমাদের।

সার্ভেন্টিস তার পাঠকদের উদ্দেশ্য করে কয়েকবার বলেছেন, “খোদা তোমাদের সুখ দিন, আমি তার কাছে চাই দুঃখ সইবার শক্তি”। শেষ জীবনে সুখ চাইবার মতো সাহস তার আর ছিল না। সহ্য করবার শক্তি আছে কিনা সে পরীক্ষা শিগগিরই দিতে হলো তাকে।

দেশে লেখক হিসাবে সার্ভেন্টিস তেমন স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু বিদেশি পাঠকদের হৃদয়ে স্থান লাভ করেছেন এর মধ্যেই। ডন কুইকজোটের দ্বিতীয় খণ্ড তখনও বের হয়নি। ফ্রান্স থেকে দূত এসেছেন সরকারি কাজে। দূত তার প্রিয় লেখক সার্ভেন্টিসের খবর জানতে চাইলেন। লা গ্যালাটিয়া ও ডন কুইকজোটের অনেক পৃষ্ঠা তার মুখস্থ। শুধু তার নয়, ফ্রান্সের অনেকের। মাদ্রিদ যখন এসেছেন, দেখা করে যেতে হবে প্রিয় লেখকের সঙ্গে। রাজকর্মচারীরা নিবৃত্ত করতে চাইল। বুড়ো-হাবড়া মানুষ, দরিদ্র, বাড়ি গেলে বসতে দেবার মতো জায়গা নেই, বিদেশি রাজদূতের সেখানে যাবার দরকার নেই। কিন্তু দূত শুনলেন না তাদের কথা। স্পেনের শ্রেষ্ঠ লেখককে শ্রদ্ধা জানাতে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন সার্ভেন্টিসের নিরলঙ্কার ছোট ঘরে। জীবিতকালে এই একবার তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়ে গেলেন।

দূত যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সার্ভেন্টিস মাথা নিচু করে লিখছিলেন। লিখে টাকা না পেলে খাওয়া চলবে না। বৃদ্ধ বয়সেও অনিশ্চয়তার প্রাত্যহিক যন্ত্রণা। দূত শুনে বললেন, দারিদ্র্যের জন্যই যদি আপনাকে লিখতে হয় তাহলে খোদার নিকট প্রার্থনা করব তিনি যেন আপনাকে কখনো ধনী না করেন। আপনার দারিদ্র্যে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোটের কাহিনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, মধ্যযুগের নাইটদের গল্প পড়ে পড়ে সেসব গল্পের খুঁটিনাটি মিগেলের ঠোঁটস্থ হয় গিয়েছিল। নিজেকে শেষপর্যন্ত একজন নাইট ভাবতেই শুরু করেন তিনি এবং মধ্যযুগের নাইটদের মতো তাঁর আশেপাশের অঞ্চলের নিরাপত্তার ভার তিনি নিজেই নেবেন বলে ঠিক করে ফেলেন। নাইটদের যুগ যে শেষ হয়ে গেছে এই কথাটা তাঁর মাথা থেকে চলে যায়। মনে হয়, চারপাশের শান্তি–শৃঙ্খলা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কারণ নাইটদের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে বলেই। কাজেই নিজের নাম আলোনজো কুইকজোনা পালটে রাখেন ডন কুইকজোট, কুইকজোট নামটা তাঁর বেশ পছন্দ। আর সম্ভ্রান্ত বংশের নাম 'ডন' না থাকলে তো মানায় না। তিনি যে হাড় জিরজিরে ঘোড়াটা চরে বেড়ান তার নাম দেন রোজিনান্তে, মানে হলো, আগেকার ভারবাহী পশু। সাজে যাই হোক, শুনতে ভালো। দুঃসাহসিক কাজে ওই ঘোড়াই হবে উপযুক্ত। আর নিজের নামের সঙ্গে গল দেশের নাইটদের মতো নিজের দেশের নামটাও জুড়ে দিয়ে করলেন ডন কুইকজোট –লা–মাংচা। নিজের নাম পালটালেন। ঘোড়ার নাম দিলেন। এবার নাইটদের মতো একটি প্রেমিকাও চাই। তাই পাশের গ্রামের একটি হৃষ্টপুষ্ট মেয়েকে দেখে খুশি হয়ে নাম দিলেন দালসিনিয়া–দেল–তোরাসো। তোরোসোর অধিবাসিনী দালসিনিয়া। প্রথম শ্রেণীর অভিজাত এক মহিলার নাম বলে মনে হয় তাঁর। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। বাড়ির বনেদি পোশাকগুলো পরে নিলেন। গায়ের বর্ম, হাত–পায়ের কভারগুলোর অবস্থা ভালোই ছিল (পূর্বপুরুষদের কেউ সৈনিক কিংবা ডাকাত ছিলেন)। কিন্তু যাকে বলে শিরস্ত্রাণ তার মুখের দিকটা ভাঙা ছিল। ডন সেই ফাঁকটা পিজবোর্ড দিয়ে ঢেকে দিলেন। পেজবোর্ডের রংটা কালো করে দিলেন, যাতে লোহার ঢাকনা বলে মনে হয়। তারপর বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে।

কিন্তু নাইটদের অভিষেক হয় আরেকজন নাইটদের হাতে, মন্ত্র পড়ে। একটি সরাইখানায় গিয়ে মালিককে দিয়ে অভিষেকের কাজটা সেরে নিলেন। সরাইখানাটি মধ্যযুগের দুর্গ, আর সরাইখানার মালিক যে দুর্গের অধিপতি এটা তিনি মালিককে বুঝিয়ে দিলেন। মালিক চালাক লোক, বুঝেছিল, খ্যাপাটে আধবুড়ো লোকটার ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করলে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি। যাই হোক অভিষিক্ত হয়ে প্রথম অভিযানে একদল বণিকদের সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে বর্শা উঁচিয়ে যখন বীরত্ব দেখাচ্ছেন তখন বণিকরা মজা পাচ্ছিল। কিন্তু বণিকদের গোঁয়ার চাকরটি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে কুইকজোটকে মারধোর করে ফেলে দিয়ে চলে যায়। একটু সুস্থ হলে পরের অভিযানে তাঁর সঙ্গী হলো এক চাষি। নাইটদের অনুচর থাকে। এক গরিব ভালো মানুষ চাষি–সাংকো পান্জা হলো তার অনুচর। প্রথমটা সে মাইনে চেয়েছিল। ডন তাকে একটা পুরো দ্বীপের জমিদারি দেবার লোভ দেখিয়ে সঙ্গী করেছিলেন।

তারপর সারাজীবন অভিযানে সাংকোকে নিয়ে ডন লড়াই করে গেছেন বিপদ-আপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে। বার বার হেরেছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু দমেননি কখনো। কিন্তু তাঁর দুর্দশা বুঝে অবশেষে এক হিতৈষী প্রতিবেশী নাইট সেজে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডনকে পরাস্ত করে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, তাঁকে গ্রামে ফিরতে হবে। প্রকৃত নাইটদের মতোই ডন কথা রাখলেন। সাংকোকে নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরলেন। ভাবলেন, অনেক হয়েছে। এবার ভেড়া চরাবেন দুজনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন কুইকজোট। পাদরি ও অন্যান্যদের সামনে স্বীকার করলেন, নাইটদের সম্পর্কে বই পড়ে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খোদাকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর বোধশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

পাদরির কাছে স্বীকারোক্তি করে তিনি উইল করে সাংকোকে বেশ কিছু অর্থ দিলেন। আর একটি মাত্র ভাগ্নীকে সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। কিন্তু শর্ত ছিল, ভাগ্নী এমন লোককে বিয়ে করবে যে জীবনে নাইটদের সম্পর্কে বই পড়েনি। না মানলে সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

বিশাল কাহিনীর এই ছোট্ট গল্পসূত্র থেকে ডনের চরিত্রের প্রতীকি তাৎপর্য হয়তো সবটা স্পষ্ট হবে না। কিন্তু এটা তো ঠিক, কুইকজোট এই শব্দটি ইংরেজিতে তো বটেই, ইউরোপের সব প্রধান ভাষাতেই প্রবেশ করে গেছে। বিশেষত প্রবেশ করেছে এই শব্দটির বিশ্লেষণ : quixotic। ডনের কল্পনাশক্তি ও তাঁর আচার-আচরণ, সংসারের সমস্তরকম অন্যায় দূর করার সৎ সংকল্প, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পরোপকারে ঝাঁপিয়ে পড়া, ব্যর্থ হয়েও অনমনীয় দৃঢ়তায় নিজের আদর্শ বজায় রাখার অবস্থান চেষ্টা ইত্যাদি সব দেশের প্রায় সব বয়সের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তিনি প্রবল কল্পনা শক্তির বলে বিপদ ডেকে আনতেন। বিপদ না এলেও বিপদ এসেছে বলে ধরে নিতেন তিনি, এবং তাতেই গণ্ডগোলে পড়ে যেতেন। তাঁর মুখে চোখে একটু বিষণ্নতা লেগেই থাকত। সেটা হয়তো স্বপ্ন ভঙ্গের বিষণ্নতা। কিন্তু যতদিন শারীরিকভাবে সক্ষম ছিলেন ততদিনই তিনি আদর্শের জন্যে লড়াই করে গেছেন। তাঁর আচার-আচরণে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার যত প্রমাণই থাক, পরিস্থিতি যতই কৌতুকময় হয়ে উঠুক, তাঁর অক্ষুণ্ন সততার জন্যেই চিরকাল তিনি পাঠকের সহানুভূতি পেয়ে গেছেন। এমনই একটি রোমান্টিক নায়ক হয়ে গেছেন তিনি যিনি কল্পনাশক্তিতে যে বিপদ ঘটেনি তাকে বাস্তব বলে মেনে নেন এবং তা দূর করার জন্যে সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা না করে উঠে-পড়ে লাগেন। তাই 'কুইকজোটের মতো' অর্থাৎ quixotic শব্দটি বহু প্রধান ভাষাতেই প্রবাদের মতো প্রয়োগ করা হয়।

www.amarboi.com

সার্ভেন্টিস ডন কুইকজোটের কাহিনীর মধ্যে দেদার মজা ও কল্প-কথার আয়োজন করেছেন; ফলে বিভিন্ন ধরনের পাঠকের রুচি ও চাহিদার যোগান দিতে পারে এই বই। দিয়ে যাচ্ছেও শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে। তবে মানুষের সব চাহিদা তো বাইরের নয়, সত্তার গভীরেও জাগে কত নিগূঢ় তৃষ্ণা। কালে-কালান্তরে যে-বই বহু প্রজন্ম ধরে পাঠকদের আকর্ষণ করে চলেছে, তার কাছে দাবিরও বুঝি শেষ নেই। ফলে বাহির ও ভেতরের সংজ্ঞাতেও ঘটে গেছে কত পরিবর্তন, যাদের নিরিখে তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতিও অনবরত বদলে গেছে।

ডন কুইকজোট ও সানচো পানসার সঙ্গে আমরাও কি অভিযাত্রী হতে পারি না: নিশ্চয় পারি। তবে তাতে মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপের পরিবেশ হয়তো আমাদের সাহচর্য দেবে না। এর পরিবর্তে আমাদের সাংস্কৃতিক ভূগোলের অনুপুঙ্খ দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। পরিবেশের এই রূপান্তর মানে চেতনারও রূপান্তর; অবস্থান ও বীক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন। কল্পনা ও বাস্তবের নতুন দ্বিবাচনিকতায় আমরা যে ধরনের প্রকল্পনায় আশ্রয় নিতে পারি, তাতে পনেরো শতক বা তার আগেকার রোমাঞ্চকর পৃথিবীকে হয়তো খুঁজে পাব না। কিন্তু সম্ভ্রম-বিশ্রম-আকাঙ্ক্ষা-শ্লেষগর্ভ জগৎ নির্মাণের জন্যও আমাদের মূলত নিজস্ব যৌথ নিশ্চেতনার উপর নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ ডন কুইকজোট ও সানচো পানসার অভিযাত্রার নিষ্কর্ষ থেকেই পুনর্নির্মাণের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হবে আমাদের। কাহিনীর সমস্ত অনুপুঙ্খভাবে নিশ্চয়ই আমাদের সময়ে ও পরিসরে পুনর্বিন্যস্ত করে নেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত তার প্রয়োজনও নেই। বরং টমাস মান বা ফ্রানৎস কাফকা যেভাবে ডন কুইকজোট

অভিযাত্রায় নিজস্ব ধরনে সঙ্গী হয়েছিলেন, আমরাও তা অনুসরণ করতে পারি এবং নিজেদের বহুমাত্রিক অবস্থান অনুযায়ী নিজস্ব কিছু জিজ্ঞাসা ও তাদের সম্ভাব্য সমাধানে পৌঁছাতে পারি।

ডন কুইকজোটের পুনঃপাঠ মানে তাই কার্যত পুনর্লিখন। বিখ্যাত দার্শনিক মিগুয়েল দ্য উনামুনো তাই ডন কুইকজোটের আখ্যানে লক্ষ করেছেন উন্মাদনার অভিব্যক্তি। দীর্ঘ বিশ্লেষণে উনামুনো দেখিয়েছেন যে সার্ভেন্টিস তাঁর কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে হয়তোবা প্রতীকায়িত করতে চাননি; কিন্তু পাঠকেরা এদের মধ্যে নিজস্ব প্রত্যয় ও অনুভব অনুযায়ী প্রতীক নিশ্চয় খুঁজে নিতে পারেন। কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারেন যে কুইকজোট ও পানসা আলস্য-মন্থর আমোদ-প্রমোদের জীবনকেই মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে কাহিনীর বহির্বৃত স্তর মাত্র। মধ্যযুগের পরিবেশে আমোদ-প্রমোদ কিংবা শৌর্য-আবেগ ইত্যাদির নায়কোচিত অভিব্যক্তি যেভাবে স্বতশ্চলভাবে স্বীকৃত হতো, সেই পরিপ্রেক্ষিতকে মান্যতা দিয়েও লেখক নিশ্চয় সেই গণ্ডিকে পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন। নইলে পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সৃষ্টিশীল লেখকও দার্শনিকেরা নতুন নতুন অর্থের খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন না। উনামুনোর নিম্নোক্ত মন্তব্য এই নিরিখেই আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করে : "The passion to survive stifled in Don Quixote the enjoyment of life, a capacity for enjoyment that is characteristic of Sancho. Sancho's wisdom was the result of his holding on the this life and this world in the measure that he could personally enjoy them, and the Sancho Panzesque heroismÑfor Panza is heroic consisted in his following a madman, being himself sound of mind, an action more filled with faith than that of a madman following his own madness. Great was Don Quixot's madness, and it was great because the root from which it grew was great: the inextinguishable longing to survive a source of the most extravagant follies as well as of most heroic acts."

বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের জীবন উপভোগের ক্ষমতাকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়? পার্থিব জীবনের প্রতি নিবিড় সংলগ্নতা বোধই যদি সানচোর জ্ঞান ও বীরত্বের উৎস হয়ে থাকে, সাধারণ মানুষের পরিধি-বহির্ভূত কুইকজোটকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে যাওয়ার মধ্যে কোনো সংকেত দ্যোতিত হচ্ছে? এই জিজ্ঞাসা সম্ভবত মধ্যযুগে উত্থাপিত হতে পারত না কিন্তু সাম্প্রতিককালে উত্থাপিত হয়েও কি তার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান হয়েছে? ডন কুইকজোটের মধ্যে বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কখনও নির্বাপিত হয়নি। আকাঙ্ক্ষার এই অতিরেকই কি তাকে বিপুল উন্মাদনার দিকে সঞ্চালিত করেছে? আপাতদৃষ্টিতে সামন্তযুগের নায়কের মতো শৌর্যসূচক সক্রিয়তা দেখিয়েও কেন সে উৎকট নির্বোধ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়? এর কি তবে প্রসঙ্গাতিযায়ী তাৎপর্য রয়েছে কিছু? উনামুনোর বিশ্লেষণ থেকেই এইসব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে এবং ফলে সার্ভেন্টিসের গ্রন্থপাঠও বার বার বাচনের উদ্বৃত্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জীবন যখন অপরিমেয়ভাবে জটিল হয়ে পড়েছে, আমরাও তো সমসাময়িক পৃথিবীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের বিচিত্র মিছিল দেখতে পাই। উনামুনোর দেওয়া সংকেত অনুযায়ী এদের প্রধানত দুটি বর্গে বিন্যস্ত করা যায় : যাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস আছে এবং যাদের একেবারেই আত্মবিশ্বাস নেই। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থাকলেই দুষ্কর্ম করেও

'খ্যাতি' অর্জনের তৃষ্ণা দুর্বার হয়ে ওঠে। এতে বিঘ্ন তৈরি হলেই হতাশা–ক্লিষ্ট অপব্যক্তিত্ব তৈরি হয়।

কিন্তু এই যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী কুইকজোট কি পুড়ুয়ার মনে নিছক আক্ষেপ জাগিয়ে দেয় শুধু? কিংবা, চূড়ান্ত হাস্যকর ছদ্ম–শৌর্যের প্রতিনিধি হওয়া ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা নেই তার : এমনও কি ভাবতে পারি! এ ধরনের একদেশদর্শী ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং উনামুনোর মতো বিবেচনা করতে পারি যে 'powerful expression of the rootÑquality of Quixotism' হলো 'absurd anxiety for eternal renown.' যশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে অমরতার তৃষ্ণা যা প্রতাপের চূড়ো হয়ে ওঠার লোলুপতায় সম্পৃক্ত হলে জন্ম নেয় ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিসের কাছে আত্মবিক্রয়ের চেয়ে সানচো পানসার দ্বারা সঞ্চালিত হওয়া নিশ্চয় কাম্য। তাহলে কি ফাউস্টের বিপরীত মেরুতে ডন কুইকজোট ভাবা যেতে পারে? হোরেশিও তো হ্যামলেটের নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে নি; ফলস্টাফের মতো জ্ঞানী বা প্রস্পেরোর মতো ঐন্দ্রজালিকের পরিণতিতে ও সাহচর্যের ভূমিকা ছিল না কোনো। কিন্তু ডন কুইকজোটের জন্যে ছিল সানচো পানসার বহুমাত্রিক সংলগ্নতা। সার্ভেন্টিস স্পেনীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অতলান্ত সঞ্চয়কে মন্থন করে নিজের প্রতিকল্প সত্তা কুইকজোটকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনের উপসংহারে তাই নিজের কলমকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন সার্ভেন্টিস : Here you shall rest hanging from the rack by this bit of copper wire whether wellÑor illÑcut, my goose quill, I do not know. And there you shall stay for long centuries... For me alone was Don Quixote born, and I for him ; he knew how to act, and I to write.' আপন চেতনার গভীরে অবগাহন করে শুধু কি আপন সত্তার প্রতিকল্প নির্মাণ করেছিলেন তিনি? বাকি এর মধ্যে নিহিত ছিল গভীরতর তাৎপর্য!

স্পেনীয় যৌথ নিশ্চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সংবেদনশীল দার্শনিক উনামুনো তাই ভেবেছেন দুরূহ জীবন–পথে কঠোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে স্পেনীয়রা অস্তিত্বের রুদ্রভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁদের ভাবনায় মৃত্যুবোধ ও বিনাশের শঙ্কা বিশেষভাবে সক্রিয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাঁরা জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ। বরং ঠিক তার উল্টো।

উনামুনো মনে করেন, স্পেনীয়রা জীবনের প্রতি নিবিড় সংলগ্নতা বোধ করেন 'Precisely because it is hard on him, and that from his intense attachment to life springs what we call his cult of death. Our love of life is so great that we want it to last for ever, without end, and we cannot resign ourselves to losing it so that the hope of living on, or the fear of not surviving stifles in us the enjoyment of life, that joie de vivreÑÑ which so thoroughly characterizes the French'.

এই কেন্দ্রনীয় উপলব্ধির উদ্দীপনায় সার্ভেন্টিস হয়ে ওঠেন ডন কুইকজোট কেননা তিনিও চাইছিলেন, তাঁর নাম ও খ্যাতি চিরজীবী হোক। বলা যেতে পারে, 'He is Cervantes in the measure that the latter was a man of his time and people, he is the Spanish soul incarnated in Cervantes. And in this soul he represents the longing to leqave behind a name. This longing to leave behind eternal name and fame is no more than one form of

the thirst for immortality that animates all those who are in love with life'.

এই যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী জীবনকে প্রগাঢ় ভালোবেসেই কায়িক অবসানের পরেও জীবনের বিস্তার চায় অনুভবপরায়ণ মানুষ। এরই অন্য নাম অমরতার তৃষ্ণা।

প্রতিটি প্রজন্ম নিজস্ব পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে: সার্ভেন্টিস ও তার অনন্য সৃষ্টি অনতিক্রম্য। আখ্যানের তুমুল বিনির্মাণ যখন ঘটে চলেছে, তখনও কাহিনী-প্রধান একটি রম্যন্যাস সম্পর্কে কেন এত বিস্ময়? শুধু পাঠক-সমালোচকদের কথা লিখছি না; হোর্হে লুই বোর্হেস ও কার্লোস ফুয়েন্তেসের মতো ব্যতিক্রমী লিখিয়েরাও ডন কুইকজোটের বয়ানে লক্ষ করেছেন বিরল অন্তর্দীপ্তি কিংবা বহির্বাস্তবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অন্তর্বাস্তব। যথাপ্রাপ্ত জগৎ ও ঘটনা-সংস্থানকে কত বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং তাদের মধ্যে আবহকালের সম্ভাব্য পাঠকদের জন্যে সঞ্চিত রাখা যায় কত ধরনের উদভাসন-এইসব ভাষ্য-ভাষ্যান্তরে তার আভাস পাই। বিশ্বসাহিত্যের বেশ কিছু অমর চরিত্রের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনার পরেও যেন ডন কুইকজোট আর স্যাঙ্কো পাঞ্জার থই পাওয়া যায় না। মনে-মনে ভাবি এই কুইকজোট কে? কে এই স্যাঙ্কো! প্রতিবেদনের ভেতর থেকে ডনের জবাব ভেসে আসে : 'I know who I am, and who I may be, if I choose; not only thos I have mentioned but all the Twelve peers of France and the Nine Worthies as well; for the exploits of all of them together or separately, cannot compare with mine.' বিশ্বসাহিত্যের যেসব চরিত্র অমরতার শিরোপা অর্জন করেছে, সচেতনভাবে মৃত্যুজয়ী হওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে ক'জন চেষ্টা করেছিল? ডন কুইকজোট কিন্তু জীবনাতিযায়ী জীবন চেয়েছিল এবং ভেবেছিল, 'আমি যা হতে চাই তা-ই আমি হাতে পারি; আমি তো জানি আমি কী?' তাহলে তার কি আত্ম-অভিজ্ঞান নির্ণয়ের সমস্যা ছিল না কোনো! সামন্ততান্ত্রিক স্পেনীয় আবহের নির্যাস আত্মীকরণ করেও যে সুদূর ভবিষ্যতের বীক্ষণপ্রণালীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারল কুইকজোটের অভিজ্ঞান-নির্মাণ, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা কী আছে আর।

AMARBOI.COM

তবু ডনকে আমরা কখনও সানচোকে ছাড়া ভাবতেই পারি না। তাদের সাহচর্য যেমন চিহ্নায়িত, তেমনই আলাদা আলাদাভাবে দু'জনই প্রতীকী অস্তিত্ব। অবশ্য সেই সঙ্গে স্পেনীয় সময় ও পরিসর মন্থন-জাত বাস্তবের ওরা প্রতিনিধি এবং বাস্তবাতিযায়ী সমান্তরাল বাস্তবের নির্মাতাও। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যে ডন-স্যাঙ্কের যুগ্মক আসলে পরবর্তী অজস্র যুগলবন্দি-অস্তিত্বের উৎসভূমি। শুধু সাহিত্যেই নয়, জনপ্রিয় লঘু আখ্যানসহ জনসংস্কৃতির নানা অভিব্যক্তিতে এই যুগ্ম-প্রকল্পের অন্তর্বর্তী আততি-ইচ্ছাপূরণ-বৈপরীত্যসহ নানা ধূপছায়া লক্ষ করা যায়। জাদুকর ম্যানড্রেক-বলশালী লোথার কিংবা মজাদার লরেল-হার্ডি হোক অথবা আমাদের বাংলা সাহিত্যে গোরা-বিনয় বা নিখিলেশ-সন্দীপ বা শচীশ-শ্রীবিলাস হোক, ডন-সানচোর যুগলবন্দির দূরবর্তী প্রচ্ছায়া বুঝিবা আখ্যানকারদের যৌথ নিশ্চেতনায় ভাবনার বীজগুলি হিসেবে সক্রিয়। সার্ভেন্টিস এদের কেবল পরস্পরের পরিপূরক ভাবেননি; কেননা এদের সত্তা নিছক অন্যান্য সম্পৃক্ত নয়, অন্যোন্য-নিবিষ্টও। তাছাড়া, আগেই লক্ষ করেছি, কথাকার খেলাচ্ছলে নিজেকে বিভাজিত করে নিয়েছেন এবং এই বিভাজনকে বহুরৈখিক করে নিয়ে নির্মিত সমালোচকের মতো উত্তরসূরি কথাকারেরাও ডন ও স্যাঙ্কোর মধ্যে একজনের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কোনো কোনো সাহিত্যিক আবার পছন্দসই চরিত্রের মধ্যে ঐ যুগ্মককে একীভূত করে নিয়েছেন।

বিখ্যাত সমালোচক হ্যারল্ড ব্লুম চমৎকার মন্তব্য করেছেন : 'Perhaps the Don was the writer in Cervantes and Sancho the reader in Cervantes; perhaps they are the writer and the reader in each of us.' এই নিরিখে ভাবা যায় যে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে অগ্রাহ্য না করেও আমরা যখন তা পেরিয়ে যেতে চাই, যুগ্মকের ঐ মৌল আদিকল্প থেকে প্রেরণা ও পদ্ধতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে যেন। আবার ওদের বিচিত্র কার্যকলাপে যে কার্নিভালের সমারোহ ব্যক্ত হয়, তা-ই সম্ভবত উত্তরসূরি রাবেলেকেও আখ্যানের লোকায়ত চালনকে বিশেষ তাৎপর্য দিতে প্রেরণা দিয়েছিল। কুইকজোট মৃত্যুর পরেও যে স্যাঙ্কোর ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না, এতে বেশ কিছু পাঠকই তাকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত সার্ভেন্টিস তো শুধুমাত্র ডনের কীর্তিকলাপ বিবৃত করেন নি, তা একই সঙ্গে সানচো পানসার চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপও বিশদ করেছে। এইজন্যে ফ্রানৎস কাফকার মতো সংবেদশীল কথাকারও তাঁর একটি বিখ্যান প্যারাবলে 'সানচো পানসার সত্য' শিরোনামে লিখেছেন : 'without making any boast of it Sancho Panza succeeded in the course of years, by devouring a great number of romances of chivalry an adventure in the evening and night hours, in so diverting from him is demon, whom he later called Don Quixote, that his demon there upon set out in perfect freedom on the maddest exploits, which, however, for the lack of a preordained object, which sould have been Sancho Panza himself, harm nobody. A freeman, Sancho Panza pholosophically followed Don Quixote on his crusades, perhaps out of a sense of responsibility, and had of them a great and edifying entertainmnt to the end of his days.'

সত্যিই তো, ডনের প্রাণপ্রাবল্য যাতে জগৎ-বিধি বা পার্থিবতার প্রবাহকে বিঘ্নিত করতে না পারে, সেইজন্যেই স্যাঙ্কোর উপস্থিতি। সামঞ্জস্য বিধানের এই প্রক্রিয়াতেই প্রশমিত হয় সম্ভাব অতিরেকের শঙ্কা। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যৌথ চর্যায় এই সত্যের নিরন্তর বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যায়। বিনোদনের আয়োজনকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না-করে সার্ভেন্টিস যে দার্শনিক অন্তঃসারের উদভাসনও উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁর ম্যাগনাম ওপাসকে বহুস্বরিক করে তুলেছে। তাঁর রচনার মহত্ত্ব সম্পর্কে তিনি নিজে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন; তবে এই আক্ষেপও ছিল যে প্রাপ্য মর্যাদা তিনি পুরোপুরি পাননি। সার্ভেন্টিস তাঁর 'Journey to Parnassus'-এ লিখেছেন (১৬১৩ সালে) 'I have given in Don Quixote, to assuage the melancholy and the moping breast, Pastime for every mood, in every age, I've in my Novels opened, for the rest A way whereby the language of castitle May season fiction with becoming zest; I'm he sho soareth, in creative skill, Bove many men:'

যেহেতু সার্ভেন্টিস স্বয়ং ডন কুইকজোট ও সানচো পানসার যুগলবন্দি-অস্তিত্বের প্রকৃত উৎস, তাঁর উল্লাস-বিষাদ সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা প্রাচুর্য-রিক্ততা সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা উদ্দীপনা-শূন্যতা ব্যক্ত হয়েছে আখ্যানের নানা অনুষঙ্গে। আর, এই সব দ্বৈততা প্রকৃতপক্ষে ষোল শতকের স্পেনীয় জীবনেরই বহুস্বরিক অভিজ্ঞতা। বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের আততি যেন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে নিয়ে উদ্ভট খেলায় মেতে উঠেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম মনে হয়। আসলে লেখক তাঁর জীবনে এত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণাবর্তের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে কল্পনা ও প্রকল্পনার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ডন কুইকজোট ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার যুগলবন্দি নির্মাণ তাঁর পক্ষেই বুঝিবা স্বাভাবিক ছিল। স্পেনীয় জাতির অন্তর্বৃত স্বপ্ন ও বহির্বৃত সক্রিয়তা নানা বিভঙ্গ নিয়ে এই প্রকল্পে সমন্বিত হয়েছিল। এমন ঘটনা যে সচরাচর ঘটে না, তা না লিখলেও চলে।

ডন কুইকজোট পড়তে গিয়ে একই কারণে খুব বড়ো মাপের সমস্যাও তৈরি হয়। ঘটনাক্রম ও চরিত্র-নির্মাণ যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে গৌণ হয়ে পড়ে; পাঠকৃতির ছায়াঞ্চলের দিকে মনোযোগ বেশি হয়ে পড়ে। ঘটনার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য প্রতীকিত্য কাহিনীর চেয়ে মন বেশি প্রাধান্য দেয় চিহ্নায়ান প্রকরণকে। বিশ্বসাহিত্যের সম্ভাব্য কালজয়ী রচনার সঙ্গে স্বতস্চলভাবে প্রতিতুলনা করতে ইচ্ছে করে। সেই সঙ্গে স্বয়ং সার্ভেন্টিস আমাদের পাঠ-ক্রিয়াকে আরও খানিকটা অনিশ্চিত করে দেন। তাঁর মধ্যে লেখক-কথকের আততি প্রচ্ছন্ন নয় মোটেই, বরং প্রকট। তাছাড়া তিনি যেহেতু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন- 'Don Quixote was born, and I for him. He knew hos to act, and I knew how to write.' স্রষ্টা যখন বলেন যে তিনিও তাঁর সৃষ্টি এক ও অভিন্ন, তাকে কতখানি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায়-এ বিষয়ে তর্ক কিছুতেই এড়ানো যায় না। সার্ভেন্টিস কখন ডন কুইকজোটের হয়ে কথা বলতে বলতে কখন আলগোছে নিজেকে সরিয়ে নেন আবার সাবলীলভাবে ফিরেও আসেন : তা অসতর্ক পাঠে বোঝা মুশকিল। মধ্যযুগীয় কোনো-একটি আখ্যানে কীভাবে আধুনিকোত্তর পর্যায়ের উপযোগী লিখন প্রণালীর পূর্বাভাস পাচ্ছি, এই প্রশ্নের মীমাংসা মোটেই সহজ নয়। আখ্যানের আকর্ষণ সম্পূর্ণ বজায় রেখেও লেখক যেভাবে বয়ানে আখ্যানের উদ্বৃত্ত অনায়াসে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। সাধারণভাবে আখ্যানের বৈচিত্র্য খুবই মনোগ্রাহী; তবে মূল দুটি চরিত্রের অটুট গ্রন্থির নির্মাণই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। তাই মোটামুটিভাবে সমস্ত বর্গের পাঠকই ডন কুইকজোট ও সানচো পানসার প্রতি অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করেছেন আর এই সূত্রে লক্ষ করেছেন আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সমারোহ।

তাই দূরবর্তী কালের বাঙালি পাঠকও ডন কুইকজোটের সঙ্গী হয়ে তার লা মাঞ্চার সাধারণ ঘরদোরের মতো নিজের দৈনন্দিন অভ্যস্ততা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন ধীরে ধীরে আধুনিক কিংবা আধুনিকোত্তর কালের অভিজ্ঞানগুলি ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে থাকে। পাঠকও অ্যাডভেঞ্চারের শরিক হয়ে বাস্তবের বন্দিশালা থেকে মুক্তি খুঁজে নেন এবং তাঁর জন্যেও তৈরি হয়ে যায় কোনো-এক সানচো পানসা। ফলে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মেহের আলীর বিপ্রতীপে গিয়ে সানচো বাস্তবেই মায়া নির্মাণ করে এবং নিজেই আবার সেই কুহক ভেঙে দেয়। সৌজন্য-বীরত্ব-প্রেম-কীর্তি ইত্যাদির চিরাচরিত প্রতীতিকে অস্বীকার না-করেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটির নতুন ভাষ্য রচিত হয় যেন। এ সময়ের যে পাঠক আকরণোত্তরবাদী ভাবনা অনুযায়ী পাঠকৃতির মধ্যেই স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্ম-নিরাকরণের প্রক্রিয়া লক্ষ করেন, তাঁকে বিপুল বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে হয়, মধ্যযুগের নির্মিতি হয়েও ডন কুইকজোট নিজেই নিজেকে অনবরত পুনর্লিখন করে গেছে। যেন প্রকৃত লেখক সার্ভেন্টিস প্রয়োজনীয় সূত্রধারের চেয়ে বিশ কিছু নন। চিত্তবিশ্বে নিহিত সম্ভাবনাই সানচো পানসাসহ অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা চলেছে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে। আকাঙ্ক্ষার বিস্তার ঘটছে, কল্পিত বাস্তবের কৌতুক-ভরা উপস্থাপনা হচ্ছে; তারপর

অবধারিতভাবে আসছে সেই অবরোহণের মুহূর্ত। কুইকুজোট উন্মাদনা ও মিথ্যার উর্ণাতন্তু রচনা : এই সবই কি পাঠকের বিনোদনের জন্যে?

যখন কল্পনার শক্তি অবসিত হয়ে যায়, কী অবশিষ্ট থাকে! মন্তেসিনোসের গুহা এই সূত্রে প্রতীকমূল্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। ডন কুইকজোটের এলনসো কিজানোতে রূপান্তর আর ঘরে ফিরে–আসাও বিপুলভাবে চিহ্নায়িত। সাম্প্রতিক পাঠক নিঃসন্দেহে কাহিনী–অতিযায়ী এইসব চিহ্নায়কগুলি লক্ষ করবেন। স্যাঙ্কোর প্রতি কুইকজোটের নিম্নোধৃত উক্তিও আলাদা মনোযোগ দাবি করে : 'There are some who exhaust themselves learning and investigating things that once learned and investigated, do not matter in the slightest to the understanding or the memory.'

না–লিখলেও চলে, বিশেষ প্রসঙ্গ–সম্পৃক্ত উচ্চারণ হলেও এর প্রসঙ্গাতিযায়ী তাৎপর্য আছে বলেই কালান্তরের পাঠক এতে স্মৃতি–সত্তা–ভবিষ্যতের সংকেত খুঁজে পান। মনে পড়ে, প্রখ্যাত কবি অক্টাভিয়ো পাজ আধুনিক উপন্যাসকে ভেবেছিলেন নিজেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমাজের মহাকাব্য। কিন্তু প্রাক্–আধুনিক যুগের আখ্যান হয়েও 'ডন কুইকজোট' একইভাবে আপন সময় ও পরিসরের পিঞ্জরকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। পার্থিব উপকরণের সঙ্গে রম্যন্যাসের অনুষঙ্গের সংশ্লেষণও ঐ অস্বীকৃতির অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে জরুরি হলো এই অবিসম্বাদী সত্য যে ধর্মতন্ত্র–শাসিত মধ্যযুগকে বিমূর্তায়িত বা আদর্শায়িত করা ঠিক নয়। গ্যালিলিও–জিওর্দানো ব্রুনো যখন নিরেট ও সংগঠিত কুসংস্কার–গতিহীনতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন, এক পা এগিয়ে তিন পা' পিছিয়ে যাচ্ছে কিংবা পর্যুদস্ত হচ্ছেন–সেই পর্যায়ে সাহিত্যের কোনো মহাগ্রন্থ কীভাবে বিকল্প সত্যের সন্ধানে কৌশলে আপন প্রতিবাদের স্বর সন্নিবিষ্ট করছে বয়ানে? করছে কিনা আদৌ–এই সংশয় প্রকাশ করব না। কেননা আখ্যানের গভীরে ঐ প্রতিবাদ যদি প্রচ্ছন্ন না থাকত, তাহলে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানব–পরিস্থিতিগুলিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিগৃহীত ও বিশ্লেষিত হতো না। অভিজ্ঞতা এবং আদর্শগত ধারণা (Experience and ideology) দ্বৈততা (dialectic) কাল্পনিক রহস্যপূর্ণতাময় ডন কুইকজোট উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, যেমনটি দেখা যায় ডিফো (Defoe)র রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে। সমালোচকরা সার্ভেন্টিস কোনো পক্ষে ছিলেন–ডন এক ব্যঙ্গাত্মক পাত্র না সন্তনায়ক (Saintly hero)–তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। সার্ভেন্টিসের উপন্যাসকে পড়া যেতে পারে একটি ধারণা বা একটি সমস্যা হিসাবে–সমস্যাটি হচ্ছে সচেতনতার সমস্যা (Problem of consciousness) এবং শ্লেষাত্মক কর্ম (irony of action) যা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে স্পেনে দেখা দিয়েছিল। এটি উপন্যাসের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমস্যা হিসাবেও দেখা যেতে পারে। নৈতিক এবং আদর্শগত অর্থগুলির সমস্যাগুলি তো ছিলই এবং তা বহুদিন ধরে আলোচিত হয়েছে। সার্ভেন্টিস অনুকরণীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের (mimetic historical fiction) একটি দিক নিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন এবং তার সমস্যাগুলিকেও তুলে ধরেছিলেন।

ডন কুইকজোট উপন্যাসে অভিজ্ঞতা এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাঁই প্রকৃত কথা। আমরা এর মধ্যে অবাস্তব, অসম্ভব বিলাস কল্পনাটাকে খুব বড় করে বিচার না করলেও পারি। তার মানে এই নয় যে কুইকজোটের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে অস্বীকার করা। বরং অনুকরণ (Mimesis) এবং ইতিহাস

(History) এই দুই দিক আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। এর আলোকে কল্পনামুক্ত অভিজ্ঞতার জগৎ এবং সংকীর্ণ বাস্তব জগতের প্রতিক্রিয়া আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। কুইকজোট নিজেকে বীরত্বপূর্ণ দর্শন (Chivalric vision of himself) হিসাবে দেখা এবং পৃথিবী দেখা প্রায়ই একইরকম পর্যায়ে আসে। তার মধ্যে যে কাল্পনিক বীরত্বগুলি দেখা দিয়েছিল তা একদিক থেকে জটিল, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রক্রিয়া এবং তাকে দুর্বল একজন স্প্যানিশ করে তুলেছে যে শুধু রোমান্সগুলি পড়েছে; কিন্তু অন্যদিকে সেগুলি আবার তার ব্যক্তিগত কর্মকে ফলপ্রসূ করেছে এবং জীর্ণ সামাজিক জীবন থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়েছে। স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদ সবকিছু উষর, উত্তক্ত এবং বিষণ্ন করে তুলেছিল, মানুষের অধিকার, স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল এবং বাস্তবের রূঢ়তা ডন কুইকজোটকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। সেই তীক্ষ্ণ রূঢ়তা, নৈতিক ক্ষীয়মানতা এবং চরম অর্থহীনতা (meaninglessness) তাকে বীরত্বের সোনালি স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কাল্পনিক চিন্তাগুলি কাজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কাজগুলি তার স্বাধীন এবং নিজস্বতার ছাপ রেখেছে। জোরপূর্বক কর্মজগৎ রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধীনতায় এবং আত্মবলীয়ানতায়।

ডন কুইকজোটের একটি মডেল আছে, যেমন বিখ্যাত আমাদিস দ্য গল (Amadis de Gaul) যিনি অবনমনের সমাজের থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন এবং আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন কাল্পনিক কাজের মধ্য দিয়ে। কুইকজোটের আমাদিস একজন বাহ্যিক নিয়ামক (Mediator), এক উপায়ের দিশারী যাঁর কাছ থেকে কুইকজোট শিখেছিলেন কিভাবে জড় জাগতিক পার্থিব জগৎ ব্যতীত টিকে থাকা যায়। কুইকজোট আমাদিসকে নকল করেছিল, রেনে জিরার্ড (Rene Girard) বলেছেন, যেমন খ্রিস্টান যিশু খ্রিস্টকে অনুকরণ করে।

ডনের চরিত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে হাস্যকর বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং উনবিংশ শতকে মহান বলে ভাবা হয়েছিল। তাকে চেতনার যুগে (age of sensibility) জ্ঞানের এবং সূক্ষ্ম চিন্তার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ডন কুইকজোট একজন খামখেয়ালি ব্যক্তি যিনি ব্যালাড কবিতাগুলিতে বর্ণিত বীরত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অনুকরণ করে একজন বীর হিসাবে প্রতিভাত হতে চেয়েছেন। নিজেকে বীর ভেবে তিনি তাঁর প্রতিবেশীকে সম্বোধন করেছেন এবং সেই প্রতিবেশী তাঁকে এক গাধা এনে দিয়েছিল তাঁর প্রথম অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এবং সেটিই প্রথম ব্যর্থ অভিযান। যদি গোটা উপন্যাসটি নিছক উন্মাদপ্রসূত কাল্পনিক কাহিনী হতো, তবে পাঠকেরা সার্ভেন্টিসের খামখেয়ালিপনা একরোখা নায়ক সম্বন্ধে আগেই সাবধানতা অবলম্বন করে উপন্যাস পাঠে বিমুখ হতো।

হেনরি ফিল্ডিংয়ের উপন্যাস যোশেফ এ্যানড্রুসের মতোই ডন কুইকজোটের বিষয়বস্তু রোমান্সবিমুখিতা, কারণ এতে রোমান্সের অপর্যাপ্ত এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মানব জীবনের বাস্তবতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। রোমান্স যতই ডনকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করেছে এবং পরবর্তীকালে প্রতারিত করেছে, ততই বাস্তবতা এক নিষ্ঠুর কশাঘাত করে মনে করিয়ে দিয়েছে, যে জীবন কল্পনা নয়, বরং এটি বড় বেশি বাস্তবভিত্তিক। এ উপন্যাসের মধ্যে অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ অনুকরণ রয়েছে যা হাস্যাস্পদ অনুকরণ বিষয়বস্তুর এবং বিষয়বস্তুর প্রয়োগ শৈলী তার, যাকে এম. এইচ. অ্যাব্রামস বার্লেক্স (Burlesque) বলেছেন।

আর্নল্ড কেটল মনে করেন, ডন কুইকজোট অনেক বেশি বার্লেস্কে ভরা। বার্লেস্কে অনুকরণ হয় হাস্যকর এবং বিষয়ের গঠনগত শৈলী উচ্চপর্যায়ে থেকে নিম্নস্তরের বিষয়ে অনুপ্রবেশ করে। এভাবে কমিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঠিক এই রকম ধরনের কথাই সার্ভেন্টিস ডন কুইকজোট উপন্যাসের প্রে লোগে বলেছেন, "আমার অনুর্বর এবং অনুত্তম প্রতিভা জন্ম দিয়েছে একটি ক্ষীণকায়, সংকুচিত খামখেয়ালি ছেলের যে কিনা শৈশব থেকেই বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার কথা যা অন্যের অকল্পনীয় ভেবে এসেছে এবং ঐরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে চেয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন যে ডন কুইকজোটের কাজ অতি উচ্চ স্তরের কর্মকে নকল করতে গিয়ে কৌতুকপূর্ণ হাস্যকর হয়েছে। এতে পাঠকেরা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। পাঠকেরা যেন সেই প্রবাদটি ভুলে না যান–'রাজার জন্য ডুমুর এনেছি'। রাজার জন্য থাকবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও কাজ, তা না করে অতি তুচ্ছ প্রোলোগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, –'মনে রেখো তোমার লক্ষ্য হবে শিভ্যালরি সম্পর্কিত বেঠিক গল্পগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা....যদি তুমি তা করতে পারো তবে তুমি কিছু কম অর্জন করবে না।"

ডন কুইকজোট শীর্ণকায় এক যুবক যার পথ্য বিফ মাটনের স্ট্যু বেশিরভাগ রাত্রিতে, সিদ্ধ হাড় শনিবারের পথ্য, শুক্রবার লিন্টিল জাতীয় শাক সিদ্ধ এবং রবিবার পায়রা সিদ্ধ। সে বীরোচিত কাজ করার জন্য উদগ্রীব, কারণ সে নাইটদের রোমান্টিক কাহিনী পড়ে ফেলেছে এবং প্রেমের সংলাপ পড়ে স্থির থাকতে পারছে না বলেই সে নাইটদের মতো দুঃসাহসিক কাজ করে রাতারাতি প্রশংসা এবং খ্যাতি অর্জন করতে চায়। বিশেষত প্রেমসম্পর্কিত একটি বাক্য তার মস্তিষ্ককে নাড়া দিয়েছে –'অযুক্তির জন্য যে যুক্তি দিয়ে তুমি আমার যৌক্তিকতাকে বিচার কর, তা আমার যুক্তিকে এতই দুর্বল করে দিয়েছে যে যুক্তি দিয়েই আমি তোমার সৌন্দর্য সম্পর্কে অভিযোগ করব।' সে আরো পড়েছে– 'নক্ষত্রখচিত উচ্চ আকাশ স্বর্গীয়ভাবে তোমার স্বর্গীয়তাকে শক্তিশালী করে এবং মাহনতাকে দৃঢ় করে। এইরকম লেখা পড়ে সে তার বুদ্ধি হারিয়েছে এবং চেষ্টা করেছে সে সবের অর্থ খুঁজে বার করতে। যদিও অ্যারিস্টটল নিজে কখনই তা করতে যেতেন না। যা অ্যারিস্টটলের বোধগম্য বহির্ভূত, তাই সে করায়ত্ত করতে চায়। মোহময়তা, বিবাদ, যুদ্ধ, মোকাবিলা, শারীরিক ক্ষত, প্রেমানুসন্ধান, ভালোবাসা, ভালোবাসার যন্ত্রণা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং সে বিশ্বাস করতে লাগল যা কিছু কাল্পনিক তাই সত্য, এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসও এই সদ্য উদ্ঘাটন করতে পারে না। ক্রমাগত উদ্ভূত চিন্তার ফলে তার মনে অভিযানের আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে লাগল। বুদ্ধিকে সরিয়ে সে হতবুদ্ধির প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করবে স্থির করে ফেলল এবং জুতসই নাম দিয়ে ফেলল নিজের। নিজের দেশের নামের সঙ্গে তার ডাকনাম জুড়ে নিজেকে ডন কুইকজোট ডি লা মাঞ্চা বলে পরিচিত করল। অসম্ভব, অবাস্তব, কাল্পনিক ইত্যাদির সঙ্গে তাল মেলানো হলো তার কাজের লক্ষ্য। এসে প্রথমেই পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত অস্ত্র পরিষ্কার করে ফেলল, শিরস্ত্রাণ ও দেহবর্ম তৈরি করল, একটা ঘোড়াও জোগাড় করল। সে নিজেকে নাইট ভাবতে শুরু করল। "প্রেমিকা ছাড়া নাইট পাতা–ফলবিহীন গাছের মতো এবং আত্মাবিহীন দেহের মতো।"

সার্ভেন্টিস শুধুমাত্র আদর্শ নিয়ে কঠোর বাস্তবতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। ডন কুইকুজোট কাফ্কার নায়কের মতো শুধুমাত্র নিজের ভাবকল্পনা নিয়ে বাস করেনি। তার প্রথম অ্যাডভেঞ্চারের পর সে সঙ্গী স্কোয়ার সানচো পানসার থেকে খুব কমই বিচ্ছিন্ন থেকেছে। সাঁকো পাঁচার কৃষকোচিত বুদ্ধি তার নাইট ডন কুইকজোটকে বাস্তব

জগতে নিয়ে আসার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বহু সমালোচক মতো প্রকাশ করেন যে ডন কুইকজোট এবং স্যানচো পানসার দুই বিপরীত আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে যে দুই বিপরীত আদর্শ স্পেনে খুবই সক্রিয় ছিল। কুইকজোট মানসিক জগতের বাসিন্দা, স্পেনের বহিঃশত্রুর দ্বারা পরাজয়ের গ্লানি সম্পর্কে উদাসীন, স্পেনের ভাঙ্গাচোরা সাম্রাজ্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী, যার সম্পদ বহির্দেশে অযথা ব্যয়িত হচ্ছে, এক্ষেত্রে তিনি শুধু তাঁর নিজের মতামত সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সম্পর্কে একেবারেই অন্যমনা; এদিকে সানচো পানসা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষক যার সরলতাকে নিস্পেষিত করা হচ্ছে এবং যার দারিদ্র্য কখনোই কমছে না। সার্ভেন্টিস কখনো কখনো রোমান্সের প্রতি শ্লেষ (irony) থেকে সরে এসেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী শুধুমাত্র রোমান্স ব্যালাডের অঙ্গ। কিন্তু এটি তা নয়। শিভ্যালরির রোমান্স হয়তো বহু আগে সবাই বিস্মৃত হতে পারত যদি না সার্ভেন্টিস এটিকে নির্দয়ভাবে আঘাত করতেন এবং উপন্যাসটি সবাই ভুলে যেত যদি তিনি শ্লেষ এবং ব্যঙ্গের উর্ধ্বে উঠতে পারতেন। বইটিকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন ডনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী হিসাবে, যেখানে রোমান্স ও বাস্তবতা, আদর্শ ও বিফলতা, উচ্ছ্বাস ও গ্লানি ইত্যাদিগ সংমিশ্রণ দেখা যায়।

চরিত্র ও ঘটনা উভয়ই এই উপন্যাসে প্রতিপাদ্য হয়েছে। আবার সার্ভেন্টিস সমাজের কাঠামোগত স্তর সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করেছেন। আমাদের আধুনিক সমাজের মতোই দুটি শ্রেণী তখনকার সমাজে ছিল। একদিকে ডিউক এবং ডাচেস সামন্ততান্ত্রিক ভোগবিলাসে, আমোদ-প্রমোদে, নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে, বিদেশগমনে অযথা অপব্যয় করে চলেছেন; অন্য দিকে আবার দেখি এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ডন ফার্ডিন্যান্ডের পিতা যিনি এ গরিব ব্যক্তির ছেলেকে সাহায্য করে চলেছেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি কিভাবে ডরোথির বাবার মতো লোকেরা অন্য মানুষের সহায়তা করেছেন। মধ্যশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে আছে ধনী চাষীরা, আছে ক্যাপটিভের ভাই যিনি বিচারক কলোনিতে ভালো চাকরি করেন; স্ত্রীলোকেরা রয়েছেন, যেমন বাস্ক স্কোয়ারের (Basque Squire) সঙ্গে চলেছেন সেভিল (Seville) দেশে কর্তব্যরত স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। আবার ক্যাপটিভ (Captive) দেখিয়েছেন কিভাবে বাঁচতে হয় যেমনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে দরিদ্র ভদ্র সম্প্রদায়, তিনি মিলিটারিতে কাজ নিয়েছেন। এভাবে বিবিধ চরিত্র উপন্যাসের অঙ্গটিকে বাস্তবতার প্রলেপ দিয়েছে। কিন্তু ডন কুইকজোট রোমান্সের কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটেনি। গ্রাম্য ভাবধারার অতিরঞ্জন, মেষ পালক জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের নিষ্কলুষতা এসব ডনের মনকে এক সুদূর রাজ্যের অধিবাসী করেছে। এসব মেষপালক গাছের গুঁড়িতে তাদের নাম খচিত করেছে, আর ডনকে আলোড়িত করেছে। মেষপালকদের সুন্দর অবয়ব, গাত্রচর্ম, তাদের ভালোবাসা এবং তাদের মেষপালকদের সৌন্দর্য এ সমস্ত রোমান্সের ধাঁচে গঠিত হয়েছে। রোমান্টিক ভালোবাসার সঙ্গে বাস্তব ভালোবাসার সংঘাত ঘটেছে। ডন কুইকজোটের কাল্পনিক ভালোবাসা একদিকে পাঠকের মনকে রোমান্সমুখী করেছে। কিন্তু অন্যদিকে ডন ফার্ডিন্যান্ড ডরোথিকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কৌমার্য নষ্ট করে লুসিন্ডাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে তখন ডরোথির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই দ্বৈততা গোটা উপন্যাসে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

তবে এই দ্বৈততা বা দ্বিত্ব ব্যক্তিত্ব অতি সহজ চিন্তাভাবনা নয়। 'কুইকজোট পাঠকের কাছে জীবন্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয় যেভাবে উপন্যাসে চরিত্ররা জীবন্ত

হয়ে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ কষ্টকর অ্যাডভেঞ্চারের মাঝে সে যেন কোনো মুরিস লেখকের কাছে উপজীব্য হয় যার পাণ্ডুলিপি সার্ভেন্টিস উদ্ধার করেছিলেন। তারপর থেকেই ডন হয়ে ওঠে বৈপরীত্যের চলমান সংকর : একদিকে মানুষ, অন্যদিকে সাহিত্যিক আবিষ্কার, জীবন্ত চরিত্র, একজন পুস্তকে বর্ণিত চরিত্র ও মানুষরূপী গ্রন্থ।' ১৬০৫ সালে প্রকাশিত অংশ অনেক ছোট উপন্যাসের সম্মিলন। যেমন মার্সেলার গল্প গ্রাম্য প্রেমের কাব্যিক গল্প–এর পটভূমি এবং সমস্যা আদর্শপূর্ণ; গল্প বলার ভঙ্গিমা দার্শনিকতা পূর্ণ। কার্ডেনিওর গল্প এক আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক অন্ধকারময় বিষাদ, এর জটিল জাল তৈরি হয়েছে এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির বিবেকের দ্বারা। আবার ডরোথির গল্প সামাজিক সেক্সুয়াল সমস্যাপূর্ণ। আবার কিউরিয়াস ইমপর্টিমেন্টের গল্প (Curious Impertiment) এক আধুনিক কর্মের কাহিনী যা আমরা আঁদ্রে জিদের উপন্যাসগুলিতে পাই: এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুণগুলিকে পরীক্ষা করেছিল শুধুমাত্র এক্সপেরিমেন্টের জন্য। এভাবে সমগ্র উপন্যাসে আমরা সাহিত্যিক বৈপরীত্য দেখি: দার্শনিকতার সংঘাত মনস্তত্ত্বের সঙ্গে, ব্যক্তিগত নৈতিকতার সংঘাত সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে, আভ্যন্তরীণ চিন্তার বিরুদ্ধে বাহ্যিক কর্মের, নিঃসঙ্গতার অবনমনের বিরুদ্ধে সামাজিক রীতি ও সন্তুষ্টির সঙ্গে। এরকম অনেক গল্প উপন্যাসের মধ্যে আছে যেগুলি হয়তো অনেক আগে ঘটে গিয়েছে, কিন্তু সেগুলি ডন কুইকজোট ও সানচো পানসার অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে বর্তমান বা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে আরও একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলতে পারা যায় গল্পের সময় এবং বাস্তব সময়। ১৬০৫ খণ্ডের শেষে কুইকজোট বন্য পশুর মতো অবমাননা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে ফিরে এসেছে, আবার ১৬১৫ খণ্ডের শেষে সে সম্মানে ও মেষপালকদের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গীত শুনতে শুনতে সু–আহার করেছে। অন্যদিকে ১৬১৫ খণ্ডে গ্রাম্য অ্যাডভেঞ্চার এক একটি বাস্তব ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে যেগুলি অন্য বাস্তব ও অন্যান্য মূল্যবোধগুলির সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

কুইকজোট ও সানচো পানসা দুজন দুই মেরুর লোক–একজন আদর্শবাদী অন্যজন বাস্তববাদী। তবে যদিও তারা দুজনে দুই ধরনের চরমে থাকে এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঠেকে আমাদের কাছে। তারা আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করে এবং এই স্পর্শ করার ক্ষমতা যেন জীবনের এক সত্যতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই দুজনের চরিত্র থেকে কিছু কিছু গুণের মিশ্রণ সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। রূঢ় বাস্তবতার চাপে এইসব গুণগুলি চাপা পড়ে যায় বলে আমরা ভাবি এইসব গুণগুলি হয়তো অবাস্তব, ধোঁয়াশা, কিন্তু সেগুলির যথেষ্ট তাৎপর্য আমাদের জীবনে আছে। 'ডন কুইকজোটের মধ্যে এসবগুলির আবিষ্কার করার অর্থ হলো আমাদের মধ্যে সেগুলির পুনরাবিষ্কার করা ও আমাদের জগৎকে খুঁজে পাওয়া, এবং এই কারণে আমরা অনুভব করতে পারি এই উপন্যাসের অতিরঞ্জন এও অদ্ভুত কাণ্ডকলাপ জীবনের ক্ষেত্রে সত্য। জীবনের উচ্চ আদর্শ তো থাকা দরকার, তা না হলে জীবন শুধু বাস্তবময় হয়ে গেলে সবকিছু হবে নিস্তরঙ্গ, অন্তঃসারশূন্য। মানুষের অনন্ত আশা কখনোই বাস্তব জগতের উপযোগী হবে না যেহেতু পৃথিবী যেরকম ও মানুষ যেমন নির্দিষ্ট এবং এ কারণে এক বিশাল শূন্যতা থেকে যায় মানুষের উচ্চাশা ও তার ক্ষুদ্র অস্তিত্বে।

এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসটিকে অর্থবহ করে তোলে। কুইকজোট কখনই তার কল্পনাবিলাসী মন নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সে সানচো পানসার সংস্পর্শে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্যাঙ্কো পাঞ্জাও ডনের মধ্যে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ। একে অপরকে নিয়ে বিশেষ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি। উভয়কে আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করেছে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ও

আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি। ডন কুইকজোট উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বার্সেলোনার জনাকীর্ণ রাস্তাগুলি প্রথম খণ্ডে লা মঞ্চ বর্ণিত নির্জন রাস্তাগুলির মধ্য দিয়ে এক বৈপরীত্য শুধু নয়, এক বিশেষ চিন্তাভাবনার সৃষ্টি করেছে, কুইকজোটের মধ্যে আধুনিক মনস্কতা যা আমরা অনুভব করতে পারি পরিপূর্ণরূপ পেয়েছে প্রাচীন ব্যালাডগুলি এবং গথিক রোমান্সগুলির মধ্যে যেগুলি কুইকজোটের কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরস্পর বিরোধী ও বৈপরীত্য ঘটনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে বিভিন্নভাবে পরিমার্জিত করে দেখার সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বহুঘটনাকে বিভিন্ন আলোকে তুলে ধরতে পারেন। উপন্যাসের মধ্যে এক স্বচ্ছন্দ গতি লক্ষ করা যায়–প্রাচীন রোমান্সকাল, ক্লাসিক্যাল শান্ত প্রগাঢ় গ্রাম্য শীতলতা থেকে আধুনিক সমস্যাসংকুল জীবনের জটিলতা আমাদের মনকে ভাবিয়ে তোলে। 'এভাবেই মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যা শুধুমাত্র এক বিশেষ কৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, কিন্তু এক বিশাল পশ্চাদমুখীও অগ্রাভিমুখী উন্মোচন–গথিক সময়ে একবার পশ্চাদমুখিতা এবং আধুনিকতাভিমুখিনতা–এবং বহুবিধ বাহ্যিক ঘটনাবলী থেকে আত্মানুশ্লেষণ এই উপন্যাসই সর্বজনীনতা আরোপ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কুইকজোট এবং সানচো পানসা ডানসিনিয়ার খোঁজে রাত্রির অন্ধকারে টোবোসেতে প্রবেশ করেছে। এই প্রবেশ অন্ধকারের আবর্তে আত্মার সত্যতাকে পরীক্ষা করেছে এবং এই অন্ধকার কুইকজোটের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার প্রতীক যা বর্তমান আধুনিক জীবনের অঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা আরো ঘনীভূত হয়েছে তৎকালীন গাধার ডাক, শুকরের গর্জন এবং বিড়ালের স্বরে। দেখানো হচ্ছে বাহ্যিক পটভূমিকার শব্দগুলি কিভাবে আভ্যন্তরীণ নিঃসঙ্গতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান কুইকজোটে বাস্তবতার শক্ত ভূমিতে নিয়ে এসেছে যখন কুইকজোট বলে, 'আমরা ভুল করেছি সানচো, আমি দেখছি এটি চার্চ'। অর্থাৎ সে ডালসিনিয়ার প্রাসাদে পৌঁছবার পরিবর্তে চলে গেছে চার্চের মধ্যে। সে সেখানে যেতে চেয়েছিল, সেখানে না পৌঁছে অন্য জায়গায় চলে গেছে। কুইকজোট ভুল করার মধ্য থেকে তার বুদ্ধিতে (rationality) পৌঁছতে পেরেছে। এ জায়গাতে দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধি প্রায় কাছাকাছি জায়গায় এসেছে, কারণ একটি অপরটিতে যাবার পথ সুগম করেছে।

ডন কুইকজোটের বিষয়বস্তু একটি মাত্র নয়। এটি যে শুধুমাত্র কোনো কাজের নৈতিক অথবা বাস্তব দিকটি দেখিয়েছে তা নয়। এ উপন্যাস চিন্তাভাবনা ও অলীক স্বপ্নের মাধ্যমে সে অনেক কিছু দিক–নৈতিক–অনৈতিক, বাস্তব–কাল্পনিক, সত্য–অলীক, আশা–দুর্ভাবনা, সুখ–দুঃখ, দৃঢ়তা–নমনীয়তা ইত্যাদি দেখিয়েছে। পাঠকেরা তাদের পছন্দমতো প্রধান দু–একটি দিক খুঁজে দেখতে চেয়েছে। স্প্যানিশ সাহিত্যের এক বিখ্যাত সমালোচক ডন কুইকজোট উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন–'এই উপন্যাসকে সংক্ষিপ্তভাবে বাঁচবার সংকট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন উপন্যাসটি দেহ, আত্মা এবং মনকে একত্রিত করতে চেয়েছে–যেটি অন্য দুটির থেকে আর একটিকে গুরুত্ব দেওয়া থেকে পৃথক। তিনি আরো বলেছেন–'উপন্যাসটির বিপুল কর্মভাণ্ডার একটি বৃহৎ কর্মশালা যার মধ্যেই প্রত্যেকের জীবন পরিক্রমা তৈরি হয় এবং এটি কোনো উপদেশাত্মক অথবা যুক্তিসম্মত উচ্চ মহানতা নয় যা জীবনে আরোপ করা যেতে পারে। এটি বরং একটি প্রশ্ন তোলে যে বাস্তবকে আমরা দেখি তা হচ্ছে ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই– যিনি বেঁচে থেকে বাস্তবকে দেখেন। নাইট অব দ্য হোয়াইট মুন ডন কুইকজোটকে বীরত্বে পরাস্ত করে এবং ডনের

শেষ পরাজয় এনে দেয়। তারপরই ডনের বাস্তবিক জ্ঞান ফিরে আসে। সে বুঝতে পারে জীবনে ভাগ্য বলে কিছু নেই, যা কিছু জীবনে ঘটে তা দৈবনির্ধারিত নয় এবং মানুষই তার নিজের ভাগ্য নির্মাতা। সে এখন একজন সাধারণ স্কোয়্যার। ডনের কর্মকাণ্ডপ্রসূত পাগলামি আমাদের মধ্যেও আছে, যা দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি।

তবে বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতা নিয়েই বাঁচতে হয়। তখন আদর্শের পথে জীবন চলে না। কুইকজোটের আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে এবং সে বলে, 'আমার বিচার এখন সুস্পষ্ট এবং অজ্ঞতার কুয়াশাময় ছায়া থেকে মুক্ত যা এতদিন আমার দুর্ভাগ্যযুক্ত এবং ক্রমাগত শিভালোরির ঘৃণ্য পুস্তকগুলির পাঠ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখন আমি সেগুলির অবাস্তবতা ও প্রবঞ্চনাগুলি জানতে পেরেছি, এবং যেটি আমাকে দুঃখ দিয়েছে তা হচ্ছে এই আবিষ্কার অনেক দেরিতে হয়েছে, আর আমাকে অন্য বই পড়ে ভুলগুলি সংশোধন করার সুযোগ দিল না।

আদর্শ এবং অভিজ্ঞতার পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনের চরম উপলব্ধি এবং তা অভিনবভাবে প্রতিভাত হয়েছে ডন কুইকজোট উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

ডন কুইকজোটের দ্বিতীয় খণ্ড বের হবার থেকেই সার্ভেন্টিসের শরীর ভেঙে পড়ল। প্রধান হয়ে দেখা দিল সর্বাঙ্গের শোথ। স্ত্রী ক্যাটালিনা শেষের ক'দিন তার পাশে ছিলেন। সার্ভেন্টিস মৃত্যুবরণ করেন ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ সালে। ঠিক সেই দিন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে আর একজন বিশ্বনন্দিত লেখকের মৃত্যু হলো শেক্সপিয়রের।

কোনো গির্জার চত্বরে সার্ভেন্টিসকে কবর দেওয়া হয়েছিল শুধু সেইটুকু এখন জানা যায়। কিন্তু ঠিক কোথায় তার কবর তার হিসাবে কেউ রাখেনি। তার দেশবাসী কিংবা পরিজন সামান্য একটি স্মৃতিফলক দিয়ে স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি।

যে কালজয়ী লেখক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার বলে গণ্য, সেই quixotic সার্ভেন্টিস জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্য জগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয় বলে বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পলটনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই।' ব্যর্থ হলেও এই অতিক্রম করার বীরত্ব আসলে মানুষের গভীরতম সাদিচ্ছা। আর তাই দেশ-কাল পেরিয়েও ডন কুইকজোট আমাদের মনের মানুষ।

জুলফিকার নিউটন
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রথম পর্ব

১

অনেককাল আগের কাহিনী নয়, কিছুকাল আগের কথা, একজন মান্যবর ব্যক্তি বাস করতেন লা মানচার কোন এক জায়গায় যার নাম আমি স্মরণ করতে চাই না। প্রাচীনপন্থী এই মানুষটির সঙ্গী ছিল পুরনো একটা বর্শা, একটা ঢাল, রোগা একটা ঘোড়া আর এক শিকারি কুকুর। তার আয়ের তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হতো খাওয়ায়। মাটনের চেয়ে বিফ তার বেশি পছন্দের; রাতে দিনের উদ্বৃত্ত মাংসের কিমা, শুক্রবার দানাশস্যের ঝোল থাকতেই হবে, শনিবার শুয়োরের মাংস, সঙ্গে ডিম এবং রবিবারে এক ভালো জাতের কচি পায়রার সুস্বাদু মাংস। আয়ের বাকি অংশ ব্যয় হতো তার পোশাকে; ছুটির দিনে দামি চকচকে কোট, ভেলভেট-এর ব্রিচেস্ আর চটিজুতো, কাজের দিনগুলোতে হাতে বোনা ভালো কাপড়ের সুট। তার বাড়িতে ছিল ঘর-সংসার দেখাশোনা করার চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা, এক ভাগনী যার বয়স কুড়ি পেরোয়নি, একজন মজুর যে মাঠেঘাটে কাজকর্ম ছাড়াও ঘোড়ার জিন পরানো বা তার খুর লাগানো ইত্যাদি কাজগুলো করত। আমাদের মান্যবরের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, মেদহীন চেহারায় শুকনো মুখ কিন্তু সুস্থ এবং প্রাণবন্ত; খুব সকালে ওঠা তাঁর অভ্যেস। শিকার করা তার প্রিয় খেলা। কেউ বলে তার ডাকনাম ছিল কিহাদা কিংবা কেসাদা; এই নিয়ে লেখকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। যাহোক দুটোর মিল দেখে আমরা ধরে নিতে পারি তার নাম ছিল কেহানা। তার সত্য ইতিহাস উদঘাটিত করাই উদ্দেশ্য; নাম-বিভ্রাট আমাদের কাহিনীর কোনো ক্ষতি করবে না।

পাঠকদের জেনে রাখা ভালো যে সারা বছরই প্রায় আমাদের মান্যবরের কোনো কাজ থাকত না, তাই শিভালোরি নিয়ে লেখা বই পড়ে সময় কাটাতে তার ভালো লাগত। এইসব বই পড়া এমন এক নেশায় পরিণত হলো যে তার প্রিয় খেলা ছেড়ে দিলেন, এমনকি নিজেদের সম্পত্তির দিকেও আর মন দিতে পারছিলেন না; এমনই নেশা যে চাষের জমি বিক্রি করে ওইসব বই কিনতে লাগলেন; যতগুলো সম্ভব বই কেনা হয়ে গেল; এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল ফেলিসিয়ানো দে সিলভার বইগুলো; তার গদ্যের বিচিত্র সূক্ষ্ম ভঙ্গি যেন ভাষার দামি মুক্তো, বিশেষত যখন তিনি কোনো দ্বন্দ্ব আর প্রেমের ঘটনা পড়তেন একেবারে মোহিত হয়ে যেতেন। লেখকের অসাধারণ

জটিল বাক্যবিন্যাস পড়ে তার মুগ্ধতার সীমা থাকত না। 'আমার যুক্তির অযৌক্তিক ব্যবহার আমার যুক্তিকে এমন দুর্বল করে দেয় যে তোমার সৌন্দর্য নিয়ে যুক্তিসহকারে অনুযোগ করার যুক্তি আমার আছে' অথবা যখন পড়েন 'সুমহান স্বর্গ, স্বর্গীয়ভাবে নক্ষত্রবেষ্টিত করে স্বর্গীয়ভাবে তোমার স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সুরক্ষিত করে এবং যোগ্যতার সঙ্গে তোমার মহত্ত্বকে স্বর্গীয় যোগ্যতায় উত্তরণ ঘটায় কারণ তোমার যোগ্যতা আছে।'

এই জটিল বাক্যবিন্যাস এবং এই ধরনের প্রকাশভঙ্গি ভদ্রলোকের বোধবুদ্ধি বিগড়ে দেয় কারণ এর অর্থ বুঝতে তাকে মাথা খুঁড়তে হয়। স্বয়ং এ্যারিস্টটল পুনর্জীবন লাভ করলেও সম্ভবত এর অর্থ বুঝতেন না।

ডন বেলিয়ানিয়াসের শরীরে যে আঘাত ছিল এবং যে আঘাত সে অন্যদের দিয়েছিল তা ভালো লাগত না তাঁর কারণ তাঁর মনে হতো যে কোনো অস্ত্রোপ্রচার দ্বারা দেহটি আর আগের মতো হবে না। সে যাইহোক অসম্পূর্ণ অভিযানগুলো শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যে তিনি লেখকের প্রশংসা করতেন; অনেকবার খাতা-কলম নিয়ে বসে সেসব শেষ করার ইচ্ছে তাঁর হয়েছে কিন্তু তাঁর মাথায় ঘুরত খুব বড় বড় পরিকল্পনা, নাহলে অবশ্যই তাঁর কলমেই শেষ হতো ওইসব কাহিনী। গ্রামের প্যারিশ চার্চের পাদ্রিবাবা সিগোয়েনসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পেয়েছেন, শিক্ষিত লোক; তাঁর সঙ্গে তর্ক বাধত—ইংলন্ডের পালমেরিন আর আমাদিস্ দে গাওলার মধ্যে কে বেশি বড় নাইট, গ্রামের নাপিত নিকোলাস বলত ফেরোর নাইট—এর সঙ্গে এদের কারুরই তুলনা চলে না; ওর পাশে আসতে পারে আমাদিস দে গাওলার ভাই ডন গালায়োর, কারণ তার মনোভাব ছিল উদার, ভাইয়ের মতো নাক সিটকোনো স্বভাব ছিল না তার আর ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে প্রেমিক ছিল না, সাহসের দিক দিয়েও দাদার চেয়ে এক ফোঁটাও কম না।

মোটকথা পড়ায় তাঁর এমন আগ্রহ বেড়ে গেল যে রাত কেটে ভোর হয়ে যেত আবার পড়তে পড়তে দিন থেকে রাত এসে যেত এবং এইভাবে অল্প ঘুম আর বেশি পড়ার ফলে তার মগজ গেল শুকিয়ে, শেষে তার চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। বইয়ে পড়া উদ্ভট ভাবনা তাঁর চেতনা এবং কল্পনাকে আচ্ছন্ন ফেলল; মাথায় ঢুকল যত রাজ্যের অদ্ভুতুড়ে জাদুরে খেলা। কলহ, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, আঘাত, অভিযোগ, প্রেম, অত্যাচার এবং কত কত অসম্ভব কাণ্ডকারখানার ঘটনা; সত্যিকথা বলতে কী বইয়ে পড়া উপকথা এবং রূপকথায় বর্ণিত কল্পরাজ্যের গল্পগুলোকে তিনি ইতিহাসের মতো সত্যি বলে ধরে নিলেন। তাঁর ধারণা সিদ্ রুই দিয়াস খুব সাহসী নাইট কিন্তু তার চেয়েও সাহসী ছিল 'প্রজ্বলিত তরবারির নাইট' যে পেছন থেকে এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল দুই ভয়ঙ্কর দৈত্যের মাথা। মাথাগুলো দু'আধখানা হয়ে পড়েছিল। তাঁর আরও বেশি পছন্দের নাইট বেরনার্দো দেল কার্পিও যে রঁসভেলের যুদ্ধে রলদেঁর মতো বীর যোদ্ধাকে মাটি থেকে ওপরে তুলে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলেছিলেন। এর সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীর সন্তান আনতেওকে এরকুলেস্ (হারকিউলিস) যেভাবে মেরেছিল সেই ঘটনা।

দৈত্য মরগান্তের কথা প্রায়ই বলতেন তিনি, কারণ অহঙ্কারী আর দুর্বিনীত দৈত্যদানবের যুগে সেই একমাত্র সভ্য শান্ত স্বভাবের অধিকারী। তার মতে সবার ওপরে ছিল রেনান্দো দে মঁতালব্যা যে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে যা পেত তাই লুট করে

নিয়ে আসত আর বিদেশে গেলে মায়োমার (মাহমেত) সোনার মূর্তি চুরি করত। এইসব ইতিহাসের ঘটনা। বেইমান গালালোনকে তিনি এত ঘেন্না করতেন তাকে শেষ করার জন্যে বাড়ির মহিলা এমনকি ভাগনিকে পর্যন্ত বাজি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন।

এইভাবে বিচারবুদ্ধি হারালেন; দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় ঢুকল পাগলের মতো আজগুবি যত ভাবনা; ভাবতে লাগলেন আত্মসম্মন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সেবা করার ব্রত নিয়ে ভ্রাম্যমাণ নাইট হওয়া দরকার। বইয়ে পড়া নায়কদের মতো মাথা থেকে পা পর্যন্ত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চেপে নানা অভিযানের সন্ধানে পৃথিবীময় তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। সেইসব নাইটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক কঠোর জীবনধারা গ্রহণ করবেন তিনি। মানুষের নানা অভিযোগের প্রতিকার করার জন্যে যত বিপদই আসুক পিছু হঠবেন না এবং সমস্ত সফল অভিযান শেষ হলে তিনি চিরায়ত সম্মান আর যশের অধিকারী হবেন। আপন মনের মিথ্যা মোহের ছলনায় প্রলুব্ধ হলেন সেই হতভাগ্য ভদ্রলোক। ত্রাপিসোন্দার মতো রাজকীয় কর্তৃত্বের কল্পনায় দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন তিনি। এবার আর কিছুর তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথম পদক্ষেপ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ। প্রতিতামহের কিছু মরচেধরা তলোয়ার পরিষ্কার করলেন, কতকাল ধরে কোনো ঘরের কোণে পড়েছিল এইসব অস্ত্র, যথাসম্ভব মাজাঘসা করার পর হেলমেটের খোঁজ পড়ল। ভালো পুরো একটা হেলমেট পেলেন না, যা ছিল তা একটা মাথা ঢাকার মতো টুপি; কঠোর শ্রমের ফলে ওটাতে জোড়াতাপ্পি লাগিয়ে তিনি একটা হেলমেট করে নিলেন। ওর জোরটা দেখার জন্যে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন, এক কোনেই পিজবোর্ডের তাপ্পিটা খুলে পড়ল, এক সপ্তাহ ধরে খেটে আবার ওটাকে ঠিকঠাক করে নিলেন। এত সহজে পিজবোর্ডের জোড় ভেঙে যাওয়াতে এবার ছোট ছোট লোহার পাত সাজিয়ে সাজিয়ে ওটাকে শক্তপোক্ত করলেন। আর পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন না। বস্তুটাকে তাঁর উপযুক্ত হেলমেট হিসেবেই নিয়ে নেবেন।

এবার পরের পদক্ষেপ ঘোড়াকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করা। যে ঘোড়া তাঁর ছিল সেটা হাড় জিরজিরে, গোনেলার বেতো ঘোড়ার চেয়েও করুণ চেহারা তার। ভদ্রলোকটির মনে হলো তুলনা চলে না। কী নাম দেওয়া যায় ঘোড়ার? চারদিন ধরে সমানে ভেবে চললেন–নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন–এমন বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ নাইট–এর ঘোড়ার খানদানী নাম না হলে চলে না, আর ওই বাহন দেখে বোঝা যাবে নাইট হওয়ার আগে ভদ্রলোকের অবস্থাই বা কেমন ছিল, সেই অবস্থার সময় থাকার কথা নয়–এইসব ভাবতে ভাবতে ঘোড়াটার একটা উপযুক্ত নামও দেবার কতা তার মনে হলো, এমন নাম হবে যাতে আগের এবং পরের অবস্থা বোঝা যায়, নামের মধ্যে একটা সুমধুর শব্দ ঝঙ্কারও থাকতে হবে। তারপর একটা একটা করে নাম ভাবের, আবার সেটা বদলে অন্য কিছু ভাবেন, এইভাবে একটা নাম বেছে নিলেন যা সবদিক থেকেই মানানসই। 'রোসিনান্ডে'! দারুণ নাম, আগে কেমন ছিল আর পরে কী হতে যাচ্ছে সবই বোঝা যাচ্ছে। (রোসিন–ঘোড়া, আনতে–আগের)। এই ঘোড়া হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ঘোড়ার পছন্দসই নাম দেবার পর তার নিজের তান নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। আটটা দিন ভাবার পর ভদ্রলোক নিজের নাম রাখলেন। ডন কুইকজোট ইতিহাস বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নাম ছিল কুইজজোট, কেসাদা নয়। অনেকে হয়তো কেসাদা বলে ডাকত। তাঁর মনে হলো শুধু আমাদিস নামটা বড় ছোট বলে তার মন ভরত না। তার বীরত্বের সঙ্গে মানানসই ছিল না, সেইজন্যে তার বিজয়ের খ্যাতি প্রতিফলিত হয় এমন নাম পছন্দ করতে গিয়ে তার দেশের নাম জুড়ে বেশ জমকালো নাম হলো আমাদিস সে গাওলা। তার অনুকরণে দেশের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ ভদ্রলোক জুড়ে দিলেন দে লা মানচা, পুরো নাম হলো দন কিহোতে দে লা মানচা অর্থাৎ লা মানচা গ্রামের ডন কুইকজোট। নিজের জন্মস্থানের নাম নিজের নামে যুক্ত করে সেই অঞ্চলকে বিশ্বখ্যাত করা যাবে—এমন ভাবনা থেকে এই নাম গ্রহণ করলেন তিনি।

অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার হলো, হেলমেট যথাযথ মানিয়ে গেল, ঘোড়া এবং তার নিজের পছন্দমতো নতুন নামকরণ হয়ে গেল আর এখন তার প্রয়োজন এক নারী যাকে নিবেদন করবেন সম্পূর্ণ হৃদয়; তার মনে হলো এক প্রেমিকা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ নাইট যেন ফলহীন পাতাবিহীন এক গাছ, আত্মবিহীন এক শরীর। নিজের মনে মনে বললেন—সৌভাগ্যবশত কিংবা দুর্ভাগ্যের ফলে যদি এক দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি যেমন হামেশায় নাইটদের জীবনে ঘটে থাকে আর তখন সেই শত্রুর বুকে বল্লম বসিয়ে অথবা তার দেহ দু-টুকরো করে অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ পরাসত্ করে আমার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ কোনো প্রেমিকার কাছে না পাঠাই তাহলে কি মান থাকে? সেই নারীর পায়ের কাছে পড়ে বিনীতভাবে সে বলবে—মাননীয়া আমি সেই দানব যার নাম কারকুলিয়ামাব্রো, মালিনদ্রানিয়া দ্বীপের মালিক, অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়ানক বীর নাইট ডন কুইকজোট দে লা মানচা একটিমাত্র লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে আপনার পায়ের সামনে বিনীতভাবে পরাজয় স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন, এখন আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে আমার জীবন।

ওঃ, দৈত্যের এই পরাজয় কল্পনা করে নাইটের কি উন্মাদনা। বিশেষভাবে যদি কোনো নারীকে তাঁর হৃদয়ের রানি হিসেবে পেয়ে যান। ভেবে নিজেকে তার অনেক বড় মাপের মানুষ মনে হয়। সেটাও তার ধরাছোঁয়ার মধ্যেই এসে গেল। বাড়ির কাছেই এক চাষির মেয়ের প্রতি একসময় তার টান জন্মেছিল যদিও মেয়েটি কিছুই জানত না, তার নাম আলদোনসা লোরেনাসো; নাইট ভাবলেন এই মেয়ে হবে তার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী, তার একটা নতুন নামতো চাই এবং পুরনোটার সঙ্গে মিল রেখেই নামকরণ করতে হবে এবং রাজকুমারী কিংবা একজন মহীয়সী নারীর যোগ্য হওয়া উচিত সেই নাম; ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন 'দুলসিনেয়া' নামটা মানাবে, তার সঙ্গে জুড়তে হবে দেল তোবোসো অর্থাৎ যেখানে সে জন্মেছে; পুরো নামটা হবে দুলসিনেয়া দেল তোবোসো (তোবোসোর দুলসিনেয়া); তাঁর মতে এই নামটা মিষ্টি, ছন্দময়, অসামান্য এবং অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে মানানসই। লাবণ্যময়ী সুন্দরীর নাম তো!

২

এইসব প্রাথমিক প্রস্তুতির পর তিনি ভাবেন এবার তার চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে, আর দেরি নয়, হাজারো অবিচারের শিকার এই পৃথিবী এক ত্রাতার অপেক্ষায়

প্রহর গুনছে; আর তিনি ভাবছেন, কোন অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা দরকার, কোন অন্যায় অবিচার দূর করা উচিত এবং কোন দুর্নীতি সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। কাজে কাজেই জুলাই মাসের কোনো এক উষ্ণতম দিনে ভোরের আলো ফোটার আগে গোপনে তিনি প্রস্তুত হয়ে যান। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত–বর্মে শরীর সুরক্ষিত, হাতে প্রাচীন বল্লম আর ঢাল, তাপ্পি মারা হেলমেট মাথায়, রোসিনান্তের পিঠে চেপে বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে নীরব নিষ্ক্রমণ; রাস্তায় বেরিয়ে অবারিত প্রান্তর দেখে কি পুলক তার মনে! কিন্তু খুব বেশিদূর যাওয়ার আগে এক দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে ওঠে তাঁর মন, ভয় হয়, এমন একটা কাণ্ড যে তাঁর অভিযান বুঝি ব্যর্থ হয়, তিনি যে এখনো নাইট হিসেবে স্বীকৃতি পাননি, শিভালোরির নিয়মানুসারে কোনো স্বীকৃত নাইটের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে পারেন না, উচিতও নয়; নাইট হবার পরও যতদিন পর্যন্ত বীরত্ব আর সাহসের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারছেন তার বর্ম হবে সাদা, ঢাল হবে বর্ণহীন। তবে তাঁর পাগলামো সমস্ত যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়; বই পড়ে তিনি জেনেছেন আগেকালে অনেকেই সামনে যে ব্যক্তিকে প্রথম দেখতে পেয়েছে তার কাছে নাইট হিসেবে অভিষিক্ত হবার আবদার জানিয়ে সফল হয়েছে। এমন নিদর্শনের অভাব নেই বইয়ে। আর বর্মের রঙ কোনো সমস্যাই নয়, অবসর সময়ে ঘষে ঘষে ওটাকে সাদা ধবধবে করে নেবেন যা দেখে মনে হবে আসল আমিনের বর্ণ। এতক্ষণ যেসব অস্বস্তিকর চিন্তা তাঁর মন ভারাক্রান্ত করেছিল সব এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে চলতে লাগলেন, কোনো নির্দিষ্ট পথে নয়, ঘোড়া যেদিকে সেইটাই হবে তার যাত্রাপথ; তার মনে হয় এমন চলাতেই অভিযানের আসল রোমাঞ্চ। কী শিহরণ! এটা যে তাঁর প্রথম নিষ্ক্রমণ! এইভাবে চলতে চলতে নিজের মনে বলছেন–আমার সফল অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর পৃথিবীর সবাই এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারবে। ভোরের আলো ফোটার আগে আমার ঘর ছাড়ার কথা জেনে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এইভাবে তার বর্ণনা দেবেন–সবেমাত্র রক্তিম দেহলাবণ্যে উজ্জ্বল এ্যাপোলো তার সুন্দর জমকালো কেশরাশির স্বর্ণালি আভায় পৃথিবীর মাটিকে এক অপূর্ব আলোকদ্যুতিতে ভরিয়ে দিয়েছেন, ঊষাদেবী আরোরা ঈর্ষাকাতর স্বামীর শয্যা ছেড়ে গোলাপী বর্ণবিভোয় এই মুহূর্তে অপরূপ সৌন্দর্যচ্ছটায় ছেয়েছেন দিক দিগন্ত আর তাকে মধুর সংগীতে আবাহন করার জন্যে নানা বর্ণের সুন্দর পাখিরা বনের প্রিয় নীড় থেকে বেরিয়ে যন্ত্রানুষঙ্গ প্রস্তুত করছে। লা মানচার দিগন্ত জুড়ে ভোরের এই আশ্চর্য উপহার এসে পড়ছে ঘরে জানালায় আর বারান্দায় ঠিক তখনই প্রখ্যাত নাইট ডন কুইকজোট দে লা মানচা সুখশয্যার আলস্য ত্যাগ করে তাঁর নামি ঘোড়া রোসিনান্তের পিঠে চেপে প্রাচীন এবং খ্যাতনামা মনতিয়েলের পথে-প্রান্তরে চলতে শুরু করলেন। আর সত্যি সত্যি এই পথে যেতে যেতে আবার কথা বলতে শুরু করলেন–ওঃ, কি সুখের সময়, ওঃ সৌভাগ্যের দিন, যখন আমার সাফল্যের সব ঘটনার কথা ব্রোঞ্জে আর শ্বেতপাথরে খোদাই করা থাকবে, আমার খ্যাতির সম্মানার্থে কত চিত্রশিল্প আর সৌধ তৈরি হবে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে আমার কথা স্মরণীয় হয়ে থাকবে কতকাল! হে প্রাজ্ঞ ঋষি, যে নামেই আপনাকে ডাকা হোক না কেন, এই মানুষটির অসামান্য সাফল্যের বিরল ঘটনাগুলো আপনার হাতেই লেখা হবে,

এমনই নির্দেশ অদৃষ্টের, আপনার কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, আমার অতি বিশ্বস্ত অশ্ব রোসিনান্তের কথা ভুলে যাবেন না, তারপর আবার কথা শুরু করলেন যেন সত্যিই প্রেমে পাগল—ওঃ, রাজকুমারী দুলসিনেয়া, আমার হৃদয়ের রানি আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে কত দুঃখই না দিয়েছ, আমাকে কঠোর আদেশ পালনের দায়িত্ব দিয়েছ বলে তোমার সুন্দর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। মনে রেখো, সেন্যোরো, তোমার আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস আমি, তোমাকে ভালোবাসি বলেই এত দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছি। এই অতিরঞ্জিত ভাষ্যের সঙ্গে আরও কত যে আবোলতাবোল কথা বলতে লাগলেন। সবই নাইটদের বই থেকে শেখা বুলি। তার ঘোড়া চলছে ঢিমেতালে আর সূর্যের উত্তাপ বেড়ে চলেছে; আর বাড়লে মগজটা পুরোটাই গলে যেত।

প্রায় সারাটা দিন পথ চলেও বলার মতো কোনো অভিযানের ঘটনা ঘটল না; এতে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন; যে কোনো একজনের ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করতে চাইছিলেন, আর কিছু না। শুধু তার বীরত্ব আর সাহস দেখাবার একটা মাত্র সুযোগ! কোনো কোনো লেখকের মতে তার প্রথম অভিযান ছিল পোয়ের্তো লাপিসের পথে, অন্যদের মতে হাওয়াকলের সঙ্গে লড়াই ছিল তার প্রথম অভিযান; কিন্তু আমার অনুমান আর লা মানচার ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে যা জানতে পেরেছি তা হলো সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলার পর ঘোড়া হলো কাহিল এবং ডন কুইকজোট সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, খিদে তেষ্টায় ওরা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ডন কুইকজোটের সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজছিল একটা দুর্গ, কিংবা নিদেনপক্ষে মেষপালকের কুটির একটা যেখানে মুখ-হাত ধুয়ে খিদে তেষ্টা মেটাবেন আর বিশ্রাম নেবেন। এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পথের পাশে তিনি দূরে একটা সরাইখানা দেখতে পান। তার মনে হয় সৌভাগ্যবশত কোনো নক্ষত্র তাকে নিয়ে চলেছে এক প্রাসাদের দরজার দিকে, সরাইখানা নয় সেটা। তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁর মর্যাদার মূল্য পেয়ে মুক্তির স্বাদে আহ্লাদিত হবেন। যত দ্রুত সম্ভব ক্লান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে ওই সরাইখানার দরজার কাছে পৌঁছলেন; তখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে।

দরজায় দাঁড়িয়েছিল দুই গ্রাম্য পতিতা, ওরা যাবে সেভিইয়ায়, রাতটা ওরা কাটাবে সরাইখানায়। ওদের খচ্চর চালকরাও থাকবে সেখানে। আমাদের ভ্রাম্যমাণ নাইট যা দেখেন তাকেই বইয়ে পড়া রোমান্টিক কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে অবাধ কল্পনায় ভেসে যান, সরাইখানায় পৌঁছে ভাবলেন এটা চার চুড়ো আর দুই রূপোর তৈরি খিলান সমৃদ্ধ এক দুর্গ। সুতরাং কাছে গিয়ে দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনো বামন বিগ্‌ল বাজিয়ে নাইটের পৌঁছানোর খবরটা সবাইকে জানাবে, কিন্তু কেউ এলো না, আর এদিকে রোসিনান্তে বিশ্রামের জন্যে ছটফট করছে, নিজেই দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন, দুজন পতিতা যারা একটু আগে দরজায় দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে দেখে ভাবলেন দুই সুন্দরী যুবতী কিংবা দুই সম্ভ্রান্ত মহিলা, দুর্গের দরজায় মৃদুমন্দ বাতাসের স্নিগ্ধতা উপভোগ করছে। ঠিক সেই সময় এক শূকরপালক তার পোষা শুকরগুলোকে দলবদ্ধ করার জন্যে একটা বাঁশি বাজাচ্ছিল যার আওয়াজে ওরা একসঙ্গে জড়ো হয়; এই আওয়াজ শুনে ডন কুইকজোট ভাবলেন যে কোনো বামন তার আগমন–বার্তা ঘোষণা করল; তাই খুবই খুশি হয়ে সরাইখানায় প্রবেশ করলেন। লোহা

দিয়ে ঢাকা, হাতে বল্লম আর ঢাল—এমন একজনকে ভেতরে আসতে দেখে পতিতা দুজন ভীষণ ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরের দিকে পালাচ্ছে দেখে ডন কুইকজোট হেলমেটের পিজবোর্ডখানা খুলে ফেললেন, শুকনো ধুলোমাখা মুখে গাম্ভীর্য এনে শান্ত গলায় কথা বলে তাদের থামালেন।

আপনাদের আমি একান্ত আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, ভয় পেয়ে পালাবেন না, আপনাদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, আমি নাইটের পেশা গ্রহণ করায় এমন দায়বদ্ধতা পালন করতে বদ্ধপরিকর যাতে এই পৃথিবীর কারো প্রতি আমি যেন অন্যায় আচরণ বরদাস্ত না করি, আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত কুমারীদের প্রতি তো কখনোই না।

পতিতারা এবার তার আধখানা হেলমেট ঢাকা মুখের দিকে চাইল; কিন্তু যেহেতু ওদের পেশার পক্ষে কুমারী কথাটা বেমানান তাই হাসি চাপতে পারল না; এবার দন কিহোতে কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

অনুগ্রহ করে আমাকে দুটো কথা বলার অনুমতি দিন, লজ্জাবনত সৌজন্য আর বিনয় নারীর ভূষণ কিন্তু তার বদলে অকারণ হাসি সবচেয়ে অবমাননাকর; আমি আপনাদের আঘাত করার জন্যে একথা বলছি না, আপনাদের অসন্তুষ্ট করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই; মহতোদয়বৃন্দ আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আপনাদের সেবা করা ব্যতীত আমার অন্য কোনো মতলব নেই।

শীর্ণ চেহারার নাইটের মুখে এমন দুর্বোধ্য কথা শুনে ওরা আবার হেসে ওঠে, এই হাসি দেখে নাইট আর নিজের রাগ সামলাতে পারেন না, কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে সরাইখানার মালিক ওখানে এসে পড়ে, নইলে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত। এই মানুষটির মেদবহুল শরীরে রাগের লেশমাত্র নেই, তার সামনে এই মানুষের এমন বেখাপ্পা চেহারা আর বেঢপ অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে সেও গ্রাম্য পতিতাদের হাসিতে যোগ দিত কিন্তু চোখের সামনে অমন রণংদেহী মনোভাব দেখে নিজেকে সংযত করে খুব ভদ্রভাবে বলল—সেন্যোর নাইট, আপনি ভেতরে আসুন, এখানে সবকিছু পাবেন, শুধু বিছানা দিতে পারব না, (কারণ এখানে বাড়তি বিছানা নেই) আর যা যা চাইবেন সবই হবে আপনার মনের মতো। সরাইখানাকে দুর্গ এবং তার মালিককে দুর্গের গভর্নর ভেবেছেন ডন কুইকজোট। তাই ওর বিনীত ভাব দেখে বলেন—সেন্যোর কাস্তেইয়ানো (কাস্তিল অঞ্চলের মানুষ) সামান্য কিছুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

অস্ত্রই আমার শয্যা, ভাই,
বিশ্রাম আমার রণসজ্জায়।

সরাইখানার মালিক ডন কুইকজোট কাস্তিল অঞ্চলের লোক ভেবে বসল, এদিকে তিনি আন্দালুসিয়ার মানুষ শুধু তাই নয়, সানলুকার—এর সমুদ্রতীরের কাছে তার বাস, সেটা জেনে তার মনে হলো এই লোকটাও কাকোর মতোই চৌর্যবৃত্তিতে পারদর্শী, ফাঁকিবাজ ছাত্রের মতো পাজি; সুতরাং তার উত্তর—তাই বলছি সেন্যোর নাইট, আপনার বিছানা হবে শক্ত মেঝে আর জেগে থাকাই আপনার বিশ্রাম; আপনি তাহলে নিশ্চিন্তে চলে আসুন, আমি কথা দিচ্ছি ইচ্ছে হলে এই বাড়িতে আপনি সারা রাতভর জেগে কাটাতে পারবেন।

এই কথা বলে সে ডন কুইকজোট হাতের লাগাম ধরে দাঁড়াল এবং সে খুব কষ্ট করে তাকে ঘোড়া থেকে নামাল। এত কষ্ট হওয়ার কারণ আজ সকাল থেকেই তার পেটে কিছু পড়েনি।

ঘোড়া থেকে নেমে গভর্নর অর্থাৎ সরাইখানার মালিককে তিনি ঘোড়ার যত্ন নিতে বললেন কারণ এমন একটি জীব সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরাইখানার মালিক খুব কাছ থেকে ঘোড়াটাকে দেখে ভাবল দন কিহোতে যত ভালো বললেন তার অর্ধেকও নয়; যাইহোক আস্তাবলে ওটাকে ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে এসে নাইট কী চান দেখতে এলো। ওই পতিতাদের সঙ্গে এখন তার আর ঝগড়া নেই তাই ওদের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র বর্ম ইত্যাদি খুলে রাখছেন, ওই ভালো মেয়েরা কিছু অংশ খুলতে পারলেও গায়ের সঙ্গে আঁটোসাঁটো বাঁধা বর্মের কোনো কোনো অংশ যেমন গলাবন্ধ আর সবুজ ফিতে দিয়ে আটকানো ভাঙা হেলমেটের অংশ তিনি খুলতে দিলেন না, সারারাত মাথায় ওটা আটকানো রইল, এমন এক বিরল হাস্যকর দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়; মেয়েলা যখন ওর বর্ম খুলছে ওদের দুর্গের সম্মানীয়া নারী কল্পনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কয়েক পংক্তি কবিতা লিকে ওদের প্রতি সম্মান জানালেন–

সুন্দরীদের এমন সেবা
কেউ পেয়েছিল কোনোদিন?
গাঁ খানা ছেড়ে যাচ্ছেন যেদিন
পথে এসেছিল তারাও সেদিন
রাজকুমারীর হাতে সাজল রোসিনান্তে
যাচ্ছেন প্রথম অভিযানে দন কিহোতে।

ওঃ আমার রোসিনান্তে! আমার ঘোড়ার নাম, বুঝলেন সুন্দরী, আর আমার নাম কী জানেন? দন কিহোতে দে লা মানচা। আমার অস্ত্রের কলাকৌশল আর নিজের বাহুবলে আপনাদের কিছু সার্থক অভিযান দেখাবার আগে এমন বড় নাম আমি নিতে চাইনি কিন্তু লানসারোতের প্রাচীন কাহিনী সময়ের আগেই আমাকে কাজে নামিয়ে দিল; একটা সময় আসবে যখন আপনাদের মতো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত নারীরা যে আদেশ দেবেন আমি হাসিমুখে মাথা পেতে গ্রহণ করব আর আমার বাহুবলে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করব যাতে আপনারা বুদ্ধিমতী বিদুষী নারীরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে নারীদের আন্তরিকভাবে সেবা করার কী অদম্য ইচ্ছা আমর ছিল। এই মহিলারা এমন ভাবগম্ভীর আলঙ্কারিক শব্দসম্বলিত বাণী কখনো শোনেনি, তাই কোনো উত্তর দিল না; শুধু তিনি কিছু খাবেন কিনা জানতে চাইল। ডন কুইকজোট গম্ভীর গলায় বললেন–অবশ্যই, যা পাব খুবই আনন্দের সঙ্গে খাব। এই মুহূর্ত ওটাই দরকার। দুর্ভাগ্যবশত দিনটা শুক্রবার, সরাইখানার খাবার ঘুরে কয়েক খণ্ড মাছ ছাড়া কিছুই ছিল না। কাস্তিল অঞ্চলে এই মাছের নাম আবাদেহো, আনদালুসিয়ায় এর নাম বাকাইয়ো, কোনো কোনো জায়গায় একে বলে কুরাদিইয়ো আবার কোথাও কোথাও এর নাম ক্রচোয়েলা। ক্রচোয়েলা ছাড়া আর কোনো মাছ ছিল না বলে ওরা নাইটকে জিগ্যেস করল ওটা চলবে কিনা। দন কিহোতে বললেন–ছোট ছোট অনেক মাছ যা একটা বড় মাছও তাই, আট রেয়ালে অনেক কয়েন হতে পারে আবার একটাও হতে পারে। দুটোর দামই

এক। ক্রচোয়েলার স্বাদ কচি ভিলেরের মতো, বড় গরুর চেয়ে সুস্বাদু যেমন বড় ছাগলের চেয়ে কচি পাঁঠা খেতে ভালো। মোদ্দা কথা হলো যাই থাকুক তাড়াতাড়ি আসুক, সারাদিন খালি পেটে এমন ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছি, এখন কিছু না খেলে যাই যাই অবস্থা।

হাওয়ায় বসে আরামে খেতে পারবেন বলে দরজার কাছে কাপড় পেতে দেওয়া হলো; তারপর আধসেদ্ধ আধভাজা বাকাইয়ো মাছের একটা টুকরো আর নাইট–এর বর্মের মতো শক্ত পাঁউরুটি। তাঁর খাওয়ার দৃশ্য দেখে হাসি পায়, আধখানা হেলমেট মাথায় থাকায় কারো সাহায্য ছাড়া খেতে পারবেন না, এক মহিলা ওকে সাহায্য করল, কিন্তু পানীয় সেভাবে দেওয়া যাবে না, সরাইখানার মালিক ফুটো করা একটা চোঙা না আনলে পানীয় ছাড়াই তাকে থাকতে হতো, একটা দিক মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে অন্যদিকে মদ ঢালা হতে লাগল; সবই সহ্য করলেন নাইট কারণ হেলমেটের ফিতে কাটা চলবে না। খাবার সময় এক শূকরওয়ালা তার টিনের বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করে আর তখনই দন কিহোতে নিজের পেশা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন, ওই শব্দ শুনে তাঁর মনে হলো এক বিখ্যাত দুর্গে এসে উঠেছেন, মধুর সংগীত বাজিয়ে খাবার সময়টাকে উপভোগ্য করা হয়েছে, ছোট একখণ্ড মাছকে মনে হলো বেশ বড় মাপের একটা সুস্বাদু টাটকা মাছ, সর্বোৎকৃষ্ট ময়দার পাউরুটি দেওয়া হয়েছে, পতিতারা সম্ভ্রান্ত নারী, সরাইখানার মালিক ওই দুর্গের গর্ভনর–এইসব তাঁর মনের জোর বাড়িয়ে দেয় যাতে অভিযানের ইচ্ছা প্রবলতর হয়। কেবল একটা দুর্ভাবনা তাকে কিছুটা বিচলিত করে, নাইট–পদে অভিষিক্ত না হলে আইনত কোনো স্বীকৃত নাইটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবেন না। শিভালোরির আইন মেনেই তাঁকে অভিযান চালাতে হবে।

AMARBOI.COM

৩

সেই দুশ্চিন্তাটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, রাতের সাধারণ খাওয়াটাও পুরো খেতে পারলেন না; খাওয়াটা কোনোরকমে শেষ করেই সরাইখানার মালিককে ডেকে নিয়ে আস্তাবলে ঢুকে দরজাটা আটকে দিলেন। তারপর হাঁটু মুড়ে তার সামনে বসে কাতরস্বরে বলতে লাগলেন–আপনি এক বীর নাইট, আমি আপনার আশীর্বাদ না পেলে এখান থেকে উঠব না, এই আশীর্বাদে আপনার সম্মান আর প্রশংসা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে আর সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হবে। অতিথিকে এমনভাবে তার পায়ের কাছে ওই অবস্থায় দেখে সরাইখানার মালিক কেমন হতবাক হয়ে যায়, কী করবে বুঝতে পারে না, তাকে উঠবার চেষ্টা করেও পারল না। ডন কুইকজোট বললেন–হে প্রিয় সেন্যোর আমার, আমি ওইটুকু দাক্ষিণ্য ছাড়া কিছুই চাই না, সাহস করে বলেই ফেলি আমি আপনার কাছে কী চাই; কাল সকালে আপনি একটা বর দেবেন, বরটা আর কিছুই না, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে নাইটপদে অভিষিক্ত করবেন; ব্যস, এইটুকু আর কিচ্ছু করতে হবে না। আজ রাতে আপনার দুর্গের ভেতর যে প্রার্থনাগৃহ আছে সেখানে গিয়ে আমার বর্ম আর অস্ত্র ঠিকঠাক দেখে নিচ্ছি, কাল আপনি আমার এতদিনের প্রত্যাশা পূরণ করবেন, আমি এই একটি আশা নিয়ে এতকাল বেঁচে আছি,

আমার নাইটের পেশা যথাযথ স্বীকৃতি পেলে পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশার যে পাহাড় জমে উঠেছে তাকে চুরমার করে ভেঙে ফেলব, এই তো শিভালোরি আর ভ্রাম্যমাণ নাইটের কাজ।

সরাইখানার মালিক বেশ ধূর্ত, অতিথিটার মগজ একটু ঢিলে আছে তা গোড়াতেই সে বুঝেছিল, এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না; ওই রাতটা সে প্রাণ খুলে হাসবে তাই রসিকতা চালাতে লাগল, বলল এমন একজন আপাদমস্তক সৎ নাইট বাছাই করার জন্যে সবাই তার গুণকীর্তন করবে, সে নিজে যৌবনে এই পেশা গ্রহণ করে পৃথিবীর কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিযান চালিয়েছেন, মালাগার পেরচেলেস্ থেকে রিয়ারান দ্বীপপুঞ্জ, সেভিইয়ার কম্পাস, সেগোভিয়ার পারদ-গৃহ, ভালেনসিয়ার অলিভ বাজার, গ্রানাদার চক্র, সানলুকারের তট, কোর্দোবার পোতরো (কোর্দোবার দর্শনীয় চৌমাথা), তোলেদোর ঝোপে ঘেরা পানশালা, আরো কত কত জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে, ক্ষিপ্রগতি আর হাতের মারপ্যাঁচে ক্ষতিও করেছে অনেক; বিধবা, কুমারী আর ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে স্পেনের আদালতগুলোয় সে হয়ে উঠেছিল অতি পরিচিত এক মুখ; অবশেষে এই দুর্গে অবসর জীবনটা কাটাচ্ছে, একইসঙ্গে তার নিজের এবং অন্য লোকদের জোতজমি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে; নাইটদের (যে মাপেরই হোক না কেন), আদর আপ্যায়ন করতে ওর খুব ভালো লাগে কারণ তাদের প্রতি একটা স্নেহান্ধ ভাব আছে ওর, আর তারা এই দুর্গে এসে এত আনন্দ পায় যে লড়াই করে যা পায় তার কিছু দিয়ে যায়। সে এও বলল যে তার দুর্গের পুরনো প্রার্থনাগৃহটি নতুন করে গড়া হচ্ছে বলে বর্তমানে ডন কুইকজোটের অস্ত্র পরীক্ষা অন্য কোনো জায়গায় করতে হবে; দুর্গের সামনে খোলা চত্বরটায় করা যেতে পারে আর সকালে খোদা সহায় হলে অভিষেক-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলো সেরে ফেলা হবে, সুতরাং নাইট হিসেবে কালই তিনি অভিষিক্ত হবেন, শুধু তাই নয়, তিনি হবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা নাইট। তারপর সে জিগ্যেস করল ডন কুইকজোটের সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সা আছে কিনা। পয়সাকড়ি নিয়ে ডন কুইকজোট বেরোননি, ফলে ওর কথায় একটু অবাক হলেন; বললেন, নাইটদের বইয়ে তাদের টাকাকড়ি নেওয়ার কথা তো তিনি পড়েননি। সরাইখানার মালিক বলল যে টাকা কিংবা ধোপদুরস্ত জামা এমন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস যে লেখকরা এসব লেখার দরকার আছে বলে মনে করেন না। তবে আপনাকে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, বইয়ে লেখা থাকুক আর না-থাকুক নাইটদের সঙ্গে ব্যাগভরতি টাকা থাকে কারণ বনে-জঙ্গলে মাঠে বা মরুভূমিতে লড়াই করে জখম হলে তা সারাবার ওষুধ কিনতে হয় আর তার জন্যে পয়সা লাগে; সবার তো আর ঋষি কিংবা জাদুকর বন্ধু থাকে না যে মেঘের পিঠে কোনো সুন্দরী কিংবা বামন উড়ে আসবে ঘায়ের মলম নিয়ে, কজনের এমন কপাল হয় বলুন। অবশ্য, সে বলল, যে জাদুবলে একফোঁটা পানির ছিটে কিংবা একটু মলম ক্ষত নির্মূল করতে পারে। আগেকালের নাইটরা সহকারীদের কাছে টাকাপয়সা, মলম, ওষুধ ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ সব দিয়ে রাখত যাতে প্রয়োজনে সেই ডাক্তারের মতো চোট বা ঘা সারাবার ব্যবস্থা করত, আর যাদের সঙ্গে সহকারী থাকত না তারা জামার তলায় লুকিয়ে রাখত একটা থলে, নাইটদের থলে বহন করা নিষেধ ছিল বলে এত গোপনীয়তা। এই

কথাগুলো বলার পর সে ডন কুইকজোটকে উপদেশ দিল ভবিষ্যতে তিনি যেন টাকাপয়সা, ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোন। যেহেতু একটু পরেই তার কাছে প্রথম অভিষিক্ত হবেন তিনি তাই এই উপদেশ দেবার অধিকার তার ছিল।

ডন কুইকজোট অক্ষরে অক্ষরে তার এই উপদেশ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সরাইখানার মালিক লাগোয়া খোলা চত্বরটায় অস্ত্রশস্ত্র দেখে নেবার অনুমতি দিল। ডন কুইকজোট সবগুলো একটা চৌব্বাচ্চার মধ্যে রেখে এক হাতে ঢাল আর অন্যহাতে বল্লম নেন। তখন অন্ধকার হয়েছে, ঘোড়ার জাবনা দেওয়ার পাত্রগুলোর পাশ দিয়ে তিনি খুব কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হাঁটাচলা অভ্যেস করছেন; এগাচ্ছেন আর পেছোচ্ছেন।

ইতিমধ্যে সরাইখানার মালিক সব অতিথিদের ওর পাগলামো এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারগুলো জানিয়ে দিল। সবাই এমন অভিনব পাগলামোর দৃশ্য দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব; ওরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কখনো দারুণ গম্ভীর হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কখনো বল্লমের ওপর শরীরের ভার রেখে ঝুঁকে পড়ছেন, সবসময় অস্ত্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। যদিও রাত্রি তখন, চাঁদের এত আলো যেন যার কাছ থেকে আলো পেয়েছে তার সঙ্গে আলো ঢালার প্রতিযোগিতায় নেমেছে; দর্শক এবার সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এইসব কাজ চলার মধ্যে সরাইখানার এক অতিথি খচ্চর-চালক, তার জীবটিকে জল খাওয়াতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু চৌবাচ্চায় অস্ত্রশস্ত্র থাকায় সে জল খাওয়াতে পারল না। ওকে সামনে আসতে দেখে ডন কুইকজোট হুঙ্কার ছাড়লেন—এই যে দুর্বিনীত নাইট, আপনি যেই হোন না কেন, এত্ত স্পর্ধা আপনার! এক বীর নাইটের অস্ত্রে হাত দিচ্ছেন, দেখুন, কী করেছেন, সাবধান, পবিত্র অস্ত্র স্পর্শ করে সবকিছু কলুষিত করছেন, এমন হঠকারিতার শাস্তি কী জানেন—মৃত্যু! কিন্তু সেই খচ্চরওয়ালা এতসব আস্ফালনের কথায় কর্ণপাত না করে ওগুলো একটু দূরে সরিয়ে দিল; ডন কুইকজোট এই কাণ্ড দেখে আকাশের দিকে চোখ তুলে তার মনের মানুষ সেন্যোরা দুলসিনেয়াকে স্মরণ করলেন—আমাকে সাহস দাও, এই আমার প্রথম সুযোগ, তোমার আজ্ঞাবহ দাসকে বল দাও যাতে আমার প্রথম যুদ্ধে সাহসের প্রমাণ দিতে পারি। বারবার এই কথাগুলো বলতে বলতে ঢাল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চেপে ধললেন বল্লম আর সেই ব্যক্তিকে এমন মারলেন যে সে ছটফট করতে করতে তার পায়ের কাছে পড়ে গেল, আরেকবার মারলে সেই ব্যক্তির ডাক্তারের দরকার পড়ত না। এরপর ডন কুইকজোট তার বর্ম আবার আগের জায়গায় রাখলেন, আবার শুরু হলো তার সেই হাঁটা, কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে একবার সামনে যান, আবার পিছু হাঁটেন, চলল তার নাইটসুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কী ঘটেছে না জেনে আরেকজন তার খচ্চরকে জল খাওয়াতে নিয়ে এসে দেখে তার এক সহকর্মী মাটিতে পড়ে আছে প্রায় অজ্ঞান হয়ে; দ্বিতীয়জন জাবনা দেওয়ার পাত্র থেকে বর্মটা তুলে রাখতে গেলে ডন কুইকজোট কোনো কথা বললেন না, কারও সাহায্য চাইলেন না, আবার ঢাল ফেলে দিয়ে ওই ব্যক্তির মাথায় মারলেন সজোরে, বল্লমটার কিছু হলো না, আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার তিন-চার জায়গা ফাটল। ওর চিৎকারে সরাইখানার মালিকসহ সবাই ছুটে এলো, ভয়ার্ত অতিথিদের হইচই শুনে ডন কুইকজোটের আবার আগের ভঙ্গি, এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে বল্লম, আকাশে চোখ—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমার দুর্বল হৃদয়ের শক্তি আর সাহস,

তোমার অভিযাত্রী ক্রীতদাসকে এমন ভয়ঙ্কর অভিযানে সাহায্য কর, তোমার মহত্ত্বের আলোয় তাকে জাগাও। তাঁর মতে এইরকম আহ্বানে তিনি এত বল পান যে দুনিয়ার সব খচ্চর– ওয়ালারা একজোটে তার ওপর চড়াও হলেও তিনি একাই তার মোকাবেলা করতে পারেন। অন্যদিকে, দুজন সহকর্মীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ দেখে অন্যেরা তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল। ডন কুইকজোটের ঢালের আড়ালে নিজেকে বাঁচালেন কিন্তু ওই জায়গা ছেড়ে পালালেন না পাছে লোকে ভাবে যে তিনি ভয়ে অস্ত্র ফেলে পালিয়েছেন। সরাইখানার মালিক খচ্চরওয়ালাদের বলল যে ও পাগল, কাউকে মেরে ফেললেও ওর শাস্তি হবে না, ওকে ছেড়ে তারা যেন চলে যায়। ডন কুইকজোটের গলা ফাটিয়ে গালমন্দ করতে লাগলেন। ওদেরকে বললেন নীচমনা; বিশ্বাসঘাতক, বেইমান আর সরাইখানার মালিককে বেজন্মা, অভদ্র, নীচ, স্বার্থপর নাইট বলে গাল দিলেন কারণ সে একজন ভ্রাম্যমাণ বীর নাইটের অবমাননা করেছে, অতিথির অসম্মান করেছে।

সরাইখানার মালিকের এমন আচরণের জন্যেই তিনি নাইট হতে পারেননি ভেবে চেঁচাতে লাগলেন–সাহস থাকলে সামনে আয় শুয়ার, তোর বিশ্বাসঘাতকতা আর অভদ্রতার কীরকম জবাব দিতে হয় আমি জানি। ওর এমন ক্রোধোন্মত্ত মূর্তি দেখে যারা পাথর ছুঁড়ছিল তারা বেশ ভয় পেয়ে যায়, তাছাড়া সরাইখানার মালিকও তাদের নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করল। ডন কুইকজোটের শত্রুদের আহত লোকদের নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন, ওরা চলে গেলে বেশ শান্ত সংযত হয়ে নিজের অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দিতে লাগলেন।

সরাইখানার মালিক ডন কুইকজোটের এমন উদ্ভট আচরণে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না করে ভাবল যত শীঘ্র সম্ভব ওকে অভিশপ্ত নাইটের পদে অভিষিক্ত করে ওখান থেকে বিদায় করতে না পারলে আরো মুশকিল হবে। তাই সে ডন কুইকজোটের ওই লোকেদের অভব্য ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলল দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তারপর বলল যে সে তো আগেই বলেছে সরাইখানার প্রার্থনাগৃহ নেই তবে নাইটপদে অভিষেক–সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের কোনো অসুবিধে হবে না; সে এইসব আচার অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী পড়ে জেনেছে যে ঘাড়ে ও কাঁধে তলোয়ারের ব্যবহারটার নিয়ম ওই মাঠেই করা যাবে। মাত্র দু ঘণ্টা অস্ত্রশস্ত্র পর্যবেক্ষণ করলেই নিয়ম পালন করা হয় কিন্তু ডন কুইকজোট চারঘণ্টা ওই কাজ করে রেখেছেন। ডন কুইকজোট ওর কথা বিশ্বাস করে বললেন যে খুব কম সময়ের অনুষ্ঠান সেরে তাকে ওই পদটার স্বীকৃতি দেওয়া হোক, নাইট হবার পর তাকে যদি কেউ আক্রমণ করে তাহলে ওই দুর্গের সবাইকেই তিনি শেষ করে দেবেন, শুধু তাঁকে যারা সাহায্য করেছে তাদের গায়ে হাত দেবেন না।

নাইট তখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড যাতে করতে না পারেন তাই সরাইখানার মালিক অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা করে ফেলল, সে খচ্চরবাহকদের খাবারদাবারের হিসেবের একখানা বই, আগে যে মহিলাদের কথা বলা হয়েছে তাদের এবং জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে একটি ছেলেকে নিয়ে এলো। তারপর সে ডন কুইকজোট হাঁটু মুড়ে তার সামনে বসতে বলল, বই থেকে বিড়বিড় করে পড়তে লাগল যেন কোনো পবিত্র গ্রন্থের

AMARBOI.COM

মন্ত্রোচ্চারণ করছে, মন্ত্র বলতে বলতে হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে একবার ওর ঘাড়ে আর পিঠে আঘাত করল, দাঁত চেপে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এসব করল। তারপর তার নির্দেশে এক পতিতা একটা তলোয়ার নিয়ে নাইটের কোমর অবধি তুলে চারদিকটা ঘুরিয়ে নিল, যদিও তার হাসি চেপে রাখা খুবই কঠিন কাজ তবুও সে গম্ভীর হয়ে যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে কাজটা করল। নাইটের ব্যবহারে ওদের হাসি বন্ধ হয়েছিল কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। তলোয়ার নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মহিলা বলল—হে খোদা, তোমার দয়ায় নাইটের সৌভাগ্য আর শৌর্য হোক। যে মহিলা তাকে এত সাহায্য করল তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ডন কুইকজোটের মন, তিনি তার নাম জানতে চান, মেয়েটি খুব বিনীতভাবে বল সে একজন মুচির মেয়ে, তার নাম তোলোসা। তোলেদোর সানচো বিয়েনয়ায় তার বাবার একটা ছোট দোকান আছে, মহিলা আরও বলল যে নাইটের আদেশ পেলে যে কোনো কাজ সে করবে। ডন কুইকজোট তাকে অনুরোধ করলেন এখন থেকে সে যেন নামের সঙ্গে দন্যা শব্দটি ব্যবহার করে, তাহলে সে দন্যা তোলোসা অর্থাৎ 'মাননীয়া' নারীর সম্মান পাবে। অন্য মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল, নাম জিজ্ঞেস করায় সে বলল যে আনতেকেরার এক সৎ কলমালিকের মেয়ে সে, নাম মোলিনেরা। আমাদের নাইট তাকেও 'দন্যা' শব্দটি নামের আগে যোগ করে নিতে বললেন। ওই দুই মহিলাকেই এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করার যোগ্য সম্মান দিতে চাইলেন তিনি। এমন অসাধারণ অনুষ্ঠান যা আগে কেউ দেখেনি খুব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়ে গেল। ডন কুইকজোট আর সময় ব্যয় করতে রাজি নয়, তৎক্ষণাৎ রোসিনান্তেকে জিন পরিয়ে পিঠে চেপে বসলেন, সরাইখানার মালিককে আলিঙ্গন করে তাঁকে নাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

সরাইখানার মালিক ওকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে, সে অল্পকথায় তার ধন্যবাদের উত্তরে তেমনই কিছু শব্দ ব্যবহার করে বিদায় জানাল। ডন কুইকজোটকে চলে যেতে দেখে তার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। তার আপদ বিদেয় হলো!

৪

সরাইখানা থেকে বেরোতে বেরোতে ভোর হয়ে এলো, নাইট পদে অভিষিক্ত হতে পেরে ডন কুইকজোট আত্মতুষ্টিতে ডগমগ, এত আনন্দ জীবনে বোধ হয় এই প্রথম, সেই আনন্দ তার ঘোড়াটাকেও উজ্জীবিত করল। অভিযানে বেরোবার সময় কী সঙ্গে থাকা উচিত বলেছিল সরাইখানার মালিক, তার সব কথা মনে পড়ল, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধোয়া জামা আর টাকা, এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি বাড়ির পথে চলতে শুরু করলেন, তাঁর মনে হলো একজন সহকারী তার দরকার, লোকটা বেশ মজাদার হবে, মজুর গোছের হলে ভালো, অবশ্যই গরিব এবং সংসারী, তার স্ত্রী এবং সন্তান থাকবে, অবশ্যই তাকে বেশ করিৎকর্মা হতে হবে। নাইটের মনের কথা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল রোসিনান্তে, ঘরমুখো পথে সে এমন জোরে চলতে লাগল যেন মাটিতে পা পড়ছে না। যেতে যেতে নাইটের মনে হলো ডানদিকে ঝোপের মধ্যে কে যেন মেয়েলি

গলায় কী অভিযোগ করছে। তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন–খোদা আমাকে এবার একটু সুযোগ দিয়েছেন, আমার কর্তব্য পালনের সুযোগ এত তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, নিশ্চয়ই কেউ দুর্দশার শিকার হয়েছে, তাকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব, সে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য চায়। রোসিনান্তে যত জোরে পারে ছুটল, বনের কাছে এসে দেখলেন ওকগাছে একটা ঘোড়া বাঁধা, অন্য একটা গাছের সঙ্গে খালি গায়ে বছর পনের বয়সের একটি ছেলেকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কারণ ওকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করছিল এক বদমেজাজের চাষি আর বলছিল–একদম আওয়াজ করবি না, চোখ খুলে দ্যাখ আমি কী করছি।

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি বলছে–হুজুর, আমি আর এমন কাজ করব না, এবারের মতো মাপ করে দিন, আর এমন কাজ করব না, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এবার থেকে আর কোনো দোষ করব না। এমন দৃশ্য দেখে ডন কুইকজোট মারমুখী হয়ে বললেন–এ্যাই, বজ্জাত, পাষণ্ড নাইট, একজন নিরস্ত্র অসহায় ছেলেকে এইভাবে শাস্তি দিয়ে আপনি একটা জঘন্য কাজ করেছেন, যদি সাহস থাকে ঘোড়ায় চড়ে বল্লম তুলে নিন, আমি দেখাচ্ছি আপনি কতটা অধম।

চোখের সামনে বল্লম হাতে নাইটকে দেখে চাষিটি থতমত খেয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে বলে–হুজুর নাইট, এ ছেলেটি আমার ভৃত্য, আমার ভেড়া চরাবার কাজ করে, কিন্তু সে এত ফাঁকিবাজ যে কাছাকাছি চরে বেড়ালেও ভেড়াগুলোকে ভালো করে দেখে না, রোজই একটা ভেড়া খোয়া যাচ্ছে; তাই আমি ওকে ভুল শোধরানোর জন্যে মারছি আরন ও বলছে আমি নাকি ওর মাইনে কাটবার ফিকির খুঁজছি; আমি দিব্যি করে বলছি হুজুর, ও মিথ্যে বলছে।

ডন কুইকজোট চেঁচিয়ে চাষিকে ধমকায়–আমার চোখের সামনে মিথ্যা কথা বলছেন ভণ্ড ভাঁড় কোথাকার! সূর্য সাক্ষী থাকবে আমি আপনার বুকের মধ্যে এই বল্লম চালিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব পুরো শরীরটা। এক্ষুনি এই ছেলের বেতন মিটিয়ে দিন নইলে আমি যে ক্ষমতা পেয়েছি তাই দিয়ে আপনাকে মারব, এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যু, আমি আপনাকে মারব।

আগে ওর বাঁধন খুলে দিন। নতমস্তকে চাষি বাঁধন খুলে দিল।

ডন কুইকজোট ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন তার মনিবের কাছে কত পাবে; ছেলেটি বলল–ন' মাসের বেতন, মাসে সাত রেয়াল করে। নাইট হিসেব কষে মিটিয়ে দিতে বললেন নতুবা তাকে প্রাণ দিতে হবে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চাষি একটা মিথ্যা কথা বলল। সে বলল যে তার চাকর অত টাকা পায় না কারণ সে তিন জোড়া জুতো কিনে দিয়েছে আর দু'বার চিকিৎসা করিয়েছে, রক্ত বের করতে হয়েছিল।

ডন কুইকজোট বললেন–আপনি অকারণে চাবুক মেরে ওর রক্ত ঝরিয়েছেন, ওর গায়ে আঘাত করে চামড়ার যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন, ডাক্তারকে যে পয়সা দিয়েছেন ওকে মেরে এখন তা উশুল করে নিয়েছেন। সুতরাং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ এক পয়সাও আপনি পান না।

চাষি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল–হুজুর নাইট, এখানে তো আমার টাকা নেই, আনদ্রেস আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুক আমি সব মিটিয়ে দেব।

AMARBOI.COM

ছেলেটি কেঁদে ফেলে–ওরে বাবারে, কী করবে আমি জানি, ওর সঙ্গে গেলে আমি আরেকজন সান বারতোলোমে হয়ে যাব, জ্যান্ত পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

ডন কুইকজোট বললেন–আমার নির্দেশ উনি মানবেন, তাছাড়া উনি নাইট হিসেবে স্বীকৃত, আমি বিশ্বাস করি কথার খেলাপ করবেন না কারণ নাইটরা মিথ্যে কথা বলে না। আমি ওকে বিশ্বাস করি, তুমি যাও, টাকা পেয়ে যাবে।

ছেলেটি বলল–হুজুর আপনি কী বলছেন একটু খেয়াল করুন। আমার মনিব নাইট না, জীবনে এমন কিছু বড় পদবি ওর ভাগ্যে জোটেনি, ও কিনতানারের ধনী, নাম হুয়ান হালদুদো।

ডন কুইকজোট বললেন–নাম দেখে সবকিছু বোঝা যায় না, হালদুদোদের মধ্যে নাইট থাকতেও পারে; সাহসী মানুষ মাত্রই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, কাজই মানুষের আসল পরিচয়।

আনদ্রেস্ বলে–হুজুর, এই কথাটা ঠিক; কিন্তু আমার মনিব আমার ঘাম–ঝরানো কাজের মাইনেটা পর্যন্ত দেয় না, এর দ্বারা কোনো মহৎ কাজ করা সম্ভব?

মনিব বলল–আনদ্রেস্ ভাই, চল আমার সঙ্গে, নাইটের নামে শপথ নিয়ে বলছি, তোর সব পয়সা আমি মিটিয়ে দেব, চল আমার বাড়ি, তার ওপর সুগন্ধি কেনার জন্যে আরও কিছু বেশি দিয়ে দেব।

ওর কথা শুনে ডন কুইকজোট বললেন–সুগন্ধির বদলে ওকে নগদ রেয়াল দিলেই ভালো হয়; প্রতিজ্ঞাটা রাখবেন নইলে আমার প্রতিজ্ঞা হচ্ছে আমি আপনাকে ছাড়ব না, গিরগিটির মতো ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকলেও বাঁচবেন না, আমি টেনে বের করব আর যে শাস্তি আমি ঘোষণা করেছি তাই পেতে হবে। আপনার জেনে রাখা ভালো কে এই নির্দেশ দিচ্ছে, কতটা তার ক্ষমতা, শুনে রাখুন আমি সেই বীর নাইট, ডন কুইকজোট দে লা মানচা আর আমার কাজ হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায় নির্মূল করা; অভিযোগের প্রতিকার করা; এই কথাগুলো মনে রাখলেই চলবে, আমি এখন চলে যাচ্ছি, বিদায়, যাবার আগে আবার বলছি শপথ বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। কথাগুলি বলে রোসিনান্তের পিঠে বসে খুব দ্রুত ওখান থেকে চলে গেলেন, চাষির চোখ যতদূর যায় ওর পথের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঘোড়াটা বন পেরিয়ে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

সে তার ভৃত্য আনদ্রেসের দিকে চেয়ে বলল–আয়, আমার সঙ্গে আয়, অন্যায় আর বিচারের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালাচ্ছে আমাকে যা বলেছে তার নড়চড় হবে না। আমি তোর যা বাকি আছে সব মিটিয়ে দেব।

আনদ্রেস্ ওকে বলল–ওই সৎ নাইট, খোদার কৃপায় অনেক দিন বেঁচে থাকুন; খুব সাহসী মানুষ আর নিরপেক্ষ বিচারক; আপনি যদি আমার বেতনের বাকি পয়সা মিটিয়ে না দেন তাহলে সে আসবে আর যা বলে গেল তাই করবে।

মনিব বলল–আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি তোকে কত ভালোবাসি দেখাব আর যা বাকি আছে তার চেয়ে বেশি পাবি। আমি সেটা দিয়ে দেব; চল আমার সঙ্গে। এই কথা বলে চাষি ছেলেটিকে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে এমন চাবুক মারতে লাগল যে সে জ্ঞান হারিয়ে মৃতের মতো পড়ে রইল।

সে বলল–ওরে ব্যাটা আনদ্রেস্, যা, ডোকে নিয়ে ওকে, অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করার লোকটিকে ডাক; আমি যতটা চেয়েছিলাম মারতে পারলাম না, হারামজাদা, আমি যা করেছি তার প্রতিকার করুক, দেখি ওর হিম্মত। যাইহোক, শেষে চাষি ওর বাঁধনটা খুলে দিল এবং সেই সাহসী নাইটকে ডেকে আনার অনুমতি দিল যাতে সে এসে ও যা বলেছিল সেটা করে দেখাতে পারে। আনদ্রেস্ সেই বীর নাইটকে খুঁজে বের করবে আর যা যা ঘটেছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবে যাবে সে এই অত্যাচারী লোকটাকে যথোচিত শাস্তি দেয়। ভাবতে ভাবতে সে কাঁদতে লাগল, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল আর চাষিটা হাসিতে ফেটে পড়ল।

অন্যায়ের যে প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন ডন কুইকজোট তার এই হলো পরিণতি। গ্রামের পথে যেতে যেতে তিনি ভাবলেন প্রথম সুযোগে তার শক্তি দেখাতে পেরেছেন, এমন সৌভাগ্যে তিনি বেশ উৎফুল্ল হয়ে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বললেন–হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, দুলসিনেয়া দেল তোবোসো, আমার মনের মানুষ, তোমার আজ্ঞাবহ দাসের সৌভাগ্যে খুশি হবে, সেই আমি বিখ্যাত নাইট ডন কুইকজোট দে লা মানচা, তোমার উদ্দেশ্যে তার প্রথম বীরত্বের নজির নিবেদন করছে। মাত্র গতকাল সে নাইটের স্বীকৃতি পেয়েছে আর আজই এক নিষ্ঠুর অত্যাচারীর হাতে এক নিরপরাধ বালককে মার খেতে দেখে সে ফুঁসে উঠেছে, পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধের প্রতিকার করেছে তোমার দাসানুদাস প্রেমিক; আমি বিশ্ববিখ্যাত নাইট। এই সময় তিনি এক চৌরাস্তার মুখে এসে দাঁড়ালেন; এমন জায়গায় এসে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের কোনদিকে যাওয়া উচিত ভাবতে লাগলেন, কিছুক্ষণ ভাবার পর রোসিনান্তের পেটে খোঁচা দিতেই সে নিজের আস্তাবলের পথে চলতে লাগল।

দুমাইল যেতে না যেতেই ডন কুইকজোট তোলেদোর একদল ব্যবসায়ীকে দেখতে পেলেন, ওরা ঘোড়ায় চেপে মুর্সিয়ায় সিল্ক কিনতে যাচ্ছে। ওরা ছ'জন, প্রত্যেকের মাথায় ছাতা, তাছাড়া চারজন ভৃত্য, ওরাও ঘোড়ার পিঠে এবং ওদের সঙ্গে তিনজন খচ্চর বাহক যাচ্ছে হেঁটে। ওদের দলটাকে দেখামাত্রই ডন কুইকজোটের হয় আবার একটা অভিযানের সুযোগ এসে গেছে, কোনো বইতে এমন অবস্থার কথা পড়েছেন কিনা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন, এমন একটা সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চান না, একাই ওই দলের সঙ্গে লড়বেন, যোগ্যতা প্রমাণ করার এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায় না; ডন কুইকজোট ঢাল আর বল্লম নিয়ে চৌরাস্তার মাঝখানটায় এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে ওরা দেখতে পায়, তার মুখভঙ্গি আর দৃষ্টিতে বীরোচিত ভাব স্পষ্ট।

ওরা কাছাকাছি আসতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন–থামুন! পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা এই পথ দিয়ে যাবে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে লা মানচার রানি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর চেয়ে সুন্দরী কোনো নারী নেই। ব্যবসায়ীর দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত সাজের মানুষটির মুখ-চোখ দেখে ওদের মনে হলো এ নির্ঘাত পাগল। ওদের কাছে এমন স্বীকৃতি চাইবার কারণ জানতে ইচ্ছে হলো ওদের। একজন রসিকতার ছলে বলল,–ভাইজান আপনি যে নারীর কথা বললেন তাকে তো আমরা চিনি না, অনুগ্রহ করে একবারটি তাকে দেখবার সুযোগ করে দিন, দেখার পর আপনি যা বলছেন আমরা মেনে নেব।

ডন কুইকজোট বললেন—দেখালে ওই অসম্ভব সত্যটা স্বীকার করার মধ্যে অভিনবত্ব আর কী থাকবে? স্বীকৃতি আদায়ের গুরুত্ব এই যে না দেখে না চিনে ওই নারীকে পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে ধরে নিতে হবে, স্বীকার করতে হবে, শপথ নিয়ে বলতে হবে এবং এই সত্য মেনে চলতে হবে; এখুনি এই মুহূর্তে আপনারা স্বীকার করুন নতুবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হোন। অহঙ্কারী বেকুবের দলকে আর কী বলব! শিভালোরির আইন মেনে একে একে লড়তে পারেন, সেটা ভদ্রতার নিয়ম, আর আপনাদের মতো অভদ্র লোকরা যেন দল বেঁধে আসেন, তাও করতে পারেন, আমি একাই সকলকে সাবাড় করতে পারব। কারণ আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি।

একজন বলল—সেন্যোর নাইট, এখানে উপস্থিত সব রাজকুমারদের হয়ে আমি আপনাকে বিনীতভাবে বলছি যাকে আমরা চোখে দেখিনি তাকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের বিবেকে বাধছে, তাছাড়া এমন স্বীকৃতি আলকারিয়া এবং এস্‌ত্রেমাদুরার রানি এবং রাজকুমারীরদের পক্ষে অবমাননাকর হবে, আপনাকে অনুরোধ করছি ওই সুন্দরীর একটি ছবি অন্তত আমাদের দেখান, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও চলবে; একটা গমের মাপের ছবি পেলেও আমরা তার চেহারাটা বুঝতে পারব, তাতে আমরা যেমন আশ্বস্ত হব, আপনারও মন ভরবে। ছবিতে যদি সেই নারীর এক চোখ অন্ধ এবং অন্য চোখ রক্তবর্ণ হয়ে থাকে তাহলেও আমরা আপনার দাবি মানতে প্রস্তুত। আমরা আপনার প্রস্তাবের বিপক্ষে যেতে চাই না।

এই কথাগুলো শুনে রেগে আগুন ডন কুইকজোট বললেন—হতচ্ছাড়া শয়তান ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? ওর চোখ রক্তবর্ণ! ওর চোখে অপরূপ দীপ্তি। কোনো খুঁত নেই তার শরীরের গড়নে যেন গোয়াদারামার চরকার টাকু (অর্থাৎ ঋজু, স্লিম গড়ন)। সেই অপরূপা শাশ্বত সুন্দরীশ্রেষ্ঠার অবমাননা করে তোমরা যে ভয়ানক পাপ করেছ তার শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। এই কথা বলে বল্লম তাক করে ওই প্ররোচক ব্যবসায়ীর দিকে তেড়ে গেলেন, ভাগ্য ভালো বলে রোসিনান্তে মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল নইলে রসিক মানুষটির যে কী হতো বলা যায় না; রোসিনান্তের সঙ্গে তার প্রভুও পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে লাগলেন; বল্লম, ঢাল, তলোয়ার, লাগাম, হেলমেট আর ভারী পোশাকের চাপে শত চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারলেন না। যাইহোক, মুখেন মারিতং জগৎ, অসহায় দল, পালাবি না! আমার ঘোড়াটা পড়ে না গেলে আমি পড়তাম না, বুঝরিরে ক্যাবলা কাত্তিকের দল।

খচ্চরবাহকদের একজন মাটিতে গড়াগড়ি-খাওয়া নাইটের মুখে এমন উদ্ধত বাক্যবাণ সহ্য করতে না পেরে তাকে যোগ্য জবাব দেবার জন্যে বল্লমটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল, ভাঙা বল্লমের টুকরো দিয়ে বেদম প্রহারে নাইটকে একেবারে কাহিল করে দিল। ডন কুইকজোট অত জোরে তার ওপর হামলা চালাতে বারণ করলেন। কিন্তু ওই ছেলেটি এত রেগে গিয়েছিল যে লোহার বর্ম পরিহিত মানুষটিকে মারতে মারতে ভাঙা বল্লম আরো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তখন ডন কুইকজোট অবস্থা খুবই সঙ্গিন তবুও চেঁচিয়ে সকলকে গালাগাল দিতে লাগলেন, খোদার নামে শত্রুদের নামে যাচ্ছেতাই ভাষায় মৌখিক আক্রমণ চালালেন, স্বর্গমর্ত তার আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। খচ্চরবাহকটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হতভাগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইটের মুখোমুখি হয়ে ব্যবসায়ীরা খোশ গল্পের অনেক বিষয় পেল, নাইট মাটিতে পড়ে রইলেন, ওরা ওদের পথে রওনা হয়ে গেল।

একা গড়াগড়ি খেতে খেতে ডন কুইকজোট নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না, বেচারার শরীর মারের চোটে একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু এই বেহাল অবস্থাতেও ডন কুইকজোটের মনে একটা সুখানুভূতি হচ্ছে কারণ ভ্রাম্যমাণ নাইটদের জীবনে এমন কত দুর্ঘটনার নজির আছে, ঘোড়াটা পড়ে যেতেই তিনিও পড়ে গেলেন, তার ওপর পড়েছে বেদম মার, নিজেকে সুখী ভাবলেও আমাদের নাইট নিজের ক্ষমতায় উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।

৫

নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না বুঝতে পেরে ডন কুইকজোট স্বভাবসুলভ আরোগ্যের পথই অবলম্বন করলেন। বইয়ে পড়া কিছু ঘটনা তার সহায়, পাগলামো থেকে জন্ম নেয় এই অনুভব আর এই বিপদের সময় তার মনে পড়ে ভালোদোভিনো এবং মানতুয়ার মার্কেসের গল্প; কারলোতো ভালোদোভিনোকে আহত অবস্থায় পাহাড়ে ফেলে পালায়—এই গল্প শিশুরা পড়ে, যুবক—যুবতীরাও জানে আর বৃদ্ধরা এই কাহিনী বিশ্বাস করে, অভিভূত হয়, অথচ মায়োমার (মাহোমেত) অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে এক বিন্দুও সত্যি নয় এই গল্প। এই করুণ অবস্থায় এমন এক কাহিনী খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয় নাইটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে, একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে গড়াতে গড়াতে, ক্লান্তকণ্ঠে সেই জঙ্গলে পড়ে থাকা নাইটের কাতর আবেদনের অনুকরণে তিনি আবৃত্তি করতে থাকেন, আবৃত্তি নয় যেন ক্ষতবিক্ষত নিঃসঙ্গ যোদ্ধার বিলাপ—হায়! কোথায় আমার হৃদয়ের রক্তগোলাপ আমার এমন কষ্টে তুমি কি দুঃখ পাও?

কী কষ্ট তুমি কি জানো?

তুমি কি তাহলে আমায় ভালোবাসা না? এমনই অবিশ্বাসী তুমি! আমি যে বুঝি না আমার হৃদয়ের রানি, হে রক্তগোলাপ!

আরও বই পড়া বিলাপে তিনি উচ্চারণ করেন,

—ওঃ কোথায় আমার খুল্লতাত রাজকুমার
মানতুয়ার মার্কেস, মহান অভিজাত সেন্যোর?

সৌভাগ্যবশত তার প্রতিবেশী এক কৃষক মিল থেকে এক বস্তা গম নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় সটান শুয়ে—থাকা এ ভদ্রলোককে দেখে তার পরিচয় জানতে চাইল আর জিজ্ঞেস করল এত করুণ বিলাপ কেন তার কণ্ঠে। ডন কুইকজোট বই—পড়া কাহিনীর ঘোরে আচ্ছন্ন, গ্রামের প্রতিবেশীকে তিনি কাল্পনিক কাকা মানতুয়ার মার্কেস ভেবে বসলেন, কোনো কথার উত্তর না দিয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা, স্ত্রীর প্রেম এবং সম্রাটের পুত্র নিয়ে গল্প বলে চললেন। চাষি মাটিতে শোয়া মানুষটির মুখে এমন আজগুবি কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর আঘাতে আঘাতে দুমড়ে যাওয়া হেলমেটের ওপরের খোলটা সরিয়ে ধুলোমাখা মুখটা পরিষ্কার করার পর চিনতে পারল, কুইকজোট।

চাষি ডাকল সেন্যোর কুইকজোট! জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ভ্রাম্যমান নাইটের পেশা গ্রহণ করার আগে স্থানীয় লোকেরা এই নামেই তাকে চিনত। আমাদের মাননীয় ভদ্রলোকটির এমন দশা কে করল? তখনও নাইটের ঘোর কাটেনি, কোনো উত্তর না দিয়ে উপন্যাসের পাতা থেকে যা মেন আছে তাই আওড়ে যাচ্ছেন; প্রতিবেশী বুঝতে পেরে বিধ্বস্ত অভিযাত্রীর বর্ম যতটা পারল খুলেল ফেলল; কিন্তু রক্তের দাগ কোনোকমে তার নিজের গাধার পিঠে বসাল, কারণ এতে শরীরে কোনো ঝাঁকুনি লাগবে না। নাইটের বর্ম, ভাঙা বল্লমের টুকরো, ভাঙা হেলমেট সব বেঁধে রোসিনান্তের পিঠে তুলে দিল, একহাতে ঘোড়া আর অন্য হাতে গাধার দড়ি ধরে সে গ্রামের পথে চলতে লাগল, কিন্তু সে কেমন বিষণ্ন, নাইটের মুখে আবোল-তাবোল কথা শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডন কুইকজোট ছিলেন ততোধিক বিষাদগ্রস্ত, তার শরীরে ব্যথা, গাধার পিঠে সোজা হয়ে বসার ক্ষমতাও তার ছিল না; মাঝে মাঝে এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন যেন তা আকাশের বুকে বিঁধছে, এই হাহুতাশ শুনে চাষি কারণটা জানতে চাইল; যে কোনো মানুষই কল্পনা করতে পারে যে এক শয়তানের প্ররোচনায় তিনি এমন সব বই পড়েছেন যা তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলে যায়; এই মুহূর্ত ভালোদোভিনোর 'কথা তিনি ভুলে গেছেন, মনে পড়ছে আবিনদারবায়েস্ নামে এক মুর-এর কথা, আনতেকেরার নগরপাল রোদরিগো দে নারভায়েস্ তাকে আটক করে রেখেছিল নিজের দুর্গে; চাষি যখন তার শরীরের কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করল তিনি হোর্হে দে মোনতেমারোরের 'লা দিয়ানা' থেকে মুখস্থ কথায় উত্তর দিলেন, কথাগুলো বন্দি আবিনদায়ায়েস্ রোদরিগো দে নারভায়েসকে বলেছিল; অভিযান কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনা তিনি নিজের এই অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন; এইসব শুনে প্রতিবেশীর ধারণা হলো যে কুইকজোট মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর বাড়ি ফেরা দরকার।

ডন কুইকজোট বলে চলেছেন–ডন রদরিগো দে নারভায়েস্, তুমি নিশ্চয়ই জান যে এ সুন্দরী হারিফার কথা আমি বলেছি, সে এখন হয়েছে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দুলসিনেয়া দেল তোবোসো যার জন্যে আমি অতীত, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে একই রকম কৃতিত্বের দাবি করতে পারি, সেসব কাজ শিভালোরির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এমন অতীতে কখনো হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

এর উত্তরে চাষি চলল–দেখুন সেন্যোর, আমি একজন পাপীতাপী লোক, আমার নাম পেদ্রো আলোনসো, আমি দন রদরিগো দে নারভায়েস বা মানতুয়ার মার্কেস নই; আমি আপনার পড়শি; আপনি ভারদোভিনো বা আবিনদারায়েস্ না, আমাদের গ্রামের সম্মানীয় ভদ্রলোক, আপনার নাম সেন্যোর কুইকজোট।

ডন কুইকজোট বললেন–আমি কে তা খুব ভালো জানি, শুনে রাখো আমি যাদের নাম মুখে নিয়েছি তাদের মতো হব, শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের বারো জন পিয়র একজন আমি, বিশ্ববিখ্যাত বীর নজেনের সমান আমি একা; বহুকথিত নায়কদের অভিযানের সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাবে আমার বীরত্বব্যঞ্জক একার অভিযান, তাদের সবার বীরত্ব আর শৌর্যবীর্য যোগ করলে যা দাঁড়ায় তার চেয়ে বেশি হবে আমার, এই ডন কুইকজোট সাফল্য এবং যশ।

এইরকম কথাবার্তার মধ্যে বেলা পড়া এলো, তারা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু চাষি ভাবল পুরো অন্ধকার না হলে ঘোড়া এবং গাধার পিঠে এমন বিদঘুটেভাবে বসা আরোহীকে গ্রামের সবাই দেখে ফেলবে, এই ভেবে গ্রামের বাইরে অন্ধকারের অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে বাড়িতে তখন হইচই হচ্ছে, ডন কুইকজোট বন্ধু গ্রামের পাদ্রি আর নাপিত এসেছে, পরিচারিকা আর ভাগনি তো আছেই। পরিচারিকা পাদ্রি পেরেস–এর নাম ধরে ডেকে বলল–আমার মনিব সম্পর্কে কী ভেবেছেন! আজ ছদিন হয়ে গেল আমার মনিব, তার বর্ম, ঢাল-তরোয়ার, হেলমেট, ঘোড়া সব বেপাত্তা হয়ে গেছে, কোনো খোঁজ নেই। আমি পোড়াকপালি, ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে! আমি জানি ওইসব আজেবাজে বই পড়ে ওর মাথা গুলিয়ে গেছে; আমি নিজের কানে শুনেছি নাইটদের বইতে লেখা কথাগুলো বলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বলছে ভ্রাম্যমাণ নাইট হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, বিশ্বময় ঘুরে বেড়াবে। ভাবুন একবার কীরকম সব কথাবার্তা! শয়তানের কোপ পড়েছে, লা মানচার সবচেয়ে ভালো মানুষটা কী থেকে কী হয়ে গেল।

নাপিতের নাম নিকোলাস। ভাগনি তাকে বলল–আপনি তো জানেন আমার মামা টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে ওইসব অভিযানের বইয়ে ডুবে থাকতেন। তারপর বই ছুঁড়ে ফেলে তলোয়ার খুলে নিয়ে দেওয়ালের দিকে তেড়ে যেতেন, যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হলে চিৎকার করে বলতেন যে চার চারটে পাহাড় সমান দৈত্য খুন করেছেন; আর গায়ের ঘাম দেখিয়ে বলতেন লড়াই করতে গিয়ে রক্ত ঝরেছে; তারপর বিশাল এক জার ভরতি পানি এক নিশ্বাসে পান করে ফেলতেন, তারপর একদম শান্ত, স্বাভাবিক অবস্থায় বলতেন এই মহামূল্যবান জল তাকে এনে দিয়েছেন এস্‌কিফে নামে এক ঋষি–ঐন্দ্রজালিক যিনি নাকি মামার বন্ধু। এখন আমার নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে, আগে আমার মামার এমন কিম্ভুত আচরণ আর অর্থহীন কথাবার্তার ব্যাপারস্যাপার আপনাদের জানালে হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি হবার আগেই একটা ব্যবস্থা নিতে পারতেন আর ওই অবাস্তব গল্পে ঠাসা বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারতেন; আমি জানি না কতগুলো অনিষ্টকর বই আছে, যে বইগুলো বিধর্মী বেইমান মানুষের মতো ক্ষতিকর সেগুলো এখুনি পুড়িয়ে ফেলা উচিত। পাদ্রি মহোদয় বলেন–আমারও তাই মনে হয়, বুঝলে, কালকের মধ্যেই ওই বইগুলোকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেখতে হবে কোনগুলো ভয়ঙ্কর অপরাধী, যে বই পড়লে আমাদের বন্ধুর এমন দশা হয় সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। চাষি এবং ডন কুইকজোট বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছলে ওদের কানে এসব কথা গেল আর চাষি এতক্ষণে বুঝতে পারল তার পড়শির এমন অবস্থা কেন হলো।

সে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল–কে ভেতরে আছেন দরজা খুলুন, দেখুন এসে সেন্যোর ভালোদোভিনো আর মানতুয়ার মার্কেস কি মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন; আর মুর সেন্যোর আবিনদারায়েস্ বন্দি হয়েছেন দন রদরিগোর হাতে। এইসব কথা শুনে ওরা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, একজন দেখল তার মামাকে, আরেকজন তার মনিবকে আর অন্যেরা দেখল বন্ধুকে; কিন্তু তিনি এতই কাবু হয়েছেন যে গাধার পিঠ থেকে নামতে পারছেন না, সবাই তাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেল; ওদের ডন

কুইকজোট বললেন, শোনো, আমার আঘাত গুরুতর, দোষ আমার ঘোড়াটার; আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো আর যদি সম্ভব হয় মায়াবিনী উরগান্দার কাছে খবর পাঠাও, সে আমাকে সারিয়ে তুলবে।

পরিচারিকা বলে–আমার মনে কু গাইছিল, মনিব যে পায়ে আঘাত পেয়েছেন আমার মনে হয়েছিল। আসুন, আমরা বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেব, জীবন দিয়ে সেবা করব, কুহকিনী উরগান্দার দরকার নেই, আমরাই আপনাকে সুস্থ করে তুলব। শাপ লেগেছে, ওই ভূতে–ধরা বইগুলোর জন্যেই আজ আমার মনিবের এই অবস্থা। নাইটদের জীবনের কাহিনী সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সবাই ধরাধরি করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল, সারা গা খুঁজে দেখল কোনো ক্ষত নেই; নাইট ওদের বললেন যে রোসিনান্তের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার চোট লেগেছে, তিনি বলতে লাগলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরকার। ওরা তাই করল। পরে পাদ্রিবাবা চাষির মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন, কীভাবে তার সঙ্গে নাইটের দেখা হলো, তার এলোমেলো কথাবার্তা, কীভাবে তাকে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত এলো সব। শুনে পাদ্রিবাবার মনে হলো যে বই পোড়ানোর সিদ্ধান্তের কোনো বদল হবেনা। পরদিন সকালে নাপিত নিকোলাসকে নিয়ে তিনি ডন কুইকজোটের বাড়ি পৌঁছলেন।

৬

নাইট তখনো ঘুমোচ্ছেন। নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে পাদ্রিবাবা বাড়িতে প্রবেশ করে ভাগনির কাছে তার মামার গ্রন্থাগারের চাবিটা চাইলেন। তার বইগুলিই তো যত নষ্টের গোড়া, তাই ভাগনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওরা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার পরই পরিচারিকা গেল। এই মহিলা বাড়ির সবকিছু দেখাশোনার কাজ করে। ওখানে পাদ্রিবাবা এবং নাপিত চকচকে ঝকঝকে বাঁধানো একশোরও বেশি মোটা মোটা এবং কিছু চটি বই দেখতে পেলেন। ওরা বই নাড়াচাড়া করছেন দেখে মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র পানির একটি পাত্র আর পানি ছিটিয়ে দেবার চামচ নিয়ে এসে বলল–মহামান্য পাদ্রিবাবা, দয়া করে ঘরের কোনে কোনে এই মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিন, নইলে, এই বইগুলোর মধ্যে যে অপদেবতাদের কথা আছে তারা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। আসলে আমরাও তো ওদের চাই না, তাই ওদের ঘরছাড়া করতে হবে।

সরল সহজ কথায় হাসতে হাসতে পাদ্রি নাপিতকে বইগুলো নামিয়ে আনতে বললেন যাতে শিরোনামগুলো পড়তে পারেন। তাঁর মনে হলো কিছু কিছু বই হয়তো পোড়াতে হবে না। পাদ্রিবাবার এই মত শুনে ভাগনি বলল–না, না, একটা বইও আস্ত রাখবেন না, সবকটি আমার মামার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো হয় জানালা দিয়ে যদি ওগুলো উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তারপর সবগুলো জড়ো করে আগুন ধরানো হবে অথবা পেছনের খোলা মাঠটায় ফেললেও হবে, তাতে হয়তো আরও ভালো হবে কেননা ধোঁয়াতে কারও কোনো অসুবিধে হবে না। পরিচারিকারও তাই মত। ওই হতভাগ্য নির্দোষ বস্তুগুলোকে পুড়িয়ে শেষ করতে দুজনেই সমান আগ্রহী। কিন্তু পাদ্রিবাবার আপত্তি আছে। আগে প্রত্যেকটা বইয়ের শিরোনামসহ প্রথম পাতা পড়ে দেখতে চান তিনি।

নাপিত নিকোলাস প্রথম যে বইটি তার হাতে দিল তার শিরোনাম 'আমাদিস্ দে গাইলা'। এর চারটি খণ্ড। পাদ্রিবাবা একবার চোখ বুলিয়েই বললেন–প্রথম বইটার মধ্যে কিছু রহস্য আছে, আমি শুনেছি ভ্রাম্যমাণ নাইটদের নিয়ে স্পেনে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ এটি, অন্য যা আছে তা এর অনুসরণে লেখা, সুতরাং আমার মনে হয় এই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক জিনিসটি সবচেয়ে আগে পোড়ানো দরকার। নাপিতের এতে আপত্তি আছে। সে বলল–উৎকর্ষের কদর থাকা উচিত, আমি শুনেছি এই জাতের গ্রন্থের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ; তাই বলছি একে ক্ষমা করে দিন।

পাদ্রিবাবা–তবে তাই হোক। দেখি পরেরটা।

নাপিত–এরপর আছে 'এস্প্লাদিয়ানের লুটতরাজ।' আমাদিসের বৈধ, এবং পালিত সন্তানের নাম এস্প্লানদিয়ান।

পাদ্রিবাবা–বাবার পুণ্যে ছেলের পুণ্য হয় না। এই যে, শুনছেন দিদি, জানলা খুলে পেছনের মাঠে বইটা ছুঁড়ে ফেলুন। বই পোড়ানোর উদ্বোধন হবে এটা দিয়ে। মহিলা আদেশ পালন করল। এইভাবে দন এস্প্লানদিয়ান গিয়ে পড়ল পেছনের মাঠে। কখন তার গায়ে আগুন ধরানো হবে তার প্রতীক্ষায় পড়ে রইল ওইখানে।

পরেরটা–চাইলেন পাদ্রিবাবা।

নাপিত বলল–পরেরটা হচ্ছে 'গ্রিসের আমাদিস্', আমার মনে হচ্ছে এর পাশাপাশি সবই এক জাতের।

পাদ্রিবাবা–তাহলে সবকটাকে একসঙ্গে জড়ো করে ফেলে দিতে হবে যেন রানি পিনতিকিনিয়েস্ত্রা আর মেষপালক দারিনেলের সব কাব্যগাথার সঙ্গে লেখকের জটিল দুর্বোধ্য যুক্তিগুলো পোড়ানোর সঙ্গে মানুষগুলোকে জ্বলতে দেখার আনন্দ হবে, মনে হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ নাইটের ছদ্মবেশে আমার পিতাকে দেখলেও পুড়িয়ে ফেলব। নাপিত–আমার ইচ্ছেও তাই। ভাগিনি–আমারও সেই অনুভূতি হচ্ছে। পরিচারিকা বলল–তাহলে চলুন, সবাই নিচে যাই।

যেহেতু অনেকগুলো বই ছিল তাই কিছু হাতে নিয়ে বাকিগুলো জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। পাদ্রিবাবা জিজ্ঞেস করেন–ইনি আবার কে? নাপিত বলল–দন অলিভান্তে দে লাওরা। পাদ্রিবাবা বলেন–এই লেখকের অন্য একটা গ্রন্থের নাম 'ফুলের বাগান'। কিন্তু দুটোর মধ্যে কোনটায় সত্য নিহিত আছে আমি বলতে পারব না। কোনটায় বেশি মিথ্যে আছে তাও আমার জানা নেই। ওটা পেছন দিকে নিক্ষেপ করতেই হবে ওই লেখক মশায়ের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় হাজারো বস্তাপচা ভাবনা।

নাপিত–'ফ্লোরিস্মার্তে দে ইরকানিয়া'।

পাদ্রিবাবা–ও, সেই ফ্লোরিসমার্তে! এরও নিস্তার নেই। যদিও তার জন্ম উচ্চ বংশে এবং ওর অভিযানগুলো অবিস্মরণীয় তবুও তাকে যেতে হবে পেছনের মাঠে। লেখকের প্রাণহীন অপাঠ্য গদ্যের জন্যেই এই দশা হলো। ফেলে দিন ওটা, হ্যাঁ, পরেরটাও। পরিচারিকা পাদ্রিবাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

নাপিত বলল–দেখুন, এই গ্রন্থটির শিরোনাম 'নাইট প্লাতির'। পাদ্রিবাবার মন্তব্য–এটা পুরনো হলেও এর প্রতি কোনো মায়া দেখানোর কোনো অর্থ নেই। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ফেলে দিন চটপট।

আরেকটা বই খোলা হলো যার শিরোনাম 'ক্রসের নাইট।' পাদ্রিবাবা বলেন–শিরোনামটি শুদ্ধ যাতে খারাপ দিকগুলো অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায়। তাহলেও লোকে যেমন বলে ক্রুশের পেছনেই থাকে শয়তান, এও তেমনি। সুতরাং আগুনের মুখে পড়বে।

তারপর নাপিত একটা বই তুলে বলল–এই যে 'নাইটদের দর্পণ।

পাদ্রিবাবা–এই সম্মানীয় ভদ্রলোকটি আমার চেনা। ওখানেই আছে রেনান্দো দ্য মঁতালব্যাঁ–এর সাঙ্গোপাঙ্গো যারা কাকো–র চেয়েও বড় চোর। ওদের সঙ্গে আছে বারোজন ফরাসি অভিজাত নাইট এবং বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক তুরপ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কী এদের সবগুলোকেই শেষ করে দেওয়া উচিত কারণ এদের মধ্যেই আছে বিখ্যাত গল্প 'মাতেও বোইয়ার্দোর আবিষ্কার।' এর থেকে খ্রিস্টান কবি লুদোভিকো আরিয়াস্তো কল্পনার কিছু আদল ধার নিয়েছিলেন। আবার ওই কুসঙ্গে পড়ে নিজের ভাষায় বদলে অন্য ভাষা ধার করেছিলেন। অর্থাৎ নকল নাবিশ। সেইজন্যে তার প্রাপ্য সম্মান পাননি। কিন্তু নিজস্বতা না খোয়ালে তার পায়ে আমি মাথা নোয়াতাম।

নাপিত বলল–আমার কাছে যেটা আছে সেটা ইতালিয়ান ভাষায় লেখা, আমি বুঝতে পারছি না এর অর্থ।

উত্তরে পাদ্রিবাবা বললেন–আপনার বোঝার ব্যাপারটা বড় কথা নয়। সেই সৎ ক্যাপ্টেন যিনি এটা অনুবাদ করেছিলেন তাকে ক্ষমা করে দিতে পারতাম কিন্তু অনুবাদ করার ফলে এর গুণগত মান নেমে গেছে এবং এইরকম অঘটন ঘটে যায় যারা পদ্য অনুবাদ করেন, তাদের শত চেষ্টাতেও মৌলিক সৃষ্টিতে যে মাধুর্য থাকে তা হারিয়ে যায়। তাই আমার যুক্তি হচ্ছে, যতদিন না আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা সঠিক হয় ততদিন শুধু এই বইটা নয় অন্যান্য যেসব বই ফরাসি দেশের সভ্যতা ও সমাজ নিয়ে লেখা হয়েছে সবগুলোকেই সিন্দুকে রেখে দেওয়া হোক। তবে এর মধ্যে বেরনার্দো দেল কার্পিও এবং 'রঁসভেল' নামের গ্রন্থ দুটি নিশ্চয়ই এখানে আছে, ও দুটি পেলে আমি পরিচারিকার হাতে দিয়ে দেব এবং সে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

পাদ্রিবাবা একজন সৎ খ্রিস্টান এবং সবসময়ই সত্যি কথা বলেন। তাঁর সব কথাতেই সায় দিচ্ছে নাপিত; কারণ এই পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি। তারপরে ও যে বইটি খুলল তার নাম পালমেরিন দে অলিভা আর তারপরে 'পালমেরিন দে ইংগলাতেররা' (ইংলন্ডের পালমেরিন)।

'ওঃ হো' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন পাদ্রিবাবা। অলিভা নামের বইটা পোড়াবার আগে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলুন। তারপর এই বইয়ের ছাই হাওয়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু ইংলন্ডের পালমেরিন বইটা প্রাচীনত্বের একমাত্র নিদর্শন বলে রক্ষা করতে হবে। আলেক্সান্ডার যেমন দারিওর যুদ্ধে যা পেয়েছিলেন তা রাখার জন্য একটা দামি বাক্স তৈরি করেছিলেন সেরকম আমাদেরও করতে হবে। আলেক্সান্ডার সম্মানের সঙ্গে রেখেছিলেন হোমারের রচনাবলী কিন্তু আমি আপনার প্রতিবেশী হিসেবে বলছি ওই বইটা দুটো কারণে সম্মান পাবার যোগ্য। প্রথমত এর নিজস্ব মাধুর্য আছে আর দ্বিতীয়টি লেখকের জন্য। যতদূর জানা যায় এই লেখক ছিলেন পর্তুগালের সুশিক্ষিত রাজা। 'মিরাওয়ারদার দুর্গ' বইটির অভিযানগুলো খুব সুন্দরভাবে লেখা। সংলাপগুলো রাজকীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং স্বচ্ছ আর চরিত্রগুলোর মধ্যে খুব সযত্নে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। তাই নিকোলাস, আপনার মতামত নিয়ে বলছি এই বইটা এবং 'আমাদিস দে গাউলা' আগুন থেকে রেহাই পাবে, আর সমস্ত বইগুলোর কিছু না দেখেই শেষ খরে ফেলা হবে। নাপিত বলল, অমন বলবেন না। এই দেখুন আমার হাতে আছে বিখ্যাত 'ডন্ বেইয়ানিস্।' পাদ্রিবাবা বলেন–ঠিক বলেছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে তার ক্রোধের আধিক্য প্রশমিত করার উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া 'যশের দুর্গ' ধ্বংস করা উচিত। এবং আরো কিছু রদবদল করা উচিত। এইভাবে আমরা তাদের প্রতি করুণা এবং বিচার প্রদর্শন করব। এর মধ্যে কিন্তু এদেরকে বন্দি করা হবে, নিরাপদে থাকবে তবে তাদের সঙ্গে কেউ বাক্যালাপ করবে না।

নাপিত খুশি হয়েছে। শিভালোরি নিয়ে লেখা অন্য বইগুলো দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত বোধ করছিল তাই পরিচারিকাকে বলল বড় বড় বাঁধানো বইগুলো যেন পেছনে ফেলে দেওয়া হয়। কথাগুলো যাকে বলল সেও চাইছিল মাকড়সার জাল বাড়তে না দিয়ে এগুলো এক্ষুনি পোড়ানো উচিত। সুতরাং আটখানা বই নিয়ে ফেলে দিতে গেল কিন্তু এতগুলো একসঙ্গে নেওয়া যায় না, একটা বই পড়ল নাপিতের পায়ের কাছে। কৌতূহলী হয়ে সে বইটা তুলে দেখল এটা বিখ্যাত নাইট 'শ্বেতাঙ্গ তিরান্তে'র ইতিহাস।

পাদ্রিবাবা বেশ জোরে বলে ওঠেন–আহ! কি ভাগ্য 'শ্বেতাঙ্গ তিরান্তে' এখানে? আমার হাতে ওটা দিন। আমার বিশ্বাস এর মধ্যে নিশ্চয়ই আনন্দ আর মজার খনি লুকিয়ে আছে। এখানে মঁতালব্যাঁর কিরিয়েলসন, ইনি প্রচণ্ড সাহসী এক নাইট, সঙ্গে আছে ওর ভাই মঁতালব্যাঁর টমাস আর নাইট ফনসেকা। আর আছে তিরান্তের সঙ্গে শিকারি কুকুরের লড়াই, প্লাসেরদেমিভিদা (অর্থ–'আমার জীবনের আনন্দ'), এক লাস্যময়ী বুদ্ধিমতী তরুণীর অহঙ্কারের গল্প, বিধবা রেপোসাদার ছলনা আর প্রেম; আর মহারানির সঙ্গে তার সেবক ইপোলিতোর গভীর প্রেম। পাদ্রিবাবা নাপিতকে প্রতিবেশী বলে সম্বোধন করে বলেন–'আমি হলফ করে বলতে পারি পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো বই আর লেখা হয়নি কারণ এতে বলা হয়েছে নাইটরা খায়-দায়-ঘুমোয় আর বিছানায় শুয়ে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, মৃত্যুর আগে এরা দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে উইল করে যায়। এদের জীবন নিয়ে লেখা অন্য বইগুলোতে এমন স্বাভাবিক সত্য কাহিনী পাওয়া যায় না। একটা কথা বলা উচিত যে যেসব লেখক খুব পরিশ্রম করে নাইটদের জীবন নিয়ে গাঁজাখুরি গল্প বানায় তাদের শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বইটা বাড়ি নিয়ে যান, পড়ে আমাকে বলবেন যা বলেছি তা সত্যি না মিথ্যে।

নাপিত বলল–তাই করব। এবার বলুনতো ছোট বইগুলো নিয়ে কী করা যায়?

পাদ্রিবাবা–এত ছোট সাইজের বই নিশ্চয়ই নাইটদের নিয়ে লেখা নয়, এগুলো বোধহয় কবিতা।

ঠিক তাই। প্রথম বইয়ের শিরোনাম–

'লা দিয়ানা,' হোর্হে মোনতেমাইয়োর–এর লেখা। এটা দেখে তাঁর মনে হলো অবশিষ্ট বইগুলো এইরকমই হবে। অন্য বইগুলোর শাস্তি এদের প্রাপ্য নয়, কারণ এরা ক্ষতিকারক নয়, বুদ্ধিদীপ্ত লেখা, শিভালোরির আজগুবি গল্পের মতো এরা অনিষ্ট করে না। এই কথা শুনে ভাগনি বলল–না, না, আমার বিনীত অনুরোধ, একটা কথা শুনুন,

আমার মামা–নাইট–রোগ থেকে সেরে উঠে এই বইগুলো পড়ে হয়তো মেষপালক হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন, তার চেয়েও যা খারাপ, হয়তো কবি বনে যাবেন, এই রেগ সাংঘাতিক, সারে না।

পাদ্রিবাবা বলেন–মেয়েটি ঠিক বলেছে, আমাদের বন্ধুটি অসুস্থ হয়ে পড়ুক আমরা চাই না, আমাদের সাবধান হতে হবে, আমরা মোনতেমাইয়োর–রচিত 'দিয়ানা'র কথা বলছিলাম, তাই না? আমার মতে এটা পোড়ানো ঠিক হবে না, কিছু অংশ বাদ দিতে হবে, যেমন জাদুকর ফেলিসিয়া আর মন্ত্রপূত জল ইত্যাদি ছেঁটে দিতে হবে, বড় কবিতাগুলো আর গদ্যাংশ বাদ দিলে এটা নতুন বই হয়ে যাবে। নাপিত বলল–এখানে আরেকটা 'দিয়ানা' আছে, লেখক সালামাঙ্কার সালমানতিনো, আরেব্বাবা, আরেকখানা মানে তৃতীয় 'দিয়ানা' যার লেখক হিল পোলো।

পাদ্রিবাবা বলেন–সালমানতিনো যত খুশি অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলুক কিন্তু হিল পোলোর বইখানা যত্ন করে রেখে দিতে হবে যেন এ্যাপোলো স্বয়ং এর রচয়িতা। বই বাছতে বড্ড সময় লাগছে, এবার তাড়াতাড়ি করুন। নাপিত বলল–দেখুন বইটার নাম–'প্রেমের ভাগ্য নিয়ে দশটি গ্রন্থ,' লিখেছেন সার্ডিনিয়ার কবি আনতোনিও দে লোফ্রাসো।

পাদ্রিবাবা বলেন–ধর্মের নামে আমার কাছে নির্দেশ এসেছে যেহেতু এ্যাপোলো মানে এ্যাপোলো, কাব্যদেবী মানে কাব্যদেবী এবং কবি মানে কবি, তাই যথাযথ সম্মান জানিয়ে বলছি এমন ভাঁড়ামো আর পাগলামোতে ভরা লেখা আর হয় না। এই ধলনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠতম, যে এটা পড়েনি তার মনে হবে মজার কিছুই তার পড়া হয়নি। আমাকে ওটা দিন, ওটা দেখে আমার এত ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে ফ্লোরেনসের সার্জ–এর পোশাকের চেয়ে দামি জিনিস পেয়েছি। খুব খুশিমনে সে এটা সরিয়ে রাখল। নাপিত বই দেখতে লাগল। বলল–এরপর আছে 'আইবেরিয়ার মেষপালক,' 'এনারেস–এর উর্বশী,' আর 'ঈর্ষার প্রতিষেধক।'

পাদ্রিবাবা বললেন–ওগুলো সরান, কারণ জিজ্ঞেস করবেন না, আমাদের কাজ তাহলে কখনো শেষ হবে না।

নাপিত–এটা হচ্ছে ফিলিদার 'মেষপালক।'

পাদ্রিবাবা–ও মেষপালক না, রাজার বুদ্ধিমান সভাসদ; দামি মুক্তোর মতো যত্ন করে রাখতে হবে।

নাপিত–আরো বড় একখানা বই, নাম 'নানা রঙের কবিতার মালা।'

পাদ্রিবাবা–সংখ্যায় কম হলে এর সম্মান বাড়তো। কিছু কিছু কাটতে পারলে বইটা সুপাঠ্য হবে, এটা রাখুন কারণ লেখক আমার বন্ধু, তাছাড়া এর রচনাবলীর মধ্যে মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে।

নাপিত–লোপেস্ মালদোনাদোর লেখা এই বইটার শিরোনাম 'সংগীতের গ্রন্থ।'

পাদ্রিবাবা–উনিও আমার বিশিষ্ট বন্ধু, উনি নিজে পাঠ করলে কবিতাগুলো ভালো লাগে কারণ ওর কণ্ঠস্বর মধুর। ওর কাব্যগাথাগুলো খুব লম্বা, কিন্তু ভালোলাগা জিনিস কখনোই বেশি হয় না। যাইহোক, বাছাই করা বইয়ের সঙ্গে এটাও রাখুন। ওর পাশেরটা কী বই?

নাপিত বলল–মিগেল দে সার্ভেন্টিসের 'গালাতেয়া'।

পাদ্রিবাবা বেশ জোরে বললেন–অনেক বছর ধরেই ওকে চিনি। আমি জানি কবিতার চেয়ে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ওর বেশি দহরম মহরম। ওর বইয়ে নতুনত্ব থাকে অবশ্যই শুরুটা করে সুন্দর, তবে শেষরক্ষা করতে পারেনা, দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে কারণ ও হলফ করে বলেছে সেটা লেখা হবে। হয়তো ও ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পাঠযোগ্য লেখা উপহার দেবে। এটা ধরে নিয়ে ওকে এখনকার মতো ক্ষমা করা যায়, ওকে বন্দি করে রাখতে হবে।

নাপিত বলল–তাই করব। এবার দেখুন আরো তিনটে বই আছে।

দন আলোনসো দে এরসিইয়ার লেখা 'আরাওকানিয়া,' হুয়ান রুফোর 'লা আউসত্রিয়াদা,' ভালেনসিয়ার কবি ক্রিসতোবাল দে ভিরভেসের লেখা 'মোনসেরবারতো'।

পাদ্রিবাবা বললেন–স্প্যানিশ ভাষায় লেখা এগুলো বীররসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইতালীয় কবিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, স্পেন এইসব রচনার জন্যে গর্ব বোধ করে, এগুলো যত্ন করে রাখুন। এতগুলো বই খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পাদ্রিবাবা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে বললেন–বাকি যা আছে সব একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিতে হবে। এই কথাগুলোর পর নাপিত তাকে হঠাৎ একটা বই দেখাল। বইটা দেখেই পাদ্রিবাবা বললেন যে তার আদেশ কার্যকর করার আগে ভাগ্যিস এটা চোখে পড়ল। উনি বললেন–'আনহেলিকার কান্না,' এই বইটা ফেলে দিলে আমাকে কাঁদতে হতো ; কারণ লেখক শুধু স্পেনের নয়, সারা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ কবি, ইনি ওভিদিও'র কিছু ফেব্‌ল অনুবাদ করেছেন এবং সেগুলি অনবদ্য।

AMARBOI.COM

৭

ওরা ওদের কাজ করছে এমন সময় রাগতভাবে ডন কুইকজোটের নিজের সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছেন, কথা তো নয় যেন বিস্ফোরণ;–এখানে, এখানে হে সাহসী নাইটবৃন্দ, এখনই তোমাদের বাহুবল দেখাতে হবে নইলে রাজার সভাসদরা সবথেকে ভালো ট্রফিটা জিতে নেবে। এমন বিকট চিৎকারে বই দেখার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, আর পরিচারিকা ও ভাগনি নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী 'কারোলেয়া' এবং 'স্পেনের সিংহ' বই দুটি আগুনে নিক্ষেপ করল। ডন লুইস্ দে আভিলার লেখা আরেকটি বই ছিল 'সম্রাটের কাজকর্ম'। কেউ জানল না কেউ দেখল না ডন কুইকজোটের গ্রন্থাগারের বইগুলো চলে গেল; পাদ্রিবাবা দেখলে হয়তো এমন অবিমৃশ্যকারিতার শিকার হতো না এই নামি বইগুলো।

ওরা ডন কুইকজোটের ঘরে ঢুকে দেখল তার পাগলামো আগের মতোই আছে, বিছানা থেকে উঠে গলা ফাটাচ্ছেন, হাতে ছোরা নিয়ে একবার সামনে আর একবার পেছনে হাঁটাহাঁটি করছেন। তার হাঁটাচলা দেখে মনে হচ্ছে জীবনে কখনো তাঁর ঘুম হয়নি। ওরা তাকে চেপে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল; তখন কিছুটা শান্ত হয়ে পাদ্রিবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন–হ্যাঁ, আমার প্রভু আর্চবিশপ তুরপ্যাঁ, আমরা যারা বারোজন

অভিজাত নাইট এবং ভ্রাম্যমাণ নাইট তাদের কাছ থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিল রাজদরবারের নাইট, এটা আমাদের লজ্জা কারণ আমরা তিনদিন আগেই ওটা জিতে নিয়েছিলাম। পাদ্রিবাবা বললেন—বন্ধু শান্ত হোন। ভাগ্যের চাকা আপনার দিকে ঘুরতে পারে, আজ যারা হেরেছে কাল তারাই জিতবে। এখন আপনার শরীরের দিকে নজর দিন, আপনি আহত না হলেও অবশ্যই বড় ক্লান্ত।

ডন কুইকজোট বললেন—আহত! কক্ষণো না, তবে অস্বীকার করব না কিছু আঘাত লেগেছে। ওই বেজন্মা নাইটটা ডন অরলান্দো একটা ওক গাছের মোটা ডাল দিয়ে আমাকে খুব পিটিয়েছে, হিংসেয় জ্বলছে ব্যাটা, কারণ ও জানে আমিই ওর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী; আমি নিজেকে রেনাল্দো দ্য মঁতালব্যাঁ বলতে পারব না যতক্ষণ না বিছানা থেকে উঠে ওইটাকে উচিত শিক্ষা দিতে পারি, ওর জাদুকরী ক্ষমতা থাকলেও আমি ওকে জব্দ করব, এই মুহূর্তে আমার ডিনার খাওয়া দরকার আর তারপর আমি একাই ওর গালিগালাজের প্রতিশোধ নেব। ওর রাতের খাবার খাওয়া হলে ঘুমিয়ে পড়লেন; পাদ্রিবাবারা সবাই ওর এমন আশ্চর্য পাগলামো দেখে অবাক; ওরা সবাই ডন কুইকজোটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরের মাঠে জড়ো করা বই ছাড়াও বাড়ির মধ্যে যে বই ছিল সবই সেই রাতে পুড়িয়ে ফেলল বাড়ির পরিচারিকা যার দায়িত্ব সবকিছু আগলে রাখা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কিছু বই যাদের মহাফেজখানায় চিরকালের সঞ্চয় হিসেবে স্থান পাওয়ার কথা তারা সুবিচার পেল না, শেষ হয়ে গেল সেই রাতে। সেই প্রবাদটি আবার সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল—'অসৎ সঙ্গে নরকবাস।'

বন্ধুকে সারিয়ে তোলার উপায় হিসেবে পাদ্রিবাবা এবং নাপিত যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিল যে গ্রন্থাগারের দরজা তালাবন্ধ করে রাখা হবে এবং উনি যদি জিজ্ঞেস করেন বলতে হবে যে রাতের অন্ধকারে কোনো জাদুকর বইসুদ্ধ ঘর উড়িয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা ভাবল রোগের কারণটাই যদি না থাকে তাহলে রোগটাও থাকবে না।

দুদিন পর কুইকজোট জেগে উঠে প্রথমেই তার প্রিয় বইগুলো দেখতে গেলেন। কিন্তু সেই পড়ার ঘরটা খুঁজে না পেয়ে ওপরনীচ করতে লাগলেন, তারপর কোনো কথা না বলে কেবলই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। অনেকক্ষণ পর ওর মনে হলো পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। তাঁর ঘরের কথা বলছেন? আপনি বোধহয় কিছুই দেখছেন না। হায় খোদা! পড়ার ঘর বইপত্তর কিছুই আর এ বাড়িতেই নেই। সব নিয়ে পালিয়েছে কোনো শয়তান! ভাগনি বলল—না, শয়তান নেয়নি, নিয়েছে এক জাদুকর, সে রাতে মেঘের পিঠে চেপে এসেছিল, তুমি বাড়ি ছেড়ে যাবার পর সে চুপিচুপি এসে এই কাজ করেছে, ও বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় ধোঁয়ায় ভরতি করে দিয়েছে সব জায়গা, আমরা যখন দেখতে গেলাম কিছুই চোখে পড়ল না, বইও না, পড়ার ঘরও না, খালা আর আমার সব মনে আছে, যাবার সময় বুড়ো চোরটা চিৎকার করে বলছিল—বইয়ের মালিকের ওপর ব্যক্তিগত রাগ থেকে বাড়ির এই ক্ষতি করে গেলাম, তারপর আমার মনে হচ্ছে ও নামটা বলেছিল—ঋষি মুন্যাতোন।

—না, মুন্যাতোন না, ফ্রেস্তোন—বললেন কুইকজোট।

পরিচারিকা বলল—জানি না, নাম বলেছিল ফ্রেস্তোন কিংবা ফ্রিতোন, ঠিক মনে নেই, তবে এইটুকু মনে আছে নামের শেষে' '—তোন' বলেছিল। দল ডন কুইকজোট

বললেন—আচ্ছা এই কথা! ও জাদুকর, খুব বিখ্যাত, না, কুখ্যাত। আমার এক নম্বর শত্রু, আমাকে ও খুব হিংসে করে, ওর জাদুর মায়ায় অনেক ছলছুতো জানে, তা হোক, তবুও সময় এলে একটা যুদ্ধেই ওকে খতম করব আমি, নাহলে নাইট হিসেবে আমার কাজ আর খ্যাতিতে ও বাধা দেবে, আমার ক্ষতি করবে, তবে ওকে জানিয়ে দিচ্ছি যে ও স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছে, ওর ললাটলিখন আটকাতে পারবে না।

ভাগনি বলল—অবশ্যই, ওতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু মামা, তুমি বলতো কেন এসব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছ? বাড়তি যদি খেতে না পেতে, শান্তি না থাকত তাহলে তুমি বাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে পারতে। ভালো-মন্দ খাওয়ার লোভে কিংবা আরো আরামে থাকার জন্যে। তুমি তো জানো অতিলোভে তাঁতি নষ্ট। এই কথা শুনে ডন কুইকজোট বললেন—ওরে, তুই আমার আদরের ভাগনি কিন্তু এসব ব্যাপার কিছুই বুঝিস না। আমার সব শেষ হওয়ার আগে ওইসব উদ্ধত বজ্জাতগুলোর দাড়ি ওপড়াবো, আমার কেশাগ্র স্পর্শ করার আগেই ওরা বুঝবে আমি কী করতে পারি! নাইট ডন কুইকজোটকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতে দেখে ভাগনি এবং পরিচারিকা কোনো কথা বলল না।

টানা পনের দিন ডন কুইকজোট বাড়িতে শান্তভাবে দিন কাটালেন, এর মধ্যে অভিযানে বেরোবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এই দিনগুলোতে প্রতিবেশী নাপিত এবং পাদ্রির সঙ্গে নানা বিষয়ে তার খুব ভালো আলোচনা চলছিল। তার বিশ্বাস পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন নাইটের। তার মতো ভ্রাম্যমাণ নাইট ছাড়া সমাজের সবদিকে নজর রাখার কেউ নেই। পাদ্রিবাবা কখনো তার যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন, কখনো মেনে নিচ্ছিলেন। একদম চুপ করে থাকলে তো আলোচনা জমে না।

www.amarboi.com

এই সময়টায় ডন কুইকজোট একজন প্রতিবেশীর সঙ্গ চাইছিলেন। পাওয়া গেল এক দরিদ্র খেতমজুরকে, যদি দাররদ্রকে সততা বলা যায় তাহলে বলতেই হয় মানুষটি খুব সৎ, টাকা-পয়সা এবং মগজ দু'দিকেই সে বড় দরিদ্র, নাইটমশায় তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন, অনেক কিছু বোঝালেন, অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, শেষে সেই সরলমতি ভাঁড়ের মতো চাষি যুবক তার সহচর হতে রাজি হয়ে গেল। তাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে ডন কুইকজোট বললেন যে এমন একটা অভিযান হবে যাতে তিনি একটা দ্বীপের মালিকানা পেয়ে যেতে পারেন, আর সামান্য সাহায্য পেলে তিনি তাকে এক দ্বীপের মালিক পর্যন্ত করে দিতে পারেন। এতসব বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথা শুনে সেই মজুরটি স্ত্রী-ছেলেমেয়েসহ ভরা সংসার ছেড়ে নাইটের সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে যেতে এক পায়ে খাড়া। তার নাম সান্‌চো পান্‌সা।

সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ডন কুইকজোট বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন। বিক্রি করে দিলেন একটা বাড়ি, আরেকটা দিলেন বন্ধক, এইভাবে স্থাবর সম্পত্তির বদলে পেলেন মোটা টাকা। এক বন্ধুর কাছে ধার দিলেন একটা চাঁদমারি, হেলমেট এবং পশমের টুপি যতটা সম্ভব সারিয়ে নিলেন, কবে কোন সময় বেরোতে হবে জানিয়ে দিলেন তার সহচরকে যাতে সেও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জোগাড় করে নিতে পারে, তার ওপর আবার তিনি সহচরের কাছে একটা মানিব্যাগ চাইলেন, স্যানচো পানসা সেটা

দিতে রাজি হলো, সেই সময় ডন কুইকজোট সে বলল তার সুন্দর গাধাটাকে সঙ্গে নেবে কারণ তার হাঁটাহাঁটির অভ্যেস নেই। গাধা সঙ্গে নিয়ে যাবে শুনে ডন কুইকজোট একটা ধাক্কা খেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, নাইটদের সহচররা গাধা নিতে পারে কিনা মনে করার চেষ্টা করলেন, এমন দৃষ্টান্ত কোনো বইয়ে বোধহয় পড়েননি; যাইহোক তিনি সানচোকে গাধা নেবার অনুমতি দিলেন, তার আশা কোনো বজ্জাত নাইটের সঙ্গে লড়াই করে তার ঘোড়াটা কেড়ে নিয়ে সানচো পান্‌সাকে ঘটা করে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন। সরাইখানার মালিক যা যা জিনিস নিতে বলেছিল সেগুলো জোগাড় করলেন আর যতগুলো পারলেন জামা সঙ্গে নিলেন। এসব হয়ে যাওয়ার পর সানচো পান্‌সা তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল, ডন কুইকজোট ভাগনি এবং পরিচারিকাকে কিছু না বলে, বিদায় না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, রাতের নৈঃশব্দে কেউ টের পেল না, কোনো সন্দেহ করার সুযোগ কাউকে না দিয়ে ওরা খুব দ্রুত চলতে লাগল যাতে ভোর হওয়ার আগেই গ্রামের মানুষের নাগালের বাইরে পৌঁছে যেতে পারে। ওদের মনে হয়েছিল হয়তো কেউ দেখতে পেলে অনুসরণ করত, সে সুযোগ তারা দেয়নি।

প্রভু ডন কুইকজোটের প্রতিশ্রুতি শুনে সান্‌চো পান্‌সা একটা দ্বীপের গভর্নর হবার স্বপ্নে মশগুল হয়েছিল বলে তার চলে আসাটাও রাজকীয় ছিল। ক্যানভাসের বড় ব্যাগ, বুট জুতো ইত্যাদি ঝুলিয়ে সে এমনভাবে তৈরি হলো যেন সে একটা বড়সড় সম্পত্তির মালিক।

মনতিয়েলের সমতল রাস্তা ধরে আগেরবার একা এসেছিলেন ডন কুইকজোট। এবারও সেই পরিচিত পথ ধরে চলতে লাগলেন, সূর্য বেশ ঝলমলে থাকলেও দুপুর পর্যন্ত তারা রোদে কষ্ট পায়নি। সান্‌চো পান্‌সা বলে উঠল—হে মহান ভ্রাম্যমাণ নাইট, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে সেই দ্বীপের কথাটা ভুলবেন না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে দ্বীপটা খুব বড় না হলে আমি ঠিক সামলাতে পারব। ডন কুইকজোট 'বন্ধু সান্‌চো' বলে সম্বোধন করে বললেন—শোন, অতীতের ভ্রাম্যমাণ নাইটরা তাদের সহচরদের কোনো দ্বীপের রাজা বা গভর্নর করে দিতেন, রাজ্য বা দ্বীপ জয় করার পর এটাই ছিল রেওয়াজ; আমি তোকে বলছি এই সময় তাদের উদার রীতি রেওয়াজ তো আমি পালন করবই, তাছাড়া আমি আমার পূর্বসূরিদের চেয়েও বেশি উদারতার নজির গড়ব। আগে সহচররা বৃদ্ধ হয়ে যখন বড় দুঃসহ দিন আর দুঃসহতর রাত অতিবাহিত করছে, যখন তাদের গায়ের জোর মনের বল নিঃশেষিত-প্রায় এমন সময় নাইটরা তাদের কোনো রাজ্যের কাউন্ট বা মার্কুইস পদে বসিয়ে দিতেন, কখনো ছোট বা কখনো বড় রাজ্য তাদের ভাগ্যে জুটত, কিন্তু তুই আর আমি যদি বেঁচে থাকি, এমনও হতে পারে মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই আমরা কোনো রাজ্য জয় করলাম আর সেই রাজ্যের অধীন আরো কত রাজ্য আমাদের ক্ষমতার মধ্যে চলে এলো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তোর হাতে চলে আসবে একটি গোটা রাজ্যের শাসনভার, আমি তোর মাথায় মুকুট পরিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেব। তুই ভাবিস না যে এটা বিশাল কিছু নাইটদের কাজের মধ্যে হঠাৎই এমন সুযোগ এসে পড়ে, হয়তো আগে কল্পনাও করা যায়নি এমন ঘটনা ঘটে যায় আর তা যদি ঘটে তাহলে আমার প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক

বেশি তুই পাবি। আমি-ই তোকে দেব। সানচো পান্‌সা আবেগমথিত কণ্ঠে বলল-যদি অলৌকিক ভাবে আপনার কথা ফলে যায় তাহলে আমার সাধারণ বউটা হুয়ানা গুতিয়েররেস রানি হয়ে যাবে আর ছেলেমেয়েরা হবে রাজকুমার রাজকুমারী! মাইরি!

-তাতে কারো আপত্তি আছে? জিজ্ঞেস করলেন ডন কুইকজোট।

সানচো বলল-আমার সন্দেহ হয়, আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না; পৃথিবীতে যত রাজ্য রাজত্ব গড়ে ওঠে তার একটা আমার গুতিয়েররেস-এর মাথায় পড়বে এটা বিশ্বাস করা শক্ত, আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি যে সে এত ন্যালাক্যাবলা যে রানির কাজ সামলাতে পারবে না, ওকে বরং আপনি কাউন্টেস্ করে দিন, তাও ওর পক্ষে বড় শক্ত হয়ে যাবে।

ডন কুইকজোট বললেন-ওটা খোদার হাতে ছেড়ে দে। তিনি বুঝবেন কোনটার যোগ্য তোর বউ। কিন্তু তুই ছোট ছোট ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দে, নিজেকে ছোট ভাবা খারাপ, গভর্নর কিংবা ওই ধরনের কোনো পদের চেয়ে ছোট কিছুর লোভ করিস না। বুঝলি? সান্‌চো বলল-বুঝেছি। আমার এমন দয়াময় প্রভু থাকতে আমি কেন ভেবে মরি। তিনি বুঝলেন আমি কোন পদের যোগ্য কোন কাজটা আমি পারব আর কোনটা পারব না।

৮

এইরকম চলতে চলতে কথাবার্তায় দুজনেই মজেছিল এমন সময়ই ওরা দেখতে পেল তিরিশ চল্লিশটা হাওয়া-কল খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে আর দেখামাত্র ডন কুইকজোট সহচরকে বললেন-দ্যাখ, একেই বলে ভাগ্য, আমরা যা আশা করিনি তাই পেয়ে গেলাম। ওই দিকে চেয়ে দ্যাখ, সান্‌চো, অন্তত তিরিশটা ভীষণাকার দৈত্য আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, লড়ব, ওদের খতম করে সম্পদ লুট করে নিজেদের ব্যাগ ভর্তি করব, আমাদের লড়াইয়ের পুরস্কার ওগুলো; একটা ন্যায় যুদ্ধ, পৃথিবীর মাটি থেকে এতগুলো শত্রুকে খতম করে দিতে পারলে খোদা খুশি হবেন কারণ এটা তাঁর সেবা।

-কোন দৈত্যের কথা বলছেন হুজুর? জিজ্ঞেস করল সান্‌চো পান্‌সা।

-ওই তো, ঠিক করে দ্যাখ, লম্বা লম্বা হাত, এককেটার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই লিগ্ হবে।-বললেন ডন কুইকজোট। এই কথা শুনে সান্‌চো অবাক। সে বলল-ভালো করে দেখুন প্রভু, ওগুলো দৈত্য না, হাওয়া-কল আর যাকে আপনি ভাবছেন ওদের হাত তা হলো কলের পাখা। হাওয়ায় পাখাগুলো ঘুরলে কল চলে। ডন কুইকজোট চেঁচিয়ে ওঠেন-তুই এখনও এসব অভিযানের কিছুই ধরতে পারিস না, তোর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ওরা দৈত্য! ভয়ানক। আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি-অসম ভয়াবহ লড়াই, তোর ভয় করলে দূরে পালিয়ে যা আর খোদার নাম কর।

যেমন বলা তেমনই কাজ। সান্‌চো পান্‌সা চেঁচিয়ে কী বলছিল তাতে কর্ণপাত না করে তিনি ঘোড়ায় জিন পরিয়ে প্রস্তুত। তাঁর বিশ্বাস ওগুলো দৈত্য তাই সান্‌চোর কথায় কিছু আসে না। ঘোড়া ছুটিয়ে হাওয়া-কলগুলোর খুব কাছাকাছি এসে হুঙ্কার ছাড়লেন-ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাক ন্যাকা কাপুরুষের দল, একজন মাত্র মাত্র নাইটের

ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাস না, ওটা নীচতার পরিচয়, তোদের সবটার সঙ্গে আমি একাই লড়ব।

এমন সময় হাওয়া বইতে শুরু করায় পাখাগুলো ঘুরতে লাগল। যেই না দেখা ডন কুইকজোট চেঁচিয়ে উঠলেন–এ্যাই, বেজন্মা বজ্জাতের দল, দানব ব্রিয়ারেও'র চেয়ে লম্ফঝম্ফ করলেও আমার হাত থেকে তোদের নিস্তার নেই। ঔদ্ধত্যের শাস্তি তোদের পেতেই হবে। এই কথা বলার পরই তিনি সেন্যোরা দুলসিনেয়ার নাম স্মরণ করে আরো সাহস সঞ্চয় করলেন, এই বিপজ্জনক যুদ্ধে প্রেমিকার সহযোগিতা দরকার। তারপর ঢাল দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বল্লমটা উঁচিয়ে তার ঘোড়া রোসিনান্তের ক্ষিপ্রতম গতিতে এগিয়ে প্রথম হাওয়া–কলটিকে আক্রমণ করলেন, আরও জোরে পাখা ঘুরতে থাকায় তাতে ধাক্কা খেয়ে বল্লম ভেঙে গেল, হাওয়ার জোরে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে ডন কুইকজোট মাঠে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

সান্‌চো পান্‌সা গাধা ছুটিয়ে প্রভুর সাহায্যে এগিয়ে এসে দেখল তিনি নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছেন না, রোসিনান্তেরও সেই দশা, দুজনেই কুপোকাৎ। সান্‌চো বলল–মাফ করবেন, হুজুর, আমি বলিনি যে ওগুলো হাওয়া–কল! সাবধান করিনি আপনাকে? মাথায় গোলমাল না থাকলে একে অন্যকিছু ভাবা যায় না। ডন কুইকজোট বললেন–বন্ধু সান্‌চো, চুপ করে, যুদ্ধের চরিত্রই হচ্ছে নিজেকে অনবরত বদলে নেওয়া, এত পরিবর্তন আর কিছুতেই নেই। আমার স্থির বিশ্বাস ওই জাদুকর ব্যাটা ফ্রেস্তন যে আমর পড়ার ঘর আর বইগুলো নিয়ে পালিয়েছে সেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দৈত্যদানবকে হাওয়া–কলে পরিণত করেছে। আমাকে ও এত হিংসে করে যে আমার প্রাপ্য যুদ্ধজয়ের সম্মান থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু শেষে দেখে নিস আমার বল্লমের মোক্ষম খোঁচায় ওর সমস্ত কলাকৌশল ছুটে যাবে। সান্‌চো বললামেন। খোদা যা চাইবেন তাই হবে। সে ডন কুইকজোটকে টেনে তুলে ঘাড় বাঁকা রোসিনান্তের পিঠে বসিয়ে দিল।

এই অভিযানের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে বলতে ওরা পোয়েৰ্তো লাপিসের রাস্তা ধরে চলতে লাগল; এই পথে এত লোক যাতায়াত করে যে ডন কুইকজোট মনেহল অভিযানের সুযোগ অবশ্যই পাওয়া যাবে। বল্লমটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার দুঃখটা তিনি ভুলতে পারছেন না বলে সান্‌চোরকাছে সান্ত্বনা চাইছিলেন। বললেন–বন্ধু সান্‌চো, দিয়েগো পেরেস্‌ দে ভার্গাস নামে এক স্পেনীয় নাইট একটা লড়াইতে তার তলোয় ভেঙে ফেলেছিল বলে একটা বিশাল ওক্‌ গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছিল কিংবা একটা বড় ডাল ভেঙে নিয়েছিল আর ওই দিয়ে একদিন পিটিয়ে অনেক মুরকে শেষ করে দিয়েছিল আর সেইজন্যে পরবর্তীকালে তার নাম হয়েছিল–'মাচুকা' (মারকুটে)। তোকে এই গল্পটা বললাম কেন বল তো? আমি এবার একটা ওক্‌ কিংবা আপেল গাছ দেখতে পেলেই তুলব আর একটা বড় ডাল কেটে নিয়ে এমন অদ্ভুত কাজ করবে যা দেখায় সৌভাগ্যে তুই গর্ববোধ করবি, তোর খুব মজা লাগবে আর এমন

কাজের তুই একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকবি। পরবর্তী যুগের লোকেরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এতবড় কাজ আমি করেছিলাম।

সান্চো বলল–সবই তাঁর কৃপা। আপনি আমার মনিব, আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করি; কিন্তু এখন একটু সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করুন; একদিকে হেলে রয়েছেন, মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে পাছায় আঘাত পেয়েছেন বলে অমনভাবে বসেছেন।

ডন কুইকজোট বললেন–হ্যাঁ লেগেছে বই কী। কিন্তু আমি কাতরাচ্ছি না কারণ আঘাত যত মারাত্মকই হোক না কেন ভ্রাম্যমাণ নাইটরা কখনো অভিযোগ করে না।

সান্চো বলল–আমার এ ব্যাপারে কিছুই বলার নেই। তবে খোদা আমার মনের কথা জানেন, আপনি ব্যথা বেদনার কথা বললে আমার কিছু খারাপ লাগবে না। আমি সামান্য ব্যথায় গোঙাব যতক্ষণ না জানব যে নাইটদের মতো সহচরদেরও ব্যথাবেদনার কথায় নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ আছে। মাইরি বলছি ব্যথা হলে গোঙাব।

সহচরের এমন সারল্যে ডন কুইকজোট হাসি পেল এবং যেহেতু এমন নিষেধাজ্ঞার কতা তার পড়া নেই, সান্চোকে বললেন যে, সে যখন খুশি যতবার খুশি অভিযোগ করতে পারে, কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। সান্চো তাকে ডিনার খাবার কথা মনে করিয়ে দিল কারণ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। উত্তরে প্রভু সান্চোকে খাবার অনুমতি দিলেন কিন্তু নিজে এখন খাবেন না। অনুমতি পেয়ে সান্চো তার গাধার পিঠে যতটা সম্ভব আরাম করে বসে ব্যাগ থেকে কিছু খাবার বের করে চিরোতে চিবোতে প্রভুর পেছন পেছন চলল আর চলতে চলতে জলের বোতলটা তুলে এমন তৃপ্তি নিয়ে পান করছিল যেন মালাগার সবচেয়ে নামি মদের দোকানও বুঝি খালি হয়ে গেল। ঢোক গিলতে গিলতে সে বেশ আয়েশে যেতে যেতে তার প্রভুর প্রতিশ্রুতির কথাগুলো আর ভাবছিল না, অভিযানের তেমন বিপদে তাকে পড়তে হয়নি বলে তার ভালোই লাগছিল এবং তার কল্পনায় বড় বড় অভিযানের কথা ভেসে উঠছিল।

ওরা গাছের তলায় রাত কাটাবে। ডন কুইকজোট একটা শুকনো ডাল ভেঙে বল্লমের বিকল্প হিসেবে ভেবে ওর ওপর ভাঙা বল্লমের টুকরো গুঁজে দিলেন। কিন্তু সেই রাতটায় তার ঘুম হলো না কারণ সরারাত তার মন পড়েছিল সেন্যোরা দুলসিনেয়ায়, তিনি শিভালোরির বইতে তো পড়েছেন যে বনে জঙ্গলে মাঠে বা মরুভূমিতে নাইটরা তাদের অনুপস্থিত প্রেমিকাদের সুখচিন্তায় মজে থাকে, ঘুমের চেয়ে তা অনেক বেশি আনন্দের। সানচোর কথা আলাদা, সে অলস ভাবনা ভেবে রাত কাটায়নি, ভরা পেটে শুয়ে পড়তেই সে গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েছিল, কোনো নেশার জল পানের ফলে নয়, এটা তার স্বাভাবিক নিদ্রা; সকালে সূর্যের আলো তার মুখে পড়েছে, পাখির কলতানে মুখর হয়েছে চারপাশ তবুও তার ঘুম ভাঙেনি; মনিবের ডাকে সে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। চোখ খুলে সকালের আলো দেখল, গলা ভেজাবার জন্যে বোতলের জল পান করল, বোতলটা রাতের চেয়ে হাল্কা মনে হলো তার; তার মনটা খারাপ হয়েছিল এবং সেটা তাকে বেশ কিছুক্ষণ বিষণ্ন করে রেখেছিল, মনটাকে তাড়াতাড়ি চনমনে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছিল না। অন্যদিকে ডন কুইকজোট সারারাত প্রেমিকার মুখ মনে করে এত তৃপ্ত যে সকালবেলা খিদেতেষ্টা ভুলে গেছেন, ওরা প্রাতরাশ না করে রওনা দিল 'পোয়ের্তো দে লাপিসে'র পথে, কিন্তু সেটা বুঝতে পারল বেলা তিনটের সময়। ওই রাস্তার কাছাকাছি এসে ডন কুইকজোট বললেন–ভাই সান্‌চোরে, এখানে আমরা হাত গুটিয়ে মেজাজে থাকতে পারি আর তাকেই লোকে বলবে অভিযান। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মনে রাখবি আমি সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়লেও তুই নিজের তলোয়অর খুলবি না, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবি না। তবে হ্যাঁ নীচ প্রকৃতির লোকরা কিংবা হাড় হারামিগুলো আমাকে মারতে এলে অন্য কথা, এসব ক্ষেত্রে প্রভুকে বাঁচানো তোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; কিন্তু নাইটদের সঙ্গে আমার লড়াই বাধলে তুই নাক গলাবি না; কারণ যতক্ষণ তুই নাইট না হচ্ছিস শিভালোরির নিয়মানুসারে তুই নাইটদের মারামারিতে কিছুই করতে পারিস না।

সান্‌চো বলল–না হুজুর, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার আদেশ কখনো–ই অমান্য করব না, তাছাড়া আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঝগড়াঝাঁটি আমার মোটে ভাল্লোগে না, আবার এটাও ঠিক যে আমি কারো হাতে ম্যর খেতে চা্ না, যদি আমার গায়ে হাত পড়ে ওসব নিয়মকানুন আমি মানব না, খোদা এবং মানুষ সবাই আত্মরক্ষার অধিকার দিয়েছে প্রতিটি মানুষকে।

ঠিক বলছিস, বললেন ডন কুইকজোট, তবে নাইট হিসেবে আমি যখন অন্য নাইটকে মারব তুই তোর স্বভাবসুলভ আত্মরক্ষার চেষ্টাকে একটু আটকে রাখবি। সান্‌চো বলল–নিশ্চয়ই তা করব। আমি আপনার আদেশগুলো মেনে চলব যেমন রবিবারের প্রার্থনার ব্যাপারে করি। এর অন্যথা হলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না।

AMARBOI.COM

ওরা কথা বলতে বলতেই দেখল বিনেতোর দুই সন্ন্যাসী ছোট উটের পিঠে চেপে আসছে, যে খচ্চরের পিঠে চড়ে এসেছিল এরা তার চেয়ে বেঁটে। ওরা ধূলো থেকে চোখ মুখ রক্ষা করার জন্যে মুখোশ আর রোদচশমা নিয়ে এসেছে। ওদের পেছনে আসছে একটা গাড়ি আর চার পাঁচজন অশ্বারোহী, সঙ্গে দুজন লোক হেঁটে খচ্চর নিয়ে আসছে। পরে জানা গেল যে গাড়িতে বসে আছে বাস্ক প্রদেশের এক নারী, স্বামীর কাছে যাচ্ছে সেভিইয়ায়, স্বামী চলে যাবে ইন্দ্রিয়োসদের দেশে, সেখানে বড় চাকরি পেয়েছে। সন্ন্যাসীরা এদের দলের লোক না বুঝতে পেরে ডন কুইকজোট বললেন–হয় আমি ঠকেছি কিংবা এটাই হবে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিয়ান, ওই যে দুটো কালো জিনিস এদিকে আসছে ওরা নিশ্চয়ই জাদুকর, ওরাই জোর করে গাড়িতে এক রাজকুমারীকে নিয়ে পালাচ্ছে; এবার তো আমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সান্‌চো বলল–হাওয়া–কলের চেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা হবে, আমার ভয়, করছে। হুজুর দেখুন ওরা দুজন সন্ন্যাসী আর গাড়িটা বোধহয় কোনো পর্যটকের, সুতরাং আবার আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি শয়তানের খপ্পরে পড়বেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট বললেন–সান্চো তোকে আমি আগেই বলেছি যে এইসব অভিযানের ব্যাপারে তুই একেবারে অজ্ঞ। আমি সত্যি বলছি কিনা দেখে নিস।

এই কথা বলে ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালেন যেখান দিয়ে সন্ন্যাসীরা যাবে এবং যখন ওরা এগিয়ে এসেছে ডন কুইকজোট ক্রোধান্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন–নরকের অভিশপ্ত শয়তান, উচ্চবংশজাত রাজকুমারীকে এক্ষুনি ছেড়ে দে, তোরা ওকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিস, ছেড়ে দে নতুবা এই চুরির শাস্তি মৃত্যু, না ছাড়লে মরার জন্যে প্রস্তুত হ।

সন্ন্যাসীরা তো একেবারে থ, ওরা খচ্চরগুলোকে তামাল, এমন বাক্যবাণ আর অঙ্গভঙ্গি দেখে ওরা বলল–নাইট হুজুর, আমাদেরকে যা ভাবছেন আমরা তেমন লোক নই, আমরা সান বেনিতোর সন্ন্যাসী, ধর্মকর্ম করি তাই নিজেদের কাজেই ঘুরতে হয় অনেক জায়গায়, গাড়িতে রাজকুমারীকে নিয়ে পালানোর ব্যাপারে আমরা কিচ্ছু জানি না, বিশ্বাস করুন।

ডন কুইকজোট সোজা উত্তর–মিষ্টি কথায় ভোলোবার লোক আমি নই, তোমাদের চিনি আমি, নীচ, ঠকবাজ। আর মুহূর্তের মধ্যে রোসিনান্তের পিঠে পেচে বল্লম নিয়ে তেড়ে গেলেন প্রথম সন্ন্যাসীর দিকে, বেচারা বুদ্ধি করে মাটিতে পড়ে না গেলে নাইট তাকে মেরে ফেলতেন কিংবা মারাত্মকরকম জখম করে দিতেন।

সঙ্গীর প্রতি এমন নির্মম ব্যবহার দেখে দ্বিতীয়জন তার চেয়ে লম্বা খচ্চরের পেছনদিক জাপটে ধরে এমন ছুট লাগাল যেন হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সন্ন্যাসটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে গিয়ে ওর পোশাক ধরে টানাটানি করতে লাগল সান্চো কিন্তু সেই সময় যে দুজন লোক খচ্চর নিয়ে আসছিল ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কেন সে পোশাক খোলার চেষ্টা করছে। সান্চো বলল যে আইনত এগুলো তার লুট করার অধিকার আছে কারণ তার প্রভু মান্যবর নাইট ডন কুইকজোট যুদ্ধে, লুট এসব কথা সান্চো কেন বলছে, ওরা দেখল ডন কুইকজোট কিছুটা দূরে গাড়ির কাছে কথাবার্তায় ব্যস্ত; ওরা সান্চোকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দাড়ি ছিঁড়তে লাগল, পেটে লাথি মারল, সারা দেহে ঘুষির পর ঘুষি বর্ষণ করে ওকে আধমরা করে ফেলে রাখল, তার নড়াচড়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ দেখে ওরা চলে চলে গেল। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী ভয় পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তবুও দ্রুত খচ্চরের পিঠে চেপে বন্ধুর পেছন পেছন এগোতে লাগল, সে অনেকটা দূরেই চলে গেছে, হয়তো এমন অভিযানের ভয়ে আর কাছাকাছি থাকতে চায়নি, যাইহোক শয়তান তাদের ওপর ভর করেছে ভেবে অনেকবার বুকের কাছে চায়নি, যাইহোক শয়তান তাদের ওপর ভর করেছে ভেবে অনেকবার বুকের কাছে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে ভগবানের নাম জপতে জপতে চলে গেল।

আগে আমি বলেছি ডন কুইকজোট গাড়ির মহিলার সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলেন। তাকে ডন কুইকজোট বললেন–সেন্যোরা, এখন আপনি মুক্ত, যা আপনার ইচ্ছে তাই করুন, আপনাকে যে বদমায়েশ দুটো বনদি্ করে নিয়ে পালাচ্ছিল তারা আমার এক ঘায়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, হয়তো আপনি মুক্তিদাতার নাম নিয়ে ধন্দে আছেন, আমি সেই ব্যক্তি, আমার নাম ডন কুইকজোট দে লা মান্চা, পেশায় আমি ভ্রাম্যমাণ নাইট

এবং এক অভিযাত্রী; জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তোবোসোর মিসেস দুলসিনেয়ার আমি প্রেমিক এবং তার আজ্ঞাবহ দাস, আমি আপনাকে রক্ষা করার বদলে কিছুই চাই না, শুধু তোবোসোয় আপনি সেই সুন্দরীর কাছে গিয়ে বলবেন আমি কীভাবে আপনাকে মুক্ত করেছি। এইটুকু বললেই হবে। বাস্কের একজন পুরুষ, মহিলার সহকারী, রক্ষীও বলা যায়, অবাক হয়ে ডন কুইকজোটের কথাগুলো শুনছিল। দেখল ডন কুইকজোট শুধু গাড়ি থামিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের তোবোসোয় ফিরে যেতে বলছেন–এসব দেখে ও গাড়ি থেকে নেমে ডন কুইকজোট বল্লম ধরে খুব খারাপ স্প্যানিশে এবং আরও খারাপ বাস্কের ভাষায় ধমক দিয়ে বলল–ভাগো, নাইট বলে কি মাথা কিনেছ নাকি! শয়তানির জায়গা পাওনি? ভাগো, নাইট বলে কি মাথা কিনেছ নাকি! শয়তানির জায়গা পাওনি? ভাগো। গাড়ি ছেড়ে পালাও নইলে আমার হাতে মরবে, আমি বাস্ক দেশের লোক।

ওর কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ডন কুইকজোট শান্ত গলায় বললেন–তুমি ভদ্রলোক নও, যদি হতে আমি তোমার গোঁয়ার্তুমি আর তিকড়মবাজি ছুটিয়ে দিতাম। বন্ধু কাঁহাকার। সেই ব্যক্তি বলল– খ্রিস্টান হয়ে বাজে কথা বলতে লজ্জা করছে না? আমি অভদ্র? বল্লমখানা ফেলে তলোয়ার বের করে দেখ; বেড়াল দেখে ইঁদুর যেমন পালায় সেই দশা হবে তোমার; দেখাবো আমি বাস্ক দেশের লোক, দেখাব আমি জলে আর স্থলে কেমন ভদ্রলোক, শয়তানের নাম নিয়ে দেখাবো কেমন সৃজন আমি; উল্টো পাল্টা কথা বললে জানবো তুমিই আস্ত মিথ্যুক।

ডন কুইকজোট ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'দেখাচ্ছি মজা' বলে বল্লম ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, হাতে নিলেন তলোয়ার আর ঢাল, বাস্কবাসীকে শেষ করে দেবেন এবার, ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ। সেই লোকটি ওকে এমন ভয়ঙ্কর আক্রমনাত্মক দেখে তার ভাড়া করা খচ্চর থেকে নেমে পড়ল কারণ এইসব দুর্বল জীবের ওপর বিশ্বাস নেই; তা না করে সে শুধু তার তলোয়ার বের করল আর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে বলে গাড়িতে বসার একখানা গদি খুলে নিল; ব্যাস, দুজনেই যুদ্ধের জন্যে মুখোমুখি তৈরি যেন ওরা পরস্পরের জাত-শত্রু। সেই রাস্তায় জড়ো হওয়া লোকজন ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করল কিন্তু বাস্কের যোদ্ধা কোনো কথা শুনবে না, সে বলল বাধা দিলে সে গাড়ির মহিলাসহ সব্বাইকে খুন করে ফেলবে। ভীষণ ভয় পেয়ে মহিলা গাড়োয়ানকে গাড়িটা কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে থামাতে বলল যাতে সেখান থেকে এদের কাণ্ডকারখানা দেখা যায়। সেই লোকটি এমন জোরে তলোয়ার চালাল যে ডন কুইকজোট ঢাল দিয়ে না আটকালে তার কোমর থেকে নিচের অংশ কেটে যেত। এমন জোরালো আঘাত পেয়ে ডন কুইকজোট চিৎকার করে বলতে লাগলেন–ও, আমার আত্মার অধিশ্বরী দেবী দুলসিনেয়া, সৌন্দর্যের নিষ্পাপ ফুল, তোমার অধিকার রক্ষার জন্যে যে বীর এমন ভীষণ যুদ্ধে নেমেছে তাকে রক্ষা করো। ছোট্ট এই প্রার্থনা, ঢাল আর তলোয়ার তুলে নেওয়া আর শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া মুহূর্তের মধ্যে শেষ হলো, ডন কুইকজোট একটা ঘায়ে শত্রুকে খতম করার সংকল্প করেছেন। বাস্কবাসী ডন কুইকজোট এমন রুদ্র রূপ দেখে তৈরি হয়ে নিল, খচ্চরের ওপর ওর বিশ্বাস নেই, এটা একেবারেই চলাফেরা করছে না। ডন কুইকজোট মাথার ওপর তলোয়ার তুলে তার শত্রুর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, দর্শকরা ভয়ে কাঁপছে, গাড়ির ভদ্রমহিলা এবং অন্য মহিলারা স্পেনের সব তীর্থস্থান আর দেবতাদের স্মরণ করে নিজেদের সহচরের প্রাণ ভিক্ষা করছে কারণ দুই যোদ্ধার মনোভাব দেখে মনে হচ্ছিল ওরা সম্ভবত মরবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হঠাৎই গল্পটা থেমে গেল কারণ যুদ্ধের চরম পরিণতি না হতেই লেখক লেখাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। ডন কুইকজোট বিস্ময়কর অভিযানের আর কোনো কথা তাঁর জানা ছিল না। যাইহোক দ্বিতীয় লেখক এমন সুন্দর কাহিনী বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে চাননি; কিংবা লা মানচার জ্ঞানী মানুষরা তাদের দেশের ইতিহাস রক্ষার জন্যে এই কাহিনী নিশ্চয়ই মহাফেজখানায় রেখে থাকবেন অথবা এগুলো কেউ নিজেদের আলমারিতেই রেখে থাকবে, এই সুবিখ্যাত নাইট ভদ্রলোকের স্মৃতিসৌধ অথবা স্মৃতিকথা অবশ্যই থাকবে; এবং সেই কারণে এমন ইতিহাসের অনুসন্ধান তিনি চালিয়ে যাবেন যতদিন না তা পাওয়া যায়, আর সেইসব কথা পাওয়া যাবে পরের পৃষ্ঠাগুলোয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

৯

এই ইতিহাসের প্রথম পর্বে সাহসী বাস্কবাসী এবং বিখ্যাত ডন কুইকজোট হাতে উদ্যত তরবারি আর যুযুধান মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে; ওরা বিনা বাধায় পরস্পরকে কঠিন আঘাত হানলে দুজনের দেহ দু'টুকরো বেদনার মতো ভাগ হয়ে যেত, কিন্তু আমি আগেই বলেছি গল্পটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে; লেখকও জানাননি ওদের সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াল।

এতে আমি খুবই বিরক্ত বোধ করেছি, প্রথমে গল্পটা জানার আনন্দ শেষে তিক্ততায় গিয়ে ঠেকেছে আর এর শেষটা জানার জন্যে আমার ব্যাকুলতাও এমন বেড়ে গিয়েছে যে আমি কেমন হতাশ বোধ করতে শুরু করেছি! আবার এটাও মনে হয়েছে যে, এমন একজন বীর ভ্রাম্যমাণ নাইটের লড়াই, শত্রুর সম্পদ লুট ইত্যাদি লিখে রাখার মতো দেশে একজনও বিদ্বান লোক নেই। বিশ্বাস করা শক্ত, কারণ,

সবাই ওদের কথা বলে
ওরা যে অভিযাত্রীর দলে

নাইটদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অতীতে তাদের অভিযানের কাহিনী শুধু নয় তাদের শিশুসুলভ আচরণের অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখেছেন দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা। অতীতে সব নাইটদের সঙ্গে একজন দুজন লেখক থাকতেন যারা লিখে রেখেছেন তাদের বীরত্ব আর প্রেমের আখ্যান, আর এতবড় একজন নাইটের এমন দুর্ভাগ্য যে তার কীর্তিকলাপ লেখা হবে না আমি এমনটা কল্পনা করতে পারি না, এর চেয়ে অনেক কম নামজাদা নাইট প্লাতিরের কীর্তির কথা কত বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, এর মত অন্যরাও লেখক পেয়েছেন; আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এমন মহান ব্যক্তির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; মনে হচ্ছে সময়ই বলে দেবে কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে সেইসব কাহিনী। আবার যখন ভাবছি তার গ্রন্থাগারে কতকগুলো আধুনিক বই তো ছিল, যেমন, ঈর্ষার অভিশাপ' এবং এনারের উর্বশী আর মেষপালক' আমার এমন ভাবনার যুক্তি আছে যে আমাদের এই নাইটের ইতিহাসে তো তেমন প্রাচীন নয়; কাহিনীর

ধারাবাহিকতা না থাকলেও তার প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধব নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ভুলে যায়নি। ভোলোার কথা নয়। এরকমের কল্পনা আমাকে বিচলিত করে এবং একই সঙ্গে এই সুখ্যাত স্পেনীয় নাইট ডন কুইকজোট অবিশ্বাস্য সব অভিযানের গল্প জানতে উৎসাহী করে তোলে, এই সেই লা মানচার নাইট যার গৌরবে উদ্ভাসিত হয়েছে দেশের ঐতিহ্য যা সমগ্র লা মানচার শিভালোরির প্রতিবিম্ব; দৈন্যে আর দুঃখে পূর্ণ দেশের দুঃসময়ে যে পেশা হিসেবে ভ্রাম্যমাণ নাইটের জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল অবিচার দুরাচার উৎপাটিত করা, বিধবা নারীর অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, সুন্দরীদের সম্মান রক্ষা করা অতীতের ইতিহাসে আমরা দেখেছি এমন নাইটরাই পাহাড়ে পর্বতে আর উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন হাতে চাবুক নিয়ে একটা অতি সাধারণ ঘোড়ায় চেপে; ওরা সম্পূর্ণভাবে কঠোর চরিত্রের মানুষ, যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতেন, কোনো চরিত্রহীন ভিলেন কিংবা বিশালাকার দৈত্য তাদের হত্যা না করলে তাঁরা আশি বছরে একরাতও এক ছাদের নিচে না ঘুমিয়ে কেবলই লড়াই করে একদিন মায়েদের সমাধিস্থলের পাশেই নীরবে সসম্মানে সমাহিত হয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই যে আমাদের সাহসী ডন কুইকজোট সর্বকালের সর্বজনীন প্রশংসা পাবার যোগ্য; আমিও যে ধৈর্য, উদ্যম আর পরিশ্রম সহকারে এই চমৎকার ইতিহাসটির ধারাবাহিকতা উদ্ধার করেছি তার জন্যে আমিও প্রশংসা পাবার যোগ্য; যদিও আমি স্বীকার করব যে খোদা, ভাগ্য এবং সুযোগ একসঙ্গে সাহায্য না করলে একাজ সম্ভব হতো না।

বিশ্বের মানুষ এমন সরস এক কাহিনীর রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হবে যদি মাত্র দু'ঘণ্টা সময় ব্যয় করে তারা এই ইতিহাস পড়ে অনাস্বাদিত আনন্দ আর হাসি উপভোগ না করে। কীভাবে ব্যাপারটা হলো এবার বলি।

তোলেদো শহরের আলকানায় আমি দেখলাম একটি ছেলে পুরনো কাগজ খাতাপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে এক দোকানে বিক্রি করতে এসেছে। হাতে লেখা কিংবা ছাপানো কোনো কাগজ যদি রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে থাকে তাও তুলে পড়ার অভ্যেস আছে আমার আর সেই কারণেই একটা ছাপানো পাতা পড়ার লোভ সামলাতে না পেরে পড়তে চেষ্টা করে পারলাম না, কারণ সেটা আরবি ভাষায় লেখা। আমি স্প্যানিশ-জানা কোনো আরবি-ভাষী মুরের সন্ধান করলাম যাতে সে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে, এও জানতাম যে কোনো প্রাচীনতর ভাষার (হিব্রু) দোভাষী চাইলেও ওখানে অভাব হবে না। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একজনকে পেয়ে গেলাম, ওকে আমার ইচ্ছের কথা বললাম; কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে সে তো হেসে খুন। আমি এত হাসির কারণটা জানেত চাইলাম। সে বলল-বইয়ের মার্জিনে মন্তব্য দেখে হাসছি।

আমি ওর কাছে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলাম, হাসতে হাসতে সে পড়তে লাগল-তোবোসোর দুলসিনেয়া, যার নাম ইতিহাসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, সে নাকি লা মানচার অন্য সব মেয়েরে চেয়ে ভালোভাবে শুয়োরের মাংসে নুন মাখাতে পারত। ওর মুখে তোবোসোর দুলসিনেয়া নামটা শুনে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হলো যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই পুরনো কাগজগুলোর মধ্যেই ডন কুইকজোট ইতিহাস লেখা আছে। বইটার শিরোনাম বলার জন্যে ওকে চাপ দিতে আরবি ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করে বলল–'লা মানচার ডন কুইকজোট ইতিহাস, লেখকের নাম সিদ্ হামেত বেনোগেলি, (Cide Hamete Benegeli) আরবের এক ঐতিহাসিক, (সিদ্–এর অর্থ জনাব হামিদ থেকে হামেত, 'বেনোগেলি,' এসেছে আরবি শব্দ 'বেরেনজেনা' থেকে যার অর্থ একরকমের ফল) গ্রন্থের শিরোনামটি শুনে আমার এত আনন্দ হলো যে আমি ওটা গোপন রাখার ব্যাপারে খুবই তৎপর হয়ে উঠলাম; দোকানদারটির কাছে বিক্রি করতে দিলাম না ওগুলো, আমি আধ রেয়াল দাম দিয়ে সব কাগজগুলো কিনে নিলাম, আমার আগ্রহ দেখে ছয় রেয়ালও চাইতে পারত। আমি ওগুলো কেনার পর ওই মুরকে নিয়ে বড় চার্চের নিভৃত একটি জায়গায় গেলাম এবং ডন কুইকজোটের সম্বন্ধে যা লেখা আছে তার একটি শব্দও বাদ না দিয়ে অনুবাদ করে দিতে বললাম এবং তার জন্যে যে কোনো মূল্য ওকে দিতে চাইলাম। এই কাজটার জন্যে ও চাইল দু আররোবাস্ (৬৪ পাউণ্ড) আধ–শুকনো খেজুর আর দুই বুশেল (১৬ গ্যালন) গম। ও এর বিনিময়ে যত শীঘ্র সম্ভব এবং অতি বিশ্বস্তভাবে অনুবাদের কাজটা করে দেবে। এমন একটা দামি জিনিস যাতে আমার হাতছাড়া না হয় এবং কাজটা দ্রুততর করার জন্যে মুরকে আমার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলাম আর দেড় মাসের মধ্যে ও অনুবাদ করে দিল।

প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় ডন কুইকজোটের সঙ্গে বাস্কবাসীর লড়াইয়ের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা আগে যেমন দেখেছি দুজনেই তলোয়ার হাতে মুখোমুখি, একজনের হাতে ঢাল, আরেকজনের হাতে গাড়ির গদি–ঠিক তেমন বর্ণনাই আছে। বাস্কবাসীর খচ্চরটার বর্ণনাও এত জীবন্ত যে চোখে ভেসে ওঠে তার পুরো চেহারা। বাস্কবাসীর ফুটনোটে লেখা আছে 'ডন সান্চো দে আস্পেইতা' (আস্পেইতা শব্দটি দেখে বুঝতে বুঝতে ভুল হয় না যে সে বাস্ক রাজ্যের অধিবাসী) এবং রোসিনান্তের ফুটনোটে আছে ডন কুইকজোট।' রোসিনান্তের বর্ণনা নিখুঁত–রোগা, শুকনো, বেতো, হাড়জিরজিরে যেন তার শেষ অবস্থা বর্ণনা পড়েই ওর নামের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তার কাছেই আছে সান্চো পান্সা, তার গাধার দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, ওর সঙ্গে আরেকটা নাম লেখা আছে 'সান্চো সানকাস' এবং আমরা ওর বর্ণনা যদি দেখি তাহলে সে হচ্ছে বেটে, মোটা, ফোলা পেট, লম্বা–কুঁজওলা এক মানুষ আর তাই কখনো তাকে বলা হয়েছে পানকা কখনো সানকাস্। ওই লেখায় আরো কিছু বিবরণ আছে কিন্তু সেগুলো মেলাবার অবকাশ নেই কারণ তা থেকে ইতিহাসের উপাদান তেমন পাওয়া যায় না, তাই ছোটখাটো ঘটনা বা বস্তুর উল্লেখ নেই কারণ সত্যি ইতিহাসের সঙ্গে সেসব মেলে না।

এসবের সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি পাঠককুলকে বলার যে এগুলো আরব দেশের লেখক লিখেছেন আর সে দেশের লোক মিথ্যার আশ্রয় নিতে জানে না, কিন্তু যদি আমরা ওদের শত্রু ভেবে থাকি তাহলে কল্পনা করাই যায় যে নাইটের গৌরবের কাহিনীতে কিছু যোগ না করে বরং কিছু বিয়োগ করেছেন; এবং আমার মনে হচ্ছে যে নাইট যতটা প্রশংসা পাবার যোগ্য তা না করে ঈর্ষাবশত তাকে খাটো করার

জন্যে একেবারে নীরব থেকেছেন; ঐতিহাসিক হিসেবে এমন কাজ অনৈতিক কারণ তাঁর হওয়া উচিত নির্ভুল, নিষ্ঠাবান এবং নিরপেক্ষ; তাঁকে আবেগতাড়িত এবং একপেশে স্বার্থান্ধ হলে চলবে না; ভয়, ক্রোধ, স্নেহ দ্বারা চালিত হয়ে সত্য বিকৃত করা উচিত নয়; তিনিই তো ধরে রাখবেন কালোত্তীর্ণ মহান কাজের সমস্ত বিবরণ, বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তিনি তুলে ধরবেন সত্যকে, তিনি হবেন অতীতের একমাত্র নিরপেক্ষ সাক্ষী এবং ভবিষ্যতের দিশারী। আমি যা বুঝি তাতে মনে হয় ইতিহাসই একমাত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরবে বর্ণময় ঘটনার বিবরণ যেমন পাঠককুল চাইবেন, তা পড়ে পাঠক আনন্দ পাবেন আর যদি আশানুরূপ না হয়ে তা বিকৃত পরিবেশন হয় তবে সেই লেখকের দোষ, সে একজন বিশ্বাসঘাতক। যাক, এবার দ্বিতীয় অংশে যাব যেটা আমি অনুবাদের মাধ্যমে পেয়েছি। সেটা এইরকম।

ওই দুজনের চোখে এমন ক্রোধ একের বিরুদ্ধে আরেকজনের উদ্যত তরবারি যেন তাদের লড়াইয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, ওদের এমন উন্মত্ত রূপ দেখে দর্শক ভয় আর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে নীরব হয়ে গেছে। রাগে দিশাহারা বাস্কবাসী এমন ভয়ঙ্কর জোরে তার প্রথম আঘাত হানল যে তার তলোয়ারটাসহ হাতটা ঘুরে না গেলে ওই প্রথম চোটেই নাইট ভদ্রলোকের কীর্তিকাহিনি সবই শেষ হয়ে যেত আর লড়াইটাও শেষ হতো। কিন্তু নিয়তি তাকে দিয়ে আরো মহত্তর কাজ করাবেন বলে ঘটনাটা ঘটল অন্যভাবে; তলোয়ারের কোপটা বাঁ কাঁধে পড়ায় তার হেলমেটের খানিকটা আর কানের অর্ধেকটা কেটে মাটিতে পড়ল, এক বীভৎস ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে স্পেনের মাটি কয়েক ফোঁটা রক্ত শুষে নিল।

হে খোদা, কোথায় তুমি! খোদা ছাড়া এই ক্রোধের জ্বলে ওঠা হৃদয়ের কথা কে শুনতে পায়? আমাদের লা মানচার নায়ক ডন কুইকজোটের সেই মুহূর্তের ক্রোধ আর শত্রুর প্রতি ঘৃণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার ক্ষতে প্রলেপ দেবার কোনো শব্দ নেই। প্রচণ্ড রাগে ফুঁসে উঠে তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে দুহাতে যখন তলোয়ার ধরে প্রস্তুত হলেন যেন তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বড় মাপের এক যোদ্ধা, এমন জোরে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালেন যে বোকা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল বাস্কের সেই সাহসী মানুষটা, তার মুখ, নাক, চোখ, কান দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে আর মাটিতে পড়ে সে গোঙাচ্ছে। শত্রুর এমন করুণ পতন দেখে খুবই নির্লিপ্ত নিরাসক্তভাবে ডন কুইকজোট ঘোড়া থেকে নেমে তার চোখে তলোয়ার ঠেকিয়ে পরাজয় স্বীকার করতে বললেন, নইলে তিনি তার মাথাটা কেটে নেবেন। বাস্কবাসী এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরোল না, ডন কুইকজোটের হাতে নির্ভর করছে শত্রুটির প্রাণ, তার উদ্দীপনা তুঙ্গে, এমন সময় ওদের অবস্থা দেখে গাড়ির মহিলারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাইটের কাছে তাদের রক্ষী–সহচরের প্রাণভিক্ষা চাইল। খুবই দৃপ্ত ও গম্ভীরভাবে বিজয়ী নাইট বললেন–হ্যাঁ, সুন্দরী আমি আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারি যদি এই নাইট যাকে আমি ধরাশায়ী করেছি সে আমার হয়ে তোবোসোর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই মহিলা ভয়ে এমনই কাতর যে ডন কুইকজোট কী শর্ত দিলেন তা না বুঝে এবং সেন্যোরা দুলসিনেয়াকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে, তার সহচর–রক্ষীর প্রাণ–বাঁচাবার জন্যে সবই মেনে নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট তখন বললেন–আপনার কথায় খুশি হয়ে আমি ওর ঔদ্ধত্য ক্ষমা করে জীবন ফিরিয়ে দিলাম। আপনি অনুরোধ না করলে এই নরাধমকে আমি ক্ষমা প্রদর্শন করতাম না।

১০

সন্ন্যাসীদের সহযাত্রীর কাছে লাথি আর ঘুসির ঘায়ে সান্‌চো প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বাস্কবাসীর মুখোমুখি লড়াই বাধে বাধে এমন সময় সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছে যাতে ডন কুইকজোট জয়ী হয় কারণ তাহলে সে তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোনো দ্বীপের বা রাজ্যের গভর্নর হতে পারবে। কিন্তু লড়াইয়ের পর ডন কুইকজোট যখন তাঁর ঘোড়ায় উঠতে যাবেন সান্‌চো তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলল–আমার মালিক মহান ডন কুইকজোট আমার কথাটা মনে রাখবেন; এই যুদ্ধে জিতে আপনি নিশ্চয়ই দ্বীপের অধিকার পেয়েছেন, সেই দ্বীপটা যত বড়ই হোক না কেন আমি এমন দক্ষতার সঙ্গে তার শাসন চালাব যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো শাসক তা পারেনি। আমাকে দয়া করুন প্রভু।

ডন কুইকজোট এর উত্তরে বললেন–দ্যাখ, ভাই সান্‌চো, এটা দ্বীপ জয় করার মতো বড় অভিযান না, রাস্তার মধ্যে এটা একটা খুচরো ঝামেলা যাতে মাথার ভাঙা অংশ কিংবা কানের আধখানা পাওয়া যায়। বড় অভিযান নিশ্চয়ই আসবে, তাতে জিততে পারলে তুই যা চাইছিল তার চেয়েও বড় রাজ্যের শাসনভার তোর হাতে তুলে দেব।

সান্‌চো তাকে অনেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে হাতে এবং বর্মে চুম্বন করে তার ঘোড়া রোসিনান্তের পিঠে বসতে সাহায্য করল, তারপর নিজের গাধার পিঠে বসে নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করল, নায়ক গাড়ির মহিলাদের বিদায় না জানিয়ে দ্রুত চলতে চলতে নিকটবর্তী এক অরণ্যে প্রবেশ করলেন। গাধাটাকে যত দ্রুত সম্ভব চালিয়েও সান্‌চো অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল, সুতরাং প্রভুকে ডাকতে বাধ্য হলো। ওর ডাক শুনে ডন কুইকজোট ঘোড়ার লাগাম টেনে থামালেন যাতে সহচর তার কাছাকাছি আসতে পারে। কাছে এসে ভীতু সান্‌চো বলল–হুজুর, আমি বলছি কি এইবার আমাদের চার্চে আশ্রয় নেওয়া ভালো কেননা আপনি যে লোকটাকে মেরেছেন সে যদি 'সান্‌তা এরমানদাদের কাছে আমাদের নামে নালিশ করে তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

চুপ পেটমোটা, ডন কুইকজোট খেঁকিয়ে ওঠেন,–তুই কোথাও পড়েছিস কিংবা দেখেছিস যে মানুষ মারার জন্যে কোনো ভ্রাম্যমাণ নাইটকে বিচারকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে?

না, হুজুর, মানুষ মারা বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তবে এটুকু জানি যে মাঠে বা রাস্তায় মানুষে মানুষে লড়াই বাধলে 'সান্‌তা এরমানদাদ' ওদের ধরতে পারে। তবে আপনি যা বোঝেন তাই করবেন। ডন কুইকজোট বললেন–তাহলে আমার ওপর ছেড়ে দে সান্‌চো, একদম ভয় পাবি না, বিপদ–আপদ থেকে আমি তাকে বাঁচাব, 'সানতা এরমানদাদ' তোর কিছু করতে পারবে

না। এবার সত্যি করে বল তো পৃথিবীতে আমার চেয়ে সাহসী ভ্রাম্যমাণ নাইট দেখেছিস? ইতিহাসে পড়েছিস কখনো যে আমার চেয়ে কারো এমন অভিযানের সাহস, আক্রমণের ক্ষিপ্রতা, শত্রু নিধন করার দৃঢ় সংকল্প ছিল?

সান্‌চো বলে–না হুজুর, আমি লেখাপড়া শিখিনি তাই ইতিহাস পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এটুকু বুঝেছি আমি সারা জীবনে আপনার মতো সাহসী মনিবের অধীনে কাজ করিনি; মাইরি বলছি। কিন্তু খোদা যেন আপনার সাহস থেকে কোনো বিপদ ঘটিয়ে না দেয়। এখন সবচেয়ে আগে আপনার কানটা সারিয়ে নিন, বড্ড রক্ত পড়ছে, আমার ব্যাগে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাপড় আর মলম আছে।

ডন কুইকজোট বললেন–মনে থাকলে আমি ফিয়েরাব্রাসের ওষুধ নিয়ে আসতাম, তাতে চিকিৎসাটা ভালো হতো, সময়ও বাঁচত। এক–ফোঁটা ওষুধের কি অসাধারণ গুণ!

সান্‌চো জিজ্ঞেস করল–ওটা কি রকম ওষুধ একটু বুঝিয়ে বলবেন?

ডন কুইকজোট বলেন–ওই ওষুধের অনুপান আমার মনে আছে, এর একটুখানি কাছে থাকলে মৃত্যুকে জয় করা যায়, যে কোনো ধরনের আঘাতের উপশম হয় মুহূর্তের মধ্যে; এই ওষুধটা বানিয়ে তোর কাছে যদি আমি রেখে দিই তাহলে কেটে গেলে কোনো ভয় থাকবে না; যেমন, মনে কর, কোনো যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত পেছন থেকে কেউ ভয় থাকবে না; যেমন, মনে করো, কোনো যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত পেছন থেকে কেউ তলোয়ারের কোপে দেহটা আমার দু' টুকরো করে দিল, এমনতো নাইটদের জীবনে ঘটতেই পারে, তুই রক্ত বন্ধ হওয়ার আগে দুই টুকরো দেহ ঠিকমতো জোড়া লাগিয়ে দু' ফোঁটা আমার মুখে দিবি, বাস, আমার শরীর জুড়ে তাজা আপেলের মতো হয়ে যাবে। তবে দুটো ভাগ ঠিক জায়গায় লাগাতে হবে।

একথা শুনে সান্‌চো উৎফুল্ল হয়ে বলল–যদি এমন জিনিস আমি পাই তাহলে আমি আপনার দ্বীপের গভর্নর হতে চাইব না, এতদিন বিশ্বাস আর ভক্তি দিয়ে যে কাজ করেছি তার বিনিময়ে আমি কিচ্ছু চাইব না, ওই ওষুধটা বানাতে শিখলে এক আউন্স বিক্রি করে দু রিয়ালের চেয়ে বেশি আয় হবে, যে কোনো জায়গায় ওটা বেচে আমি বাকি জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারব। আপনার কাছে ওষুধটা পাওয়া যাবে তো?

ডন কুইকজোট উত্তর–তিন রেয়াল–এর কম দামে তিনি আসুমব্রেস্ দেওয়া যায়। হায় খোদা সান্‌চো উত্তেজিত হয়ে ওঠে–তাহলে, হুজুর, আপনি এক্ষুনি বানান আর আমাকে শিখিয়ে তিনি।

ডন কুইকজোট বললেন–তোকে আর বলতে হবে না রে বন্ধু সান্‌চো, আমি তোকে এমন গোপনীয় জিনিস শিখিয়ে দেব যার বিনিময়ে অনেক বেশি দাম পাবি। কিন্তু এখন একটা কাজ কর। কানটার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, তোর ওষুধ দিয়ে ব্যথাটা কমাবার ব্যবস্থা কর। সান্‌চো ব্যাগ থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাপড় আর মলম বের করছে এমন সময় ডন কুইকজোট নজরে পড়ল যে তার হেলমেট–এর একটা দিক ভাঙা, এটা দেখামাত্র তিনি উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন–খোদার নাম করে আর তাঁর চারজন দেবদূতদের স্মরণ করে শপথ করছি যে আমি মানতুয়ার মহান মার্কেসের মতো জীবন কাটাব, সেই বীর তার তুতো ভাই ভালোদোভিনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ

WWW.AMARBOI.COM

ছিলেন, তাঁর অঙ্গীকার ছিল টেবিলে বসে খাবেন না, শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোবেন না, আর কী কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমার এখন মনে পড়ছে না, তবুও আমি সবই পালন করব যতদিন আমি সেই পাষণ্ডের ওপর প্রতিশোধ না নিতে পারছি, সেই নরাধম আমার এতবড় ক্ষতি করেছে। আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

সান্‌চো এমন কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বলল–মালিক, আমার একটা কথা শুনুন; সেই লোককে আপনি বলেছেন সেন্যোরা দুলসিনেয়ার কাছে গিয়ে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে আত্মসমর্পণ করবে, তা যদি করে তাহলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে; এরপর অন্য কোনো অপরাধ না করলে তাকে শাস্তি দেওয়া তো ঠিক হবে না।

ডন কুইকজোট বলেন–হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো বলেছিস, ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার অংশটা আমি প্রত্যাহার করছি কিন্তু অন্যগুলোর ব্যাপারে আমি আবার বলছি ওগুলো আমি করব যতদিন না আমি লড়াইয়ে একজন নাইটকে পরাস্ত করে তার ভালো হেলমেট পাচ্ছি, আমারটার মতো হেলমেট চাই। এই প্রতিজ্ঞা হালকাভাবে নিস না সানচো, আমি ফাঁকা আওয়াজ করছি না, আমার কাছে রীতিমতো অতীতের মহান নজির আছে, তার অনুকরণ করা মোটেই অসঙ্গত হবে না, মামব্রিনোর হেলমেট নিয়ে সাক্রিপান্তেকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল।

সান্‌চো প্রভুকে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল–ওইসব শাপশাপান্ত আর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান। এসব উত্তেজনা আপনার শরীর আর মনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া বেশ কিছুদিন যদি আমার হেলমেট মাথায় কাউকে না পাই তখন কী করা? তাহলে কি ততদিন আপনি পরম বিছানায় ঘুমোবেন না, পেট ভরে খাবেন না, যেমন বৃদ্ধ পাগল মানতুয়ার মার্কেস শপথ রক্ষার জন্যে করেছিলেন? চেয়ে দেখুন এই রাস্তায় হেলমেট আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কারও দেখা নেই, এখানে মালবাহী গাড়ি আর পশুপালকরা যাতায়াত করে, জিজ্ঞেস করে দেখুন ওরা হয়তো জীবনে এমন কথা শোনেইনি।

AMARBOI.COM

তুই ভুল করছিস, সান্‌চো– ডন কুইকজোট বলেন–আলব্রাকা অবরুদ্ধ করে সুন্দরী আনহেলিকাকে উদ্ধার করতে যত সৈন্যসামন্ত এসেছিল তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দু ঘণ্টার মধ্যে এসে যেতে পারে; আমরা দু ঘণ্টার আগে তো এখান থেকে যেতে পারব না।

সান্‌চো বলল–তাই যেন হয়, ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা জিতব আর আমার হাতে চলে আসবে একটা গোটা দ্বীপের রাজত্ব, সুতরাং যাই ঘটুক আমি ভয় পাই না।

ডন কুইকজোট ওকে বলেন–আমি এ ব্যাপারে তোকে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছি; দ্বীপ যদি নাও পাই আমাদের সামনে পড়ে আছে ডেনমার্কের কিংবা সোব্রাদিশা'র বড় বড় রাজ্য, তোর যেটা পছন্দ নিবি, যেমন আঙুল তেমন মাপের আংটি তুই বেছে নিবি, এমন সুযোগ পেলে তোর আনন্দ হবে না? কিন্তু এসব কথাবার্তা সময়মতো হবে, এখন তোর ব্যাগে খাবারটাবার কিছু আছে কিনা দ্যাখ, কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা রাতটা কাটাব কোনো দুর্গে আর সেখানেই খোদার নাম নিয়ে সেই ওষুধটা বানাব কারণ আমার কাটা কানটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

সান্‌চো বলল– আমার কাছে আছে একটা পেঁয়াজ, কয়েক খণ্ড চিজ আর বাসি রুটি; এমন খাবার কি আপনার মতো বীর নাইটকে দেওয়া যায়?

–তুই আবার ভুল করছিস বন্ধু সান্‌চো– ডন কুইকজোট বললেন,–মাসের পর মাস না খেয়ে থাকতে পারলে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের গৌরব বাড়ে, তারপর খিদের পেটে যা পায় তাই খায়, কখনোই সেটা বাড়ির খাবারের মতো হয় না। নাইটদের নিয়ে লেখা বই পড়লে এই খাওয়ার ব্যাপারটা তোর জানা থাকত, তুই তো আমার মতো পড়িসনি। আমি যে কোনো লোকের চেয়ে বেশি পড়েছি নাইটদের জীবনী, কোথাও পড়িনি যে ওরা খুব খাওয়া-দাওয়া করছে, খাওয়াটা তাদের কাছে দুর্ঘটনার মতো, অবশ্য কোনো বড় উৎসব উপলক্ষে কিংবা রাজার নিমন্ত্রণে মহাভোজের নিমন্ত্রণ পেলে অন্য কথা; এছাড়া অন্য সময় তারা খাওয়ার চেয়ে চিন্তাভাবনায় বেশি সময় এবং মনোযোগ দেয়। তবে তারা তো আমাদের মতোই মানুষ কাজেই মানুষের যা প্রয়োজন তা তাদের লাগে। যেহেতু তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়টাই বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে আর মরুভূমিতে কাটাতে হয়, আর যেহেতু তাদের সঙ্গে রান্নাবান্নার লোক থাকে না তাই যেমন ফলমূল জোটে তাই খেয়েই পেট ভরায় যেমন তুই এখন যে খাবারগুলোর কথা বললি তা এখন আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার ভালোলাগা নিয়ে তুই মিছিমিছি ভাবিস না, আর ভ্রাম্যমাণ নাইটদের প্রাচীন নিয়মকানুন ভাঙার চেষ্টা করিস না।

সান্‌চো বলল–ক্ষমা করবেন হুজুর, আমি মুখ্যুসুখ্যু চাষার ছেলে, লেখাপড়া করিনি বলে ওইসব বীর নায়কদের জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবে এবার থেকে আমার ঝোলায় শুকনো ফল রেখে দেব, আপনি খাবেন, আপনি যে কাজ করেন তাতে পুষ্টিকর খাদ্য দরকার কিন্তু আমি তো এলেবেলে, সামান্য কিছু পেলেই আমার চলে যাবে।

ডন কুইকজোট তাকে বলে দিলেন–সান্‌চো, আমি কিন্তু বলছি না যে নাইটরা শুধু ফল খেয়ে থাকে, ওটা ওরা বনে বাগাড়ে সহজেই পেয়ে যায়, তাই বলছিলাম ওটার সঙ্গে শেকড়বাকড় খেয়েও ওদের থাকতে হয়। আর এইসব বুনো ফল, শেকড়বাকড় সম্বন্ধে ওদের প্রচুর জ্ঞান, আমার কথাই ধরনা, আমি ওসব জিনিসের গুণাগুণ সব জানি।

–শেকড় বাকড় লতাগুল্ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে আমরা হয়তো আরও ভালোভাবে থাকতে পারতাম। সান্‌চো এই কথা শেষ করে আবার বলল–এই নিন, খোদার দান। এই বলে তার কাছে যা ছিল ওরা দুজনে আনন্দ করে খেল। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ওরা রাত কাটাবার একটা আস্তানার খোঁজ করতে লাগল। সূর্য ডোবার সঙ্গে ওদের কপালও পুড়ল, পছন্দমতো জায়গা পেল না, অবশেষে ওরা ছাগপালকদের বানানো কিছু তাঁবু দেখতে পেল, ওখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। সান্‌চোর মন খারাপ হয়ে গেল কারণ ও চেয়েছিল বসতিপূর্ণ কোনো জায়গায় থাকতে, কিন্তু তার মালিক খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটাতে চান কারণ তার বিশ্বাস যত বেশি এমন করে রাত্রিযাপন করবেন ততই তার শৌর্যের মহিমা ছাড়িয়ে পড়বে।

১১

ছাগপালকরা খুবই ভদ্রবাবে নাইটকে স্বাগত জানাল, সান্‌চো যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে রোসিনান্তে এবং তার গাধাটাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল। একটি পাত্রে সেদ্ধ হচ্ছে

পাঁঠার মাংস। তার সুগন্ধে সান্‌চোর জিভে জল আসছে। এত খিদে পেয়েছিল সান্‌চোর যে মাংসের টুকরোগুলো কতক্ষণে তার পেটে যাবে তার চিন্তায় ছটফট করছে; কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হলো না, ছাগপালকরা উনুন থেকে মাংস নামিয়ে নিয়ে সবার খাবার ব্যবস্থা করল। ভেড়ার চামড়ার আসন মাটিতে বিছিয়ে ওরা নাইট এবং তার সহচরকে খেতে ডাকল। এই সামান্য খাবারের নিমন্ত্রণ করতে পেরে তারা বেশ তৃপ্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামীণ প্রথানুসারে ওরা ডন কুইকজোটকে একটা পাত্র উপুড় করে বসতে অনুরোধ করল, ওই কাঠের পাত্রটা ছাগলদের জাবনা দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়। ওরা ছিল ছজন, ভেড়ার চামড়ার আসনে গোল হয়ে বসল, সান্‌চো তার মনিবকে পানীয় দেবার জন্যে পাশেই দাঁড়িয়েছিল, শিংয়ের কাপে পানীয় দিল তাকে, এই কাপই ছাগপালকরা ব্যবহার করে।

সান্‌চোকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নাইট বললেন–এখন বোধহয় তুই বুঝতে পারছিস ভ্রাম্যমাণ নাইটরা কেমন আদর পায়, তাদের কাজের জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ লোক খাতির করে, আমার পাশে তোকে বসিয়ে এই সৎ মানুষরা আমাদের এত যত্ন করছে দেখে এই মুহূর্তে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে; এখানে তোর আর আমার মধ্যে কোনো ফারাক নেই, আমি তোর মনিব হলেও আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করছি, এক ডিশে খাওয়া, একই কাপে পান, এটাই ভ্রাম্যমাণ নাইটদের ভালোবাসার নিদর্শন; মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতি না থাকলে হয় না।

সান্‌চো বলে–আপনার দয়ার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার তো এমন অভ্যেস নেই, সম্রাটের পাশে বসে খাওয়ার চেয়ে আমার বেশি আনন্দ হয় যদি একা অনেকটা মাংস খেতে পাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলেও তাতে আমার মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে যায়, আপনাকে মিথ্যে বলব না, একটা সস্তা রুটির সঙ্গে একটা গোটা পেঁয়াজ হলেই আমি কাউকে কিছু না বলে গপাগপ খেতে লেগে যাব, অন্য মানুষের সঙ্গে এক টেবিলে বসে টার্কির মাংস আমার অত ভালো লাগবে না কারণ টেবিলের বাবুরা এক ঘণ্টা ধরে চিবোবে আর মাঝে মাঝে পানীয়ে চুমুক দেবে, হাত আর মুখ মুছবে, জোর করে হাঁচি কাশি চেপে রাখবে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে যা বেরোয় তা ওরা বেরোতে দেয় না; তাই বলছি হুজুর, আপনার এমন দয়ার বদলে সত্যিকারে যাতে আমার উপকার হয় তা করলে আমার আরো ভালো লাগবে। আপনি আমাকে সম্মান দিলেন তার জন্যে আমার অন্তর উজাড় করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তা সত্ত্বেও এমন অধিকার আমি চাই না, এখন থেকে সারাজীবন আমি এসব সম্মান আর অধিকার ছেড়ে দেব।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক আছে এখন এখানে বস, নিচে পড়ে থাকা মানুষ খোদার ইচ্ছায় ওপরে উঠবে। এবং ওর হাত ধরে ডন কুইকজোট পাশে বসিয়ে দিলেন।

ছাগপালকরা ভ্রাম্যমাণ নাইট, শিভালোরি, সহচর সংক্রান্ত বড় বড় আলোচনা কিছু বোঝেনি, ওরা খাইয়ে খুব খুশি, ওদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তাই চেটেপুটে সব খাবারই খেয়ে ফেলল। প্রথম পর্ব খাবার শেষ হওয়ার পর শুকনো ওকফল এবং ইটের মতো শক্ত চিজ দিয়ে এলো দ্বিতীয় পর্ব। মদ পান করার শিং–রে কাপ ওদের হাতে

হাতে ঘুরেছে, কখনো ভরতি কখনো খালি, শেষে ওরা দুই ভিস্তি মদ শেষ করে ফেলল।

পেট ভরে খাওয়ার পর ডন কুইকজোট বেশ খোশ মেজাজে আছেন, একমুঠো ওক ফল হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—ওঃ, কি সুখের দিন ছিল সেই সময় যাকে আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতেন স্বর্ণযুগ! লৌহযুগে সোনার কদর থাকলেও তার জন্যে যুগের এমন নাম হয়নি, সোনার দাম অবশ্যই কম ছিল, কিন্তু সে তো অন্য কথা, ওই সুখের আর সৌভাগ্যের যুগে ভয়ঙ্কর দুটো শব্দ 'তোমার' আর 'আমার' কেউ জানত না; সেই পবিত্র যুগে সব জিনিসই ছিল সবার জন্যে; পুরুষরা হাত বাড়ালেই মুঠোর মধ্যে পেয়ে যেত ওক গাছের সুস্বাদু ফল, এই ফলে ভরে থাকত ডালপালা, মিষ্টি জলের ঝরনা আর উচ্ছল নদীর বিশুদ্ধ রুপোলি জলের কোনো অভাব ছিল না তখন। ফাঁকা গাছে আর পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মৌমাছিদের রাজ্যে তাদের সৃষ্টিশীল শ্রমের ফল ভোগ করত সেই সুসময়ের ভাগ্যবান মানুষ। বড় বড় গাছের ছাল এত সহজেই ছাড়িয়ে নেওয়া যেত সেগুলি দিয়ে খুব সাধারণ কুঁড়েঘরের ছাদ ও বেড়া বানানো হতো যাতে প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে মানুষ নিজেদের রক্ষা করতে পারে। তখন পৃথিবীতে শুধুই ঐক্য, প্রেম, শান্তি আর বন্ধুত্ব; খাদ্যের জন্যে জমি নিয়ে খেয়োখেয়ি কিংবা মায়ের মতো মাটিকে হিংস্রভাবে খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হতো না, মাটি আপন মায়ায় এত ফল ফসল দিত যাতে মানুষের সব দাবি পূরণ হয়ে যেত। মিতব্যয়ী মানুষের অসন্তোষের কোনো কারণই থাকত না। সেই একটা যুগ যখন সুন্দরী যুবতী মেষপালিকারা পাহাড়ে উপত্যকায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত, কখনো খোঁপা বাঁধা কখনো এলো চুলে আর লজ্জা নিবারণের মতো পোশাক পরে সেই মেয়েরা প্রকৃতির সঙ্গে যেন একাত্ম ছিল। এখন সিল্কের নানা রঙের বাহারকে যেমন খুবই অভিজাত আর সুন্দর বলা হয় সেই নিষ্পাপ যুগে তা ছিল না। সারল্যই ছিল সে যুগের সবচেয়ে দামি অলঙ্কার। সে যুগের নানা বর্ণময় পাতা আর ফুলে সজ্জিতা নারীদের সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে যেত আমাদের যুগের অলস নারীদের বিলাসবহুল অলঙ্কার আর রঙিন পোশাকে ঢাকা মেকি সৌন্দর্য; প্রেমিকরা তাদের অন্তরের আবেগ প্রকাশ করত স্বাভাবিক ভাষায় যার মধ্যে থাকত আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা, তাতে বানানো কথার মিথ্যা মালা তৈরি করে খাঁটি বিষয়কে লঘু করে দেওয়া হতো না; যে বিদ্বেষ এবং প্রবঞ্চনা সত্যের মুখোশ পরে আজ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তখন তা ছিল না; একজন ভদ্র মেয়ে যেখানে ইচ্ছে একাই ঘুরে বেড়াতে পারত, লম্পট কামুকদের হাতে পড়বার ভয় ছিল না। কিন্তু এই ভ্রষ্ট সময়ে প্রতারণা আর ঝুরি ঝুরি মিথ্যা পৃথিবীকে বিষিয়ে দিচ্ছে, এখন কোনো সততা কিংবা সম্মানের নিশ্চয়তা নেই; মানুষের কদর্য লালসার কাছে হার মানছে আইনের শাসন, এর থেকে পালিয়ে যাবার জো নেই, ক্রীটের গোলকধাঁধার মতো জটিল এবং অজানা অন্ধকারে ডুবে মরতে হবে, পালিয়ে গিয়ে সততা রক্ষা করা যায় না। এইভাবে মানুষের আদিম সততার দৈনন্দিন পরাজয়, অত্যাচার আর অনাচারের শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় প্রতিষ্ঠার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে প্রতিহত করবে ভ্রাম্যমাণ নাইট। কুমারীর সম্ভ্রম আর বিধবার জীবনরক্ষা করবে সে। অনাথ আর সমস্ত অসহায় মানুষের একমাত্র আশ্রয়

নাইট। আপনারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সৎ বন্ধু, আপনাদের বলছি আমি একজন সেইরকম নাইট, যদিও স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ আমাকে সম্মান করতে বাধ্য কিন্তু আপনারা সেইসব ছকবাঁধা প্রথানুগ নিয়মকানুন না জেনেই আমাকে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছেন তাতে আমি অভিভূত, সেইজন্যে আপনাদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই লম্বা বক্তৃতা না দিলেও চলত, বললেন আমাদের নাইট, কিন্তু ওক ফল দেখে তার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করেছিল সেই প্রাচীন সময় যাকে সবাই বলে স্বর্ণযুগ, ছাগপালকদের সেসব সুখের কথা শোনাতে তার ভালো লাগছিল, ওরা চুপচাপ শুনেছে, কিন্তু সবকথা ঠিক বোঝেনি, দুর্বোধ্য ঠেকেছে। তাদের মতো সান্‌চো নীরব থেকেছে আর ওক ফল খেয়েছে, মদের দ্বিতীয় ভিস্তিটা ঠাণ্ডা রাখার জন্যে একটা গাছের ডালে টাঙানো আছে, মাঝে মাঝে সান্‌চোর চোখ ওটার ওপরই ঘোরাফেরা করেছে। রাতের খাবারের চেয়ে ডন কুইকজোটের মন ছিল তার লম্বা বক্তৃতায়। তার কথা শেষ হলে একজন ছাগাপলক তাকে নাইট, হুজুর বলে সম্বোধন করে বলল–আপনারা আমাদের অতিথি, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আপনাদের অভ্যর্থনা করছি আন্তরিকভাবে, এখন আমাদের এক ছেলে আপনাদের একটি গান শোনাবে, সে এখুনি এসে পড়বে, খুব সৎ নিষ্ঠাবান ছেলে, এখন প্রেমে পড়েছে। শিক্ষিত ছেলে, লিখতে পড়তে পারে, 'রাবেল' (এক রকমের তার–যন্ত্র, সেই যুগের গ্রামীণ জীবনে বহুল প্রচলিত) বাজাতে পারে, ওর বাজনার সঙ্গে গান সবারই ভালো লাগে। ছাগপালকের কথা শেষ হতে না হতেই সাদাসিধে গ্রাম্য ছেলেটির বাজনা শোনা গেল, তার বয়স বাইশ বছর হবে। ছাগপালক জিজ্ঞেস করল সে রাতের খাবার খেয়েছে কিনা, সে বলল তার খাওয়া হয়ে গেছে।

তাহলে, ভাই আনতোনিও, আমাদের অতিথিকে একটা মিষ্টি গান শোনাও এঁরা জানবেন আমাদের মধ্যে একজন গায়ক আছে যদিও আমরা বনে জঙ্গলেই বাস করি। তোমার কথা আগেই বলেছি, এবার আমাদের কথা রাখার জন্যে একটা ভালো গান ধর, তোমার গুণী চাচা যে গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা খুব সুন্দর, গাও।

ওক গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ছেলেটি বলল–আর বলতে হবে না, আমি গাইছি,–বলে সে এই গানটি গাইল।

আনতোনিও
চোখের ভাষায় তুমি বলো না
তবু আমি জানি, ওলাইয়া
তোমার মন কী বলে।
তুমি আমার প্রেম, ওলাইয়া,
নিষ্পাপ প্রেমে খোদা সহায়
কেন তবে আর লজ্জা ঘৃণা ভয়?
আমায় ফাঁকি দিতে চাও বুঝি
তবু আশায় বাঁধি বুক
হে খোদা, প্রবল জোয়ার এনে দাও।

সুতীব্র উজ্জ্বল মাধুরী দহন
কিছুতেই নেভে না কখনো
প্রেমের শহীদ আমি
জানি ব্যর্থ হবে না এ মরণ-পণ।
পোশাকের জেল্লায় আর নাচের ছন্দে
প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে গড়ায়
আমার প্রেমের হার নেই
নিদ্রা নয়, শুধু স্বপ্ন আছে
প্রেম নিয়ে, তোমাকে নিয়ে।
আতি কতটা ভালোবাসি তোমায়
বলব কীভাবে, বলো ওলাইয়া
জলপরীদের উপেক্ষা কত
তবু আমার নেই কোনো ভয়।
কত শত্রু আমায় ঘিরে
তবু ভুলি না তোমার সুন্দর মুখ
চেয়ে থাকি, পাই সমুদ্র-সমান সুখ।
তেরেসার বাঁকা কথা কত
তোমার ঈর্ষায় জ্বলে তার প্রাণ
আমি তো টলি না একটুও
জানি, ওলাইয়া, অন্য কেউ নয় তোমার সমান
মিছিমিছি ওরা আমাকে রাগায়
আমার দু' মুখ দেখেনি কেউ
তবে কেন রাঙা হও লজ্জায়?
আমার সয় না এত জ্বালা
প্রেম যেন হৃদয়ে আমার
জাগায় অচেনা, অন্য অনুভব
হায়! আমি তো চাই না
কোনো অবৈধ মিলন
কোনো পাপ ছোঁয়নি আমার মন
তবে চল মিলিত হই দুজনায়
সুখের বিবাহে বপন করি সুখ
জীবনের ভিন্ন সাধনায়

এখানেই শেষ হলো আনতোনিওর গান। ডন কুইকজোট আর একখানা গান গাইতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সান্চোর এত ঘুম পেয়েছে যে মনিবকে বলল যে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। সে বলল-হুজুর, এখন শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, রাতের বিশ্রাম আপনার দরকার; তাছাড়া এরা সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত, গান শোনায় জন্যে জেগে না থেকে ঘুমোতে পারলে ওদেরও বিশ্রাম হবে।

ডন কুইকজোট বললেন–হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, বারবার মদের বোতলের দিকে তাকানো দেখেই বুঝেছি গান শোনার চেয়ে ঘুমের প্রতি তোর টান বেশি।

সান্‌চো বলে এমন সুস্বাদু মদের জন্যে আমরা ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ডন কুইকজোটের উত্তর–ঠিক বলেছিল, এখন যা, একটা পছন্দমতো জায়গা দেখে ঘুমিয়ে পড়; আমার কথা আলাদা। আমার যা পেশা তাতে ঘুমের চেয়ে জেগে সারারাত সবদিকে লক্ষ্য রাখায় বেশি আনন্দ, যাকগে, ঘুমোতে যাবার আগে আমার কানের ব্যাণ্ডেজটা আবার বেঁধে দিয়ে যা, যন্ত্রণাটা বড্ড বাড়ছে, সান্‌চো কানের ক্ষতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গেলে একজন ছাগপালক ওটা দেখে নাইটকে বলল যে তার কাছে একটা অব্যর্থ ওষুধ আছে যাতে তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা কমে যায়; ওখানে প্রচুর জন্মায় যে হলুদ রঙের গাছ তার কয়েকটা পাতা হাতে ঘষে একটু নুন মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বেঁধে দিল, বলল যে এর চেয়ে ভালো ওষুধ হয় না; আর সত্যিই তাই, অল্পক্ষণ পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

১২

যে যুবকটি অন্য গ্রাম থেকে ওদের জন্যে খাবার দাবার নিয়ে আসে সে ছাগপালকদের উদ্দেশ্যে বলল–তোমাদের এখানে কী হয়েছে জান? ওদের একজন বলে–আমরা জানব কেমন করে? যুবক বলতে শুরু করল–তাহলে শোনো, আজ সকালে গ্রিসোসতোমো নামে মেষপালক ছাত্রটি মারা গেছে। লোকে বলছে, ধনী গিইয়ের্মোর শয়তান মেয়ে মার্সেলার প্রেমে পড়ে এই দশা হলো ছেলেটার। মেয়েটা মেষপালিকার ভেক ধরে এধার ওধার ঘুরে বেড়াত।

একজন জিজ্ঞেস করল–মার্সেলার জন্যে মরল?

সে বলল–তবে আর বলছি কী? শোনা যাচ্ছে উইলে লিখেছে পাহাড়ের কোলে একজন মুরের মতো যেন তাকে কবর দেওয়া হয়। সেই বড় গাছটার তলায় সেখানে ওই মেয়ের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। আরো অনেক কিছু লিখে রেখে গেছে, তবে গাঁয়ের পাদ্রি বলছে ওসব মানা যাবে না কারণ ওসব প্যাগান যুগে চলত, খ্রিস্টান মতে যতটুকু সম্ভব সেইটুকুই করা হবে; কিন্তু ওর বন্ধু আরেক ছাত্র আমব্রোসিও মেষপালকের পোশাক পরে থাকে, বলছে গ্রিসোসতোমো যা লিখে রেখে গেছে তা অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। এই নিয়ে সারা গাঁয়ে হইচই হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমব্রোসিও এবং মেষপালকরা যা চায় সেইরকমভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রিসোসতোমোর দেহ সমাধিস্থ করবে আর সেটা দেখার মতোই একটা ঘটনা। যদিও কাল আমার এখানে আসার কথা নয় তবুও ব্যাপারটা কেমন জমে দেখতে আসব।

ছাগপালকরা সবাই বলল–আমরাও যাব, লটারিতে ঠিক হবে ছাগল দেখাশোনার জন্যে কে থাকবে। ওর কথায় খুব খুশি একজন ছাগপালক বলল–ঠিক, ঠিক বলেছিস পেদ্রো, কিন্তু তোদের অত কিছু করতে হবে না, আমি থাকব, আমার দয়ামায়া নয়, আমার যে দেখার ইচ্ছে নেই তাও নয়, আসলে পায়ে কাঁপা ফুটে আছে, অতদূর হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারব না। পেদ্রো বলল—ধন্যবাদ। এদের মুখে এসব শুনে ডন কুইকজোট জানতে চাইলেন কে মারা গেছে এবং পুরো ঘটনাটা পেদ্রোর কাছে শুনতে চাইলেন।

পেদ্রো বলল, সে যা জানে তা হলো মৃত ব্যক্তি একজন ধনী শিক্ষিত যুবক কাছাকাছি ওদের বাড়ি, সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর সে লেখাপড়া করেছে, ফিরে আসার পর ওকে শিক্ষিত এবং পণ্ডিত বলে গ্রামের সবাই মান্য করত। তারপর ও বলল—সবচেয়ে বলার মতো কথা হলো যে আকাশের বিজ্ঞান অর্থাৎ নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ এসব বিষয়ে ওর খুব জ্ঞান ছিল। সূর্য বা চাঁদ কীভাবে ঢাকা পড়ে সব জানত। ডন কুইকজোট বললেন—আমরা একে বলি গ্রহণ লাগা। গ্রহণের সময় সূর্য বা চাঁদ ঢাকা পড়ে যায়। পেদ্রো এতসব বোঝে না। ও বলতে লাগল—ছেলেটা এত লেখাপড়া করেছিল যে আগেই বলে দিতে পারত কোনো বছর খুব ফসল হবে আর কোনো বছর কিছুই ফলবে না। ওর কথাবার্তার ভুল শব্দ ঠিক করে দিলেন ডন কুইকজোট। ওর কথা শুনে ওর বাবা-মা আর বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক পয়সা করেছিল, ও বলে দিত—এ বছর গম না লাগিয়ে যব বোনো; পরের বছর যব চাষ না করে মটর লাগাও; পরের বছর তেল হবে, তিন বছর পর এক ফোঁটাও তেল পাবে না। যা বলত সব ফলত—এই কথাগুলো পেদ্রোর মুখে শোনার পর ডন কুইকজোট বললেন—এটা একটা বিজ্ঞান, এর নাম জ্যোতিষশাস্ত্র।

পেদ্রো বলল—ওসব আমি বুঝি না, তবে এটুকু জানি যে ওর খুব জ্ঞান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোবার পর আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে লম্বা পোশাক পরে তা ছেড়ে একদিন সকালবেলায় মেষপালকের পোশাক পরে একদঙ্গল ভেড়া চরাচ্ছে। সেইসময় ওর সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু আমব্রোসিও নামে ছেলেটাও মেষপালক হয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, যে ছেলেটা মারা গেছে সে খুব ভালো পদ্য লিখতে পারত, ও ক্যারল-গান লিখে দিত, আমরা বড়দিনের আগের দিন একসঙ্গে গাইতাম; ছোট ছেলেরা বড়দিনে অভিনয় করবে বলে সে নাটক লিখে দিত আর সবাই তারিফ করে বলত এর চেয়ে ভালো নাটক হয় না। গ্রামের লোকেরা ওই দুই বন্ধুর মেষপালকের ভূমিকা ও পোশাক দেখে অবাক হয়েছিল কিন্তু কেউই বুঝতে পারত না কেন এমন পরিবর্তন।

এর কিছুদিন আগে ওর বাবার মৃত্যু হয় এবং তাঁর সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয় একমাত্র ছেলে গ্রিসোসতোমো। এত জমিজমা, পশু, নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিস মিলিয়ে এই বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যই সে। সবার প্রিয়, সৎ এবং দরিদ্র মানুষের বন্ধু অমায়িক এই যুবকের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় খোদার আশীর্বাদধন্য সে মুখ। শেষে জানা গেল মেষপালিকা মার্সেলার প্রেমে পড়ে সে দিশেহারা হয়ে নিজের বেশ বদলে নিল যাতে পাহাড়ে, মাঠে ওই মেয়ের কাছে ঘেঁষতে পারে। এখন এমন একটা ব্যাপার বলব যা আপনারা জীবনে শোনেননি আর সার্না যতদিন বেঁচেছিল ততকাল বাঁচলেও এমন ঘটনা জানতে পারবেন না।

ছাগপালকের উচ্চারণ যথাযথ হয়নি বলে ডন কুইকজোট একটু রাগতভাবেই বললেন—বল সারা, সার্না নয়। (আব্রাহমের স্ত্রী সারা ১০৭ বছর বেঁচে ছিল) উত্তরে

পেদ্রো বলে–কথায় কথায় এমন ভুল ধরলে এক বছরের মধ্যেও আমার গল্পটা শেষ হবে না। ডন কুইকজোট বলেন–মাফ করো বন্ধু, আমি বলতে চাইছিলাম সার্না আর সারা শব্দ দুটি এক না। তুমি ঠিকই বলেছ সারা'র চেয়ে সার্নার আয়ু বেশি। কারণ সার্নার অর্থ হচ্ছে চুলকুনি। যাইহোক গল্পটা বলে যাও, আমি আর বাধা দেব না।

পেদ্রো বলল–ঠিক আছে আমি বলছি। আপনি আমাদের নাইট, আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমাদের এই গাঁয়ে গিইয়ের্মো নামে একজন ছিল যার সম্পত্তি টাকা-পয়সা গ্রিসোসতোমোর বাবার চেয়েও বেশি; তার একটিমাত্র মেয়ে, ওর মা মেয়ের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, এমন দয়াময়ী মহিলা এ অঞ্চলে আর দুটি হবে না। আমার চোখে ভেসে উঠছে তার সুন্দর মুখখানা, মায়ামাখানো মুখের একদিকে সূর্য আরেকদিকে চাঁদ। সে ছিল মায়ের মতো, গরিব লোকদের এত ভালোবাসতো কী বলব, তাই আমার মনে হয় মরণের পর অবশ্যই তার স্বর্গবাস হয়েছে। হায় ভগবান! বউয়ের মৃত্যুর পর গিইয়ের্মো যেন একেবারে ভেঙে পড়ল আর কিছুদিনের মধ্যেই তারও জীবন শেষ হয়ে গেল। বাড়িঘর, সোনাদানা, জমিজমা, যা যা ছিল সব পেল ছোট্ট মেয়েটা। ওরই নাম মার্সেলা, তার দায়িত্ব পড়ল কাকার ওপর যে আমাদের গাঁয়ের প্যারিশ চার্চের পাদ্রি। মেয়ে একটু একটু করে বড় হলো, যেমন সুন্দরী তেমনি তার চালচলন, ব্যবহার, ওকে দেখে ওর মাকেই যেন দেখছি মনে হয়, মায়ের সঙ্গে এত মিল। যাইহোক সবাই বলত মাকেও ছাড়িয়ে যাবে মেয়ে; আর ঠিক তাই হলো; চৌদ্দ-পনের বছর বয়স হতেই সে এমন রূপবতী হয়ে উঠল যে, সবাই বলত খোদার আশীর্বাদ ছাড়া এমন রূপ মানুষের হয় না। তার ফলে হলো কী পুরুষমানুষ ওকে দেখলেই প্রেমে পাগল হয়ে যেত। কাকা ওকে চোখে চোখে রাখত ঠিকই, তবুও তার রূপ আর সম্পত্তির কথা চারপাশে রটে গেল, আমি ঠিক বলতে পারব না কতজন পুরুষ ওর প্রেমে পড়েছিল, অনুমানে মনে হয় এ গাঁয়ের সব জোয়ান ছেলেই ওর কাকাকে তাদের ভালোবাসার কথা বলেছিল আর বিয়েও করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আমাদের গাঁ ছাড়াও দূর-দূরান্তের ভালো ভালো ছেলেরা, এমনকি সবচেয়ে ভালো ছেলেটাও মেয়ের কাকাকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল, সবার ওই এক আবদার। বিয়ের বয়স হয়েছে বলে চাচা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে বিয়ে দিয়ে দিতে পারত কিন্তু সে একজন সৎ খ্রিস্টান, মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তা করতে তার মন সায় দেয়নি, আবার সম্পত্তির লোভে ভাইঝির বিয়ে আটকে রাখবে তাও চায়নি। তার সততার জন্যে গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বর আর চার্চের সবাই তাঁর প্রশংসা করেছে বারবার। হুজুর, আপনি তো ভ্রাম্যমাণ নাইট, সবই জানেন তবুও বলছি যে এই ছোট্ট গাঁয়ে কি আশেপাশে একটা কথা চাউর হলে খুব তাড়াতাড়ি সবাই তাই নিয়ে মেতে ওঠে, তর্ক করে, দোষ ধরার চেষ্টা করে, বুঝলেন তো। কিন্তু ওই মেয়ের কাকা ইচ্ছে করলে প্যারিশ চার্চের সবাইকে দিয়ে কোনো কথা কবুল করিয়ে নিতে পারত।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক, ঠিক বলেছ পেদ্রো, তুমি সরল মানুষ, বলছ ভালো, অতএব চালিয়ে যাও, বেশ লাগছে।

পেদ্রো বলতে লাগল–খোদার নাম করে বলছি হুজুর, এতে কোনো খাদ নেই, তাই বলছি কাকা কখনো তার ভাইঝির বিয়ের বিপক্ষে ছিল না, এ কথা আমি আপনাদের

আগেই বলেছি সেইজন্যে মেয়েকে বলল কোনো ছেলে কেমন, কার কত সম্পত্তি, আর যা যা বলার দরকার বলে মেয়ের জবাব চাইল। মেয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ ভেবে বলল, বিয়ের বয়স তার পার হয়নি, এই বযসে বিয়ে করে সংসারের দায়দায়িত্ব সে সামলাতে পারবে না। তারপর সে চাচাকে বলল, এ ব্যাপারটা যেন তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, সে যখন মনের মতো কাউকে পাবে তখন বিযে করার কথা ভাববে। মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা-মায়ের কিছু বলা উচিত নয় ভেবে কাকা তার কথাই মেনে নিল কারণ কাকাটি বড় সৎ ব্যক্তি।

তারপর যা হলো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, সে স্বাধীনতা পেল আর নিজের ইচ্ছেমতো অন্যান্য মেষপালিকার সঙ্গে মিশে নিজেও তাই হয়ে গেল। ফলে অবস্থাটা আরো দশগুণ খারাপ হলো, তাকে এমনভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেখে ধনী শিক্ষিত যুবক থেকে শুরু করে বিত্তবান কৃষক সবাই মেষপালকের ছদ্মবেশে ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি আগে আপনাকে বলেছি ওদেরই একজন হচ্ছে গ্রিসোসতোমো যে আজ মৃত, লোকে বলে সে নাকি শুধু ভালোবাসত তাই নয়, ওকে পুজো করত। যাইহোক মার্সেলা স্বাধীনভাবে এমন জীবন বেছে নিয়েছিল, কখনো কোনোভাবে তার মর্যাদা হারায়নি, কারও সঙ্গে সে চপলতা করত না, আগেও যেমন এখনো তেমনি লজ্জাশীলা সে, কেউ তাকে এমন অপবাদ দিতে পারবে না যে সে কারো সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, নিজের সম্মান রাখার ব্যাপারে খুব লক্ষ তার। মেষপালকদের সঙ্গে সে খুব ভালো ব্যবহার করত, কিন্তু কেউ এক পা এগিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করামাত্র সে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করত। আর এইভাবে সেই মেয়ের রূপের ঝলক প্লেগের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি করল এইসব গাঁয়ে, ওর স্বভাবজাত ভদ্রতা আর মদির চাহনি দেখে পুরুষমানুষের বুকে প্রেম উথলে উঠতে লাগল; ওর দৃঢ় এবং কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পুরুষের মন ভেঙে দিল আর অনেকে হতাশায় গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু শেষকালে যা হয় হতভাগ্য ব্যর্থ প্রেমিকের দল নানা অভিযোগ শুরু করল, অভিযোগগুলো ভয়ঙ্কর; মেয়েটিকে নিষ্ঠুর নির্দয়, অকৃতজ্ঞ এবং আরও নানা কটুকথা বলে বেড়াতে লাগল; এখন সেইসব পুরুষদের এমন করুণ অবস্থা যে কী বলব! হুজুর আপনি যদি কখনো এখানে থাকতেন শুনতে পেতেন এইসব পাহাড় আর উপত্যকা হতাশ প্রেমিকদের দীর্ঘশ্বাস আর বিলাপে পুর্ণ হয়ে রয়েছে। তবুও ওরা মেয়েটির পিছু ছাড়ছে না। আমাদের গাঁ তো বেশি দূর না, ওখানে দু' ডজনেরও বেশি বীচ গাছ আছে, আপনি যদি যান দেখবেন ফাঁকা ডালে মার্সেলার নাম কতবার যে খোদাই করা আছে কে জানে; কোনো কোনো গাছে তার নামের ওপর একটা মুকুট করা আছে যেন মার্সেলার মাথায় ওটা পরিয়ে দেখানো হবে যে মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের শিরোপা তার প্রাপ্য। এক প্রেমিক মেষপালক দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আরেকজন একটু দূরে নিজের মনে বিড়বিড় করছে, এক প্রেমিক হাত কচলাচ্ছে, অন্যজন হয়তো অভিযোগ করেই যাচ্ছে। একজনকে দেখবেন পাহাড়ের নিচে ওক গাছের তলায় শুয়ে কেঁদে কেঁদে নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছে, নিজের মনে কী বলতে বলতে সকাল পর্যন্ত কাটাল; আরেকজন দুপুরের অসহ্য গরমে বালির ওপর শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে গভীর

বিষাদের হাহাকার দেবতাকে নিবেদন করছে। এত সব হাহুতাশ আর হাপিত্যেশ মার্সেলাকে স্পর্শ করে না, কঠিন ধাতুতে গড়া তার মন। আমরা তো ওর এমন উদাসীন নির্লিপ্ত আচরণ দেখে বুঝতে পারি না কপালে কী লেখা আছে, কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ যার মোহে ওই মেয়ে মুগ্ধ হয়ে ধরা দেবে। এইসব আমি আমাদের ওই বন্ধুর কথাই বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে গ্রিসোসতোমোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী ওই সুন্দরী; আপনি কল ওর সমাধির সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। আপনার পক্ষে যাওয়া বেমানান হবে না কারণ ওর অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে, জায়গাটাও বেশি দূর না, আধ লিগ্‌ও হবে না।

ডন কুইকজোট সব শুনে বললেন– আমি যেতে চাই ওখানে আর এই কাহিনীটা তুমি এত ভালোভাবে শোনালে বলে আমি কৃতজ্ঞ, খুবই ভালো লেগেছে আমার।

ছাগপালক বলল–ওঃ, হুজুর ওই নারীর অহঙ্কার যে বিপদ ঘটিয়েছে তার অর্ধেকও আমি জানি না, কাল যাবার পথে কোনো মেষপালকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই আর ওর কাছে আরও কত কী শুনবেন। যাক, অনেক রাত হলো, আপনি তাঁবুর ভেতর গিয়ে বিশ্রাম নিন, খোলা আকাশের নিচে ঘুমোলে আপনার কানের ব্যথাটা বাড়তে পারে, অবশ্য আমি যে মোক্ষম ওষুধটা দিয়েছি তাতে আর ভয়ের কোনো কারণ নেই।

সান্‌চো পান্‌সা লম্বা গল্প শোনার ধৈর্য দেখে তার মনিবের ওপর খুব খুশি হয়নি। সে তাকে পেদ্রোর তাঁবুতে ঘুমোতে যাবার অনুরোধ করল। কিন্তু ওখানে শুলেও ডন কুইকজোটের ঘুম হলো না, মার্সেলার প্রেমিকদের মতো সারারাত দুলসিনেয়ার কথা ভাবতে লাগলেন। সান্‌চো পান্‌সা রোসিনান্তে আর তার গাধার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ব্যর্থ প্রেমিকের নিশিযাপন নয়, সকালে লাথি ও ঘুসি খেয়ে বড় পরিশ্রান্ত এক সাধারণ ভৃত্য।

AMARBOI.COM

১৩

পুবের ঝুল বারান্দায় সবেমাত্র দিনের আলো দেখা দিয়েছে, ছ'জন ছাগপালকের মধ্যে পাঁচজন ঘুম থেকে উঠে ডন কুইকজোটকে বলতে গেল যদি তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রিসোসতোমোর সমাধি দেখতে যান তাহলে ওরাও সঙ্গে যাবে। ডন কুইকজোটের যাবার ইচ্ছে খুবই, ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে সান্‌চোকে ঘোড়া আর গাধাকে প্রস্তুত করতে বললেন এবং তারপর সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এক লিগের এক-চতুর্থাংশ পথও বোধহয় ওরা যায়নি এমন সময় দুটো রাস্তার মোড়ে দেখল ছজন পশুপালক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, ওদের গায়ে কালো চামড়ার জামা, মাথাগুলো সাইপ্রেস এবং করবীর শাখা দিয়ে ঢাকা অর্থাৎ ওরা শোকগ্রস্ত মানুষ, ওদের হাতে শোকের চিহ্নস্বরূপ লম্বা লাঠি। দুজন ভদ্রলোক ঘোড়ার পিঠে, সঙ্গে যাচ্ছে তিনজন মজুর, হেঁটে। কাছাকাছি এসে ওরা সবাই সবাইকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করল এরা কোথায় যাচ্ছে; এরাও সেই সমাধিস্থলের দিকে যাচ্ছে শুনে সবাই একসঙ্গেই যেতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের একজন অশ্বারোহী তার সঙ্গীকে বলল—বুঝলে ডিভালোদো, এরা যা বলল তাতে সমাধিটা দেখার মতো কারণ পশুপালিকা এক প্রেমিকার কাছে আঘাত পেয়ে পশুপালক যুবকটি মারা গিয়েছে। একটা অদ্ভুত ঘটনা, তাই না?

ডিভালোদো বলল—এটা দেখার জন্যে দরকার হলে আমি চারদিন পর্যন্ত থেকে যেতে পারি। না দেখলে আফসোস থেকে যেত।

ওদের কথাবার্তার সূত্র ধরে ডন কুইকজোট জানতে চাইলেন মার্সেলা আর গ্রিসোসতোমো সম্বন্ধে তারা কী বা কতটুকু শুনেছে। পথচারী ভদ্রলোক বলল যে ভোর বেলায় শোকের পোশাকে কয়েকজন পশুপালককে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছে যে এক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে এক যুবক মারা গেছে, সুন্দরীর নাম মার্সেলা আর মৃত যুবকের নাম গ্রিসোসতোমো। আসলে আগের রাতে পেদ্রোর কাছে ডন কুইকজোট যা শুনেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করল।

প্রসঙ্গ বদলে গেল। ডিভালোদো নামে ভদ্রলোক ডন কুইকজোটকে জিজ্ঞেস করল কেন এমন শান্তির দেশে তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছেন। ডন কুইকজোট তাকে বললেন—আমার যা পেশা তাতে এমনভাবেই থাকতে হয়। শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন সেইসব নরম শান্তিপ্রিয় মানুষদের জন্যে যারা আয়েশে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু কঠোর শৃঙ্খলা, দিবারাত্র পরিশ্রম, অশান্তি আর অস্ত্রসজ্জা তাদের জন্যে যারা ভ্রাম্যমাণ নাইটের কঠিন পেশা গ্রহণ করেছে যদিও আমি এই পেশার সামান্য মানে অতি নগণ্য এক মানুষ।

এই কথাগুলো শোনামাত্রই ওরা বুঝতে পেরেছে সশস্ত্র এই মানুষটি পাগল; কতটা এবং কী ধরনের পাগল যাচাই করার জন্যে ডিভালোদো ওঁকে জিজ্ঞেস করে ভ্রাম্যমাণ নাইট ব্যাপারটি কী?

ডন কুইকজোট বললেন—আপনারা ইংলন্ডের ইতিহাস পড়েননি? রাজা আর্তুরো (আর্থার) যাকে আমাদের দেশের কাহিনীতে বলা হয়েছে রাজা আর্তুস, তাঁর অনেক কীর্তির ইতিহাস আছে; ইংলন্ডের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই রাজার মৃত্যু হয়নি কিন্তু ইন্দ্রজালের প্রভাবে সে কাকে রূপান্তরিত হয় কিন্তু পরে একসময় সে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন, সেইসময় থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজরা কাক হত্যা করেন। এই সৎ রাজার রাজত্বকালে নাইটদের গোলটেবিল স্থাপিত হয় আর সেই সময়ের বিখ্যাত প্রেম কাহিনী সকলেরই জানা, রানি হিনেব্রা (গিনেভার) আর 'সরোবরের লানসারোতের' (স্যর ল্যানসিলট) প্রেমের মধ্যস্থতা করেছিলেন অতি শ্রদ্ধেয়া প্রাজ্ঞ মহিলা কিনতান্যোয়না যার থেকে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত রোমান্স আর আমাদের স্পেনে লোকে গায়,—

এমন নাইট আর এত প্রেম
ছিল না সুন্দরীর অত টান
তাই লানসারোতে নিজে
দেশ ছেড়ে চলে যান।

এই প্রেমের গল্প এমন সুন্দর আর মিষ্টি যা সচরাচর শোনা যায় না। আর সেই নায়কের যুদ্ধের ইতিহাসও চমকপ্রদ। তখন থেকে শিভালোরি সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে

ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তারপর শোনা গেল আমাদিস্ দে গাওলার শৌর্য আর সাফল্যের কাহিনী, তার পুত্র এবং প্রোপৌত্ররা এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে পাঁচ পুরুষের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করে। তারপর প্রখ্যাত বীর ইরকানিয়ার ফ্লোক্সিমার্তে, আর উচ্চপ্রশংসিত তিরান্তে এলো ব্লাঙ্কো (শ্বেতাঙ্গ তিরান্তে) এবং আমাদের এই সময়ে যে অপরাজেয় নাইটের কথা খুব আলোচনা করি তার নাম দন বেলিয়ানিস। ভদ্রমহোদয়গণ, এই হলো নাইটদের কথা, শিভালোরি সংস্কৃতির সামান্য পরিচয়, আর আগেই আমি আপনাদের বলেছি এই বীরেরা যে পথে গিয়েছেন আমি সেই পথই অনুসরণ করি। এইসব স্বল্প জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অথবা নির্জন স্থানে আমি নির্ভীক নাইটের মতো দুর্বল আর অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াই। অবিচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

ওই পথচারীরা যেমন ভেবেছিল, ডন কুইকজোটের পাগলামি সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না, তবে সবাই যেমন তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় এরাও তাই হলো, এত গল্প ওরা জানত না। এদের মধ্যে ডিভালোদো বুদ্ধিমান এবং রসিক, সামান্য যে পথ বাকি আছে সেটা এমন সব গালগল্প শুনে কাটাবে বলে পাহাড়ের পথে উঠতে উঠতে সে বলল–

'সেন্যোর নাইট, আমার মনে হয় আপনার পেশার জগৎ বেশ রোমাঞ্চকর এবং বিপজ্জনক, কার্থুনিও সন্ন্যাসীদের জীবনেও এত ঝুঁকি থাকে না।

আমাদের নাইট ডন কুইকজোট বললেন–ঝুঁকি থাক বা নাই থাক আমাদের মতো এত জরুরি নয় ওদের কাজ। আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন যে একজন সৈনিক তার ক্যাপ্টেনের আদেশ পালন করে। বলতে চাইছি যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মানুষরা শান্তি আর সুস্থিতির মধ্যে পৃথিবীর মানুষের জন্যে খোদার প্রার্থনা করে; কিন্তু সৈনিক এবং আমরা নাইটরা মানুষের প্রয়োজন রূপায়িত করি, বাহুবলে তাদের রক্ষা করি, এ কাজ আমরা কোনো নিভৃত কক্ষে বসে করি না, খোলা আকাশের তলায় প্রখর সূর্যকিরণের দাবদাহে শরীর পুড়িয়ে আর শীতের জমাট ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা কর্তব্য পালন করি। আমরা তাই খোদার বিশ্বস্ত সৈনিক, তাঁর ইচ্ছেয় যে বিচার মানুষের পাওয়া উচিত তা বলবৎ করার জন্যে অস্ত্র ধরি। যুদ্ধ বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কাজ ঘরে বসে করা যায় না; বাইরের মাটিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা এমন পেশা গ্রহণ করে তারা কঠোর পরিশ্রম করে, খিদেতেষ্টা সহ্য করে, বিনিদ্র রাত কাটিয়ে কাজ করে যায়, আর সাধু-সন্ন্যাসীরা এক নিরাপদ ঘরে বসে শান্ত সমাহিত হয়ে খোদার প্রার্থনা করে যদি মানুষের কিছু মঙ্গল হয়। সুতরাং যোদ্ধা বা নাইটের কাজ অনেক বেশি কঠিন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। ভদ্রমহোদয়গণ, এমন কথা আমি বলছি না যে ভ্রাম্যমাণ নাইট একজন সাধুর মতো উচ্চাঙ্গের চিন্তা করতে পারে, বলছি আমাদের কাজে দেহের ঘাম ঝরাতে হয়, সবরকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়। অতীতে নাইটরা অনেক বিপজ্জনক অভিযানের সম্মুখীন হয়েছেন আর তাদের মধ্যে যদি কেউ রাজা বা সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন তাও অনেক রক্ত আর ঘামঝরানোর বিনিময়ে। অনেক সময় সফল নাইট ঐন্দ্রজালিকের শয়াতিন বুদ্ধিতে বেশ কষ্টভোগও করেছেন। তাই ভ্রাম্যমাণ নাইটের পথ শুধু গোলাপ পাপড়ি বিছানো নয়, আছে অনেক কাঁটা।

পথচারী বলে–বিপদের দিকটা নিয়ে যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত কিন্তু একটা ব্যাপার মানতে পারি না, নাইটরা কোনো সাফল্য অর্জন করলে কিংবা ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অভিযানের সম্মুখীন হলে একজন সৎ খ্রিস্টানের মতো খোদাকে স্মরণ না করে তাদের প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে শক্তি সঞ্চয় করতে চান, এটা তো ধর্মবিরোধিতার নামান্তর।

ডন কুইকজোট বলেন–এতদিন ধরে শিভালোরির যে ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি–ধারা গড়ে উঠেছে তাতে এটাই প্রথা যে সাফল্য কিংবা অসাফল্য যাই ঘটুক নাইট তার প্রেমিকার মায়াভরা চোখ কল্পনা করে সুখ এবং উদ্যম পায়, বিপদে যেমন সেই নারী উৎসাহ যোগায়, সফল অভিযানে সে খুশি হয়। প্রেরণা পায় বলেই নাইটরা প্রেমিকার কাছে আবেদন জানায়, তার অর্থ এই নয় যে তারা খোদাকে অবজ্ঞা করে। এটা আপনার ভুল ধরণা। কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিংবা অভিযানের মধ্যেও তারা খোদাকে স্মরণ করার অনেক সময় পায়।

পথচারী বলে–এ বিষয়ে আমি বই পড়ে দেখেছি দুজন নাইটের কথা কাটাকাটি থেকে ক্রোধ এবং তারপর ক্রোধোন্মত্ত একজন আরেকজনের দিকে তেড়ে গেল, হয়তো কেউ কাউকে ঠিকমতো আঘাত করতে পারল না, তারপর আবার দুজন দুজনের দিকে তেড়ে গেল, সম্মুখসমর, এমন সময় তারা প্রেমিকাদের স্মরণ করছে, তারপর কিছুক্ষণ লড়াই হবার পর একজন মারা গেল, তার আর খোদাকে ডাকাই হলো না। যে সময়টায় এই নাইট প্রেমিকাকে ডাকছিল সেই মুহূর্তে একজন সৎ খ্রিস্টান ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত ছিল। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার বলার আছে যে প্রত্যেক নাইটের প্রেমিকা থাকবে এমন তো নাও হতে পারে, হয়তো কারো জীবনে প্রেম আসেইনি।

ডন কুইকজোট বলেন–না, না, এমন হয় না। নক্ষত্রহীন আকাশ যেমন আমরা ভাবতে পারি না, তেমনি শিভালোরি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নাইটের প্রেমিকা থাকবেই। নাইটের গ্রন্থে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। যদি এমন কোনো নাইট দেখা যায়, ধরে নিতে হবে যে সে স্বীকৃত নয়, চোরাপথে এই পেশায় ঢুকে পড়েছে।

সেই পথচারী বলে–যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তাহলে যদ্দূর মনে পড়ছে, আমি পড়েছি, আমাদিসের ভাই ডন গালায়োরের কোনো প্রেমিকা ছিল না; অথচ সাহস আর শৌর্যে সে তো কম বিখ্যাত নয়।

আমাদের ডন কুইকজোট এবার মোক্ষম উত্তর দিলেন–সেন্যোর, এক মাঘে শীত যায় না। আপনি হয়তো কোনো একটি ঘটনার কথা পড়ে এমন মন্তব্য করলেন। তার গোপন প্রেম ছিল, তাছাড়া যে কোনো অভিযানে সুন্দরী দেখলেই সে প্রেম নিবেদন করত। কিন্তু যে কোনো সংঘাতে যাবার আগে সে গোপনে তার প্রিয়াকে স্মরণ করত। হতেই হবে, প্রেমিকা নেই অথচ নাইট আছে, এমন হতে পারে না ভাই।

এবার সে ডন কুইকজোটের ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাইল; বলল–তাই যদি হয়, তাহলে আপনি যখন এই পেশা গ্রহণ করেছেন আপনারও একজন প্রেমিকা আছে। যদি ডন গালায়েরের মতো গোপন না হয় তাহলে বলুন না কী তার নাম, কোথায় তার বাড়ি, বিশেষ কী গুণ আপনাকে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে।

আপনার নাইট–জীবনের এই দিকটা যদি লোকে জানতে পারে তাতে আপনার খ্যাতি বাড়বে বই কমবে না। আর সেই সুন্দরীও এমন প্রেমিকের জন্যে গর্বিতই হবে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডন কুইকজোট বললেন–জানি না ভাই, আমার হৃদয়ে তার গভীর অবস্থান এমন মধুর আর তার অনুপস্থিতি এমনই দুঃখময় যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি তার নাম দুলসিনেয়া, তার জন্মস্থানের নাম তোবোসো, জায়গাটা লা মাচনার অন্তর্গত, তার ভাবভঙ্গি রাজকুমারীর মতো কিন্তু আমার অন্তরের প্রেম, রূপে সে অতি–মানবীয় আর গুণে অতুলনীয় যা একমাত্র কবিরাই বলতে পারে, চুল যেন প্রাচীন সোনার করনা, কপাল এক বিস্তীর্ণ সবুজ উদ্যান (এলিসিওর সবুজ মাঠ), ভ্রূ যেন আকাশের ধনুক, চোখ দুটো দুই সূর্য, কপোল গোলাপের পাপড়ি, ঠোঁট যেন প্রবাল, দাঁতগুলো সাদা মুক্তো, কাঁধ শ্বেতস্ফটিক, স্তন মর্মর–প্রস্তর, হাত হাতির দাঁতের তৈরি, বরফ–শুভ্র আমি কল্পনায় তার অস্তিত্ব বুঝতে পারি আর অভিভূত হই, এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই নারী। ডিভারদো বলে–তার বংশ পরিচয় আর গ্রামের পরিচয় জানতে পারলে সম্পূর্ণ জানা হয়ে যায়।

ডন কুইকজোটের উত্তরে বলে–প্রাচীন রোমের কুরসিওস্, গাইয়োস্ এবং সিপিওনেস বংশের নয়, আবার আধুনিক কাতালুনিয়ার কলোনাস, উরসিনোস, মনকাদাস, রেকেসেনেস–এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, ভালেনসিয়ার রেবেইয়াস এবং ডিইয়ানোভাস–ও নয়, আরাগণের পালাফক্সেস, নুজার্স, রোকাবের্তিস, করেইয়াস লুনাস, আলাগোনেস, উররেয়াস, ফোসেস এবং গেরেয়াস ইত্যাদি বংশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কাস্তিল প্রদেশের সের্দাস, মানরিকেস্ মেনদোসাস এবং গুস্মানেসও নয়, পর্তুগালের আলেনকাস্ত্রোস, পাইয়াস এবং মেনেসসের সঙ্গে এদের যোগ নেই, এর জন্মস্থান লা মানচার তোবোসো, কিছুটা আধুনিক যুগের এক বংশধারায় তার আবির্ভাব, ভবিষ্যতে এই বংশের অনেক উজ্জ্বল তারকা দেশকে এবং ওই বংশকে গৌরবান্বিত করবে। আমাকে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করার আগে অরলানদোর (রলদ) অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেরভিনো যা লিখেছিলেন সেই শর্ত মানতে হবে–

রলদের হাতে ওঠার আগে এই অস্ত্র পারবে না কেউ ছুঁতে।

সেই পথচারী বলে–আমার বংশ রারেদোর কাচোপিনেস, যদিও লা মানচার তোবোসোর সঙ্গে একসঙ্গে একে ফেলতে পারব না, কারণ এমন পদবির নাম আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি।

ডন কুইকজোট এমন বংশের নাম শোনেননি। এ কী করে সম্ভব?

যেসব ছাগপালক এবং পশুপালক এদের সঙ্গে যেতে যেতে কথাবার্তা শুনছিল তারা ভালোই বুঝতে পেরেছে যে ডন কুইকজোটের মধ্যে বেশ পাগলামো আছে এবং তার সব কথা হয়তো বিশ্বাস করার মতো নয়। সান্‌চো পান্‌সা জন্ম থেকেই তাঁকে চেনে এবং মনিবের কোনো মন্তব্যকেই সন্দেহের চোখে দেখে না কিন্তু যদিও তার বাড়ি তোবোসোর কাছে সে কোনোদিন দুলসিনেয়া নামে কোনো সুন্দরী রাজকুমারীকে দেখেনি, তাই এই ব্যাপারে সে একটু খুঁতখুঁত করে।

ওরা কথা বলতে যাচ্ছে এমন সময় পাহাড়ি রাস্তা ধরে প্রায় কুড়িজন পশুপালক নেমে আসছে, তাদের পরনে কালো পোশাক, মাথায় মালা ও ফুল জড়ানো, পরে এরা

দেখছিল কোনটা সাইপ্রেস আর কোনটা করবী। ওদের মধ্যে ছজনের মাথায় নানা রঙের ফুলের মুকুট। একজন ছাগপালক ওদের দেখে বলল :

—ওরা গ্রিসোসতোমোর মৃতদেহ বহন করে এনেছে, ওর ইচ্ছে ছিল পাহাড়ের ওই জায়গাটায় যেন ওকে সমাধিস্থ করা হয়।

এবার ওরা গতি বাড়াল কারণ মৃতদেহ এসে গেছে; ওরা সেখানে পৌঁছনোর পর দেখল মাটিতে মৃতদেহ নামানো হয়েছে এবং একটা রুক্ষ পাহাড়ের কোনে একদল মানুষ মাটি খুঁড়ছে।

সবাইকে ওরা খুব সৌজন্যসহকারে অভিনন্দন জানাল। ডন কুইকজোট এবং তার সঙ্গীরা ফুলে ঢাকা মৃতদেহ দেখল, মেষপালকের পোশাক পরনে, বয়স হবে তিরিশের কাছাকাছি, মৃতের মুখ দেখে বোঝা যায় জীবিতকালে সে ছিল সুপুরুষ এবং অভিজাত। শবদেহের পাশে কিছু বই, আর অনেক লেখা কাগজ, কিছু খোলা কিছু আটকানো। সমাধিক্ষেত্রে অনেক মানুষ কিন্তু একটা বিচিত্র নৈঃশব্দ পুরো পরিবেশটিকে বেশ ভাবগম্ভীর করে রেখেছে। যারা শব বহন করে এনেছে তাদের একজন বলল :

—আমব্রোসিও দেখ, এই জায়গাটায় সমাধিস্থ হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে গ্রিসোসতোমো, ওর উইল—এ যা যা লেখা আছে আমরা সঠিকভাবে তাই করব।

—ঠিক তাই। আমার হতভাগ্য বন্ধুটি তার দুর্ভাগ্যের কথা আমাকে বলেছিল এইখানে, এখানেই সেই শত্রুরূপী প্রেমিকাকে প্রথম দেখেছিল আর এখানেই প্রথম তার মনের কথা বলেছিল, সত্যনিষ্ঠ প্রেমিকের নিষ্পাপ উচ্চারণ, এখানেই কালনাগিনী সেই মার্সেলা তাকে অস্বীকারের কথা, প্রেমকে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করার কথা বলেছিল, সেটাই ওদের শেষ দেখা, তারপর সেই অসুখী জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি। ওর বিষাদমাখা স্মৃতি এখানেই চিরকালের মতো মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, গ্রিসোসতোমো নামে এক যুবক—প্রেমিক পাবে শাশ্বত বিস্মৃতির অতল অন্ধকার।

তারপর ডন কুইকজোট এবং তাঁর সঙ্গে যারা এসেছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, ভদ্রমহোদয়গণ, নিষ্পাপ চোখের এই মৃতের দিকে চেয়ে দেখুন, খোদার আশীর্বাদে তাঁর আত্মা ছিল অমূল্য সব সম্পদে সমৃদ্ধ, এটা গ্রিসোসতোমো নামে এক তরতাজা যুবকের প্রাণহীন দেহ; এই সেই যুবক যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, সৌজন্য আর শালীনতাবোধে তুলনাহীন, বন্ধুত্বের শিখর ছুঁয়েছিল তার উদার হৃদয়, ব্যবহারে মার্জিত, বালখিল্য ছিল না চরিত্রে কিন্তু সদা প্রফুল্ল, এককথায় মানুষ হিসেবে যে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আর এমন ভাগ্যের পরিহাস যে হতভাগ্য মানুষের তালিকায় সে প্রথম। ভালোবেসে হলো প্রত্যাখ্যাত; প্রেমিকাকে অপ্সরার স্তরে নিয়ে গিয়ে পেল ঘৃণা আর অবজ্ঞা; এক সিংহীর সঙ্গে ভাব করতে গিয়েছিল, পাষাণের পায়ে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল, হাওয়ার পিছে ছুটেছিল, নৈঃশব্দের সঙ্গে কতা বলেছিল, অকৃতজ্ঞতাকে পূজো করেছিল, তাই ভরা যৌবনের পুরস্কার হিসেবে পেল শীতল মৃত্যুর স্পর্শ, জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে দায়ী এক মেষপালিকা যার নামকেও মানুষের মনে অনন্তকাল স্মরণীয় করে রাখত, এই কাগজগুলোতে যার অসংখ্য প্রমাণ আপনারা পাবেন, আগুনে পোড়াবার নির্দেশ না দিলে এগুলো ওর দেহের সঙ্গে মাটিতেই মিশে যেত।

ডিভালোদো বলল—ওগুলো সম্পর্কে আপনি এমন নির্দয়; ব্যবহার করবেন না, মৃত ব্যক্তি যা বলেছিল তার সব পালন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ভেবে দেখা দরকার। ভার্জিলের উইল মেনে যদি আউগুস্তো সিজার তার গ্রন্থ 'এনিদ' পুড়িয়ে ফেলত তাহলে মানবজাতি বঞ্চিত হতো। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার প্রিয় বন্ধুর শবদেহ তো কবরস্থ করতেই হবে, তার সঙ্গে জীবনের যে অমর মূল্যবান সৃষ্টি সে করেছিল তাকে শেষ করে দেবেন না। হতাশার গভীর এক অন্ধকার মুহূর্তে আপনার বন্ধু যা বলেছিল তা কতটা যুক্তিযুক্ত একবার ভাবুন, সৃজনশীল কাজের মধ্যে ও বেঁচে থাকবে, মানুষ জানবে তার সুনীতিপরায়ণতা, জানবে মার্সেলার অকৃতজ্ঞতার কথা, এই অসফল প্রেমোপাখ্যান থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম শিক্ষা নেবে, আর ওই ভাগ্যহীন যুবকের প্রেমজনিত অকাল মৃত্যু প্রেমের শক্তিহে প্রমাণ করে, আপনার সঙ্গে বন্ধুর এত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথাও বেঁচে থাকবে। গতরাতে আমরা গ্রিসোসতোমোর এমন পরিণতির কথা শুনে বড় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, সকালে উঠেই তার সমাধি দেখব বলে রওনা হয়েছি, এমন সময় যদি কারো শোক একটু ভাগ করে নিতে পারি তাহলে জানব আমরা তার সহমর্মী হতে পেরেছি। আমব্রোসিও ভাই, আপনাকে অনুরোধ করছি ওই কাগজগুলো কিছু আমাকে দিন, আমি নিজের কাছে গচ্ছিত রাখব।

সে কিছু কাগজে তুলে নিলে আমব্রোসিও বলল—বন্ধু আপনার কথা শুনে আমি আপত্তি করছি না, কিন্তু বাকি কাগজগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলব।

ডিভালোদো একটা কাগজ পড়ে একটা কবিতা পেল যার শিরোনাম 'হতাশার গান।' সেটা শুনে আমব্রোসিও বলল—হতভাগ্য বন্ধুর শেষ লেখা ওটা, ওর হতাশার কথায় ভরতি, আপনি ওটা পড়ে শোনান, সবাই শুনক, তারপর সমাধিস্থ হবে লেখক।

ডিভারদো বলল—নিশ্চয়ই, আমি পড়ছি। সবাই শুনতে আগ্রহী, ওকে ঘিরে সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল, খুব স্পষ্ট উচ্চারণে পরিষ্কার কণ্ঠে ও কবিতাটা পড়তে শুরু করল।

১৪

হতভাগ্য রাখালের গান আর অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা

গ্রিসোসতোমোর গান

তুমি তাহলে চাও ওগো বেদরদি
তোমার অহঙ্কার মুখর হয়ে
উঠুক লোকের মুখে মুখে
আর আমার হৃদয়ের রক্ত—আগুন
ঝরে পড়ুক নরকের সংগীতে
একবার তবে কান পাতো, শোনো
কণ্ঠের জড়তায় ভীরুতায় ভরা
ছেঁড়া ছেঁড়া যন্ত্রণার তিক্ত হুঙ্কার
না, এ গান নয়, বিফল প্রেমের
আকুল চিৎকার বাজুক তোমার কানে।
এই প্রলাপ, বুকফাটা আর্তনাদ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহের গর্জন, হিংস্র নেকড়ের ডাক,
বিষধর সাপ, ভয়াল পিশাচ, দানব
আর কত কত জন্তুর হাহাকার
পরাজিত ষাঁড়ের গোঙানি
নিঃসঙ্গ পেঁচার বিষণ্ন ডাক
ভয়ঙ্কর হাওয়া, বিভীষিকাময় রাত,
সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আর
নরকের যত বীভৎস চিৎকার,
সঙ্গত করো ব্যর্থ প্রেমের হুহুঙ্কারে।
বেদনার প্রতিধ্বনি শোনে না
তাহো নদীর বেলাভূমি
শোনে না বেতিসের
অলিভ বনও,
আমার ব্যথার কথা উঠে যায়
পাহাড়ের চূড়োয় আর গুহার গহ্বরে
প্রাণহীন ভাষার জীবন্ত শব্দ সব
অথবা অন্ধকার উপত্যকায় আর
নির্জন সৈকতে, মানুষ নেই যেখানে,
যেখানে সূর্য ওঠে না কোনোদিন
অথবা আফ্রিকার হিংস্র সাপের
বিষাক্ত নিশ্বাসে, জনহীন রুক্ষ প্রান্তরে
আমার দীনতার প্রতিধ্বনি ওঠে,
অনিশ্চিত ভাগ্যের লিখন, তোমার
প্রেমের প্রহসন বিস্ময় এক
বেদনার গান হয়ে বেজে যাক
বিরামহীন প্রহরে প্রহরে।
ঘৃণা একটি মৃত্যুবরণ হানে
সন্দেহ, সত্য হোক কিংবা মিথ্যা
আর ঈর্ষার দীর্ঘ বিষাক্ত ফনায়
ছন্দপতন ঘটে যায়, জীবনের ছন্দ,
বিরহ আর বিস্মৃতির যুগ্ম ছলনায়
সৌভাগ্যের দীপ নিভে নিভে যায়।
ভয় আর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অদৃশ্য ছায়া
চুপিচুপি আসে—এ কী অলৌকিক।
বেঁচে থাকি তবু ঈর্ষায়, বিরহে আর
ঘৃণার আর সন্দেহের মৃত্যুশীল
গহ্বরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মৃতির নিষ্ঠুর কবলে
এমন যন্ত্রণার ছোবল, আর আশা
নেই, তাকে তো পাব না কোনোদিন
জানি আমি, তাই খুঁজি না তাকে কোথাও।
এ কেমন ললাট লিখন তোমার
যুগপৎ প্রতীক্ষা আর ভয়
অথবা ভয় বেশি নিশ্চিত বোধহয়?
সামনে আমার ঈর্ষার তরবারি
বন্ধ করি চোখ, দেখব তবে
আমার আত্মার সহস্র ক্ষতস্থান?
কে না খুলে দেয় অবিশ্বাসের
সব দুয়ার যখন দেখে
লুকোচুরি খেলা করে ঘৃণা আর সন্দেহ?
ওঃ, কি তিক্ত বাক্যালাপ? সত্য সত্যই
তবে মিথ্যায় মিশে যায় সব সত্য!
ওঃ প্রেমের গোপন রাজ্যে এমন পিশাচ
ঈর্ষা, তবে এই হাতে তুলে দাও অস্ত্র।
ঘৃণা, তুমি দাও ফাঁসের দড়ি।
কিন্তু, আমার কি নিষ্ঠুর বিজয়!
আমার দুঃখের সাগরে ডুবে
যায় সব স্মৃতি তোমার।
সবশেষে মৃত্যু আসে
সুখ আমার ছিল না জীবনে, মরণেও
নেই তা জানি, বেঁচে আছি অতিবাস্তব চেতনায়
তবু মরণ মুক্তির মন্ত্র নিয়ে আসে
আত্মার দাসত্ব আজ শেষ, প্রেমের
অত্যাচার ক্ষান্ত হলো।
আমার শত্রু আত্মার শুদ্ধতা আর
দেহলাবণ্য, এ তো আমার ত্রুটি
এর থেকে জন্ম নেয় হাজারো বিচ্যুতি
প্রেমের সাম্রাজ্যে ভেবেছিলাম কেবলই শান্তি।
ভেবেছিলাম তাই হাতে দড়ির ফাঁস
তোমার ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঠেলে
দিয়েছে ফাঁসের দিকে বড় দ্রুত।
হাওয়ায় ভেসে যাক এ দেহ আর আত্মা
কোনো চিহ্ন থাকবে না আর ভবিষ্যতের গর্ভে।
তুমি এত অবুঝ কুটিল নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি জটিল ফাঁদ তোমার
আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বড়
তাই এমন পরিসমাপ্তি আজ।
তোমার শীতল চাহনি, আমার
হৃদয়ের ক্ষত ক্রমে হয়েছে ভারী
তবু ছিল এক গভীর প্রত্যাশা
তোমার চোখেই পেয়েছিলাম উন্মুক্ত আকাশ।
আমার মৃত্যুতে শোক কোর না
আমার মন ভরবে না তোমার কান্নায়
শান্তি পাবে না আমার আত্মা
এবার বুঝেছি তোমার উৎসব হবে
আমার মরণ, তাই বলছি তুমি
গৌরবে আসীন থাকো, আমি শেষ
হয়ে যাই অকালে।
এবার সময় হলো, গভীর পতন,
তোমার তৃষ্ণা মেটাও, সিসিফাস
এসো তোমার বিষাদের বোঝা নিয়ে,
তিসিও নিয়ে এসো তোমার শকুন
আর তার পরিভ্রমণ
এহিয়োনও আসছে, আর বোনেদের
ক্লান্ত শরীর, তবু থেমে নেই ওরা
এবং সবাই হবে আমার মৃত্যুর দোসর।
আমার কানে ফিসফিস করে গাও
একটা গভীর হতাশার গান।
তিন মাথাওয়ালা নরকের
পাহারাদার কুকুর, হাজার হাজার
দৈত্যদানো দুঃখের সাথী আমার,
এর চেয়ে উজ্জ্বলতর শবযাত্রা?
প্রয়াত প্রেমিক তার যোগ্য নয়।
একটি হতাশার গান, দুঃখ কোরো না
আমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ
আমার দুর্ভাগ্যের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল
তোমার অনুরাগ, এখন সব
শেষ, সমাধিকে আর দুঃখ
দিও না।

গ্রিসোসতোমোর গান সবা রখুব ভালো লেগেছে, যে পড়ল সেই ভিভালোদোর মতে মার্সেলার চরিত্রে ঈর্ষা, সন্দেহ এবং অবজ্ঞা নিয়ে গ্রিসোসতোমোর অভিযোগ

www.amarboi.com

বোধহয় ঠিক নয় কারণ মেয়েটির ব্যক্তিত্বে এসব ছিল না এবং তার বেশ সুনাম ছিল। আমব্রোসিও তার বন্ধুর কাছে যা শুনেছিল তাতে আরো কিছু জানা যায়। সে বলল–সেন্যোর, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। হতভাগ্য গ্রিসোসতোমো এই গানটি রচনা করার সময় মার্সেলার কাছ থেকে সরে এসেছিল, সে ভেবেছিল বিচ্ছিন্নতা হয়তো প্রেমের যন্ত্রণা থেকে ওকে মুক্তি দেবে; আর প্রেমিকার অনুপস্থিতি তার মনে অনেক অজানান আশঙ্কার জন্ম দেয়, তার কল্পনায় ভেসে ওঠে ঈর্ষা কিংবা সন্দেহের ভয় যা হয়তো সত্যি ছিল না। মার্সেলা উদারতার খ্যাতি থাকলেও তার অহঙ্কার, মদমেজাজ এবং উন্নাসিকতা ছিল, ঈর্ষার বিষয়টা হয়তো ঠিক নয়।

ভিভালোদো বলে–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ও আরেকটা চিঠি পড়তে যাবে এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সবাই কেমন হতচকিত বোধ করে, সবার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ওইদিকে, যে পাহাড়ের নিচে সমাধির গহ্বর খোঁড়া হচ্ছিল তার শিখরে দাঁড়িয়ে আছে মার্সেলা, এমন রূপ তার যেন রূপের খ্যাতিও হার মানে। যারা ওকে কোনোদিন দেখেনি, তারাও যেমন অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে তেমনি যারা এই প্রথম দেখল তাদের চোখেও অপার বিস্ময়। আমব্রোসিও ওকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ঘৃণাভরে বলে–তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে এলে, এই পাহাড়ের ঘৃণ্যতম হিংস্র জীব! দেখতে এসেছ তোমার নিষ্ঠুরতায় যার মৃত্যু হয়েছে তার শরীরে আবার রক্ত প্রবাহিত হয় কি না! তোমার উপস্থিতিতে যদি আবার তাজা রক্ত নেচে ওঠে! তাই দেখতে এসেছ তো? তোমার নির্দয় ব্যবহার কী ফল প্রসব করেছে তাই দেখতে এসেছ? কিংবা নীরোর মতো ওই উচ্চশিখর থেকে দেখছ কারা জ্বলেপুড়ে মরছে? তারকিনোর অকৃতজ্ঞ কন্যা পিতার মৃতদেহকে মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল, তুমি কী সেইরকম কিছু করতে চাও? তাড়াতাড়ি বলে ফেলো কেন এসেছ! আমি জানি গ্রিসোসতোমো তোমাকে নিয়ে কতকিছু ভাবত, তোমার প্রতি কত বিশ্বস্ত ছিল সে, তার যে বন্ধুরা এখানে এসেছে তারাও তোমাকে বিশ্বাস করবে, আমি সেকথা এদের বলে দিয়েছি।

এবার মার্সেলা আমব্রোসিওর উদ্দেশ্যে বলে–ওঃ, আমব্রোসিও আমার সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তার উত্তর দিতে আমি এখানে আসিনি। গ্রিসোসতোমোর মানসিক যন্ত্রণা বা মৃত্যু নিয়ে আমাকে মিছিমিছি দোষারোপ করা হচ্ছে। আমাকে তোমরা যেভাবে দেখেছ কিংবা আমার স্বভাবচরিত্র নিয়ে যেরকম ধারণা পোষণ করো তা একেবারে মিথ্যা। যা সত্য তা বলার জন্যে আমি বেশি সময় ব্যয় করতে চাই না। তোমাদের ধারণা আমাকে সৃষ্টি করেছেন খোদা আর আমার রূপ দেখে পাগল হয়ে তোমরা প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছ। আর ভেবে বসে আছ আমারও উচিত তোমাদের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া। খোদার অপার করুণায় আমি বুঝি সুন্দর সবকিছুকেই আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু কোনো সুপুরুষ আমার প্রেমে পড়লে তার সৌন্দর্যকে আমি ভালোবাসতে বাধ্য এমন কথা ঠিক নয়। আবার এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সৌন্দর্যের পূজারী নিজে খুব কুৎসিত আর তার জন্যে মানুষ তাকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু এমনকি কেউ বলতে পারে–তুমি সুন্দর তাই তোমাকে ভালোবাসি, আমি কুৎসিত বলে আমাকে প্রেমে বঞ্চিত করো না। আবার দেখো, এক সুন্দরের সঙ্গে আরেক সুন্দরের মনের মিল নাও হতে পারে। আর যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর তারাই শুধু পরস্পরের সঙ্গে প্রেম করবে এমন নাও হতে পারে। যুক্তি বিসর্জন দিয়ে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু সুন্দর একটি মুখ দেখে প্রেম করা অনেক জটিল সমস্যার জন্ম দিতে পারে, সৌন্দর্য আর বাসনা অসীম, কোথায় তার শেষ কেউ জানে না। আর আমি এইটুকু কেবল জেনেছি সে সত্যিকারের প্রেম হয় স্বতোৎসারিত, জোর করে তা আদায় করা যায় না। আমার মনোভাব জানার পরও তোমরা জোর চালাতে চাও কেন? আমার নিজের ইচ্ছেকে সঁপে দেব তোমাদের পায়ে? যদি তা না ভেবে থাক তাহলে বলো–আমাকে খোদা সুন্দর না করে অসুন্দর করলে আমাকে কেউ ভালোবাসবে না আর ভালোবাসা না পেলে আমার অভিযোগ করা কি ঠিক হতো? আমার যা কিছু সুন্দর খোদাপ্রদত্ত, এই দেহপটও তাঁর দয়া, আমি চেয়েছি বলে এমন হয়েছে তা নয়, এতে আমার পছন্দ অপছন্দের কথা অবান্তর, সব খোদার কৃপা। সাপের বিষের জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এটা তার চরিত্র এবং সেই বিষে কারো মৃত্যু ঘটলেও কিছু বলার নেই। আমার সৌন্দর্যের জন্যে আমাকে দোষ দেওয়া অন্যায়, সতীর সৌন্দর্য আগুনের শিখার মতো নিঃসঙ্গ, তরবারির মতো ধারালো, ওদের কাছে না ঘেঁষলে পুড়ে যাবার কিংবা আহত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আত্মসম্মান আর চারিত্রিক সৌন্দর্য আত্মার শক্তি, এগুলো না থাকলে শরীরের রূপ সুন্দর হতে পারে না। সততা যদি আত্মার শক্তি হয় তবে তাকে হারানো কেন? বা মনের সম্পদ তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে নিজের শক্তি জাহির করা কি ঠিক? আমি জন্মেছি স্বাধীন হয়ে আর মুক্ত জীবন যাপনের জন্যে বেছে নিয়েছি গ্রামের নির্জনতা। এই পাহাড়ের গাছ আমার সঙ্গী, বন্ধু, ছোট নদীগুলো আমার দর্পণ; গাছ আর পানির সঙ্গে আমার মনের কথা বলি। আমি সঙ্গীহীন আগুন, দূরের তরবারি। আমি যাদের ভালোবেসেছি তাদের কখনো ঠকাইনি। মনেপ্রাণে আমি গ্রিসোসতোমো বা অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারিনি। আমি সত্যি যা চেয়েছিলাম তা তো পাইনি ওদের মধ্যে। তাই বলছি নিষ্ঠুরতার আগে একজনের গোঁয়ার্তুমি শেষ হলো; ওর কবর খোঁড়ার জায়গায় সদিচ্ছা আর উদারতার কথা সে বলেছিল, আমি বলেছিলাম যে আমার ইচ্ছে অনন্তকাল আমি একাকিত্ব বহন করব আর এই মাটিতেই আমার অস্তিত্বের চিহ্ন থেকে যাবে, আমার সৌন্দর্যের যদি কিছু থেকে থাকে তাতে মাটির আনন্দ হবে। মোহ, মোহভঙ্গ আর অহঙ্কার নিয়ে সে সমুদ্রে দিকভ্রান্ত নাবিকের মতো হারিয়ে গেল। আমি যদি ওর জীবনসঙ্গিনী হতাম সেটা হতো মেকি, ওকে ভালোবাসলে আমার ইচ্ছে আর লক্ষ্যের মৃত্যু হতো। অহঙ্কার চূর্ণ হলো, অবজ্ঞাও আর রইল না। এখন ভালো করে ভাবো ওর বেদনার জন্যে আমাকে দায়ী করা যায় কিনা। শঠতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো যদি আমি তা প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, ছলনা যদি করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা করো না। বিশ্বস্তকে বিশ্বাস করো, আমাকে নিষ্ঠুর বলো না। আমি যাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি, যাকে কখনো ঠকাইনি তার মৃত্যুর দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না। খোদা চাননি তাই আমার প্রেম আসেনি, আমি জোর করে তো কাউকে ভালোবাসতে পারি না। এমন একটি মোহভঙ্গের ঘটনা তাদের কাজে আসবে যারা নিজেদের আনন্দের জন্যে আমাকে চাইবে; এবার থেকে অন্তত বোঝার চেষ্টা করো যে আমার জন্যে যদি

কেউ মারা যায়, তার জন্যে আমার ঈর্ষা বা ঘৃণা দায়ী নয়, কারণ যে কাউকে ভালোবাসেনি তার ঈর্ষা বা ঘৃণা থাকতে পারে না। আমাকে যারা সর্বনাশী নরহন্তা ভাবে তারা ভাবুক, তবে আমাকে যেন একা থাকতে দেয়, যদি আমাকে অকৃতজ্ঞ কালনাগিনী ভাবে ভাবুক, আমাকে নির্লজ্জ ভাগ্যহীনা কিংবা জঙ্গলের হিংস্র জীব ভাবে ভাবুক। আমার সঙ্গে কারো পরিচয়ের দরকার নেই। অধৈর্য আর উচ্চাশা গ্রিসোসতোমোর মৃত্যু ঘটিয়েছে। কেন আমার সততাকে কলঙ্কিত করা? আমি যদি গাছেদের সঙ্গ পেয়ে নিজেকে পরিচ্ছন্ন নিষ্পাপ রাখতে চাই তাহলেও কি একটা পুরুষের সঙ্গ পেতে হবে? তোমরা জানো আমার নিজের সম্পত্তি আছে, তার বাইরে আমি কিছুই চাই না, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আমি কোনোমতেই কারো সঙ্গে জড়াতে চাই না, আমি কারো ব্যাপারে আগ্রহী নই।

ভালোবাসাও নেই আমার, ঘৃণাও নেই। কাউকে ঠকাইনি, কারো সঙ্গ চাই না, কারো সঙ্গে রসিকতা নেই, কাউকে মজা দেবার ইচ্ছেও আমার নেই। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী গ্রামের রাখাল আর আমার ছাগল। এরাই আমাকে আনন্দ দেয়। এইসব পাহাড়ের ওপারে আমার ইচ্ছে ওড়ে না, এখান থেকেই উপভোগ করি আকাশের রং আর রূপ, আত্মা এসেছে স্বর্গ থেকে, স্বর্গেই চলে যাবে একদিন।

এখানেই শেষ হলো মার্সেলার বক্তব্য। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সে দ্রুত পায়ে কাছের পাহাড়ের ধারে ঘন বনের মধ্যে চলে গেল। ওখানে যারা ছিল তার রূপে এবং তেজস্বিতায় চমৎকৃত। কেউ কেউ তার টানা টানা চোখের আলোর তিরে বিদ্ধ হয়ে তার জ্বালাময়ী ভাষণ শুনেও কাছাকাছি ঘেঁষতে চেয়েছিল। এটা বুঝতে পেরে ডন কুইকজোট অভিযানের একটা সুযোগ পেলেন কারণ অবলা নারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব নাইটের। তিনি তরবারির খাপে হাত রেখে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন যে, কোনো বয়সের বা অবস্থার মানুষ মার্সেলার পিছু পিছু ঘুরঘুর করলে আমার রোষ থেকে রেহাই পাবে না। ও পরিষ্কার করে বলে দিল যে গ্রিসোসতোমোর মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সে বলেছে সে কোনো স্তাবক বা প্রেমিকের সঙ্গ চায় না; সুতরাং তার পেছনে ঘুরঘুর না করে সকলের তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত–কেননা এমন মুক্তমনা এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী আজকের পৃথিবীতে দুর্লভ। আমার মনে হয় এমন সৎ আর দৃঢ়চেতা নারী আর একটিও নেই।

ডন কুইকজোটের ভয়েই হোক কিংবা আমব্রোসিওর অনুরোধেই হোক কোনো লোকই ওখান থেকে নড়ল না। আমব্রোসিও চাইছিল বন্ধুর শেষকৃত্য ভালোভাবে সম্পন্ন হোক; গ্রিসোসতোমোর লেখাগুলো সে পুড়িয়ে ফেলল, তারপর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হলো, উপস্থিত সবারই চোখের পানিতে ভারী হয়ে উঠল সমাধিস্থল। একটা বড় পাথর চাপিয়ে দেওয়া হলো সমাধির ওপর, পরে একটি স্তম্ভ তৈরি করে আমব্রোসিওর লেখা সমাধিলিপি ওখানে লিখে রাখা হবে।

সমাধিলিপি
এখানে শায়িত আছে
রাখাল প্রেমিকের শীতল দেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকৃতজ্ঞ কুটিল নারীর
অবহেলা, অনাদর আর অপ্রেমের
বলি এক অকপট, সৎ, সত্যবাদী প্রেমিক।

আমব্রোসিও এবং আগন্তুক সবাই ফুলে ফুলে সমাধিস্থল ভরিয়ে দিল। তারপর সবাই একে একে বিদায় নিল। দুজন পথচারী ডন কুইকজোট তাদের সঙ্গে সেভিইয়ায় যাবার জন্যে অনুরোধ করে বলল যে ওখানে অভিযানের অনেক সুযোগ আছে। ডন কুইকজোট বললেন যে আগে এই অঞ্চলকে অপরাধীদের কবলমুক্ত করে তবে অন্য জায়গায় যাবার কথা ভাববেন। যারা এসেছিল তারা গ্রিসোসতোমো আর মার্সেলার প্রেমের কাহিনী এবং ডন কুইকজোটের গল্প করার অনেক রসদ পেল। ডন কুইকজোট মার্সেলার সাহায্যে যাবার কথা ভেবেছিল কিন্তু সে সুযোগ আসেনি কারণ ইতিহাস সেভাবে লেখা হয়নি আর এখানে দ্বিতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

১৫

প্রাজ্ঞ ঋষি সিদ্ হামেত বেনোগেলি বলেন যে মেষপালক গ্রিসোসতোমোর সমাধিক্ষেত্রে সমবেত সবাইকে বিদায় জানিয়ে ডন কুইকজোট শাগরেদ সানচোকে নিয়ে মার্সেলার সন্ধানে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন; দু'ঘণ্টা ধরে সন্ধান চালিয়েও ওকে পাওয়া গেল না, ওরা তখন এক তৃণভূমিতে এসে দাঁড়াল, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট মিষ্টি নদী, এমন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ভরা প্রকৃতি বুঝি ওদের আমন্ত্রণ করে এনেছে কিংবা দিনের অসহনীয় উষ্ণতা থেকে রক্ষা করার জন্যে ওদেরকে ওখানে আসতে বাধ্য করেছে। ওরা নামলেন, রোসিনান্তে মনের সুখে চরে বেড়াতে লাগল, ঝোলা হাতড়ে যা পেল তাই মনিব আর সহচর খেয়ে নিল। সানচো তার ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখেনি, ভেবেছিল শান্ত স্বভাব ওর, কোর্দোবার তৃণভূমিতে যে মাদি ঘোড়া চরে বেড়ায় তাদের পাল্লায় পড়ে ও কোনো অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়বে না। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কখনো চোখ বুজে থাকে না, তাদের ইচ্ছেয় অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায়। ওখানে কতকগুলো গালিসিয়ার মাদি ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল; ইয়াঙ্গুয়েসিও খচ্চর চালকরা প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে বাঁচবার জন্যে সবুজ ঘাসে ভরা নদীর ধারে এই সুন্দর জায়গায় এসে ওদের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছে। ডন কুইকজোট যেখানে এসেছেন ওরাও সেখানে। এর চেয়ে ফাঁকা শীতল জায়গা ওরা বোধহয় দেখতে পায়নি। আগেই আমি বলেছি রোসিনান্তের স্বভাব খুব শান্ত, নিষ্কলুষ চরিত্র তার; তবুও সে তো রক্তমাংসের জীব, মাদিগুলোর গন্ধ পেয়ে তার ছোঁকছোঁকানি বেড়ে গেছে; ছুটে গেছে তার আত্মসংযম, মনিবকে না জানিয়ে মিশে গেছে মাদি ঘোড়ার দলে যাতে ওর সামান্য চাহিদা মেটায় ওরা; কিন্তু মাদিগুলো পেটের জ্বালা মেটাতে এত মত্ত যে ওদের মজাটজা করার ইচ্ছে উবে গেছে, নায়ককে দেখে আদর সম্মান দূরে থাক, ওকে দাঁত দিয়ে কামড়ে লাথি মেরে কাবু করে ফেলল, ঘোড়ার জিন, লাগাম সব ছিঁড়ে পড়ে গেল, যা ছিল ওর সঙ্গে সব গেল। দুঃখ বাকি ছিল আরো, মাদি ঘোড়ার ওপর হামলা করছে দেখে খচ্চরচালকরা ছুটে এসে লাঠিসোঁটা দিয়ে তাকে এমন পেটাতে শুরু করল যে রোসিনান্তে মাটিতে পড়ে গেল, ওদের নির্দয় প্রহারে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। রোসিনান্তের এই অবস্থা দেখে ডন কুইকজোট এবং সানচো

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। ডন কুইকজোট বললেন–এই লোকগুলো নাইট না, একদল দুর্বৃত্ত। আমাদের চোখের সামনে রোসিনান্তের এমন হেনস্থা! এর প্রতিশোধ নিতে হবে। এই লড়াইয়ে আমাকে তুই সাহায্য করতে পারিস, এতে আইন ভাঙার প্রশ্ন নেই।

সানচো বলে–প্রতিশোধের কথা কী বলছেন! দেখছেন না ওরা দলে কত ভারী, কুড়িরও বেশি আর আমরা মাত্র দুজন, বলা যায় দেড়জন। এভাবে লড়া যায়?

ডন কুইকজোটের উত্তর–আমি একাই একশো। চলো।

আর কোনো কথা না বলে তিনি তলোয়ার বের করে ইয়াঙ্গুয়েসিওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মনিবকে দেখে অনুপ্রাণিত সানচোও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডন কুইকজোটের একটি কোপ ওদের একজনের চামড়ার পোশাক ভেদ করে ঘাড়ে পড়ল। ইয়াঙ্গুয়েসিওরা এমন আক্রমণ দেখে জ্বলে উঠল। ওরা সবাই মিলে এদের ঘিরে ধরে বাঁশ, লাঠি যা ওদের সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে পেটাতে লাগল। ওইসব গোঁয়ারগোবিন্দ চাষাড়ে লোকগুলোর সঙ্গে নাইট আর তার সহকারী পারল না। মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রোসিনান্তের পায়ের কাছে এসে পড়লেন ডন কুইকজোট, তাঁর পায়ে আগে থেকেই চোট ছিল, এবার এমন যন্ত্রণা হতে লাগল যে উঠতে পারলেন না। ইয়াঙ্গুয়েসিওরা এর পরে বড় আক্রমণের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি করে পাততাড়ি গোটাল; যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পড়ে রইল দুই অভিযাত্রী। সানচো পানসা তাঁর মনিবকে গোঙাতে দেখে তাঁর কাছে এলো। দুর্বল নাকিসুরে বলল–আহারে! হুজুর, বড় কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

ওইরকম দুর্বল কণ্ঠস্বর নাইটেরও। জিজ্ঞেস করলেন–বন্ধু সান্‌চো, কী ব্যাপার বলতো!

সানচো বলল–আর পারি না হুজুর, বড্ড ব্যথা! আপনি বলেছিলেণ আপনার কাছে ফিয়েরাব্রাসের ওষুধ আছে, যদি দু'ফোঁটা দিতে পারেন তবু ভালো হয়। দু' ফোঁটা খেলে ভাঙা হাড়ের ব্যথায় এত কষ্ট হতো না।

ডন কুইকজোট তাকে বললেন–ওরে ওটা থাকলে তো কোনো ভাবনা ছিল না। ওটা রাখতে হবে। যদি দু'দিনের মধ্যে আরো মারাত্মক কিছু ঘটে ওই জিনিস লাগবে। লাগবে বলে আপনার মনে হয়? ব্যথায় ছটফট করতে করতে ডন কুইকজোট তাকে বললেন–কতদিনে সেরে উঠব আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, আজ আমার দোষেই এমনটা হয়ে গেল। ওরা তো কেউ স্বীকৃত নাইট নয়, কেন যে মরতে অতগুলো জংলি মারকুটে লোকের মধ্যে তলোয়ারটা চারাতে গেলাম, আমার একটু ভাবা উচিত ছিল। যাক, খোদা শিক্ষা দেবার জন্যেই আমাকে এমন শাস্তি দিয়েছেন। শিভালোরির নিয়ম ভাঙার শাস্তি। তোকে এখন কিছু কথা বলছি যাতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হয়। ভবিষ্যতে যখন দেখবি কোনো ছোটলোক আমাদের কটু কথা বলে অপমান করছে ভাবিস না যে আমি তলোয়ার ধরব; আমি তা করব না, তুই ওদের মোকাবেলা করবি; কিন্তু যদি কোনো নাইট এর ভেতর নাক গলায় আমাকে হাত লাগাতেই হবে, আমার তলোয়ার তোকে বাঁচাবে, আমি তখন সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তুই তো আমার সাহস আর শক্তির হাজারো প্রমাণ পেয়েছিস, এখনো আমার হাতে কীরকম জোর তাও তুই জানিস।

যদিও বাস্কবাসীর সঙ্গে লড়াইয়ে জেতার পর থেকে নাইটের রাগ বেড়ে গেছে সানচো তার মনিবের উপদেশ শুনে খুব খুশি হতে পারেনি, সে সাহস করে উত্তর দিল–হুজুর, আপনি তো জানেন আমি ভীতু সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ, ছেলেমেয়ে আর বউ নিয়ে আমার সংসার, আমার জীবন; তাই সাধারণ গালমন্দতে আমি কিছু মনে করি না, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো পাশ কাটিয়ে চলে যাই, তাই বলছি হুজুর আপনাকে জ্ঞান দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই, মাফ করবেন হুজুর, আমি জ্ঞানত নাইট তো দূরের কথা, কোনো ভাঁড়ের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরব না। উচ্চ–নীচ, ধনী–দরিদ্র অভিজাত বা ভিখারি যত বড় অপরাধই করুক না কেন আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিই, ভবিষ্যতেও তাই করব।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচোরে, আমার যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, সারা গায়ে ব্যথা, কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। নইলে আমি তোকে বুঝিয়ে বলতাম যে তুই যা বলছিস, কিন্তু যদি এমন দিন আসে যখন আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে, আমাদের ইচ্ছের পালে হাওয়া লাগবে, আমাদের সাফল্যের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে যদি কোনো দ্বীপ দখল করতে পারি আর তোকে যদি সেই দ্বীপের শাসনভার নিতে হয় তখন কী বলছি! নাইট–সুলভ আভিজাত্য, সাহস আর শৌর্য খুইয়ে, অন্যায় দেখলেও প্রতিকার না করে তুই কি দ্বীপ শাসন করার অধিকার দাবি করতে পারবি? তোকে শাসন চালাতে হবে। তুই নিশ্চয়ই মানবি যে কোনো দ্বীপ আমাদের দখলে এলেই কাজ ফুরিয়ে যায় না, দ্বীপবাসীদের অনেকেই নতুন বিজেতাকে মেনে নিতে পারে না, তলায় তলায় একদল লোক নতুন শাসককে সরিয়ে সব উল্টেপাল্টে দিতে পারে যাতে তাদের পছন্দসই লোক শাসনভার নিতে পারে, ওরা নিজেদের ভাগ্য বদলাবার চেষ্টা তো করবেই। কাজে কাজেই নতুন বিজেতার শাসন চালাবার ক্ষমতা থাকা চাই, বুদ্ধি দিয়ে যেমন সে কাজ করতে হবে তেমনি প্রয়োজন হলে শত্রু নিধন করতে হবে, সব সময় যে কোনো বিপদ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সানচো তখন বলে–ও রকম সাহস আর শৌর্য থাকলে তো কথাই নেই কিন্তু হুজুর এখন আমার বক্তৃতা ভালো লাগছে না, এখন দরকার চিকিৎসা। দয়া করে উঠে দাঁড়ান, রোসিনান্তের অবস্থাটা দেখা দরকার যদিও সেই যত নষ্টের গোঁড়া। আমি কোনোদিন ওর এমন বেচালপনা দেখিনি, ভাবতাম ও আমার মতো শান্ত আর চরিত্রবান। লোকে বলে 'মানুষ চেনা মহা দায়,' আমি দেখছি 'এ জগতে কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।' আপনি প্রথম লোকটার ঘাড়ে কোপ মারার পরও যে ওরা আমাদের এমন ঝাড় দেবে ভাবতে পারিনি।

ডন কুইকজোট বললেন–তোর তবু অভ্যেস আছে, আমার কথা একবার ভেবে দেখেছিস, সারা জীবন ললিপপ জীবন কাটিয়ে এমন ঝাড়! আমি কল্পনা করতে পারি, কল্পনা কেন বলছি, সত্যি করেই এমনটা হওয়া উচিত ছিল কারণ নাইটের পেশা গ্রহণ করলে এসব ঝড়ঝাপটা সইতে হবেই। নাইট না হলে লজ্জায় আর দুঃখে আমি এখানে মরে পড়ে থাকতাম।

সানচো বলে–হুজুর, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, বুঝিয়ে বলুন তো, নাইট হতে হলে এমন ফসল তুলতেই হবে, এগুলো কি যখন তখন আসবে, না, কেন বাঁধা

ধরা নিয়ম আছে, কারণ এরকম ফসল আমরা দু'বার তোলার পর তিনবারের বার পটল তুলব, যদি খোদা সহায় থাকেন অন্য কথা।

ডন কুইকজোট এবার বললেন—বন্ধু সানচো, তোকে একটা কথা বলি। ভ্রাম্যমাণ নাইটদের জীবনে একদিকে আছে হাজারো ঝুঁকি, বিপদের সম্ভাবনা আর দুর্ভাগ্য অন্যদিকে হঠাৎ রাজা কিংবা সম্রাট হওয়ার হাতছানি, এমন অনেক নাইটের জীবনে ঘটেছে আর তাদের ইতিহাস আমার মুখস্থ। যদিও ব্যথাটা আমাকে জ্বালাচ্ছে আমি কয়েকজন নাইটের কথা বলতে পারি যারা সাহস আর বীরত্বের ফলে সম্মানীর পদ লাভ করেছিলেন, ওদের অনেক বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। যেমন আমাদিস দে গাওলার কথাই ধর না। সে জাতশত্রু জাদুকর আর্কালাউনের খপ্পরে পড়ে খাবি খেয়েছিল। কাহিনী পড়ে জানা যায় তাকে বন্দিকরে বাড়ির সামনে একটা পিলারের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে দুশোবার চাবকানো হয়েছিল। একজন খ্যাতনামা গুপ্ত লেখকের কাহিনীতে জানা যায় যে ফেবোর নাইটকে ফাঁদে ফেলে বন্দি করে একটা নিকৃষ্ট জেলে রাখা হয়, হাত-পা বেঁধে তার মলদ্বার দিয়ে ঢোকানো হয় বরফ জল আর বালি; তার এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিল জাদুকর, তার সাহায্য না পেলে নাইট ভদ্রলোক নির্ঘাত মারা যেতেন। অতীতের যশস্বী নাইটরা যদি এত কষ্ট সহ্য করেও টিকে থাকতে পারেন, তাহলে আমি পারব না কেন? আমাকে ধৈর্য ধরে সব রকমের ঝক্কি সামলাতে হবে, তোকে বলি যারা যন্ত্রপাতি লাঠিসোঁটা দিয়ে মারল লজ্জা তাদের, আমাদের নায়ক দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম বলতে কী লেখা আছে মোন—"যদি কোনো মুচি তার কাজের যন্ত্র দিয়ে মারে, যন্ত্রটি কাঠের হলেও, যাকে মারা হলো তাকে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হবে না," তোকে এ কথা বলছি কারণ এবার শত্রুরা আমাদের বেধড়ক পেটালেও আমাদের সম্মান হারানোর কোনো প্রশ্নই নেই। কারণ ওরা ওদের কাজের ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে মেরেছে, আমার মনে আছে ওদের কারও হাতে বর্শা, তলোয়ার বা ছোরা ছিল না।

সানচো বলল—আমি ভালো করে দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি, আমার কাটারিটা ধরতে যাব এমন সময় ঘাড়ের ওপর এইসান মার পড়তে লাগল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম এইখানে, এই ঠিক এখানটায়, লাঠির মার কি বাঁশের মার—কী খেলে সম্মানহানি হয় এসব আমার মাথায় ঢুকছে না, ওসব যারা ভাবছে ভাবুক, আমি এখনো ঘাড় তুলতে পারছি না, এমন মার, বাপরে বাপ, আমার ভয় হচ্ছে এই মার আমার মনের ভেতর না গেড়ে বসে।

ডন কুইকজোট ওকে বুঝিয়ে বলেন—বন্ধু সানচো, সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয় আর মৃত্যুতে সব ব্যথা বেদনার অবসান ঘটে।

পানসা বলে—কী বলছেন হুজুর, মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী আছে? ব্যথার উপশমের জন্যে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গোনা, উরিব্বাবা! দু' একটা প্লাস্টারে পা যদি ঠিক হয় হলো, না হলে সব ফুর্তি শেষ। আমার মনে হচ্ছে একটা হাসপাতালের সব ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ দিয়েও আমাদের আগের পা দুটো আর ফিরে আসবে না।

ডন কুইকজোট বলেন—চুপ কর, আর এই নাকে কাঁদা ভালো লাগছে না। সাহস করে এখন যা কর্তব্য সেই কথাটা ভাব। কারণ আমার দৃঢ় সংকল্প—অভিযান চলবে। এখন রোসিনান্তেকে একবার দেখা দরকার। এই অভিযানে বেচারার খুব কষ্ট হয়েছে।

সানচো তাঁকে সম্মানীয় এক ভ্রাম্যমাণ নাইট বলে জানে। তাই উত্তরে বলল–যখন আমরা এমন মার খেলাম আমার গাধাটা কীভাবে বেঁচে গেল, আশ্চর্য ব্যাপার। ডন কুইকজোট বলেন–এত বিপর্যয়ের মধ্যেও সৌভাগ্য কোথাও না কোথাও আশার আলো দেখায়। কেন একথা বলছি জানিস? রোসিনান্তের বদলে এই ছোট্ট জীবটা আমাকে কোনো দুর্গে নিয়ে যেতে পারে যেখানে আমার ক্ষতগুলো সারাবার ব্যবস্থা হতে পারে। ওর পিঠে চাপলে আমার সম্মানহানি হবে না। কারণ আমি পড়েছি যে সেই বৃদ্ধ সিলেনিও যিনি হাসির রাজার অভিভাবক এবং শিক্ষক, একটা খুব শক্ত গাধার পিঠে চেপে একশো দরজার শহরে প্রবেশ করেছিলেন।

সানাচো বলল–সোজা হয়ে বসতে পারলে ভালো। গাধার পিঠে মানুষের মতো যাওয়া আর বোঝা হয়ে নোংরা মালের বস্তার মতো যাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে।

ডন কুইকজোট বলেন–যুদ্ধে আঘাত পাওয়ায় সম্মান কমে না, বাড়ে। সান্‌চো, আর কথা বাড়াস না, আমার আর সহ্য হচ্ছে না, ওঠাবার চেষ্টা কর, উঠে আমাকে তোর গাধার পিঠে তোর খুশিমতো বসিয়ে দে যাতে রাত হওয়ার আগেই আমার এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারি। সানচো বলল–হুজুর আপনার মুখেই শুনেছি ভ্রাম্যমাণ নাইটরা বছরের সেরা সময়ে মাঠে বা মরুভূমিতে খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাতে চায়।

ডন কুইকজোট এর উত্তরে বলেন–তুই কথাটার এমন অর্থ করেছিস। যখন ভালো জায়গা পাওয়া যায় না কিংবা যখন কোনো নাইট প্রেমে পড়ে তখন ওইরকমভাবে রাত কাটায়; এমন নাইট ছিল যারা প্রচণ্ড খারাপ আবহাওয়ায় হয়তো দাবদাহে কিংবা আরো খারাপ অবস্থায় প্রেমিকাকে না জানিয়ে একটানা দু'বছর পাথরের ওপর থেকে গিয়েছে এদের একজন আমাদিস যখন তার নাম ছিল বেলতেনেব্রেস। খোলা আকাশের তলায় পাহাড়ে আট বছর, না, আট মাস, আমার এখন ঠিক মনে নেই, আসলে সেই পাতাঁ আমি ভুলে গেছি। মোদ্দা কথা হলো ওখানেও কৃচ্ছ সাধনা করেছিল, জানি না সেন্যোরো ওরিয়ানা কী কারণে ওর ওপর বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু এখন এসব কথা থাক, তোর গাধাটাকে নিয়ে আয় নইলে রোসিনান্তের মতো অবস্থা হলেই মহাঝামেলা।

সানচো বলল–তাহলেই সর্বনাশ, শয়তানের ফাঁস, আমার বাঁশ। তিরিশবার বিলাপ, ষাটবার দীর্ঘশ্বাস এবং একশো কুড়ি বার শাপ–শাপান্ত করার পর সে উঠে দাঁড়াল। ধনুকের মতো শরীর বেঁকে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ওই অবস্থায় গাধাটাকে নিয়ে এলো; সেও আজ খুব স্বাধীনতা ভোগ করেছে। তারপর রোসিনান্তেকে তুলতে গেল, কথা বলতে পারলে সেও যে ডন কুইকজোট আর সানচোর মতো মার খেয়েছে সে কথা বলত। কাতরাতে কাতরাতে সানচো ডন কুইকজোটকে গাধার পিঠে বসাল, রোসিনান্তেকে ওর ল্যাজের সঙ্গে বাঁধল, তারপর ছড়ির গুঁতো দিয়ে গাধাটাকে চলতে নির্দেশ দিল, বড় রাস্তায় যাবার চেনা পথে ওরা চলতে চলতে অল্পদূরে একটা সরাইখানা দেখতে পেল; ডন কুইকজোট মনে হলো ওটা দুর্গ। সানচো জোর দিয়ে বলল ওটা সরাইখানা, আর ডন কুইকজোট তার ধারণা বদলালেন না। অনেকক্ষণ ধরে ওদের তর্ক চলল, কোনো মীমাংসা হবার আগেই ওরা বাড়িটার দরজার কাছে পৌঁছল, সানচো তর্ক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে গাধা ঘোড়া নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

গাধার পিঠে তেরচা ভঙ্গিতে শুয়েছিলেন আমাদের নাইট ডন কুইকজোট, দেখে সরাইখানার মালিক সানচোকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে তার। সানচো বলল যে ও এমন কিছু নয়, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তার প্রভুর পাঁজরে একটু লেগেছে। সরাইখানার মালিকের স্ত্রী অন্য ধরনের মানুষ, আর পাঁচটা মালকিনের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে, দয়ামায়ার শরীর তার, প্রতিবেশীর কষ্টে সে কাতর হয়; ডন কুইকজোটকে সারিয়ে তোলার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; সে নিজে হাত লাগায় আর মেয়েকেও ডেকে নেয়, তাকে সাহায্য করতে বলে; মেয়েটি বেশ সুশ্রী। সরাইখানায় পরিচারিকার কাজ করে আস্‌তুরিয়াসের এক পতিতা, চওড়া মুখ, চেপ্টা মাথা, থেবড়া নাক, এক চোখ অন্ধ, অন্যটিতে কম দেখে, গায়ে বেঢপ জামা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত উচ্চতা তিন ফুট, ঘাড়ে-গর্দানে বেশ মোটা, কাজ করার সময় শরীরের খুঁত চোখে পড়ে, বার বার নিচের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়, এতবার চোখ নামানোর দরকার হয় না, সে তা চায়ও না, তবু শরীরের ওপর দিককার টাল সামাল দিতে নাকাল হয় মেয়েটি। মালকিন আর তার মেয়েকে সাহায্য করতে যায় এই ভালো মেয়েটি, ওরা তিনজনে ডন কুইকজোটের বিছানাটা করে দেয়; বড্ড করুণ অবস্থা বিছানার; যে ঘরে সেটা আছে সেখানে জুয়ার আড্ডা বসে, আগে কাটা খড় রাখা হতো। ওই এক চিলতে ঘরটার এক পাশে থাকে এক খচ্চরচালক, তার বিছানা বলতে কয়েকটা তক্তা আর খচ্চরদের গা ঢাকা দেবার কাপড়চোপড়, নাইটের বিছানার চেয়ে এটা ভালো। ডন কুইকজোটটা দুটো অসমান পায়ার ওপর বসানো চারটে রঙচটা বোর্ডের ওপর পাতলা আস্তরণ যেটাকে লেপ বলা যায়, তার মধ্যে উলের গোল্লা পোরা আছে, লেপটার গায়ে অসংখ্য ফুটো না থাকলে ওগুলোকে রঙিন পাথরের টুকরো মনে হতো। বিছানাটায় আর যা আছে তা হলো এক জোড়া চাদর, সেগুলোকে দেখে চামড়া মনে হয়, যদিও লিনেনের, গায়ে দেবার একটা কম্বল আছে যার প্রত্যেকটা সুতো আলাদা করে গোনা যায়। এমন এক হতশ্রী বিছানায় ব্যথা বেদনায় বিপর্যস্ত নাইটের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো, মালকিন ও তার মেয়ে ওর সারা দেহে তেলের প্রলেপ মাখিয়ে প্লাস্টার করে দিচ্ছে আর মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই পতিতা যার নাম মারিতোর্নেস্‌। মালকিন তেল মাখাতে মাখাতে গা–ভরতি ক্ষত দেখে অবাক হয়। বলে–দেখে মনে হচ্ছে লাঠি পেটার দাগ, পড়ে গেলে তো এমন হয় না।

সানচো বলল–না, না, সেন্যোরা ওগুলো পাহাড়ের নানা রকমের পাথরের ওপর ধাক্কা খাওয়ার দাগ, লাঠিপেটা কী করে হবে? আমার পিঠেও বেশ ব্যথা জানি না কী হয়েছে, একটু তেল রাখবেন তো। পিঠটায় মালিশ লাগবে।

মালকিন জিজ্ঞেস করল–তুমিও গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলে নাকি?

সানচো বলে–না, আমি পড়িনি, আমার মনিবকে পড়তে দেখে ছুটে গিয়েছিলাম, দৌড়ঝাঁপে বোধহয় এমন হয়েছে।

মেয়েটি বলল–এমন তো হয়। আমি স্বপ্ন দেখেছি কত উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছি কিন্তু মাটিতে পড়ছি না। ঘুম থেকে উঠি দেখি গায়ে বেশ ব্যথা যেন ওপর থেকে নিচে পড়েছি। কতবার যে এই স্বপ্ন দেখেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানচো শুনে বলে—আমারও এমন হয়েছে বুঝলেন সেন্যোরিতা, তবে আমি মনিব ডন কুইকজোটকে পড়তে দেখেছি। সুতরাং আমি জেগেছিলাম যেমন এখন আছি, কি কপাল আমার, পিঠে মনিবের মতোই ব্যথা, উঃ!

পরিচারিকা মারিতোর্নেস জিজ্ঞেস করে—এই ভদ্রলোকের নাম কী?

সানচো বলল—উনি হলেন ডন কুইকজোট দে লা মানচা, একজন বিশ্ববিখ্যাত ভ্রাম্যমাণ নাইট।

পতিতা অবাক হয়—ভ্রাম্যমাণ না-ই-ট, ওটা কী বস্তু?

সানচো বলল—আরে! তুমি তো একেবারে আনকোরা, নিজের জগৎ ছাড়া আর কিছুই জানো না দেখছি! শোনো বোন, 'ভ্রাম্যমান-নাইট'—এই দুটো শব্দের মানে ধরে নাও, আজ যে ফকির কাল সে রাজা। আজ দেখ তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই, কাল দেখবে এই মানুষই তার শাগরেদকে দু-তিনটে রাজ্য দিয়ে দেবে।

মালকিন জিজ্ঞেস করল—এত বড় এক মানুষের সহচর হয়ে তুমি একটা জমিদারিও পাওনি?

সানচো বলে—সময় হয়নি সেন্যোরা। মাত্র একমাস আমরা অভিযানে বেরিয়েছি, এর মধ্যে বলার মতো ঘটনা একটাও ঘটেনি। আমরা যা খুঁজেছি তা পাইনি। তবে আমি জোর গলায় বলছি আমার প্রভু ডন কুইকজোট যদি সুস্থ হয়ে যায় আর আমি যদি অসুস্থ বা আহত হয়ে তাকে সঙ্গ দিতে না পারি তাহলে স্পেনের রাজসিংহাসন পেলেও নেব না।

এতক্ষণ ধরে ডন কুইকজোট এদের কথাবার্তা শুনছিলেন, এবার খুব চেষ্টা করে বিছানায় উঠে মালকিনের হাত ধরে বসলেন। তারপর বললেন—আমার কথা বিশ্বাস করুন সুন্দরী সেন্যোরা, এমন একজন অতিথিকে আপনাদের দুর্গে আদর-যত্ন করার সুযোগ পেয়ে আপনারা ধন্য। কোনো সম্মানীয় ব্যক্তির পক্ষে নিজের মুখে প্রশংসা করা ভালো দেখায় না, আমি কিছু বলব না, যা বলার বলবে আমার সহচর; শুধু এইটুকু বলার অধিকার আমায় দিন,—আমার স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত থাকবে আপনাদের এমন সেবা আর যতদিন বাঁচব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব এই মানবিক ব্যবহার। তারপর আবার বলতে লাগলেন—ওপরওয়ালার চোখে আমার প্রেম, প্রেমিকার রূপ সবই পূর্ব-নির্ধারিত, যদি কখনো আমার সাধনা সার্থক হয় তবে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রেমিকার পায়ে আত্মনিবেদন করব।

মালকিন, তার মেয়ে এবং দয়ালু মারিতোর্নেস্ পরস্পরের দিকে তাকাল, এমন উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা শুনে ওরা হতবাক, গ্রিক ভাষা হলে যেমন বুঝত তেমনি বুঝল। তবুও কথাগুলোর মধ্যে তাদের গুণকীর্তন হয়েছে এইটুকু জেনে তাকে অন্য জগতের এক সম্মানীয় মানুষ ভেবে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে থাকল আর সরাইখানার ভাষায় উত্তর দিল। তারপর তাকে বিশ্রাম নিতে বলে—ওরা চলে গেল সানচোর পিঠে মালিশ করার জন্যে মারিতোর্নেস্ ওখানে রয়ে গেল। সানচো তার মনিবের মতোই সেবা চাইছিল।

খচ্চর চালক মারিতোর্নেস্-কে নিয়ে এক বিছানায় রাত কাটাবে ঠিক করে রেখেছিল; মেয়েটি ওকে বলেছিল যে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে নিশ্চয়ই আসবে আর একসঙ্গে শোবে। এই সরল স্বভাবের মেয়েটি সম্পর্কে সবাই বলে যে ওর কথার

খেলাপ হয় না, তার কথার কোনো সাক্ষী দরকার হয় না, ভদ্রতাবোধই তার পরিচয়; নিজেকে বড্ড হীন ভেবে সে পরিচারিকার কাজ নিয়েছে; মাঝে মাঝে বলে জীবনে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা আর পেটের তাগিদে তাকে এই কাজ নিতে হয়েছে।

ওই জঘন্য ঘরের চারটি বিছানার মধ্যে প্রথমটা ছিল ডন কুইকজোটের, ওটি ছোট, নোংরা যেন ভিখারিরা শোয়, পরেটা সানচোর, একটা মাদুর আর কম্বলের মতো একটা ছেঁড়া ক্যানভাস। ওদের পরে ছিল খচ্চর–বাহকের বিছানা, ওর বারোটা খচ্চরের গায়ের কাপড় চোপড় দিয়ে তৈরি, তার খচ্চরগুলি নাকি সেরা জাতের, আরেভালোর খচ্চরওয়ালাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ধনী; এই সব লেখা আছে মুর লেখকের বিবরণে, লেখক নাকি ওকে চিনতেন; কেউ কেউ বলে সে ছিল লেখকের আত্মীয়। সে যাই হোক, সিদ্ হামেত বেনোগেলি ঐতিহাসিক হিসেবে খুবই তথ্যনিষ্ঠ, অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসেরও অনুপুঙ্খ, বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যে সব ঐতিহাসিক সব জিনিসের সারাংশ লেখেন তাদের এরকম ঐতিহাসিকদের প্রশংসনীয় দিকগুলো থেকে শেখা উচিত কেমনভাবে লিখতে হয়। অন্য ঐতিহাসিকরা অবহেলা, ঈর্ষা অথবা অজ্ঞতার দরুন লেখার যোগ্য অনেক কিছু বাদ দিয়ে পাঠককুলকে বঞ্চিত করেন। সুতরাং 'রিকামোনতের তাবলান্তে' র লেখক এবং কাউন্ট তোমিইয়েসের কীর্তিকলাপ যে ঋষি অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানানো উচিত। খুঁটিনাটির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁরা তথ্য পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু আমাদের ফিরে আসতে হচ্ছে আগের গল্পে, খচ্চরওয়ালা মাঝরাতে খচ্চরদের দ্বিতীয়বার খাবার দিয়ে এসে নিজের পাটাতনের বিছানায় শুয়ে মারিতোর্নেস্–এর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। যেহেতু মেয়েটি এক কথার মানুষ সময় মতোই আসা উচিত তার। গায়ে তেলমালিশ হয়ে গেলে সানচোও ঘুমোবার চেষ্টা করছে কিন্তু ব্যথার জ্বালায় ঠিক ঘুম আসছে না। নাইট তার সহচরের মতোই পাঁজরের ব্যথার অস্থির, খরগোশের মতো চোখ খুলে শুয়ে আছে। সরাইখানার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, গেটের আলো ছাড়া সব আলো নিভে গেছে। এমন শান্ত নীরব মুহূর্তে ডন কুইকজোটের ভাবনাগুলো বড় সজাগ হয়ে ওঠে, আজগুবি কাহিনী পড়ার ফলে তার কল্পনায় ভেসে ওঠে অসম্ভব অবাস্তব সব চিত্র। এখন তার কল্পনা–এসেছেন নামি এক দুর্গে, যেমন আমরা আগেও দেখেছি যে কোনো সরাইখানাকে তিনি দুর্গ ভাবতে পারেন, এবং সরাইখানার মালিকের মেয়ে, অর্থাৎ দুর্গের গভর্নরের মেয়ে, তার সাহসী আত্মমর্যাদাপূর্ণ চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে ওকে আলিঙ্গন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মা বাবা ঘুমিয়ে পড়লে সে আসবে। এইসব উদ্ভট কল্পনায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বলেই কষ্ট পান, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান নষ্ট হবার ভয়ে বিচলিত হন, সত্য থেকে অনেক দূরে তার অবস্থান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সততার কাছে পিছু হটে কুৎসিত লোভ এবং তিনি সেন্যোরা দুলসিনেয়া দেল তোরোসোর প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না; রানি হিনেব্রা তাঁর বিশ্বস্ত সেবিকা কিনতান্যোনাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তাঁকে ছলাকলায় প্রলুব্ধ করলেও না।

বলগাহীন কল্পনার জগতে ডুবে আছে তার মন, এমন সময় সেই ভালো মেয়ে মারিতোর্নেস্ কথামতো সেই ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করল, খালি পা, গায়ে মোটা একটা জামা, কাপড়ের নেটে খোঁপা বাঁধা, ঘরে প্রবেশ করে সে তার প্রেমিকের শয্যা খুঁজছে; কিন্তু সামান্য আওয়াজ পেয়েই ডন কুইকজোট বুঝতে পেরেছে কেউ ঘরে এসেছে, প্লাস্টারে মোড়া দেহটাকে তুলে উঠে বসেছেন আর তাঁর কল্পনার সুন্দরীকে জাপটে ধরবেন বলে হাত বাড়িয়েছেন, মেয়েটির মুখে কোনো শব্দ নেই। তাঁকে দুর্গের গভর্নরের মেয়ে ভেবে নিয়েছেন, তার ক্যানভাসের জামাটা যেন সবচেয়ে দামি লিনেনের তৈরি, কাচের চুড়ি যেন প্রাচ্যের দুষ্প্রাপ্য মুক্তো, ঘোড়ার কেশরের মতো শক্ত চুল যেন নরম সোনালি সুতো এবং মুখের বোটকা গন্ধ যেন আরবের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি। মোট কথা বাঁধভাঙা কল্পনার তোড়ে তিনি ভাবলেন বইয়ে পড়া রোমান্টিক এক নায়িকা তার প্রেমে পড়ে আহত নাইটকে গোপনে দেখতে এসেছে, তার আকাশকুসুম কল্পনার জোয়ারে ভেসে যায় বাহ্যজ্ঞান, কোনো কিছুতেই বাগ মানে না এমন অবাস্তব ভাবনা, এক প্রতিবন্ধী স্থূল পরিচারিকা কেবল খচ্চরওয়ালা ছাড়া কাউকে আকৃষ্ট করে না। তার নিশ্বাসের দুর্গন্ধে স্বাভাবিক মানুষের বমি উঠে আসে, এই নারী তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়, ডন কুইকজোটের মনে হয় তারমধ্যে ধরা দিয়েছে স্বর্গীয় সুষমায় গড়া সৌন্দর্যের দেবী।

তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে ফিসফিস করে প্রেমের বাণী আওড়াতে শুরু করলেন—ওঃ কি মানবিক লালসা আমাকে মোহমুগ্ধ করে দিল, এমন এক অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, হ্যাঁ এমন সৌভাগ্যের প্রতিদানে একটি রাজ্য দান করা উচিত, কি সুন্দর এই আলিঙ্গন, কিন্তু সুন্দরী, ভাগ্য আমাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে; আহত দেহ নিয়ে পড়ে আছি, যোগ্যতার এই কি দাম! ভাগ্যের কি পরিহাস তুমি দেখ; তোমার কামনা বাসনা পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলেও আমি এখন অপরাগ, আমি এই মুহূর্তে অক্ষম, আমার সামনে অনেক বাধা; অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী দুলসিয়ো দেল তোবোসোর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তায় সেই প্রেরণাদাত্রী, সে আমার হৃদয়ের একমাত্র রানি, অধিশ্বরী। কিন্তু আজ এমন অসহায় হয়ে পড়ে আছি, তুমি যে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলে তার সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না।

নাইটের হাতের মধ্যে আটকে থেকে বেচারা মারিতোর্নেস্ ভয় আর উদ্বেগে ঘেমে যেন স্নান করেছে, এত সব বড় বড় কথা সে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়ওনি, সে হাতের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। ওদিকে খচ্চরবাহক তার কামোদ্দীপক চিন্তা শানিয়ে জেগে আছে, মারিতোর্নেস্ ঘরে ঢুকে তার কাছে না আসায় সে ভেবেছে অন্য খদ্দের ধরেছে, ডন কুইকজোটের ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে তার ওপরই সন্দেহ হয়েছে, সে চুপি চুপি ওই বিছানায় ঢুকে শুনছে কতক্ষণে ওর বাকতাল্লা বন্ধ হবে। মারিতোর্নেস্ নাইটের হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও পারছে না দেখে তার মনে হলো ডন কুইকজোট জোর করে ওকে ধরে রেখেছে, মেয়েটির কোনো দোষ নেই, এমন ব্যবহার দেখে সে নাইটের চোয়ালে এমন ঘুষি মারল যে সারা মুখ রক্তে ভরে গেল। তাতেও রাগ কমল না, সেই নাইটের বুকের ওপর উঠে তার প্লাস্টার

বাঁধা পা এমনভাবে মাড়িয়ে দিল যেন ধান মাড়াই হচ্ছে। এত ভার সহ্য করতে পারল না নাইটের বিছানা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, বিছানা ভেঙে পড়ার শব্দে সরাইখানার মালিকের ঘুম ছুটে গেল, মারিতোর্নেসের রাতের অভিযান ভেবে ওকে ডাকল, কিন্তু উত্তর না পেয়ে একটা বাতি জ্বালাল, ঘরে ঢুকে কী ঘটেছে বুঝতে পারল। পতিতা কামান্ধ এই লোকটির স্বভাবের কথা জানে, তার পায়ের শব্দ পেয়ে সে ভয়ে সানচোর বিছানায় ঢুকে গুটিয়ে সুটিয়ে ডিমের মতো হয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে পড়ে রইল, সানচোর নাক ডাকার শব্দ একটানা ছন্দে অনবদ্য। মনিব এসে রাগে গরগর করতে করতে হাঁক ছাড়ল–গেল কোথায় বেশ্যামাগীটা? ফষ্টিনষ্টির সময় অসময় নেই? যা ইচ্ছে তাই করবে? মালিকের হুঙ্কারে সানচোর গভীর ঘুম ভেঙে গেল; পাশে স্থূলাকার একটা বস্তু তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, যেন সে দুঃস্বপ্ন দেখছে, যত জোরে পারল ওটাকে পেটাতে লাগল। এত জোরে সে মারতে লাগল যে সহ্য করা কঠিন, মেয়েটি বিপদে পড়েছে এবং তার সম্মান নষ্ট হবে জেনেও সে সানচোকে দমাদ্দম পেটাতে শুরু করল। আর এই মারের চোটে সানচোর ঘুমের জড়তা কেটে গেল এবং তার পাশে এমন এক শিকার পেয়ে মারামারিতে মেতে উঠল আর সেটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মজাদার সংঘাত হয়ে রইল। সরাইখানার মালিক যে বাতি জ্বালিয়েছিল তার আলোতে খচ্চরবাহক তার প্রেমিকাকে নিগৃহীত হতে দেখে নাইটকে ছেড়ে তার শাগরেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাইটকে সে মনের সুখে ঠেঙিয়েছে, এবার তার শাগরেদের পালা। ওরা যখন মারামারি করছে সরাইখানার মালিক পতিতাকে এসবের জন্যে দায়ী ভেবে যথেচ্ছ চড় চাপড়-লাথি চালাতে লাগল, ঘরটায় তখন মারামারির হল্কা বইছে। খচ্চরবাহক মারল সানচোকে, সানচো মারল পতিতাকে, সেও কষে ঠ্যাঙাল সানচোকে, শেষে মেয়েটিকে পেটাতে লাগল সরাইখানার মালিক। ওরা সবাই যত দ্রুত সম্ভব একে-অপরকে ঠ্যাঙাচ্ছে যেন পরে আর সময় পাবে না। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ধস্তাধস্তি, মারামারি যখন তুঙ্গে আলোটা গেল নিভে, অন্ধকারে যে যতটা পারল হাত ও পায়ের সুখ মেটাল, সবাই নির্দয়ভাবে সবাইকে আঘাত করে চলেছে যেন তখনই সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

সেই রাতে একটা কাকতালীয় ঘটনা ঘটল। তোলেদোর 'পুরাতন সানতা এরমানদাদ' (পুরাতন পবিত্র ভ্রাতৃত্ব) সংস্থার এক অফিসার সেই রাতটা এই সরাইখানায় এসে উঠেছে। ওদের কাজ হচ্ছে চোর ডাকাত ধরা। অত গোলমালে ঘুম ভেঙে গেছে সেই অফিসারের, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এক হাতে রুলার আর অন্য হাতে তার কাগজপত্র রাখার টিনের বাক্স নিয়ে ওই ঘরটায় ঢুকে বলল–এ্যাই, সবাই চুপ কর, তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সান্‌তা এরমানদাদের অফিসার। প্রথম চোটেই তার হাত পড়ল হতভাগ্য আহত নাইটের গায়ে, যিনি প্রায় চৈতন্যহীন অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন তার শয্যার ধ্বংসাবশেষের ওপর। অফিসারটি তার দাড়ি ধরে ধমক দেয়–তুমি ন্যায় বিচারের পক্ষে না বিপক্ষে? কিন্তু ওঁকে শক্ত হাতে ধরলেও উঠতে পারছেন না দেখে তার মনে হলো এই ঘরের লোকগুলো একে মেরে ফেলেছে। সন্দেহ করা মাত্রই তার আদেশ–সরাইখানার গেট বন্ধ করে দাও, কেউ বেরোতে পারবে না, এখানে একজনকে খুন করা হয়েছে।

এই আদেশ শোনামাত্রই সব স্তব্ধ, মারামারি, কথা কাটাকাটি শেষ। সরাইখানার মালিক সুড়সুড় করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল, খচ্চরওয়ালা তার পাটাতনের বিছানায়, পতিতা ঢুকল তার অন্ধকার খুপরিতে; কেবল হতভাগ্য নাইট আর তার সহকারী পড়ে রইল, ওদের নড়ার শক্তি নেই, ডন কুইজজোটের দাড়ি ছেড়ে দিয়ে অফিসার একটা আলো চাইছিল যাতে খুনিদের ধরতে পারে, কিন্তু সরাইখানার মালিক চালাকি করে গেটের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, অফিসার রান্নাঘরের চিমনিতে ফুঁ দিয়ে আগুন বের করে অতি কষ্টে একটা মোমবাতির পলতে জ্বালাল।

১৭

আগের দিন সবুজ মাঠে খচ্চর বাহকের দল ডন কুইকজোট এবং সানচো পানসাকে লাঠি, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে খুব মেরেছিল, এখন সেই বিপজ্জনক দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ছে নাইটের সেইরকম করুণ স্বরে সানচোকে বলছে–সানচো, বন্ধু সানচোরে, ঘুমোচ্ছিস? এখনও ঘুমোচ্ছিস, ভাই সানচো, ঘুম ভাঙেনি এখনও? বিরক্ত হয়ে সানচো জবাব দেয়–কী বলছেন! ঘুম? ঘুমোব? সারারাত শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল, ঘুম আমার মাথায় উঠেছে। গতরাতের দুঃস্বপ্ন আর নারকীয় ঘটনায় সানচো এখনও বিভ্রান্ত।

ডন কুইকজোট বলেন–ঠিকই বলেছিস। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, মনে হচ্ছে দুর্গকে ভূতে পেয়েছিল। তোকে একটা কথা বলছি, দিব্যি করে বল আমার মৃত্যুর আগে কাউকে এটা বলবি না।

সানচো বলল–দিব্যি কেটে বলছি আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোবে না। ডন কুইকজোট বলেন–আমি কারও সম্মানহানি হোক চাই না, তাই এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে কথা বলব। তোকেও এটা মনে রাখতে হবে।

সানচো সেই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করে বলল–আমি আবার দিব্যি কেটে বলছি আপনি যদ্দিন বেঁচে থাকবেন একটা বাজে কথা বলব না। তবে খোদার কৃপায় কাল যেন বলতে পারি।

ডন কুইকজোট বলেন–তোর আমি কী ক্ষতি করেছি যে এত তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যু। কামনা করছিস। –না, না, আমি একেবারে ওসব কথা ভাবিনি, আসলে কোনো জিনিস আমি বেশিদিন পুষে রাখি না। কারণ রাখলে পচে যায়; বলল সানচো।

ডন কুইকজোট বললেন–যাক, তুই যা ভালো বুঝবি করবি। তোর ভদ্রতা আর ভালোবাসার ওপর আমার খুব বিশ্বাস। গত রাতে এমন আশ্চার্য মজার এক অভিযান ঘটেছে যা কল্পনাও করা যায় না, এই দুর্গের মালিকের মেয়ে আমার কাছে এসেছিল তোকে ছোট করে ব্যাপারটা বলছি, মেয়েটি রূপে গুণে অনন্যা, এমন এক নারী এ জগতে কদাচিৎ দেখা যায়। কী তার শরীরের গড়ন আর এমন সুন্দর মন। গোপন সৌন্দর্যের কথা বলব না, সেগুলো স্মৃতির গভীরে সঞ্চিত থাক, ওসব কথা বললে আমার হৃদয়ের রানি দুলসিনেয়া দেল তোবোসোকে অপমান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। শুধু তোকে দু'একটা কথা বলছি। আমার হাতের মুঠোয়

ধরা দিল সে আর আমরা দুজনেই সুখের অতল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি এমন সময় অঘটন ঘটে গেল, তাই মনে হচ্ছে হয়তো আমার এমন আশ্চর্য প্রেমের উন্মাদনায় খোদা পর্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল। অথবা এই দুর্গ ভূতের দখলে চলে গিয়েছিল। আমাদের প্রেম যখন তুঙ্গে তখনই এক দৈত্য এসে অতর্কিতে এমন মারল, ওকে আমি দেখতে পাইনি, অন্ধকারে চুপি চুপি এসে এই চোয়ালে এত জোরে এক ঘুসি মারল যে সারা মুখ চোখ রক্তে ভেসে গেল সেই হতচ্ছাড়া রাক্ষসটা আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সপাটে মেরে আমাকে একেবারে সাংঘাতিক জখম করে দিয়েছে; গতকাল ব্যাটাচ্ছেলে তার চেয়েও এককাঠি দড়, তাই বলছিলাম এই কেল্লাটায় ভূত ঢুকেছে। আর আমার মনে হচ্ছে ওই সুন্দরী বশীকরণ জানা কোনো মুরের হাতে ধরা দিয়েছে, আমার কপালে নেই রে, সানচো, আমার হাতের বাইরে চলে গেছে।

সানচো বলে—আমার কপালও পোড়া। চারশোরও বেশি মুর আমাকে কিছু না জানতে দিয়ে সারা শরীরটাকে এমন দুরমুশ করেছে যে মনে হচ্ছে কালকের লাঠিপেটা এর কাছে সুড়সুড়ি। কিন্তু এখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এত ঝাড় খাওয়ার পরেও আপনি বলবেন এটা মজার অভিযান? আপনার হাল আমার চেয়ে অনেক ভালো কারণ আপনি এক সুন্দরী যুবতীকে অন্তত জাপটাতে পেরেছিলেন। আমি কী পেলাম? গরীবের ঘাড়ে পড়ল শয়তানের গুঁতো। আমার মাও যেমন আমিও তেমনি ভাগ্যহীন, আমি তো জীবনে নাইট হবার কথা ভাবিনি, তবুও সব দুর্ঘটনার কুফল ভোগ করে যাচ্ছি। ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন—তুইও আমার মতো মার খেয়েছিস?

সানচো বলে—যাঃ চলে! তবে আর এতক্ষণ কী শুনলেন?

ডন কুইকজোট বললেন—যাকগে, ও নিয়ে আর ভাবিস না, মিছিমিছি কষ্ট পাবি। আমি সেই দামি তেলটা তৈরি করে দিচ্ছি, চোখের পলকে তোর ব্যথা বেদনা সব দূর হয়ে যাবে। শরীর ঝরঝরে লাগবে।

ওই সময় বাতি হাতে অফিসার ঘরে ঢুকেছে, খুঁজছে কোনো লোকটা খুন হয়েছে। সার্ট পরিহিত বাতি হাতে ব্যাজারমুখ মানুষটির মাথায় পাগড়ির মতো করে তোয়ালে জড়ানো, ওকে বেশ কুৎসিত দেখাচ্ছে। সানচো মনিবকে বলে—হুজুর, এই কি সেই জাদুকর মুর, দেখতে এসেছে আরো কিছু পেটানোর বাকি আছে কিনা।

ডন কুইকজোট বললেন—না, না, এ মুর নয়, জাদুকরদের এমনভাবে সাদা চোখে দেখা যায় না।

সানচো বলল—চোখে দেখা না গেলেও বোঝা যায় খুব' আমার লাশ তার প্রমাণ।

ডন কুইকজোট বললেন—আমারটাও। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে আমরা যাকে দেখছি সে জাদুকর মুর।

এমন সময় সেই অফিসার ঘরে ঢুকে দেখে দুজন মানুষ খুব ধীরস্থিরভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে; হতভাগ্য নাইট রক্তাক্ত, প্লাস্টারবিহীন লাশ হয়ে যেন পড়ে আছে, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই তার।

অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করল—কেমন? শরীর ঠিক আছে তো? ভালো দাদু। ডন কুকইজোট রেগেমেগে উত্তর দেন—আপনার দলের শিক্ষিত লোক হলে আমি আরেকটু

ভদ্রভাবে কথা বলতাম। মাথায় গোবর পোরা থাকলে এমনই হয়। একজন ভ্রাম্যমাণ নাইটের সঙ্গে কথা বলতে হয় কীভাবে তাও বোধহয় জানা নেই!

এমন সিঁটকে চেহারার মানুষের ধাতানি সহ্য করতে না পেরে তেলভরা বাতিদানি দিয়ে অফিসার তার মাথায় ঘটাং করে এমন মারল যে নিশ্চয়ই ডাক্তার ডাকতে হবে, এই কথা ভেবে সেও পগার পার। অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না।

সানচো নাইটকে বলল–হুজুর এবার আমার স্থির বিশ্বাস ও মায়াবী মুর! আমার মনেহয় যত সব ধনরত্ন আর দামি জিনিস অন্যদের জন্যে রাখে আর আমার আপনার জন্যে থাকে কিল, চড়, ঘুসি, লাথি, রদ্দা আর গোঁত্তা।

ডন কুইকজোট বলেন–আমারও তাই মনে হচ্ছে। আঘাত আমরা যা পেয়েছি ওসব হজম করে নেওয়াই ভালো, ওদের ওপর রাগ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই; ওরা জাদুর মায়ায় যখন ইচ্ছে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কাজেই প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবে কিচ্ছু করা যাবে না। এখন তুই যদি পারিস উঠে এউ দুর্গের গভর্নরকে বল যাতে আমাকে একটু তেল, নুন, মদ আর রোজমেরীর পাতা পাঠিয়ে দেয়; ওগুলো দিয়ে ব্যথা সারাবার তেল তৈরি করব, ভূতের মার খেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, এক্ষুনি ওগুলো চাই।

সানচো হাড়ের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে কোনোকমে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে সরাইখানার মালিকের ঘরের দিকে যাবার সময় ওই অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সানচো বলল–হুজুর, দয়া করে আমাদের একটু তেল, নুন, মদ আর রোজমেরীর পাতা আনিয়ে দিন; ওষুধ বানাতে হবে কারণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাইটকে কোনো এক জাদুকর মেরে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে।

অফিসার ওর দ্রুত কথা বলার ভঙ্গি দেখে ভাবল এর মগজ ঢিলে; যাই হোক ভোরের আলো ফুটেছে, অফিসার সরাইখানার মালিককে সানচোর কথাগুলোই বলল। সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানার মালিক জিনিসগুলো জোগাড় করে দিল আর সানচো হামাগুড়ি দিয়ে নাইটের কাছে এলো। ডন কুইকজোট প্রচণ্ড ব্যথায় মাথায় হাত দিয়ে গোঙাচ্ছেন যদিও বাতির আঘাতে দু জায়গায় ফোলা ছাড়া তেমন কিছু হয়নি; যাকে রক্ত ভেবেছেন সেটা তা নয়–বাতির তেলে ওঁর চোখ-মুখ ভিজে গেছে আর তার সঙ্গে ভীষণ ঘাম হচ্ছে। বাতির তেল আর ঘাম চুল, মুখ আর চোখ ভিজিয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছে।

নাইট এবার ওই জিনিসগুলো একসঙ্গে ফুটিয়ে ওষুধ তৈরি করেন, ওষুধটা একরকমের তেল, সেটা রাখার পাত্র দরকার, শিশি বা বোতল না থাকায় সরাইখানার মালিক একটা পুরনো টিনের পাত্র এনে দিল, ডন কুইকজোট তাতেই সন্তুষ্ট। কারণ এর চেয়ে ভালো পাত্র সরাইখানায় ছিল না। তারপর সেই পাত্রটির সামনে আশি বারের বেশি খোদার নাম জপতে জপতে বুকে ক্রস আঁকতে লাগলেন যাতে ওই তেলের শক্তি বাড়ে। এই অনুষ্ঠানে সানচো, সরাইখানার মালিক এবং অফিসার উপস্থিত ছিল খচ্চরওয়ালা ছিল না, সে খচ্চর দেখতে গিয়েছিল, অনুষ্ঠানের কিছুই সে জানতে পারল না। পাত্রে তেল ভরার পর যেটা বেশি হলো সেটা ডন কুইকজোট নিজের ওপর পরীক্ষা করার জন্যে গিলে ফেললেন; ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এমন বমি শুরু হলো যে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি আর পাকস্থলী যেন বেরিয়ে আসছে। বমির সঙ্গে শুরু হলো প্রচণ্ড ঘাম। ঘামে তার শীত করতে শুরু করল। তিনি ওদের বললেন যে গায়ে কাপড়-চোপড় চাপা

দিয়ে তারা যেন চলে যায়, তিনি একা থাকবেন। তাই করল ওরা। তিন ঘণ্টা একটানা ঘুমের পর চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ডন কুইকজোট। তার মনে হলো মন্ত্রপূত তেল পান করেই এমন সুস্থ হতে পেরেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস এটা ফিয়েরাব্রাসের জাদুকরী ওষুধের মতোই শক্তিশালী। এবার তিনি অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন, আর কোনো ভয় নেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোনো বিপদ এলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, তাকে কেউই আর আটকাতে পারবে না।

মনিবের শরীর এমন সুস্থ হওয়া দেখে সানচো ভাবল-সত্যি এই ওষুধের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তার শরীরও তো ব্যথাবেদনায় বেশ খারাপ, তাই ওই ওষুধ যদি আর থাকে খাবার অনুমতি চাইল; ডন কুইকজোটের অনুমতি পেয়ে সে পাত্রটায় যা পড়েছিল গলায় ঢেলে দিল, পরিমাণটা খুব কম নয়। সানচোর পাকস্থলী তার মনিবের মতো শক্ত নয়। ওষুধটা পেটে পড়তে না পড়তেই তার অবস্থা বেসামাল হতে লাগল ওয়াক ওয়াক করে বমি, মাথা ঘোরা, পেটের যন্ত্রণা আর প্রচণ্ড ঘাম শুরু হলো। বমি করতে করতে অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। সে ভাবল এবার মারা যেতে বসেছে। ওষুধ আর তার প্রস্তুতকারককে প্রচণ্ড খিস্তি-খেউড় করতে লাগল। তার এমন কাহিল অবস্থা দেখে ডন কুইকজোট বললেন-শোন সানচো, তোর এত কষ্ট হচ্ছে কারণ তুই তো স্বীকৃত নাইট হতে পারিস নি, নাইট ছাড়া এ তেল যে খাবে তার এমন অবস্থাই হবে। সানচো একথা শুনে আরো খেপে গেল-আপনি যদি এটা জানতেন তাহলে আমায় আগে বললেন না কেন? আমার বাপের নাম খগেন করে দিচ্ছে, শালা, এটা ওষুধ না মানুষ মারার বিষ!

বমি আর পায়খানায় তার কাপড়-চোপড় আর বিছানার চাদর, কম্বল সব এমন ভিজে গেল তা আর এখন ব্যবহার করা যাবে না। এমন ঘাম হচ্ছে দেখে সকলের মনে হলো সানচোর শেষ অবস্থা। দু'ঘণ্টা ধরে এমন ভয়ংকর অবস্থা চলার পর তার কষ্ট কিছু কমল। তবে তার মনিবের মতো সুস্থ হতে পারল না; এত দুর্বল যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

ওই তেলের গুণে ডন কুইকজোট এত প্রাণবন্ত এবং সুস্থ বোধ করছেন যে ভাবলেন অভিযানে নেমে পড়া দরকার। দু'দিন সময় নষ্ট করে তিনি বিচার ও ন্যায়প্রার্থী বহু মানুষকে বঞ্চিত করেছেন, বেশি আরাম বা আয়েশ করলে তিনি ভ্রাম্যমাণ নাইটের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবেন। সুতরাং আর দেরি নয়। ঘোড়ায় জিন পরিয়ে গাধাকে ঠিকভাবে সাজিয়ে উনি তৈরি। একটু দূরে একটা বর্শা দেখতে পেয়ে তুলে নিলেন, বল্লম ভেঙে গেছে বলে এই বর্শাটাকেই তিনি ব্যবহার করবেন। গাধার পিঠে কোনোকমে সানচোকে বসিয়ে ডন কুইকজোট রোসিনান্তের পিঠে উঠে বসলেন। সরাইখানার প্রায় কুড়িজন মানুষ ওদের বিদায় জানাতে এসেছে। তাদের মালিকের সুন্দরী মেয়েটিও এসেছে। ডন কুইকজোটের স্থির দৃষ্টি তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে ঘন ঘন, অনেকেই ভাবল রাতের দুর্ঘটনার জন্যে তার এমন হচ্ছে। যাত্রার সব প্রস্তুতি সারা হলে ডন কুইকজোট সরাইখানার মালিককে ডেকে বলতে শুরু করলেন, তার ধীর এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বর-হে মহান গভর্নর, আপনার এই বিশাল বিখ্যাত দুর্গে আমরা যে আতিথেয়তা এবং সেবা-শুশ্রূষা পেয়েছি তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের

স্মরণ করব। যদি কোনো বদমায়েশ আপনাদের ক্ষতি করার সামান্যতম চেষ্টাও করে আমাকে সংবাদ পাঠাবেন, আমার পবিত্র কর্তব্যই হচ্ছে শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন। যারা নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করবে আমার হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই।

সরাইখানার মালিক সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল,–নাইট হুজুর, আমার ওপর কোনো অন্যায় ঘটলে আমি একাই তার প্রতিকার করতে পারব, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। শুধু দয়া করে সরাইখানায় আপনাদের দুজনের আর দুই জানোয়ারের থাকা–খাওয়া বাবদ যা খরচ হয়েছে সেইটা মিটিয়ে দিন। আমি তাতেই খুশি।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–এটা সরাইখানা? দুর্গ নয়?

সরাইখানার মালিক বলল–এটা একটা নামি সরাইখানা।

ডন কুইকজোট এই কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন–ইস্! কী ভুলটাই না করে ফেলেছি! আমি ভেবেছিলাম এটা একটা দুর্গ এবং বেশ ভালো, এখন দেখছি এটা একটা সরাইখানা। আমি অনুরোধ করছি আমার কাছে থাকা খাওয়ার পয়সা চাইবেন না, আমি দিতে পারব না, আমি তো শিভালোরির নিয়ম–কানুন অমান্য করতে পারি না, আমি আজ পর্যন্ত এমন কথা শুনিনি যে কোনো জায়গায় থাকা খাওয়ার জন্যে নাইটকে পয়সা দিতে হয়। শীত গ্রীষ্ম, ঝড়–বৃষ্টি, খিদে–তেষ্টা সহ্য করে কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো পায়ে হেঁটে পথে প্রান্তরে মরুভূমি আর পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে নাইটরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে লড়াই চালিয়ে যায়, তার প্রতিদান হিসেবে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের কাছে কেউ পয়সা চায় না।

সরাইখানার মালিক বলল–এসব আমি বুঝি না, আষাঢ়ে গালগল্প ছেড়ে বিল মিটিয়ে দিয়ে যান। সরাইখানায় তো আমি দানছত্র খুলে বসিনি।

ডন কুইকজোট বললেন–তুমি একটা আস্ত বোকা, কিছুই বোঝ না, বদমায়েশি শিখেছে ষোলো আনা।

এই কথা বলে সরাইখানার মালিকের মুখের কাছে বর্শাটা একপাক ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেকটা পথ চলে গেলেন, পেছনে তার শাগরেদ আসছে কিনা দেখলেন না। তাকে কেউ আটকাতে পারল না।

নাইট কোনো কিছু না দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার নাকের ডগা দিয়ে চলে গেলেন দেখে সরাইখানার মালিক সানচোকে আটকাল। সে বলল, যে আইনের বলে তার মনিব ছাড় পেল সেও সেটা পাবার অধিকারী। কারণ শিভালোরির আইন সবার ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং সে কোনো পয়সাকড়ি দেবে না। সরাইখানার মালিক ভয় দেখাল, বলল পয়সা না দিলে লাশ পড়ে যাবে। সানচো একটুও দমল না, সে বলল এতদিনের প্রচলিত একটা সুন্দর নিয়ম ভেঙে সে ভবিষ্যতের মানুষের কাছে কলঙ্কিত হতে চায় না, সুতরাং জ্ঞান খোয়ালেও সে মান খোয়াবে না, একটা পাই পয়সাও সে দেবে না।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, সেই সময় সেগোভিয়ার চারজন কাপড় বিক্রেতা, কোর্দোবার পোতরো নিবাসী তিনজন দুস্কৃতী, সেভিইয়ার লা এরিয়া–নিবাসী দুজন দিন মজুর সরাইখানায় এসে পৌঁছেছে; এদের মুখ-চোখ দেখেই মনে হচ্ছে নিচুতলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক, বেশ রগুড়ে আর বদমায়েশিতে ওস্তাদ। সানচোর সঙ্গে সরাইখানার মালিকের চটাচটি দেখেই ওরা সানচোকে সবাই মিলে ঘিরে ধরল, একজন ভেতর থেকে একটা কম্বল নিয়ে এলো। সানচোকে গাধা থেকে নামিয়ে ওরা কম্বলের মধ্যে ফেলে ওকে নিয়ে দোলাবে, কিন্তু ছাদটা খুব নিচু দেখে ভাবল ওরা যা চায় তা এখানে হবে না। সুতরাং ওরা বাইরের খোলা জায়গাটায় ওকে নিয়ে গেল যেখানে মাথার ওপর আকাশ ছাড়া কিছু নেই। ওখানে কম্বলে ফেলে সানচোকে ওরা খুব জোরে ওপরে তুলে দেয় আবার সে কম্বলে পড়ে, কয়েকবার এরকম দোলাল যেমন প্রতি মঙ্গলবার ওরা কুকুরকে নিয়ে এই খেলা খেলে। কার্নিভালে কুকুর নিয়ে এমন খেলা ওদের খুব প্রিয়। ওদের নিষ্ঠুর খেলার শিকার সানচো বাপরে-মারে বলে চেঁচাতে লাগল, এমন কান্না মেশানো চিৎকার শুনে ডন কুইকজোট ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনো হতভাগ্য মানুষ বিপদে পড়ে এমন চিৎকার করছে, ফলে তিনি ভাবলেন এটা অভিযানের একটা সুযোগ। কিন্তু কাছে আসতেই কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন, ধীরে ঘোড়া চালিয়ে সরাইখানার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখেন গেট বন্ধ, অন্য কোনদিক দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায় কিনা দেখতে লাগলেন। পেছন দিকের পাঁচিল খুব উঁচু ছিল না, সেখানে এসে দেখলেন তার সহকারীকে নিয়ে একটা নিষ্ঠুর তামাশা চলছে। সেখানে তিনি দেখলেন সানচো একবার ওপরে উঠছে, তারপরই নিচে পড়ছে আর যারা ছিল সবাই খুব হুল্লোড় করছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁরও হাসি পেত কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপারে যাবার চেষ্টা করেও পারলেন না, প্রচণ্ড ব্যথার জন্যে তিনি ঘোড়া থেকে নামতে পারলেন না। সহকারীর ওই অবস্থা দেখে তিনি এত গালাগাল দিতে লাগলেন যা পুরো লেখা যাবে না। তার গালাগাল যত বাড়তে লাগল তাদের খেলাও তত বাড়তে থাকল। একেকবার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ছে। সানচো ওদের কাছে ক্ষমা চাইল, বীভৎসভাবে চিৎকার করল, ভয় দেখাল তারপর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে একদম চুপ হয়ে গেল। এতক্ষণে বজ্জাত লোকগুলো দয়া করে ওকে তুলে কম্বলে ঢেকে গাধার পিঠে বসিয়ে দিল। মরিতোর্নেস ভাবল ওর গলা শুকিয়ে গেছে তাই কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল এনে ওকে দিল। সানচো জল খেতে যাবে এমন সময় তার প্রভু বাধা দিলেন। বললেন—সানচোরে, এখন জল খাস না বাবা, পানি খেলে মারা যাবি। আমার কাছে পবিত্র তেল আছে দু'ফোঁটাতেই তুই একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবি।

সানচো মাথা নাড়িয়ে এক পলক মনিবকে দেখে বলল—আপনি কি ভুলে গেলেন যে আমি নাইট নই। ওই তেল খেলে পেটে যা আছে তাও বমি করে ফেলব। ও আপনার কাছে থাক, অমন বিষ আমার দরকার নেই।

মুখে ঢেলে সানচো বুঝতে পারল ওটা শুধুই নির্মল জল, তাই আর না খেয়ে পতিতা মারিতোর্নেসকে একটু ভালো মদ আনতে বলল, সে সানচোর শরীরের কথা ভেবে নিজের পয়সায় মদ কিনে ওকে খাওয়াল; তাই লোকে বলে যে মেয়েটির পেশা যাই হোক না কেন সে সত্যিকারের খ্রিস্টান, তার মন পরের দুঃখে ব্যথিত হয়।

মদ পান করার পর সানচো গাধার পেটে পায়ের খোঁচা মেরে চলার নির্দেশ দিল, খোলা গেট দিয়ে পয়সাকড়ি না মিটিয়ে বেশ মেজাজে বেরিয়ে গেল, যদিও তার ঘাড়ের পুরোনো ব্যথাটা বেশ মালুম দিচ্ছিল।

সানচোর পাওনা-গণ্ডা না পেয়ে সরাইখানার মালিক ওর হাতব্যাগটা রেখে দিয়েছিল; টাকা ভরতি ব্যাগটার কথা সানচোর মনে ছিল না। কারণ শরীর নিয়ে সে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। সরাইখানার মালিক গেট বন্ধ করতে চাইল পাছে তার ওপর আক্রমণ আসে এই ভয়ে কিন্তু ওই অভদ্র লোকগুলো বন্দ করতে দিল না। ডন কুইকজোট গোল টেবিলের নামজাদা নাইট হলেও ওদের কাছে তার দাম এক কানাকড়িও হবে না।

১৮

সানচো পানসা ওই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে তার মনিবের কাছে এলো, তার অবস্থা এমন করুণ যে গাধার পিঠে ভালো করে বসতে পারছে না। তার ফ্যাকাশে মুখ আর ভেঙে পড়া অবস্থা বুঝতে পেরে ডন কুইকজোট বললেন-সানচো ভাই, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই দুর্গ বা সরাইখানা জাদুর মায়ায় আক্রান্ত না হলে ওই লোকগুলো অমন বর্বরতা করতে পারত না। লোকগুলো ভূতে পাওয়া, ওরা এ জগতের বাসিন্দা নয়; তাছাড়া আমার ওপর প্রেতাত্মা ভর করেছিল, তোকে এমন হেনস্থার শিকার হতে দেখেও ঘোড়া থেকে উঠতে পারলাম না, একবার উঠতে পারলে এমন শিক্ষা দিতাম যে ওরা সারাজীবন আমার শাস্তির কথা মনে রাখত, তোকে আগে বলেছি যে কোনো নাইট ছাড়া আমি কাউকে আঘাত করতে পারি না, আত্মরক্ষার ক্ষেত্র হলে আলাদা কথা, এক্ষেত্রে আমার সহকারীর ওপর আক্রমণ মানে আমাকে আক্রমণ, আমি এর উচিত জবাব দিতে চেয়েছিলাম, পারলাম না।

সানচো বলল-ওরা সশস্ত্র নাইট হোক বা যেই হোক আমি নিজেই ওদের ক্যালাতাম কিন্তু আমার শক্তিতে কুলোল না, আপনি ওই চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলোকে ভূতে পাওয়া বা প্রেতাত্মা ভাবছেন আমি বলছি তা নয়, ও ব্যাটারা আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ আর ওরা যখন আমাকে নিয়ে মস্করা করছিল ওদের নামগুলো আমি শুনেছি, একজনের নাম পেদ্রো মার্তিনেস, আরেকজন তেনোরিও এরনানদেস, সরাইখানার মালিকের নাম হুয়ান পালোমেকে এলো সুরদো (ল্যাটা), এসব তো ভূতের নাম হতে পারে না। আপনি যে ঘোড়া থেকে নামতে পারলেন না কিংবা দেওয়াল টপকাতে পারলেন না সেটা কোনো জাদুকরের কাজ নয়, মানুষের অক্ষমতা। অভিযানে খোঁজে আমরা যে হন্যে হয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি তাতে আমাদের বিপদই কেবল বাড়ছে, কোনোটাতেই আমাদের তেমন সাফল্য আসেনি। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা বুঝি এখন আমাদের বাড়ি ফিরে চাষবাসে মন দেওয়া উচিত, এখন ফসল বোনার সময়, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই মঙ্গল হবে; 'সেকা' কি মক্কায় ঘুরে বেড়ানো মানে অযথা সময় নষ্ট, লোকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।'

ডন কুইকজোট বললেন-বোকার মতো কথা বলিস না সানচো। শিভালোরি সম্বন্ধে তোর কোনো জ্ঞানই নেই। কথা কম বলে একটু ধৈর্য ধরতে শেখ। একদিন বুঝবি এই কাজের সম্মান কত! সংসারে কী আনন্দ পাস? একটা শত্রুকে পরাজিত করে তার সব

সম্পদ কেড়ে নেওয়াতে যে সুখ আছে তা কি সংসারে কেউ পায়? পায় না, এর চেয়ে আনন্দের কাজ কিচ্ছু নেই।

সানচো বলে–হতে পারে তবে আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, যেদিন থেকে আমরা ভ্রাম্যমাণ নাইট হয়ে অভিযানে বেরিয়েছি, আমি নাইট বলতে আপনার কথা বলছি, আমার তো সে যোগ্যতা নেই, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাস্কবাসীর সঙ্গে লড়াই ছাড়া কোনোটাতেই আমাদের ভালো কিছু হয়নি। এমনকি সেই লড়াইতেও আপনার একটা কান কাটা গেছে আর হেলমেট ভেঙে গেছে। তারপর থেকে আমরা কী পেয়েছি? লাঠি পেটা আর ঘুসির পর ঘুসি। আমাকে যারা কম্বলের মধ্যে পুরে লোফালুফি করছিল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার আনন্দ পেতাম, যে আনন্দের কথা বলছেন, তাও পারলাম না। ওই লোকগুলো জাদুকরের প্রভাবে অত শক্তিমান হয়ে গিয়েছিল।

ডন কুইকজোট বলেন– আমি দেখছি, তুই আর আমি একই অসুখে অসুস্থ। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এমন একটা তলোয়ার তৈরি করাব, এমন কৌশলে সেটা করা হবে যাতে কোনো জাদুকর রেহাই পাবে না। আমাদিস দে গাওলা যখন 'জ্বলন্ত তরবারির নাইট' উপাধি নিয়েছিল তার হাতে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ তলোয়ার যা দিয়ে যে কোনো জাদুকরী বর্ম ভেদ করা যেত, আমার ভাগ্যে থাকলে সে রকম একখানা অস্ত্র আমার হাতেও আসতে পারে।

সানচো বলে–আপনার হাতে অমন তলোয়ার এলে আমার আর কী লাভ? আপনার তেল খেয়ে আমার যা হয়েছিল তাই হবে। আসল নাইটের হাতে যা মানায় তার শাগরেদকে তা মানায় না। শাগরেদ আছে শুধু প্যাঁদানি হজম করার জন্যে।

ডন কুইকজোট বলেন– ভয় পাস না সানচো, তোর ভাগ্যও ফিরে যেতে পারে যদি খোদা সহায় থাকেন।

ওরা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে এমন সময় ডন কুইকজোট সামনের রাস্তায় ধুলোর ঝড় দেখতে পেয়ে বলেন– দিন এসে গেছে সানচো, দিন এসে গেছে, আমাদের সুখের সময় এবার হাতের মুঠোয়, ভাগ্য খুলেছে এতদিনে, এবার আমার হাতের এই অস্ত্র এমন খেল দেখাবে যা ভবিষ্যতের মানুষ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বিখ্যাত মানুষদের ইতিহাসে লেখা থাকবে এ কাহিনী। ধুলোর মেঘ দেখতে পাচ্ছিস, সানচো? অনেক দেশের মিলিত শক্তি এগিয়ে আসছে, এ এক ভয়ানক ক্ষমতাশালী শত্রু।

সানচো বলল– মনে হচ্ছে দুদিক দিয়ে দুটো সেনাবাহিনী এগোচ্ছে। কারণ ওই দেখুন ওই দিকে আরেকটা ধুলোর মেঘ। দৃশ্যটা দেখে ডন কুইকজোট আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন, তাঁর মনে হয় দুদিক থেকে দুটো সৈন্যবাহিনী এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধে প্রস্তুত।

এমন ভাবা তার পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত তার কল্পনায় ভেসে ওঠে বিশাল বিশাল যুদ্ধের চিত্র, জাদুকর আর মায়াবিনীদের কলাকৌশল, আশ্চর্য সব অভিযান, প্রেমের উত্তেজক চিন্তাভাবনা এবং আরো কত রকমের বিচিত্র খেয়ালিপনা। এসব তার বই পড়ার অভিজ্ঞতা; যা তার মন চায় সেইভাবে ঘটনা বা চরিত্র সাজিয়ে নেন। কিছুতেই ভাবতে পারেন না যে বিভিন্ন দিক থেকে ভেড়ার পাল ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে

বলে এমন ধুলোর ঝড় দেখা যাচ্ছে। ভেড়াগুলো যত এগোচ্ছে ধুলোর মেঘও তত কাছে আসছে। ডন কুইকজোট এম বিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন বলে সানচোর মনে হচ্ছে তার কথা সত্যি হতেও পারে। সে জিজ্ঞেস করে– হুজুর আমরা তাহলে এখন কী করব?

ডন কুইকজোট বললেন– কী আবার করব? দুর্বল এবং আহতদের সাহায্য করব। সানচো জেনে রাখ আমাদের দিকে যে বাহিনীটা এগিয়ে আসছে সেটার সেনাধ্যক্ষ হচ্ছে ত্রাপোবানা নামে খুব বড় এক দ্বীপের রাজা, তার নাম আলিফানফারোন আমাদের পিছন দিক থেকে আসছে ওর শত্রু গ্রামানতিয়াসদের (আফ্রিকার এক জনজাতি) রাজা পেনতাপোলিন যিনি উন্মুক্ত হাতে তলোয়ার ধরে লড়াই করেন। সানচো জিজ্ঞেস করল– হুজুর, এত বড় দুজন লোক যুদ্ধে মেতে উঠল কেন?

ডন কুইকজোট ওকে বুঝিয়ে দেন– তবে শোন ওদের যুদ্ধের কারণ কী। আলিফানফারোন এক গোঁড়া প্যাগান; সে পেনতাপোলিনের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পাগল, এদিকে এরা তো খ্রিস্টান, ধর্মের বাধা, মেয়ের বাবা বলছে আগে ওকে ওইসব মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে খ্রিস্টান হতে হবে।

সানচো সব শুনে বলল–আমি শপথ নিয়ে বলছি পেনতাপোলিনকে যতটা পরি সাহায্য করব।

ডন কুইকজোট ওকে বললে–যাকে ইচ্ছে তুই সাহায্য করতে পারিস। এইসব যুদ্ধে নাইট না হলেও অংশগ্রহণ করা যায়, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সানচো বলল–এটা জেনে আমার ভালোই হলো। কিন্তু আমার গাধাটাকে কোথায় রেখে যাই বলুন তো, যুদ্ধের পর ফিরে এসে যেন ওকে পাই। যুদ্ধে কেউ গাধাকে মারে বলে তো শুনিনি।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক বলেছিস। ওটার দড়ি খুলে দে, কারণ এই যুদ্ধটায় জিতলে আমাদের দখলে অনেক ঘোড়া এসে যাবে, তুই একটা পাবি। আর রোসিনান্তের বদলে হয়তো আমাকে জেতা কোনো ঘোড়া নিতে হবে। এখন আমি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের কথা বলছি শোন। চল আমরা একটু ওপরে উঠি তাহলে ভালো করে দেখা যাবে।

ওরা ওপরে উঠে দেখতে লাগল, ধুলোর মেঘের মধ্যে ওরা দুটো ভেড়ার দল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না; ডন কুইকজোট কল্পনায় যা দেখেন তার কিছুই ওখানে ছিল না। ধুলোতে তাদের কোনো অসুবিধে হয়েছে বলে মনে হয় না। গলার স্বর ওপরে তুলে নাইট বলতে লাগলেন–ওই চেয়ে দেখ সানচো, ওই যে এক নাইট, তার হাতে সোনার রং করা অস্ত্র, ওর ঢালে এক সুন্দরীর পায়ের কাছে বসে আছে এক সিংহ, ওর নাইট প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, নাম লাউরকালকো, রূপোর সেতুর মালিক। ওই আরেকজন মিকোকোলেম্বো নামে অতি হিংস্র এক যোদ্ধা, কিরোসিয়ার ডিউক সে, তার গায়ে সোনার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বর্ম, তার ঢালে নীল রঙের ওপর তিনটি রূপোর মুকুট খোদিত করা রয়েছে। ওর ডানদিকে বিশালদেহী অসম্ভব শক্তিশালী বোলিচের ব্রান্দাবারবারান, তিনটি আরব রাজ্যের শাসক, সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি অস্ত্র আর ঢালের বদলে তার হাতে একটা বড় গেট, সানসান মৃত্যুর সময় শত্রুর ওপর প্রতিশোধ

নেবার জন্যে ওই গেট উপড়ে তুলেছিল। এদিকে তাকা সানচো, অন্য একটা সেনাবাহিনীর নায়কের নাম তিমোনেল দে কারকাহোনা, নতুন ভিস্‌কায়ার রাজকুমার, কোনো যুদ্ধে সে কখনো পরাজিত হয়নি, তার সঙ্গে থাকে নানা বর্ণের অস্ত্রশস্ত্র—নীল, সবুজ, সাদা, হলুদ অর্থাৎ একই অস্ত্রে বিভিন্ন রঙের ভাগ, তার ঢালে শোভা পায় একটি সোনার বেড়াল, লেখা আছে 'মিয়াও' যেটা তার স্ত্রীর নামের আদি অক্ষর, লোকে বলে সেই অতুলনীয়া নারীর নাম মিউলিনা, আলফেনিয়্যকেন দেল আর্গাবের মেয়ে তিনি, ওই আরেকজন শত্রুর ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে, সাদা বরফের মতো অস্ত্র আর ঢাল, ফরাসি দেশের এক নবীন নাইট, নাম পিয়ের পাপ্যাঁন, 'উত্রিকের ব্যারণ।'

ওই আরেক বীর যোদ্ধা নেররিয়ার ডিউক এস্‌পার্তাইফলার্দো পায়ের গোড়ালিতে লাগানো অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করছে; অরণ্যের এই সাহসী যোদ্ধার ঢালে দেখা যাচ্ছে নীল বর্ণের প্রান্তর, তার ওপর এ্যাস্‌পারাগাসের (একজাতীয় গুল্ম) ছটা যার গায়ে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা 'আমার সৌভাগ্যের আকর্ষণে।'

এবং এইভাবে দুপক্ষের আরো কত সেনা এবং বীরের নাম, অস্ত্রের কথা, তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের বিবরণ দিতে লাগলেন তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। তার পাগলামো এমন উর্বর কল্পনায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একনাগাড়ে বলতে থাকেন—আমাদের সামনে বিশাল সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের সৈন্য অংশগ্রহণ করেছে, ওরা বিখ্যাত নদী সানতো'র সুস্বাদু জল পান করেছে, মাসিলিয়ার প্রান্তর চাষ করে যে পাহাড়ি মানুষ সম্পদশালী আরবের সোনা খুঁজে বেড়ায়, এরা স্বচ্ছসলিলা তেরমোদোন্তে নদীর উদার নিষ্কলুষ হাওয়া উপভোগ করে, ওরা সোনালি পাকতোলোর বিভিন্ন পথ তৈরি করে মহার্ঘ বালি সংগ্রহ করে, নুমিদিয় যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, পারস্যবাসী যারা উঁচুদরের তিরন্দাজ, উড়ন্ত যোদ্ধা পার্থিয়ান এবং মিলিয়ান লোকেরা, যাযাবর আরবীয়রা, স্কাইথিয় যারা দেখতে ভালো হলেও শ্বেতাঙ্গদের মতো বড় নিষ্ঠুর, নিকষ কালো ইথিওপিয়াবাসী যারা ঠোঁট বিদ্ধ করে এবং আরো অসংখ্য জাতি আছে যাদের চেহারা আমার চেনা, তবে নাম এখন মনে পড়ছে না। অন্যপক্ষে আছে সেইসব সেনানী যাদের দেশে বয়ে যায় অলিভবনবেষ্টিত স্বচ্ছ নদী বেতিস, যারা সোনালি সম্পদশালী তাহো নদীর জলে স্নান করে; স্বর্গীয় নদী হেনিলের পবিত্র জলধারায় সিক্ত হয় তাদের শরীর, যারা বিশাল বিশাল সবুজ প্রান্তরে বিচরণ করে, যারা হেরেসার তৃণভূমির জন্যে বড় বিলাসী মেজাজের অধিকারী হয়, মানচার শস্যে ফলে ধনী মানুষ প্রাচীন গথ জাতির মানুষদের লোহার আচ্ছাদনে সজ্জিত; পিসোয়ের্গার মন্থর স্রোতে যারা গা ভেজায়, গোয়াদিয়ানা নদী তার গোপন গতিপথের জন্যে সুখ্যাত, তবে তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে চরে বেড়ায় ওই অঞ্চলের কত পশু; পিরিনেও পর্বতের বনে অসম্ভব ঠাণ্ডায় কাতর হয় সেখানকার মানুষ, আপেনিনোর শুভ্র শিখরেও সেই ঠাণ্ডা। সত্যি কথা বলতে কী গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর অর্ধেক সৈন্য।

অবাক হতে হয় তার বিবরণ শুনে। কত দেশ, কত রাজ্য, প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এমন নিখুঁতভাবে বলতে পারেন নাইট। অসত্য কাহিনীতে ঠাসা বই পড়ে এত তথ্য মুখস্থ করেছেন। ওই বইগুলোতে যা পড়েছেন তার অতিরঞ্জিত বর্ণনার ভঙ্গিমায় সব জীবন্ত ছবির মতো ভেসে ওঠে। সানচোর ঘোর লেগে গিয়েছিল, কোনো কথা না

বলে শুনছিল, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল যে সব নাইট আর বীর সেনানীদের কথা বলছিলেন তার মনিব তাদের দেখা যায় কি না। কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল—আপনি যে সব নাইট আর বীর যোদ্ধাদের নাম বললেন তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না, গতরাতের মতো তারা কি জাদুবলে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ডন কুইকজোট বললেন—কী বলছিস কী? ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক, বিগল আর ড্রামের এত শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

সানচো বলল—ভেড়ার ডাক ছাড়া আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। চারদিকে শুধু ব্যা—ব্যা আর ব্যা!

ঠিকই বলেছে সে কারণ দুটো ভেড়ার পাল খুব কাছে এসে গেছে।

—ভয়ে তুই কালো হয়ে গেছিস—বললেন ডন কুইকজোট এত ভয় নিয়ে তোকে আর এখানে থাকতে হবে না, নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যা, আমি একাই লড়ব, যাদের পক্ষ নেব তারাই জিতবে।

এই কথা বলে হাতে বল্লম নিয়ে রোসিনান্তের পিঠে চেপে খুব দ্রুতবেগে বজ্রের মতো পাহাড় থেকে নেমে চলে এলেন একেবারে সমতলে। সানচো চিৎকার করে বলে—হুজুর দাঁড়ান, যাবেন না, ফিরে আসুন, খোদার দোহাই, দয়া করে ফিরে আসুন। যাদের মারতে যাচ্ছেন ওরা বড় নিরীহ ভেড়া। দয়া করে চলে আসুন। আপনি কি পাগল হলেন? দৈত্যদানব, নাইট, বেড়াল, এ্যাসপারাগাসের বাগান, সোনার নদী আর যা যা আপনি বললেন, ওসব কিছু নেই। আপনি ভূতের পাল্লায় পড়েছেন নাকি? নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছে আপনার মাথায়। কাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন হুজুর? আমি যে কী পাপ করেছি কে জানে, হায় ভগবান! এও দেখতে হলো।

এসব শুনেও ফিরে এলেন না ডন কুইকজোট উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন—হে আমার সহযাত্রী নাইট, সাহস অবলম্বন কর। খোলা হাতে তরবারি নিয়ে পেনতাপোলিন যে লড়াই চালাচ্ছেন এবং তাঁর পতাকা নিয়ে যারা এগিয়ে চলেছেন সবাই আমাকে অনুসরণ করুন। আপনারা দেখবেন আমি কত সহজে শত্রু ত্রাপোবানার আলিফানফারোনকে শেষ করে দিচ্ছি। এই কথা বলে তিনি বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন একদল ভেড়ার পালের ওপর যেন তার জাত শত্রুকে বধ করতে নেমেছেন সেই নিরীহ জীবেদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তে ভেসে যেতে লাগল। মেষপালকরা তাদের ভেড়ার এমন অবস্থা দেখে চিৎকার করে নাইটকে থামাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না দেখে পাথর ছুঁড়ে ওকে মারতে লাগল, কিন্তু তাতেও দমলেন না নাইট, মৃত এবং জীবন্ত ভেড়াগুলোর ওপর তার লড়াই চালালেন, ভয়ঙ্কর মূর্তি তার, যেন বিশালাকার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেছেন, সৈন্যাধ্যাক্ষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বড় উদ্‌গ্রীব, কারণ যুদ্ধ প্রায় শেষ। চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় গেলে অহঙ্কারী আলিফানফারোন? সামনে এসো, দেখ, একা একজন নাইট তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সামনাসামনি হাতে হাতে যুদ্ধ করবে তোমার সঙ্গে, পেনতাপোলিরের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে তোমার অস্ত্রের জোর দেখাতে এসেছিলে, বড় স্পর্ধা তোমার, এবার আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে। তুমি প্রস্তুত হও।

কানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের টুকরো। একটা লাগল তার পাঁজরে, আর একটা বুকে। নাইট ভাবলেন মরতে চলেছেন নয়তো মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন, সুতরাং তার সেই দামি তেল দরকার, পাত্রটি উপুড় করে মুখে ঢাললেন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মুখে পড়তে না পড়তেই পাথরের টুকরো এসে লাগল ওষুধের পাত্রে, হাতে আর দাঁতে, পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হলো, হাত ঝুলে পড়ল আর তিন চারটে দাঁত পড়ল রাস্তায়। আঘাত এত জোর যে যুদ্ধোন্মাদ নাইট ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন, মড়ার মতো পড়ে রইলেন; মেষপালকরা ভাবল লোকটা মারা গেছে, তাই খুব তাড়াতাড়ি ভেড়ার দলগুলোকে জড়ো করে, সাতটি মৃত ভেড়াকে তুলে নিয়ে সে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেল; পিছনে তাকাবার সময় ছিল না তাদের।

এতক্ষণ ধরে অভিযানের নামে এমন খ্যাপামি দেখে সানচোর মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে সে অবিরাম শাপশাপান্ত বর্ষণ করেছে তার নিজের ওপর আর তার মনিবের পাগলামোর ওপর। কিন্তু ঘোড়া থেকে যখন ডন কুইকজোট মাটিতে পড়ে গেলেন আর মেষপালকের দল তাকে ফেলে পালাল তখন সে নেমে এসে দেখল তার মনিবের আঘাত গুরুতর হলেও সংজ্ঞা হারায়নি, সে বলল–আমি আপনাকে বারণ করিনি, বলিনি ফিরে আসতে? বলিনি যে ওগুলো ভেড়ার পাল, সেনাবাহিনী না? গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।

ডন কুইকজোট বলেন–আমার জাতশত্রু ওই মহা ধুরন্ধর জাদুকর ছাড়া এমন ঘটনা কেউ ঘটাতে পারে না। যুদ্ধ জয়ের সম্মান আমাকে পেতে দেবে না ওই শয়তান সমস্ত সৈন্যদের হটিয়ে আমি যখন বিজয়ীর হাসি হাসর ঠিক তখুনি মন্ত্রবলে ওদের ভেড়া বানিয়ে দিল। তোর বিশ্বাস না হলে আমার কথা শুনে একটা কাজ কর, গাধাটার পিঠে চেপে খানিক এগিয়ে গিয়ে একটু দূর থেকে লক্ষ্য কর, দেখবি ওই ভেড়াগুলো আবার আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে; তবে একটু পরে যাবি, আগে আমাকে তুলে দ্যাখতো কতগুলো দাঁত ভেঙেছে, আমার চোয়াল আর মুখে এমন ব্যথা যে শালা মনে হচ্ছে পুরো মুখটাই বোধহয় উড়ে গেছে।

নাইটের কাছে গিয়ে সানচো মুখটাই ভেতরটা ভালো করে দেখছে এমন সময় সেই তেল খাওয়ার এ্যাকশন শুরু হলো, নাইটের পেটের মধ্যে যা ছিল সব বমির সঙ্গে বেরিয়ে এসে তার বিশ্বস্ত সহকারীর মুখ, চোখ আর দাড়ি সব ভিজিয়ে দিল।

'সান্তা মারিয়া' বলে সানচো চিৎকার করে উঠল–এখন আমার কী হবে। আমার মনিবের রক্ত বমি শুরু হয়েছে, আর বাঁচবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বমিতে যা উঠেছিল তার রং আর দুর্গন্ধ বদলে অন্যরকম হয়ে গেল। মনিবের বমির দুর্গন্ধে সানচোর পেটে যা ছিল সব উঠে এলো। তার শরীরটা একটু হালকা হয়ে গেল। কিন্তু দুজনের মুখই পচা জিনিসের দুর্গন্ধে ভরা। মুখ মোছার জন্যে সানচো একটা তোয়ালে আনার জন্যে তাড়াতাড়ি গাধাটার কাছে এসে দেখে তার হাতব্যাগটা নেই। ওটার মধ্যেই তোয়ালে, টাকাপয়সা সব আছে ওর মনে পড়ল না যে সরাইখানাতেই সে হাতব্যাগটা হারিয়েছে। তার মনের অবস্থা পাগলের মতো, চেঁচামেচি করে নিজের দুর্ভাগ্যকে গালমন্দ করতে লাগল, মনিবের নামেও সে খারাপ কথা বলতে লাগল। সে তার শাগরেদের কাজ আর করবে না, সে মাইনেও পাবে না, দ্বীপের গভর্নরও হতে

পারবে না। সে ফিরে গিয়ে চাষবাসের কাজই করবে। এমনই বিগড়ে গেছে তার মেজাজ।

ডন কুইকজোট বাঁ হাতে মুখ চাপা দিয়েছেন যাতে নড়া দাঁতগুলো আর পড়ে না যায়, ডান হাতে রোসিনান্তের লাগাম ধরলেন, এত কাণ্ডের মধ্যেও ঘোড়া তার কাছ থেকে একপাও নড়েনি; তিনি ধীরে ধীরে শাগরেদের কাছে গিয়ে দেখলেন সানচো গাধাটার গায়ে হেলান দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্নতায় প্রায় মুহ্যমান সে।

সানচোর এমন অবস্থা দেখে ডন কুইকজোট বললেন—তোকে একটা কথা বলি। জ্ঞানী দুজন মানুষের মধ্যে একজন যদি আরেকজনের চেয়ে কিছু বেশি কাজ না করতে পারে, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। এতসব ঝড় ঝাপটার অর্থ হচ্ছে এরপর সব শান্ত হয়ে যাবে, আমাদের ওপর দিয়ে এত বিপর্যয় গেল যার অর্থ হচ্ছে এবার আমাদের অসাধারণ সাফল্য আসবে; সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য অনেক উত্থান—পতনের মধ্যে দিয়ে যায় আর জেনে রাখবি আমাদের ভাগ্য ফিরবেই। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী, তোর কোনো দোষ নেই, তোর মধ্যে আছে সহমর্মিতা আর মানবিক বোধ। আমার অদৃষ্টে এমন খারাপ অভিজ্ঞতা লেখা ছিল।

সনাচো বলল—আমার অদৃষ্ট কী ভালো? কাল আমাকে কম্বলের মধ্যে ফেলে ওরা দোলাল, আমার ব্যাগ হারিয়ে গেল। এসব কি সৌভাগ্যের লক্ষণ? আমি কি আপনার মতো কষ্ট পাইনি?

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন—কী করে তোর ব্যাগটা হারালি?

সানচো বলল—কী হলো জানি না, ব্যাগটা হারিয়ে গেছে এটাই আসল কথা।

ডন কুইকজোট বলেন—তাহলে আজ আমরা না—খেয়ে থাকব।

সানচো বলল—কিছু না পেলে না—খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন বনে জঙ্গলে নাইটরা খাবার—দাবার না পেলে শেকড়—বাকড় বা লতাগুল্ম খেয়ে থাকে। আপনি তো সে সব চেনেন। তাই না?

ডন কুইকজোট বলেন—দিওসকোরিদের লেখা শেকড়বাকড় আর ডাক্তার লাগুনা ওসব নিয়ে যতই লিখুক আমার এই সময় খেতে ইচ্ছে করছে পাউরুটি, কেক আর সার্ডিন মাছের মাথার কারি, এসব হলে লাঞ্চটা জমত, যাকগে এখন সেসব ভেবে লাভ নেই, গাধার পিঠে চেপে আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চল। খোদার অসীম কৃপায় এই পৃথিবীর সব প্রাণীর সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমরাও বঞ্চিত হব না, কারণ তিনি জানেন আমরা তাঁরই সেবায় ব্রতী হয়েছি। তাঁর দয়ায় মশামাছি থেকে গুবরে পোকা আর জলের মধ্যে শামুক ব্যাঙাছি পর্যন্ত ঠিক বেঁচে থাকার রসদ পেয়ে যায়; খোদার এমনই আইন যে সৎ অসৎ সবার ওপর একই সূর্যের আলো পড়ে, আকাশ থেকে বৃষ্টিও নামে সমানভাবে। সং অসৎ ভালোমন্দের বিচার করবার আমরা কে? তিনি স্বয়ং একাই একশো।

সানচো এমন একখানা বক্তৃতা শুনে মন্তব্য করে—হুজুর আপনি নাইট না হয়ে ভালো একজন প্রচারক হতে পারতেন।

AMARBOI.COM

ডন কুইকজোট বলেন–ভ্রাম্যমাণ নাইটদের সব কিছু জানতে হয়। আগেকালের নাইটরা এমন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিসমৃদ্ধ এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন যেন তাঁরা সব প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন। তাই আমরা ভাবতেই পারি যে তরবারি কখনো কলমকে ছাপিয়ে যায় না, কলমও তরবারিকে হেনস্থা করে না।

সানচো বলল–আপনার কথা ফললে আমাদের মঙ্গলই হবে, চলুন এই অপয়া জায়গাটা থেকে কেটে পড়ি, রাতটা কাটাবার একটা আস্তানা দরকার। খোদার কাছে আমার প্রার্থনা–সেখানে যেন কম্বল, ক্যানভাস, ভূত আর জাদুকর মুর না থাকে; যদি থাকে তাহলে জানব শয়তানের খেলায় আমরা সর্বস্বান্ত হয়েছি।

ডন কুইকজোট বললেন–খোদার ওপর সব ছেড়ে দে, এবার তোর পছন্দমতো জায়গায় থাকব। কিন্তু তার আগে আমার ওপরের দাঁতগুলো দেখতো, বড্ড ব্যথা হচ্ছে, মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভালো করে দেখ কতগুলো দাঁত পড়েছে।

সানচো ভালো করে দেখ জিজ্ঞেস করল–ওইদিকে কতগুলো দাঁত ছিল আপনার?

ডন কুইকজোট বললেন–চারটে। আক্কেল দাঁতটা ছাড়া সব কটি বেশ শক্ত ছিল।

সানচো বলল–ভেবে বলুন।

ডন কুইকজোট বললেন–আমি তো বলছি চারটে ছিল। আমার কোনো দাঁতই পোকায় খায়নি, ভাঙে নি আর আমি কখনো তুলিও নি। পাঁচটাও থাকতে পারে।

সানচো বলল–কিন্তু নিচের দিকে মোট আড়াইখানা দাঁত আছে, দুটো গোটা আর একটা ভাঙা। আর ওপরের পাটিতে কিচ্ছু নেই, হাতের তালুর মতো পরিষ্কার।

সানচোর মুখে এমন করুণ অবস্থায় কথা শুনে ডন কুইকজোট বললেন–হা! আমার ভাগ্যটা বড়ই খারাপ যাচ্ছেরে। এর চেয়ে একটা হাত খোয়া যাওয়া ভালো ছিল, অবশ্য যেটা দিয়ে তলোয়ার চালাই সেটার কথা বলছি না। দাঁত ছাড়া মুখ যেন পাথর ছাড়া পাহাড়; মানুষের একেকটা দাঁত যেন একেকটা হিরে। হলে কি হবে, আমরা যারা ভ্রাম্যমাণ–নাইটের পেশা গ্রহণ করেছি, তাদের এমন বিপর্যয়ের জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে; সুতরাং যা গেল তার জন্যে আর দুঃখ করে লাভ নেই। চল এগিয়ে চল, তুই যে রাস্তায় যাবি আমি আর বারণ করব না। তোর পিছু পিছু আমি যাচ্ছি। সানচো সোজা রাস্তা ধরে চলল এবং ওরা খুব তাড়াতাড়ি মনের মতো একটা আস্তানা পেয়ে যাবে।

ডন কুইকজোট চোয়াল, মাড়ি আর পাঁজরে খুব ব্যথা থাকায় জোরে যেতে পারছেন না। ওরা ধীরে ধীরে যাচ্ছে, সানচো মনিবের মাথা থেকে আজেবাজে চিন্তা তাড়াবার জন্যে একটার পর একটা প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তা চালাতে লাগল।

১৯

–হুজুর আমার মনে হচ্ছে যে কদিন ধরে আমাদের জীবনে যে বিপর্যয় হলো তার জন্যে আপনার পাপগুলোই দায়ী। আপনি নাইট হিসেবে যে প্রতিজ্ঞা পালনের শপথ নিয়েছিলেন তা ঠিক ঠিক মেনে চলেন নি। প্রথমত, টেবিলে কাপড় পেতে খাওয়া, দ্বিতীয়ত রানির সঙ্গে একাসনে বসে খাওয়া, তার ওপর আরও কিছু ঘটনা আছে যেমন

আপনি মালানদ্রিনো না কি যেন নাম মুরটার, আমি নামটা মনে রাখতে পারি না, যাই হোক ওই লোকটার হেলমেট কেড়ে নিয়েছেন। (সানচো মামব্রিনোকে বলছে মালানদ্রিনো–এটা তার নিজস্ব ভাষা–বিভ্রাট)।

–ঠিকই বলেছিস তুই সানচো– ডন কুইকজোট স্বীকার করেন–আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস, আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম, আরো একটা কথা বলি, তোকে কম্বলে দোলানোর ঘটনাটা ঘটত না যদি তুই আমাকে বলতিস। যাই হোক, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আর নাইটদের ভুলত্রুটি শোধরানোর ব্যবস্থা আছে, সবই আবার ঠিক করে নেওয়া যায়।

–আপনাকে মনে করিয়ে দেবার কোনো শপথ আমি করেছিলাম?–সানচো জিজ্ঞেস করে।

–শপথ করেছিস কি না সেটা বড় কথা নয়–বললেন ডন কুইকজোট প্রথম থেকে তুই এই কাজটা করলে ভালো হতো, আমি সাবধান হতে পারতাম। যা হয়েছে তাতো আর ফেরানো যাবে না। তবে ভবিষ্যতে এর প্রতিকার করতেই হবে।

–তাহলে কথা দিলেন হুজুর,–সানচো বলল–প্রতিজ্ঞার মতো প্রায়শ্চিত্তের কথাটা ভুলে যাবেন না। তাহলে ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্যে আমরা টিকতে পারব না, তার ওপর আপনি ঘোর পাপী, সাবধান হুজুর।

পথের মাঝেই রাত হলো। কোনো আশ্রয়ের দেখা নেই; তার ওপর ওরা খিদে তৃষ্ণায় খুবই বিপন্ন; সানচো যে ব্যাগটা ফেলে এসেছে তার মধ্যে খাবার দাবার কিছু ছিল। ওদের দিনটা আজ মোটেই ভালো যাচ্ছে না। তার ওপর এই রাতের অন্ধকারে একটা অভিযানে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ওরা। অনেক নক্ষত্রের আলোর মতো ওদের দিকে এগিয়ে আসছে একটা আলোর মিছিল। এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সানচো ভয় পেয়ে যায়, ডন কুইকজোট চোখে বিস্ময়। ওরা গাধা ও ঘোড়া থামিয়ে দিল। আলোর মিছিল সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, যত কাছে আসছে ততই বড় দেখাচ্ছে। সানচো কাঁপতে শুরু করেছে যেন সে এক্ষুনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যাবে আর ডন কুইকজোট প্রতিটি চুল খাড়া, বীরোচিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিস্ময় ঝেড়ে ফেলে তিনি সানচোকে বলেন–এটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় এবং বিপজ্জনক অভিযান, আমার সমস্ত শক্তি আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সানচো বলল–হায় খোদা! সেই ভূতপ্রেতের সঙ্গে আবার। মার খেয়ে মরব যে। আমার যে বড্ড ভয় করছে হুজুর।

যত ভূতই আসুক, ডন কুইকজোট বলেন,–এবার তোর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না, সেবার তোকে ওরা কাবু করে ফেলেছিল কারণ আমি মাঝের দেওয়ালটা টপকাতে পারিনি, এবার তো সেটা হবে না, আমরা দাঁড়িয়ে আছি খোলা মাঠে আর আমার হাতে আছে তলোয়ার। এই অস্ত্র কেউ রুখতে পারবে না।

সানচো বলল–আগেরবারের মতো যদি এবারও আপনার ঘাড়ে ভর করে, সেই জাদুকরের কতা বলছি, যদি আপনাকে আগেই বশ করে ফেলে তখন? খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে কি লড়াইয়ের ক্ষমতা থাকবে?

ডন কুইকজোট বলেন–ওসব কথা ছেড়ে সাহস ধর, আনন্দ কর, এবারের লড়াই দেখে তুই বুঝতে পারবি আমি কতটা শক্তি ধরতে পারি।

সানচো বলল–খোদার ইচ্ছেয় তাই যেন হয়। আমি যতটা পারব আপনাকে মদত দেব। রাস্তা থেকে একটু দূরে সরে গেল তারা। দেখল, একদল লোক সাদা পোশাকে সজ্জিত, সামনে এগিয়ে আসছে। এমন অলীক দৃশ্য দেখে সানচো আর সাহস ধরে রাখতে পারে না, ভয়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে যায়, কিড়মিড় আওয়াজ হতে থাকে, ওরা যত এগিয়ে আসছে তার দাঁতের কড়কড়ানি বাড়ছে। এতক্ষণে ওরা স্পষ্ট দেখতে পায়–সাদা পোশাক পরা কুড়িজন লোক ঘোড়ার পিঠে, সবার হাতে টর্চলাইট, ওদের পেছনে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা শববাহক গাড়ি, সঙ্গে শোকগ্রস্ত ছজন মানুষ খচ্চরের পিঠে, কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা খচ্চরগুলো পর্যন্ত। সাদা পোশাক পরা লোকেরা বিড়বিড় করে শোকের মন্ত্র জপছে।

এত রাতে এমন উন্মুক্ত প্রান্তরে এক অপ্রত্যাশিত ভয়াল দৃশ্য দেখে সানচোর চেয়ে শক্তিশালী সহকারীও দমে যাবে, শুধু তাই নয় তার অন্য মনিব হলেও ভয়ে পিছু হটত। কিন্তু ডন কুইকজোট কথা আলাদা। তিনি বইয়ে পড়েছেন এমন দৃশ্যের কথা তাই এই দৃশ্য তার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। এটার মধ্যে তিনি এক বড় অভিযানের সুযোগ আবিষ্কার করেন।

তাঁর মনে হয় শবদেহবাহী গাড়ির মধ্যে একজন মৃত কিংবা আহত নাইটকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এর প্রতিশোধ তিনি ছাড়া কেউ নিতে পারবেন না। ঘোড়ার পিঠে ঋজু ভঙ্গিতে বসে তরবারি উঁচিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়ান, ওই পথ দিয়েই সেই সাদা পোশাকের লোকেরা শবদেহের গাড়ি নিয়ে আসছে। ওদের সামনে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন–

দাঁড়ান, আপনারা যেই হোন, নাইট বা অন্য কেউ, আমাকে বলতে হবে, আপনারা কে, কোত্থেকে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন ওই শকটে, জবাব দিন। কারণ আমার মনে হচ্ছে হয় আপনারা মার খেয়েছেন কিংবা কাউকে মেরেছেন, আমাকে জানতেই হবে, কারণ আপনাদের ক্ষতি হলে তার প্রতিশোধ নিতে হবে আর কেউ আপনাদের ক্ষতি করে থাকলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

সাদা পোশাকের একজন বলল–আমাদের তাড়া আছে, সরাইখানা এখান থেকে অনেক দূর; আপনি যা জানতে চাইছেন তা বলতে গেলে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এই কথা বলে সে খচ্চরের পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার উত্তরে খুশি হলেন না ডন কুইকজোট, তিনি সামনে গিয়ে আটকালেন। বললেন–এ্যাই, থামুন, ভালো মানুষ হলে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান, না দিলে সবাইকে আমি আহ্বান করব, আসুন যুদ্ধে।

ওর খচ্চরটা ছিল দুর্বল এবং ভীতু, লাগাম ধরে অন্য একটা লোক টান দিয়েছে দেখে সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে আর ওর পিঠ থেকে সেই লোকটি ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। এই অবস্থা দেখে যারা হেঁটে যাচ্ছিল তাদের একজন ডন কুইকজোটকে খিস্তি করে, তাতে উত্তেজিত হয়ে তিনি একজন শোকগ্রস্ত মানুষকে আক্রমণ করেন, লোকটি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তারপর বল্লম উঁচিয়ে ডন

কুইকজোট উদ্ধত ভঙ্গিতে এগিয়ে যান, রোসিনান্তের দ্রুত ধেয়ে যাওয়া দেখে মনে হয় ওর পিঠে দুটো পাখা গজিয়েছে, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসী অহঙ্কার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভীত সন্ত্রস্ত নিরস্ত্র শবযাত্রীরা শত্রুর তাণ্ডবে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়, তাদের এদিক ওদিক ছুটে পালানো দেখে মনে হয় ওরা কোনো কার্নিভালের উচ্ছল মানুষ, শোকগ্রস্ত মনে হয় না কাউকে। অন্যদিকে দরিদ্র শবযাত্রীরা তাদের ভারী পোশাক সামলাতে সামলাতে দৌড়তে থাকে, ওরা ভাবে যোদ্ধা মানুষটি নিশ্চয়ই কোনো শয়তান; সে শবদেহটা কেড়ে নেবার জন্যে ওই মাঠে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ ডন কুইকজোট বীর বিক্রম দেখে সানচো অবাক, তার মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয় না। সে এখন ভাবে তার মনিব মিছিমিছি অহঙ্কার করে না। তার মনে হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাম্যমাণ নাইট হচ্ছে তার মনিব।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটি এবং জ্বলন্ত টর্চ দেখে ডন কুইকজোট এগিয়ে যান। লোকটির গলায় বল্লম ঠেকিয়ে তিনি বলেন–হার মানুন কিংবা মরুন।

লোকিট বলে–হায়! হুজুর, কাকে হার মানতে বলছেন? আমার একটা পা ভাঙা, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। আম বিনীতভাবে বলছি আপনি যদি সত্যিকারের খ্রিস্টান হন আমাকে খুন করে পাপের ভাগী হবেন না। আমি চার্চের প্রথম সারির মানুষ, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আমার আছে। আমাকে খুন করলে আপনি ধর্মবিদ্বেষের ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী হবেন।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন–চার্চের মানুষ হয়ে আপনি এখানে এলেন কীভাবে? শয়তানের পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি?

পড়ে যাওয়া মানুষটি বলে–আমার দুর্ভাগ্য, এ ছাড়া আর কী বলব?

ডন কুইকজোট বলেন–আমার প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে চরম দুর্ভাগ্যের কবল থেকে আপনাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

সে বলল–আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। প্রথমেই একটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পাইনি, আমি কেবল গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। আমার নাম আলোনসো লোপেস, আমার বাড়ি আলকোবেন্দাসে। এখন আরো এগারোজন পাদ্রির সঙ্গে বায়েসা শহর থেকে আসছি, ওরা টর্চ নিয়ে সব পালিয়েছে। ওই শহরের এক ভদ্রলোকের শব নিয়ে আমরা সেগোভিয়ায় সমাধিস্থ করতে যাচ্ছিলাম; ওর শব বহনের গাড়িটা ওই পড়ে আছে, দেখুন। মৃত মানুষটির বাড়ি ছিল সেগোভিয়ায়।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–ওকে হত্যা করেছে?

গ্র্যাজুয়েট বলল–খোদার মার, প্লেগ জ্বরে মারা গেছে।

ডন কুইকজোট বলেন–খোদার কৃপায় তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেলাম। খোদার ওপর তো কারুর হাত নেই, ওঁর ইচ্ছে হলে আমাকেও চলে যেতে হবে এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে। মাননীয় গ্র্যাজুয়েট, আমার পরিচয় আপনাকে দেওয়া উচিত; আমি লা মানচার একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট, আমার নাম ডন কুইকজোট, আমি অভিযানের অন্বেষণে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করব, এটাই আমার পেশা

নির্দোষ ব্যক্তির ওপর নির্যাতন রোখা এবং দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াই আমার কাজ।

গ্র্যাজুয়েট বলল—কাজটা তো খুবই ভালো, কিন্তু আপনি মানুষের পা ভেঙে দিয়ে কী করে নির্দোষ মানুষকে বাঁচাবেন? আমি কী অবস্থায় পড়ে আছি দেখছেন তো। খোদাই জানেন সারা জীবনে এই পা ঠিক হবে কিনা। আঘাতপ্রাপ্ত মানুষকে রক্ষা করার বদলে আমার মতো মানুষকে আপনি খোঁড়া করে দিচ্ছেন, অভিযানের খোঁজে বেরিয়ে আমাকে এক দুর্ভাগ্যের কবলে ঠেলে দিলেন, এ বিচারের অর্থ আমি বুঝি না।

ডন কুইকজোট বলেন—সব ঘটনার এক পরিণতি হয় না। সেন্যোর আলোনসো লোপেস, আপনি শিক্ষিত মানুষ, এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে শোকের পোশাক পরে, হাতে টর্চ নিয়ে আপনার বেরোনো উচিত হয়নি। এই সময় ভূত প্রেত ছাড়া কী ভাবব আপনাকে? আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি এবং শয়তানের শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হয়েছে।

গ্র্যাজুয়েট বলল—কপাল দোষে যা হবার হয়েছে, সেন্যোর নাইট, এবার এই খচ্চরের পেটের তলা থেকে আমাকে তুলুন, আমি আর পারছি না, আপনার ঘায়ে আমার এই অবস্থা হয়েছে। এখন উঠতে পারলে বাঁচি।

ডন কুইকজোট বলেন—আপনার অভিযোগ কী আগে বলেননি কেন? কাল সকাল পর্যন্ত কথাবার্তা চালাতে পারতাম।

সানচোকে আসতে বলেন ডন কুইকজোট। কিন্তু শবযাত্রীরা যে সব খাবার দাবার ফেলে পালিয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করতে সে ব্যস্ত ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারল না। মাটিতে তার ওভারকোট পেতে বাছাই করা খাবার দাবার বেঁধে সে মনিবের কাছে এলো এবং গ্র্যাজুয়েটকে গাধার পিঠে উঠে বসতে সাহায্য করল। ডন কুইকজোট তাঁকে ওর দলের লোকদের সঙ্গে যেতে বললেন এবং তাঁর ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইলেন যদিও সব দিক বিচার করে যা করণীয় ভেবেছিলেন তাই করেছেন।

সানচো বলল—যদি ওরা জিজ্ঞেস করে যে সাহসী মানুষ তাদের অমন হাল করেছে তার নাম কী বলবেন সে হচ্ছে বিখ্যাত ডন কুইকজোট দে লা মানচা কিংবা 'বিষণ্ন বদন নাইট।'

গ্র্যাজুয়েট চলে যাবার পর ডন কুইকজোট সানচোকে জিজ্ঞেস করলেন ঠিক এই সময় তাকে 'বিষণ্ন বদন নাইট' বলার কারণ কী।

সানচো পানসা বলে—বলছি, হুজুর বলছি। ওই হতভাগা মানুষটার টর্চের আলো আপনার মুখের ওপর পড়েছিল, কিছুক্ষণ আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল, এ কাকে দেখছি, এমন চেহারা আমি তো আগে দেখিনি, ক্লান্তিতে কিংবা দাঁত পড়ে যাওয়ার জন্যে এমন খারাপ লাগছে মুখটা।

ডন কুইকজোট বললেন—নারে সানচো, ওটা আসল কারণ না। আমার সমস্ত কীর্তির কথা যে জ্ঞানী লিখে রাখবেন তার ভাবনায় এসেছে এমন একটা নামের কথা কারণ অতীতের সব নাইটদের সুন্দর সুন্দর খেতাব থাকত, জ্বলন্ত তরবারির নাইট, ইউনিবর্ণের নাইট, ফিনিক্সের নাইট, সুন্দরীদের নাইট, গ্রিফিনের নাইট, মৃত্যুর নাইট;

এইসব নামেই তারা বিশ্বের সর্বত্র খ্যাত হয়েছিলেন। তাই বলছি আমার জ্ঞানী ঐতিহাসিক তোর মুখ দিয়ে এমন সুন্দর খেতাবটা বলিয়ে দিলেন; হ্যাঁ, আমি ওই নাম সানন্দে গ্রহণ করলাম, এরপরে 'বিষণ্ন-বদন নাইট' হবে আমার বিশেষ পরিচয়। এবার সুযোগ পেলেই আমি ঢালের ওপর অমন বিষণ্ন মুখটা আঁকিয়ে নেব।

সানচো বলল-হুজুর অনর্থক টাকা আর সময় ব্যয় করে ওটা আঁকাবার দরকার নেই, আপনার মুখটা দেখিয়ে দিলেই হলো। আমি রসিকতা করে নামটা বলেছিলাম, কিন্তু তন্তহীন মুখ আর খিদের জ্বালায় আপনাকে যেমন দেখাচ্ছে তেমন কোনো শিল্পী আঁকতে পারবে না।

সানচোর রসিকতায় মনিবের শুকনো মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু ওই খেতাব আর তার মুখের চিত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলাবেন না।

এমন সময় গ্র্যাজুয়েট ফিরে এসে ডন কুইকজোট বলে-আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মানুষের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের জন্যে খ্রিস্টান সমাজ থেকে আপনি বহিস্কৃত হলেন-iuxta illud : Si quis suadente diabolo অর্থাৎ 'শয়তানের প্ররোচনায় যাজকের গায়ে হাত দেওয়ার জন্যে বহিষ্কার করা হলো।'

ডন কুইকজোট বললেন-আমি লাতিন বুঝতে পারি না। আমি গায়ে তো হাত দিইনি, এই বল্লম ঠেকিয়েছি, আমি খাঁটি খ্রিস্টান, ধর্মযাজকদের আমি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি, আমি ভূত-পেত ইত্যাদিকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় যাজকদের আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না, আমি নিজেকে খাঁটি ক্যাথলিক বলেই জানি। যা হবার তাতো হয়ে গেছে, এখন আমার মনে পড়ছে সিদ্ রুই দিয়সের কথা। পোপের সামনে রাজদূতের চেয়ার ভেঙে ফেলেছিল বলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল আর সেদিন-ই রদরিগো দে ভিভার সাহসী নাইট হিসেবে সম্মানিত হয়েছিল।

এই কথা শোনার পর গ্র্যাজুয়েট কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। এরপর ডন কুইকজোট শববাহী শকটে কী আছে দেখতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সানচো তাকে আটকে দিল।

সানচো বলল-হুজুর, আপনি এই অভিযানটায় সফল হয়েছেন। এবার যারা পালিয়েছিল তারা যদি ভাবে যে একজন মানুষের তাড়া খেয়ে পালানো বড় লজ্জার ব্যাপার এবং ফিরে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। ওদিকে আর যাবার দরকার নেই। আমাদের পেটে ছুঁচোর ডন শুরু হয়েছে, চলুন এখান থেকে সরে পড়ি। লোকে বলে-মরা মানুষ পায় সমাধি আর জ্যান্ত মানুষ চায় পাঁউরুটি।

গাধাটাকে নিয়ে ওরা একটা নিভৃত উপত্যকায় এলো, সেখানে চারদিকে সবুজ ঘাস। গাধাটাকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে ওরা সানচোর ওভারকোট পেতে মাটিতে বসে প্রাতরাশ থেকে নৈশভোজ সবই একসঙ্গে শেষ করল। শববাহী যাজকদের সঙ্গে যে খাবার ছিল তা প্রায় সবটাই সানচো এনেছিল।

তৃপ্তি করে খাওয়ার পর ওরা একটা ঝামেলায় পড়ল। গলা শুকিয়ে আসছে কিন্তু না আছে একটু মদ, না আছে এক ফোঁটা জল। তবে ওরা দেখল এখানে এত কচি ঘাস যখন আছে কাছাকাছি হয়তো পানি পেয়ে যাবে।

২০

–আমার মনে হচ্ছে হুজুর, কাছাকাছি ঝরনা বা পাহাড়ি নদী না থাকলে এত কচি ঘাস জন্মাতে পারে না। চলুন, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বাপরে বাপ, খিদের জ্বালার চেয়ে এ ঢের বেশি কষ্ট।

সানচোর কথাগুলো মনে ধরল ডন কুইকজোটের, ওরা রোসিনান্তের লাগাম আর গাধার গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল, গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল রাতের খাবার অদ্বৃত্ত যা ছিল; অন্ধকার এত গাঢ় যে আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আন্দাজেই ওরা হাঁটছে। প্রায় দুশো পা যাওয়ার পর ওরা জল পড়ার শব্দ শুনতে পেল ওদের কাছে একটা ছিল পৃথিবীর মধুরতম শব্দ, কোনদিক থেকে এই সুমধুর ধ্বনি আসছে তা বোঝার জন্যে উদ্‌গ্রীব এমন সময় অন্য একটা বিশ্রি গোলমাল শুনে আনন্দটা মাটি হয়ে গেল, বিশেষত ভীতু এবং দুর্বল প্রকৃতির সানচো বেশ দমে যায়। প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারার শব্দের সঙ্গে চেনের ঝনঝনানি, তার সঙ্গে মিলেছে তোড়ে জল পড়ার শব্দ; এই গভীর অন্ধকার আর নৈঃশব্দের মধ্যে বিকট শব্দে যে কোনো লোকই ভয় পাবে, কিন্তু ডন কুইকজোটের চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। ওই নির্জন প্রান্তরে আওয়াজগুলো বাড়তে থাকে, মারের শব্দ জোরালো হচ্ছে, পাতা পড়ার শব্দের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, অথচ ভোর হওয়ার কোনো সংকেত নেই, এমন এক দুঃস্বপ্নের মুহূর্তে রোসিনান্তের পিঠে সোজা হয়ে বসে ডন কুইকজোট এক হাতে বল্লম, অন্য হাতে ঢাল।

তিনি বলেন–সানচো তোকে বলে রাখি আমি লৌহযুগে জন্মেছি বটে কিন্তু লোকে যাকে স্বর্ণযুগ বলতে ভালোবাসে সেই যুগ প্রতিষ্ঠা করাই আমার লক্ষ্য। সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য আর বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি হওয়া আমার ললাট লিখন; প্রবল পরাক্রমে আমার তরবারি ঝলসে ওঠে শত্রুর সামনে, আমার সাহস আর শৌর্যে ম্লান হয়ে যায় প্রতিপক্ষের দম্ভ। আমি ঐতিহ্যশালী গোল টেবিলের মাহাত্ম্য পুনর্জীবিত করব, তার সঙ্গে বারোজন অভিজাত ফরাসি (পিয়) এবং নবরত্ন তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। মুছে ফেলব প্লাতিন, তিরান্তে, তাবলান্তে আর ওলিভান্তের সব খ্যাতি। সূর্যালোকের নাইট, বেলিয়ানিস আর অতীতের তাবড় তাবড় ভ্রাম্যমাণ নাইটদের সব খ্যাতি উবে যাবে যখন আমার অভূতপূর্ব অভিযানের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে ইতিহাসের পাতায়। সানচো, তুই আমার বিশ্বস্ত সহচর, শুধু দেখে যা কী অলঙ্ঘনীয় প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা এসে পৌঁছেছি। দুর্ভেদ্য অন্ধকার, বিভীষিকাময় নৈঃশব্দ, বড় বড় গাছের পাতা পড়ার বিরক্তিকর শব্দ, চেনের ঘ্যানঘেনে আওয়াজ, ঝোড়ো হাওয়ার বিলাপ, চাঁদের উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা জলপ্রপাতের একটানা ঝরঝর শব্দ, মানুষকে একটানা ঘুসি কিল মারার আওয়াজ বজ্রপাতের বিকট শব্দের মতো আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে অবশ করে দিচ্ছে। অথচ যে সব ধ্বনিতে মানুষের বুকে বল আসে তারা আশ্চর্যরকম নীরব। এমন শব্দঝঙ্কার মঙ্গল গ্রহকেও আতঙ্কিত করে তুলতে

পারে। কিন্তু আমি এত সবের মধ্যে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বিপদ আর প্রতিকূল পরিবেশ আমাকে দমাতে পারে না। মারাত্মক আক্রমণের সম্ভাবনা প্রজ্জ্বলিত করে সাহসের অগ্নিশিখা। বাধাবিপত্তি যত দুর্লঙ্ঘ্য হয় ততই বাড়ে আমার জেদ আর শক্তি। ঠিক আছে সানচো, এখন রোসিনান্তের লাগাম শক্ত করে বেঁধে দে, খোদার কৃপায় তুই নিরাপদে থাক, তিনদিনের মধ্যে আমি ফিরে না এলে একবার আমাদের গ্রামে যাস আর আমার প্রতি তোর শ্রদ্ধা থাকলে একবার যাবি তোবোসেয়ে, আমার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী সেই অতুলনীয়া দুলসিনেয়াকে বলবি যে তাঁর আজ্ঞাবহ প্রেমিক প্রেমের যোগ্য হবার জন্যেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছে।

মনিবের মুখে এই কথাগুলো শুনে সানচো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বড় অসহায়ের কান্না, কাঁদতে কাঁদতে সে বলল–হুজুর, আমি বুঝতে পারছি না এমন ভয়াবহ বিপদের পথে কেন আপনি পা বাড়াচ্ছেন; এখন অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, আমরা এখান থেকে অন্য পথ ধরে চলে যেতে পারি, বিপদের ঝুঁকি নাই বা নিলাম; তিনদিন আমরা জল খাইনি। তবুও বলছি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। আমাদের কেউ দেখতে পায়নি যে বলবে আমরা ভয়ে পালিয়ে গেছি। আমাদের গাঁয়ের পাদ্রি বাবাকে তো আপনি চেনেন, উনি বলেন যে যারা বিপদ খোঁজে তারা বিপদে পড়েই শেষ হয়ে যায়, তাই খোদার কাছে এমন বেহিসাবি কিছু চাইব না যা আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়; অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া কোনো কিছুই এমন বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারে না। আপনি খোদার করুণা পেয়েছেন বলে আমার মতো কম্বলে ফেলে কেউ আপনাকে লোফালুফি করেনি; অত ভূতপ্রেত জাদুকরও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, শববাহকদের সঙ্গে লড়াই করে আপনি নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন–এ সবই তাঁর কৃপা। এতসব ঘটনাও যদি আপনার মন ভরাতে না পারে তবে একবার আমার কথা ভাবুন, আপনি হতভাগা এই সানচোকে ছেড়ে চলে গেলে আমাকে কে দেখবে? তখন ভূতের খপ্পড়ে পড়া ছাড়া আমার গতি থাকবে না। আমি ভাগ্যটা একটু ফেরাবার জন্যে ঘর, সংসার, পরিবার, ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার কপালে সুখ নেই, আমার একূল-ওকূল গেল আমাকে দ্বীপের রাজা করবেন বলেছিলেন, সেই অভিশপ্ত দ্বীপ চুলোয় গেল, আমাকে আপনি নিয়ে এসে ফেল্লেন এইরকম এক অজানা ভুতুড়ে জায়গায়। হুজুর, অতটা নির্দয় হবেন না; একান্ত ই যদি এমন বিপজ্জনক অভিযানে যেতেই হয় তবে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যখন ভেড়া চড়াতাম তখন যে বিদ্যে শিখেছিলাম সেই জ্ঞান থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি তিনঘন্টার মধ্যে ভোরের দেখা পাওয়া যাবে, আমাদের মাথার ওপর শিশুমার নক্ষত্র আর বাঁদিকে সোজা চেয়ে দেখলে বোঝা যায় এখন মাঝরাত।

ডন কুইকজোট বললেন–আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না, তুই কেমন করে বুঝলি শিশুমার কেথায় আছে আর মাঝরাত বোঝানোর যে ব্যাখ্যা দিলি সেটাই বা কোথায়?

সানচো বলে–ভয়ের যে অনেক চোখ হুজুর, মাটির তলায় কী আছে দেখতে পায়, আর তার চেয়েও বেশি দেখতে পায় আকাশে কী আছে। কোথায় আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডন কুইকজোট বলেন—ভোর হোক বা না হোক আমার তাতে কিছু যায় আসে না। চোখের জল, অনুরোধ উপরোধে নাইট হিসেবে আমার কর্তব্য থেকে এক চুলও সরে আসব না। সানচো, আমাকে আর কিছু বলিস না। খোদার আদেশেই বোধ হয় এমন অজানা এক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আমার মন উতলা হয়েছে, তুই থাক, তাঁর কৃপায় তোর কোনো বিপদ হবে না। নে, আমার ঘোড়াটাকে সাজিয়ে দে, চিন্তা করিস না, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, হয় মৃত কিংবা জীবিত।

মনিবের এমন দৃঢ় সংকল্প, যা চোখের পানি কিংবা সুপরামর্শে একবিন্দু টলে না, দেখে সানচো বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে ভোর পর্যন্ত আটকে রাখার একটা ফন্দি আঁটল। ঘোড়ার লাগাম বাঁধতে গিয়ে সে ওর পেছনের দুটো পা গাধার দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখল যাতে ও চলতে না পারে, চলতে গেলেই লাফাতে হবে। ডন কুইকজোট রোসিনান্তেকে টলাতে পারলেন না। সানচো পানসা তার কৌশল কার্যকর হয়েছে দেখে বলল—দেখুন হুজুর, আমার চোখের জল আর অনুরোধ খোদা শুনেছেন। রোসিনান্তেকে নড়ানো যাচ্ছে না, আপনি জোর করলে খোদা রাগ করবেন। কথায় বলে না—'ঝাঁপ দেবার আগে জলের মাপটা দেখে নে।'

ডন কুইকজোট বহু চেষ্টা করেও রোসিনান্তেকে ওখান থেকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারলেন না। রাগে আর হতাশায় গরগর করতে করতে পায়চারি করেন, ছটফট করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাকে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তারপর সানচোকে বলেন—সানচো, তোর কথাই মানতে হলো শেষ পর্যন্ত, রোসিনান্তে চলতে পারছে না, ভোর হোক তারপর বেরোব যদিও দেরি হলে আমার কান্না পাবে।

সানচো বলল—দুঃখ করবেন না, কাঁদতে হবে না আপনাকে। আমি গল্প বলে সারারাত আপনাকে চাঙ্গা করে রাখব। আর যদি ভালো লাগে, ঘুমোতে চান তাহলে এই কচি ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়বেন যেমন ভ্রাম্যমাণ নাইটদের করতে হয়।

ডন কুইকজোট বলেন—কাকে কী বলছিস? আমি শুয়ে ঘুমোব? আমি কি সেই সব নাইটদের দলে যারা বিপদ সামনে দেখেও আলস্যে ডুবে থাকে? তুই ঘুমো, ঘুমোবার জন্যেই তুই জন্মেছিস, নতুবা যা তোর মন চায় তাই কর। আমি নিজের কর্তব্য পালনের জন্যে যা করার তাই করব।

—হুজুর রাগ করবেন না, আমি এমনি কথাটা বলেছি। বলল সানচো। রোসিনান্তের জিনে একটা হাত রেখে মনিবের বাম উরুতে চুম্বন করল সে। মারের শব্দ শুনে সে বড্ড ভয় পেয়েছিল তাই মনিবের কাছ থেকে সরছে না। এখনও সেই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। ডন কুইকজোট তাকে একটা ভালো গল্প বলতে বললেন যাতে সময়টা কেটে যায়। সানচো বলল—গল্পটা বলতে পারলে ভয়টাও কেটে যাবে।

সানচো গল্প শুরু করার আগে বলে—যদিও ভয়ে আমার মনটা একটু বিক্ষিপ্ত তবুও একটা মজার গল্প বলার চেষ্টা করছি। হুজুর আপনি তাহলে মন দিয়ে শুনুন, আমি এবার শুরু করছি, যদি আর কোনো ঝামেলা না হয় গল্পটা আপনার ভালোই লাগবে, তাহলে শুরু করছি—'সে বহুকাল আগের কথা, সব লোক সুখে ছিল, ভালো ভাবলে মঙ্গল হতো, খারাপ ভাবলে খারাপ হতো ...' হুজুর, এখানে একটা কথা বলার আছে

AMARBOI.COM

সেকালে গল্প বলার ধরনটা ছিল খুব ভালো, যেমন ইচ্ছে হলো বলে দিলাম–তা হতো না, এক রোমান জ্ঞানী, তার নাম কাতোন সোর্নসোরিনো, বলেছেন খারাপ ভাবলে মানুষ অশুভ শক্তির খপ্পরে পড়ে, এ যেন হাতের আংটির মতো, বুঝলেন হুজুর, আপনি ফট করে খুলে ফেলতে পারবেন না। সর্বনাশা চিন্তা করলে আমরা বিপদে পড়ব কিন্তু ভালো চিন্তা করলে আমাদের কেউ কুপথে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

ডন কুইকজোট বলেন–গল্পটা চালিয়ে যা। কোন পথে গেলে আমাদের মঙ্গল হবে সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

সানচো আবার বলতে শুরু করল–এসত্রেমাদুরার কোনো এক জায়গায় এক মেষপালক বাস করত, যদিও মেষপালক বলছি সে ছাগল পুষত, তাকে ছাগপালকও বলা যায়, তার নাম লোপে রুইস্, এই লোকটা এক মেষপালিকার প্রেমে পড়ে, তার নাম তোররালবা, এই তোররালবা নামের মেয়েটির বাবা এক ধনী পশুপালক আর এই ধনী পশুপালক....'

ডন কুইকজোট ওকে থামিয়ে দিলেন–যদি এইভাবে বলিস গল্পটা দুদিনেও শেষ হবে না, একটা কথা দুবার না বলে বুদ্ধিমান লোকেরা যেমন বলে সেইভাবে তাড়াতাড়ি বলে যা, নইলে ছেড়ে দে।

সানচো বলল–আমাদের গ্রামে যেভাবে গল্প বলা হতো সেইভাবেই আমি বলছি। এখন আপনার হুকুম মেনে অন্য কোনোভাবে তো বলতে পারব না।

ডন কুইকজোট বলেন–নে, যেমন ইচ্ছে বলে যা। কপাল মন্দ হলে এমনি হয়, তোর গল্প শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বল, বলে যা–

সানচো আবার শুরু করে–তাহলে আবার বলি, যা বলেছি তারপর থেকে বলছি, যা আগে আমি বললাম, সেই মেষপালক তোররালবার প্রেমে পাগল, মেয়েটা মানে তোররালবা দেখতে গোলগাল, খুব সেজেগুজে থাকত যেমন গ্রামের বেশ্যারা মন ভোলোবার জন্য ঢংঢং করে বেড়ায়, এ মেয়েটাও তেমনি, ছেনালিপনা করে বেড়াত আর ওর পুরুষালি ভাব ছিল। কারণ ওর ওপর ঠোঁটে গোঁফ দেখা যেত, সে এমন মেয়ে যেন আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–তুই ওকে চিনতিস?

সানচো বলল–না, না, আমি চিনতাম না। আমাকে যে গল্পটা বলেছিল সে বলত যে এমন সত্যি ঘটনা যে একে গল্প বলা যায় না আর ও মানুষগুলোকে দেখেছিল। 'দিন যায়, দিন আসে, শয়তানের খেলা শুরু হয়, তার তো চোখে ঘুম নেই, সব জায়গায় গোলমাল বাধাবার জন্যে বসে থাকে, শয়তানের ইচ্ছেয় এত প্রেম ভালোবাসা সব গুলিয়ে গেল; প্রেম পরিণত হলো শত্রুতায়, ওদের সম্পর্ক নিয়ে পাড়া বেড়ানিরা নানা উলটো পালটা কথা ছড়াতে লাগল, শেষ পর্যন্ত ওই মেয়েটার স্বভাব চরিত্র নিয়ে মেষপালকের সন্দেহ দেখা দিল, সেই সন্দেহ থেকে এলো ঘৃণা আর রাগ, তারপর একদিন লোকটা ভাবল দেশ ছেড়ে চলে যাবে, এদিকে সেই পতিতা যখন দেখল তার নাগর কলা দেখিয়ে কেটে পড়েছে তখন সে পুরুষটাকে টানবার জন্যে খুব ভালোবাসতে শুরু করল, এমন ভালোবাসা তার আগে ছিল না।'

ডন কুইকজোট বললেন–এই হলো নারীচরিত্র, ওদের ভালোবাসলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর–পুরুষ এড়িয়ে যায় তখন তার ভালোবাসা উথলে ওঠে। বেশ জমে উঠেছে, চালিয়ে যা সানচো।

সানচো বলতে লাগল–তারপর হলো কী, মেষপালক মেয়েটিকে দেখিয়ে তার ছাগলের পাল নিয়ে পর্তুগাল যাবার রাস্তা ধরল। তোররালবা ওর মতলব বুঝতে পেরে তীর্থযাত্রী সেজে ওই পথে যাত্রা শুরু করল, খালি পা, সাধারণ পোশাক পরে কিছু দরকারি জিনিসপত্র সমেত একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল, লোকে বলে ওই ব্যাগে একটা ভাঙা আয়না আর চিরুনি ছিল, সে যাই থাকুক এ সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। লোকে বলে মেষপালক তার ছাগলের পাল নিয়ে গোয়াদিয়ানা নদীর কাছে পৌঁছল, নদীটা বন্যার পানিতে একেবারে ফুঁসছে, পার হবার না আছে নৌকো, না আছে ডিঙি, ওর তো মাথা গরম, তার ওপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া, তোররালবা ওর পিছু নিয়েছে, মহাঝামেলায় পড়ে যায় মেষপালক। কারণ মেয়েটার কান্নাকাটি আর নাটক সে এড়িয়ে যেতে চায়, মন্দের ভালো, একটা মাছ ধরবার ডিঙি দেখা গেল, সেটাতে একবারে একজন মানুষ আর একটা মাত্র ছাগল পার করা যায়। জেলের সঙ্গে মেষপালকের রফা হলো যে তাকে এবং তার তিনশো ছাগল নদী পার করে দেবে। দরদস্তুর হয়ে গেলে জেলে প্রথমবার একটা ছাগল পার করে ফিরে এসে আরেকটাকে নিয়ে গেল, তারপর ফিরে এসে তৃতীয় ছাগলটাকে পার করল। এবার সানচো তার মনিবকে বলল–'হুজুর, কটা ছাগল পার হচ্ছে আপনি মনে রাখবেন, গুনতিতে ভুল হলে আমার গল্প আর এগোবে না। তাহলে আমি গল্পটা চালিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ কী যেন বলছিলাম–ওঃ হো, মনে পড়েছে–নদীর ওপারে নামার জায়গাটা কাদায় মাখামাখি, খুব পিছল হয়ে পড়েছিল, জেলের আসতে যেতে সময়ও লাগছিল বেশ, কিন্তু মানুষটা একটুও বিরক্ত হয় নি, সে একটা ছাগল পার করে আবার একটা, তারপর আরেকটা এইভাবে পার করতে লাগল।

ডন কুইকজোট ওকে থামিয়ে বললেন–শোন, ছাগলগুলোকে একসঙ্গে পার করে দে। তুই একটা করে পার করিয়ে আবার এসে আরেকটাকে নিয়ে যাওয়ার যে গল্প ফেঁদেছিস এভাবে চললে তো একবছরেও তিনশো ছাগল পার হবে না, গল্পও শেষ হবে না।

সানচো বলল–আমার গল্প বলার রীতি মেনেই বলতে হবে। কতগুলো ছাগল ওপারে গেছে?

ডন কুইকজোট বললেন–আরে তা আমি বলব কেমন করে?

সানচো বলল–এই তো নয়! আপনাকে শুনতে বললাম না? আমার গল্প এখানেই শেষ।

ডন কুইকজোট বললেন–বাঃ, বেশ মজা পেয়েছিস, না? কতগুলো ছাগল পার হলো বলতে না পারলে গল্প এগোবে না?

সানচো বলল–না হুজুর, আর বলা সম্ভব নয়। আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম কটা ছাগল পার হলো আপনি বলতে পারলেন না। আর সেই মুহূর্তেই গল্পটা আমার মাথা

থেকে বেরিয়ে গেল। কপাল খারাপ, কিছু মনে পড়ছে না, এটা এক বিশেষ জাতের গল্প, আর কিছু মনে পড়ছে না।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক আছে। তাহলে গল্প এখানেই শেষ?

সানচো বলল–শেষ! আমার মা যেমন আর বেঁচে ফিরবে না, গল্পটাও আমার মনে পড়বে না।

ডন কুইকজোট বললেন–তুই যেভাবে গল্পটা বললি এর আগে কেউ বলতে পারেনি, গল্পটাও নতুন, গল্পটা বলার ভঙ্গি এমন যে এগোলো না, পেছলোও না। বাহাদুর গল্প বলিয়ে তুই সানচো। আমার মনে হয় ওই মারামারির আওয়াজ শুনে তোর মাথায় আর কিছু ঢুকছেনা।

সানচো বলল–হতে পারে। তবে ছাগলের হিসেবটা ভুল হলে এ গল্প আর এগোয় না।

ডন কুইকজোট বলেন–তুই যেমন চেয়েছিস তেমনি শেষ হয়েছে। এখন চল দেখি রোসিনান্তে নড়ছে কিনা।

রোসিনান্তের পেছনের পা দুটো বাঁধা, সুতরাং চাবুক মারলে ও লাফিয়ে উঠছে, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছে না। এমন সময় এক ঘটনা ঘটল। খুব ঠাণ্ডার জন্যে কিংবা রাতে সানচো এমন কিছু খাবার খেয়েছিল যা পেট পরিষ্কার করে তার ফলে প্রকৃতির ডাকে তার তলপেটে বেশ চাপ লাগতে লাগল। এমন একটা কাজ তাকে করতে হবে যে অন্য কেউ তার হয়ে করতে পারবে না। তাই সে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ল, কিন্তু এতো বেশিক্ষণ চেপে রাখাও যায় না। এদিকে মনিবের কাছ থেকে বেশিদূর যেতে ওর ভয় করে। ফলে লুকিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে, মুখ টিপে ও কোনোকমে ব্রিচেসটা হাঁটুর নিচে নামিয়ে সার্টটা তুলে উঁবু হয়ে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বীভৎস শব্দে ডন কুইকজোট চেঁচিয়ে ওঠেন–কে রে? এ কীসের আওয়াজ! সানচো ওই অবস্থায় বসে বসে বলে–আবার এক অভিযানের হাতছানি। বিপদ তো একা আসে না। এরপর বাকি যা করণীয় করে সানচো উঠে সামনে আসে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে হাতে নাক চাপা দিয়ে ডন কুইকজোট বলেন–সানচো তোর খুব ভয় করছে, না?

সানচো জিজ্ঞেস করে–নতুন কোনো ভয়ের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন নাকি? এ তো আগে থেকেই আপনি জানেন।

ডন কুইকজোট বললেন–আগের চেয়ে এখন তোর গায়ের দুর্গন্ধ বেড়ে গেছে।

সানচো বলল–ওঃ! কিন্তু হুজুর কার দোষে এমন হল? আপনি এমন এক জায়গায় নিয়ে এলেন কেন? আপনি তো জানেন আমি এমন করে রাত কাটাতে পারি না। এমন জায়গায় থাকার অভ্যেসও নেই আমার।

ডন কুইকজোট নাকে হাত রেখেই বললেন–আমার কাছ থেকে তিন চার পা পেছিয়ে যা, আর ভবিষ্যতেও এই দূরত্বটা বজায় রাখবি। এখন দেখছি তোর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করার ফলে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সানচো বলল–আপনার মনে হচ্ছে আমি এমন কিছু করছি যা আমার করা উচিত নয়।

ডন কুইকজোট বললেন–থাম। আর ঘাঁটাস না, যত ঘাঁটাবি তত দুর্গন্ধ ছড়াবে। এদের কথার মধ্যেই দিনের আলোয় ভরে গেল প্রকৃতি। সানচো খুব সাবধানে ব্রিচেস্ পরে নিয়ে চুপিচুপি রোসিনান্তের পেছন-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। মনিব কিছুই টের পেলেন না। বাঁধন খুলতেই রোসিনান্তে খুশি হয়ে চলে বেড়াতে লাগল, দুয়েকবার তিনি অভিযানে যাবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, এবার যাবেন। ডন কুইকজোট ভোরের আলোতে দেখলেন ওদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল কাঠবাদামের গাছ, সেইজন্যে এত অন্ধকার ছিল আর পাতা পড়ার শব্দ বেশি যাবার জন্যে প্রস্তুত। সানচোকে আগের কথাগুলো আবার বললেন। তিনদিনের মধ্যে জয়ী হয়ে ফিরলে তাকে দ্বীপের রাজা করে দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করবেন। কিন্তু সানচো আগের মতোই কাঁদতে কাঁদতে বলল যে সে মনিবকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এই ইতিহাস লেখকের মতে ডন কুইকজোটের শাগরেদ একজন সৎ খ্রিস্টান, তাই তার মধ্যে এমন দরদ আর ভক্তি। ডন কুইকজোট রোসিনান্তের পিঠে চেপে বল্লম আর ঢাল নিয়ে এগিয়ে চললেন। পিছনে গাধার পিঠে সহকারী সানচো পানসা।

কাঠবাদামের গাছে ছায়ায় আবৃত পথ ধরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ের লাগোয়া একটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরা দেখল ওই পাহাড়ের শিখর থেকে তোড়ে জল পড়ছে। ওই পাহাড়ের পাদদেশে কতকগুলো ভাঙাচোরা বাড়ি দেখল, ওগুলো যেন ধ্বংসাবশেষ, লোকজনের বাস নেই। আর ওই জায়গায় সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জলের সঙ্গে ওই শব্দ শুনে রোসিনান্তে ডাকতে শুরু করল। নাইট তাকে আদর করে থামালেন। হৃদয়ের রানি দুলসিনেয়ার নাম নিয়ে আর খোদার নাম জপতে জপতে ডন কুইকজোট আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন; পেছনে সানচো, তার চোখ রোসিনান্তের পায়ের দিকে। কারণ ভোররাতে ও যা করেছে তাতে ভয় ছিল যে ঘোড়াটির পায়ে কিছু চিহ্ন থেকে যেতেই পারে।

আরো প্রায় একশো পা এগিয়ে ওরা একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে সেই শব্দের হদিশ পেল যে শব্দ শুনে ডন কুইকজোট বিশাল বিপজ্জনক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিযানের সুযোগ বলে ভেবেছেন, যে শব্দ শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল সানচোর, ওরা কাছাকাছি গিয়ে দেখল ছ'টা কাপড় পেষাই করার হাতুড়ি একবার ওপরে উঠছে আর পড়ছে। সেই কলটা কাপড় পেটাই করার কারখানার অংশ। (হে পাঠক, দেখলেন তো কী দুঃস্বপ্ন আর ভয়!)

এমন অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে লজ্জা আর ঘৃণায় ডন কুইকজোট প্রায় মূর্ছা যান, ঘোড়া থেকে যেন পড়ে যাবেন। সানচো তাকিয়ে দেখে তার মনিব কোনো অভিশাপে এমন আশাভঙ্গের মনোবেদনায় মাথা হেঁট করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন যেন কোনোদিন তার যুদ্ধ বা অভিযানের নেশা ছিল না। এমন সময় ডন কুইকজোটের চোখ পড়ল সানচোর চোখে, সানচো যেন হাসিতে ফেটে পড়বে, চোখাচোখি হতে ডন কুইকজোট অত বিরক্তি আর হতাশার মধ্যেও হেসে ফেলেন। এবার দুজনে একসঙ্গে হাসির হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। সানচো হাসতে হাসতে যেন ছিটকে পড়বে, সে শক্ত হাতে দড়ি ধরে টাল সামলায়। চারবার হাসি বন্ধ করার পর চারবারই সে হাসিতে ফেটে

পড়েছে। ডন কুইকজোট অভিযানে যাবার আগে যে কথাগুলো বলেছিলেন, যেমন, 'সানচো জেনে রাখবি আমি লৌহযুগে জন্মেছি কিন্তু লোকে যাকে স্বর্ণযুগ বলতে ভালোবাসে আমি তার প্রতিষ্ঠা করব। সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার ললাট লিখন' ইত্যাদি বাক্যগুলো আওড়ে সানচো ঠাট্টা করার চেষ্টা করে, আর হাসিতে ফেটে পড়ে। এই রসিকতা পছন্দ নয় তার মনিবের, এরকম চলতে দেখে ডন কুইকজোট হঠাৎ এত রেগে যান যে তার বল্লম দিয়ে সানচোর কাঁধে দুবার আঘাত করেন। এই মারটা যদি সানচোর মাথায় পড়ত ডন কুইকজোট ওকে বেতন দেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতেন।

মনিবের রাগ দেখে সানচো ক্ষমা চায়–হুজুর, আমি এমন ঠাট্টা করছিলাম, আনপার মনে আঘাত দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না।

ডন কুইকজোট বললেন–শোন রসিক মহারাজ, এটা মিথ্যে ভয়ের কারণ না হয়ে যদি সত্যি কোনো বিপদ হতো আমি কি তাহলে পিছিয়ে থাকতাম? ঝাঁপিয়ে পড়তাম না? নাইট হিসেবে আমার দেখা কর্তব্য কোন শব্দ কীসের, কোন আওয়াজগুলো শুভ আর কোনগুলো অশুভ! তোর মতো হাড় হাভাতের ঘরে তো আমি জন্মাই নি যে ওইসব কলকারখানা দেখব। এমন বিশ্রি আওয়াজের মধ্যে তোর মতো ছোটলোকেরা থাকতে পারে। ওই ছটা কাড়প পেষাইয়ের হাতুড়ি যদি দৈত্যের রূপ ধরতো আমি ওদের সব কটাকে আমার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাওয়াতাম। একে একে কিংবা সবগুলো একসঙ্গে এলেও ওদের সাবাড় করতাম।

সানচো বলল–হুজুর আমার ইয়ার্কিটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, আমি ক্ষমা চাইছি। এখন তো আমাদের আর কোনো উত্তেজনা নেই, তবে যে আওয়াজ শুনে আমরা ভয় পেয়েছি–আর পরে যা দেখলাম সেটা যদি লোকে শোনে হাসবে না?

ডন কুইকজোট বললেন–সেটা হতে পারে। তবে সব কথা সব মানুষকে বলা উচিত নয়। কারণ মানুষরা বুদ্ধি দিয়ে সব জিনিসের বিচার করতে পারে না। কোন অবস্থায় কোন জিনিসকে সঠিক ভাবে দেখতে হয় তা না জেনে হ্যা হ্যা করে হাসে।

সানচো বলল–হুজুর একথা মানতেই হবে যে আপনি কোন জিনিস কীভাবে দেখতে হয় তা ভালো বোঝেন, আপনি আমার মাথা লক্ষ্য করে বল্লম চালালেন, আমি একটু হেলে যেতেই পড়ল ঘাড়ে। সে যা হবার হয়ে গেছে এখন আর ভেবে লাভ নেই। গাঁয়ের লোকেরা বলে যে তোকে কাঁদায় সেই আসলে পিরিত করে। সৎ মনিবরা তাদের ভৃত্যকে বকাঝকা বা মারধোর করলেও অনেক সময় ভালো জিনিস দেয়, কেউ হয়তো ব্রিচেস দিল, কেউ দিল অন্য কিছু আর ভাগ্য ভালো হলে কারও ভাগ্যে জোটে একটা দ্বীপের বা কোনো রাজ্যের মালিকানা।

ডন কুইকজোট বলেন–তার মানে তোর কাছে ভাগ্যই বড় কথা, সেটা ঠিকই। সানচো আমি উত্তেজনার বশে তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেললেও তোকে আমি ভালোবাসি। আবার এও বলে রাখছি ভবিষ্যতে অত চ্যাংড়ামি করবি না, আমি যে তোর মনিব এ কথাটা মনে রেখে চলবি। ভৃত্যের সঙ্গে মনিবের গলাগলি ঢলাঢলি ভালো দেখায় না। আমি যত ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের বই পড়েছি কোথাও দেখিনি যে চাকর কথা বলার এত স্বাধীনতা পায়, এতে দুজনেরই দোষ আছে, কথা বলার সময় তুই জানিস

না কোথায় থামতে হয় আর আমিও ঠিক মনিবের মতো আত্মসম্মান রাখতে পারিনি। আমাদিসের সহচর গানদালিন একটা জমিদারি পেয়েও টুপি খুলে মুখ নিচু করে মনিবের সঙ্গে কথা বলতো। গণ গালায়েরের শাগরেদ গাসাবাল কথাই বলত না, ইতিহাসপ্রণেতা ওই বিশাল গ্রন্থে মাত্র একবার ওর নামের উল্লেখ করেছেন। এইসব থেকে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতেই বলছি প্রভু আর ভৃত্যের মধ্যে, নাইট আর শাগরেদের মধ্যে একটা ব্যবধান রাখা দরকার। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে থাকলেও এই কথাগুলো মনে রাখবি যাতে কারো রাগ বা বিরক্তি না হয়। আমার সঙ্গে মতবিরোধ হলে ক্ষতি তোরই বেশি হবে এটা মনে রাখবি। পুরস্কারের ব্যাপারে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সময় হলেই সেটা পাবি, আর তা না পেলেও তোর মাইনে তো আছে।

সানচো বলল–আপনি যা বলেছেন–সবই আমি মেনে চলব; কিন্তু একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে; ধরুন সহচর পুরস্কার–টুরস্কার পেল না, শুধু মাইনেটাই তার সম্বল; ওরা মাস মাইনে পেত না কি মজুরদের মতো দিন হিসেবে মজুরি পেত?

ডন কুইকজোট বললেন–আমার মনে হয় অতীতে সহচর ভাড়া করা হতো না। ওরা মনিবদের উদার মনোভাবকে খুব শ্রদ্ধা করত, মনিবদের বিশ্বাস করত। আমি তোকে যে টাকা দেব তা উইল করে সিল–করা আছে, বাড়িতে রেখে এসেছি; আমার কিছু হলে তোকে কষ্টে পড়তে হবে না। এই অবক্ষয়ের যুগে ভ্রাম্যমাণ নাইটের জীবনে কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না; মৃত্যুর পরে এইসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না; পরলোকে এইসব ভেবে কষ্ট যেন না পাই; ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের জীবনের মতো এত বিপদের সম্ভাবনা কোথাও নেই। তাই মৃত্যুর কথা বলছি।

সানচো বলল–একটা কলের হাতুড়ি পড়ার শব্দে কেঁপে ওঠে একটা দুর্দান্ত সাহসী নাইটের হৃদয়! তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার বীরত্ব আর বিক্রম দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকব আপনার দিকে, মুখে রা–টি কাড়ব না। আপনাকে মনিব কিংবা প্রভু হিসেবে সদা সর্বদা মেনে চলব।

ডন কুইকজোট সানচোকে বলে–এইভাবে চললে অনেকদিন সুস্থ হয়ে বাঁবচি। কারণ মা–বাবার পরেই মনিবের স্থান, তাদেরকে সেইরকম শ্রদ্ধা সম্মান করতে হয়।

২১

ডন কুইকজোটের কথাটা শেষ হতে না হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হলো, সানচোর ইচ্ছে ওরা কাপড় পেটাইয়ের কারখানাটায় আশ্রয় নেয় কিন্তু ওই কল নিয়ে যেভাবে ওরা বেকুব বনেছে এবং যে স্থূল রসিকতা হয়েছে তাতে ডন কুইকজোট ওখানে আর ঢুকতে নারাজ। আগের দিনে যে পথে এসেছিল সেই পথই ওরা ধরল।

একটু দূরে যেতেই ডন কুইকজোটের চোখে পড়ল একজন মানুষ ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে, তার হেলমেটটা সোনার মতো চকচক করছে। দেখামাত্রই সানচোর দিকে ফিরে ডন কুইকজোট বললেন–আমার কী মনে হয় জানিস, সমস্ত প্রবাদ বাক্যের মধ্যে সত্য আছে। কারণ সেগুলো এসেছে মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে, যেমন ধর একটা প্রবাদ

আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে খুব সত্যি, সেটা হল—'একদিকের দরজা বন্ধ হলে অন্যদিকেরটা খুলে যায়।' কাল রাতে কলের হাতুড়ি-পেটার শব্দের ফাঁদে পা দিয়ে ঠকলাম, আর আজ দরজা হাট হয়ে খুলে গেল, অভিযানের দরজা, এটা তো অন্ধকার বলে, বা কলের আওয়াজের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারব না, দ্যাখ, ওই লোকটার মাথায় মামব্রিনোর হেলমেট, এটা নিয়ে আমার প্রতিজ্ঞার কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে।

সানচো বলল—হুজুর যা বলছেন ভেবে দেখুন, আর কাজে নামবার আগে আরো ভালো করে ভাবুন, না হলে হাতুড়ি পেটার কলের শব্দে যেমন ঠকেছি তেমনই হবে আমাদের অবস্থা।

ডন কুইকজোট বলেন—দূর মাথামোটা কোথাকার! শয়তান আর মানুষে তফাৎ নেই? হেলমেট আর হাতুড়ি এক?

সানচো বলে—আমার মন যা বলছে তা যদি মুখে বলতে পারি দেখবেন আপনার ভাবনাচিন্তায় অনেক গোলমাল আছে।

ডন কুইকজোট বলেন—তোর সব কিছুতেই অবিশ্বাস! দেখতে পাচ্ছিস না একটা কালো আর ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপে সোনার হেলমেট মাথায় একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে?

সানচো বলল—আমার চোখে যা পড়ছে তাই দেখছি। আমার গাধার মতো একটা গাধায় চেপে একজন আসছে, ওর মাথায় যা আছে সেটা চকচক করছে।

ডন কুইকজোট বললেন—ওইটাই মামব্রিনোর সোনার হেলমেট। তুই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়া, আমি খুব তাড়াতাড়ি অভিযান চালিয়ে ওটা কেড়ে নিচ্ছি। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ওটা আমাকে নিতেই হবে।

সানচো বলল—আমি চলে যাচ্ছি তবে দেখবেন আবার যেন ওই কাপড় পেটাই কলের দশা না হয়।

ডন কুইকজোট বলেন—তোকে আগে একবার বলেছি ওই কলের কথা আর তুলবি না। দেখছিস তো আমি একবারও ওর নাম করছি না। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি ওই সব কথা উচ্চারণ করিস তাহলে তোর বুকে চেপে দাড়ি উপড়াবো।

সানচো ভয়ে চুপ করে গেল। মনিব খুব রেগে গেলে যা বলেন তাই করেন।

আসলে গল্পটা এইরকম—ওখানে দুটো গ্রাম আছে, একটা ছোট, একটা বড়, ছোট গ্রামটায় ডাক্তার-বদ্যিও নেই, নাপিতও নেই, তাই বড় গ্রামের নাপিত ছোটগ্রামের কাজগুলো করে। সেই সময় এক নাপিত গাধায় চেপে মাথায় একটা সাধারণ টুপি পরে ছোট গ্রামের দিকে যাচ্ছিল, টুপিটা নতুন তাই বৃষ্টির পানিতে যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্যে ওর পেতলের সরা দিয়ে টুপিটাকে ঢেকে রেখেছিল, একটু দূর থেকে, ধরা যাক, আধ লিগ্‌ মতো হবে মাজা পরিষ্কার সরাটাকে চকচকে লাগারই কথা। ওর গাধাটা ছিল ধূসর রঙের। ডন কুইকজোটের কল্পনায় ভেসে উঠেছে যে একজন নাইট সোনার হেলমেট পরে আসছে। ওকে আসতে দেখে ডন কুইকজোট হাতে বল্লম নিয়ে তৈরি হয়ে যান, কোনো কথা না বলে রোসিনান্তেকে ছুটিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—হতচ্ছাড়া চোর, আমার হেলমেট দিয়ে দে, নইলে মরবি।

নাপিতের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত। এমন এক মানুষকে ভূত ভেবে গাধা আর সরা ওখানে ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল, ওই মাঠ পেরিয়ে কোথায় চলে গেল, কাছে পিঠে তাকে আর দেখা গেল না। মাঠের কর্তৃত্ব পেয়ে ডন কুইকজোট খুশি, আরো খুশি সরা পেয়ে। তিনি বললেন—বদমায়েশটা এই সরাটাকে হেলমেট বানিয়েছিল, ও ভেবেছে কোনো শিকারি বোধ হয় ওকে তাড়া করেছে, ভেবে পালিয়েছে। সানচোকে সরাটা তুলে নিতে বললেন নাইট। সানচো ওটা হাতে নিয়ে বলল—সরাটা বেশ ভালো, তা ধরুন গিয়ে, এর দাম হবে আট রেয়াল। তারপর ওটা মনিবের হাতে দিল। ডন কুইকজোট ওটা দিয়ে মাথা ঢাকার চেষ্টা করে পারলেন না; বললেন—যে বর্বর প্যাগানটার জন্যে এটা বানানো হয়েছিল তার মাথাটা বিশাল বড় ছিল, কিন্তু এর অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে। নাপিতের সরাকে নাইটের সোনার হেলমেট ভেবেছেন ডন কুইকজোট দেখে সানচোর খুব হাসি পেয়েছে কিন্তু মনিব যদি রেগে যায় তাই দমফাটা হাসি সে চেপে রেখেছে। তবুও তার মুখে হাসি লেগেছিল। ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন—হাসছিস কেন সানচো?

সে বলল—হাসছি, হুজুর, এই ভেবে যে ওই প্যাগান লোকটার মাথা এত বড় ছিল যে নাপিতের সরাতে ঢাকা যেত।

—আমার কী মনে হয় জানিস সানচো? জাদুর মন্ত্রপূত হেলমেটটি কোনো দৈব-দুর্বিপাকে এমন এক লোকের হাতে পড়েছিল যে এর দাম বোঝেনি, এর অর্ধেকটা গলিয়ে বেচে দিয়ে কিছু পয়সা পেয়েছিল আর অর্ধেকটা এইটা যাকে তুই নাপিতের সরা বলছিস; আমি এর কদর জানি। কাজেই গলিয়ে ফেলেছে বলে এটা অকেজো হয়ে গেল আমি ভাবছি না। শহরে কোনো কামারশালায় গিয়ে এমন একটা হেলমেট বানাব যা দেখে সবাই ভড়কে যাবে। যুদ্ধের দেবতার জন্যে কামারশালার দেবতা যেটা বানিয়েছিল তার চেয়েও ভালো লাগবে আমারটা। এখন আমি মাথা ঢাকার কাজে লাগাব, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো বুঝলি। এখন এ দিয়ে আমার কাজ চলে যাবে, অন্তত পাথরটাথর থেকে মাথাটা তো বাঁচবে।

সানচো বলল—তা ঠিক তবে শত্রুর ছোঁড়া পাথর হলে বাঁচবে না যেমন মাঠের মধ্যে দুই সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে আপনার দাঁত পড়ে গিয়েছিল আর ওষুধের পাত্র ভেঙে গিয়েছিল। ওঃ, কি ওষুধ! খেয়ে আমার নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়েছিল, বাপরে বাপ!

—আরে ওই ওষুধ গেছে বলে আমি দুঃখ পাই না। কারণ কী করে ওটা বানাতে হয় আর কী অনুপান লাগে সব আমার মনে আছে; বললেন ডন কুইকজোট।

সানচো বলল—আমারও মনে আছে তবে আমি ওই ওষুধ নিজে আর খাচ্ছি না। আমি যতটা পারি সাবধানে থাকব যাতে কাউকে আঘাত না করতে হয় আর নিজেও যেন আঘাত না পাই। আমাকে সজাগ থাকতে হবে। তবে কম্বলে দোলার ঘটনাটা আলাদা, ওরকম হলে চোখ কান বুঁজে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে; ভাগ্য যেমন দোলাবে তেমন দুলব।

ওর কথা শুনে ডন কুইকজোট বলেন—এখন তোকে আমার খাঁটি খ্রিস্টান বলতে ইচ্ছে করছে না। তুই সামান্য কম্বলে দোলার ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছিস

না, উদার হৃদয় মহান মানুষেরা ছোটখাটো আঘাতের কথা মনে রাখে না। তোর পা ভেঙেছে? পাঁজরের হাড় দুমড়ে গেছে কখনো? মাথা ফেটেছে? তবে কেন ওই চ্যাংড়াদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস? ওটা নিছকই বালখিল্য ব্যাপার। আমি প্রতিশোধের কথা ভাবলে হেলেনকে আটক করার জন্যে গ্রিসের বীররা যেমন করেছিল তাই করতাম। আমার দুলসিনেয়া যদি সে যুগে জন্মাত আর হেলেন এ যুগে তাহলে দুই নারীর তুলনায় দুলসিনেয়া অনেক বেশি গুণবতী আর রূপসি বলে বিখ্যাত হয়ে যেত।

হঠাৎ দুলসিনেয়ার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

সানচো বলল–হ্যাঁ, চ্যাংড়ামি ঠিকই, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা আমি একবারও ভাবছি না তবে ঘটনাটার কথা ভোলোও যাবে না, এখনো আমার পিঠের ব্যথা রয়ে গেছে। যাকগে, বাদ দিন ওসব কথা। এখন বলুন তো, মার্তিনো (আবার সানচোর ভাষা বিভ্রাট, মামব্রিনোর বদলে বলছে মার্তিনো) নামের লোকটার হেলমেট কেড়ে নেওয়ার ঘটনায় সেই নাপিত তো তার গাধা ফেলে পালিয়েছে। ও আর এদিকমুখো হবে না, আপনাকে দেখে যা ভয় পেয়েছে! এখন আমরা কী করব?

ডন কুইকজোট বললেন– আমি শত্রুর জিনিস লুঠ করি না। শিভালোরি-সংস্কৃতি বলে একটা ব্যাপার আছে, বুঝিস তো! যুদ্ধক্ষেত্রে কারও ঘোড়া আহত হতে পারে, মারা যেতে পারে, সে অন্য কথা। কিন্তু নাইটকে পরাজিত করে তার কাছে যা আছে কেড়ে নেব এমন নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। ওটা গাধা বা ঘোড়া যাই হোক, যেমন আছে থাকুক, সেই লোক নিশ্চয়ই এসে নিয়ে যাবে, তোকে অত ভাবতে হবে না।

সানচো বলল–আমারটার চেয়ে ওই গাধাটা শক্তপোক্ত বলে বদলে নিতে ইচ্ছে করছে। শিভালোরির আইন কী বলে সেটা না জানলে তো পরের জিনিসে হাত দিতে পারি না।

ডন কুইকজোট বললেন–আমি ঠিক বলতে পারব না আইন কী বলে তবে প্রয়োজন হলে শত্রুপক্ষের কোনো জিনিসের সঙ্গে নিজেরটা বদলে নিলে তেমন অপরাধ হয় না। তুই ওটা নিলে আমার আপত্তি নেই। মনিবের অনুমতি পেয়ে ও গাধা বদলে নিল।

তারপর ওরা রাতের উদ্বৃত্ত খাবার খেয়ে প্রাতরাশ সেরে নিল। কারখানার পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, ওরা প্রাণভরে পানি খেল কিন্তু ওই কারখানার দিকে একবারও তাকাল না। রোসিনান্তের পিঠে চেপে ডন কুইকজোট ওর ওপরই ছেড়ে দিলেন–যে দিকে যাবে যাক। তার অনুসরণ করল গাধার পিঠে সানচো। তাড়াহুড়ো নেই, বেশ আরামে ওরা যাচ্ছে; রোসিনান্তে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল।

যেতে যেতে সানচো তার মনিবকে জিজ্ঞেস করে–হুজুর, একটু কথা বলার অনুমতি দেবেন? আপনি আমাকে বেশি কথা বলতে বারণ করেছিলেন বলে এভাবে আপনার অনুমতি চাইছি। চার পাঁচটা প্রশ্ন আমার পাকস্থলীর মধ্যে পাক খাচ্ছে। আর একটা এসে গেছে জিভের ডগায়, এটা বলতে না দিলে আমার পেট ফেটে যাবে।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক আছে বল, তবে ছোট করে, বেশি কথা বললে মজাটা নষ্ট হয়ে যায়।

সানচো বলে–হুজুর বলছি যে আমরা যে জনমানবহীন এইসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর আপনি যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে যে অভিযান চালাচ্ছেন তার খবর তো কেউ পাচ্ছে না, এর বদলে আমরা যদি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম, মানে, আপনার কথাই বলছি তাহলে বড় কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারলে সবার চোখে পড়ত, ইতিহাসেও এই সব কাহিনী স্থান পেত। আর আমার ব্যাপারে একটা কথা বলব যে নাইটদের ইতিহাস লেখা হলে তার শাগরেদদের কথা একটু জায়গা পাবেই।

ডন কুইকজোট বললেন–খারাপ বলিসনি, সানচো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে একজন খ্যাতনামা নাইট হতে গেলে শিক্ষানবিশ হিসেবে তাকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়, অভিযানের অন্বেষণে দূর-দূরান্তরে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, ক্রমে তার যশ ছড়িয়ে পড়ে, তারপর যখন কোনো বড় সম্রাট বা রাজার দরবারে সে যায় তখন খ্যাতির জন্যেই তাকে সবাই সমাদর করে। সেই জায়গায় পবেশ করা মাত্র লোকে তার খেতাব নিয়ে আলোচনা করে; বলে 'ওই তো সূর্যালোকের নাইট' কিংবা ওই 'সিয়েৰ্পের নাইট (এসপ্লানদিনের খেতাব) অথবা অন্য কোনো খেতাব নিয়ে ডাকা হয়। জনগণ উচ্ছ্বসিত হয় তাদের গুণকীর্তনে। ওরা বলতে থাকে–ওই যে 'বিশাল শক্তিধর ব্রোকাব্রনো' যে একা বিশাল এক দৈত্যকে একটিমাত্র লড়াইয়ে পরাজিত করেছিল; এ সেই নাইট যে পারস্যের মামালুকোকে জাদুর কবল থেকে মুক্ত করেছিল, মামালুকো নশো বছর ধরে জাদুকরের ছলনায় বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব নাইটদের যশ মুখে মুখে ছড়াতে থাকে, কোনো রাজা বা সম্রাটের কানে এই খ্যাতির কথা যায় তারা নাইটদের দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে জানালা খুলে ওদের মুখ কিংবা অস্ত্র আর ঢাল দেখার চেষ্টা করে। তারপর রাজা বা সম্রাট সভাসদের বলে–'আমাদের সভাসদ বা নাইটদের বলছি,–আপনারা ফুল নিয়ে অতিথি নাইটকে অভ্যর্থনা করুন।'

রাজার আদেশে সবাই দ্রুত চলে যায় নাইটকে অভ্যর্থনা জানাতে, রাজা প্রাসাদের মাঝপথে তাকে সংবধনা জানিয়ে গালে চুম্বন করে, তারপর অন্দরমহলে নিয়ে যায়। সেখানে সুন্দরী রাজকুমারী আর রানির সঙ্গে নাইটের পরিচয় হয়। রাজকুমারী অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে গুণবতী এবং রূপবতী নারী হবে। রাজকুমারী নাইটের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে থাকে, নাইট বিগলিত নয়নে দেখবে তাকে, দুজন দুজনকে এমন সপ্রশংসভাবে দেখবে যা মানবিক জগতে ঘটে না, এমন দৃষ্টি বিনিময় ঐশ্বরিক। তারপর ওরা প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে পড়বে, কিন্তু কীভাবে একজন আরেকজনকে মনের কথা জানাবে? ওরা বিচলিত হয়। রাজা নাইটকে নিয়ে যায় প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক বিশেষ অতিথি কক্ষে, সেখানে গিয়ে বর্মের আচ্ছাদন খুলে সে পরবে অতি দামি পোশাক যা রাজা তাকে দেবে। বর্ম পরে যাকে এত সুন্দর দেখায় রাজার দেওয়া পোশাকে তাকে আরো রূপবান দেখাবে এতে আর আশ্চর্য কী। রাজা, রানি এবং রাজকুমারীর সঙ্গে বসে সে নৈশভোজ করবে, আবার রাজকুমারীর সঙ্গে গোপন এবং সাবধানী দৃষ্টিবিনিময়, কেউ দেখতে পাবে না এদের শুভদৃষ্টি, আর আমি আগেই বলেছি রাজকুমারী বিদুষী, রূপবতী এবং গুণবতী, তার তুলনা হয় না অন্য কোনো যুবতীর সঙ্গে, নাইটের দিকে সে

তাকাবে কিন্তু বড় অভিজাত সেই ভঙ্গি। নৈশভোজের পর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাবে–প্রথমে এক কুৎসিত দর্শন বামন আসবে, তারপর দুই দৈত্যের মাঝে এক সুন্দরী, তারপর প্রাচীন এক জাদুকরের আবিষ্কৃত একটা অভিযানের কথা বলা হবে যাতে সফল হলে তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট বলে ধরা হবে। বর্তমানে রাজা তার দরবারের সভাসদদের বলবে, তারা কেউই সফল হবে না; কারণ এই সম্মানে ভূষিত হবে অতিথি–নাইট, সে খুব সহজেই সাফল্য পেয়ে যাবে। কারণ তার কাছে এমন অভিযান খুবই সহজ, আর রাজকুমারী এমন এক বীর নাইটকে মনে মনে বরণ করেছে বলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে।

সৌভাগ্যবশত আরো একটা সুযোগ এস যায় নাইটের কাছে; রাজা বা সম্রাট তারই মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত একথা জেনে যায় নাইট। কারণ সে তো রাজার প্রাসাদেই কয়েকদিন আছে, যুদ্ধের কথা শুনে নাইট রাজাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, রাজা সম্মত হলে নাইট তার হাত চুম্বন করে। প্রেমিক নাইট রাজকুমারীর কক্ষের সামনে উদ্যানের ধারে লোহার রেলিঙের কাছে এসে বিদায় নেবে; সুন্দরী এক সহচরীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ওরা দুজন দুজনকে অন্তরঙ্গ কথা জানাতে পেরেছে। বিদায়ের সময় নাইটের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, রাজকুমারী সংজ্ঞা হারায়, সুন্দরী সহচরী ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে রাজকুমারীর চোখে মুখে দিয়ে তার মূর্ছা ভাঙায়, ভোর হয়ে আসে কিন্তু রাজকুমারীর আত্মসম্মানবোধ ধাক্কা খাবে যদি কেউ সেই সময় তাকে দেখে ফেলে, তাই সে চাইছে না যে এত তাড়াতাড়ি আলোয় ভরে যাক পৃথিবী। যাই হোক শেষে রাজকুমারী তার পেলব সুন্দর হাত বাড়িয়ে দেয় আর নাইট চোখের পানি ফেলতে ফেলতে হাজারবার চুম্বন করে। ওরা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ঠিক করে নেয়, রাজকুমারী আরো কিছুক্ষণ নাইটকে থাকতে বলে, নাইট তার সংবাদ নেবার সহস্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার তার হাতে চুম্বন করে এবং সজল চোখে বিদায় জানায়, এই বিচ্ছেদ যেন মৃত্যুর মতো অসহনীয় মনে হয়। ওখান থেকে নাইট নিজের ঘরে ফিরে যায় কিন্তু বিদায়ের যন্ত্রণায় তার আর ঘুম আসে না, খুব ভোরে সে উঠে পড়ে, রাজা, রানি এবং রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিতে যায়, কিন্তু জানতে পারে রাজকুমারী অসুস্থ; নাইট ভাবে বিদায় দেবার জন্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিন্তু কেমন করে তার মনের কথা জানাবে তা ভেবে পায় না। তার হৃদয়ের যন্ত্রণা বুঝতে পারে সহচরী, সে রাজকুমারীকে একথা জানাবার পর কান্নায় ভেসে যায় সে, কাঁদতে কাঁদতে সহচরীকে বলে তার প্রিয়তম নাইটের শরীরে রাজরক্তের কৌলিন্য আছে কিনা এই চিন্তায় সে বিব্রত বোধ করছে, সহচরী বলে এমন যার বীরোচিত চেহারা, এত বিদ্যায় যে পারদর্শী তার জন্ম নিশ্চয়ই কোনো রাজবংশে, এতে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। এই কথা শুনে সে আশ্বস্ত বোধ করে, রাজা বা রানি যাতে তার পরিবর্তনটা বুঝতে না পারে তাই সে সমস্ত দুঃখ ভুলে আগের মতোই সর্বসমক্ষে বেরোয়। এদিকে নাইট রাজার শত্রুকে ছত্রখান করে দেয়, কত নগর সে জয় করে আমি জানি না, কতগুলো যুদ্ধে সে জেতে তাও আমি বলতে পারব না তারপর একদিন বিজয়ীর সম্মান নিয়ে ফিরে আসে রাজপ্রাসাদে। প্রেয়সীর সঙ্গে আবার দেখা হয় তার।

ওরা গোপনে কথাবার্তা বলে এবং উভয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়, নাইট রাজাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, এত বীরত্ব আর সাহসিকতার পুরস্কার অবশ্যই আশা করে নাইট কিন্তু রাজা তার জন্মকাহিনি জানে না বলে সম্মতি দেবে না; কিন্তু বিয়ে আটকায় না, রাজকুমারীকে অপহরণ করে বা অন্য কোনো উপায়ে সৌভাগ্যবলে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, অল্পদিনের মধ্যে রাজা ওদের মেনে নেয় খুবই খুশি হয়ে। কারণ নাইট নাকি এক শক্তিশালী রাজার ছেলে, কোনো দেশের রাজা আমি বলতে পারব না, মানচিত্রে বোধহয় সে রাজ্যের অস্তিত্ব নেই। কিছুদিন পরে রাজকুমারীর বাবার মৃত্যু হলে সেই হয় উত্তরাধিকারী এবং আমাদের নাইট রাজা হয়ে সিংহাসন অলংকৃত করে। এবার সুখী রাজা তার সহচর এবং অন্যান্য যারা তাকে সাহায্য করেছে তাদের পুরস্কৃত করার কথা ভাবে।

রাজকুমারীর প্রিয় সহচরী তাদের প্রেমালাপ এবং নিভৃত আলাপচারিতায় মধ্যস্থতা করেছিল, এই সুন্দরী এক উচ্চপদস্থ ডিউকের কন্যা, এর সঙ্গে সে বিয়ে দেবে তার সহচরের।

সানচো বলে–আমি এইটাই চাই, আর কিছু নয়, আপনি বিষণ্ন বদন নাইট, আপনি চাইলেই এটা ঘটতে পারে।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচো এ নিয়ে তুই একদম ভাবিস না, ওটা হবেই। ভ্রাম্যমাণ–নাইটরা এইভাবে রাজা বা সম্রাট হতে পারে, তাদের এই কাজগুলো করতেই হবে। এখন আমাদের প্রধান কাজ এমন একজন রাজা খুঁজে বের করা যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং যার সুন্দরী মেয়ে আছে; সে রাজা খ্রিস্টান হোক বা প্যাগান হোক আমাদের আপত্তি নেই। এই ব্যাপারটা দেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সুনাম অর্জন করতে হবে যাতে কোনো রাজদরবারে আমরা যোগ্য সমাদর পাই। এখন অন্য একটা সমস্যা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে; ধর আমরা যুদ্ধরত রাজা পেয়ে গেলাম, তার বিবাহযোগ্য কন্যাও আছে; আমিও অবিশ্বাস্য অভিযান করে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছি, কিন্তু আমার রক্তে রাজবংশের চিহ্ন না থাকায় কী করে প্রমাণ করব সেটাই সমস্যা; কোনো সম্রাটের দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে তুতো ভাইয়ের সম্পর্ক থাকলেও হবে। রাজবংশের সঙ্গে একটা যোগ না থাকলে আমার সঙ্গে কোনো রাজা তার মেয়ের বিয়ে দেবে না, এক্ষেত্রে আমার কীর্তি বা সাফল্য ওরা বিবেচনা করবে না। আমি ভদ্র সন্তান, ঐতিহ্যশালী এবং প্রাচীন পরিবারে জন্ম আমার, আমার সম্পত্তির আয় বেশ ভালো; আমি জানি, যে ঐতিহাসিক আমার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরবেন সেখানে আমার বংশ পরিচয়ে কোনো রাজার পঞ্চম বা ষষ্ঠ পৌত্র অথবা অন্তত আমি রাজবংশের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া হবে; জানিস সানচো, পৃথিবীতে দু'রকম কৌলিন্য থাকে; একদিকে বিখ্যাত রাজবংশের সন্তান যারা ধীরে ধীরে দেউলিয়া হয়ে সব সম্মান খুইয়েছে যেন উল্টো পিরামিড; আর এক ধরন আছে যারা শূন্য থেকে শুরু করে নিজেদের ক্ষমতাবলে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে একেবারে সর্বোচ্চ স্থানটি অধিকার করেছে অর্থাৎ যাদের সব ছিল এখন কিছু নেই আর যাদের কিছুই ছিল না এখন সব আছে এবং কে জানে হয়তো

আমার বংশকৌলিন্যে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা আমার শ্বশুর হতে রাজি হলো। অন্যথা হলে রাজকুমারীকে আমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে হবে আর তার বাবার অমতে আমাকে বিয়ে করবে, আমি সামান্য ভিস্তিওয়ালার সন্তান হলেও কিছু যায়-আসে না; তারপরেও বাবার অনিচ্ছায় যদি সেই মেয়ে পরে বেঁকে বসে তখন জোর করে তাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় অথবা মৃত্যু সব অঘটনের সমাপ্তি রচনা করে।

সানচো বলল–আঃ, মন্দ লোকে মন্দ বলে, আপনার এই কথাটার সঙ্গে ওদের কথার খুব মিল আছে, ওরা বলে 'জোর যার মুল্লুক তার' আরো ভালোভাবে বলা যায় 'সৎ লোকের আবেদন নিবেদনের চেয়ে যা ইচ্ছে তাই করা ভালো।' রাজা অর্থাৎ আপনার শ্বশুর রাজি না হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না, ওকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাব। রাজার সঙ্গে আপনার শান্তিপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকবে, আপনি রাজার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন আর আপনার সহচর কলা চুষবে, তার চেয়ে বরং রাজকুমারীর সঙ্গে যখন তার সহচরী বেরিয়ে আসবে সহচরীকে নিয়ে পালিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, সুসময় এলে নাইট আমাদের চারহাত জুড়ে দেবেন।

ডন কুইকজোট বলেন–সেটা ঠিক।

সানচো বলে–তাহলে খোদার নাম করে সুযোগটা কাজে লাগলে মন্দ কী?

ডন কুইকজোট বলেন–খোদার ইচ্ছেয় তাই যেন হয়; যোগ্য লোক পুরস্কার পায়। অযোগ্য হাত কামড়ায়।

সানচো বলে–জয় খোদা, আমি সৎ খ্রিস্টান, আপনার কথামতো আমি কাউন্ট হতেই পারি।

ডন কুইকজোট বলেন–তোর তার চেয়ে বেশি গুণ আছে; রাজবংশের ছাপ নেই বলে তোর কোনো অসুবিধে হবে না। আমি রাজা হলে তোকে কাউন্ট করে নেব। পয়সা দিয়ে তোকে কিচ্ছু কিনতেও হবে না আর আমি এর বদলে তোর সেবা চাইব না।

সানচো জিজ্ঞেস করে–আমি আদেশে দিতে পারব না?

ডন কুইকজোট বলেন–অবশ্যই পারবি।

সানচো বলে–আমি ভাবছি বিদেশি কাউন্টদের মতো ঝকমকে রত্নখচিত গাউন পরলে আমাকে কেমন দেখাবে কে জানে, লোকে মানলে ভালো নইলে ওর দাম থাকবে না। আমি একবার একটা দলের হয়ে কাজ করছিলাম তাদের আলখাল্লা পরলেই সবাই আমায় বলত চৌকিদার।

ডন কুইকজোট বললেন–কাউন্টের পোশাকে তোকে ভালো দেখাবে। তবে তোর ওই জংলা দাড়ি একদিন অন্তর কামাতে হবে, নইলে লোকেরা তোকে প্রথমে দেখলে ভিমরি খাবে।

সানচো বলল–এটা আর এমন কী? আমি মাইনে–করা নাপিত রেখে দেব। যখন আমি বাইরে যাব সেও আমার সঙ্গে যাবে। হোমরা-চোমরা মানুষদের সঙ্গে যেমন ঘোড়ার সহিস থাকে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–তুই কী করে জানলি যে হোমরা–চোমরা লোকেদের পেছন পেছন সহিস ঘোড়া নিয়ে যায়?

সানচো বলল–তাহলে বলি শুনুন, বছর কয়েক আগে আমি রাজার বড় বড় সভাসদদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি একজন বড় পদস্থ মানুষের ল্যাজের মতো একটা ঘোড়ার পিঠে একজন বসে আছে। সেই মানুষ থামলে এও থেমে যাচ্ছে, চললে এ চলছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ওটা কেন অমন পেছন পেছন ঘুরছে। সে বলল ও হচ্ছে সহিস, হোমরা চোমড়াদের সঙ্গে ওরকম রাখতে হয়। এমনভাবে লক্ষ করেছিলাম ওকে যে এখনও মনে আছে।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক বলেছিস। তুই ওইরকম একটা নাপিত সঙ্গে রাখতে পারিস। রীতি বা প্রথা তো হঠাৎ চালু হয় না। কেউ কোনো রীতি প্রচলন করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন ঘটে, উন্নতিও হয়। তুই প্রথম কাউন্ট যার সঙ্গে নাপিত থাকবে আর সহিসের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে নাপিতকে।

সানচো বলল–নাপিতের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি চেষ্টা করুন যাতে রাজা হতে পারেন আর আমি যেন হই কানউট।

ডন কুইকজোট বললেন–ওটা হবে।

এই কথা বলে চারদিকে চাইলেন, যা বলতে চান সেটা থাকবে পরের অধ্যায়।

AMARBOI.COM

২২

লা মানচার আরবীয় লেখক সিদ্ হামেত্ বেনোগেলি প্রামাণ্য, বিস্তারিত বিবরণে পূর্ণ, সুপাঠ্য সরল ইতিহাসে লিখেছেন যে বিখ্যাত নাইট ডন কুইকজোট এবং তাঁর শাগরেদ বেশ যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় মেতেছিল এখানে আমরা পাই। নাইটের চোখে পড়ল বারোজন লোক সারিবদ্ধভাবে হেঁটে আসছে, বড় শেকলে একের সঙ্গে আরেকজন বাঁধা আর প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া লাগানো। ওদের নিয়ে যাচ্ছে ছজন সশস্ত্র অশ্বারোহী, এরা অফিসার আর দুজন প্রহরীর হাতে বর্শা ও বল্লম। ওদের দেখেই সানচো চেঁচিয়ে ওঠে–হুজুর, দেখুন এদের জোর করে রাজার জাহাজে দাঁড় টানার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে; এরা ক্রীতদাস।

ডন কুইকজোট অবাক হয়ে বলেন–মানুষের ওপর জোর করা? রাজা কারো ওপর জোর খাটাতে পারেন?

সানচো বলল–আমি রাজার ব্যাপারে কিছু বলিনি। আমি শুধু বলেছি এরা দাগি অপরাধী, রাজার জাহাজে দাঁড় টানবার কাজে এদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ডন কুইকজোট বলেন–যাই হোক এরা নিজের ইচ্ছেয় না, জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সানচো বলল–ঠিক তাই। জোর–

ডন কুইকজোট বলেন–তাই যদি হয় তাহলে ওরা আমার আওতায় এসে গেল। আমার কাজ অত্যাচার বন্ধ করে দুঃখী মানুষকে রক্ষা করা।

সানচো বলে–মনে রাখবেন এরা অপরাধী বলে শাস্তি পেয়েছে। রাজা কিংবা বিচারক এদের ওপর জুলুম করেনি। ওরা কাছাকাছি আসতেই ডন কুইকজোট প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল এই মানুষগুলোকে শেকলে বেঁধে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর কেনইবা এমন করে বাঁধা।

একজন অশ্বারোহী বলল–এরা আসামি, এদের শাস্তি হলো রাজার জাহাজে দাঁড় টানা। এর চেয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, জিজ্ঞেস করবেন না।

ডন কুইকজোট বললেন–আমি বেশি কিছু জিজ্ঞেস করব না, শুধু এইটুকু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তাদের এমন শাস্তির কারণ কী? তার কৌতূহল ছিল আরো কিছু বিষয় জানার, দ্বিতীয় অশ্বারোহী সেটা বুঝতে পেরে বলল–

–আমাদের সব কাগজপত্র আছে কিন্তু এখানে ওসব দেখানো সম্ভব নয়, আপনার ইচ্ছে হলে ওদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। ওরা নিজেরাই বলবে কী করেছিল, এ ব্যাপারে এরা খুব সৎ, অপরাধের কথা কবুল করতে ভয় পায় না।

এই অনুমতি না পেলেও ডন কুইকজোট যা চাইছিলেন তাই করতেন। যাই হোক প্রথম অপরাধীর কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন অপরাধ তার এমন শাস্তি? সেই শেকল বাঁধা বন্দি বলল যে, প্রেম করার অপরাধে তার এমন দশা।

ডন কুইকজোট উত্তেজিত হয়ে বলেন–শুধু প্রেমে পড়ার জন্যে শাস্তি? এমন শাস্তি সবার ওপর পড়লে আমাকেও তো দাঁড়-টানা ক্রীতদাস হতে হতো।

সে লোকটি বলল–আপনি যে প্রেমের কথা ভাবছেন তা নয়। এক বাক্স ভরতি নতুন কাপড়ের সঙ্গে আমি প্রেম করেছিলাম, ধরা পড়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলাম না, বিচারকের শাস্তি, এ ভোগান্তি কপালে ছিল, আর কী বলব। হাতেনাতে ধরা পড়লে পাখি পালাবে কোথায়? তিন বছরের জন্যে কলুর বলদ।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–কলুর বলদ মানে কী?

সে বলল–জাহাজের দাঁড় টানার কথা বলছি।

ছেলেটির বয়স বছর চব্বিশ হবে, বলল ওর জন্ম পিয়েদ্রাইতায়। দ্বিতীয় বন্দিকে ডন কুইকজোট একই প্রশ্ন করলেন কিন্তু বিষাদগ্রস্ত দুঃখী লোকটি কোনো উত্তর দিল না, তার হয়ে বলল আগের ছেলেটি–সেন্যোর, এ হচ্ছে ক্যানারি পাখি, আমাদের দলে এলো কেন জানেন? বড্ড গান গাইছিল।

ডন কুইকজোট বলেন–আশ্চর্য! গান গাওয়ার জন্যে কেউ এমন শাস্তি পায়?

সেই প্রথম বন্দি বলল–পায় যদি সে গান হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা বলে। এর চেয়ে খারাপ কিছু হয় না।

ডন কুইকজোট বলেন–আমি শুনেছি লোকে বলে–মনে কষ্ট হলে গান গাও জোরে, দুঃখ যাবে ঝরে।

সেই ক্রীতদাস বলে–এখানে সব উল্টো। একবার গান গাও আর সারাজীবন কাঁদো।

ডন কুইকজোট বলেন–আমার মাথায় ঢুকছে না এর অর্থ কী?

তখন এক প্রহরী বলে–হুজুর নাইট, মনোবেদনার গান মানে দোষ স্বীকার করা এই লোকটা পশুচোর, কিন্তু এর স্বভাবচরিত্র একটু অন্য ধরনের, ওকে অন্যান্য বন্দিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাট্টা করে, গাল দেয় আর ও বিষণ্ন হয়ে যায়। ও বিচারকের কাছে অপরাধের কথা অস্বীকার করতে চায় না। ওর সহযাত্রীরা বলে 'হ্যাঁ' যেমন, তেমনি না,' একটা অক্ষর, বহু ব্যবহৃত 'না' কথাটা ও বলতে পারল না। ফলে এমন শাস্তি। একদিক দিয়ে দেখলে অন্য বন্দিরা তো ঠিক কথাই বলেছে।

ডন কুইকজোট বলেন–এখন ব্যাপারটা বোঝা গেল।

তৃতীয় বন্দিকে জিজ্ঞেস করতেই সে খুব খুশি হয়ে বলল–আমাকে পাঁচ বছর খাটতে হবে কারণ দশ দুকাদোস আমার ছিল না।

ডন কুইকজোট বলেন–তোমাকে এমন শাস্তি থেকে রেহাই দেবার জন্যে আমি স্বেচ্ছায় কুড়ি দুকাদোস্ দেব।

সেই ক্রীতদাস বলে–এ কেমন হলো জানেন? মাঝ সমুদ্রে নাবিকের টাকা আছে কিন্তু অনাহারে মরছে। খাবার কিনবে কোত্থেকে? আমার শাস্তি ঘোষণার আগে এই টাকা পেলে বিচারালয়ের অনেকের কলম বন্ধ করে দিতে পারতাম। ঘুষে কিনা হয়। এমনভাবে হাতকড়া পরে আমাকে দাঁড় টানার দলে ভিড়তে হতো না, আমি থাকতাম তোলেদোর সোকোদোভের–এর প্লাজায়। দেখছি খোদা করুণাময়, ধৈর্য ধরা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?

চতুর্থ বন্দিকে ডন কুইকজোট তার এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এই মানুষটির মুখে একটা সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে দাড়ি। প্রশ্নটা শুনেই কাঁদতে লাগল, কোনো উত্তর দিতে পারল না।

পঞ্চম বন্দি উত্তর দিল–এই সম্মানীয় ব্যক্তির চার বছরের সাজা হয়েছে। কারণ সুবেশ এবং ফিটফাট মানুষটি নিষিদ্ধ পাড়ায় ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করেছিল।

সানচো পানসা বলে–তার মানে, আমার মনে হয়, মানুষের চোখে একটা অপকর্ম।

ক্রীতদাস বলল–ঠিক বলেছেন, উনি বেশ্যাদের দালালি করতেন, তাছাড়া ভূত-প্রেত ছাড়াবার কাজেও ওর জ্ঞান আছে, মানে ওঝাগিরি আর কী?

ডন কুইকজোট বলেন–ওই ওঝাগিরি ছাড়া ও যা করত, বেশ্যাদের দালালি করার জন্যে একে দাঁড় টানার শাস্তি দেওয়া তো ঠিক হয়নি। যারা নর-নারীর মিলনের ব্যবস্থা করে অর্থাৎ পতিতা এবং ইচ্ছুক পুরুষের মধ্যে যোগসূত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশ ও সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে ওই পতিতারা। এদের দালালদের বিচার করবে সদ্বংশজাত শিক্ষিত এবং পরিণত মনস্ক সচ্চরিত্র মানুষ। কোনো সাধারণ অপরাধীর সঙ্গে একসঙ্গে এদের বিচার করা ঠিক নয়। এছাড়া অন্যান্য বিভাগের মতো এই পেশায় নিযুক্ত মানুষদের একটা নথিবদ্ধ হিসেব রাখা উচিত। কারণ শৃঙ্খলার অভাবে অনেক দুস্থ নারী, গ্রামের সরল মেয়ে কিংবা রাস্তার সাধারণ লোক যুক্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষ প্রতারিত হয় এবং অজ্ঞ মানুষরা নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়ে। আজ সময় নেই বলে আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলাম না। পরে সময় সুযোগ হলে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বলব। এখন এইটুকু বলব যে এই পক্বকেশ বয়স্ক মানুষটির এমন শাস্তি দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে যদিও তার ওঝাগিরির কাজ আমি পছন্দ করি না। অনেক বিশ্বাসী লোকজন তুকতাকের খপ্পরে পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় তুকতাক, ঝাড়ফুঁক কোনো মানুষের মন বদলাতে পারে না। কিছু দুষ্ট প্রকৃতির মহিলা এবং পুরুষ ওষুধের

নাম করে বিষাক্ত জিনিস খাইয়ে মানুষকে পাগল করে দেয়; আর বশীকরণ নামক জিনিসটি ফালতু, কিছু মানুষ বলে এই বিদ্যা দিয়ে কোনো মানুষকে আরেকজনকে ভালোবাসানো যায়, এটা আমার অসম্ভব মনে হয়। কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত তাকে বশ মানানো যায় না।

সেই সৎ বৃদ্ধ বলল–হুজুর, আমি তুকতাক, ঝাড়ফুঁক করিনি কিন্তু বেশ্যাদের দালালি করেছি, অস্বীকার করব না। ওটা অন্যায় আমি ভাবিনি, আমি চাইতাম সব মানুষ শান্তিতে বাস করুক, তাদের অতৃপ্তি দূর হোক। কিন্তু আমার ভালো কাজের ফলে আমাকে এই বয়সে যেতে হবে দাঁড় টানার দলে যেখান থেকে আর কোনোদিনই ছাড়া পাব না। একে বয়স হয়েছে তার ওপর আমার প্রস্রাবের রোগ আছে। প্রচণ্ড ব্যথায় আমি ছটফট করি। এই বলে সে আবার কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর অবস্থা দেখে মায়া হয় সানচোর, সে পকেট থেকে কিছু পয়সা ওকে দিল।

তারপর ডন কুইকজোট পঞ্চম বন্দির কাছে গেলেন। এর তেমন হেলদোল নেই। সে বলে–আমার দুই তুতো বোন ছাড়া আরো দুই বোনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। অনৈতিক কাজের জন্যে রাজার আদেশ সাজা ভোগ করতে যাচ্ছি। আমি বুড়ো হইনি, ছাড়া পেলে আবার জীবন শুরু করব। আমার বন্ধুবান্ধব বা টাকা–পয়সা নেই, কাজে কাজেই সাজা মাথা পেতে নিতেই হবে। আপনি সুভদ্র এক নাইট, যদি পাপীদের কিছু দান করেন খোদা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। আপনার সুন্দর জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

যেন একজন মেধাবী ছাত্র কথা বলছিল। একজন প্রহরী বলল যে এই যুবক খুব সুন্দর কথা বলতে পারে এবং লাতিনে তার বিশেষ দক্ষতা আছে।

এদের পর একজন সুপুরুষ, বুদ্ধিমান এবং ছিমছাম স্বভাবের বন্দিকে দেখা গেল, তিরিশের কোঠায় তার বয়েস, একটাই দোষ–চোখ পিটপিট করে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ লোহার শেকলে বাঁধা, গলার শেকলটা অন্য বন্দিদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছে, আরেকটা কব্জির থেকে দেহের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত, সে মুখের কাছে হাত তুলতে পারে না, মুখও হাত পর্যন্ত নামাতে পারে না। অন্য বন্দিদের তুলনায় ওর এত বেশি বাঁধন দেখে ডন কুইকজোট কারণটা জানতে চান। একজন প্রহরী বলল–ও একা যা অপরাধ করেছে তা এদের সকলের মিলিত অপরাধের চেয়ে বেশি। এমন খতরনাক আসামি খুব কম দেখা যায়। এত বাঁধন দিয়েও বিশ্বাস নেই, যখন তখন সব খুলে পালাতে পারে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–ঠিক কী ধরনের অপরাধ ও করে?

প্রহরী বলে–দশ বছরের সাজা পেয়েছে ও, মৃত্যুদণ্ডের মতোই প্রায়। তবে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না–ওর নাম হিনেস দে পাসামোনতে, আরেকটা নাম হচ্ছে হিনেসিইয়ো দে পারাপিইয়া, খুব কুখ্যাত লোক, বিখ্যাতও বলা যায়।

বন্দি প্রহরীকে বলে–আপনারা আমার নাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমার নাম হিনেস্, হিনেসিইয়ো নয়, আমার পদবি পাসামোনতে, পারাপিইয়া বলে কিছু নেই। লোকে যেমন ইচ্ছে বলে যাচ্ছে, একটু ভেবে কথা বললে ভালো হয়।

AMARBOI.COM

অফিসার বলে–একটু কম কথা বল, চোরের সর্দার, না হলে কেমন করে ঠাণ্ডা করতে হয় দেখাব।

বন্দি বলে–সবই দেখছেন খোদা, একদিন মানুষ জানবে আমার নাম হিনেস দে পারাপিইয়ো নাকি অন্য কিছু।

অফিসার বলে–এ্যাই টেঁটিয়া, তোকে লোকে ওই নামে ডাকে না?

হিনেস বলে–হ্যাঁ ডাকে; তবে আমার ঠিক নাম বলতে না পারলে ওদের যে হাল করব সেটা এখন বলা যাবে না। তারপর ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করে–কিন্তু সেন্যোর, আপনি যদি কিছু দিতে চান দিয়ে চলে যান, এত সব জিজ্ঞাসাবাদ আর ভালো লাগছে না, আমার নাম হিনেস্ দে পাসামোনতে, আমি নিজের হাতে আত্মজীবনী লিখছি।

অফিসার বলল–ঠিক বলেছে। ওর জীবনের ইতিহাস লিখেছে। দুশো রেয়ালের জামিনে ওটা জেলখানায় রাখা আছে।

হিনেস বলে–ওটা ছাড়িয়ে নেব ভাবছি যদিও ওর দাম হবে দুশো দুকাদোকস।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–এত সুন্দর লেখা?

হিনেস বলে–লাসারিইয়ো দে তোরমেস্ কিংবা ওই জাতের সমস্ত লেখাকে ছাপিয়ে যায় এটা কারণ এর প্রতিটি কথা সত্যি। বানানো গল্প এর কাছে খেলো লাগবে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন–বইটার শিরোনাম কী?

সে বলল–'হিনেস দে পাসামোনতের জীবন।'

সে বলল–আমার জীবন শেষ না হলে বই শেষ হবে কীভাবে? আমার জন্ম থেকে এই সাজা পাওয়ার ঘটনা পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–আগেও কি আপনার এমন সাজা হয়েছে?

হিনেস বলে–খোদা আর রাজার সেবায় আগে চার বছর বন্দি থাকতে হয়েছিল ওখানে; আমি কেমন করে চাবুক খেতে হয় জানি। ওখানে যেতে আমার খারাপ লাগে না। কারণ ওখানে অনেক সময় পাব, বইটা শেষ করতে পারব। স্পেনের দাঁড় টানার বন্দি–জীবনে অনেক সময় পাওয়া যায় ঠিক তবে কী লিখব এখনো জানি না। কারণ আমার মন যা বলবে তাই লিখব।

ডন কুইকজোট বললেন–আপনি ভাই বেশ রসিক লোক।

–হতভাগ্যও বলতে পারেন–সে বলল–গুণী লোকদের ওই ভাগ্য জিনিসটা একদম সাহায্য করে না।

অফিসার বলল–তার মানে তোমার মতো শয়তানের কথা বলছ তো!

হিনেস বলল–অফিসার, আমি আগেও আপনাকে বলেছি মুখের ভাষাটা শোধরান, খিস্তি-খেউড় করার জন্যে এখানে আপনাকে আনা হয়নি, নিজের কাজটা ঠিকমতো করুন, রাজার আদেশে আমাদের এখানে আনা হয়েছে, আপনি ফোঁপর দালালি করছেন কেন? আমার জীবন–যাকগে, এমন একদিন আসবে বদমায়েশদের সব কাজ সবার জানা হয়ে যাবে। তখন সবাই ভালো কথা বলবে, ভালোভাবে বাঁচবে আর আমরাও ভালো পথে চলব।

ক্রীতদাসের হুমকি শুনে অফিসার ওকে মারবার জন্যে তেড়ে যায় কিন্তু ডন কুইকজোট ওকে নিরস্ত করে। বলেন যে ওর তো শরীরের সর্বাংশ শেকল দিয়ে বাঁধা,

কথা বলার স্বাধীনতা তো দেওয়া উচিত। তারপর শেকল–বাঁধা বন্দিদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনাদের মুখে যতটা শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে আপনাদের অপরাধের শাস্তি আপনারা ভোগ করছেন, তার ওপর আপনাদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে তা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। এমন পীড়ন আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করছে; এই শাস্তির কারণ কারো হাতে পয়সা ছিল না, কারোবা বন্ধু–বান্ধব ছিল না। আর সবার ওপর বিচারকদের লোভ আর বিকৃতির জন্যে এমন শাস্তি আপনাদের ভোগ করতে হচ্ছে এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি চাইলেও সঙ্গতি না থাকায় আপনারা মুক্তি পাননি। খোদার ইচ্ছায় আমার মতো এক ভ্রাম্যমাণ–নাইটের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আমার পেশা অত্যাচার অবিচার দূর করে দুর্বলকে রক্ষা করা। কিন্তু সোজা কথায় যদি কাজ হয় তাহলে কেউ বল প্রয়োগ করতে চায় না, তাই আমি আপনাদের প্রহরী আর অফিসারদের ভালো কথা বলছি আপনাদের ছেড়ে দিতে। কারণ যে মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে তাকে এভাবে বাঁধার অধিকার কারো নেই। প্রহরীগণ, আপনাদের বলছি এরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করেনি। ওরা যদি পাপ করে থাকে খোদা শাস্তি দেবেন, কোনো মানুষের সে অধিকার নেই। খোদা পাপীকে শাস্তি দেন সাধুকে পুরস্কৃত করেন। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এদের ছেড়ে দিলে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু তা যদি না করেন তাহলে আমার বল্লম এবং তলোয়ার তাদের কাজ করবে, আমাকে বাহুবল প্রয়োগ করতে হবে।

অফিসার বলল–বাঃ, বাঃ, মাজাকির জায়গা পাওনি! রাজার কয়েদিদের ছেড়ে দেব তোমার কথায়? আমরা রাজার আদেশ অমান্য করব? নাইট সেজে এসে যা ইচ্ছে করে যাবে, না? যাও, ভাগো, মাথায় পেতলের সরা লাগিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। এখানে তোমার নাক গলাবার কিছু নেই বুঝেছ, বেড়াল নিয়ে খেলতে গেলে আঁচড় খেতে হয় জানো?

ডন কুইকজোট বললেন–তুমি একটা হুলো বেড়াল, ধেড়ে ইঁদুর আর এক নম্বরের কাপুরুষ। এই কথা শেষ হতে না হতেই ডন কুইকজোট বল্লম দিয়ে অফিসারকে এমনভাবে মারেন যে কিছু বোঝার আগেই সে ধরাশায়ী হলো, অন্যান্য প্রহরীরা ছোট বন্দুক নিয়ে ডন কুইকজোটকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। এমন সময় বন্দিরা চেন খুলতে খুলতে ওদের তাড়া করল, নইলে ডন কুইকজোটের বিপদ হতে পারত। প্রহরীরা ভাবল পাগল লোকটার পেছনে সময় দিলে কয়েদিরা সব পালিয়ে যাবে। এদিকে ডন কুইকজোট ওদের এমনভাবে বাধা দিতে লাগলেন যে আসামিরা ওদের পরাস্ত করে চেন পুরো খুলে ফেলল। গোলমালটা এমন উচ্চগ্রামে পৌঁছল যে প্রহরীরা কিছুই করতে পারল না। ইতিমধ্যে সানচো হিনেস দে পাসামোনতের শেকল খুলে দিয়েছে, সে অফিসারের বন্দুক এবং তলোয়ার নিয়ে একবার এদিকে আবার অন্যদিকে তেড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য আসামিরা সবাই প্রহরীদের ওপর পাথর ছুঁড়তে লাগল। এত আক্রমণের মুখে পড়ে ওরা আর টিকতে পারল না। ডন কুইকজোট সানচো পানসা এবং অপরাধীরা এখন ওই যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ী বীর। সানচোর মনে হলো প্রহরীরা 'সানতা এরমানদাদ' (পবিত্র ভ্রাতৃত্ব) নামক সংস্থার সাহায্যে ফিরে এসে আবার

আক্রমণ চালাতে পারে। তাই সে মনিবকে ওখান থেকে সরে কোনো পাহাড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। সানচোকে ডন কুইকজোট বললেন–তোর মনোভাব বুঝতে পেরেছি, কী করতে হবে আমি জানি।

তারপর সব বন্দিদের ডেকে ডন কুইকজোট বললেন–উদার-হৃদয় মানুষ কোনোভাবে উপকৃত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কৃতজ্ঞতার চেয়ে হীন অপরাধ হয় না। আপনাদের জন্যে আমি যা করেছি তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে একটা উপকার আশা করতে পারি। আপনার শরীরের শেকল কাঁধে নিয়ে চলে যান তোবোসোয়, সেখানে সুন্দরী দুলসিনেয়াকে এই লড়াইয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বলবেন যে বিষণ্ন বদন নাইট আপনার নামেই প্রবল বিক্রম দেখাতে পেরেছে এবং বলবেন যে সেই সুন্দরীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কতটা। এই কথা শুনে দলপতি চোরেদের সর্দার হিনেস দে পাসামোনতে বলল যে তাদের ত্রাণকর্তা যা বলছেন তা বাস্তব নয়। আমরা দুলসিনেয়ার নামে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি, আপনার মঙ্গলের জন্যে খোদার নাম জপতে পারি, কিন্তু আমাদের একসঙ্গে কোথাও যাওয়া–চলবে না। আমরা যে যেখানে পারব লুকিয়ে পড়ব। সেন্যোরা দুলসিনেয়ার জন্যে রাতদিন আমরা প্রার্থনা করতে পারব কিন্তু তোবোসোয় আমরা যেতে পারব না। মিসরের বিলাসবহুল জীবনে ফিরে যাওয়ার কল্পনা যেমন অবাস্তব তেমনি তোবোসোয় যাওয়া, রাজার প্রহরীরা শেকল নিয়ে আমাদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে, ওদের নাগালের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। এই সময় দল বেঁধে কোথাও যাওয়া এক অবাস্তব চিন্তা। এখন সকাল দশটা, একে কি রাত দশটা ভাবা যায়, মলম গাছে কি ন্যাসপাতি ফলে?

ডন কুইকজোট রেগে যান, বলেন–জারজ, ডন হিনেসিইয়ো দে পারাপিইয়া কিংবা যে নামই হোক তোমার, আমার তলোয়ার ছুঁয়ে আদেশ করছি, তুমি একা ল্যাজ গুটানো কুকুরের মতো ওই শেকল কাঁধে করে তোবোসোয় যাবে।

রাগী স্বভাবের হিনেস তাদের শেকল খুলে দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই বুঝেছিল ডন কুইকজোটের মাথায় ছিট আছে, এবার ওর গালাগাল শুনে রক্ত মাথায় চড়েছে; ও সঙ্গীদের চোখ টিপে ইশারা করল, এই রকম ইশারা ওরা খুব ভালো বোঝে। তারা পাথর ছুঁড়ে ডন কুইকজোটকে কাবু করে ফেলল, পালাবার কোনো উপায় নেই। কারণ রোসিনান্তে যেন অশ্ব নয়, সে অশ্বের মূর্তি। সানচো তার গাধার পিঠে বসে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু বৃষ্টিধারার মতো পাথরের ঘায়ে তার মনিব মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যেতেই ছাত্রটি তার বুকের ওপর উঠে সরাটা খুলে নিয়ে ডন কুইকজোটকে দু'চার ঘা দিয়ে পাথরের ঠুকে ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। মুক্ত বন্দির দল তার কোট খুলে নিল কিন্তু পায়ের লম্বা মোজা খোলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু এমনভাবে আটকানো ছিল যে পারল না। তারপর সানচোর ওভারকোট খুলে নিল, ওর গায়ে রইল শুধু পেলোতা (আগেকালে ব্যবহৃত একরকম হাল্কা জামা), তারপর এদের কাছে যুদ্ধ জয়ের যে সব জিনিস ছিল সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পালাল। ওদের একমাত্র চিন্তা কী করে শেকল এড়ানো যায়, ওরা ভয় পায় এরমানদাদকে (ভ্রাতৃত্ব), সুতরাং ওদের পালাতে হবে এমন জায়গায় যেখানে ওদের ছুঁতে না পারে, শেকল কাঁধে দুলসিনেয়ার কাছে যাওয়ার চিন্তা ক্রমশই মিলিয়ে যায়।

গাধা, রোসিনান্তে, সানচো ও ডন কুইকজোট ছাড়া মাঠে আর কেউ নেই, ওদের অবস্থা বড় করুণ–গাধার মাথা নুইয়ে পড়েছে, বিমর্ষ বদনে মাঝে মাঝে কানগুলো নড়াচ্ছে যেন পাথরের ধারার শব্দ শুনতে পাচ্ছে; রোসিনান্তের অবস্থা তার মালিকের মতোই বিপন্ন; সানচো সেই পাতলা জামা গায়ে সানতা এরমানদাদের (পবিত্র ভ্রাতৃত্ব) ভয়ে কাঁপছে, ডন কুইকজোটের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে, মুখে চোখে বড় বিষণ্নতা, যাদের মঙ্গল করল তাদের কাছে এত বড় আঘাত, যেন ভাবতেও পারা যায় না।

২৩

এমন কুৎসিত ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় ডন কুইকজোট সানচোকে বলেন–লোকে বলে দুষ্ট লোককে সাহায্য করা আর সাগরে জল ঢালা একই ব্যাপার। তোর কথা শুনলে এমন অবস্থা হতো না, যাক, যা ঘটে গেছে তার কথা ভেবে লাভ নেই, এমন ঘটনার শিক্ষা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সানচো বলল–আপনি স্বীকার করছেন যে আমার কথা শুনলে আপনার এত বড় বিপদ হতো না, তাহলে বলি এবার যদি আপনি আমার কথা শোনেন আরো বড় বিপদের ঝুঁকি এড়াতে পারবেন, 'সানতা এরমানদাদ'কে (পবিত্র ভ্রাতৃত্ব) একদম বিশ্বাস করবেন না, ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের প্রতি এদের একদম শ্রদ্ধা নেই, আমি কান পাতলেই ওদের তীর ছোঁড়ার সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচো, ভীরুতাই তোর স্বভাব; তুই আমাকে গোঁয়ার ভেবে বসিস না, আমি তোর কথা শুনব, মাত্র এই একবার, এখন তুই যখন এত ভয় পাচ্ছিস তোর এই ভয়কে আমি কিছুটা গুরুত্ব দিচ্ছি, তবে কোনো মানুষকে তুই বলতে পারবি না যে আমি ভয়ে কোনো শত্রুর মুখ থেকে পালিয়ে গেছি, এটা আমার শর্ত, এখন থেকে তুই এটা মনে রাখবি, আমার মৃত্যুর পরও যেন লোকে জানতে না পারে যে আমি ভয়ে পিছু হটেছি, তোর কথা শুনে যা করেছি সেটা না বলে অন্য কিছু বললে আমি জানব তুই আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিস, আমি ভাবতে বাধ্য হব যে তুই মিথ্যুক এবং সারাজীবন তোর এই মিথ্যাচার থাকবে। আর কিছু তোকে বলতে হবে না, তুই যদি অনুমান করে নিস যে ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেছি তাহলে তোকে জানিয়ে রাখি যে শুধু সান্তা এরমানদাদ নয়, ইসরায়েলের বারোটা উপজাতি, মাকারেওসের সাতটা, কাস্তে ার, পোলুক্স এবং আর আর যেসব ভ্রাতাদের দল আছে তাদের সবার বিরুদ্ধে লড়ব আমি একা, কোনো সঙ্গী বা সাহায্যকারী আমার লাগবে না।

সানচো বলল–হুজুর যদি কিছু মনে না করেন তো বলি–শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়। আর ভয়ের সম্ভাবনা যেখানে বেশি, যেখানে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না সেখানে থাকাটা খুব বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি থাকেন, বর্তমানটাই সব নয়। আমাকে আপনি ভাঁড় কিংবা মুখ ভাবতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমি জানি কত ধানে কত চাল হয়, আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানি। সুতরাং আমার পরামর্শ নিয়ে আপনার

অনুশোচনা করার কোনো কারণ নেই, আর কথা নয়, এখন যদি পারেন রোসিনান্তের পিঠে উঠে পড়ুন, যদি না পারেন আমি আপনাকে সাহায্য করছি, চলুন, আমার মন বলছে এখন হাতের চেয়ে পায়ের বলটাই বেশি দরকার।

কোনো উত্তর না দিয়ে ডন কুইকজোট রোসিনান্তের পিঠে উঠে বসেন, গাধার পিঠে সানচো আগে আগে যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করছেন মনিব, ওরা কাছাকাছি যে পাহাড়ি অঞ্চলে এসে পৌঁছয় তার নাম সিয়েররা মোরেনা। চতুর সানচো খুব দ্রুত ওটা পার হয়ে ভিসো কিংবা আলমোদোভার দেল কাম্পোতে যেতে চায়। কারণ ওই রকম দূর এবং দুর্গম অঞ্চলে সানতা এরমানদাদের লোকজন চট করে পৌঁছতে পারবে না। সানচোর গাধার পিঠে যে খাবার দাবার ছিল সেগুলো দাঁড়-টানা-বন্দিদের চোখ এড়িয়ে থেকে গিয়েছে দেখে সে অবাক হয়।

ভ্রাম্যমাণ-নাইটরা যেমন নির্জন জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত তেমন এক রোমাঞ্চকর জায়গায় এসে ডন কুইকজোটের মন বেশ প্রফুল্ল হলো, তার মনে ভেসে ওঠে অতীতের নাইটদের কঠোর জীবনযাত্রার কথা, অন্য কিছু আর এখন ভাবছেন না। সানচোর মন খাবারের দিকে। মেয়েদের মতো মেঝেতে বসে সে একটার পর একটা মাংসের টুকরো মুখে পুরছে। এমন সময় সে দেখল তার মনিব একটা কিছু তোলার চেষ্টা করছেন, সে ছুটে গিয়ে দেখে একটা চামড়ার বাক্স, ভাঙা ঘোড়ার জিন ইত্যাদি যেগুলো ঝড়ে বৃষ্টিতে বেশ অপরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে।

সিয়েররা মোরেনায় পৌঁছোনোর পর সানচো তার মনিবকে ক'দিন ওখানে কাটাতে বলল। কারণ ওদের খাবার-দাবার আছে। সেই মতো ওরা কর্কগাছে ঘেরা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে আশ্রয় নিল। যাদের খোদায় বিশ্বাস নেই তারাও বলে দুর্ভাগ্যই মানুষের যাবতীয় কাজ এবং ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। দুর্ভাগ্যের ফলেই চোর-ডাকাতের সর্দার কুখ্যাত হিনেস দে পাসামোনতে ডন কুইকজোটের হাতে মুক্তি পেয়ে সানতা এরমানদাদের হাত এড়াতে ওই পাহাড়েই আশ্রয় নিয়েছে। এই দুই অভিযাত্রী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন সেই সুযোগে অকৃতজ্ঞ হিনেস দে পাসামোনতে সানচোর গাধা নিয়ে পালিয়েছে। ভোর হলে সানচো তার গাধাকে দেখতে না পেয়ে এমন ভাষায় তার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল, যা শুনে মনে হয় এমন বেদনাহত কেউ কখনো হয়নি। ডন কুইকজোট ঘুম থেকে উঠে শুনলেন, সানচো কাঁদতে কাঁদতে বলছে—ওরে আমার প্রিয় সন্তান, আমার ঘরে জন্মে এতটা বড় হলি, আমার ছেলেদের খেলার সঙ্গী, আমার স্ত্রীর শান্তি, আমার প্রতিবেশীদের ঈর্ষার পাত্র, আমার বোঝা টানার বাহন, আমার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, কত রোজগার এনে দিয়েছিল আমাকে, আমার সংসার চালানোর একমাত্র ভরসা।

ডন কুইকজোট তার দুঃখের কারণ বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে জীবনে সুখ-দুঃখ তো স্থায়ী নয়, কোনো কথাতেই তার কষ্ট যাচ্ছে না। তখন ডন কুইকজোট বললেন যে তার পাঁচটা গাধার মধ্যে তিনটে তাকে দেবেন, ভাগনিকে সেইমতো নির্দেশ পাঠাবেন। এই প্রতিশ্রুতি শুনে তার চোখের পানি শুকোল, দুঃখ কমে যেতেই মনিবের বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ জানাল।]

ডন কুইকজোট সানচোকে বাক্সটি খুলতে বললেন, বাক্স খুলে ওরা দেখল চারটে দামি জামা, আরো কিছু সৌখিন কাপড়-চোপড় এবং একটি রুমালে বাঁধা বেশ কিছু সোনা। সানচো বলে ওঠে-আহা! আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। হে খোদা তোমার করুণায় মন ভরে গেল। তারপর বাক্সটা হাতড়াতে হাতড়াতে সে একটা সুন্দর বাঁধানো বই পেল। ডন কুইকজোট বললেন-ওটা আমার দে, সোনা তুই রাখ।

সানচো মনিবের হাত চুম্বন করে বলল-খোদা আপনাকে আশীর্বাদ করবে। এই বলে সে দামি কাপড় জামাগুলো খাবারের ব্যাগে পুরে নিল।

ডন কুইকজোট বললেন-আমার মনে হয় কোনো লোক এই পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, তাকে খুন করেছে ডাকাতের দল আর নিশ্চয়ই তার শবদেহ কোথাও পুঁতে রেখেছে।

সানচো বলল-হুজুর বোধহয় আপনি ভুল করছেন, ডাকাতের হাতে পড়লে এইসব দামি জিনিস কি পড়ে থাকত?

ডন কুইকজোট বললেন-ঠিক বলেছিস সানচো, ব্যাপারটা কী আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। দাঁড়া, বইটা একবার দেখি তো, ওখানে কী লেখা আছে দেখে বুঝব সত্যিই কী হতে পারে।

বইটা খুলে দেখলেন একটা সনেটের খসড়া লেখা আছে। পরিষ্কার হাতের লেখা, পড়তে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, সানচোকে পড়ে শোনালেন ডন কুইকজোট।

প্রেম কী অজ্ঞ অসহায়
কিংবা নির্মমতায় ভরা
অথবা আমার বেদনা তত তীব্র নয়
যতটা শাস্তি সে দেয়
কিন্তু প্রেম যদি খোদা হয়
সর্বজ্ঞ তিনি, কেন হবেন নির্দয়?
তাহলে ফিলি! তুমি কী যন্ত্রণা?
বুঝি না কোথায় আমার প্রেম
খোদার অভিশাপে নয়
মানুষের মারে সব শেষ হয়ে যায়।
দ্রুততর হোক মরণ আমার কেন এমন আকুল সাধ
জানবে না কেউ, রহস্য অপার।

সানচো বলে-এর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওই 'ইলো' কথাটারইবা মানে কী, এখানে ওটা আসছে কেন?

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন-কোথায় 'ইলো' পেলি?

সানচো বলল-আমার তো মনে হলো আপনি পড়লেন 'ইলো।'

ডন কুইকজোট বলেন-তোর মাথা! আমি বলেছি 'ফিলি'। এটা সেই মেয়েল নাম যার উদ্দেশ্যে সনেটটা লেখা। ভালো কবির হাতে লেখা, যদি না হয় তাহলে আমি কবিতা কিছু বুঝি না। (ভালো কবি বলতে সেরভানতেস্‌কে বোঝানো হয়েছে।)

সানচো বলে-তার মানে আপনি পদ্যও লিখতে পারেন?

ডন কুইকজোট বলেন—তুই যতটা ভাবতে পারিস তার চেয়েও ভালো পারি। দেখবি যখন পুরো কবিতায় চিঠি লিখে তোর হাত দিয়ে পাঠাব আমার হৃদয়ের রানি দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর কাছে। সানচো, তোর জেনে রাখা উচিত যে অতীতের সব ভ্রাম্যমাণ নাইটরা কবিতা লিখতে পারতেন। আর তারা সবাই গায়ক ছিলেন। প্রেমিক নাইটদের এ দুটো গুণ থাকতেই হবে। একথা বলতেই হবে যে সে সময়ের কবিতার ভাষাটা খুব মার্জিত না হলেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা।

সানচো বলল—হুজুর পকেট বইটা আরেকবার দেখুন না। যদি আরো কিছু পাওয়া যায়।

পাতা উল্টে ডন কুইকজোট বলেন—এটা গদ্য, একটা চিঠি।

সানচো জিজ্ঞেস করে—প্রেমপত্র নাকি হুজুর?

ডন কুইকজোট বলেন—হ্যাঁ গোড়ায় তো সেইসব কথাই দেখছি।

সানচো বলল—একটু জোরে পড়ুন না হুজুর। প্রেমপত্র শুনতে বড্ড মজা লাগে। প্রেমের পুরো ব্যাপারটাই মজার।

ডন কুইকজোট সানচোকে পড়ে শোনান—তোমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর আমার হতাশা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; আমার অভিযোগের কারণ শোনার আগেই তুমি পাবে আমার মৃত্যু সংবাদ। ও অকৃতজ্ঞ অভিমানী সুন্দরী, তুমি এক ধনীর কাছে ধরা দিয়েছ, তোমার পরিত্যক্ত দাসের কোনো গুণই তোমার মনে ধরেনি। কোনো গুণ যদি তোমার কাছে মর্যাদা পেত আমি কোনো সম্পদশালী মানুষ সম্বন্ধে কোনো ঈর্ষাবোধে পীড়িত হতাম না এবং আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে হাহুতাশ করতাম না। তোমার সৌন্দর্যের প্রতিমা যা সৃষ্টি করেছে তা নষ্ট করেছে তোমার ব্যবহার, প্রথমটায় আমি তোমাকে পরী ভেবে ভুল করেছি, পরে বুঝেছি তুমি এক সাধারণ মেয়ে। আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছ, তুমি শান্তির নীড়ে নিরাপদে থাকো, খোদা ঢেকে রাখুক তোমার স্বামীর প্রবঞ্চনা, যাতে সত্যনিষ্ঠ প্রেমিকের জন্যে তোমার অনুশোচনা না হয়, আর আমিও প্রতিশোধ নিতে না পারি আর আমি তা চাইও না।

চিঠি পড়া শেষ হলে ডন কুইকজোট সানচোকে বলেন—এতে বোঝা গেল যে একজন হতভাগ্য বঞ্চিত প্রেমিক এই চিঠি লিখেছে কিন্তু আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তারপর পাতা উল্টে কিছু পদ্য এবং চিঠি পেলেন, কিছু পড়তে পারলেন, অবিশ্বাস, ভালোবাসা আর ঘৃণা, কোনোটায় কিঞ্চিত আশা আর কোথাওবা তীব্র হতাশা।

নাইট বইটা খুঁটিয়ে পড়ছেন, সানচো সেই চামড়ার ব্যাগটা তন্নতন্ন করে দেখছে, কোনো জায়গা না দেখে ছেড়ে দিচ্ছে না। কারণ একশো দুকাদো মূল্যের সোনা তার লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে, ভাবছে আরো কিছু পাবে। সব কিছু ঘেঁটে, উল্টে পাল্টে দেখেও আর কিছু পেল না সানচো, তবুও সে খুশি, তার মনিবের সঙ্গে বেরিয়ে এ যাবৎ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে সব ভুলে গেছে। কম্বলে দোলানো, তেল খেয়ে বমি, মাঠের মধ্যে খচ্চর চালকদের লাঠি, আরেক লম্পট খচ্চর চালকের ঘুষি, তার ওভারকোট খোয়া যাওয়া, ব্যাগ আর তার গাধা হারানো, তার সঙ্গে খিদে, তেষ্টা বা ক্লান্তি কোনো কিছুতেই সে এখন আর বিব্রত বোধ করছে না,—সে দমে যাচ্ছে না ওসব কথা ভেবে।

এদিকে বিষণ্ন-বদন নাইটের কৌতূহল বেড়ে গেছে, তিনি জানতে চান এই বাক্সের মালিক কে। কবিতা, প্রেমপত্র, দামি কাপড়জামা এবং সোনা দেখে মনে হয় সে উচ্চবংশজাত এক ব্যর্থ প্রেমিক; প্রেমিকার অবহেলা এবং উন্নাসিকতা তাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। জায়গাটা এত জনহীন যে কিছু জেনে নেবার উপায় নেই। শেষে এসব ভাবনা ছেড়ে তিনি রোসিনান্তের পিঠে চেপে বসলেন, এমন বিবেচক ঘোড়া যে সে খুব মসৃণ পথ দিয়েই তাকে নিয়ে যাবে, তাই তার ওপর ছেড়ে দিলেন, যেদিকে চলতে চায় চলুক; এমন জনবসতিহীন ঘন জঙ্গল আর পাহাড় দেখে উজ্জীবিত বোধ করেন ডন কুইকজোট, তার আশা এ অঞ্চলে রোমাঞ্চলের অভিযানের সুযোগ মিলবেই।

যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হলো। অদ্ভুত দৃশ্য–এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের ওপর গাছ–গাছালির মধ্যে একজন মানুষ লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, তার চলায় কোনো জড়তা নেই। তার মনে হলো মানুষটি উলঙ্গ, পায়ে বা মাথায় কোনো ঢাকা নেই, ঘন কালো দাড়ি, লম্বা চুল, দামি ভেলভেট জড়ানো রয়েছে পায়ের উপরাংশে, শতচ্ছিন্ন এই কাপড়ের ফাঁক দিয়ে শরীরের অংশ দেখা যাচ্ছে। ডন কুইকজোট এসব দেখে ভাবলেন এই লোকটি বাক্স ফেলে গেছে, ওকে অনুসরণ করে কাছাকাছি যেতে চাইলেন কিন্তু রোসিনান্তের ধীর গতির জন্যে তা সম্ভব হলো না, তবুও বিষণ্ন বদন নাইট ওই দুঃখী মানুষটির কাছে যাবেনই, তাতে একবছর লাগলেও ক্ষতি নেই; সানচোকে এদিকটা দেখতে বলে পাহাড়ের অন্য অংশে চোখ রেখে এগিয়ে চললেন। লোকটি ক্ষিপ্র গতিতে পাহাড়ের চললেও ওরা যদি সামনে পায় তাহলে অনেক কিছু জানা যাবে।

সানচো বলল–আমি পারব না হুজুর, আপনার কাছ থেকে এক ইঞ্চি দূরে গেলেই হাজার রকম ভয়ে আমি অস্থির হয়ে যাই, আগেই বলে রাখছি হুজুর, আপনি আমাকে কাছছাড়া করবেন না। বিষণ্ন বদন নাইট বললেন–তাই হবে। তুই যে আমার সাহসের ওপর নির্ভর করিস তাতে আমি খুব খুশি। তোর নিজের শরীরকে বিশ্বাস না করতে পারলেও আমাকে বিশ্বাস করবি; তোকে কোনোদিন ঠকতে হবে না। এখন যতটা পারিস দেখে দেখে চল, আমিও চোখ রাখছি, লোকটাকে আমাদের পেতেই হবে, সে এই বাক্সের মালিক।

সানচো বলে–ওকে না খোঁজাই আমার পক্ষে মঙ্গল, সোনার মালিককে পেলে আমাকে সব দিয়ে দিতে হবে, এমন অকাজের পেছনে বৃথা পরিশ্রম না করে নিজের মনে করে সব রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কম খোঁজাখুঁজি করে ওকে যদি একান্ত পাওয়াও যায় ততদিনে সব খরচ হয়ে যাবে আর আমার কাছে কিছু না পেলে রাজার আইন আমাকে ধরতে পারবে না।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচো তুই বেশি চালাকি করতে যাচ্ছিস; দেখে যাকে মনে হচ্ছে জিনিসগুলোর মালিক সে, তাকে জিনিসগুলো ফেরৎ দিলে আমাদের বিবেক পরিষ্কার থাকে, নাহলে সন্দেহটা আমাদের তাড়া করে ফিরবে। তুই কষ্ট পাস না, ওকে পেলে সব ফিরিয়ে দেব। যার জিনিস তাকে দিতে পারলে আমাদের কোনো দায় থাকবে না। মনও থাকবে পরিষ্কার। এই কথা বলে তিনি রোসিনান্তের পেটে পায়ের গুঁতো দেন, সে চলতে আরম্ভ করে, পেছনে গাধার পিঠে সানচো–ওরা পাহাড়ের একটা

অংশ অতিক্রম করে ছোট নদীর কাছে পৌঁছয়; সেখানে একটা মৃত খচ্চরের দেহ, শিকারি পাখি আর পশু শবদেহটা ছিন্নভিন্ন করেছে; এই দৃশ্য দেখে ডন কুইকজোটের সন্দেহ দৃঢ় হয় যে, যে লোকটি পালিয়ে গেছে খচ্চর এবং বাক্স তারই। ওরা ওখানে থেমে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে চিন্তা করছে এমন সময় একটা শিসের শব্দ শুনতে পায়, তারপর বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখে একদল ছাগল চরছে আর পাহাড়ের ওপরে একজন বয়স্ক ছাগপালক শিস দিতে দিতে ছাগলদের ওপর লক্ষ রাখছে। দেখে ওরা কেমন করে এই জনশূন্য পাহাড়ে এলো; সে বলে এখানে ছাগল, নেকড়ে এবং অন্যান্য হিংস্র পশুর পায়ের ছাপ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। সানচো বলল সে নেমে এলে সব কিছু বলবে। ছাগপালক নেমে এসে ডন কুইকজোটের পাশে দাঁড়ায়; তারপর বলে–এই খচ্চরটা ছমাস যাবৎ এইখানে পড়ে আছে; সত্যি করে বলুন তো আসার পথে আপনারা এর মালিককে দেখেননি?

আমরা কাউকে দেখিনি–ডন কুইকজোট বললেন,–কিন্তু এই জায়গার কাছাকাছি একটা বাক্স এবং জিন পড়েছিল দেখেছি।

ছাগপালক বলে–আমিও ওটা দেখেছি, ওটার কাছে যাইনি, হাতও দিইনি পাছে কোনো খারাপ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি, কেউ হয়তো বলবে আমি কিছু চুরি করেছি। শয়তান খুব চতুর, পথে-প্রান্তরে মানুষকে প্রলুব্ধ করার ফাঁদ পেতে রাখে।

–আমিও তাই বলি ভাই–সানচো বলে, –ওটা আমিও দেখেছি তবে কাছে যাইনি, যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ডন কুইকজোট বলেন–আপনি বন্ধু, একজন সৎ মানুষ, বলুন তো এইসব জিনিসের মালিক কে?

ছাগপালক বলে–আমি যা জানি বলছি। আজ থেকে প্রায় ছমাস আগে একজন সম্ভ্রান্ত সুদর্শন মানুষ এখন থেকে খানিক দূরে এসেছিল। যে খচ্চরটার শব ওখানে পড়ে আছে তার পিঠে চেপে মানুষটা এসেছিল, পথে আপনারা যা পড়ে থাকতে দেখেছেন তাও ওই ওরই। সে জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের, পাহাড়ের কোনো দিকটা ফাঁকা, লোকজন থাকে না, আমরা এই জায়গার কথা বলেছিলাম, যা সত্যি তাই বলেছিলাম, কারণ এখান থেকে আর খানিকটা এগোলে আর ফেরার পথ খুঁজে পাবেন না; আপনাদের দেখেও আমি অবাক হয়েছি। কারণ এখানে আসার পথ বলতে তো কিচ্ছু নেই। আমাদের কথা শুনে ওই যুবক খচ্চর ঘুরিয়ে যে জায়গাটা দেখালাম সেইদিকে দ্রুত চলে গেল, ওর চেহারা, চালচলন দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। তারপর অনেকদিন ওর দেখা নেই। একদিন একজন মেষপালককে পথে আসতে দেখে সে তারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোনো কারণ নেই, বলেও নি, ওকে নির্দয়ভাবে মারে, তারপর আমাদের গাধার কাছে গিয়ে রুটি, চিজ ইত্যাদি নিয়ে দুরন্ত গতিতে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। এই ঘটনার কথা শুনে আমরা অনেকে ঠিক করি ওকে খুঁজে বের করতে হবে; দু'দিন ঘন জঙ্গলে ঘুরে ওকে দেখতে পাই একটা কর্ক গাছের কোটরে, আমাদের দেখতে পেয়ে খুব বিনম্রভাবে কাছে এলো। কিন্তু তার চেহারায় এমন পরিবর্তন এসে গিয়েছিল যে চেনা পোশাকটা পরে না থাকলে আমরা ওকে চিনতে

পারতাম না। রোদে পোড়া মুখ, চোখ গর্তে ঢুকে গিয়েছে, বড় বড় চুল-দাড়ি, যেন একেবারেই অন্য মানুষ। আমাদের খুব ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করে বলল যে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে স্বেচ্ছায় এমন জীবন বেছে নিয়েছে। আমরা বার বার জানতে চাইলাম কার কাছে সে পাপ করেছে, বলল না কিছুতেই, তারপর আমরা বললাম যে তার খাবার-দাবার বা অন্য কিছু দরকার হলে যেন আমাদের জানায়, আমরা সেগুলো নিয়ে আসব, নইলে এই বন্ধ্যা পাহাড়ি অঞ্চলে সে না খেয়ে মরবে, সে যেন জোর করে আমাদের কোনো জিনিস লুট করে না পালায়। ও আমাদের ধন্যবাদ জানাল আর আগে যা করেছে তার জন্যে ক্ষমা চাইল। বলল এরপর যা দরকার হবে ভিক্ষে হিসেবে চেয়ে নেবে, কারো গায়ে হাত দেবে না। বাসস্থানের ব্যাপারে বলল ও কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে না, ঘুরে বেড়ায়, যেখানে রাত হয় সেখানেই থেকে যায়, কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বরে এমন এক করুণ বিলাপের সুর এসে যায় যে, যে কোনো মানুষই বিচলিত হয়ে পড়বে, আমরা ওকে আরো কিছুক্ষণ সঙ্গ দিই। তার এমন পরিবর্তন দেখে আমরা চমকে গিয়েছিলাম, প্রথমে তাকে দেখে খুব সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশজাত এবং সুভদ্র এক যুবক মনে হয়েছিল, আমরা চাষাভুসো মানুষ জেনেও সে কোনো অবজ্ঞা দেখায়নি। সেদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী হয়ে গেল, একেবারে বোবা হয়ে চোখ বড় বড় করে মাটির দিকে কিছুক্ষণ স্থির চেয়ে রইল, ওকে এরকম দেখে আমরা খুবই অবাক হই; তারপর চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে, ঠোঁট কামড়ায়, ঘুসি পাকিয়ে পাশের দিকের লোকের দিকে এমনভাবে তেড়ে যায় যে আমরা সবাই মিলে না আটকালে তাকে মেরেই ফেলত; ওই অবস্থায় চেঁচাতে থাকে 'আঃ, ফের্নান্দো বিশ্বাসঘাতক, আমার ওপর যা করেছ তার প্রতিশোধ নেব এইখানে, হ্যাঁ, এইখানে তোমার চরম শাস্তি হবে, এই হাতে তোমার কলজে উপড়ে ফেলব, বদমাশ, বিশ্বাসঘাতক।' আরো কিছুক্ষণ সেই ফের্নান্দোর বিরুদ্ধে কত কী বলতে লাগল। তারপর একদম চুপ, কোনো কথা না বলে দৌড়তে দৌড়তে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন তার গতি যে আমরা ওকে ধরতে পারলাম না। ওকে দেখে আমাদের সবার মনে হলো মাঝে মাঝে হঠাৎ তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসে আর ফের্নান্দো বলে লোকটির জন্যে এত সুন্দর জোয়ান ছেলেটার এমন দশা হয়েছে। এরকম ব্যবহার আমরা অনেকবারই দেখেছি। যখন সুস্থ থাকে আমাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে যায় আর পাগলামোর ঘোরে থাকলে আমাদের তেড়ে মারতে আসে, আমরা খুবই ভদ্র ব্যবহার করি। কারণ আমরা তো ব্যাপারটা জানি।

তারপর ছাগপালক বলল—হুজুর, এখানে আমরা চারজন থাকি, দুজন আমার কাজ করে আর দুজন বন্ধু, আমরা গতকাল ঠিক করেছি যে, যাহোক করে ওকে খুঁজে বের করব এবং এখান থেকে আট লিগ দূরে আলমোদোভার শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব আর ও স্বাভাবিক থাকলে ওর কাছে তার বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ পেলে সেখানে রেখে আসব। এইটুকু আমি জানি আর পথে আপনারা যে জিনিসগুলো দেখেছেন তার মালিক এই ছেলে। এরই মধ্যে ডন কুইকজোট ছাগপালককে বলেছেন যে আসবার সময় পাহাড়ে তাকে দেখেছেন।

ছাগপালকের মুখে ওই হতভাগ্যের করুণ কাহিনী শুনে ডন কুইকজোটের সঙ্কল্প দৃঢ় হয়, তিনি পাহাড়ের কোনে কোনে, গুহায়, ঝোপঝাড়ে যেখানেই ও থাকুক খুঁজে বের করবেন তাকে।

কিন্তু তিনি যা আশা করেননি তাই ঘটল, সৌভাগ্য যেন তার সহায়। ওরা যেখানে কথা বলছিল তার উল্টো দিকে পাহাড়ের এক কোণ থেকে আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে সে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি থাকলে হয়তো এই কথাগুলো ওরা বুঝতে পারত কিন্তু এতদূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার পরনে সেই ছেঁড়াফাটা পোশাক, কাছে আসতেই দেখা গেল তার গায়ে ছেঁড়া একটা কোট ডন কুইকজোট বুঝতে পারলেন যে একটা দামি সুগন্ধি মাখা তার পোশাক। এটা এবং অন্যান্য জিনিস দেখে ওদের ধারণা হলো যে এ কোনো সাধারণ ঘরের ছেলে না।

সেই ভাগ্যহীন মানুষটি কাছে এসে বেশ কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু ভদ্রভাবে স্বাগত জানাল। ডন কুইকজোট ওর অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিল, রোসিনান্তের পিঠ থেকে নেমে তাকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন সে তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই অর্ধনগ্ন মানুষটিকে যে খেতাব আমরা দিতে পারি তা হলো 'ভগ্নহৃদয় নাইট'। যেমন ডন কুইকজোটকে আমরা বলি বিষণ্ন বদন নাইট, আলিঙ্গন শেষে সে কয়েক পা পিছিয়ে যায়, ডন কুইকজোজের কাঁধে হাত রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মনে করার চেষ্টা করে কোথাও তাকে দেখেছে কিনা নাইটের বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র আর মুখের এমন অদ্ভুত ভাব তাকে বিস্মিত করে; ডন কুইকজোট অবাক হয়ে ওর ছেঁড়াফাটা পোশাকের দিকে চেয়ে থাকেন, প্রথমে কথা বলে সেই হতভাগ্য ভগ্নহৃদয় নাইট, কী বলল সেটা জানা যাবে পরের অধ্যায়।

AMARBOI.COM

২৪

ইতিহাস অনুসারে পাহাড়ের সেই ভগ্নহৃদয় নাইটের সামনে বসে ডন কুইকজোট গভীর মনোযোগসহকারে তার কথা শুনছে। সে বলছে–আপনারা কে আমি জানি না, আপনারদেরকে চেনার সুযোগ আমার হয়নি, যেই হোন আপনারা, এমন আন্তরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন আর এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আপনাদের ব্যবহার যে আমি ভুলতে পারব না, আমি এমনই হতভাগ্য যে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত কোনো প্রতিদানও দেবার ক্ষমতা নেই আমার, শুধুই দীর্ঘশ্বাস আর হতাশা আমার সম্বল। আপনাদের শুধু শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না।

উত্তরে ডন কুইকজোট বলেন–প্রথম দেখা থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইব জীবনের কোনো অঘটন আজ আপনাকে এমন দুঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে, আমি ঠিক করেছিলাম যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে এই পাহাড় থেকে আমরা যাব না। এই অপরিসীম দুঃখের অবসান কি সম্ভব, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি কোথাও যাব না, আর যদি আপনার দুর্ভাগ্য এমন হয় যা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয় তাহলে আপনার সমস্ত দুঃখের অংশীদার হব আমি যাতে আপনার ভারটা একটু কমে, কারণ দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে

কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। আমার সদিচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকলে আমি আপনার সমব্যথী হয়ে আপনার পরিচয় জানতে চাইব, জানতে চাইব কোনো বিপর্যয়ের আবর্তে পড়ে আপনি স্বজন পরিজনদের সঙ্গ ছেড়ে এমন নারকীয় অজ্ঞাতবাস বেছে নিলেন, আপনার পূর্ব-জীবনে কী এমন ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছে যার জন্যে বেঁচে থেকেও আপনি এমন ভয়ঙ্কর শীতল নির্জনতায় দিন কাটাচ্ছেন; মানবিক সহানুভূতি বা ভালোবাসার বিন্দুমাত্র উষ্ণতা যেখানে নেই সেখানে কেমন করে আপনি বেঁচে আছেন দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। আমি সামান্য এক ভ্রাম্যমাণ-নাইট হিসেবে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে প্রতিকারের কোনো উপায় থাকলে তা করবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করব আর তা যদি না করা যায় তাহলে চিরজীবনের জন্যে আপনার সঙ্গী হয়ে দুঃখ ভাগ করে নেব।

'বিষণ্ন বদন নাইটের কথা শুনতে শুনতে অরণ্যের নাইট বার বার ওঁর দিতে তাকাচ্ছে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকে দেখছে, আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলল-আপনাদের কাছে কিছু খাবার থাকলে দিন, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে পেলে আপনাদের কথার উত্তর আমি দিতে পারব।

এই কথা শুনে সানচো এবং ছাগপালক ওদের ঝোলাঝুলিতে যা ছিল এনে সেই হতভাগ্য মানুষকে দিল, হাতে পাওয়ামাত্র সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল, খাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হবে ভেবে কেউ কোনো কথা বলল না। খাওয়ার পরে সে ডন কুইকজোট এবং অন্যদের তার সঙ্গে যেতে বলল; ওরা একটা সমতল জায়গায় ঘাসের ওপর ওকে ঘিরে বসল। বসে সেই ভাগ্যহীন মানুষ প্রথম কথা বলল-ভদ্রমহোদয়গণ প্রথমেই বলে রাখছি আপনারা আমার দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত শুনতে এসেছেন, আমি শোনাব; তবে বলতে শুরু করলে কেউ কোনো কথা বলে বাধা দেবেন না, কথা বললেই আমি বন্ধ করে দেব এবং পরে আর বলব না।

এই কথাগুলো শুনে ডন কুইকজোটের মনে পড়ে গেল সানচোর ছাগলের গল্প, কতগুলো ছাগল পার হয়েছে ঠিকমতো বলতে না পারায় গল্পটা আর শেষ হলো না।

সেই অসুখী মানুষটি বলল-আপনাদের এমন সাবধান করার কারণ আমি অতীতের সব ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি বলব যাতে কোনো ছোট ঘটনাও বাদ না যায় আর এর সঙ্গে নতুন কিছু যোগও করব না। ডন কুইকজোট পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিল যে সবাই তার পরামর্শ মেনে চলবে।

এ কথা শুনে সে আরম্ভ করল-

আমার নাম কার্দেনিও, আনদালুসিয়ার এক শ্রেষ্ঠ জায়গা আমার জন্মস্থান, আমার জন্ম অভিজাত বংশে, আমার মা-বাবা ধনী ব্যক্তি কিন্তু আমার ভাগ্য এত খারাপ যে আমাদের পরস্পরের সম্পর্কে চরম দুর্গতি নেমে এসেছিল, সম্পদ দিয়ে তার পূরণ হবার নয়, খোদার কৃপা না থাকলে সৌভাগ্যের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ওই একই শহরে বাস করত এক সুন্দরী, তার নাম লুসিন্দা, এমন অপরূপা নারী আর দুটি হয় না, তার বংশ এবং সম্পদ ছিল আমাদেরই মতো, মেয়েটি আমার চেয়েও সুখী কিন্তু একটু চঞ্চলা প্রকৃতির। আমি ভালোবাসতাম বললে সবটা বলা হয় না, ওকে পুজো করতাম,

প্রায় শৈশব থেকেই ও আমার নয়নের মণি, আর সেও খুব অল্প বয়স থেকেই আমার প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করত, কোনো জড়তা ছিল না সেই বয়সে। আমাদের মা–বাবারা শৈশবের বন্ধুতার কথা জানতেন; আমাদের সেই বাল্যপ্রেমে একসময় বিয়েতে সম্পূর্ণতা পাবে এটা তারা বুঝেও ছিলেন, আর আমাদের জন্ম, বংশ এবং সম্পদ তার পরিপন্থী হবে না ভেবে বোধহয় তারা আপত্তি করেননি। কিন্তু আমাদের প্রেম যখন উদ্দাম হতে যাবে এমন সময় লুসিন্দার সম্মানহানি হবে ভেবে ওর বাবা আমার ঘন ঘন ওদের বাড়ি যাওয়া নিষেধ করে দিল; এই নিষেধ যেন তিস্‌বের সঙ্গে আমাকে এক সারিতে এনে দিল। যার প্রেম নিয়ে কবিরা উচ্ছ্বসিত সেই তিস্‌বের প্রেমে বাধা দেওয়ায় প্রেমের লেলিহান শিখা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আমাদের উভয়ের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা লেখনীর আশ্রয় নিলাম আর উজাড় করে দিতে লাগলাম হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা যত আবেগ; ভালোবাসার মানুষ সামনে থাকলে লজ্জা কিংবা বিস্ময় যেন স্তব্ধ করে দেয় প্রেমিকাকে, কিন্তু লেখার মধ্যে সবই বাধাবন্ধনহারা। ওই অপরূপাকে আমি কত চিঠি যে লিখেছি! ওর উদ্দেশ্যে কত কবিতাই না লিখেছি! তার কাছ থেকে পেয়েছি কত মমতা মাখা প্রত্যুত্তর! আমাদের দুজনের গোপন অন্তরঙ্গ প্রেম বেড়ে চলে পরস্পরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আর উদ্দামতার নিষ্পাপ ভাষায়। অবশেষে আমি বড় বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তাকে চোখে দেখার জন্যে ব্যাকুল হই, আত্মা যেন মুক্তি খোঁজে ওই সুন্দরীর চোখে, এমন চাপা কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই ভাবলাম ওর বাবা-মায়ের আরোপ করা সব বাধা ভেঙে ফেলব এবং একদিন ওর বাবাকে বলে ফেললাম যে আমি লুসিন্দাকে বিয়ে করতে চাই।

আমার প্রস্তাব শুনে উনি খুব ভদ্রভাবে বললেন যে আমার বাবা যখন জীবিত আছেন তার কাছ থেকেই প্রস্তাবটা আসা উচিত। ওঁর কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং আমার বাবার অমত হবে না ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ বাবার মত জানবার জন্যে তাঁর ঘরে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই আমার হাতে তুলে দিলাম একটা খোলা চিঠি। 'কার্দেনিও, এই চিঠি দেখলেই বুঝবি ডিউক রিকার্দো তোকে কত স্নেহ করেন।' সেন্যোরগণ, আপনারা অবশ্যই জানেন যে এই ডিউক রিকার্দো স্পেনের এক অভিজাত জমিদার আর আনদালুসিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট অঞ্চলগুলো তার জমিদারির অন্তর্গত। চিঠি পড়ে বুঝলাম বাবা কেন অত খুশি, ডিউক পত্রপাঠমাত্র আমাকে ওখানে যেতে বলেছেন, আমি তার বড় ছেলের সঙ্গী হয়ে জমিদারি দেখাশোনার উচ্চপদ অলঙ্কৃত করব, কিন্তু কখনোই মনে হয়নি যে আমাকে উনি ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করবেন। এই সুযোগ আমাকে বাকরুদ্ধ করে দিল, কিন্তু আমার বিস্ময় আর হতাশা আরো অনেকগুণ বেড়ে গেল বাবার কথা শুনে, 'কার্দেনিও দুদিনের মধ্যে তোকে ওখানে পৌঁছতে হবে, খোদার দয়া, তুই এবার তোর যোগ্যতার কদর পাবি।' তারপর বাবা এবং উপযুক্ত পরামর্শদাতা হিসেবে আরো কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

আমার যাত্রার দিন এগিয়ে এলো, যাবার আগের রাতে আমি লুসিন্দার জানালায় দাঁড়িয়ে সব বললাম। আমি ওর বাবার সঙ্গে দেখা করে বললাম যে উনি যেন আমার সম্পর্কে আগের ধারণা না বদলান, ডিউক রিকার্দোর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসা পর্যন্ত

যেন লুসিন্দার বিয়ে না দেন, উনি আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তারপর লুসিন্দার কাছে চোখের জলে আর দীর্ঘশ্বাসে বিদায় নিলাম।

এইরকম বিদায়ের মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন হয় তার ব্যতিক্রম এখানেও ঘটেনি। তারপর আমি ডিউকের কাছে পৌঁছলাম। উনি যে সৌজন্য এবং সম্মান দেখিয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন তাতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হলো। সবচেয়ে আদর-আপ্যায়ন করল ডিউকের দ্বিতীয় সন্তান ফের্নান্দো। সে উদার হৃদয়, সুদর্শন, সজ্জন ব্যক্তি, প্রণয়াসক্ত এবং প্রাণোচ্ছল। সে আমাকে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিল। তার আবেগমাখা বন্ধত্বে আমি অভিভূত হলাম যদিও ডিউকের বড় ছেলেও আমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছিল। তবুও দুজনের ব্যবহারে একটা তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল। দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে কোনো প্রাচীর থাকে না এবং একজন আরেকজনকে মনের সব কথা অকপটে বলে। ফের্নান্দোর সঙ্গে আমার সেই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। প্রসঙ্গত সে তার প্রেমের কথা বলল। মেয়েটি এক ধনী কৃষকের কন্যা, আর সেই কৃষক তার বাবার নিয়ন্ত্রণাধীন এক সামন্ত। গ্রামের সেই সুন্দরী রূপ–গুণ–বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়া, তাকে যে দেখেছে মুগ্ধ হয়েছে।

ওই সুন্দরীকে সে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চায় কিন্তু তার আপত্তিতে পারে না। তাকে কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে প্রতি পলে দগ্ধ হয়, কিন্তু বিয়ে না করলে মিলন সম্ভব নয়, অবশেষে ফের্নান্দো ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার মনে হলো এটা অসম বিবাহ হবে। কৃতজ্ঞতাবশত আমি যতরকমভাবে বোঝানো সম্ভব ওকে বোঝালাম যাতে ও নিরস্ত হয় কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষ যুক্তির ধার ধারে না। আমার কোনো কথাই তাকে এ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। অগত্যা আমার কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা থেকে ওর বাবাকে ব্যাপারটা জানানোর সিদ্ধান্ত নিই; ফের্নান্দো বন্ধু হিসেবে আমাকে বিশ্বাস করলেও বুঝতে পারে আমি ওর বাবার কর্মচারী এবং আমার দায়িত্ব সব কথা ডিউককে বলা। আমার সংকল্প বুঝতে পেরে ও বাবাকে ব্যাপারটা জানাতে নিষেধ করে। আমাকে আটকাবার জন্যে ও একটা ফন্দি আঁটে; বলে যে ওই মেয়েটিকে ভোলোার জন্যে সে এখান থেকে বিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবে ঠিক করেছে, দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে প্রেমের আতিশয্য কমে আসে; সে বলল যে ভালো জাতের ঘোড়া কেনার অজুহাত দেখিয়ে আমাদের গ্রামে যাবে, এটা ঠিক যে সেইরকম ঘোড়ার জন্যে আমাদের গ্রামের সুনাম আছে। ওর এমন ইচ্ছের কথা শুনে আমার প্রেমের কথা মনে হয়, ভাবি যে গ্রামে গেলে লুসিন্দার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি জানতাম প্রেমিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফের্নান্দো অবাধ মেলামেশার অধিকার আদায় করে নিয়েছে; ওর বাবা এসব কিছুই জানত না। উঠতি যৌবনের দুর্বার প্রেমে শুধু থাকে প্রবল কামের তাড়না, শরীরের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে প্রেমের শক্তিও কমে আসে। কিন্তু সত্যিকারের প্রেম গভীর থেকে গভীর থেকে গভীরতর হয়; সত্য ও সুন্দরের মিলনে জীবনকে অর্থময় করে তোলে, যত দিন যায় মনে আসে স্থিরতা, সম্পর্ক হয় সুমধুর। ডন ফের্নান্দো কামজ ভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, সে বাইরে গিয়ে প্রশমিত করতে চেয়েছিল তার অস্থির আবেগকে ডিউকের অনুমতি নিয়ে আমরা দুজন আমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম, ডন ফের্নান্দো তার যোগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যর্থনা পেল। আমি লুসিন্দার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; সে বলল আমার অনুপস্থিতি তার প্রেমকে আরো গাঢ়, আরো তীব্র করেছে, আমিও ঠিক একইরকম বোধে এই সত্য উপলব্ধি করেছি। আমাদের প্রেম সমস্ত অস্থিরতার উর্ধ্বে উঠে এক পরম সুখকর অনুভূতির পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে। এ প্রেম মহান, এ প্রেম নিষ্পাপ। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে কিছু গোপন করা উচিত নয় আর যেহেতু ফের্নান্দো তার জীবনের সব গোপন কথা আমাকে বলেছে আমি ওকে আমার প্রেমের সব কথা বলে দিলাম আর সেই মুহূর্তে আমি নিজেই নিজের জীবনের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দিলাম। আমার মুখে লুসিন্দার রূপ, গুণ, বুদ্ধিমত্তা আর সততার কথা শুনে ও একবার তাকে দেখতে চাইল। লুসিন্দার বাড়ির একটা নিচু জানালার ধারে বসে আমি প্রেমালাপ করতাম। একদিন রাতের অন্ধকারে একটা ছোট আলো নিয়ে আমরা ওইধারে গেলাম।

লুসিন্দাকে দেখল ফের্নান্দো। ওই রূপসীকে দেখে ফের্নান্দো এমনই বিমোহিত হলো যে অন্য সুন্দরীরা তার মন থেকে সরে যেতে লাগল; সে আনন্দে আর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হল; তার মুখশ্রী ফের্নান্দোর অন্তরে আগুন জ্বালাল, ওর বুদ্ধিমত্তা সেই আগুনকে বিধ্বংসী শিখায় পরিণত করল। লুসিন্দার প্রশংসায় যত পঞ্চমুখ হয় সে, আমার বুকের মধ্যে তত কাঁটা বেঁধে। একদিন ও লুসিন্দা আমাকে কী লেখে জানতে চাইল। আমাকে কী লেখে তা আমি জানি, অন্য কারো তা জানার কথা নয়। দুর্ভাগ্যবশত একটি চিঠি তার হাতে গিয়ে পড়ে; সেই চিঠিতে লুসিন্দা লিখেছে আমি যেন তার বাবাকে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দিই, বিয়েটায় যেন অযথা বিলম্ব না হয়। এই চিঠির ভাষায় এত কমনীয়তা, এত আন্তরিক আর্তি যে ফের্নান্দো বলতে শুরু করল পৃথিবীর অন্য সব নারীর মিলিত গুণাবলী একমাত্র লুসিন্দার মধ্যেই আছে। সে আমার প্রেমিকা, আমি জানি কত প্রশংসা পাবার যোগ্য সে, কিন্তু তার মুখে লুসিন্দার স্তুতি আমার ভালো লাগে না, তার মাথায় এখন সে জুড়ে বসেছে। লুসিন্দার প্রতি আমার অবিচল বিশ্বাস, দিনে দিনে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যদি কিছু অঘটন ঘটায়, তাই ভয় হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিকার মন সব সময়ই কিছুটা অস্বস্তিতে ভোগে। লুসিন্দা ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের গল্প পড়তে ভালোবাসে; একদিন ও আমার কাছে 'আমাদিস দে গাওলার প্রেম' বইখানা চেয়ে পাঠাল।

কার্দেনিওর মুখে নাইটের নাম শোনামাত্র ডন কুইকজোট ওকে থামিয়ে নিজে বলতে শুরু করলেন-আপনার প্রেমিকা লুসিন্দা ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের বই পড়তে পছন্দ করে মানেই তার বুদ্ধিবৃত্তি বিচার করার আর কোনো দরকার নেই, সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে তার স্থান। প্রথমে যদি এটা বলতেন তাহলে এত কথার প্রয়োজন হতো না। ওই গ্রন্থি তাকে এমন গুণাবলীর অধিকারী করেছে, এমন জ্ঞানের আলোয় তার ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, এমন উচ্চমার্গের সন্ধান দিয়েছে যে সে এমন অতুলনীয়া নারী হতে পেরেছে, আপনার মতো জ্ঞানী মানুষের যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী হবার যোগ্য সে। এই বই না পড়ে থাকলে হয়তো সে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। তার এমন গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ থেকে তাকে না দেখেই আমি বলে দিতে পারি সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী, না, শুধু তাই নয়, সে বিশ্বের সবচেয়ে মার্জিত রুচিসম্পন্ন নারী, আমি বলব যে আমাদিস দে গাওলা'র সঙ্গে আপনার পাঠানো উচিত ছিল

আরেকখানা অতি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ, যার শিরোনাম ডন রুহেল দে গ্রেসিয়া' কারণ আমার স্থির বিশ্বাস মিসেস লুসিন্দার খুব পছন্দ হতো 'দারাইদা' এবং 'হেরাইয়াকে,' তার সঙ্গে মেষপালক দারিনেলকে আর বুকোলিকাসের আশ্চর্য সুন্দর কবিতাগুলো, এগুলো সুকণ্ঠে গাওয়া হতো, তার গান সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনত, আমি আরো কত ভালো ভালো বই তাকে দিতে পারতাম, আমার নিজস্ব সংগ্রহালয়ে ছিল তিনশোরও বেশি অতি প্রিয় গ্রন্থ, কিন্তু এক ঈর্ষাকাতর জাদুকর আমার বইগুলো সব নিয়ে পালিয়েছে। আপনাকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি, আমি কথা না বলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করার জন্যে অপরাধী, কিন্তু ভ্রাম্যমাণ–নাইটের কথা উঠলে আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারি না, যেমন বাধা মানে না সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ কিংবা চাঁদের স্বাভাবিক আর্দ্রতা। যাক, আমি অনুরোধ করছি আপনি চালিয়ে যান।

ডন কুইকজোটের ওই কথাগুলো নিছকই পুনরাবৃত্তি; কার্দেনিও মাথা নিচু করে বসে রইল যেন দুঃখে ভেঙে পড়া একজন মানুষ। ডন কুইকজোট গল্পটা বলার জন্যে তাকে দু'বার অনুরোধ করলেন, কিন্তু সে মুখ খুলল না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ সবাই নীরবে বসে রইল। হঠাৎ কার্দেনিও দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল–আমার স্থির বিশ্বাস যে সেই বদমাশ এলিসাবাত রানী মাদাসিমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল, দুনিয়ার কেউ আমাকে অন্য কিচ্ছু বিশ্বাস করাতে পারবে না, আর যারা এর বিরোধিতা করে তারা সব মাথামোটা।

ডন কুইকজোট ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, বলেন–এটা সর্বৈব মিথ্যা! খোদার দোহাই, এটা রানী মাদাসিমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার অপচেষ্টা। (আমাদিস দে গাওলা' গ্রন্থে তিনজন মাদাসিমার কথা আছে কিন্তু কারো সঙ্গেই এলিসাবাতের কোনো সম্পর্কের উল্লেখ নেই।)

ডন কুইকজোট আরো বলেন–রানি মাদাসিমার মতো মহীয়সী এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এক নারী কখনোই একজন হাতুড়ে চিকিৎসকের সঙ্গে এমন নিন্দনীয় সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে হেয় করতে পারে না। যারা এসব কথা বলে তারা নিম্নমানের খল চরিত্র। আমি এমন লোকেদের আমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে আহ্বান করছি; মাটিতে দাঁড়িয়ে, ঘোড়ার পিঠে, খালি হাতে কিংবা সশস্ত্র হয়ে, রাতে কিংবা দিনে যে কোনো শর্তে আমি লড়তে প্রস্তুত।

কার্দেনিও ওর কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল, এবং তাকে হঠাৎ পাগলামোতে পেয়ে বসেছিল। তারপর ডন কুইকজোট মাদাসিমার গুণকীর্তন এমন স্তরে নিয়ে গেলেন যে সেই নারী যেন তার নিজের রানি, আসলে গাঁজাখুরি কাহিনী পড়ে পড়ে তিনি তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কার্দেনিওর আর সহ্য হয় না, সামনের পড়ে থাকা একটা বড় পাথরখণ্ড নিয়ে সে নাইটকে এমনভাবে মারল যে তিনি মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলেন। সানচো তার মনিবের ওপর এমন আক্রমণ দেখে কার্দেনিওকে মারল এক ঘুসি কিন্তু পালটা মারে সেও শুয়ে পড়ল, তার ওপর চেপে যথেচ্ছ মার দিল কার্দেনিও; ছাগপালক আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও পারল না। সকলকে মেরে শুইয়ে দিয়ে নিজের গতিতে পাহাড়ে চলে গেল।

AMARBOI.COM

রাগতভাবে সানচো উঠে দাঁড়াল, এমনভাবে বিনা দোষে হঠাৎ মার খেয়ে সে ছাগপালককে দোষ দিতে লাগল। সে লোকটার পাগলামো আসছে দেখে একটু সাবধান করে দিলে সবাই আত্মরক্ষার জন্যে সজাগ থাকতে পারত। ছাগপালক বলল যে সে আগেই বলেছে লোকটা মাঝে মাঝে খেপে ওঠে; কেউ তার কথা শুনতে না পেলে তার দোষ নেই। সানচোর সঙ্গে ছাগপালকের কথা কাটাকাটি থেকে চরম উত্তেজনা, দুজন দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাড়ি ওপড়াতে লাগল, শেষে ডন কুইকজোট ওদের না থামালে ওরা দুজনেই দুজনের হাড়গোড় ভেঙে ফেলত।

সানচো তখনো ছাগপালককে ধরে রেখেছে, রাগে আর উত্তেজনায় সে বলে—আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর, 'বিষণ্নবদন নাইট।' এ তো সশস্ত্র নাইট নয়, আমার মতোই সাধারণ একটা লোক। ওকে কী করে শায়েস্তা করতে হয় আমি রাজি। ওকে পিটিয়ে টিট্ করে দেব আমি।

ডন কুইকজোট বলে—জানি, তোরা সমান সমান, কিন্তু ও তো কোনো দোষ করেনি। ওরা শান্ত হয়। ডন কুইকজোট ছাগপালককে জিজ্ঞেস করে যে কার্দেনিওর সঙ্গে দেখা করার উপায় কী, কারণ গল্পের শেষটা তো শোনা হয়নি। সে বলল যে আগেই তো ও বলেছে ওর থাকার নির্দিষ্ট জায়গা নেই, তবে বেশিদিন ওখানে থাকলে তার সঙ্গে দেখা হবে, পাগলামোর ঘোরে কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায়।

২৫

ছাগপালকের কাছে বিদায় নিয়ে রোসিনান্তের পিঠে উঠে ডন কুইকজোট সানচোকে পেছনে আসতে বললেন; মনিব পাহাড়ের রুক্ষ এবং এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরায় সানচোর মন ভালো নেই। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলল না। মনিবের নির্দেশে সে আগে কথা বলতে পারে না, এতক্ষণ চুপ থাকতে হচ্ছে বলে সে হাঁপিয়ে উঠেছে, কথা বলার জন্যে তার মন ছটফট করছে। শেষকালে আর পারল না, সানচো বলল—হুজুর, আমাকে আশীর্বাদ করুন আর এবার বাড়ি যাবার ছুটি দিন, বাড়িতে বউ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলতে পারব, বাধা দেবার কেউ নেই, প্রাণ খুলে কথা বলব। আপনার সঙ্গে দিন নেই, রাত নেই, পাহাড়ে জঙ্গলে মুখে কুলুপ এঁটে ঘুরতে ঘুরতে আমি আধমরা হয়ে গেছি, আমি আর পারছি না। গিসোপেতে (স্পেনে ঈশপকে সাধারণ মানুষ এই নামে জানত) যে সব গল্প লিখেছে তাতে জন্তু জানোয়ার কথা বলে, এখন যদি এমন হতো আমি গাধাটার সঙ্গে কথা বলে মনটাকে হালকা করতে পারতাম; এইভাবে অভিযানের পর অভিযান, কিল, চড়, ঘুসি, লাথি আর কম্বলে দোলা তার ওপর মুখ খোলবার জো নেই—মানুষ এভাবে বাঁচতে পারে?

ডন কুইকজোট এবার কথা বললেন—আমি তোর কষ্ট বুঝি, কথা বলতে তোর ভালো লাগে অথচ বলতে পারছিস না বলে এত কষ্ট। ঠিক আছে, আমি তোকে যথেচ্ছ কথা বলার স্বাধীনতা দিলাম কিন্তু একটা শর্ত আছে, এই পাহাড়ে যতদিন আছি কথা বলতে পারিস, তারপরে কিন্তু এই স্বাধীনতা থাকবে না।

সানচো বলে–ব্যস, এইটুকুতেই আমি বাঁচি, এখন তো কথা বলি, পরে কী হবে খোদা জানেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, ওই রানি মাগিমাসা (সানচোর মুখে ভাষার বিকৃতি) না কী নাম যেন, তার হয়ে আপনি অত কথা বলতে গেলেন কেন, আর ওই আবাদ (এলিসাবাত) নামের লোকটার সঙ্গে রানির কী সম্পর্ক ছিল তাতে আপনার কী? আপনি যদি অত কড়া কথা না বলতেন তাহলে পাগলটা পুরো গল্পটা বলতে আর আমাদের এত মার খেতে হতো না।

ডন কুইকজোট বলেন–বাজে বকিস না, সানচো। তুই রানি মাদাসিমার কিছুই জানিস না। আমি জানি যে উনি এক সম্মানীয়া ধার্মিক মহিলা, ওই পাগলা পাজি লোকটা যা নয় তাই বলছিল, আমি অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলাম, কিন্তু পরে রানির নামে অমন কুৎসিত ইঙ্গিত সহ্য করতে পারলাম না। আসল কথা হলো এলিসাবাত খুব সৎ এবং পরোপকারী ব্যক্তি, রানির চিকিৎসাও করত কিন্তু ওর সঙ্গে রানিকে জড়িয়ে যে কেচ্ছা ঘাঁটছিল ওই কার্দেনিও সেটা একেবারে মিথ্যা এবং মানহানিকর, এর জন্যে ওর শাস্তি হওয়া উচিত। কতটা নিচে নামলে মানুষ বলতে পারে যে রানির সঙ্গে ওই সাধারণ একজন মানুষের এমন অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া আমার মনে হয় ব্যাপারটা না বুঝে পাগলামোর ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কার্দেনিও ওই সব বাজে কথা বলছিল।

সানচো বলল–পাগলে কিনা বলে, কেবল পাগল ছাড়া কেউ তার কথায় গুরুত্ব দেয় না। রানির পক্ষে কথা বলার জন্যে ও আপনার বুকে যে পাথরটা ছুঁড়ল ওটা আপনার মাথায় লাগলে কী হতো বলুন তো! ও তো পাগল বলে ছাড়া পেয়ে যেত, আমাদের হতো সর্বনাশ।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচো শোন, আমরা ভ্রাম্যমাণ–নাইট, আমাদের দায়িত্ব হলো নারীর সম্মান রক্ষা করা, পাগল কিংবা সুস্থ যেই হোক, নারীর অসম্মান করতে পারে না। তাছাড়া রানি মাদাসিমাকে আমি শ্রদ্ধা করি কারণ তাঁর মধ্যে অনেক বিরল গুণ আমি পেয়েছি; সৌন্দর্যে অতুলনীয়, ভক্তদের সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁর দুঃসময়ে অবিচল ধৈর্য নিয়ে সংগ্রাম। সেই সময় এলিসাবাত রানির পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার পরামর্শ এবং সহযোগিতা খুবই দরকার ছিল। এই সময় কোনো নীচমনা ব্যক্তি অবৈধ সম্পর্কের গালগল্প ছড়াতে শুরু করে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য; অসত্য আমি বলছি, এমন কুৎসা ভবিষ্যতেও মিথ্যা বলেই গণ্য হবে।

সানচো বলল–আমি কিছু ভাবিনি, বলিওনি কিছু। ওরা খারাপ কিছু করলে খোদা দেখবে, আমাদের তো কিছু করার নেই। তাছাড়া আমি অন্য লোকের মুখে ঝাল খাই না। এসেছি ল্যাংটো হয়ে যাবও ল্যাংটা হয়ে। জীবনের শেষে কিছুই তো আর থাকবে না। পরের ব্যাপারে অত সাতপাঁচ ভেবে লাব কী? মানুষের মুখ, না, খোলা মাঠ, মাঠে দরজা দেওয়া যায় না, মানুষের মুখও বন্ধ করা যায় না।

ডন কুইকজোট বললেন–থাম, থাম। তোর প্রবাদ বাক্যের বুকনিতে কানে তালা লেগে গেল। কোনো বিষয় থেকে কোথায় চলে চাস তোর খেয়াল থাকে না। এখন আবার বলছি বিষয়ে তোর মাথা গলানোর দরকার নেই। নিজের গাধাটাকে ঠিক করে বেঁধে রাখতে শেখ। আমার কী করা উচিত আমি জানি। নাইটের পেশায় থেকে যা

সঠিক বুঝেছি করেছি আর পৃথিবীর অন্য সব নাইটের চেয়ে বেশি আমি জানি আমার কী করা উচিত, কী উচিত নয়।

সানচো জিজ্ঞেস করে—ভ্রাম্যমাণ—নাইটের ঠিক কাজ মানে এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা পাগল খুঁজে বেড়ানো? পাহাড়টায় না আছে পায়ে হাঁটার রাস্তা, না আছে বড় রাস্তা। ওই পাগলটাকে যদি আপনি পেয়েও যান সে আর গল্প বলবে না, আপনার বুক আর আমার পাঁজর ফাটাবে, যদিও এখন চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তখন তাও পারব না। ও আমাদের সর্বনাশ করে যাবে। সেয়ানা পাগল।

ডন কুইকজোট বলেন—তোকে আবার বলছি কথা কম বল, আমার অনেক কাজ আছে। শুধু পাগল ধরবার জন্যে আমি জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি না। পৃথিবীর কোনো নাইট যা আজ পর্যন্ত করেনি আমাকে সে কাজ করতে হবে। এই বড় কাজটা করে আমি পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করব। আমার খ্যাতি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে সব জায়গায়। এটাই আমি চাই।

সানচো জিজ্ঞেস করে—এই বড় কাজটা কি খুব বিপজ্জনক?

ডক কুইকজোট বলেন—না, মোটেই বিপজ্জনক নয় তবে ভাগ্য সহায় না হলে বিপদ হতে পারে; এবার কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে তোর ওপর; তোর পরিশ্রমের ওপর।

সানচো আবার প্রশ্ন করে—আমার পরিশ্রমের ওপর?

ডন কুইকজোট বলেন—হ্যাঁ। তোকে আমি যে কাজে পাঠাব যদি সেটা করে দ্রুত ফিরে আসতে পারিস তাহলেই আমার কষ্টের লাঘব হবে এবং আমার যশ বাড়বে। আর তুই মনিবের আদেশ পালন করতে খুবই তৎপর বলে আমি তোর কাছে কিছু গোপন করব না। এবার তোকে একটা কথা বলি—আমাদিস দে গাওলা পৃথিবীর অন্যথম শ্রেষ্ঠ কৃতবিদ্য ভ্রাম্যমাণ নাইট ছিল; অন্যতমইবা বলি কেন, সে ছিল সবদিক দিয়ে সবার ওপরে, দক্ষতায়, ক্ষমতায়, পদমর্যাদায় সেই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। বেলিয়ানিসরা বা অন্য কেউ তার পাশে দাঁড়াতে পারে না, এমন তুলনা খুব ভুল। এই প্রসঙ্গে বলি যে একজন চিত্রশিল্পীর খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে সে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের অনুকরণ করে এবং কলা কিংবা বিজ্ঞানের সব শাখায় এটাই করা উচিত, তাহলেই একটা দেশের গৌরব বাড়ে। কোনো মানুষ যদি বিচক্ষণতা কিংবা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চায়, আর যদি তার যশাকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে ইউলিসিসকে অনুকরণ করা উচিত। কারণ হোমার তার চরিত্রে জ্ঞান এবং বীরত্বব্যঞ্জক স্থৈর্য আর ধৈর্যের চরম উৎকর্ষতা দেখিয়ে আদর্শ চরিত্রের আদল দিয়েছেন। সেইরকম ভার্জিলের 'এনিস'—গ্রন্থে আদর্শবান অনুগত সন্তানের চরিত্রে সাহস আর বীরত্বের আদর্শ স্থাপন করেছেন। গ্রিক ও রোমান যুগের কবিরা এমন চরিত্র সৃষ্টি করতেন যা আদর্শস্থানীয়, প্রতীকী যা থেকে প্রেরণা পাবে উত্তরপুরুষ, তারা বাস্তবে যা হয় তা দেখাতেন না, কী হওয়া উচিত তাই দেখাতেন। এই চরিত্রগুলো সমস্ত গুণাবলির উদাহরণ হয়ে থাকত পরবর্তী যুগে। সেইরকম শিভালোরির জগতে এক ধ্রুবতারা হলো আমাদিস; সাহস, শৌর্য আর প্রেমে নাইটদের মধ্যে সে এক সূর্য। আমরা যারা প্রেম এবং শিভালোরি সংস্কৃতির পক্ষে তাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে আমাদিস; ভ্রাম্যমাণ নাইটরা সর্বশ্রেষ্ঠ এক নায়ককে অনুকরণ করলে শ্রে'ত্বের কাছাকাছি যেতে

পারবে নিশ্চয়ই। তার বিচক্ষণতা, সাহস, বীরত্ব, কষ্ট, স্থৈর্য এবং প্রেম ইত্যাদি গুণাবলির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাই যখন ঘৃণাভরে সেন্যোরা ওরিয়ানাকে প্রত্যাখান করে প্রায়শ্চিত্ত পালনের জন্যে চলে যায় 'পেন্যা পোবরে' (দুঃখী পাহাড়) নামক স্থানে, নিজের নাম পরিবর্তন করে নাম নেয় বেলতেনেব্রোস, নামটি যথেষ্ট অর্থবহ এবং তার কাজের সঙ্গে মানানসই। এই ব্যাপারে আমি তাকে অনুকরণ করতে চাই; তার অন্য বীরত্বব্যঞ্জক কাজ যেমন দৈত্যদের দেহ টুকরো করা, ড্রাগনের শিরোচ্ছেদ, ভয়ঙ্কর দানবদের নিধন করা, শত্রুকে নির্মূল করা, জাদুকরদের ছত্রখান করা ইত্যাদির তুলনায় এটা আমার পক্ষে সহজ। এই নির্জন পাহাড়ে প্রায়শ্চিত্ত পালনের উপযুক্ত পরিবেশ পাব, এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। তাই মনস্থির করেছি ওটা পালন করব।

সানচো বলল–তাহলে আপনি ঠিক করে ফেলেছেন যে এত দূরে, এই দুর্গম অঞ্চলে আপনি থাকবেন?

ডন কুইকজোট বললেন–এতক্ষণ কী শুনলি? বললাম না যে পাগলামো, সাহস আর রোমাঞ্চকর অভিযানে আমি আমাদিসকে অনুকরণ করব? শুধু তাই নয় সাহসী রোলদঁ–এর বলগাহীন কাজকর্ম অনুকরণ করব; এক ঝরনায় মেদোরোর সঙ্গে সুন্দরী আনহেলিকাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় শিকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলেছিল, ঝরনার স্বচ্ছ জলধারা কলুষিত করেছিল, মেষপালকদের হত্যা করেছিল, তাদের ভেড়াগুলোকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি, কত কুটির পুড়িয়ে দিয়েছিল, বাড়িঘর ভেঙে ফেলেছিল, তাদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আরো কত কত বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটিয়ে খ্যাতির চিরন্তন ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে। আমি কিন্তু রোলদঁ বা অরলান্দো কিংবা রেতোলান্দোর (তার এইসব নাম ছিল) সব কাজ অনুকরণ করতে চাই না, তার প্রেমের অভিযান অবশ্যই নকল করার মতো ঘটনা। আমাদিসকে অবশ্য আমি সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করতে চাই। কারণ ধ্বংসাত্মক কাজ ছাড়াও সে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার কাজ করে যশস্বী হয়ে আছে। সে এক আদর্শস্থানীয় ভ্রাম্যমাণ–নাইট।

ডন কুইকজোটের এসব কথা শুনে সানচো বলে–হুজুর, আপনি যাদের কথা বললেন সেইসব নাইটদের পাগল হওয়ার কারণ ছিল কিন্তু আপনার কী হলো? কোনো নারী আপনাকে অবজ্ঞা করেছে? আমাদের সেন্যোরা দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর মধ্যে বেচাল কিছু দেখেছেন? তিনি কি কোনো মুর অথবা খ্রিস্টানের সঙ্গে আপত্তিকর কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন? (মুর বলতে সানচো মেদোরোর কথা বলছে।)

ডন কুইকজোট বললেন–ওটাই আমার বিশেষত্ব। সানচো তোকে বলি, মনে রাখবি, অকারণে ভ্রাম্যমাণ–নাইট ক্ষিপ্ত হলে ভালো দেখায় না, আর তাতে আনন্দেরও কিছু থাকে না, বিনা কারণে, কোনো বাধা ছাড়া কিংবা প্রয়োজন ছাড়া উন্মত্ত হওয়া বিরল ঘটনা। আমার প্রেমিকা ভাববে বিনা কারণে আমি যদি এমন পাগল হই সত্যি কোনো কারণ থাকলে কতই না পাগলামো করব, প্রেমের বিশালত্ব এমনই বুঝলি! তাছাড়া দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর সঙ্গে এত দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা আমাকে অস্থির করার পক্ষে যথেষ্ট, যেমন তুই মেষপালক আমব্রোসিওর কথা শুনেছিস তো। প্রেমিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা না হলে ভয় আর সন্দেহ পীড়িত করে প্রেমিকাকে। সুতরাং এমন বিরল,

এমন সুখকর আর অভূতপূর্ব অনুকরণ থেকে আমাকে বিরত করার চেষ্টা করে বৃথা সময় নষ্ট করিস না। আমাকে পাগল হতে দে; আমি এখন উন্মাদ হয়েছি, আবার ভবিষ্যতেও হব! তুই আমার চিঠি নিয়ে যাবি দুলসিনেয়ার কাছে, তার উত্তর না আসা অবধি আমার এই পাগলামো কাটবে না; আমার অবিচল প্রেম দেখে তার উত্তর যদি ভালো হয় তাহলে শেষ হয়ে যাবে পাগলামো আর প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু যদি তা না হয় আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব আর তখন আমার কোনো বোধ থাকবে না। উত্তর এলে আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হব। যদি আমার আবেগকে ও মূল্য দেয় তাহলে আমি সুস্থ প্রাণবন্ত বোধ করব। আর যদি ও নির্দয় হয় তাহলে আমার অনুভূতিগুলো নষ্ট হবে। যাক, এখন বলত মামব্রিনোর হেলমেটটা ঠিক করে রেখেছিস তো? ওই অকৃতজ্ঞ পাগলটা ভাঙার চেষ্টা করছিল তখন তোকে দেখলাম ওটা তুলে রাখতে। ভালো জাতের জিনিস না হলে ভেঙে যেত।

সানচো বলে–বিষণ্ন বদন নাইটের মুখে আজগুবি কথা শুনে আর আজব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার আর ধৈর্য থাকছে না। রাজ্য জয় করা, আমাকে দ্বীপের রাজা করা, মানুষের উপকার করা, অকাতরে দান, ধ্যান করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই এখন মনে হচ্ছে গুলগাপ্পা বা গালগল্প। নাপিতের সরাকে আপনি বলছেন মামব্রিনোর হেলমেট। পাগল না হলে কেউ বিশ্বাস করবে একথা? চারদিন হলো ওই কথা ধরে আছেন। সজ্ঞানে মানুষ এমন করে? সরাটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি, আমি ওটা নিজের ব্যবহারের জন্যে বাড়ি নিয়ে যাব, বাড়ি যাওয়া এখন খোদার হাত, বউ আর ছেলেমেয়েদের কতদিন দেখিনি! মন কেমন করে।

ডন কুইকজোট–সহকারী হিসেবে তোর মতো ছোট্ট মাথা আমি দেখিনি, কোনো বইয়ে পড়িওনি। বুঝিস বড্ড কম। এ্যাদ্দিন আমার সহচর হিসেবে থেকে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের এত কাজ, এত বড় বড় গৌরবময় অভিযান সব গালগল্প মনে হলো তোর? আসল ব্যাপারটা কী জানিস? আমাদের মধ্যে ছায়াসঙ্গীর মতো লেগে আছে জাদুকরের দল, তাদের ইন্দ্রজালে সব কিছু বদলে যেতে পারে, যখন ওরা আমাদের পছন্দ করবে আমাদের মনের মতো কাজ হবে আর পছন্দ না হলে ওরা সব ছারখার করে দেবে, উল্টে পাল্টে দেবে বস্তু বা ঘটনা। আমার কাছে যেটা মামব্রিনোর হেলমেট তোর কাছে সেটা নাপিতের সরা। কোনো মহাঋষি আমাকে রক্ষা করার জন্যে এটাকে নাপিতের সরা বানিয়েছেন যাতে শত্রুরা চড়াও না হয়, অথচ সমঝদার মানুষ মাত্রেই এটাকে মহামূল্যবান মামব্রিনোর হেলমেট বলেই জানে। সরা ভেবে কেউ ওটা নিতে চাইবেন না যেমন ওটা ফেলে রেখে পালিয়েছিল সেই লোকটা। দাম বুঝতে পারলে ওটার জন্যে লড়াই করত। বন্ধু, সানচো, ওটা তোর কাছে রাখ, আমার এখন ওটা কোনো কাজে লাগবে না কারণ আমি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলব, জন্মের সময় গায়ে কিছু ছিল না, এখন ঠিক সেই রকম থাকব, প্রায়শ্চিত্তে আমি আমাদিসের চেয়ে রোলদাঁকেই বেশি অনুকরণ করব।

কথা বলতে বলতে ওরা এসেছে একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে, বিচ্ছিন্ন এই পাহাড়ের নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে সুন্দর একটি ছোট্ট নদী, এরই জন্য বোধ হয় পাহাড়টা একলা হয়ে পড়েছে। কচিঘাস, ঝোপঝাড়, অচেনা গাছ আর ফুলে ভরা

পরিবেশটায় এত মোহময় স্নিগ্ধতা, এত রমণীয় নির্জনতা যে 'বিষণ্ন-বদন নাইট' এই জায়গায় তার বিরহজনিত প্রায়শ্চিত্ত করবে ঠিক করলেন; এত সবুজ এত নৈঃশব্দ আর স্বর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সম্মোহিত নাইট এমন এক বক্তৃতা আরম্ভ করলেন যাতে মনে হচ্ছে যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তাও বুঝি শেষ হয়ে গেল-হে খোদা একবার দেখ, বিরহকাতর হতভাগ্য প্রেমিকের দিকে মুখ তুলে চাও, এই দুর্গম অঞ্চলে সে এসেছে ক্ষোভ প্রকাশ করতে, তোমার আশীর্বাদে বঞ্চিত এক প্রেমিক আমি; আমার অশ্রুধারা ওই পবিত্র স্বচ্ছ জলধারায় মিশে যাবে, আমার ব্যথাতুর আত্মার আবেগ প্রকাশিত হচ্ছে গভীর দীর্ঘশ্বাসে, তার নীরব হাহাকার রহস্যময় বৃক্ষদের পাতায় পাতায় আলোড়ন তুলবে। হে গ্রামীণ দেবদেবী যেখানেই তোমরা বিচরণ করো না কেন এই অসহায় প্রেমিকের রোদন কান পেতে শোন, বিচ্ছিন্নতা আর কাল্পনিক ঈর্ষার ভয়ে ভীত এক ভাগ্যহীন প্রেমিক এমন অচেনা স্থানে এসেছে শান্তি পেতে; পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর ক্রূরতায় বিহ্বল প্রেমিক আজ ক্ষোভ প্রকাশ করতে এসেছে, যে করুণাময় বনদেবীরা, অসহায় প্রেমিককে তোমাদের কাছে বেদনা প্রকাশ করতে দাও, তোমরা যাকে ঘৃণা কর সেই সামার্ত পশু-সুলভ দেবতা যেন তোমাদের শান্তি বিঘ্নিত না করে; ও আমার হৃদয়ের রানি, দুলসিনেয়া দেল তোবোসো, তুমি আমার তমসা দূরে ঠেলে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাও, তোমার জন্যে বেদনায় আমি গর্ব বোধ করি, আমার যাত্রাপথের দিশারী তুমি, তুমি শুকতারা, আমার অভিযানের পথপ্রদর্শক, তোমার কাছে আমার আকুল আবেদন, প্রেমিককুলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যে তাকে অবিশ্বাস কোরো না, তাকে যোগ্য মর্যাদা দাও, তোমার ওপর বর্ষিত হোক খোদার আশীর্বাদ। হে নিঃসঙ্গ নীরব বৃক্ষরাজি, আজ থেকে তোমরা আমার একমাত্র সঙ্গী, তোমাদের পাতার মৃদু গুঞ্জন, শাখাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ আমাকে আশ্বস্ত করে, আমি তোমাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় যেন পাই। হে আমার বিশ্বস্ত সহচর, আমার সুখ-দুঃখের সাক্ষী, তুমি সব লক্ষ করো যেন সবকিছুই প্রয়োজনমতো বলতে পারো। -এই কথাগুলো বলতে বলতে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন, লাগাম আর জিন খুলে ফেলেন, তার পেছনে চাপড় মেরে আদর করে বলেন-এখন যার কোনো স্বাধীনতা নেই সেই তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল, সাফল্য আর ব্যর্থতার সাক্ষী তুমিও, এবার শুরু হোক তোমার অবাধ বিচরণ, যেখানে খুশি ঘোরো, তোমার তুলনা মেলা ভার, আসতোলফোর ইপোগ্রিফো কিংবা ব্রাদামানতের চড়া দামে কেনা ফ্রোনতিনো তোমার ধারে কাছে আসতে পারে না। (এই নামগুলো ডন কুইকজোট নাইটদের গ্রন্থে পড়েছেন।)

এবার সানচো বলে-আমার গাধাটার ভাগ্যে আদরের চাপড় কিংবা এমন বিদায় সম্ভাষণ জোটেনি, সে কাউকে না জানিয়েই চলে গেছে। আমার মতোই সে হতভাগ্য, তার ভাগ্যে জোটেনি পাগলামোর এমন সুন্দর আশীর্বাদ। হুজুর 'বিষণ্নবদন নাইট,' আমার একটা কথা শুনুন, যদি সত্যি সত্যি আপনি উন্মাদ হওয়ার সংকল্প করে থাকেন এবং আমার ছুটি মেলে তাহলে রোসিনান্তের পিঠে, জিন লাগাতে হবে, আমি অতটা পথ হেঁটে গিয়ে কবে ফিরতে পারব বলতে পারছি না কারণ আমার তেমন হাঁটার অভ্যেস নেই।

ডন কুইকজোট বললেন—তোর মন যা চায় তাই কর। তবে তিনদিন পর দাবি, এই তিনদিন আমি যা করি সব ভালো করে লক্ষ কর যাতে দুলসিনোয়াকে সব গুছিয়ে বলতে পারিস।

সানচো বলল—যা এতদিন দেখলাম তার চেয়ে বেশি দেখার আর কী আছে? ডন কুইকজোট বলেন—এখনো তোর দেখার বাকি আছে অনেক কিছু। আমার অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেব, কাপড়-চোপড় খুলে ফেলব, পাহাড়ে মাথা ঠুকব আরও কত কী করব দেখিস। দেখলে তোর চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

সানচো তখন বলল—হুজুর দেখবেন, একবার মাথা ঠুকেই যেন আপনার প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হয়ে যায়, মাথায় আঘাত বড় ভয়ঙ্কর। এই প্রায়শ্চিত্তের ওসব একটু হালকা ভাবে নিলে হয় না? সবই কি একেবারে প্রাণপাত করে করতে হবে! মাথা যদি ঠুকতেই হয় কোনো নরম জিনিসে ঠুকুন না, যেমন জলে কিংবা তুলোর ওপর। আমি বাড়িতে গিয়ে বলব হুজুর হিরের চেয়েও শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে প্রায়শ্চিত্ত পালন করেছেন। আমার বউ শুনে ভড়কে যাবে।

ডন কুইকজোট বললেন—তোর সুপরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। তবে ব্যাপারটা কী জানিস, প্রায়শ্চিত্তে যা করণীয় তা নিয়ে ফাজলামো করা যাবে না, যা করব তা যেন সত্য হয়। যা করার তা না করে অন্য কিছু করা মানে মিথ্যাচার। শিভালোরির আইনে অত্যন্ত অন্যায়। মাথা যদি ঠুকি পাথরেই ঠুকব। তুই বরং আমার মলম বা তেল দিয়ে যাস। ভাগ্যটা খারাপ বলে অত দামি তেলটা হারিয়ে গেল।

সানচো বলে—আমার গাধা হারানোটা আরও বড় ক্ষতি, ওর পিঠে আমার ব্যাগ আর অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল, ব্যাগে ওষুধটাও রেখেছিলাম। কিন্তু হুজুর, ওই তেলের কথা আর তুলবেন না, ওটার নাম শুনে আমার পেট তো বটেই মাথাও গুলিয়ে ওঠে, বমি আর মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যায়। আর একটা ব্যাপার বলি হুজুর, আমাকে যে আপনি তিনদিন থাকতে বলছেন তা হয়ে গেছে ধরে নিন না, আমি যা দেখিনি তাও যেন দেখা হয়ে গেছে এরকম ভাবলে ক্ষতি কী? তার চেয়ে বরং সেন্যোরকে চিঠিটা লিখে দিলে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারতাম; আমাকে ফিরতেও হবে খুব শিগগির; আমি এসে এই শুদ্ধিকরণের শাস্তি থেকে আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

ডন কুইকজোট বলেন—এটাকে শুদ্ধিকরণের শাস্তির চেয়ে আরো খারাপ কিছু বলতে পারিস, নরক কিংবা যদি আরো খারাপ কিছু থাকে বলতে পারিস।

সানচো বলে—নরক বলব না কারণ শাস্ত্রে বলে সেখানে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না।

ডন কুইকজোট বলেন—বুঝিয়ে বল।

সানচো বলে—এতে বোঝাবার কী আছে? আপনি এখান থেকে বেরোতে পারবেন, নরকে গেলে আর নিস্তার নেই। যাই হোক রোসিনান্তের পিঠে চড়ে ওকে ছোটাতে পারলে যত শিগগির সম্ভব সেন্যোরা দুলসিনেয়ার কাছে গিয়ে আপনার এইসব পাগলামো, প্রায়শ্চিত্ত পালন ইত্যাদি বলব, তার হৃদয় কঠোর হলেও আপনার কথায় সে দুঃখ পাবে আর তারপরে আপনার চিঠির উত্তরে সে মিষ্টি কথা বলবে, তা নিয়ে ছুটে ফিরে আসব এবং এই নারকীয় শাস্তি থেকে আপনাকে উদ্ধার করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ ১৭০ www.amarboi.com ~

বিষণ্নবদন নাইট বললেন—বেশ, তুই যা ভেবেছিস তাই করবি। কিন্তু চিঠি লিখব কীভাবে?

সানচো জুড়ে দেয়—আর আমাকে তিনটে গাধা দেবেন বলেছিলেন সেটাও লিখবেন।

ডন কুইকজোট বলেন—নিশ্চয়ই সেটা থাকবে। এখানে তো আমাদের সঙ্গে কাগজ নেই, সুতরাং প্রাচীনকালে যা হতো, গাছের পাতায়, বাকলে কিংবা মোমে লিখতে হবে। মোও তো এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, শোন, একটা উপায় আছে। কার্দেনিওর যে পাকেট বইটা আমরা পেয়েছি সেইটাতে লিখব। প্রথম যে গ্রামে পৌঁছবি সেখানে ছেলেদের স্কুলের কোনো মাস্টার মহোদয়কে দিয়ে ওটার প্রতিলিপি তৈরি করবি, মাস্টার মহোদয় না থাকলে গির্জার পাদ্রি থাকবে, গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে হবে, নোটারি কিংবা মুহুরিদের দিয়ে লেখাবি না, ওদের হাতের লেখা কেউ বোঝে না।

সানচো জিজ্ঞেস করে—কিন্তু সই করবে কে?

ডন কুইকজোট বলেন—গাধার হুণ্ডি পকেট বইয়ের পাতায় লিখব, আমার ভাগনি আমার হাতের লেখা দেখে তোকে গাধা দিয়ে দেবে। প্রেমপত্রটায় সই করার জায়গায় এই কথাগুলো লিখতে বলবি, তোমার বিষণ্নবদন নাইট, আমৃত্যু তোমার প্রতীক্ষায়। কার হাতে চিঠি লেখা হলো, কে সই করল এসব ভারী অর্থহীন কারণ দুলসিনেয়া নিরক্ষর, আমার হাতের লেখা চিঠি বা অন্য কিছুও দেখেনি কোনোদিন। আমাদের প্রেম প্লেটোনীয়, গত বারো বছরে আমি খুব সতর্ক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছি মাত্র চারবার, এর মধ্যে ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বোধ হয় একবার, অথচ এই বারো বছর ধরে ওকে চোখের মণির চেয়েও আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু আমাদের এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটেনি; এমনই কঠোর শাসনে ওকে মানুষ করেছেন ওর বাবা লোরেনসো কোরচোয়েলো এবং মা আলদোনসা নোগালেস্।

সানচো বলে—বাঃ চমৎকার। লোরেনসো কোরচোয়েলার কন্যা হলো দুলিসিনেয়া দেল তোবোসো, আরেকটা নাম আছে তার—আলদোনসা লোরেনসো।

সানচো বলে—আমি বিলক্ষণ চিনি ওকে। গাঁয়ের বেশ নামকরা মেয়ে। ঢ্যাঙা পুরুষালি চেহারা, বেশ শক্তপোক্ত গড়ন, ভ্রাম্যমাণ—নাইটকে বেশ সাহায্য করতে পারবে। আর গলা কী! একবার আধ—লিগ দূরের চাষিদের ডাকছিল গির্জার মাথায় উঠে ওরা গলা শুনে ভাবল যেন গির্জার মধ্যেই আছে। হেঁড়ে গলা আর কাকে বলে। ওর গুণও আছে, ছেনালিপনা করে না তবে সবার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে, সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। আমি আপনাকে বলতে পারি আপনি বেশ চুটিয়ে প্রেম করতে পারেন, ওর জন্যে ডুবে মরতে পারেন, গলায় দড়ি দিতে পারেন, যারা জানবে তারা কিন্তু খুব ভালো পছন্দ হয়েছে বলবে না। এখনই একবার ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে, অনেকদিন দেখিনি ওকে। এখন তো ভালো করে চিনতেও পারব না কারণ মাঠে ঘাটে কাজ করে তো, রোদে আর মাঠের হাওয়ায় মেয়েদের মুখ বদলে যায়।

হুজুর, আমি এতদিন কী ভেবে এসেছি জানেন? স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি ভেবেছি সেন্যোরো দুলসিনেয়া একজন নামি রাজকুমারী যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে আপনি যুদ্ধ জয়ের অনেক ভেট পাঠিয়েছেন যেমন, পরাজিত বাস্কবাসী কিংবা দাঁড় টানা

ক্রীতদাস হয়তো তার পায়ের কাছে পড়ে বলেছে যে ওরা আপনার পাঠানো উপহার, ভেবেছি এসব হয়তো আমি আপনার কাজে লাগবার আগেই ঘটেছে। কিন্তু সেন্যোরা আলদোসনা লোরেনসো, না, দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর কাছে কী পাঠাবেন? যদি কোনো বন্দি তার পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। বন্দি যখন দেখবে রানি খড় কাটছে কিংবা ফসল মাড়াই করছে, ওরা দৌড় দেবে আর ও হয় হাসবে কিংবা রেগে আগুন হয়ে যাবে।

ডন কুইকজোট বললেন–সানচো, আগে তোকে অনেকবার বলেছি তোর জিভটা একটু সামলাতে হবে। কথা তুই ভালো বলিস কিন্তু মাজে মাঝে এমন বাড়াবাড়ি করিস যে তেতো হয়ে যায়। মাথা মোটাদের ভালো কথা তো লাভ নেই। তবুও তোকে একটা গল্প বলছি শোন। একজন ধনী, সুন্দরী সুশিক্ষিতা বিধবা এক সাধারণ লোকের প্রেমে পড়েছিল, মহিলার অহঙ্কার বলে কিছু ছিল না। লোকটি গির্জায় মজুরের কাজ করত। ওর ওপরওয়ালা এমন প্রেমের কথা শুনে মহিলাকে সুদপদেশ দিল–আপনার মতো ধনী, সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে অমন একটা চ্যাংড়ার সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছেন সেটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাদের প্রতিষ্ঠানে কত শিক্ষিত সুন্দর যুবক আছে যারা কলা ও বিজ্ঞানে কত লেখাপড়া করেছে তাদের কাউকে আপনি পছন্দ করতে পারতেন। ও ছেলেটার না আছে শিক্ষা, না আছে বংশ পরিচয়, ও একেবারেই বেমানান হবে আপনার সঙ্গে। সেই গম্ভীর জ্ঞানী মানুষটির মহিলা বলল–আপনারা প্রাচীনপন্থী, ভুল ভাবছেন, আজকের দিকে ওসব মতবাদ চলে না, তাছাড়া আমার পছন্দে কোনো ভুল নেই, আপনাদের চোখে ও এক মূর্খ, কিন্তু আমি জানি ও এ্যারিস্টটলের চেয়ে কম নয়, বরং ও দর্শন সম্বন্ধে হয়তো বেশি জানে। বুঝলি কিছু? আমি দুলসিনেয়াকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকুমারী মনে করি। কবিরা যে নারীদের এমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে তারা সবাই কি তেমন? আমারিলেস্, ফিলি, সিলভিয়া, দিয়ানা, গালাতেয়া, আলিদা যাদের নিয়ে কত গল্প কত নাটক লেখা হয়েছে, যাদের গল্প চুল কাটার সেলুন থেকে শুরু করে বড় বড় জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তারা সবাই কি রক্ত-মাংসের মানুষ? এমন কথা বিশ্বাস করলে তোকে বোকাই বলব। কবি বা গল্পকারেরা কল্পনায় কত সুন্দরী নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছে, এটা তাদের এক স্বর্গীয় অনুভব থেকে হয়। তাছাড়া পাঠক বুঝতে পারে যারা এমন চরিত্র সৃষ্টি করে তারা প্রেমিক এবং সৌন্দর্যের পূজারী।

আমার কল্পনায় আলদোনসা লোরেনসো সুন্দরী এবং পবিত্র; মেয়েদের জন্ম বা বংশ পরিচয় নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ যত কিছু খেতাব বা সম্মান সব আমাদের মতো পুরুষদেরই কেবল দেওয়া হয়। তাই বলছি ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকুমারী। সানচো তোর জানা উচিত নারীর দুটো গুণের জন্যে আমরা প্রেমে পড়ি, মুখ্যত এই দুটো আমাদের আকৃষ্ট করে, সৌন্দর্য এবং কলঙ্কহীন যশ। দুলসিনেয়ার মধ্যে দুটোই আছে। সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়া আর নিষ্কলঙ্ক যশেও তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না। আমি যেমন চাই তেমনি কল্পনা করেছি। এটাই হলো আসল কথা।

রূপে-গুণে তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না হেলেন, লুক্রেসিয়া কিংবা অন্যান্য বিখ্যাত নারীরা যারা গ্রিক, রোমান অথবা বর্বরদের যুগে বন্দিত হয়েছে। সুতরাং

পৃথিবীর মূর্খ লোকেরা যা ইচ্ছে বলতে পারে, আমার নিজস্ব নৈতিক মাপকাঠিতে সে অনন্যা।

সানচো বলে—হুজুর আপনার ভাবনা অনুসারে যা বলেছেন একেবারে সঠিক। আমি নিজেই এক গাধা, আমার মুখে এসব কথা মানায় না। যে লোক গলায় দড়ি দেয় তার বাড়িতে গাধার গলার দড়ি চাওয়া বোকামি। যাই হোক চিঠিটা পেলে আমি এবার বেরিয়ে পড়তে পারি।

ডন কুইকজোট পকেট বইতে চিঠি লিখে বললেন সে যেন পুরোটা মনে রাখে। কারণ দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, আর ভাগ্য খারাপ হলে সব সময় অঘটনের কথা মাথায় ঘোরে।

সানচো বলে—হুজুর আপনি দু-তিন জায়গায় লিখে রাখুন মনে রাখার কথা বলবেন না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব কম, মাঝে মাঝে নিজের নামটাও মনে রাখতে পারি না। কী লিখলেন শোনার একবার, খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

ডন কুইকজোট বললেন—তাহলে শোন।

দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর কাছে ডন কুইকজোটের চিঠি

মুক্তমনা মণিহার, মহীয়সী সুন্দরী, মধুরতম দুলসিনেয়া দেল তোবোসো, তোমার বিরহে কাতর, হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণায় দগ্ধ প্রেমিক তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করছে যদিও তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো নেই। তোমার সৌন্দর্য যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তোমার সাহস যদি আমার দুর্বলতাকে রক্ষা না করে, তোমার উপেক্ষা যদি আমাকে আরো দুর্বল করে দেয়, আমি যন্ত্রণায় একেবারে মরে যাব। কারণ আমার যন্ত্রণা যেমন মারাত্মক তেমনি দীর্ঘস্থায়ী। হে সুন্দরী অকৃতজ্ঞ আমার শত্রু প্রেমিকা, আমার সহচর সানচো তোমাকে বলবে প্রেম এবং তোমার সামান্য করুণা পাই তাহলে আমি বলছি আমি বেঁচে যাব আর তোমারই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি আমাকে হতাশায় ঠেলে দাও, আমি ধৈর্য সহকারে মেনে নেব, তারপর আমার শ্বাসরুদ্ধ হবে, জয়ী হবে তোমার নিষ্ঠুর হৃদয় আর আমার প্রেম। আমৃত্যু প্রতীক্ষায়—(বিষণ্ন বদন নাইট)।

চিঠি শুনে সানচো বলে—ওঃ, বাপের জন্মে এত সুন্দর কথা শুনিনি। আপনার মনের কথা কি সুন্দর গুছিয়ে লিখেছেন, কিছুই বাদ যায়নি। আর কেমন বুদ্ধি করে লিখে দিয়েছেন 'বিষণ্ন বদন নাইট,' আহা! সত্যি সত্যি বলছি হুজুর, আপনার অজানা কিছুই নেই এই জগৎ সংসারে।

ডন কুইকজোট বলেন—সব কিছুই জানা দরকার, বিশেষত আমার যা পেশা তাতে অনেক কিছুই লাগে।

সানচো বলল—হুজুর, উল্টো পৃষ্ঠায় গাধার কথাটা একটু লিখে দিন যাতে ওরা বুঝতে পারে ওটা আপনার হাতে লেখা।

ভাগনিকে চিঠি লিখে ডন কুইকজোট তাকে পড়ে শোনালো।

স্নেহের ভাগনি, এই চিঠি পড়ে আমি যে পাঁচটা গাধা রেখে এসেছি তার তিনটে আমার সহচর সানচো পানসাকে দিয়ে দেবে। রসিদ নিয়ে রাখবে, যথাসময়ে দাম পেয়ে যাবে। বাকি গাধাগুলো তোমার জিম্মায় যেমন আছে তেমনি থাকবে।

সিয়েররা মোরেনার শিখর ২২ আগস্ট, এই বছর।

সানচো বলল—ঠিকই হয়েছে তবে নিচে আপনার নাম দিলে নিখুঁত হতো।

ডন কুইকজোট বললেন—আমার পুরো নাম দেবার দরকার নেই। দুটো আদ্যাক্ষর থাকলে তিন কেন তিনশো গাধা দিয়ে দেবে।

সানচো বলল—আমি তাহলে রোসিনান্তের লাগাম, জিন পরিয়ে নিচ্ছি, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনার পাগলামোর জারিজুরি চলুক, আমি সেন্যোরাকে আরো বাড়িয়ে বলব যাতে তার মন একেবারে গলে যায়।

ডন কুইকজোট বললেন—দাঁড়া, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি একেবারে উলঙ্গ হয়ে কিছু আচার অনুষ্ঠান করব, তুই স্বচক্ষে দেখবি। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে এত রকম জিনিস করব, তোকে আর বাড়িয়ে বলতে হবে না। মনে হবে তুই হাজারটা উপচার দেখেছিস।

সানচো বলল—হুজুর, আপনি তো আমাকে ভালোবাসেন, তাই বলছি চোখের সামনে আপনাকে উলঙ্গ হতে দেখলে আমার কান্না পাবে। গাধা হারানোর পর থেকে খুব কেঁদেছি, কাঁদবার শক্তিও আমার আর নেই। তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব। আমি আপনার সেন্যোরার চিঠি নিয়ে আসব, না লিখতে চাইলে জোর করে লেখাব। পৃথিবীর সেরা নাইটকে উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা ওর হবে না। বলুন একটা চিঠি পাবার যোগ্যতা তার অবশ্যই আছে, না পেলে পাগলামো সারবে না। আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, আপনার যাতে ভালো হয় তাই করব। আমার মুখের ওপর কথা বলতে পারবে না, সে জানে তাহলে আমি হাঁড়ি ফাটাব।

ডন কুইকজোট বলেন—দেখছি তুই আমার মতোই পাগল।

সানচো বলে—না, না, আমি অতটা নই, তবে আমার রাগটা বেশি। যাক সে কথা এখন বলুন তো আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কী খাবেন? কার্দেনিওর মতো রাস্তায় গিয়ে মেষপালকের খাবার কেড়ে খাবেন?

ডন কুইকজোট বলেন—ও নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, ভালো খাবার পেলেও আমি খাব না, এখানকার জঙ্গলে আর মাঠে যে সব শেকড়বাকড় পাব তাই খাব, আর এখন আমাকে উপোস থাকতে হবে, এটা আমার কৃচ্ছসাধনের সময়।

সানচো বলে—আমার ভয় করছে কী জানেন? এ এমন এক গোপন বিচ্ছিন্ন জায়গা যে এখান থেকে বেরিয়ে ঠিক চিনে আসতে পারব তো?

ডন কুইকজোট বলেন—আগেই ভালো করে দেখে যা, তুই না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানই থাকব। তাছাড়া তোর আসার সময় আন্দাজ করে ওই সামনের পাহাড়ের চূড়োয় উঠে আমি বসে থাকব যাতে তুই জায়গাটা চিনতে পারিস। তবে আরো একটা ভালো পন্থা আছে। কিছু ডালপালা কেটে রাস্তায় রেখে যা, সমতলে নামার আগে পর্যন্ত ওগুলো দেখে পাহাড়ি পথটা খুব সহজেই চিনতে পারবি। এই ব্যাপারে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে পেরসেও যেমন ফিরে এসেছিল সেইটা অনুকরণ করতে হবে।

সানচো পানসা বলল—ঠিক বলেছেন, আমি তাই করব।

সে কিছু ডালপালা কেটে ডন কুইকজোটের আশীর্বাদ চাইল, দুজনের চোখেই জল, রোসিনান্তেকে যথেষ্ট যত্ন নিতে বলে দিলেন সানচোর মনিব। মনিবের উপদেশ

মেনে সে যাবার পথে গাছের শাখাগুলো ফেলে দিতে দিতে এগিয়ে গেল। কিন্তু যাবার মুহূর্তে ডন কুইকজোট কিছু উপহার দেখে যেতে বলেছিলেন বলে প্রায় একশো পা গিয়েও ফিরে এসে বলল–হুজুর, আমি তো অনেকটাই দেখেছি তবুও যাবার আগে অন্তত একটা পাগলামি দেখে যাই।

ডন কুইকজোট বললেন–তোকে কিছু দেখাব বলেই তো থামতে বলেছিলাম।

ব্রিচেস এবং কোমরের ওপর যে পোশাক পরেছিলেন সব খুলে ফেললেন। দু'বার লাফ দিয়ে দু'বার মাথাটা গোড়ালি পর্যন্ত নামালেন, পা ওপর দিকে তুললেন, এসব খেলা সানচোর দেখা ছিল বলে সে আর অপেক্ষা করল না, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, যাবার আগে তার মনিবের পাগলামো সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হলো। বেশ খুশি হয়ে সে মনিবকে একা ওই নির্জন পাহাড়ে রেখে চলে গেল আমরা ওর যাওয়া আর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। ফিরে আসতে দেরি হয়নি।

২৬

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে অর্ধনগ্ন ডন কুইকজোট কয়েকবার লাফ দিলেন, কয়েকবার মাথা পায়ে ঠেকালেন, এইসব কারিকুরির পর দেখেন সানচো চলে গেছে, তখন একটা পাহাড়ের উঁচু এক জায়গায় বসে ভাবতে লাগলেন যেটা আগেও বহুবার ভেবেছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পৌঁছতে পারেননি, প্রশ্নটা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত পালনে কাকে তিনি অনুকরণ করবেন বলাগাহীন অভিযানের নায়ক রোলদাঁকে, না, বিষণ্ন নাইট আমাদিসকে। ভাবতে ভাবতে নিজের মনে বলতে শুরু করলেন–সবাই বলে রোলদঁর মতো সৎ এবং সাহসী নাইট দুর্লভ, সে অক্ষত অমর থাকার কথা, তার জুতোয় সাতখানা লোহার সোল লাগানো থাকত কিন্তু ইন্দ্রজালের বলে একটা লম্বা পিন জুতোর হিলের মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে মেরে ফেলা হলো, বেরনার্দো দেল কার্পিও এটা জেনে ফেলেছিল বলেই রঁসভেলের যুদ্ধে তার হাতেই মরতে হলো বেচারা রোলদঁকে। সাহসের কথা ছাড়াও যদি তার উদ্ভট আচরণের কথা ধরি এটা মানতেই হবে যে সে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়েছি; স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতায় সে ক্ষিপ্ত হয়নি, হয়েছিল অন্য ঘটনায়, আগ্রামানতের পেজ বয় কোঁকড়া চুল এক যুবক মুর, মেদোরো, সুন্দরী আনহেলিকার সঙ্গে দু'দিনের বেশি দিবানিদ্রায় (সিয়েস্তা) একসঙ্গে শুয়েছিল–এই ঘটনার কথা শুনে সে অমন উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। আমার জীবনে তো এমন কিছু ঘটেনি, তাহলে আমি তাকে অনুকরণ করব কীভাবে? আমি নিশ্চিত জানি যে আমার দুলসিনেয়া দেল তোবোসো কোনোদিন কোনো মুরকে চোখে দেখেনি এবং এখনো তার মায়ের মতোই নিষ্পাপ, অবিশ্বাস এলে তার সম্মানহানি ঘটবে, তার আচরণ সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে আমি রাগী রোলদঁকে নকল করতে পারি না। অন্যদিকে আমাদিস দে গাওলা এমন উন্মত্ত না হয়েও ইতিহাসে প্রেমিক হিসেবে বিখ্যাত এক নাম হয়ে আছে, ইতিহাস পড়ে তার বিষণ্নতা বিষয়ে যা জেনেছি তা এইরকম–"সেন্যোরা ওরিয়ানা তার মুখদর্শন করবে না বলায় সে আহত হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত পালনের জন্যে চলে যায় পেন্যা পোবরেতে (দুঃখী পাহাড়ে), সন্ন্যাস নিয়ে সে এতই কেঁদেছিল যে খোদা তাকে

সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে আমি শুধু শুধু এমন সুন্দর গাছ ওপড়াবো কেন? কেন আমি এই শান্ত-স্নিগ্ধ নদীর জল কলুষিত করব? যে নদীর জল আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে, কেন এর ওপর ক্রুদ্ধ হব? দীর্ঘজীবী হোক আমাদিস্ দে গাওলা, ডন কুইকজোট দে লা মানচা তাকেই অনুসরণ করবে। একই ঘটনায় আমরা দুজনেই দুঃখ ভোগ করছি, তার জীবন্ত প্রতিলিপি আমি, তার কাজ এত মহান যে আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। যদিও দুলসিনেয়া আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেনি তবুও বিচ্ছেদ বেদনায় আমি আমাদিসেরই মতো। ব্যস্, আমার আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই! আমাদিসের অসাধারণ অভিযানগুলো আমার মনে পড়ছে, সেই আমার পথপ্রদর্শক। তাঁর মনে পড়ল আমাদিস দুঃখ নিরসনের জন্যে প্রার্থনা করেছে, জপতপ করেছে, আধুনিক আমাদিস জপতপ প্রার্থনার পথ বেছে নিলেন, পুঁতির বদলে বুনো ফলের মালা তৈরি করে নিলেন, এই তো তার উপযুক্ত জপের মালা, কিন্তু মুশকিল হলো তার স্বীকারোক্তি শোনার মতো কোনো সন্ন্যাসী নেই; কার কাছে তিনি দুঃখের কথা বলে একটু সান্ত্বনা পাবেন? যাই হোক সবুজ ঘাসের মাঠে পায়চারি করতে করতে প্রেমের কথা স্মরণ করে তার সুখানুভূতি হয়, বিরহের জ্বালা আর দুলসিনেয়ার প্রশস্তি নিয়ে কবিতা লেখেন, লেখেন বালিতে, আর গাছের বাকলে, কিন্তু সবগুলো পাওয়া যায়নি, মাত্র কয়েকটি স্তবক পাওয়া গেছে, যেমন,

উচ্চশির বৃক্ষরাজি কত দূরে তোমরা
আর এত সবুজ লতাগুল্ম ঘাস,
তোমরা বুঝতে পার না কেন
আমার অসীম বেদনা?
তবু তোমাদের বলি আমার
পবিত্র ক্ষোভ বড় ভয়ঙ্কর
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, তবু শব্দহীন।
একবার চেয়ে দেখ নিচে
ডন কুইকজোটের চোখের জল,
শুধু একবার দেখা দিক
তোবোসোর দুলসিনেয়া।
লুকিয়ে মুখ তোমার প্রেমিক
আজ্ঞাবহ দাস তোমার
শীর্ণ শরীর শুষ্ক মুখ
প্রেমের আগুনে দগ্ধ হৃদয়।
দেখে চেয়ে একবার
ডন কুইকজোটের চোখের জলে
স্নান করে রুক্ষ পাথর
কোথায় আমার সেই
তোবোসোর দুলসিনেয়া।

রোদে পোড়া কঠিন পাহাড়ে
নির্জন উদাসী হাওয়া
গেয়ে যায় বিষণ্ণ বার্তা
দীর্ণ হৃদয় জীর্ণ প্রাণ
বৃথা যেন অন্বেষণ, ব্যর্থ সব আশা
তাই কাঁদে ডন কুইকজোট
কোথায় সেই রূপবতী হায়,
তোবোসোর দুলসিনেয়া।

কবিতাগুলোয় দুলসিনেয়া নামের সঙ্গে তোবোসো জুড়ে দেওয়ায় অনেকেই পড়ে খুব হেসেছে, ডন কুইকজোট স্বীকার করেছেন যে তার প্রেমিকার জন্মস্থানের উল্লেখ না থাকলে পাঠক বুঝতে ভুল করতে পারে এবং দেল তোবোসো থাকায় অনেক পাঠকের একই কথা মনে হয়েছে। কবিতা লিখে নাইট অনেকটা সময় কাটান, একঘেয়ে লাগে তার, কিছু গদ্য লিখে তার বেদনা প্রকাশ করেন, তাঁর দীর্ঘশ্বাস শোনে বাতাস, বনের দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে দুঃখ ভুলতে চান, জলপরীদের আহ্বান করে বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান; বাকি সময় শেকড়বাকড় তোলেন, এইসব অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় তাঁর শরীর আধখানা হয়ে গেছে, সানচো তিনদিনের বদলে তিন মাস যদি না আসত তাহলে বিষণ্ণ বদন নাইটের চেহারাখানা এতই বদলে যেত যে তার–মা–ও ছেলের মুখ দেখে চিনতে পারতেন না।

আমরা এখন ডন কুইকজোটকে তার বিরহ যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস আর প্রেমের কবিতায় বন্দি রেখে একবার দেখে নিই সানচো পানসার কী হলো। ডন কুইকজোটের বার্তা সে পৌঁছে দেবে সেন্যোরা দুলসিনেয়ার কাছে। পাহাড় থেকে সে বড় রাস্তা ধরে চলেছে তোবোসোর পথে। পরের দিন সে পৌঁছল সেই সরাইখানায় যেখানে কয়েকজন লোফার ছেলে তাকে কম্বলে ফেলে লোফালুফি করেছিল; ওই বাড়িটার কাছে আসামাত্রই হাওয়ায় দোলার কথা মনে পড়ায় সে ওখানে ঢুকতে চাইছিল না, কিন্তু খাওয়ার সময় হয়েছে আর অনেকক্ষণ আগে ঠাণ্ডা খাবার খেয়েছে, একটু গরম মাংস খেতে চাইছিল সে। সেই লোভে সে সরাইখানার সামনে দাঁড়াল, ভাবছে ভেতরে যাবে কিনা, এমন সময় ভেতর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এলো। এরা সানচোকে চিনতে পেরেছে।

–দেখুন তো পাদ্রিবাবা, এই সেই সানচো পানসা না? পরিচারিকা বলেছিল আমাদের অভিযাত্রীমশায় একেই তার শাগরেদ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাই না?

পাদ্রি বলেন–ঠিক তাই, আর ওই দেখুন আমাদের ডন কুইকজোটের ঘোড়া। পাদ্রিবাবা এবং নাপিত সেই গ্রামেরই লোক, তাদের চিনতে ভুল হয়নি। এই দুই প্রতিবেশী ডন কুইকজোটের গ্রন্থাগারে অভিযান চালিয়ে বই বাছাই করেছিল। খারাপ বইগুলো ওরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। সানচো পানসা এবং রোসিনান্তেকে চিনতে পেরে ডন কুইকজোটের খবর নেবার জন্যে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাদ্রিবাবা তার নাম ধরে ডেকে বললেন–সানচো, আমাদের বন্ধুর কী খবর?

সানচো ওদের চিনতে পারল কিন্তু তার মনিব কী করছে, কোথায় আছে এসব বলতে চায়নি, সে বলল মনিব কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছে, কোথায় আছে সে জানে না।

নাপিত বলল—না, না, মিথ্যে কথা বলো না সানচো। তোমার মনিব কোথায় আছে না বললে আমরা ধরে নেব তাকে খুন করে তুমি তাঁর ঘোড়া চুরি করেছ। আজেবাজে কথা না বলে সত্যি কথা বলো। নইলে বুঝতেই পারছ তোমার পেছনে পুলিশ লাগাবো।

—আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছেন, আমি চুরিও করিনি, খুনও করিনি কাউকে, নিজের ভাগ্যে কিংবা খোদার অভিশাপে লোকে মরে। আমার মনিব এখন এই পাহাড়ের চুড়োয় মনের সুখে প্রায়শ্চিত্ত পালন করেছ।

তারপর ওকে আর কিছু বলতে হলো না, গড়গড় করে সে তাদের অভিযানের কথা বলল এবং বলল যে এখন সে মনিবের প্রেমিকা লোরেনসো কোরচোয়েলের মেয়ে দুলসিনেয়া দেল তোবোসোর কাছে যাচ্ছে। তার কাছে মনিব একটা দারুণ প্রেমপত্র লিখেছে।

সানচো পানসার কথা শুনে ওরা বেশ অবাক হলো। ডন কুইকজোটের পাগলামো সম্বন্ধে ওরা আরো কিছু শুনল, ওদের ধারণা, পাগলামি বেড়েছে এবং এতসব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে ওর বিস্ময় অনেক বেড়ে গেল। ওরা দুলসিনেয়াকে লেখা চিঠি দেখতে চাইল। সানচো বলল, ওটা একটা পকেট বইয়ে লেখা আছে, তার মনিবের হুকুম যে গাঁয়ে সে যাবে সেখানে ছেলেদের স্কুলের শিক্ষক কিংবা কোনো পাদ্রিবাবাকে দিয়ে ওর প্রতিলিপি বানাতে হবে। পাদ্রিবাবা নিজে ওটা করে দেবেন বলায় সানচো ওটা বের করবার জন্যে বুক পকেটে হাত ঢোকাল; হায়! পকেট—বই নেই, অনেক খুঁজেও পেল না, সানচো ওটা পাবে না কারণ ডন কুইকজোট তাকে ওটা দেননি।

বইটা না পেয়ে সানচোর মুখ শুকিয়ে গেল, সারা দেহ হাতড়েও পেল না, রাগে আর হতাশার দাড়ি ছিঁড়তে লাগল, কপাল চাপড়াল, দেওয়ালে মাথা ঠুকল, নাক দিয়ে রুক্ত বেরিয়ে পড়ল, তবুও পেল না। ওকে এমন করতে দেখে নাপিত আর পাদ্রিবাবা জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে তার।

সানচো বলল—হে খোদা আমি কী করলাম! দুর্গের মতো দামি জিনিসটাও হারিয়ে গেল। এ কী করলাম আমি?

নাপিত জিজ্ঞেস করল—সে আবার কী?

সানচো বলল—পকেট বইটা হারিয়ে ফেলেছি, দুলসিনেয়ার চিঠি ছাড়াও মনিব তিনটে গাধা দেবার হুণ্ডি লিখে দিয়েছিল ওর ভাগনিকে। আমার তিন তিনটে গাধা। আমার হুণ্ডি! সব গেল আমার, সব গেল।

এইরকম কাঁদো কাঁদো গলায় কীভাবে তার গাধা হারিয়েছে সানচো ওদের বলল। পাদ্রি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে তার মনিবকে বলে আরো একাবার হুণ্ডি লিখিয়ে নিতে হবে, পকেট বইয়ে এরকম লেখার নিয়ম নেই। আলাদা কাগজে লিখতে হয়। না হলে হুণ্ডির দাম থাকে না।

পাদ্রিবাবার কথা শুনে সানচো বল পায়; বলে যে দুলসিনেয়ার চিঠির জন্যে কোনো ভয় নেই। কারণ সবটাই ও ঠোঁটস্থ করে রেখেছে।

নাপিত বলল—তাহলে শোনা যাক কী লিখেছে, তারপর ওটা সাজিয়ে কাগজে লিখে দেব।

সানচো মনে করার চেষ্টা করছে। একবার মাথা চুলকোল, কথাগুলো ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না, বাঁ পা ডান পায়ে, ডান পা বাঁয়ে দিয়ে দাঁড়ায়, মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, আকাশে চোখ তুলে ভাবে, আবার নিচে চোখ নামায়, বুড়ো আঙ্গুলের নখ খায়, নাপিত আর পাদ্রিবাবার উৎসুক চাহনি, অনেকটা সময় কেটে যায়, শেষে সে বলে–পাদ্রিবাবা, শয়তানের খেলা, ওই গোলমেলে চিঠিতে কী যেন লেখা ছিল, শুধু প্রথম দিকের কথাগুলো এইরকম–

জনাব মজাদার সেন্যোরা

নাপিত বলল–না, না, ভুল করছ! বোধহয় লিখেছে 'মহীয়সী সম্রাজ্ঞী।'

সানচো বলে–ওই রকমই কী যেন, একটু দাঁড়ান, পরের কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করি! আঃ হা! মনে পড়েছে এবার –'সে আহত, ঘুমোতে চায়, তারপর সে তোমার হাতে চুমু খায়, অকৃতজ্ঞ অচেনা সুন্দরী, না, ঠিক মনে পড়ছে না, স্বাস্থ্য আর রোগ নিয়ে কী লিখেছিল,–আবার সে মনে করার চেষ্টা করে, তারপর বলে,–শেষে লেখা ছির 'তোমার আমৃত্যু, বিষণ্ন বদন নাইট'

সানচোর স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ নাপিত এবং পাদ্রিবাবা, ওরা তার ভূয়সী প্রশংসা করে আরো দু'বার বলতে বললেন যাতে ওরা চিঠিটা লিখে ফেলতে পারেন। সানচো আরো তিনবার বলল আর তিন হাজার বাজে কথা আওড়ে গেল। তারপর তার মনিবের নানা ঘটনার বিবরণ দিল কিন্তু যে সরাইখানার দরজায় ওরা বসে আছে সেখানে তাকে কম্বলে ফেলে দোলানোর ঘটনাটা একদম চেপে গেল। তারপর বলল সেন্যোরা দুলসিনেয়ার চিঠির উত্তর নিয়ে ফিরে গেলে মনিব সম্রাট হতে পারবে, সম্রাট যদি না হয় রাজা তো হবেই, ওদের দুজনের এ নিয়ে পাকা কথা হয়ে গেছে, মনিবের সাহস আর বাহুবল যা আছে তাতে এটা এমন কিছুই নয়, রাজা হবার পর মনিব তাকে রানির এক সুন্দরী সহচরীর সঙ্গে বিয়ে দেবে, আর এই মহিলা মূল ভূখণ্ডের কোনো বড় দেশের রানি হবে; দ্বীপ টিপ তার পছন্দ নয় বলে এইরকম ঠিক হয়েছে।

সানচো খুব আন্তরিকভাবে কথাগুলো বলছিল বলে ওরা বাধা দিল না তবে বুঝতে পারল যে ডন কুইকজোটের পাগলামো একেও অনেকটা গ্রাস করেছে। ওরা সানচোকে প্রার্থনা করতে বলল যাতে তার মনিবের শরীর ভালো থাকে, তাহলেই ওদের আশা পূর্ণ হবে, সম্রাট না হলে তার মনিব অন্তত আর্চবিশপ তো হতে পারবে।

সানচো বলল–আচ্ছা, মনে করুন, মনিব সম্রাট না হয়ে আর্চবিশপ হলো, হয়তো ভ্রাম্যমাণ আর্চবিশপ হওয়ার খেয়াল হলো, তাহলে তার সহচর কী পাবে?

পাদ্রিবাবা বললেন–গির্জায় অনেক বাঁধা মাইনের চাকরি আছে। যেমন প্যারিশ পুরোহিত, সাইনিকুয়া, সাক্রিস্তান, গির্জার ভেতরে থাকলে পুজোপাঠ প্রার্থনার সঙ্গে জড়িত যে কোনো কাজ–এসব আরামের চাকরি আয়ও বেশ ভালো।

সানচো বলে–গির্জায় পুজো পাঠ প্রার্থনার কাজে বিবাহিত লোক তা রাখবে না, তাছাড়া অন্তত অক্ষরজ্ঞান থাকা দরকার। দুটোতেই আমি আটকে যাব। আমার মনিব সম্রাট না হয়ে যদি আর্চবিশপ হতে চায় তাহলে আমি তো মহাফাঁপড়ে পড়ে যাব।

নাপিত বলে—সানচো তুমি অত চিন্তা করো না। ওকে বুঝিয়ে বলব, শুধু বলা কেন, খানিকটা জোর খাটাব যাতে সে সম্রাট হয়, তাছাড়া যেহেতু তার বিদ্যার চেয়ে বাহুবল বেশি বিবেকের দিক থেকে দেখলে আর্চবিশপের চেয়ে সম্রাট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সানচো বলে—আমারও তাই মনে হয়, যদিও দুটো হবার ক্ষমতাই তার আছে। তবুও আমি খোদাকে বলব যেন তাঁর অসীম দয়ায় আমার মঙ্গল হয়।

পাদ্রি বললেন—এই তো ভালো মানুষের মতো কথা, তুমি খাঁটি খ্রিস্টান। এখন দরকার হচ্ছে তোমার মনিবকে বোঝানো যে এইসব অর্থহীন প্রায়শ্চিত্তে কোনো লাভ হয় না; চল ভেতরে গিয়ে আমরা এসব ব্যাপারে আলোচনা করব; আমার খাবারও বোধহয় তৈরি হয়ে গেছে, খেতে খেতে কথা বলব। সানচো ওদেরকে যেতে বলে, সে ভেতরে ঢুকবে না, 'কেন' তা পরে বলবে। সে ওদের অনুরোধ করে যাতে তার জন্যে গরম কিছু খাবার আর রোসিনান্তের পেট ভরার মতো কিছু দানা বা ঘাস বাইরে পাঠিয়ে দেয়। নাপিত ভেতরে গিয়ে ওর খাবার দিয়ে চলে গেল। সে ভেতরে গিয়ে পাদ্রিবাবার সঙ্গে কথা বলে ডন কুইকজোটের মেজাজের সঙ্গে মানানসই একটা ফন্দি আঁটল; পাদ্রিবাবা একজন সুন্দরী যুবতীর ছদ্মবেশ নেবে আর নাপিত হবে সুন্দরীর সহচরী, ওদের পোশাক যথাযথ হতে হবে। পাদ্রি এক বিপন্ন নারী হিসেবে নাইটের সাহায্য চাইবে, ডন কুইকজোট তাতে রাজি হবেনই। তাকে বোঝানো হবে যে এক দুর্বিনীত অসভ্য নাইটের হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে সে সাহায্য চাইছে, অনুরোধ করা হবে যে যতদিন ওই বদমায়েশের শাস্তি না হচ্ছে ততদিন যেন তিনি তার মুখ দেখতে না চান। সুন্দরীর মুখ আবৃত থাকবে। তারপর ডন কুইকজোটে ভুলিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারপর তার এই পাগলামো সারাবার চিকিৎসা করা হবে।

AMARBOI.COM

২৭

পাদ্রির পরিকল্পনা নাপিতের খুব পছন্দ হওয়ায় এর প্রয়োগে ওরা আর বিলম্ব করল না। প্রথমে সরাইখানার মালিকের স্ত্রীর কাছে পাদ্রি তার আলখাল্লা বন্ধক রেখে মহিলার এক সেট পোশাক ধার করলেন। বলদের লেজের চুল কেটে ঝুলিয়ে রাখা আছে, তাতে সরাইখানার মালিকের চিরুনি থাকে, নাপিত সেটা খুলে দাড়ি বানাল। মালকিন এসবের কারণ জিজ্ঞেস করায় পাদ্রি ডন কুইকজোট পাগলামো, পাহাড়ে তার অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত এবং তাকে সারাবার কৌশল ইত্যাদি অল্প কথায় বলে দিলেন। ওর কথা শুনে সরাইখানার মালিক এবং তার স্ত্রী বলল এই পাগল নাইট ওখানে অতিথি হয়ে এসেছিল, তারপর তার শরীরের কথা এবং তেল বানানোর কথা বলল। যে কথা সানচো বেমালুম চেপে গিয়েছিল—কম্বলে দোল খাওয়ার ঘটনাও বলে দিল।

তারপর মালকিন পাদ্রিকে নারীর পোশাক পরিয়ে খুব সুন্দরী সাজিয়ে দিল—সুতির গাউন, কালো ভেলভেটের কুঁচি দেওয়া ব্লাউজ, সবুজ ভেলভেটের ব্রা, হাতাও তাই। সমস্ত পোশাকটায় পুরনো দিনের কারুশিল্প যেন ওগুলো সব রাজা বাম্বার আমল থেকে তোলা ছিল। (প্রাচীনত্ব অর্থে রাজা বাম্বার উল্লেখ)। পাদ্রি মাথায় পরচুলা না লাগিয়ে রাতে যে টুপি পরেন সেটা পরলেন, তার ওপর খুব পাতলা কাপড় ঝুলিয়ে কান পর্যন্ত

ঢেকে দিলেন যেন মাথার সঙ্গে ছাতা আটকানো আছে। পুরো শরীরটা ঢাকবার জন্যে একটা জোব্বা পরে নিলেন। তার দাড়িসুদ্ধ মুখ চোখও ঢাকা পড়ল। তবে দেখতে কোনো অসুবিধে হবে না। তারপর মেয়েরা যেমন পাশ ফিরে বসে সেইভাবে খচ্চরের পিঠে বসলেন। নাপিতের দাড়ি কোমর পর্যন্ত নেমেছে, কিছু অংশ লাল আর কিছুটা ছাই রঙের।

সবাইকে বিদায় জানিয়ে ওরা রওনা হলো। মারিতোর্নেস পাপ ব্যবসায় লিপ্ত থাকলেও খাঁটি খ্রিস্টিয় প্রথায় খোদার নাম জপে ওদের যাত্রাকে শুভেচ্ছা জানাল।

সরাইখানা থেকে বেরোতে না বেরোতেই পাদ্রির মনে হলো তার মতো লোকের এমন ছদ্মবেশ নেওয়া ঠিক নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকার সুবাদে তার অন্য একটা ভাবমূর্তি আছে, নারী সাজলে সেটা নষ্ট হবে। নাপিতকে বললেন এই ছদ্মবেশ বদল করতে হবে অর্থাৎ পাদ্রি সাজবেন সহচরী আর নাপিত হবে সুন্দরী। এতে রাজি না হলে তিনি যাবেন না, ডন কুইকজোট যা ইচ্ছে করুক, তিনি মাথা ঘামাবেন না। সানচো ওদের সাজ দেখে হেসে অস্থির। শেষ পর্যন্ত পাদ্রির কথা মেনে নিল নাপিত। মেয়ে সেজে কীভাবে চলতে হয়, কেমন করে কথা বললে ডন কুইকজোটকে বাগে আনা যাবে–এসব ব্যাপারে পাদ্রি নাপিতকে কিছু উপদেশ দিতে চাইলে সে বলল মেয়েদের চালচলন সে জানে, সুতরাং ওর কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক হলো ওরা পাহাড়ে ডন কুইকজোট যেখানে আছে তার কাছাকাছি গিয়ে পোশাক অদলবদল করে সেজে নেবে, তাই এখন ওগুলো বগলদাবা করে ওরা যাত্রা শুরু করল, সানচো হলো গাইড। যেতে যেতে সে ওদেরকে পাহাড়ে বসবাসকারী ছেঁড়া পোশাক পরা প্রয়োন্মাদ লোকটির গল্প বলল; কিন্তু তার ফেলে রাখা দামি পোশাক আর সোনার কথা বলল না, সানচোকে আপাত নির্বোধ মনে হলেও টাকার ব্যাপারে সে খুব সেয়ানা, কখন কাকে কোথায় ও সব কথা বলা উচিত সে ভালোই বোঝে।

AMARBOI.COM

পরের দিন ওরা পাহাড়ের সেই জায়গায় পৌঁছল যেখানে সানচো গাছের শাখা ফেলে ডন কুইকজোটের কাছে পৌঁছানোর পথের নির্দেশিকা তৈরি করে রেখেছিল। সুতরাং কাছাকাছি এসে ওরা সাজ বদল করে নিল। ওরা ডন কুইকজোটের মন পরিবর্তন করার জন্যে এমন সাজ নিয়েছে কিন্তু সানচোকে ওরা বলে দিল ডন কুইকজোট যদি তাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে সানচো পরিষ্কার বলে দেবে সে কাউকে চেনে না। দুলসিনেয়ার চিঠি নিয়ে প্রশ্ন করলে সে বলবে চিঠি দেওয়ার পর তার খুব মন উতলা হয়েছে কিন্তু সে তো লিখতে পড়তে পারে না তাই মুখে বলে দিয়েছে ডন কুইকজোটকে দেখতে না পেলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ওরা ছদ্মবেশে এমন অভিনয় করবে যাতে ডন কুইকজোট পাগলামো ছেড়ে পথে আসেন এবং সম্রাট বা রাজা হয়ে বসেন; সানচোকে ওরা বলে যে আর্চবিশপ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা হবে। সুতরাং তার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।

সানচো খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনে ধন্যবাদ জানাল। কারণ তার মনিব আর্চবিশপ না হয়ে সম্রাট বা রাজা হলে তার কপাল খুলে যাবে। তারপর সে ওদের বলল যে সে আগে গিয়ে দুলসিনেয়ার কথা বললে তার মনিবের মন ভিজবে এবং সে

বেরিয়ে আসবে। মনিব বেরিয়ে এলে পাদ্রি এবং নাপিত তাদের যা করণীয় করবে। এই কথা বলে সানচো চলে গেল, এরা অপেক্ষায় রইল।

সানচো ঘোড়া ছুটিয়ে রুক্ষ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। পাদ্রি এবং নাপিত গাছের আড়ালে ছোট্ট নদীর পাশে এসে দাঁড়াল। তখন আগস্টের মাঝামাঝি, বেলা তিনটে বাজে, চড়া রোদে মাঠে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব কিন্তু গাছের ছায়া আর নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আরামদায়ক পরিবেশ পেল ওরা। ওই মনোরম জায়গায় পাদ্রি আর নাপিত প্রকৃতির অকৃপণ কৃপায় মোহিত হয়ে আছে এমন সময় খালি গলায় গান শুনে অবাক হলো। যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া এমন সুরেলা গলায় ওই নির্জন জায়গায় কে গাইছে ওরা বুঝতে পারে না। এই জনহীন উপত্যকা, পাহাড়, পর্বতে কিংবা নদী, ঝরনার ধারে পল্লীবাসীর যে গানের কথা কবিরা লেখেন বাস্তবে তা হয় না, এই শুধু তাদের কল্পনামাত্র। তাছাড়া এখানে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না, বাড়িঘরও নেই; দ্বিতীয়ত, এই গায়কের গলা বা গানের শব্দ শুনে মনে হয় না যে সে নিরক্ষর চাষি বা পশুপালক।

তার গান এইরকম
এত জ্বালা কেন, কীসের বেদন এত
শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈর্ষার কটুগন্ধ পাই
অপ্রেমের সমাধিতে ভালোবাসা আজ নাই
নিঃসঙ্গতার চূড়োয় আমি ভাগ্যহীন
পালাব কোথায় আর, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায়
আমি যে বড় অসহায়।
বেদনার সাগর দিন দিন বেড়ে চলে
দিন গুণে যাব, আশা আর দীর্ঘশ্বাসে
আমি দিশাহারা, কোথায় সেই ধ্রুবতারা?
আর না জানি কী লেখা কপালে?
দিবারাত্র জ্বলছি কেবল বিরহ-অনলে।
এত অপমান কেন, কেন পরিহাস
প্রেম কি অপরাধ কিংবা বিষাদ?
এত নির্দয় নিষ্ঠুর কেন আমার খোদা
তবে কি ব্যর্থ আমার এত প্রেম, এত প্রতীক্ষা?
তবুও আমি এর শেষ দেখে যাব
দুঃখ নিয়ে দুঃখের নদী পার হব
মৃত্যুর চেয়েও বড় কষ্টকর
এই দীর্ঘায়িত মরণ।
তবু মরণ ভালো, ভালোবাসা মিথ্যা,
তার ছলনায় এসেছি নরকের দ্বারে
কে ফেরাবে আমায়, কে ফেরাতে পারে?
আবেগের তাড়নায় অমৃত চেয়েছি

AMARBOI.COM

পেয়েছি গরল মৃত্যু–উপত্যকায়
হয় মৃত্যুর ভয়াল গহ্বর
অথবা উন্মাদ–আশ্রম
আমার একমাত্র আশ্রয় আজ।

এক নিঃশব্দ প্রহর, দুঃসহ কাল, একাকিত্বের এত ব্যথা; একক এক কণ্ঠস্বর দুজন অচেনা শ্রোতাকে বাকরুদ্ধ করেছে, ওরা আরো কিছু শোনার আশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কিছুক্ষণ নৈঃশব্দে কাটবার পর ওরা অদৃশ্য গায়ককে খুঁজে বেড়াবে ভাবছে এমন সময় আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা যায়, গান শুরু হয়;–

সনেট
বন্ধুতার দেবদূত কত দূরে চলে যায় হায়,
মাটির আস্তরণে নেমে আসুক ভালোবাসা
শান্তির পতাকা ওড়াও, পথ হোক সুগম
আজ বড় অন্ধকার, আবৃত আলোর মুখ
ঘন তমসায়, মানুষের হতাশায়
ভালো কাজ হয়েছে মন্দ বন্ধু হয়েছে অন্ধ
আর নিষ্ঠুরতা নয়, এসো প্রাণে
সততার গান গাও, বন্ধ করো যুদ্ধ
ঔদার্যের দুয়ার খোলো, অবিচার আর নয়
অসাম্য দূর হোক, আনো সুবিচার
ভালোবাসায় ভরে যাক পৃথিবী
আলোর গানে ভরিয়ে দাও প্রাণ
পুড়ে যাক যত অনাচার যত পাপ
জন্মেছে এখন মানুষের মনে।

AMARBOI.COM

এক গভীর দীর্ঘশ্বাসে গান শেষ হয়, ওই দুই শ্রোতা আরো গান শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে; কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না, এমন করুণ বিলাপ–সংগীতের পরিবেশক কে তা জানতে ওরা উদ্‌গ্রীব হয়, কিছুটা এগিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে, একটা পাহাড়ের বাঁকে একজন মানুষকে ওরা দেখতে পায়; সানচো পানসা কার্দেনিওর গল্প বলার সময় যেমন বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে এ মানুষটির মিল আছে; মানুষটি ওদের দেখে ভয় পায়নি, বিস্মিতও হয়নি। বিষণ্নতার ভারে তার মাথা ঝুঁকে রয়েছে হাতের ওপর, বসে আছে চিন্তাভারাক্রান্ত দুঃখী মানুষটি, তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না যেন কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।

আলাপ করতে খুব ভালো পারেন পাদ্রি, এ মানুষটি সম্বন্ধে আগে কিছু শুনেছেন বলে ওর কাছে গিয়ে খুব ভদ্রভাবে বলেন এমন এক জনবসতিহীন জায়গায় এত কষ্টের মধ্যে থেকে সে জীবনটা শেষ না করে ফিরে যাক সুস্থ সুন্দর জীবনের ছন্দে। কার্দেনিওর মন তখন শান্ত, এমন দুজন অদ্ভুত পোশাক পরা লোক সাধারণত এখানে দেখা যায় না।

তাই সে কিছুটা আকৃষ্ট হয় আর এমন আন্তরিকভাবে পাদ্রি কথা বললেন দেখে তার মন ভালো হয়ে যায়, কিছুক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে–আপনারা কে আমি জানি না, মঙ্গলময় খোদা আমার দুর্ভাগ্য দেখে বোধহয় আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন, হয়তো এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করাই তাঁর উদ্দেশ্য, হয়তো তাঁর ইচ্ছা আমি ফিরে যাই প্রিয়জনদের মধ্যে; কিন্তু আপনারা আমার দুর্ভাগ্যের কিছুই জানেন না, একটার পর একটা আঘাত আমাকে চরম হতাশ করেছে, আপনারা ভাবছেন আমার মন সুস্থ নয় কিংবা আমি একেবারেই উন্মাদ। এই অপবাদের জন্যে আমি কাউকে দোষ দিই না, কারণ আমার জীবনে যে মারাত্মক সর্বনাশের ঘটনা ঘটেছে তা মনে পড়লেই আমার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, আমি উন্মত্ত হয়ে যাই আর এমন কাজকর্ম করে ফেলি যা একজন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ করে না। আমার অপকর্ম দেখিয়ে যখন কেউ আমাকে দোষ দেয় আমার দুঃখ হয়, কেন আমি অমন চেতনাহীন হয়ে যাই ভেবে বিষণ্নবোধ করি। এর জন্যে দায়ী আমার কপাল, এ ছাড়া কাকে দোষ দেব? যদি কেউ সহানুভূতিবোধ থেকে আমার করুণ কাহিনী শোনে তাদের বলে মনটা হালকা হয়। যা ঘটে গেছে তাতো কিছুতেই আর বদলাবে না, কিন্তু আমার কথাগুলো কেউ যদি ধৈর্য ধরে শোনে তাহলেও ক্ষণিকের শান্তি পাই। আপনারা যদি আমার জীবনের কথা শুনতে এসে থাকেন তাহলে উপদেশ দেবার আগে আমার জীবনের চরম লাঞ্ছনার কথাগুলো আগে শুনুন।

পাদ্রি ও নাপিত ওর কথা শুনে বলে ওরা এমন কিছু করবে না যাতে তার দুঃখের ভার বেড়ে যায়। ওরা তার মুখেই সব শুনতে চায়, ওরা তাকে সাহায্য করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে আসেনি, কোনো কথা না বলে তার জীবনের কথা শুধু জানতে চায়।

হতভাগ্য কার্দেনিও যেমনভাবে ডন কুইকজোট আর ছাগপালককে বলেছিল ঠিক সেইভাবেই বলতে শুরু করল। ডন কুইকজোট তখন এলিসাবাতের ঘটনা শুনে নাইট–সুলভ ভঙ্গিতে তেড়ে যাওয়ায় কার্দেনিও ওদের মারধোর করে পালিয়েছিল। সেই পর্যন্ত আমরা শুনেছি। তারপর তাকে লেখা চিঠি ফের্নান্দোর হাতে পড়ে, 'আমাদিস দে গাওলা' শীর্ষক গ্রন্থের ভেতরে চিঠিটা পেয়েছিল সে। তারপর কার্দেনিও বলতে শুরু করে।

কার্দেনিওকে লুসিন্দা

'প্রতিদিন যত তোমাকে দেখি তোমার গুণাবলি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, আমার শ্রদ্ধা বাড়ে, আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকলে তার সঠিক প্রত্যুত্তর আমি চাই, তোমার আত্মসম্মান আর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হও, আমার বাবা তোমাকে চেনেন, তোমার প্রস্তাব যথার্থ হলে উনি মেনে নেবেন, আমার প্রতি তোমার যে ভালোবাসার কথা বলো যা যদি সত্যি হয় তাহলে যা করণীয় বুঝবে তাই করবে। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালোবাস।'

কার্দেনিও বলতে শুরু করল–এই চিঠি পড়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে লুসিন্দাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে ওর বাবার কাছে যাব, এদিকে ফের্নান্দো তার সৌন্দর্য আর গুণে আকৃষ্ট হয়ে আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, যে সুখী জীবন গড়ব ভেবেছিলাম সেই স্বপ্নকে ভেঙে দেবার ফন্দি আঁটে সে। লুসিন্দার বাবা যে আমাদের

বিয়েতে মত দিয়েছেন সে কথা বলে দিই আমার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে আর এও বলি আমার বাবা যদি মত না দেন তাই তাঁকে বলিনি। আমার বাবা খুব ভালোই জানতেন রূপে-গুণে লুসিন্দা স্পেনের যে কোনো অভিজাত পরিবারের বউ হবার যোগ্য কিন্তু আমার জন্যে ডিউক কী সিদ্ধান্ত নেন সেটার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে বিয়ের ব্যাপার বলতে ভয় পেয়েছিলাম সেই কারণে। আমার কথা শুনে ফের্নান্দো বলল যে সে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে লুসিন্দার সঙ্গে কথা বলবার ব্যবস্থা করবে। ওঃ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারিও! ওঃ, নিষ্ঠুর কাতালিনা, ওঃ বজ্জাত সিলা, ওঃ, প্রবঞ্চক গালালেন, ওঃ বিশ্বাসহন্তা ভেইদো, ওঃ হিংসুটে হুলিয়ান, ওঃ লোভী হুদাস! পৃথিবীর সমস্ত ঘৃণ্য, ভয়ঙ্কর মানুষ মিলে ওই এক কপট ফের্নান্দোকে তৈরি করেছে! তোর মতো মিথ্যুক, ভণ্ড, প্রবঞ্চকের কাছে সব কথা কেন বলতে গেলাম? তোকে হৃদয় উজাড় করে সুখ আর বেদনার সব কথা কেন বলেছিলাম? তোর কাছে আমি কী অপরাধ করেছি? তোর সম্মানহানিকর কোনো কথা আমি বলেছি? আমি বিশ্বাস করেছি এই ঠগকে? আগে কেন বুঝিনি! এই জোচ্চরটার প্রতি এত বিশ্বাস। ওঃ আমার ভাগ্য এতই খারাপ। কোনো মানুষী বুদ্ধি বা শক্তি এমন দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করতে পারে না। ফের্নান্দোর মতো গুণবান সম্পদশালী যুবক পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে বিবাহ করতে পারত অথচ আমাকে স্বপ্নের সুখ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে কি জঘন্য চক্রান্ত! এ কি বিশ্বাস করা যায়? আর একেই আমি বন্ধু বলে এত বিশ্বাস করেছিলাম। হা, অদৃষ্ট আমার! যাকগে, হা–হুতাশ করে আর কোনো লাভ নেই, শুধু সময় নষ্ট। আমার বাকি কথাগুলো বলি যাতে আপনারা সব বুঝতে পারেন। আমি লুসিন্দার কাছাকাছি থাকলে প্রবঞ্চক ফের্নান্দোর বদ মতলব কাজে লাগাতে পারবে না ভেবে ও অন্য একটা চাল চালল। যেদিন আমার বাবার সঙ্গে ওর কথা হবে সেদিনই সে ছটা খুব সুন্দর ঘোড়ার দরদাম করল আর আমাকে ওর দাদার কাছে থেকে টাকা আনতে বলল। ওখান থেকে আমাকে না সরালে ওর দুষ্টবুদ্ধি কাজে লাগাতে পারত না। আমি কি ওর বিশ্বাসঘাতকতা রুখতে পারতাম? আমি কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে ও একটা ছক কষেছে? না, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। ও ভালো জাতের ঘোড়া পছন্দ করেছে বলে আমি খুশি হয়ে ওর দাদার কাছে যেতে চাইলাম। সেদিন রাতে লুসিন্দাকে বললাম ফের্নান্দো কীভাবে আমার বাবার কাছে কথাটা তুলবে এবং আমাদের দুজনের শুভ মিলনের আর দেরি নেই। সে আমারই মতো ফের্নান্দোর দুরভিসন্ধির কিছুই আঁচ করতে পারেনি। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার অনুরোধ করল। কারণ তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার পাকা কথা হয়ে গেলে শুভ কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কী হলো জানি না, তার চোখ জলে ভরে গেল, গলায় যেন কী আটকে ধরল, যা বলতে চাইছিল সবটা বলতে পারল না। আমার কেমন আশ্চর্য লাগল, আমরা আগে যখনই কথা বলেছি দেখেছি ওর উজ্জ্বলতা ওর উচ্ছলতা, আমার প্রতি ওর সপ্রশংস দৃষ্টি লক্ষ করেছি, কোনো সময়ই ওর দীর্ঘশ্বাস শুনিনি। ওকে কাঁদতেও দেখিনি, ওর চোখে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কোনো ছায়া দেখিনি। আমার কাজে ও উৎসাহ দিয়েছে, ওকে আমার স্ত্রী হিসেবে পাব ভেবে আনন্দে আমার মন ভরে যেত, খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতাম। প্রেমিকা হিসেবে যেমনভাবে কথা বলা যায় সেইভাবে কত সুখের আর স্বপ্নের কথা বলত, কত

ছেলেমানুষিও থাকত আমাদের সেই সময়ের আলাপচারিতায়, প্রতিবেশীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রায় জোর করে তার একখানা সুন্দর হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করতাম, তার ঘরের সঙ্গে যে লাগোয়া রেলিং–এর ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম, দুজনের প্রতি দুজনের বিশ্বাস, প্রশংসা, প্রেম প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্ন সব ওইখানে। কিন্তু সেদিন, আমার যাবার আগের দিন, লুসিন্দার চোখের পানি, দীর্ঘশ্বাস আর ওর অসম্পূর্ণ কথা আমাকে বিষণ্ন করে দিল, আমি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এমন অভিব্যক্তি যেন ওই প্রথম আমি দেখলাম। কিন্তু আমার মনে হলো প্রেমিককে বিদায় জানাবার মুহূর্তে এমন হতেই পারে, আমি কোনোমতেই আশাহত হইনি। যাই হোক কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে ওখানন থেকে পরের দিন রওনা হলাম। ওদের বাড়ি পৌঁছলে ফের্নান্দোর দাদা আমাকে খুব ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করল, চিঠি দিলাম, সে বলল তার বাবাকে লুকিয়ে টাকা পাঠাতে হবে। কাজেই অন্তত আট দিনের আগে ফিরতে পারব না। আমার মাথায় বজ্রাঘাত! আসলে তখুনি বুঝলাম পুরো ব্যাপারটাই ফের্নান্দোর চালবাজি, ওর দাদার কাছে অনেক টাকা থাকে, দেরি করার ছল হিসেবে বাবার কথা তুলল। ব্যাপারটা সত্যি হলে টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চলে আসতে দিত। কিন্তু এ যে প্রতারকের প্যাঁচ। লুসিন্দাকে যে অবস্থায় বিদায় জানিয়ে চলে এসেছি তা তো আপনারা শুনলেন। এখন আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করছিল না, মনে হচ্ছিল ছুটে চলে যাই লুসিন্দার কাছে। আমার মনের ওপর এত চাপ সহ্য করেও একজন সত্যনিষ্ঠ ভৃত্যের মতো ওদের আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হলাম। তিনদিন অতি কষ্টে কাটিয়েছি, চতুর্থ দিনে একজন একটা চিঠি নিয়ে আমার খোঁজে এসেছে, চিঠির ওপরে অক্ষরগুলো দেখেই বুঝলাম লুসিন্দার চিঠি। খুব ভয়ে ভয়ে খুললাম ওটা। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যা অনভিপ্রেত ছিল, না হলে সে চিঠি লিখে জানাত না। আমি পত্রবাহককে জিজ্ঞেস করলাম কে তাকে চিঠি দিয়েছে আর তার কত সময় লেগেছে এখানে আসতে। সে বলল—একদিন দুপুরবেলা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, একজন অপূর্ব অল্পবয়েসি সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে তার জানালার কাছে আমাকে যেতে বলল। আমি ওখানে যেতেই খুব তাড়াতাড়ি করে বলতে লাগল—দাদা আমার, আপনাকে দেখে একজন সৎ খ্রিস্টান মনে হচ্ছে, অনুগ্রহ করে এই চিঠি একটু পৌঁছে দিন, খোদার দোহাই, যত শীঘ্র পারেন ততই মঙ্গল। চিঠির ওপরে নাম ঠিকানা লেখা আছে, ওকে সবাই চেনে, পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হবে না।—এই কথা বলে চিঠির সঙ্গে রুমাল বাঁধা একশো বেয়াল (মুদ্রা) আর সোনা দিল। আমি কিছু বলার আগেই জানালা থেকে সরে গেল, আমি তার কথামতো কাজ করব ইশারায় জানিয়ে দিলাম। সুন্দরীর কান্না দেখে আর পারিশ্রমিক হিসেবে এতগুলো মুদ্রা পেয়ে আমি আর দেরি করিনি। ষোলো ঘণ্টায় আঠারো লিগ্ রাস্তা পার হয়ে এসেছি, আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি, বাড়িটাও খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি।

ওর কথা শুনে আমি শঙ্কিত হলাম, আমার মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল, আমি কাঁপতে শুরু করলাম যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাব। এমন অবস্থায় চিঠি খুলে পড়লাম।

"ডন ফের্নান্দো, প্রতিশ্রুতি মতো, তোমার বাবাকে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করেছে; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার কথা না বলে সে আমাকে তার

স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, আমার বাবা পাত্র হিসেবে তাকে বেশি যোগ্য ভেবে মত দিয়ে দিয়েছে; আজ থেকে দু'দিন পর সেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে পারিবারিক লোকজন এবং খোদাকে সাক্ষী রেখে গোপনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটানো হবে।

এই সংবাদ পেয়ে তোমার মনের অবস্থা যা হবে তাই দিয়ে আমার অবস্থাটা বোঝো; প্রিয় কার্দেনিও আর দেরি কোরো না। তুমি তো বোঝ আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি আর এই ঘটনা থেকে তোমার বুঝতে আরো সুবিধে হবে। সুতরাং ওই বদ লোকের সঙ্গে বিয়ে হবার আগেই তোমার হাতে এই চিঠি যাতে পৌছয় তার জন্যে আমি শুধু খোদার কাছে আকুল প্রার্থনা করেছি।"

আমি ফের্নান্দোর ভাইয়ের উত্তর কিংবা অর্থের জন্যে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লাম; ফের্নান্দোর কুমতলব বুঝতে পেরে আমি প্রায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার এত বছরের ভালোবাসার এমন পরিণতি হতে যাচ্ছে দেখে আমি যেন উড়ে উড়ে পৌছলাম পরের দিন। যে খচ্চরে আমি গিয়েছিলাম সেটা পত্র বাহকের বাড়িতে রেখে গোপনে লুসিন্দার ঘরের জানালার কাছে গেলাম, আমাদের প্রেমের একমাত্র সাক্ষী সেই জানালায় এসে লুসিন্দার সঙ্গে দেখা হলো। আমি যেমন আশা করেছিলাম তেমনভাবে ওকে দেখলাম না। আমার সন্দেহ হলো। নারী চরিত্রের কথা কিছুই বলা যায় না।

লুসিন্দা বলল–কার্দেনিও, আমাকে দেখ, বিয়ের পোশাক পরেছি, প্রতারক ফের্নান্দো আর আমার লোভী বাবা কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে হলে অপেক্ষা করছে, অনুষ্ঠান শুরু হবে এক্ষুনি, কিন্তু ওরা বিয়ের পরিবর্তে আমার মৃত্যু দেখবে। দুঃখ করো না, যদি পারো সেই আত্মহননের ঘটনায় সাক্ষী থেকো। অনুরোধ উপরোধে কাজ না হলে ছোরা তুলে নিতে হয়। আমার মৃত্যু প্রমাণ করবে তোমাকে আমি কত ভালোবাসতাম, কত নিষ্পাপ ছিল আমার প্রেম, কত অটুট ছিল তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস।

আমি দ্রুত জবাব দিলাম, কী বলছিলাম খেয়াল ছিল না–যা বললে তাই কোরো, আমার তরবারি তোমাকে রক্ষা করতে না পারলে তা আমার বুক বিদ্ধ করবে।

আমি জানি না লুসিন্দা আমার কথা শুনতে পেয়েছিলাম কিনা, কারণ ডাকাডাকিতে সে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। ওখানে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে তার হবু স্বামী। আমার চোখে তখন ঘোর অন্ধকার, আনন্দ নিভে গেল চিরতরে। ওইখানে যেন আমার শরীর নিশ্চল হয়ে গেল, পা দুটো যেন মাটিতে আটকে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে জাগাল প্রেম, আমি লুকিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বিবাহ-বাসরের কাছে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম। তখন আমার মনের অবস্থা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। ফের্নান্দো সাধারণ পোশাক পরে এলো, লুসিন্দার এক তুতো দাদাকে বরকর্তা সাজিয়ে এনেছে, বাকিরা বাড়ির লোকজন; কিছুক্ষণ পর মা এবং দুই সহচরীর সঙ্গে লুসিন্দা প্রবেশ করল। তার রূপের যোগ্য সাজ সেজেছে সে। কি অপরূপ দ্যুতি তার মুখমণ্ডল, শরীরে কি লাবণ্য! তখন আমার মনের যা অবস্থা আমি খুঁটিয়ে লক্ষ করতে পারিনি, কী কী অলঙ্কার সে পরেছে অথবা কেমনভাবে তার ত্বক আর চোখ-মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ানো হয়েছে, পোশাকও তেমনভাবে লক্ষ করিনি; শুধু দেখছিলাম রং, কার্নেশন আর সাদা, মণিমুক্তোয় ঝলমল করছিল তার পোশাক, কিন্তু সব সাজ আর

রঙের বাহার ছাপিয়ে উজ্জ্বল লাগে তার মুখ, সবচেয়ে চোখ ধাঁধায় তার অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করার চোখ যেন আজ অন্ধ। হে নিষ্ঠুর স্মৃতি আমাকে তার সেই মূর্তি দেখাচ্ছ না কেন যখন সে প্রতিশোধ অথবা মৃত্যুর কথা ভেবেছিল। আমিও কি মরতে দ্বিধা করতাম! প্রতিশোধের আগুনটা নিভে গেল কেন?–ও, শুধু শুধু আজেবাজে বকছি আমাকে মাফ করবেন। আসলে আমার দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার প্রতিটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে। মাফ করবেন। পাদ্রি কার্দেনিওকে বলেন তার জীবনের ঘটনাগুলো তাদের শুনতে খুবই ইচ্ছে করছে, তার লজ্জিত বোধ করার কোনো কারণ নেই।

এই কথা শুনে কার্দেনিও আবার শুরু করে।

'বিয়ের উভয়পক্ষ হাজির, পাদ্রি বরকনের হাত ধরে লুসিন্দাকে জিজ্ঞেস করল সে ফের্নান্দোকে বিবাহিত স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি কিনা। পর্দার দুটো অংশের মধ্যে দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে আমি লুসিন্দার উত্তর শোনার জন্যে বড্ড ব্যাকুল হয়ে কান পেতে আছি। কারণ তার এই ছোট্ট উত্তরের ওপর নির্ভর করছে আমার মৃত্যু অথবা জীবন। ওঃ, আমার সাহস হলো না যে বলি–লুসিন্দা, লুসিন্দা, দেখ কী করতে যাচ্ছ, ভাবো কী তোমার করা উচিত? তুমি আমার লুসিন্দা , অন্য কাউকে তুমি স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারো না। তোমার একটা 'হ্যাঁ' আমার জীবন শেষ করে দিতে পারে। আঃ, শয়তান ফের্নান্দো, আমার সম্পদ চুরি করতে এসেছিল, জোচ্চর ফের্নান্দো, আমার মৃত্যুর জন্যে দুই দায়ী থাকবি! কী চাস তুই? কী তোর মতলব? ন্যায়ের পথে ধর্মীয় মতে তুই এমন বিয়ে করতে পারিস না, কারণ লুসিন্দা আমার স্ত্রী, আমি তার স্বামী! হায়, আমার মতো উন্মাদ কে আর আছে? এখন আমি ওখান থেকে দূরে, আমি বিপন্মুক্ত এক হতভাগ্য! আপনাদের বলছি আমার সেই মুহূর্তে যা করা উচিত ছিল তা করিনি। চোর পালিয়ে যাবার পর আমি প্রতিশোধ নেবার কথা, ভেবেছি, তাতে আর লাভ কী? সেই সময়ে আমি কাপুরোষিত আচরণ করেছি, তার ফলে আজ এমন অবস্থা, এই ক্ষোভের কোনো দাম কেউ দেবে না। পাদ্রি লুসিন্দার উত্তরের অপেক্ষায়–বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে যাচ্ছে। আমি ভাবছি লুসিন্দা ছুরি বের করে তার যথাযথ উত্তর দেবে, আমার প্রতি অন্যায় সে সহ্য করবে না; কিন্তু আমি শুনলাম ও খুব দুর্বল কণ্ঠে বলল 'হ্যাঁ' আর বদমায়েশ ফের্নান্দোও একই উত্তর দিল আর ওর আঙুলে আংটি পরিয়ে সারা জীবনের জন্যে তাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করল। তারপর সেই শঠ স্বামী লুসিন্দাকে আলিঙ্গন করতে যাবে এমন সময় সে অজ্ঞান হয়ে মায়ের কোলে পড়ে গেল। ওঃ, হৃদয়ের কী তীব্র জ্বালায় আমি জ্বলে যাচ্ছি লুসিন্দার প্রতিশ্রুতিও মিথ্যা! দগ্ধে দগ্ধে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করল, আমার জীবনের সব আশা শেষ হয়ে গেল এইভাবে! এই ছলনা, প্রবঞ্চনা আর মিথ্যাচারের প্রতিশোধ নেবার আগুন জ্বলছে আমার মনে। কিন্তু আমি পারিনি। খোদা যেন আমাকে পাষাণে পরিণত করে দিলেন, আমি রুদ্ধবাক, চোখের জলও পড়ল না, আমার ভেতরের সব সংবেদনশীলতা যেন হঠাৎই পাথর হয়ে গেল। লুসিন্দাকে নিয়ে তখন সবাই ব্যস্ত, ওর গায়ে যাতে হাওয়া লাগে তাই ওর মা গাউনটা একটু খুলে দিয়েছে, সে সময় ওর বুকের মধ্যে একটু দু'ভাঁজ করা কাগজ দেখামাত্র ফের্নান্দো ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিল একটু দূরে গিয়ে সে পড়ল; চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ কালো হয়ে গেল, একটা চেয়ারে

বসে মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল, লুসিন্দার অজ্ঞান হওয়ার ঘটনা থেকে হঠাৎই সে নিজেকে সরিয়ে নিল। আমার দিক থেকে যা করার ছিল তা পারলাম না। বাড়িতে যখন অমন হইচই চলছে আমি বেরিয়ে এলাম, কেউ দেখতে পেল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি, দেখতে পেলে হয়তো আমার ক্রোধ প্রকাশ করতাম, অমন চৌর্যবৃত্তির উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারলে একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত আর সবাই জানত কেন বিবাহের উৎসবে এমন খুনোখুনি হলো, সবাই বুঝত যে এই বিয়েটার মধ্যে একটা বড় মিথ্যা লুকিয়ে রইল। যে শাস্তি ওই জোচ্চর ফের্নান্দোর প্রাপ্য ছিল সেটা আমি মাথা পেতে নিলাম। ওকে খুন করতে পারলে সবাই জানত কে ন্যায়ের পথে চলেছিল আর কে অন্যায় আশ্রয় করেছিল। কিন্তু তা হলো না, আমাকে কোনো দুর্বলতা গ্রাস করল কে জানে! আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পত্রবাহকের বাড়ি গিয়ে খচ্চরটা নিয়ে কোনো কথা না বলে, আরেকজন লত্-এর মতো সেই চেনা শহর চেড়ে বেরিয়ে এলাম, আসবার সময় আর ফিরে তাকাইনি; অন্ধকার আর নৈঃশব্দের মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরের ধার দিয়ে চলতে চলতে লুসিন্দার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর কপট ফের্নান্দোর বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ উগরে দিতে লাগলাম, কেউ শুনতে পায়নি কিন্তু আমার মন তাতে খানিকটা সান্ত্বনা পেল। প্রাক্তন প্রেমিকার নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, ছলনা, সর্বোপরি তার লোভকে ঘৃণা করে চিৎকার করে গালমন্দ করলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ফের্নান্দোর সম্পদ তার সত্যি কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বলে আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল তার লোভী আর হীন মনটাকে, কিন্তু এই মেয়েকে তার মা-বাবা যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে সে বেশি সম্পদশালী পাত্রকেই বেছে নেবে, বাস্তবের এই সত্য মেনে নিজে সান্ত্বনা খুঁজলাম আর ওকে ক্ষমা করে দিলাম তবুও ও তো আমাকে কথা দিয়েছিল, কিন্তু পেমের বদলে শঠতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জয় হলো, আমার সততা আর নিষ্পাপ ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো। এই সমস্ত ক্ষোভ আর হতাশায় আন্দোলিত হচ্ছিল মন, সারারাত খচ্চরের পিঠে বসে বসে কত পথ পার হয়ে এলাম, ভোরবেলায় এই পাহাড়ের পথে এসে পৌঁছলাম, তিনদিন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরার পর একটা উপত্যকার কাছে এসে কয়েকজন মেষপালকের সঙ্গে দেখা হলো, ওদের কাছেই এই রুক্ষ জনহীন পাহাড়ে যাবার পথের হদিশ পেলাম। অকৃতজ্ঞ মানুষের জগৎ থেকে এখানে স্বেচ্ছা-নির্বাসনটাকে বেশি ভালো মনে হলো। অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত, খিদে-তেষ্টায় কাতর, তার ওপর আমার মতো ভারী একটা মানুষকে বহন করে এতদূর এসে আমার খচ্চরটা মারা গেল। আর আমিও জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম এখানে। কতক্ষণ মৃতের মতো পড়েছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরে এলে আমি উঠে দাঁড়ালাম, তখন খিদে-তেষ্টার বোধ হারিয়ে ফেলেছি, কয়েকজন ছাগপালক আমাকে সুস্থ করার জন্যে খাবার-দাবার দিয়েছিল, তারা কী দিয়েছিল তা দেখার মন ছিল না, ওরা বলল আমার কথাবার্তা শুনে আমাকে পাগল ভেবেছিল। ওরা ভুল ভাবেনি। হতাশা আর ক্ষোভে আমার মুখ দিয়ে সে সব হাহাকার বেরিয়ে আসে তা তো কারো বোঝার কথা নয়। কতবার লুসিন্দা, লুসিন্দা বলে বুক চাড়পাই, কত সময় কাপড় জামা ছিঁড়ে ফেলি, কতবার আমার শত্রুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করি আর আপন মনে গালাগাল দিই-এসবই তো পাগলামির লক্ষণ। আকাশ বাতাসে ভেসে বেড়ায় আমার হা-হুতাশ আর ক্ষোভ।

AMARBOI.COM

মাঝে মাঝে এত ক্লান্ত বোধ হয় যে নড়বার শক্তি থাকে না। আমার ঘর বলতে কর্কগাছের কোটর, রাতে ওখানেই ঘুমোই। যারা এখানে ছাগল চরাতে আসে তারা দয়া করে কিছু খাবার দেয়, তাতেই আমি বেঁচে থাকার শক্তি পাই; যখন চেতনা হারিয়ে ফেলি প্রাকৃতিক নিয়মে শরীরটা কোনোকমে টিকে থাকে। কখনো কখনো এই সরল মানুষগুলোর ওপর বলপ্রয়োগ করি, ওদের খাবার কেড়ে নিয়ে পালাই, এর জন্যে আমার বিক্ষিপ্ত মনই দায়ী। এইভাবেই আমার দুর্বিষহ জীবনের বোঝা টানতে হবে যতদিন না মৃত্যু হয় কিংবা আমি ভুলে যেতে পারি সুন্দরী লুসিন্দার মিথ্যাচার আর ফের্নান্দোর বিশ্বাসঘাতকতা। যে অসহায় পরিস্থিতিতে আজ আমি এসে পড়েছি তা থেকে আমার মুক্তি নেই।

এই হলো আমার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। এটা বলতে গিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করেছি কিনা আপনারা বিচার করুন। আমাকে উপদেশ বা পরামর্শ দেবেন না। কারণ যে রোগী ওষুধ খাবে না তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। লুসিন্দা ব্যতীত আমার সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে আমার এমন অবস্থা, আমার মৃত্যু হবে তারই জন্যে, কিন্তু আমার নিরন্তর দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করব যে আমার এমন দুর্ভাগ্য প্রাপ্য ছিল না। হতভাগ্য মানুষদের দুঃখভোগের শেষ হয় মৃত্যুতে কিন্তু আমি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করব, সেটা ভবিষ্যতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

এখানেই কার্দেনিওর তিক্ত প্রেমের লম্বা গল্প শেষ হলো; পাদ্রি কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে আরো একটা শোকাবহ করুণ আর্তনাদ ওদের আকৃষ্ট করল।

AMARBOI.COM

চতুর্থ পর্ব

২৮

সৌভাগ্যশালী আর সবচেয়ে সুখের সময় ফিরে এলো সাহসী বীর ডন কুইকজোট দে লা মানচার অটুট মনোবল আর কঠোর সিদ্ধান্তে, ভ্রাম্যমাণ নাইটদের গৌরবময় অতীতকে পুনর্জীবিত করার প্রয়াসে ব্রতী হলেন তিনি; আমাদের এই বন্ধ্যা যুগে না আছে আনন্দ না আছে সুখ; তাই সে সময়ের ইতিহাস, রূপকথা আর উপকথা থেকে আহরণ করি ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়েও সত্য এবং বর্ণময় কাহিনী। আমরা আগের পর্বের শেষ অধ্যায়ে বলেছি দুঃখী কার্দেনিওর গল্প শুনে তাকে পাদ্রিবাবা সান্ত্বনার কথা বলতে যাবেন এমন সময় বাতাসের সঙ্গে ভেসে এলো আরো বেদনাময় কণ্ঠস্বর; তখন তার বলা হলো না সে কথা।

অদৃশ্য শোকাতুর মানুষের কণ্ঠে শোনা গেল—হে খোদা, এই নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ে আমার সমাধি রচিত হোক; মানুষের কোলাহল থেকে অনেক দূরের পাহাড়ের নৈঃশব্দ আর নিঃসঙ্গতায় যদি দ্বিচারিতা না থাকে তাহলে আমার মরণ হবে পরম সুখের। আমার মতো হতভাগ্য, দুঃসহতম যন্ত্রণায় পিষ্ট মানুষ ছাড়া কে এত নিরালায় মুক্তি খোঁজে? হ্যাঁ, এই জনহীন মরু—প্রান্তরের মতো নিবিড় নীরবতায় করুণাময় খোদার কাছে যে সহায়তা পাব তা তো পাব না কপট মানুষের কাছে, ওদের কাছে পরামর্শ, সান্ত্বনা বা প্রতিকার চাওয়া মানে অরণ্যে রোদন করা।

পাদ্রি ও তার সঙ্গীরা বোঝে মানুষটি খুব কাছেই আছে, তাই ওরা ওকে খুঁজে বের করবে। প্রায় কুড়ি পা হেঁটে ওরা দেখে ঝোপের আড়ালে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্ট নদীর স্বচ্ছ জলে পা ডুবিয়ে একটা পাথরখণ্ডের ওপর বসে আছে এক রাখাল বালক, হাঁটুতে মুখ রেখে এমনভাবে বসে আছে সে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না ওরা। শব্দহীন পায়ে ওরা এগোল, ছেলেটির নজরে না পড়ে তাই অতি সাবধানী ওরা। জলে ডোবা নিটোল সুন্দর সাদা দুটি পা দেখে ওরা ভাবে পাহাড়ে কাজ করা মানুষদের পা এমন পেলব হয় না। পাদ্রি এগিয়ে গিয়ে ওদের ইশারায় পাহাড়ের আড়ালে আসতে বলেন। ওখানে থেকে ওরা দেখল ছেলেটির গায়ে ছাই রঙের জ্যাকেট, আঁটোসাঁটো পোশাকের ওপর লিনেনের তোয়ালে, নিচের দিকে ব্রিচেস, মাথায় শিকারিদের টুপি, টুপির ভেতর থেকে রুমাল নিয়ে পা মুছল, তারপর লম্বা মোজা পরল। এবার ওরা তার মুখশ্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখল। ওরা মুগ্ধ, বিস্মিত। কার্দেনিও চাপা গলায় পাদ্রিকে বলল—লুসিন্দার মতো কিন্তু লুসিন্দা তো নয়। এ কোনো দেবদূত, মানুষ নয়।

টুপিটা খুলে মাথা ঝাঁকাতেই একরাশ লম্বা ঘন চুলে ওর দেহের অনেকটাই আবৃত হয়ে গেল; এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারে যাকে ওরা রাখাল ভেবেছিল সে এক সুন্দরী নারী, হয়তো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। ওদের মতোই অবাক হয়ে কার্দেনিও বলে যে, একমাত্র লুসিন্দার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। তারপর সেই যুবতী অবাধ্য কেশরাশিকে বাগে আনার চেষ্টা করে, আঙুল ঢুকিয়ে চিরুনির কাজ করে। পাদ্রি, নাপিত আর কার্দেনিও এগিয়ে যায় ওর সঙ্গে আলাপ করতে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ওঠে মেয়েটি, চোখের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে তাকায়, দেখে—তিনজন পুরুষ তার দিকেই এগিয়ে আসছে, ও ভয় পায়, দ্রুত সরে পড়তে হবে তাকে, তাড়াতাড়িতে চুলও বাঁধা হলো না, জুতোও পরতে পারল না। কিন্তু খালি পায়ে পাথুরে পথে মাত্র ছ'পা যেতে না যেতেই ও পড়ে গেল, তখন এরা ওকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে গেল।

পাদ্রি বললেন—সেন্যোরা, আমাদের দেখে ভয়ে পালাবার কোনো প্রয়োজন নেই, এই এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায় নরম পায়ে আপনার হাঁটা সম্ভব নয়, আপনি যেই হোন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।

মেয়েটি ভয়ে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে একটা কথাও বলতে পারল না, পাদ্রিবাবা ওর একটা হাত ধরে উঠতে সাহায্য করলেন।

পাদ্রি বললেন—আপনার পোশাক দেখে যা বোঝা যায়নি চুল দেখে ধরা গেল। আপানর কোনো ক্ষতি আমরা করব না, পারলে সাহায্য করব। এখন বলুন আমরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার মতো সুন্দরী ছদ্মবেশে এই নিঃসঙ্গ পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছেন—এ তো কোনো তুচ্ছ কারণে কেউ করে না। আমাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ তো একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যাই হোক, আপনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, তার সমাধান নিশ্চয়ই বেরোবে। সময়ে এবং মানুষের বোধবুদ্ধিতে সমাধান হয় না এমন কোনো বিপর্যয় থাকতে পারে না। তাই বলছি যদি মানুষের প্রতি আপনার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না এসে থাকে তাহলে আমাদের বলতে পারেন কোনো যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হয়ে আপনি এতদূর এসেছেন, আমরা শুধু কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করছি, যদি কোনো পরামর্শ দিয়ে আপনার কিছু সুরাহা করতে পারি তাই এসব কথা জিজ্ঞেস করছি। নারী অথবা পুরুষ যেই হোক আমরা আপনার দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করব।

পাদ্রির কথা শুনেও তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না। অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে যেমন গ্রাম্য মানুষ কোনো শহুরে আগন্তুক দেখলে অবিশ্বাসী চোখে তাকায়। এইভাবে কিছু সময় যায়, তার গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তারপর কথা বলে—এই নির্জন পাহাড়েও আমি লুকোতে পারিনি, আমার বেশ ছদ্মবেশ অনাবৃত করেছে, তারপর আপনারা যখন আমার হতভাগ্য জীবনের কাহিনী জানতে আগ্রহী এখন আর লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমার জীবনের কথা শুনে আপনারা কষ্ট পাবেন আর যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি তার শেষ নেই, কোনোদিন এর থেকে পরিত্রাণ পাব না। একটা জিনিস আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর, আমি ভেবেছিলাম গোপন ব্যাপারগুলো আমার

সমাধিতে স্থান পাবে, জীবিতকালে আর কেউ তা জানবে না, কিন্তু আপনাদের কাছে তা বলতেই হবে। কারণ আমার ছদ্মবেশের খোলস আপনাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি, তাছাড়া গোপনীয়তা রাখলে আমার কথায় আপনাদের পূর্ণ বিশ্বাস নাও হতে পারে।

সেই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর মধুর, ব্যবহার মার্জিত, কথাবার্তার বুদ্ধি আর যুক্তির সঙ্গে বিনম্র ভাব। পাদ্রি এবং তার সঙ্গীরা তাকে আবার সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। সেই যুবতী অগোছালো চুল ঠিকভাবে বেঁধে একটা পাথরে বসে, তাকে ঘিরে বসে অন্যরা। কোনোকমে চোখের জল সামলে সে তার জীবনের কথা শুরু করে।–এই আনদালুসিয়ার কোনো এক জায়গায় এক ডিউক তার উপাধি অর্জন করেছিল, সে স্পেনের অভিজাত সামন্তের সম্মান। ডিউকের দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে বড়টি তার উত্তরাধিকারী হয় এবং তার বাবার গুণাবলি অর্জন করে কিন্তু ছোটটি পেয়েছিল ভেইদোর মতো বিশ্বাসঘাতকতা এবং গালালোনের শঠতা (ভেইদো অন্যায়ভাবে কাস্তিলের রাজাকে খুন করেছিল; গালালোন রঁসভেলের যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল)। আমার বাবা ডিউকের অধীন এক সামন্ত হয়েছিলেন যদিও তার বংশমর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না, তার এক সম্পদের সঙ্গে সৌভাগ্য যদি ওটা দিত তাহলে তার কোনো কিছুরই অভাববোধ থাকত না আর আমার কপাল তো এভাবে পুড়ত না, আমার এখন মনে হয় উচ্চবংশের রক্ত আমার শিরায় প্রবাহিত হলে এত দুর্ভোগ আর অশান্তি আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিতে পারত না। আমার বাবা–মা এমন কিছু অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন না, অবশ্যই উচ্চবংশের গৌরব তাদের ছিল না আর এটাকেই আমি বার বার আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে দোষ দিচ্ছি।

বংশানুক্রমিকভাবে আমার বাবা দাদারা চাষি, কিন্তু এই বংশে কলঙ্কজনক কিছু ঘটেনি কোনোদিন। প্রাচীন খ্রিস্টান পরিবার, সম্পদের দৌলতে দেশে বিদেশে তারা সম্মানীয় ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান বলে খুব আদরেই মানুষ হয়েছি, তাদের ধন–সম্পত্তির চেয়ে আমার ওপর নজর কম ছিল না এবং আমাকে পেয়ে ওরা খুবই সুখী হয়েছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো বলেই সবার আদর আর ভালোবাসা পেয়েছি, তারপর যখন আমার সব কিছু বোঝার বয়স হয়েছে ওরা আমার ওপর কিছু দায়িত্ব দিতে শুরু করলেন। সমস্ত জমিজমা এবং বাড়ির কর্তৃত্ব আমার ওপর বর্তাল এবং আমি তাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি। তাঁদের দর্পণ ছিলাম আমি, তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে আমিই হব একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের যষ্টির মতো, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই আমাকে নিয়ে, আমি ছাড়া ওরা বড় অসহায় হয়ে পড়বেন এমনই ছিল বোধহয় ওদের ধারণা। ওদের ধারণা আর বিশ্বাসকে আমি কখনোই অমর্যাদা করিনি। বাড়ির দাস-দাসী থেকে শুরু করে জোতজমির কর্মচারীরা আমার কথাতেই চলত। অবসর সময় আমার বয়েসের মেয়েদের মতোই সেলাই বোনার কাজ করতাম, লেস–এর কাজ ভালো লাগত, বই পড়া এবং গান-বাজনা আমার পছন্দের বিনোদন ছিল। আমার জীবন ছিল পূর্ণ আনন্দের, আমি স্বভাবে ছিলাম নিষ্পাপ। বিনোদনের জন্যে যা করতাম তার পেছনে কোনো কড়াকড়ি ছিল না কিংবা আমি ধনী ঘরের মেয়েদের নকল করে ওসব নিয়ে থাকতাম, তাও না। স্রেফ মনের আনন্দের জন্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম। আমার জীবনের গল্প শুনে আপনারা দেখবেন এতে আমার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। নিজের কাজকর্ম আর বিনোদন নিয়ে আমি এক সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতাম, বাইরের লোক আমাকে দেখতে পেত না, এমনকি প্রার্থনার দিনও মুখ ঢেকে মা এবং দাসীদের সঙ্গে যেতাম, আমি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম বলেই রটে গেল যে আমি খুব সুন্দরী আর চিরজীবনের অশান্তির কারণ হয়ে অবশেষে একসময় প্রেম এলো আমার নিভৃত জীবনে। আর সেই প্রেম নিয়ে এলো সর্বনাশ যার ফলে আজ এমন মরুভূমির মতো মনুষ্যবসতিহীন পাহাড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। ডিউকের দ্বিতীয় পুত্র দন ফের্নান্দো এই ঘরবন্দি মেয়েকে একদিন দেখতে পেল।

ফের্ণান্দোর নাম শোনামাত্রই কার্দেনিওর চোখে আগুন জ্বলে উঠল, মুখের রং বদলে গেল, সারা শরীর কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। পাদ্রি আর নাপিত ভাবল আবার বোধহয় তার পাগলামো শুরু হলো। কিন্তু কার্দেনিও নিজেকে গুটিয়ে নিল। সেই মেয়ে ওদিকে না চেয়ে গল্পটা আবার বলতে শুরু করল।

–তার মুখ থেকেই আমার শোনা যে প্রথম দেখাতেই সে আমার প্রতি যৌনপ্রেমের প্রবল তাড়না অনুভব করে যার বহু প্রমাণ আমি পরে পেয়েছি। আমি অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না, আমার প্রতি ওর গভীর প্রেমের নমুনা দেখানোর জন্যে কী করত শুধু সেই কথাগুলো বলব; আমাদের দাসদাসীদের ঘুষ দিয়ে হাত করল, আমার মা-বাবার মন পাবার জন্যে যে কোনো কাজে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে চাইল, আমাদের পাড়ায় প্রত্যেকটা দিনই উৎসব হইহুল্লা শুরু হলো, রাতে সংগীতের অত্যাচারে কেউ ঘুমোতে পারত না। কীভাবে জানি না আমার কাছে আসতে লাগল অসংখ্য প্রেমপত্র, সেইসব পত্রে কত ব্যাকুলতা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা আর কত কত রকমের তোষামোদ। ওর এই একাগ্র অন্ধ প্রেম নিবেদনে আমার মনে তার প্রতি কোনো দুর্বলতা জাগেনি, বরং আমার রাগ হতো, ওকে আমার শত্রুই মনে হতো, ও আমার সর্বনাশ করতে পারে এমনই ভাবতাম; কিন্তু কুৎসিত মেয়েকে সুন্দরী সুন্দরী বললে যেমন সে খুশি হয় তেমনি তার বারংবার তোষামোদে আমার মনের কোনে হয়তো কোনো দুর্বলতা জন্মেছিল। অতি বড় অভিমানী কিংবা উদাসীন মানুষও বারবার প্রশংসা শুনে বিগলিত হয়ে পড়ে। আমার মা-বাবা সবচেয়ে বেশি জোর দিতেন আমার সততায় আর দন ফের্নান্দোর চরিত্রে কপটতার কোনো আভাস পেয়ে আমাকে আমার বাবা সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফলে আমি তাকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারতাম না। যে সততা আর ন্যায়ের বোধ আমার চরিত্রের প্রধান সম্পদ ছিল সেদিক থেকে অমন কপটাচারী মানুষকে মেনে নেওয়া যায় না। আমার মা-বাবা আমার ওপর তাঁদের কোনো মতকে জোর করে চাপিয়ে দেন নি, তাঁরা ভেবেছিলেন এমন কিছু ঘটুক যাতে ফের্নান্দো নিজে থেকে সরে যাবে আর তারপর ওঁরা আমার পছন্দ মতো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন যদিও সম্পত্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি তাঁদের লোভ ছিল। তাঁদের ইচ্ছা আমাকে শক্তি জুগিয়েছিল। আমি ফের্নান্দোর কোনো চিঠির জবাব দিতাম না, কোনোকম যোগাযোগই রাখতাম না যাতে ও বুঝতে পারে যে আমাকে পাবার ইচ্ছে ওর কোনো দিনই পূরণ হবার নয়। আমার উপেক্ষা যত প্রবল হয় ততই বেড়ে যায় ওর

যৌনক্ষুধা; ও ধরে নিয়েছিল আমার বাবা অন্য কোথাও আমার বিয়ে দেবেন। ফলে ও লাজলজ্জা ঝেড়ে ফেলে যা করেছিল সেই কথা এখন বলছি, শুনুন। একরাতে আমার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ, সেই ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী বলতে আমার এক সহচরী, সে আমার ব্যক্তিগত কাজকর্ম করত; আমার সম্মানহানির ভয়ে খুবই সাবধানে থাকতাম আর দন ফের্নান্দো যে কোনো নীচতার আশ্রয় নিতে পারে ভেবে আমি ঘরে দুটো তালা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু কী করে জানি না সেই রাতে হঠাৎ ও আমার সামনে সাক্ষাৎ রাক্ষসের মতো হাজির হলো। ওকে দেখা মাত্রই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফলে কাউকে ডাকতে পারলাম না, আমাকে ওর দু'হাতে জড়িয়ে সে নানারকম ন্যাকা প্রেমের বাণী বলতে লাগল; খুব ভয়ে কাঁপছি তখনো, জ্ঞান ফিরে এলেও আমি সাহস করে কাউকে ডাকতে পারলাম না। আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তার দীর্ঘশ্বাস, কান্না আর ওর প্রেমের প্রতিশ্রুতি শুনে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। বাবা-মায়ের চোখে চোখে আমি বড় হয়েছি, বাইরের সমাজ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার ছিল না, যাদের তেমন অভিজ্ঞতা থাকে তারাও যৌবনের খিদেয় এসব টোপ গিলে নেয়; সুতরাং সেই মুহূর্তে আমার মনে দুর্বলতা এসেছিল, তবে তা আমার মর্যাদার বিনিময়ে নয়। ভয়ের প্রথম অভিঘাত কাটিয়ে উঠে আমি আগের দৃঢ়তা ফিরে পেলাম। আমি ভাবতে পারিনি এতটা সাহস পাব, ওকে বললাম—সেন্যোর, আমি এখন আপনার শক্ত হাতের মুঠোয়, হিংস্র সিংহের কবলে পড়ে যেমন কেউ বাঁচবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি তা করে আত্মসম্মান খোয়াতে চাই না; আপনাকে বলতে চাই শরীরটা আপনার হাতের মুঠোয় থাকলেও আমার আত্মা সম্পূর্ণ মুক্ত, আমার মনে কোনো পাপ নেই, আপনার মন থেকে তা অনেক দূরে, আপনি এটা জেনে যা ইচ্ছে করতে পারেন। আপনার অধীন এক সামন্ত কন্যা আমি, তবে আমরা আপনার ক্রীতদাস নই। আপনার মতো অভিজাত বংশের সন্তান হয়ে আমার মতো এক নগণ্য গ্রাম্য কৃষক-কন্যার সম্মান নিয়ে খেলা করা উচিত নয়, হ্যাঁ আমি কৃষককন্যা আর আপনি সেন্যোর, ভদ্রলোক! তবু আপনার তুলনায় আমি নিজেকে কোনো অংশেই ছোট মনে করি না। আপনার শক্ত হাতের মুঠো, বড় বড় কথা, অর্থ, লোকবল দীর্ঘশ্বাস আর কান্নায় আমি ভুলছি না। আমার বাবা এমন পাত্র পছন্দ করবেন না যার সঙ্গে আমার রুচির মিল নেই, আমার মতের প্রতি তাঁর আস্থা আছে, আপনি ভুল করছেন, আপনার কাছে একটা মেয়ের মানসিকতার দাম নেই, শুধু আছে আপনার শক্তির দাম। এই কথাগুলো বলছি কারণ আপনাকে আমি স্বামীর যোগ্য সম্মান দিতে পারছি না।

সেই দুর্বিনীত ভদ্রলোক বলে উঠল—সুন্দরী দরোতেয়া, চুপ করো (এই অভাগিনীর নাম) এসো, আমরা পরস্পরের হাতে হাত রেখে খোদা আর তোমার ঘরের এই দেবীমূর্তির সামনে স্বামী স্ত্রী হিসেবে অঙ্গীকার করি। দেবতার সামনে তো লুকোবার কিছু নেই।

কার্দেনিও নামটা শুনেই হতচকিত হয়ে যায়, বুঝতে পারে এই নাম তার চেনা। গল্পটা যাতে বন্ধ না হয় তাই বেশি কথা বলল না। শুধু বলল, সে এক দরোতেয়ার দুর্ভাগ্যের কাহিনী জানে, পরে বলবে। সেটা শোনার জন্যে সবাই তখন বড় উদ্‌গ্রীব হলো।

দরোতেয়া কার্দেনিওর মুখের দিকে তাকাল, দেখল তার ছেঁড়া-নোংরা পোশাক। বলল যদি তার সম্বন্ধে কোনো ঘটনা জানা থাকে কার্দেনিও বলতে পারে কারণ মনের জোরে সে অনেক বিপর্যয় পার হয়ে এসেছে, নতুন অঘটনের কথা শুনলে সে একটুও মুষড়ে পড়বে না।

কার্দেনিও বলল–আমি যা ভেবেছি সত্যি হলে পরে বলব। আপনার কথা আগে শুনি।

দরোতেয়া বলল–ফের্নান্দো আমাকে বিয়েতে রাজি করার জন্যে বারবার এমন অনুরোধ করতে লাগল যে আমি তাকে বললাম সে যা ভাবছে তার আগে এমন উদ্দাম আবে সংবরণ করা উচিত, না হলে ভবিষ্যতের শান্তি নষ্ট হবে।

আপনাদের সামাজিক মর্যাদার অনেক নিচে আমরা। তেমন ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে আপনার বাবাকে আঘাত দিলে শেষ পর্যন্ত সংসার ধ্বংস হবে। অন্ধ আবেগকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া শোভনও না, কল্যাণকরও নয়।

আমি আরো অনেক মুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ফের্নান্দো এত অবুঝ এত জেদি যে নিজের ইচ্ছে ছাড়া কোনো কিছুকেই ও মূল্য দেয় না। এমন বেয়াড়া স্বভাবের লোকের কাছে প্রেম বলতে ইন্দ্রিয় সুখ আর এদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওর এমন অবাধ্যপনা দেখে আমার মাথায় অন্য ধরনের ভাবনা এলো। ভেবে নিলাম ওই অবস্থায় আমি কী করব। সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে বিয়ে করে স্বামীরা অনেক মেয়েকেই পথে বসায়, ফের্নান্দো ছাড়াও অনেকেই বিবাহের মূল্য দেয় না।

ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তি অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। অসম বিবাহ সুখের হয় না। ওর সহস্র প্রতিশ্রুতি, দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল দেখে আমার মনে হলো একে একেবারে অবজ্ঞা করলে আমার ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। তাছাড়া ও এমন এক স্বেচ্ছাচারী আলালের দুলাল যে ভবিষ্যতে আমার ক্ষতিও করতে পারে। আমার অনুমতি ছাড়া রাতে সে আমার শোবার ঘরে ঢুকে যে অন্যায় করেছে, আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা, বাড়ির দাস-দাসীদের ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো অন্যায়, অশোভন। কিন্তু এসব কথা আমার বাবাকে আমি বলতে পারব না আর ছিদ্রান্বেষী সমাজ এসব ব্যাপারে মেয়েদেরই দোষ দেয়। এইসব ভেবে আমি সহচরীর সামনে তাকে তার শপথগুলো পুনর্বার উচ্চারণ করতে বললাম। সে একটুও দ্বিধা না করে আবার কান্নাভেজা গলায় সব বলল এবং বিয়ের পরে সে আজ্ঞাবহ স্বামীর সব কর্তব্য পালন করবে ইত্যাদি বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। খোদার নামে তার স্বতোৎসারিত প্রতিজ্ঞা, তার দীর্ঘশ্বাস, ছেলেমানুষের মতো কান্না আর তার রূপ, সম্পদ এবং ইতিবাচক কীর্তির কথা স্মরণ করে আমি ভাবলাম সেই আমার যোগ্য স্বামী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবে, এতবার শপথ নেওয়ার পর কি উচ্চবংশজাত লোক কোনো অসহায় নারীকে প্রতারিত করতে পারে? আমাকে সে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ রেখেই সব কথা বলেছে। বিয়ের পর সে কীভাবে তার প্রেমের দাম দেবে তা বলতে বলতে আরো শক্ত করে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে, আমি তার কথা শুনছি আর চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। ইতিমধ্যে আমার সহচরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, আমি বুঝতে

পারিনি সে নেই। এই সময় ফের্নান্দোর আসল রূপ বেরিয়ে এলো, সে রাতেই আমার কুমারীত্ব ঘুচল। তখনো রাত বাকি, যৌনক্ষুধা মেটাবার পর সে চলে যাবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। ভোর হবার আগেই আমার সহচরীর সাহায্যে সে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে প্রতিশ্রুতিগুলো আওড়ালো তবে আগের উষ্ণতা ছিল না, ওর হাতের একটা দামি আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিল, আমি তাকে আবার আসতে বললাম কারণ আমাদের বিয়ের কথায় নড়চড় হবে না, যতদিন না ঘোষণা করা হয় সে যেভাবে এসেছিল সে ভাবেই যেন আসে। ও যাবার পর জানতে পারলাম আমার বিশ্বস্ত সহচরীর তাকে যেমনভাবে ভেতরে এনেছিল তেমনভাবেই রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছে। সম্ভবত সেও ঘুষ পেয়েছিল। তখন আমার মনে না আছে বিষাদ না আছে আনন্দ। ভালো-মন্দের বিভেদ আমার মনকে পীড়িত করেনি তখন। দ্বিচারিতা করল যে দাসী–সহচরী তাকেও আমি ভর্ৎসনা করতে পারলাম না। পরের রাতে ফের্নান্দো এসেছিল একইভাবে। কিন্তু তারপর থেকে সে উধাও হয়ে গেল। রাস্তাঘাটে বা গির্জায় তার দেখা পেলাম না। এক মাস তার টিকিটিও দেখা গেল না, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে শিকার করতে বেরিয়েছে, শিকার ছিল তার নেশা। আমাকে কিছু না জানিয়ে এমনভাবে যে চলে যেতে পারে তার প্রতি সন্দেহ, ভয় আর ঘৃণায় আমার আবেগ আর চেপে রাখতে পারলাম না। অবিশ্বাসী সহচরীকে যা আগে বলতে পারিনি তা বললাম, তাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করলাম। সবচেয়ে কষ্টকর হলো বাবা-মায়ের কাছে আমার অশান্তির কথা গোপন করা। চোখের জল বাঁধ মানে না। তবুও চেপে রাখি, কিন্তু ওঁরা বুঝতে পারেন আমার জীবনে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

আমার মুখ দেখে বাবা মা কিছু জিজ্ঞেস করেন না, আমার মনে হয় তাঁরা আমার সর্বনাশের কথা না জানলেই মঙ্গল। কিন্তু আমার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তখন শুনি ঠগ ফের্নান্দো কিছুদিন আগে উচ্চবংশজাত পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটির পরিবার তেমন ধনী না, সম্পদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ওর বাবা। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি গুণসম্পন্ন। এই ঘটনার কথা গ্রাম থেকে শহরে, প্লাজা থেকে বাজারে সর্বত্র রটে যায়। মেয়েটির নাম লুসিন্দা।

লুসিন্দার নাম শুনে চমকে ওঠে কার্দেনিও, বুঝি সে আবার পাগলামো শুরু করবে, কিন্তু না, সে নিজেকে সামলে নেয়। একবার ঠোঁট কামড়ায়, চোখের কোন বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে গাল বেয়ে নেমে আসে।

দরাতোয়া তার গল্প বলে যায়–এই সংবাদ শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়, মনে হয় বাইরে বেরিয়ে জনে জনে বলি ফের্নান্দো নামে এক ধনীর ছেলে কী কেলেঙ্কারি করে আমার জীবন নষ্ট করেছে। কিন্তু বলতে বাধে, আমার আত্মসম্মান হারাবার ভয়ে আমি এমন এক নোংরা কেচ্ছার কথা বলি না। কিন্তু আমার পরিকল্পনা ছকে ফেলি, আমি ফের্নান্দোর খোঁজ করতে যাব শহরে। আমার বাবার এক যুবক ভৃত্যের পোশাক চেয়ে নিই, এই সেই পোশাক, এখনো পরে আছি আর ওকে আমার সঙ্গে যেতে বলি। সে এমন অসম্ভব প্রস্তাব শুনে আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে সে অবশেষে রাজি হয়। আড়াই দিন যাত্রার পর আমরা শহরে পৌঁছই। কি আশ্চর্য, প্রথম যাকে লুসিন্দার বাবার কথা জিজ্ঞেস করি সে

সব ঘটনা বলে। শহরে সবাই এই ঘটনার কথা জানে। লুসিন্দার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ের রাতে সে পাদ্রির কাছে বলেছিল যে ফের্নান্দোকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে রাজি। তারপরই সে জ্ঞান হারিয়ে মায়ের কোলে ঢলে পড়ে। আর বুকের মধ্যে লুকোনো ছিল একটা চিঠি আর একটা ছোরা। চিঠিতে লেখা ছিল সে কার্দেনিও নামে এক যুবককে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফের্নান্দোকে মেনে নেওয়ার চেয়ে তার মরণও শ্রেয়। চিঠি পড়ে ফের্নান্দো উত্তেজিত হয়ে ছোরা নিয়ে মেয়েটিকে হত্যা করতে যায়, কিন্তু অন্যদের প্রতিরোধে সে পারে না। সে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাকে সে বলল যে বিয়ের দিন কার্দেনিও সেই বাড়িতে উপস্থিত ছিল, লুসিন্দা ফের্নান্দোকে বিয়ে করতে সম্মতি দিলে তাকে দ্বিচারিণী ভেবে সে সেখান থেকে চলে যায়। বন্ধুদের কাছে তার চিঠি পাওয়া যায়; সে লিখেছে এমন জায়গায় সে চলে যাচ্ছে যে কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না। তারপর লুসিন্দাও তার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তার বাবা মা পাগলের মতো হয়ে কোনোকমে বেঁচে আছে। তারা জানে না মেয়েটা কোথায় গেছে।

ডন ফের্নান্দো দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারেনি ভেবে আমার মনের নিভৃত এক কোনে কেমন একটা আনন্দের উপলব্ধি হয়, খোদা বোধহয় চাননি যে একজন খ্রিস্টান জোচ্চুরি করে দু'বার বিয়ে করুক। আমার কল্পনা কিংবা অবাস্তব মনের স্তরে একটা আশার সঞ্চার হয়। জানি না এটা কেমন খ্যাপামি। শহরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা কোথায় যাব ঠিক করতে পারছি না। এক জায়গায় দেখি একজন চিৎকার করছে—এক যুবতী তার বাড়ির চাকরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে, ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকার পুরস্কার! মোটা টাকা! যুবতী এবং ভৃত্যের যে বর্ণনা সে দিচ্ছিল তা আমাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এই ঘোষণায় আমার মন দমে যায়। ডন ফের্নান্দোর আচরণে আমি যেমন আঘাত পেয়েছিলাম তেমনি এই আঘাত। যে সততা, ন্যায় আর বিবেকের জন্যে আমার চরিত্রে এক বৈশিষ্ট্য দাবি করা যেত সব ধুলোয় মিশে গেল, আমার সম্মান বলতে আর কিছু রইল না। ভৃত্যের সঙ্গে ঘর ত্যাগ করার ঘটনা এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের পক্ষে সবচেয়ে বেশি অবমাননাকর। তৎক্ষণাৎ আমি শহর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। পথ চলতে চলতে এই নির্জন পাহাড়ে পৌঁছে লোকচক্ষুর আড়ালে আসতে পেরে যেন একটু শান্তি পাই। কিন্তু কথায় আছে বিপদ একা আসে না, এক দুর্ভাগ্য আরেক দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। পাহাড়ের মনুষ্যবসতিহীন অঞ্চলে আমাকে একা পেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়, রূপমুগ্ধতা নয়, যৌন কামনা থেকেই এমন প্রস্তাব দিতে সাহস পায়। তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় তিরস্কার করি তখন সে বলপ্রয়োগ করে তাঁর কাম চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে কিন্তু খোদা অসহায়ের সহায় হয়ে দেখা দেন, দুর্বলকে রক্ষা করেন; আমি তাকে জোরে একটা ধাক্কা দিই, সে পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গিয়ে পড়ল, মরেছে না বেঁচে আছে, সে খবর আমি জানি না। পাহাড়ের আরো ভেতর দিকে এসে সে রাতটা কাটাই। পরের দিন এক মেষপালক আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। ওর মেষ চরাবার কাজ পাই। বেশিক্ষণই আমি বাইরে থাকতাম যাতে আমার আসল পরিচয়টা কেউ জানতে না পারে। কয়েক মাস যাবার পর সে বুঝতে পারে আমি মেয়ে। তখন আমার ভৃত্যের মতো তারও লালসা বেরিয়ে পড়ে, সে

আমাকে ভোগ করতে চায়। ওর মনোভাব বুঝতে আমার দেরি হয় না। কিন্তু আমার ভৃত্য যেমন শাস্তি পেয়েছিল তা ওকে দেবার সুযোগ পাইনি। আমি চলে আসি এই নদীর ধারে, জঙ্গলে। আমার বাবা আমাকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমি জানি না। এই নিঃশব্দ নির্জনতায় যদি শান্তি পাই সেই আমার পরম সৌভাগ্য। এখানে মৃত্যু হলে পাহাড়ের শীতল বুকে আমি সমাধিস্থ হয়ে চিরশান্তির জগতে চলে যাব। খোদার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা আমার এই দুঃসহ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটুক। এক অভাগা নারী এমন অসুখী জীবনের শিকার হলো, তার নিজের দোষে নয়, ঘটনা পরম্পরায়। আর অনেক দূরের শহরে, গ্রামে গ্রামান্তরে অবসর সময়ে সেই নারীর গল্প করবে মানুষ।

২৯

ভদ্রমহোদয়গণ, এতক্ষণ ধরে আপনারা আমার জীবনের ভয়ানক করুণ কাহিনী শুনলেন। এবার বলুন তো, আমার দীর্ঘশ্বাস, নিজের মনে ক্ষোভের কথা বলা আর চোখের জল কি বাড়াবাড়ি? আমার লাঞ্ছনা আর লজ্জার কোনো সান্ত্বনা হয় না, ওই সব কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলো জীবনের সঙ্গে মিশে আছে, মুছে তো ফেলা যাবে না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ বাকি জীবনটা কাটানোর মতো একটা নিভৃত আশ্রয় খুঁজে দিন যেখানে আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, লোকচক্ষুকে আমি খুব ভয় পাই, আমার খোঁজে কেউ এলেও যেন আমাকে দেখতে না পায়; আমার মা-বাবা এত ভালোবাসতেন আমাকে যে ওরা আমাকে পেলে খুবই খুশি হবেন কিন্তু এ মুখ আমি আর ওদের দেখাতে চাই না। কারণ আমি তাঁদের কাছে সততার যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা রাখতে পারিনি, মুখ তুলে মাথা উঁচু করে আর কোনোদিন আমি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

এই বলে সে থামল, তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে যেন আত্মার অন্তঃস্তল থেকে উঠে এসেছে এক গভীর লজ্জা আর অপমান। শ্রোতারা দুঃখ পায়, এমন এক নিষ্পাপ সুন্দরীর অকপট স্বীকারোক্তি তাদের বড় ব্যথিত করে। পাদ্রি তাকে সদুপদেশ কিংবা সান্ত্বনা দিতে যাবেন এমন সময় কার্দেনিও তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে–আপনি কী ধনী ক্লেওনার্দোর একমাত্র কন্যা যার নাম দরোতেয়া? যাকে লোকে বলে সুন্দরী দরোতেয়া?

ছিন্ন ময়লা পোশাক পরা মানুষটির মুখে বাবার নাম শুনে সে ভীষণ অবাক হয়। কার্দেনিওকে জিজ্ঞেস করে–আপনি কে ভাই? আমার বাবার নাম জানলেন কেমন করে? আমার দীর্ঘ কাহিনীতে একবারও বাবার নাম তো বলিনি।

কার্দেনিও বলে–আপনি তো বললেন সুন্দরী লুসিন্দা তার ভাবী স্বামী হিসেবে একজনের নাম বলেছিল, বিয়ের রাতে তার বুকের মধ্যে লুকানো চিঠিতে যার নাম লেখা ছিল আমি সেই হতভাগ্য কার্দেনিও। যার কপটতায় আর বিশ্বাস ভঙ্গে আপনি লাঞ্ছিতা হয়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন সেই লোকের প্রতারণার ফলে আমি সর্বস্বান্ত পথের ভিখারি। আমার অর্ধনগ্ন উন্মাদপ্রায় অবস্থা, আমি একটা গোটা মানুষ নই, মাঝে মাঝে খোদার অসীম দয়ায় স্বাভাবিক চেতনা পাই কিন্তু অধিকাংশ সময়ই

আমার হুঁশ থাকে না আমি কে, কী বলছি, কোথায় আছি। শুনুন দরোতেয়া, আমি সেই বিয়ের রাতের দুর্ভাগা সাক্ষী যার চোখের সামনে লুসিন্দা শঠ, জোচ্চর ফের্নান্দোকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়েছিল। আমাকে কেউ দেখতে পায়নি কিন্তু ওই সময় পর্যন্ত আমি সব দেখেছিলাম। লুসিন্দার ওই 'হ্যাঁ' বলার পর আমি আর ওখানে দাঁড়াতে পারিনি। তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বুকের লুকানো চিঠি, সেটা ফের্নান্দোর হাতে পড়া ইত্যাদি ঘটনা আমি দেখিনি, আমার সহ্য করার শক্তি ছিল না। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে এসেছিলাম লুসিন্দাকে আমার চিঠি, ওটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেছিরাম সেই মানুষটিকে তারপর শহ ছেড়ে এই দূর পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, এই জীবনটাকে আমার পরম শত্রু ভেবে শেষ করে দেব ভেবেছিলাম। ভাগ্য আমাকে সেই চরম সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছে, খোদার কোনো গূঢ় অভিপ্রায় ছিল আমাকে বাঁচিয়ে রাখার। আপনার মুখে সব ঘটনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্যই জীবনের শেষ কথা নয়, আপনার আর আমার জীবনের এই চরম দুর্দশা হয়তো শেষ হতে চলেছে। লুসিন্দা আমার, সে ফের্নান্দোকে গ্রহণ করেনি। সে আপনার, কাজেই মনে হচ্ছে আমার যা চেয়েছিলাম তাই হয়তো ঘটবে। যতদিন না আপনি ফের্নান্দোকে ফিরে পাচ্ছেন আমি আপনার পাশে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো থাকব,—খ্রিস্টান ভদ্রলোক হিসেবে আপনার কাছে এই আমার শপথ। যা ভাবতে পারিনি খোদার দয়ায় তাই ঘটতে চলেছে; কিন্তু দুর্বুদ্ধি আর দুর্ভাগ্যের কারণে এতদিন যা আমরা সয়েছি তার অবসান আসন্ন। আপনার মনের মতো জীবন ফিরে আসবে, আমারও সেই আশা।

কার্দেনিওর কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে দরোতেয়া কীভাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভেবে পায় না, সে তার পা চুম্বন করতে যায় কিন্তু কার্দেনিওর বাধায় তা পাবে না। পাদ্রি খুশি হন কার্দেনিওর কথায় এবং সবাইকে তার বাড়িতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করেন, সেখান থেকে তারা ফের্নান্দোকে খুঁজে বের করবে এবং দরোতেয়াকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবে। এই পরিকল্পনা সবার পছন্দ হয় এবং ওরা পাদ্রির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নাপিত এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর এই ব্যবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করে। সুদিন ফিরে আসবে বলে সে খুব সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

তারপর নাপিত ওদের ওখানে আসার কারণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ডন কুইকজোটের উন্মত্ত আচরণ এবং প্রায়শ্চিত্ত পালনের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলে যে তার শাগরেদ সংবাদ নিয়ে আসবে, তাই এখানে তার প্রতীক্ষায় ওরা বসেছিল। ডন কুইকজোট নামটা শুনে কার্দেনিওর মারপিটের ঘটনাটা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, কিন্তু ও বিস্তারিত কিছু বলে না। এদিকে একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে ওরা থামে, গলা শুনে বুঝতে পারে বুঝতে পারে সানচো পানসা ওদের ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে। আসলে যে জায়গাটায় সানচো ওদের দাঁড়াতে বলে চলে গিয়েছিল ফিরে এসে সেখানে তাদের দেখতে না পেয়ে অমন চেঁচাচ্ছে। ওর কাছে এরা শুনল যে ডন কুইকজোটের অর্ধমৃত অবস্থা, শুধু শার্ট পরে বিছানায় শুয়ে আছেন, মুখ পাণ্ডুর, চোখ বসে গেছে কোটরে, ঘুম হচ্ছে না, খাবারদাবারও কিছু নেই। ওই অবস্থায় দুলসিনেয়া দুলসিনেয়া বলে কান্নাকাটি করছে।

সানচো বলেছে যে দুলসিনিয়া তাকে তোবোসোয় গিয়ে দেখা করতে বলেছে কিন্তু তার মনিব তাতে রাজি নয় কারণ বড় কোনো সফল অভিযানের আগে ওই সুন্দরীকে নিজের মুখ দেখাবে না। সানচো বলে যে এমন অবস্থা চলতে থাকলে মনিব সম্রাট হতে পারবে না, এমন কি আর্চবিশপ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। এখন মনিবকে এখান থেকে না গিয়ে গেলে সমূহ বিপদ।

পাদ্রি সানচোকে বললেন যে তার মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই, তার মনিব যতই জেদ দেখাক ওকে বাড়িতে নিয়ে যাবেনই। তাপর কার্দেনিও এবং দরোতেয়ার দিকে চেয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা বললেন। ডন কুইকজোট বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে তিনি আর নাপিত ছদ্মবেশে যাবেন ওর কাছে। সব শুনে দরোতেয়া নিজে দুঃখী মহিলার অভিনয়টা করতে চায় এবং সেটা নাপিতের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হবে, তার সুন্দরী সাজার পোশাক গয়না সব আছে, তাছাড়া সে শিভালোরির অনেক বই পড়েছে কাজেই জানে কীভাবে নাইটের কাছে অসহায় ভাব প্রকাশ করে সাহায্য চাইতে হয়।

পাদ্রি এই প্রস্তাব শুনে দারুণ খুশি হয়ে বলেন যে যত শিগগির সম্ভব কাজে নেমে পড়তে হবে। আমাদের এইটাই আগে করা দরকার, এ আমাদের পরম লাভ, আপনাদের সৌভাগ্যের দরজা খোলার আভাস পাওয়া গেছে। এবার আমরা আরেকজন মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে দেখি।

দরোতেয়ার সঙ্গে কাপড়-চোপড়ের একটা পোঁটলা এবং গয়নার একটা বাকস ছিল, খুব চটপট সে খুব দামি কাপড়ের পেটিকোট এবং সবুজ রঙের সিল্কের গাউন পরে নিল আর গয়নার মধ্যে সুন্দর একটা হার আর কিছু অন্য ছোটখাটো জিনিস পরে মুহূর্তের মধ্যে পরীর মতো সুন্দরী হয়ে উঠল। সবাই তার রূপ দেখে মোহিত হয়ে ভাবল যে এমন এক অভিজাত সুন্দরী নারীকে ফের্নান্দো কত কষ্টই না দিয়েছে।

সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছে সানচো পানসা, ওর মনে হলো মানুষ এত সুন্দরও হয়। সে তো কোনোদিন এমন অপরূপ মানবী দেখেনি। তারপর পাদ্রিকে জিজ্ঞেস করল—এই নারী এমন পাথর আর বন-জঙ্গলে ভরতি রুক্ষ জায়গায় কেন এসেছে।

পাদ্রি সানচোকে বললেন যে নারী মিকোমিকোন রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারিণী; তোমার মনিবের ক্ষমতার কথা 'গিনি' নামের দেশে সবাই জানে, তার নাম শুনেই মহিলা এখানে তার সাহায্য চাইতে এসেছে; এক বদ দানব তার ওপর অহেতুক অত্যাচার চালাচ্ছে, তার খপ্পর থেকে একে উদ্ধার করতে হবে।

সানচো পানসা বলে—ওরে বাবা! যেন সুন্দর চাওয়া তেমনি সুন্দর পাওয়া। আমার মনিব কোনো বদমায়েশি বরদাস্ত করে না, ওই শুয়োরের বাচ্চা দৈত্যটাকে কুপিয়ে দু টুকরো করে দেবার হিম্মত একমাত্র তারই আছে। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি যে ভূত হলে কিন্তু হবে না, আমার মনিব ভূতপ্রেতকে এখনো কাবু করতে শেখেনি। পাদ্রিবাবা, আপনাকে আবার বলছি দেখবেন, আমার মনিব যেন আর্চবিশপ না হয়ে বসে কারণ আমি বিবাহিত সংসারী মানুষ, চার্চের কাজ আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া এটা তো মস্ত সুযোগ এই রাজকুমারীকে বিয়ে করলেই তো আমার মনিব সেই রাজ্যটার সম্রাট হয়ে যেতে পারে। আর তাহলে আমার কপালটা খোলে। আপনি বলে দেখুন যদি এ সুযোগে

বিয়েটা হয়ে যায় সব দিক রক্ষা হয়। কি যেন নাম রাজকুমারীর? এরই মধ্যে ভুলে গেলাম। মাইরি! আমার যে কী হবে!

পাদ্রি বললেন–তার নাম রাজকুমারীর মিকোমিকোনা আর রাজ্যের নাম মিকোমিকোন; রাজ্যের নামের সঙ্গে রাজকুমারীর নাম প্রায় মিলে গেছে।

সানচো বলল–মিল তো থাকবেই; আমি এমন অনেক নাম জানি, যেমন পেদ্রো দে আলকালা, হুয়ান দে উবেদা, দিয়েগো দে ভাইয়াদোলিদ, হয়তো 'গিনি' দেশে এমন নাম রাখার রেওয়াজ আছে।

পাদ্রি বললেন–ঠিক বলেছ। এখন দেখি কী করা যায়? তোমার মনিবের বিয়ের কথা ভাবছি। এই রাজকুমারীর সঙ্গে যাতে হয় আমি খুব চেষ্টা করব। একথা শুনে খুব আনন্দ হয় সানচোর আর তার ওপর মনিবের এমন প্রচণ্ড প্রভাব দেখে অবাক হন পাদ্রি, সানচোর ধারণা ডন কুইকজোট সম্রাট হবে একদিন। সানচোর মধ্যে ডন কুইকজোটের পাগলামি শিকড় গজিয়েছে বলে পাদ্রির এমন বিস্ময়।

এর মধ্যেই পাদ্রির খচ্চরে উঠে বসেছে দরোতেয়া এবং নাপিত বলদের ল্যাজের ঝোলা দাড়ি সামলাতে সানচোকে পথ দেখাতে বলল। ওরা সানচোকে আবার সাবধান করে দিল ওখানে গিয়ে সে যেন এদের চেনা বলে পরিচয় না দেয়, তাহলে ওদের এই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে আর ডন কুইকজোট সম্রাট হতে পারবে না। পাদ্রি ভাবলেন তার যাওয়ার কোনো দরকার নেই, কার্দেনিও ভাবল তাকে দেখে ডন কুইকজোট সেই মারামারির কথা তুলে অশান্তি বাধাতে পারে। ওরা তাই ওখানেই থেকে গেল। পাদ্রি দরোতেয়ার ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিলে সে বলল বইয়ে যেমন লেখা থাকে ঠিক সেরকম নিখুঁত হবে তার অভিনয়। সানচোকে ওরা অনুসরণ করে এগিয়ে গেল আর পেছনে বেশ খানিকটা দূরে হেঁটে ধীরে ধীরে চললেন পাদ্রি আর সঙ্গে কার্দেনিও। এক লিগের তিন-চতুর্থাংশ পথ যাওয়ার পর ওরা ডন কুইকজোটকে দেখতে পেল, ততক্ষণে তিনি পোশাক পরে নিয়েছেন কিন্তু বর্ম পরা হয়নি। দরোতেরা ওকে চিনতে পেরে এগিয়ে যায়, সানচো তাকে খচ্চরের পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করে। মাটিতে পা দিয়েই সে অত্যন্ত সাবলীল এবং লীলায়িত ভঙ্গিতে নাইটের হাঁটুর সামনে বসে পড়ে, বাধা দিয়েও কাজ হলো না। সে বলল–হে বীর অপরাজেয় নাইট, আপনার কাছে একটি আবেদন নিয়ে এসেছি, ওটা না পেলে আমি উঠব না, আপনার সাহায্য পেলে এক অসহায় অপমানিতা নারী উপকৃত হয় এবং আপনার শৌর্যের খ্যাতি দিকদিগন্তে আরো প্রসারিত হবে; আপনার সাহস আর বাহুবলের খ্যাতি শুনেই এক সহায় সম্বলহীন নারী অনেক দূর থেকে এসে সাহায্য চাইছে; নাইটের স্বীকৃত দায়িত্ব তাকে রক্ষা করা, আপনাকে সেই কাজটা করার জনেই এই আবেদন, অবলা যুবতী রাজকুমারীকে আপনি রক্ষা না করলে কে করবে?

ডন কুইকজোট বললেন–হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মাটি থেকে উঠে না দাঁড়ালে আমি আপনার কোনো কথার উত্তর দেব না।

বিপন্ন সুন্দরী বলে–ক্ষমা করবেন সেন্যোর নাইট, আপনার আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি উঠতে পারব না।

ডন কুইকজোট বললেন–আমার দেশের রাজা, মাতৃভূমি এবং আমার হৃদয়ের রানির পক্ষে ক্ষতিকারক না হলে অবশ্যই আমি আপনাকে সাহায্য করব।

মহিলা বলে–আপনি যাদের কথা বললেন তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না, সেন্যোর।

সান্‌চো মনিবের কানে কানে বলে–রাজি হয়ে যান, হুজুর রাজি হয়ে যান, একটা সাধারণ দৈত্যকে মারা আপনার কাছে কিচ্ছু না, আপনার পায়ের সামনে বসে আছে মিকোমিকোন রাজ্যের রাজকুমারী মিকোমিকোনা, ইথিওপিয়ার একটি রাজ্য মিকোমিকোন।

ডন কুইকজোট বলেন–যেই হোন তিনি, আমি বিবেকের কাছে এবং আমার পেশার প্রতি দায়বদ্ধ। এই দুই বোধে উদ্দীপিত হয়ে আমি আমার কর্তব্য পালন করব।

তিনি বললেন–হে সুন্দরী আপনি এবার উঠুন, আপনার আবেদন আমি মঞ্জুর করলাম।

মহিলা বলে–আপনার মতো উদার-হৃদয় বীরের কাছে আমার বিনীত আবেদন যে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন এবং সবার আগে এক দেশদ্রোহী দৈত্যকে হত্যা করে আমার রাজ্য এবং রাজত্বকে নিরাপদ করে দেবেন। সেই আপদটা না মানছে মানুষের আইন, না খোদার বিধান।

ডন কুইকজোট বলেন–আপনি যা চান তাই হবে, সুতরাং এতদিন যে দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত ছিলেন সে সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের সোনালি স্বপ্ন দেখুন খোদার করুণায় এবং আমার ক্ষমতায় আপনি ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সিংহাসনে বসবেন, আপনার বিরুদ্ধে যারা লেগেছে তারা সমূলে ধ্বংস হবে। সুতরাং আর দেরি নয়, শুভস্য শীঘ্রম্, দীর্ঘসূত্রতা মানুষকে ধ্বংস করে।

কৃতজ্ঞতাবোধে সেই সুন্দরী নাইটের হাত চুম্বন করতে গিয়ে বাধা পেল কারণ বীর নাইটের পক্ষে তা সম্মানীয় নয়, কিন্তু নাইটদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সুভদ্র তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশের জন্যে সুন্দরীকে আলিঙ্গন করলেন তারপর সানচোকে অস্ত্রশস্ত্র আনতে আদেশ দিলেন। গাছে টাঙানো অস্ত্রগুলো এনে সান্‌চো মুহূর্তের মধ্যে মনিবকে সুসজ্জিত করে দিল আর রোসিনান্তের লাগাম আর জিন লাগিয়ে প্রস্তুত করল।

–খোদার নাম নিয়ে এবার আমরা যাব এই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। চলো দেখি কেমন হিম্মত সেই বজ্জাত দৈত্যের!

নাপিত হাঁটু মুড়ে দাড়ি এবং হাসি সামলে বসেছিল। দাড়ি খুলে পড়লে কিংবা হেসে ফেললে ওদের পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যেত। কিন্তু নাইটের প্রস্তুতি দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে সুন্দরীর হাত ধরে খচ্চরের পিঠে তুলে দিল। ততক্ষণে নাইট তাঁর ঘোড়ায় চেপে বসেছেন। নাপিত তার খচ্চরের পিঠে উঠে পড়ল। সানচোকে যেতে হবে হেঁটে, নিজের গাধাটার জন্যে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; কিন্তু তার মনিব অচিরেই সম্রাট হতে যাচ্ছে ভেবে তার আনন্দ হয়। তার মনিব নিশ্চয়ই এই রাজকুমারীকে বিয়ে করবে। কোনো সন্দেহ নেই তার। আর বিয়েটা হলে রাজা তো হবেই। একটা কথা ভেবে তার মনে খটকা লাগে। তার মনিব যে রাজ্য শাসন করবে সেখানকার সবাই কালো মানুষ;

নিগ্রো; আর তার ওপর কোনো অঞ্চলের শাসনভার দিলে ওই কালোরাই হবে তার প্রজা। কিন্তু তার কল্পনায় একটা ইতিবাচক দিক ভেসে ওঠে, মনে মনে বলতে থাকে–

–প্রজারা কালো হলে ক্ষতি কী? আমি ওদের জাহাজে ভরতি করে স্পেনে পাঠাব, দালালরা ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নেবে। মোটা টাকা! আর অতি সহজেই একটা বড় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে বসে খাব। একটা আঙুলের ইশারায় তিরিশ কি দশ হাজার নিগ্রোকে বেচে দেব। এমন লাভ অন্যভাবে করা সম্ভব নয়। আমি লেখাপড়া শিখতে পারিনি, হিসেবটা তো বুঝি! ওরা কালো হোক, আমি সাদা কি হলদে করে নেব! টাকার আবার রং কী? আমি জানি নিজের আঙুল কেমন করে চাটতে হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে সানচো হেঁটে যাওয়ার কষ্ট ভুলে গেল।

কার্দেনিও আর পাদ্রি বনের মধ্যে দিয়ে ওদের যেতে দেখল। এবার ওদের সঙ্গে যোগ দেবে কীভাবে সেটা চিন্তার বিষয়। পাদ্রির উদ্ভাবনী শক্তি অসাধারণ। তার সঙ্গে যে বড় কাঁচি ছিল সেটা বের করে কার্দেনিওর দাড়ি ছেঁড়ে দিলেন, আর নিজের কালো জোব্বা এবং ছাই রঙের কোট পরিয়ে এমন সাজিয়ে দিলেন যে আয়না থাকলে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠতে কার্দেনিও। পাদ্রির পরনে রইল ব্রিচেস এবং সাদা ঢোলা জামা। সাজ বদলে ওরা হেঁটে বড় রাস্তায় আগে পৌঁছল। কারণ পাহাড়ি পথে ঘোড়া বা খচ্চর খুব দ্রুত চলতে পারে না। কিছু সময় পার হলে ওরা বড় রাস্তায় এলো। পাদ্রি যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন পুরনো বন্ধুকে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেলেন, তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন–

–শিভালোরির দর্পণ, আমার মহান প্রতিবেশী ডন কুইকজোট দে লা মানচা, সৌজন্যের উজ্জ্বল রত্ন, বিপন্ন মানুষের ত্রাতা, ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের আদর্শ, কী যে আনন্দ হচ্ছে আজ আপনাকে দেখে, কী বলব!

এইভাবে স্বাগত জানিয়ে পাদ্রি ডন কুইকজোটের বাঁ পায়ে চুম্বন করে এমনভাবে তাকে সম্মান জানালেন যে মানুষটি তাকে প্রথমে চিনতে পারেননি। নাইট ওর মুখের দিকে একভাবে কিছুক্ষণ দেখার পর চিনতে পেরে ঘোড়া থেকে নামচে যাবেন এমন সময় পাদ্রি তাকে আটকালেন।

নাইট বলেন–মাননীয় পাদ্রি মহোদয় আপনার মতো সম্মানীয় মানুষের সামনে আমি ঘোড়ার পিঠে বসে থাকব এটা মোটেই ভালো দেখায় না।

পাদ্রি বলেন–সেন্যোর, আপনার নামার কোনো প্রয়োজন নেই, এই ঘোড়ার পিঠে চেপেই আপনি দিনের পর দিন যে দুরূহ অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং করে চলেছেন তা এ যুগের অভিনব অভিজ্ঞতা, এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারেনি আমাদের। আমার মতো এক নগণ্য পাদ্রিকে যদি আপনার সঙ্গীদের কারো সঙ্গে যেতে অনুমতি দেন তাহলে আমি ধন্য মনে করব নিজেকে, আর ভাবব আমি পেগাসো (গ্রিকোরোমান যুগের মিথ) নামের ঘোড়ায় চেপেছি কিংবা জেব্রা বা বিখ্যাত মুর মুসারাকের শক্তিমান ঘোড়ার পিঠে বসেছি যার কথা উল্লিখিত আছে আলকালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে সুলেমার গুহায়।

ডন কুইকজোট বলেন–পাদ্রি মহোদয় আপনি এক মহানুভব ব্যক্তি, এত সম্মান পাব আশা করিনি। যাই হোক আমাদের রাজকুমারীর সম্মতি নিয়ে তার সহচরের খচ্চরের পিঠে আপনাকে উঠতে হবে যদি ওটা দুজনকে নিয়ে চলতে পারে।

রাজকুমারী বললেন–আমার সহচর এত ভদ্র মানুষ যে সে নিজেই জায়গা করে দেবে, খচ্চর থাকতে মাননীয় পাদ্রিমহোদয় তাতে উঠতে পারবেন না তা কি হয়?

নাপিত বলল–নিশ্চয়ই।

সে নিজে নেমে এসে পাদ্রিকে বসার ব্যবস্থা করে দিল। পেছন দিকে যেই বসতে যাবে ভাড়া –করা খচ্চর এমন করে পেছন দিকের পা দুটো তুলেছে যে নাপিতের বুকে বা পাঁজরে লাগলে সে ডন কুইকজোট শাপশাপান্ত করত। যাই হোক সে মাটিতে পড়ে আঘাতের চেয়ে ভয় পেয়েছে বেশি; কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল তার দাড়ি ধুলে পড়েছে, দু'হাতে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল তার চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে; ডন কুইকজোট দেখলেন একরাশ দাড়ি ছিটকে পড়েছে কিন্তু তাতে রক্ত লেগে নেই, চোয়ালের অংশ বা দাঁতও নেই, এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চেঁচিয়ে বললেন–হা খোদা! অলৌকিক কাণ্ড! দাড়িটা এমনভাবে পড়ে আছে মনে হচ্ছে কোনো নাপিত কামিয়ে ফেলে রেখেছে। নাপিত মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। এদিকে পাদ্রি ভাবলেন যে ওদের সাজানো ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে, তিনি দ্রুত নাপিতের মাথা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে দাড়িটা একবার ঠিকমতো আটকে দিলেন। এই কাণ্ড দেখে অবাক হন ডন কুইকজোট। মাংস বা রক্ত ছাড়া দাড়ি ছিঁড়ে পড়া এবং আবার যথাস্থানে জুড়ে যাওয়া দেখে তাঁর মনে হয় এর মধ্যে কোনো জাদু আছে এবং তিনি পাদ্রিকে অনুরোধ করেন যাতে এই জাদু তাকে শিখিয়ে দেন কারণ তার অভিযাত্রী জীবনে এর প্রয়োজন হতে পারে।

পাদ্রি বললেন–অবশ্যই যত শিগগির সম্ভব আপনাকে শিখিয়ে দেব। মোটামুটি এই ব্যাপারটা মিটল। নাপিত এবং কার্দেনিও নিজেদের মধ্যে অদলবদল করে খচ্চরের পিঠে এবং পায়ে হেঁটে সরাইখানায় পৌঁছবে, আর মাত্র দুলিগ তাদের যেতে হবে। ওদের কথামতো পাদ্রি খচ্চরে উঠলেন। এখন তিনজন যাচ্ছে ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে ডন কুইকজোট রাজকুমারী এবং পাদ্রি আর হেঁটে ওদের পেছন পেছন যাচ্ছে কার্দেনিও, নাপিত এবং সানচো পানসা।

ডন কুইকজোট রাজকুমারীকে বললেন–সেন্যোরা, কোনো পথে যেতে হবে আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।

সুন্দরী উত্তর দেবার আগে পাদ্রি বললেন–কোন রাজ্যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন রাজকুমারী? মিকোমিকোন? আমি তো জানি ওখানেই যাব; ভুল হচ্ছে না তো আমার?

সুন্দরী পাদ্রির কথার মর্ম বুঝে বলল ঠিকই বলেছেন, এবং বলল–হ্যাঁ, সেন্যোর আমরা সেই রাজ্যের পথেই যাচ্ছি।

পাদ্রি বললেন–তাহলে আমার গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রথমে আমরা যাচ্ছি কার্তাহেনা, ওখান থেকে জাহাজে যেতে হবে, পথে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে না বছরের মধ্যে আমরা মেওনা নামে বিশাল হ্রদে পৌঁছব, তার মানে বলতে চাইছি যাব মেওতিদেস্

(কৃষ্ণসাগরের একটা উপসাগরের নাম নিয়ে পরিহাসপ্রিয় পাদ্রি অদ্ভুত নাম বানিয়ে দেন) ওখান থেকে একশো দিনের পথ পার হয়ে আপনার রাজ্য।

রাজকুমারী বলে–না, পাদ্রিবাবা, আপনি ভুল করছেন, খারাপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও আমি দু'বছরের মধ্যে আমার পছন্দের জায়গায় পৌঁছে গেছি; স্পেনে পৌঁছবার পর যার খ্যাতির কথা শুনেছি, সেই শক্তিশালী নাইটের সাহায্য ও সহযোগিতা পাব আশা করে এখানে এসেছি। ডন কুইকজোট দে লা মানচা হচ্ছেন সেই অপরাজেয় নাইট যিনি আমাকে বিপন্মুক্ত করতে পারবেন।

ডন কুইকজোট বলেন–থাক, সেন্যোরা এত প্রশংসা করবেন না, নিজের এত স্তুতি শুনতে ভালো লাগছে না, সত্যি কথা বলতে কী, আমি অত্যধিক স্তুতি বন্দনার বিরোধী। আমার সাহস, শৌর্য থাক বা না থাক, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই চালাব। এবার একটা জিনিস জানবার কৌতূহল সংবরণ করতে পারছি না। পাদ্রি মহোদয় ভৃত্য ছাড়া একা এমন নিঃসঙ্গ জায়গায় এলেন কেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তাছাড়া খুব সামান্য পোশাক পরে এতদূর! না, আমার মাথায় ঢুকছে না।

পাদ্রি বললেন–আমি অল্প কথায় আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আর আমাদের প্রতিবেশী নাপিত নিকোলাস সেভিইয়া গিয়েছিলাম, আমার এক আত্মীয় ইন্দিসে পাকাপাকিভাবে বাস করে, সে উত্তর হাজার পেসেতা পাঠিয়েছিল ওখানে, বুঝতেই পারছেন ওই টাকার দাম এবং ওজন দুটোই বেশ ভারী; আসার সময় এখানকার চারজন ডাকাত আমাদের সব কেড়ে নিল, এমনকি নাপিতের দাড়ি পর্যন্ত উপড়ে নিল, এখন যে দাড়ি দেখছেন সেটা মেকি; আর ওই যে দেখছেন এক যুবক, ওর নাম কার্দেনিও, ওরা সবকিছু কেড়ে তার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে। এখানকার লোকজন বলল ওই কুখ্যাত ডাকাতেরা বন্দি ক্রীতদাস হয়ে রাজার জাহাজের দাঁড় টানার শাস্তি পেয়েছিল, রাজার প্রহরী এবং উর্ধ্বতন কর্মচারী ওদের শেকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, একজন ভদ্রলোক ওদের মুক্ত করে দিল। প্রহরী এবং উর্ধ্বতন কর্মীরা বাধা দিয়েও কিছু করতে পারল না।

সবাই বলছে হয় মানুষটা পাগল নয় ডাকাত। যার সামান্য জ্ঞান আছে সে কী করে ভেড়ার পালে নেকড়ে ছেড়ে দেয়? মুরগির দলে শিয়াল? কিংবা মধুর পাত্রে মৌমাছি? এই মানুষ আইন-কানুনের ধার ধারে না, রাজার আইন অমান্য করে, বিচার স্বাস্থ্যকে বুড়ো আঙুল দেখায়, সানতা এরমানদাদকে পর্যন্ত ভয় দেখায়। এমন মানুষের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে, লোকে এমনটাই ভাবে।

পাদ্রি এবং নাপিতকে সানচো বলল তার মনিব কীভাবে শেকল বাঁধা ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিল; এই ঘটনার বর্ণনা শুনে ডন কুইকজোটের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করে পাদ্রি। ডন কুইকজোটের মুখ কঠিন হয় কিন্তু সাহস করে বলতে পারেন না যে তিনি নিজেই ওই কাজটি করেছিলেন। এটা যে ভ্রাম্যমাণ নাইটের কর্তব্য তাও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না।

পাদ্রি বলেন–ওরাই আমাদের আজ এই অবস্থা করেছে। আমরা এখন নিঃস্ব। তবু খোদা যেন সেই মানুষকে ক্ষমা করেন যে শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদের মুক্ত করে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাদ্রির কথা শেষ না হতেই সানচো বলে–পাদ্রিবাবা, আমি দিব্যি কেটে বলছি, ওই কয়েদিদের মুক্ত করেছিল আমার মনিব। আমি বার বার বলেছিলাম এমন কাজ করার আগে হাজারবার ভাবা উচিত। কেননা এরা দাগি অপরাধী বলেই এমন শাস্তি পেয়েছে। ডন কুইকজোট বলেন–এ্যাই মাথামোটা, আমার কথা শোন। শেকল–বাঁধা একদল মানুষকে দেখে ভ্রাম্যমাণ নাইট বিচার করতে বসবে তারা অপরাধী, না, দুর্ভাগ্যের বলি? আমাদের দায়িত্ব বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করা, তাদের অপরাধ কী তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমি পুঁতির মালায় গাঁথা পুঁতির মতো শেখলে বাঁধা একদল হতভাগ্য মানুষের বিষণ্ন এবং অসহায় মুখ দেখে বিবেকের তাড়নায় যা সঠিক বুঝেছি তাই করেছি। পাদ্রি মহোদয়ের মতো সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছাড়া যদি কেউ এ বিষয়ে আমাকে দোষারোপ করে তাহলে সেই বেজন্মাকে আমার তলোয়ারের এক খোঁচায় ঘায়েল করব। কারণ শিভালোরি সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

এই কথা বলে তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং নাপিতের সরাটা একটু ঠিক করে মাথায় বসাবার চেষ্টা করেন, ভালো করে বসাতে পারে না কারণ এটা ভেঙে দিয়ে গেছে ওই দুষ্ট লোকেরা, এই ভাঙা সরাকে নাইট ভাবেন মামব্রিনোর সোনার হেলমেট; এটা উনি সারিয়ে নেবেন।

বুদ্ধিমতী দরোতেয়া এতক্ষণে ডন কুইকজোটের আচরণ ও কথাবার্তায় যে মজার খোরাক আছে বুঝতে পারে। একমাত্র সানচো পানসা ছাড়া সবাই মুখ টিপে হাসে এবং রসিকতা করে। দরোতেয়া রসিকতা করে বলে–মাননীয় নাইট, আপনি অন্য কোনো অভিযানে যাওয়ার আগে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা পালন করবেন, এই আমার আশা। সুতরাং আপাতত ক্রোধ সংবরণ করুন, পাদ্রি মহোদয় যদি জানতেন যে আপনি ওই শাস্তিপ্রাপ্ত দোষীদের মুক্ত করেছেন তাহলে বোধহয় একটি কথাও বলতেন না।

পাদ্রি বলেন–আমি শপথ করে বলেছি, একটা কথাও বলতাম না, আমার গোঁফ কামড়ে বসে থাকতাম। ডন কুইকজোট বলেন–হ্যাঁ সুন্দরী, আমি এখন খুশি, কারো ওপর আমার কোনো রাগ নেই। আপনার ওপর যে অবিচার হয়েছে তার সমাধান করার আগে আমি আর একটা কথাও বলব না। শুধু যদি আপনার দুর্দশার কথা একটু বলেন আর কতজনকে টিট করতে হবে জানলে আমার সুবিধে হয়।

দরোতেয়া বলে–আমার বলতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু শুধু দুর্দশা আর দুর্ভাগ্যের বিবরণ আপনাদের একঘেয়ে লাগবে।

ডন কুইকজোট বলে–না, না, একঘেয়ে লাগবে না, আপনি বলুন।

দরোতেয়া বলে–ঠিক আছে।

কার্দেনিও এবং নাপিত গল্প শোনার জন্যে ওর কাছাকাছি এলো, সানচোও কান খাড়া করে রাখে। দরোতেয়া দুয়েকবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে আরম্ভ করল।

–মাননীয়গণ, তাহলে শুনুন আমার করুণ জীবন কাহিনী। প্রথমেই আপনাদের জানা উচিত কী আমার নাম, কী–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অব্দি বলে পাদ্রির দেওয়া নাম আর মনে করতে পারছে না। তখন ব্যাপারটা বুঝে পাদ্রি বলেন–এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, আপনি এমন সব বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন যে শুরু করতেই কেমন একটু থতমত খেয়েছেন, এটা হয়, এতে ঘাবড়াবার বা লজ্জা পাবার কিছু নেই; খুব খারাপ অভিজ্ঞতায় মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, তাতে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ পর্যন্ত ঘটে যায়, এই অবস্থায় মানুষ নিজের নাম মনে করতে পারে না; মিকোমিকোন রাজ্যের রাজকুমারী মিকোমিকোনার জীবনে ভয়ঙ্কর দুর্দশা নেমে এসেছিল বলে এমন হয়েছে, তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত মনের স্থৈর্য আসবে না; এখন নিশ্চয়ই আপনার সব মনে পড়বে, বলে যান। সুন্দরী আরম্ভ করল–আমার মনে হয় এবার পুরো ঘটনাটাই বলতে পারব। আমার বাবার নাম ঋষি তিনাক্রিয়, ইন্দ্রজাল বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন তিনি, সেই ক্ষমতার বলে তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন যে আমার মা রানি হারামিইয়া তাঁর আগেই মারা যাবেন এবং তিনি নিজেও খুব বেশিদিন ইহলোকে থাকবেন না আর আমি হয়ে পড়ব অনাথ। তিনি বলতেন তাদের মৃত্যুর চেয়ে তাঁকে পীড়িত করে অন্য এক দুশ্চিন্তা। জাদুবলে তিনি জানতে পারেন যে এই রাজ্যের কাছেই একটি দ্বীপের শাসক পানদাফিলান্দো, যার ডাক নাম কুসজরী (তার কুদৃষ্টিতে অনিষ্ট হয়) বাবার মৃত্যুর পর আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে আমার থাকার মতো কোনো জায়গা রাখবে না, আমার বাবার জানতেন বাঁচার একমাত্র উপায় তাকে বিয়ে করা যেটা আমার পক্ষে অসম্ভব। দৈত্যদের যত শক্তিই থাকুক আমি কাউকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করিনি। আমার বাবা বলে দিয়েছিলেন এই দুর্বিনীত অসম্ভব শক্তিশালী দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে আমি যেন চলে যাই স্পেনে; সেখানে এক বীর নাইট আছেন যিনি দুর্বলের সহায় এবং অত্যাচারীর যম। মনটা বলেছিল ডন আসোতে কিংবা ডন হিগোতে, আমার ঠিক মনে নেই।

AmarBoi.com

সানচো এই সময় বলল–সেন্যোরা, বলুন ডন কুইকজোট অথবা আরেকটা নামেও ডাকতে পারেন, 'বিষণ্ন বদন নাইট।'

দরোতেয়া বলে–ঠিক, ঠিক বলেছেন, বাবা বলেছিলেন মানুষটি লম্বা, শীর্ণ, শুকনো মুখ, বাঁ কাঁধের ডান দিকে একটা বড় আঁচিল আছে; সেটা চুলে ঢাকা। এই বর্ণনা শুনে ডন কুইকজোট সানচোকে ডাকেন–সানচো, আয় বাবা, আমার জামা খুলে দেখতে হবে জাদুকর রাজা যা বলেছেন সেটা মিলছে কিনা। সানচো বলল–না, না, জামা খোলার দরকার নেই, আমি জানি আপনার পিঠে আঁচিল আছে, ওটা শক্তিশালী লোকের লক্ষণ।

দরোতেয়া বলল–ওটা আর দেখবার দরকার নেই। আঁচিল ঘাড়ে বা পিঠে থাকলেই হলো। আমার বাবা যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার প্রায় সবই মিলে গেছে। বন্ধুদের মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে খুঁতখুঁত করার কোনো অর্থ নেই। আর যে বীরের সন্ধানে আমি বেরিয়েছিলাম ওসুনা বন্দরে নেমেই তার খ্যাতির কথা শুনেছি, শুধু স্পেন নয়, লা মানচাতেও তার যশের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। (লা মানচাকে স্পেনের চেয়েও বড় বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে)। এসে বুঝলাম আমার বাবা যার কথা বলেছিলেন আমি তার কাছেই এসেছি। ডন কুইকজোট বললেন–আপনি ওসুনাতে নামলেন কি করে? ওটা তো জাহাজ ভেড়ার বন্দর নয়।

দরোতেয়া উত্তর দেবার আগেই পাদ্রি বললেন—হ্যাঁ, ঠিক, রাজকুমারী বলতে চাইছে মালাগায় নেমে, প্রথম যে জায়গায় এসে আপনার যশের কথা শুনেছে সেটা ওসুনা।

দরোতেয়া বলল—আমি সে কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

পাদ্রি বললেন—হ্যাঁ, ওটা ধরে নেওয়া যায়; তাহলে গল্পটা চলুক।

দরোতেয়া বলে—আমার তো আর কিছু বলার নেই। আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি মহান নাইট ডন কুইকজোটের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার সাহায্যে আমি পৈতৃক রাজ্য যেন ফিরে পাই; এ কাজে তিনি আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন আমি ওকে পানদাফিলান্দো বা 'কুনজরী' দৈত্যটাকে দেখিয়ে দেব, ব্যস, তারপর আর আমার ভাবনা নেই, উনি ওকে হত্যা করে আমার রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। আমার বাবা ঋষি কিনাক্রিও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে রাজ্য আমার হাতে তুলে দেওয়ার পর নাইট যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তাহলে আমি তা মেনে নেব, রাজ্য এবং রাজকুমারী দুটোই পাবেন নাইট।

এই কথা শুনে ডন কুইকজোট সানচোর দিকে ফিরে বলেন—কি রে সানচো, এখন কী বুঝছিস? ঘটনা কোনোদিকে গড়াচ্ছে বুঝতে পারছিস? আমি তোকে বলিনি? রাজ্য আর রানি দুটোই আসবে আমার হাতের মুঠোয়।

সানচো বলল—আহা! কী আনন্দ! সত্যি বলছি বড্ড আনন্দ হচ্ছে। ব্যাটা পানদাফিলান্দোর গলার নলি কেটে দেখিয়ে থাকে; তারপর দরোতেয়ার খচ্চরের গলার দড়ি ধরে থামায় এবং তার মনিবের রানির হাত চুম্বন করতে চায়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের লক্ষণ এই চুম্বন। মনিবের পাগলামো আর তার শাগরেদের সারল্যে কে না হাসবে? যাই হোক দরোতেয়া তার অনুরোধ রাজি হয়ে তার হাত চুম্বন করতে দেয় এবং বলে যে রাজত্ব ফিরে পেলে তাকে এক সামন্তের পদে নিযুক্ত করা হবে। সানচো এমনভাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে সবাই আবার হেসে ওঠে।

দরোতেয়া তার গল্পের শেষটা বলল—সেন্যোরবৃন্দ, আমার দুরবস্থার বিবরণে একটা জিনিস বলা হয়নি, জাহাজে আসবার সময় প্রচণ্ড ঝড়ে আমার সঙ্গে যে দাস-দাসীরা ছিল সবাই মারা যায়, কোনোকমে এক কোনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি আর এই লম্বা দাড়িওয়ালা সহচর প্রাণে বেঁচে যাই। এই গল্পের মধ্যে যদি কোনো অসংগতি থেকে থাকে তবে জানবেন যে আমার স্মরণশক্তি ঠিকমতো কাজ করছে না যা শুরুতেই পাদ্রিমশায় আপনাদের বলেছেন।

ডন কুইকজোট বললেন—হে মহীয়সী এবং সাহসী সেন্যোরা, আপনার জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। আমি আবার আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আপনার সেই হিংস্র শত্রুকে খোঁজার জন্যে আপনি যেখানে বলবেন আমি যাব আর তাকে এই তলোয়ারের কোপে দু' টুকরো করব যদিও আমার আসল তলোয়ারটা চুরি করে নিয়ে গেছে ওই বদমায়েশ হিনেস দে পাসামেনতে যাকে আমি মুক্তি দিয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলো বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বললেন, তারপর সবার উদ্দেশ্যে আবার বলতে লাগলেন—ওই কল দানবের দু' টুকরো দেহ আপনার পায়ের কাছে এনে ফেলব, আপনি যা ইচ্ছে করবেন। আপনাকে শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনের অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ফিরিয়ে দেব। আমি সব কাজে খোদা আর সেই নারীর সহযোগিতা পাই, তাকে কখনো-ই ভুলতে পারি না, সে যদি ফিনিক্স পাখির মতো ওপরে উড়ে যায় তবুও তাকেই আমি হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী কল্পনা করি, অন্য কোনো নারীর কথা আমার মনে তেমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারে না। অন্য কোনো নারীকে বিবাহের কথা ভাবতেও পারি না।

মনিবের বিয়ের কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর দুঃখে সানচো চেঁচিয়ে বলে ওঠে-হায় আমার কপাল। হুজুর ডন কুইকজোট আপনার মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেছে। এমন সুন্দরী রাজকুমারীর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনি তাকে বিয়ে করতে নারাজ! এমন সুযোগ আপনি আর পাবেন? সেন্যোরা দুলসিনেয়া কি এর চেয়ে সুন্দরী? না, এর অর্ধেকও না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই সুন্দরীর জুতোর সঙ্গে তার রূপের তুলনা হয় না। আমি ডিউক হবার স্বপ্ন দেখছি আর আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলেন। এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, বিয়ে করে ফেলুন, রাজা হয়ে আমাকে সামন্ত বা জমিদার করে দিন। তারপর যা হয় হোক।

দুলসিনেয়া সম্পর্কে এমন কুৎসিত মন্তব্য শুনে ডন কুইকজোট মুখে কিচ্ছু বলল না, বল্লমের দুই খোঁচায় সানচোকে বুঝিয়ে দিলেন কতটা অন্যায় সে করেছে। সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে এমন সময় আবার বল্লম উঁচিয়ে মারতে যাচ্ছেন। কিন্তু দরোতেয়ার কাতর অনুরোধে তিনি সংযত হন, নইলে তক্ষুনি সানচো মারা যেত।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। তারপরই ডন কুইকজোটের হুঙ্কার-হারামজাদা, কী ভেবেছিসটা কী? বার বার আজে বাজে কথা বলে পার পেয়ে যাবি? ভুল করে ক্ষমা চাইবি আর আমি ক্ষমা করে যাব? সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, অতুলনীয়া দুলসিনেয়ার বিরুদ্ধে কথা বলিস! ছোটেলোকের বাচ্চা, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব! জানিস মূর্খের ডিম, তার সাহায্য না পেলে আমার অস্ত্র চলে না। তার ইচ্ছে না হলে আমি একটা মশামাছিও মারতে পারি না। তার বলেই আমি বলীয়ান, বুঝলি হারামির জাড়? সে শক্তি না যোগালে, হৃদয়ের আলো না জ্বালালে রাজ্য জয়, দৈত্যের মাথা কাটা কোনো কিছুই সম্ভব নয়? দুলসিনেয়ার শক্তি না পেলে আমার এই হাতে জোর পাই না। সে আমাকে দিয়ে যুদ্ধ করায়, আমাকে কখনো জেতায়, কখনো হারায়, আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে তার ওপর। বেজন্মা চাষা, এসব তোর মাথায় ঢোকে না। চাষার ঘরে জন্মে সামন্ত প্রভু হবি, দ্বীপ শাসন করবি কার দয়ায়? ভুলে গেলি অকৃতজ্ঞ পেটমোটা, কার সাহায্যে এতদূরে উঠলি? যার জোরে এত বড় স্বপ্ন দেখিস তার নামেই কুৎসা করিস? বেইমান কোথাকার!

সানচোর আঘাত খুব গুরুতর কিছু নয়, সে ছুটে দরোতেয়ার খচ্চরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনিবের উদ্দেশ্যে বলে-হুজুর আপনি রাজকুমারীকে বিয়ে না করলে রাজাও হতে পারবেন না আর আমি কিছুই পাব না, এই জন্যেই আমার মনে দুঃখ হয়েছে, তাই ও সব কথা বেরিয়ে গেছে। আকাশ থেকে হঠাৎ বৃষ্টির মতো এই রাজকুমারী এখানে এসে পড়েছে, এখন আপনি একে বিয়ে করে নিন, তারপর দুলসিনেয়াকে করবেন। রাজাদের তো কতই বিয়ে হয়। আর সৌন্দর্যের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই, কারণ সেন্যোরা দুলসিনেয়াকে আমি এখনো চোখে দেখিনি।

ডন কুইকজোটের বলেন—আরে হতচ্ছাড়া বেইমান! না দেখে তুই তার খবর আমাকে দিলি কেমন করে?

সানচো বলে—আমি বলতে চাইছি খুব খুঁটিয়ে তার শরীরের সব দিক ভালো করে দেখিনি, লজ্জায় মাথা নিচু করে একরকম ওপর ওপর দেখেছি, অমন দেখা দিয়ে কি রূপের বিচার করা যায়? তাই বলছিলাম যে দেখিনি।

ডন কুইকজোটের বললেন—যা, তোকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি যে গালাগাল দিয়েছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। মুখ খুললে প্রথম তোড়টা আটকানো যায় না।

সানচো বলে—আমারও তো তাই হয়, মুখে এসে গেলে বলে ফেলি, জিভ যেন থামতে চায় না।

ডন কুইকজোটের বলেন—বন্ধু সানচো, তবুও কী বলছিস আগে একটু ভাবিস। পাথর ছুঁড়লে তো আর ফেরানো যায় না। ব্যস, এটুকুই আমার উপদেশ।

সানচো বলল—যা ঘটবার ঘটবেই। মাথার ওপর একজন তো আছেন, কে কী করছে বা বলছে সবই তিনি জানেন। যাকে শাস্তি দেবার তিনিই দেবেন।

দরোতেয়া বলে—থাক সানচো, এ নিয়ে আর কথা নয়, যাও তোমার মনিবের হাত চুম্বন করে ক্ষমা চেয়ে নাও; এবার থেকে কারো প্রশংসা বা নিন্দা করার সময় একটু সাবধান হবে, বিশেষত তোবোসোর সেন্যোরা সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করো না, আমি ওকে চিনি না তবে প্রয়োজন হলে আমি তার যে কোন কাজ করতে রাজি আছি। তোমার ব্যাপারে বলছি খোদায় বিশ্বাস রাখো, একদিন তুমি যা চাইছ তাই পাবে, তখন রাজকুমারের মতো আরামে থাকবে।

সানচো কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যায় মনিবের কাছে, ডন কুইকজোটের গম্ভীরভাবে হাত বাড়িয়ে দিলে সানচো চুম্বন করে, মনিব তাকে আশীর্বাদ করেন এবং আরেকটু কাছে ডাকেন। কারণ একান্তে কিছু কথা বললেন। সানচো এবং তার মনিব একটু দূরে যায়। ডন কুইকজোটের বলেন—তুই ফিরে আসার পর তেমন সুযোগ পাইনি যে তোকে জিজ্ঞেস করব দুলসিনেয়ার কাছ থেকে কেমন সাড়া পেয়েছিস, কী বলল সে, কেমন তার হাবভাব ইত্যাদি। এখন যেহেতু ভাগ্য সুপ্রসন্ন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতে পারি।

সানচো বলে—কী জানতে চান বলুন। আমি কীভাবে প্রবেশ করলাম আর কীভাবে প্রস্থান করেছি সব বলব। তবে আমার উত্তর শুনে রাগ করবেন না।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন—এ কথা বলছিস কেন সানচো?

সানচো বলল—তখন শয়তান ভর করেছিল আমার ওপর, কী বলতে কী বলেছি, আপনি এমন খোঁচা মারলেন যে এখনো মালুম দিচ্ছে; আমি সেন্যোরা দুলসিনেয়াকে পুজো করি, তার বিরুদ্ধে অমন খারাপ কথা বেরোল কেন? শয়তান ছাড়া কে এমন বজ্জাতি করবে?

ডন কুইকজোট বলেন—ও সব পুরনো কথা আবার তুলছিস কেন? সেদিন যা বলেছিলি তার জন্যে আমি তোকে ক্ষমা করে দিয়েছি। নতুন করে খারাপ ভাষা ব্যবহার করলে শাস্তিটাও হবে নতুন।

(হুয়ান দে কোয়েস্তার দ্বিতীয় সংস্করণে এখানে সানচোর হারিয়ে যাওয়া গাধার উল্লেখ আছে। ওরা যখন কথা বলছে দূরে একজন জিপসিকে দেখতে পায় সে গাধার পিঠে চেপে ওই পথেই আসছে। কাছে আসতেই সানচো তার গাধাকে চিনতে পারে এবং পরে বুঝতে পারে জিপসির ছদ্মবেশে নিয়েছে কুখ্যাত দুস্কৃতী হিনেস দে পাসামোনতে। সানচো চিৎকার করতেই সে পালায়। গাধা পেয়ে সানচো তাকে জড়িয়ে ধরে. চুমু খায়, আদর করে যেন এক প্রিয় মানুষ। ডন কুইকজোট এবং অন্যরা সানচোকে সাধুবাদ জানায়।)

এদিকে পাদ্রি দরোতেয়ার ভূমিকায় খুব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে ঠিক যেমনটি তারা চেয়েছিল সেইভাবেই সে গল্প বলেছে এবং ডন কুইকজোটের বিশ্বাসও করেছেন কারণ শিভালোরির বই পড়ে তিনি অমন অনেক কাহিনী পড়েছেন। দরোতোয়া বলে যে শিভালোরির গল্প তারও খুব ভালো লাগে। কিন্তু সে বলে বন্দরের নাম ভুল হওয়ায় সে দুঃখিত। সে ভুল করে ওসুনা শহরকে বন্দর বলে উল্লেখ করেছিল এবং ডন কুইকজোট তা নিয়ে প্রশ্নও করেছিলেন।

পাদ্রি বললেন–সেটা বুঝতে পেরে আমি কথাটা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি, আর কিছু বলেননি। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে ডন কুইকজোট কাল্পনিক গল্পকে একেবারে সত্যি ভাবেন আর সেইসব গালগল্প তার বেশি ভালো লাগে যেখানে অতিরঞ্জিত অবাস্তব বিবরণ থাকে।

কার্দেনিও বলে–একজন বুদ্ধিমান লোক এমন খ্যাপামি করতে পারে ভাবা যায় না। এক অদ্ভুত চরিত্র।

পাদ্রি বলেন–একটা ব্যাপার লক্ষ করবেন। শিভালোরির রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে যে অমন পাগলামো করে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় অন্য বিষয়ে কথা বলতে বলুন, দেখবেন তার যুক্তি কত বলিষ্ঠ যা খণ্ডন করা বেশ কষ্টকর। ওরা যাঁকে নিয়ে আলোচনা করছিল তিনি এসে সানচোকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন–দ্যাখ সানচো, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে সব ভুলে যা, আমি ছোটখাটো মান-অপমান মনে রাখি না। এবার বল তো–কোথায়, কীভাবে কখন তুই দুলসিনেয়াকে দেখলি? কী করছিল সে? তুই কী বললি? ও কী বলল? আমার চিঠি পড়ার সময় তার মুখের ভাবটা কেমন হয়েছিল? আমার চিঠি কে লিখে দিয়েছিল? সব গুছিয়ে বল, একটা কথাও যেন বাদ না যায়, আর আমাকে তোষামোদ করার জন্যে একটুও বাড়তি কথা বলতে হবে না। তোর মুখ থেকে ওর খবর শুনতে পেলে আমার কতটা আনন্দ হবে তা তুই জানিস। অতএব বল।

সানচো বলল–হুজুর সত্যি বলতে কী চিঠির প্রতিলিপির প্রশ্ন ওঠে না কারণ ওটা আমি নিয়ে যাইনি।

ডন কুইকজোট বলেন–জানি, জানি। কারণ তুই চলে যাবার দু'দিন পর আমি দেখলাম ওই পকেট বইটা আমার কাছেই পড়ে আছে। আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। ভাবলাম তুই কী করবি, পকেট বইটা না পেয়ে তুই হয়তো ফিরে আসবি।

সানচো বলল–আমার মাথা কাজ না করলে ফিরে আসতেই হতো। কিন্তু আপনি পড়ার সময় আমি চিঠির প্রতিটি কথা মনে রেখে দিয়েছিলাম আর প্যারিশ–চার্চের

একজন লেখাপড়া জানা কর্মচারীকে ধরে একটার পর একটা কথা বলে গেলাম, উনি ঝরঝরে হাতের লেখায় টুকে দিলেন। তারপর বললেন যে প্রত্যেকদিন চার্চ থেকে বহিষ্কার করার বহু চিঠি তাকে পড়তে হয়, কিন্তু এত সুন্দর চিঠি জীবনে এই প্রথম পড়লেন।

ডন কুইকজোটের জিজ্ঞেস করলেন—এখনো তোর মনে আছে সানচো?

সানচো বলল—না, হুজুর, যার হাতে দেওয়ার কথা তাকে দেওয়ার পর আমি কিছু মনে রাখার চেষ্টাই করিনি। কিন্তু সব আগে যা লেখা ছিল আমার মনে পড়ছে—জনাব স্বাধীন, না, না, মানে ওটা হবে মহীয়সী স্বাধীনচেতা নারী, আর নিচে আমৃত্যু আপনার 'বিষণ্নবদন নাইট,' প্রথম থেকে শেষে আসার মধ্যে ছিল কত আত্মা, জীবন আর দৃষ্টি।

৩১

ডন কুইকজোট বলেন—খুব মজা লাগছেরে তার কথা শুনতে, বলে যা। তুই ওখানে যখন পৌঁছলি কী করছিল আমার হৃদয়ের রানি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা? নিশ্চয়ই সুতোয় গাঁথছিল প্রাচ্যের দামি মুক্তো কিংবা তার আজ্ঞাবহ প্রেমিকের জন্যে সোনা দিয়ে কোনো সুন্দর এমব্রয়ডারি করছিল? বল, বল, কী করছিল সে?

সানচো বলল—বিশ্বাস করুন, হুজুর, আমি ও সব কিছুই দেখিনি। দেখলাম উঠোনে খুব মন দিয়ে কিছু গম ঝাড়াই-বাছাই করছিল।

ডন কুইকজোট বলেন—বুঝেছি, ও হাত দিয়ে যে গম ঝাড়াই-বাছাই করছিল সেগুলো নানা বর্ণের মুক্তোর রাশি। কেমন ছিল গমগুলো? খুব দারুণ, তাই না?

সানচো বলে—খুব উৎকৃষ্ট জাতের গম মনে হলো না।

ডন কুইকজোট বলেন—তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি সাদা নরম হাতেও যে গম সে ছুঁয়েছে তা দিয়ে নিশ্চয়ই সাদা সুস্বাদু দামি পাউরুটি হবে। তারপর কী হলো? আমার চিঠি চুম্বন করল? মাথায় ঠেকাল? (উচ্চ পদমর্যাদার কারো চিঠি পেলে প্রথমে মাথায় ঠেকানোর রেওয়াজ ছিল।) এমন চিঠি পেয়ে সে কতটা মর্যাদা বা সম্মান দিল, বল।

সানচো বলে—চিঠিটা যখন নিয়ে গেলাম—তখন খুব ব্যস্ত ছিল। বলল, 'এই গমগুলো সব ঝাড়া না হলে ওসব দেখতে পারব না, ওটা বস্তার ওপর রাখো?'

ডন কুইকজোট বলেন— ওঃ, কি অসাধারণ বুদ্ধি! কি বিবেচক এই সুন্দরী? অবসর সময়ে আয়েশ করে পড়বে। প্রেমপত্র যেমন তেমনভাবে পড়া যায় না। আর কী বলল সব গুছিয়ে বল। তোর সঙ্গে কী হলো? আমার সম্পর্কে কী ছিল তার জিজ্ঞাসা? আর তুই কী বললি তার উত্তরে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব আমাকে বল। ছোটখাটো কোনো কথাও বাদ দিবি না।

সানচো বলে—আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। আমি বরং আগ বাড়িয়ে বললাম যে হুজুর নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বিরহ ব্যথায় পাহাড়ের চুড়োয় অর্ধনগ্ন হয়ে প্রায়শ্চিত্ত পালন করছে। দাড়ি-গোঁফ-চুল হয়েছে পাখির বাসা। বন্য পশুদের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে, খাওয়া বলতে বুনো শেকড়-বাকড়। দিনরাত কান্নাকাটি। আর নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে।

ডন কুইকজোট বলেন–এটা তুই ভুল বলেছিস সানচো। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। কপাল চাপড়াব কোন দুঃখে? অমন উচ্চবংশজাত সুন্দরী দুলসিনেয়া দেল তোবোসোকে ভালোবাসবে সুযোগ পেয়ে আমি বর্তে গেছি। আমি ভাগ্যবান।

সানচো বলে–এটা আপনি ঠিক বলেছেন, উচ্চতায় আমার চেয়ে পাঁচ আঙুল বেশি।

ডন কুইকজোট আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন–কেমন করে বুঝলি? তুই কি ওর পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চতা মেপেছিলি?

সানচো বলল–হ্যাঁ, কেমন ভাবে মাপলাম জানেন? গাধার পিঠে এক বস্তা গম তোলার সময় আমি ওর সঙ্গে হাত লাগালাম। তখন পাশাপাশি এসে বুঝলাম আমার চেয়ে কতটা লম্বা সে।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করেন–এক সুন্দরীর হাঁটাচলা আর কথাবার্তায় যখন আত্মমর্যাদা প্রকাশিত হয়, তার গহন মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হয় তখন তাকে আমরা মহীয়সী বলি। তুই তো কত কাছ থেকে এমন এক নারীকে দেখলি। সানচো, সত্যি করে বল, যখন তুই ওর কাছে গেলি আরবের তৈরি একটা খুব দামি সুগন্ধির ঘ্রাণ পাসনি? তার এমন সুগন্ধির কী নাম বা কোন জায়গা থেকে আসে তা জানি না।

সানচো বলল–বোঁটকা গন্ধ পেয়েছিলাম। কাজ করতে করতে খুব ঘামছিল, কাজে কাজেই বুঝতে পারছেন গায়ের কেমন গন্ধ হয়?

ডন কুইকজোট বলেন–মিথ্যে কথা। হয় তোর নিজের গায়ের গন্ধ শুঁকেছিস কিংবা তোর নাক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আধফোটা গোলাপ, কী সুগন্ধময় লিলি অথবা কোনো সুন্দর টাটকা ফুলের সুবাস তোর নাকে গেলে বুঝতে পারতিস কেমন সেই গন্ধ।

সানচো বলে–আমার গায়ের গন্ধ যেমন হয় তেমনি ছিল সেন্যোরা দুলসিনেয়ার ঘামের গন্ধ। ওটা সুগন্ধির মতো নয়।

ডন কুইকজোট বলেন–গাধার পিঠে চাপিয়ে গমের বস্তা মিলে পাঠিয়ে দিল, তারপর....আমার চিঠি পড়ার সময় কী করছিল?

সানচো বলল–যে সে লিখতে পড়তে জানে না, আর অন্য কাউকে দিয়ে এ চিঠি পড়াবে না। কারণ সে চায় না যে এসব কথা অন্য কেউ জানুক। তাই সে এটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। বলল যে আমার মনিব যেন খুব তাড়াতাড়ি ওসব পাগলামো ছেড়ে তোবোসোয় আসে। কারণ আপনাকে দেখার জন্যে তার মন বড্ড ছটফট করছে। কোনো কথা শোনা বা শোনানোর চেয়ে তার ভালো লাগবে আপনাকে একবার দেখতে।

তারপর আপনার নাম 'বিষণ্নবদন নাইট' শুনে খুব হাসল। আর যে বাস্কবাসীকে আপনি মারধর করেছিলেন সে ওখানেই আছে। বলল লোকটা খুবই সৎ।

ক্রীতদাসদের কথা তুলেছিলাম, তখন বলল এমন কোনো মানুষ সে জীবনে দেখেনি।

ডন কুইকজোট বলেন–যাক এতদূর যা ঘটেছে ভালোই। বেশ ভালো। এবার বল সুসংবাদ শুনে তোর বিদায়ের সময় উপহার হিসেবে কোন অলঙ্কার দিল? কারণ কোনো

সুন্দরী দাসী, ভৃত্য বা বামন সুসংবাদ নিয়ে গেলে তাকে একটা দামি অলঙ্কার কিংবা মণিমুক্তো দেওয়ার রীতি ছিল।

সানচো বলল—ওসব দিন আর নেই হুজুর। আমি আসবার সময় একটা রুটি আর চিজ দিল, চিজটা ভেড়ার দুধের। দেওয়ালের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

ডন কুইকজোট বললেন—ওর মন দেবার, তবে হয়তো তখন কাছে ছিল না বলেই তোকে সোনার কোনো গয়না দিতে পারেনি, কিন্তু দেবে, মনে রাখবি সবুরে মেওয়া ফলে; আমি দেখব যাতে তোর মন ভরে। জানিস সানচো, একটা জিনিস ভেবে খুব অবাক লাগছে। এত তাড়াতাড়ি তুই অতদূর থেকে এলি কি করে? এখান থেকে তোবোসোর দূরত্ব তিরিশ লিগ, তিনদিনের একটু বেশি সময় লেগেছে, মনে হচ্ছে তুই হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিস আর উড়ে উড়ে ফিরে এসেছিস, ভাবছি আমার বন্ধু সেই জাদুকরের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে; (তার সহায়তা না পেলে আমি ভ্রাম্যমাণ নাইট হতে পারতাম না), চোখে দেখা না গেলেও জ্ঞানী জাদুকরের ক্ষমতায় অসাধ্য সাধন হয় যা আমাদের অভাবনীয় কাণ্ড মনে হয়; এক রাতে কোনো নাইট কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, পরের দিন ভোর বেলা তাকে দেখা গেল এক হাজার লিগ দূরে নতুন কোনো জায়গায়; কেমন করে এটা হয় জানেন শুধু সেই প্রাজ্ঞ জাদুকর। তাদের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করেন নাইটদের। একজন নাইট হয়তো আরমেনিয়ার পর্বতে ভয়ঙ্কর কোনো দৈত্য বা অসম সাহসী নাইটের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে তখন তাকে বাঁচাবার জন্যে মেঘের পিঠে কিংবা আগুনের রথে চেপে তার এক সাহসী বন্ধু এসে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করল, মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই নাইট হয়তো ইংলন্ডে ছিল, বন্ধুকে উদ্ধার করার পর রাতেই নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে পরম তৃপ্তিসহকারে রাতের খাবার খেল; এরই মধ্যে সে দু'তিন হাজার লিগ পথ পার হয়েছে। এই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন মহাজ্ঞানী ঋষিসুলভ জাদুকর। তাই বলছি যে তোবোসো যাওয়া আর ফিরে আসার সময়টা এত কম দেখে মনে হচ্ছে তোর অজান্তে আমার কোনো বন্ধু জাদুকর এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে দিয়েছেন যাতে আমি বেশি কষ্ট না পাই।

সানচো বলে—তাই হবে হুজুর, রোসিনান্তে জিপসিদের ঘোড়ার মতো ছুটছিল যেন তার কানে পারদ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। (জিপসিয়া দাম বেশি পাবার জন্যে ঘোড়ার কানে পারদ দিয়ে চাঙ্গা করে রাখত)।

ডন কুইকজোট অবাক হয়ে বলেন—পারদ? পারদ না। এমন কিছু অদৃশ্য শক্তি থাকে যা ঘোড়াদের গদি বাড়িয়ে দেয়। যাক সে কথা। এখন ভেবেচিন্তে একটা ভালো পরামর্শ দে দেখি। আমাকে হৃদয়ের রানি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে বলেছেন, যাব? যাওয়া উচিত? কী করব বুঝতে পারছি না। একদিকে আমার চোখের মণি দুলসিনেয়ার ডাক, অন্যদিকে নাইট হিসেবে আমার দায়বদ্ধতা। তার শক্তিতেই আমি জোর পাই, নিত্য নতুন অভিযানে যাই কিন্তু অন্যদিকে তার ডাকই বা উপেক্ষা করি কেমন করে? ঠিক! ঠিক করে ফেলেছি। দুরন্ত গতিতে এই রাজকুমারীর রাজ্যে গিয়ে ওই পররাজ্যলোভী দানবটার মাথা কেটে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ফিরে আসব আমার শক্তির উৎস সূর্যরশ্মি দুলসিনেয়ার কাছে, তাকে

বলব তার খ্যাতি আর সম্মান রক্ষার্থে আমার আসতে দেরি হয়েছে, এই বিলম্বের জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলব অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের আমার সব কীর্তির উৎস সে, এসব গৌরব তারই। সে আমাকে ভুল বুঝবে না, ক্ষমা করে দেবে আমার সব অপরাধ। আমি যে তার আজ্ঞাবহ প্রেমিক, আমর শক্তি সব তার।

সানচো বলে—হায়, হায়, হুজুর আপনার খ্যাপামির তুলনা নেই। এমন লোভনীয় কুড়ি হাজার লিগ জুড়ে বিশাল এক রাজত্ব ছেড়ে যাবেন অতদূর। শুনেছি পর্তুগাল আর কাস্তিল অঞ্চল জুড়ে যতটা হয় ততটা তার রাজ্য, সেই রাজ্যের রাজকুমারীকে বিয়ে করলে আপনি যা পাবেন কোনো মানুষ জীবনে তার চেয়ে বেশি কিছু চায় না। আমার কথা শুনুন, এমন কথা বলবেন না, কিছু উপদেশ দেবার বয়স আমার হয়েছে। আপনি যে কোনো পাদ্রিকে ডেকে আগে বিয়েটা সেরে ফেলুন, আমাদের সঙ্গেই তো এক জ্ঞানী পাদ্রিবাবা আছেন, তিনি খুব ভালোভাবেই এই শুভ কর্মটি করে দিতে পারবেন। একবার ভাবুন আপনার হাতের মুঠোয় এমন সুন্দরী রাজকুমারী আর কী বিশাল রাজ্য। আকাশের একশো পাখির চেয়ে হাতের একটা পাখির দাম অনেক বেশি। আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন, একবার নিজের আখেরের কথা ভাবুন। এমন কাজ করবেন না যাতে পার হাত কামড়াতে হয়।

ডন কুইকজোট বলেন—তোর উপদেশের অর্থ আমি বুঝেছি। আমি তোকে যা দেব বলেছি তা তুই পাবি। তার জন্যে রাজকুমারীকে বিয়ে করার দরকার নেই। যুদ্ধে নামার আগে আমার শর্ত হচ্ছে রাজ্য জয়ের পর একাংশ আমাকে দিতে হবে। সেই অংশ আমি যাকে ইচ্ছে দিতে পারি। তুই ছাড়া আমি কাকে দেব সেটা?

সানচো বলে—খুব সুন্দর কথা। আমাকে যে অঞ্চলটা দেবেন সেটা যেন সমুদ্রের ধারে হয়, আমার ক্রীতদাস পাঠাতে সুবিধে হবে। আপনাকে আগেই আমি বলেছি ক্রীতদাস বিক্রি করে টাকা কামাব। এখন সেন্যোরা দুলসিনেয়ার কাছে না গিয়ে দৈত্যটাকে আগে খতম করুন, এতে আমাদের সম্মান বাড়বে, লাভও হবে অনেক।

ডন কুইকজোট সানচো পানসাকে বন্ধু ভেবে বলেন—তোর কথা আমি মেনে নিলাম, কিন্তু একটা ব্যাপারে তোকে সাবধান করে দিচ্ছি; আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো তা যেন পাঁচ কান না হয়। আমাদের এই সঙ্গীরাও যেন কিচ্ছু না জানতে পারে দুলসিনেয়া যেমন গোপনীয়তা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করে চলে আমাদেরও তাই করতে হবে।

সানচো জিজ্ঞেস করে—তাহলে আপনি কাউকে পরাস্ত করে সেন্যোরা দুলসিনেয়ার কাছে পাঠান কেন? তাদের মুখ থেকেই সবাই জানবে যে আপনার প্রেমিকা সে। আপনার বন্দি হিসেবে তারা যায় আর পরাজয় স্বীকার করে আপনার বীরত্বের গুণকীর্তন করে। ওরা বলবে না সেন্যোরা দুলসিনেয়ার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

ডন কুইকজোট বলেন—তুই এমন মাথামোটা যে সূক্ষ্ম জিনিস একদম বুঝতে পারিস না। শিভালোরির প্রথায় এক নারীর সম্মান নির্ভর করে তার ভৃত্যের সংখ্যার ওপর। আমি যে সব বন্দি—নাইটদের উপহার হিসেবে পাঠাই তারা সবাই তার ভৃত্য। এরা সেন্যোরা দুলসিনেয়ার মনের কথা জানতে পারে না, এদের ভাগ্যে কোনো উপহারও জোটে না, নারীর সম্মানার্থে এদের পাঠানো হয়।

সানচো বলে–আমি শুনেছি এমন স্বার্থহীন প্রেমের কথা। খোদাকে ভালোবাসতে হয় ভালোবাসার জন্যেই, বিনিময়ে কিছু চাইতে নেই। সুখ-দুঃখ সবই তার কৃপা। আমি কিন্তু কিছু পাওয়ার জন্যেই ভালোবাসি, এমনি এমনি কাউকে ভালোবাসা আমার দ্বারা হবে না।

ডন কুইকজোট বলেন–তোকে যে কী বলব? মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস শুনলে মনে হয় কিছু লেখাপড়া করেছিস?

সানচো বলে–বিশ্বাস করুন, হুজুর আমি একটা অক্ষরও চিনি না।

একটু দূর থেকে নিকোলাস ওদের ডেকে পাহাড়ি ঝরনার ঠাণ্ডা জল খেতে বলল। তৃষ্ণার্ত ডন কুইকজোট খুব খুশি হলেন। আর সানচো ভাবল যে এই বিরতিটা তার পক্ষে ভালোই হলো কারণ মিথ্যে কথা বলতে বলতে সে ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছিল। কারণ দুলসিনেয়ার বাড়িতে সে যায়নি, চিঠি দেওয়ার গল্পটা ওর বানানো; সব সময় ওর ভয় করছিল যে মনিবের কাছে ধরা পড়ে যাবে। সে শুনেছে দুলসিনেয়া তোবোসোর এক চাষির মেয়ে, জীবনে সে তাকে দেখেনি।

ইতিমধ্যে কার্দেনিও পোশাক বদলে নিয়েছে, দরোতেয়াকে পাহাড়ে প্রথম যে প্যান্টে, শার্টে দেখা গিয়েছিল, সেগুলো সে পরেছে। সবাই ঝরনার ধারে এসে বসেছে। পাদ্রির কাছে যে খাবারদাবার ছিল তাই ওরা ভাগ করে খেল। সবাই এত ক্ষুধার্ত যে গপাগপ খেতে লাগল।

এমন সময় এক বালক সামনের পথ দিয়ে যাবার সময় এদের দেখছিল, হঠাৎ সে ডন কুইকজোটকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল–সেন্যোর, আমাকে চিনতে পারছেন না? ভালো করে দেখুন তো, আমি সেই আনদ্রেস, আমার মনিব আমাকে গাছে বেঁধে, রেখেছিল, আপনি বাঁধন খুলে আমাকে মুক্ত করেছিলেন, মনে পড়ছে না আপনার?

AMARBOI.COM

এতক্ষণে ডন কুইকজোট ওকে চিনতে পেরেছে, হাত ধরে তাকে তুলে সবাইকে বলতে লাগলেন–এই ছেলেটির ওপর যে অত্যাচার চলছিল তা থেকে আমি একে মুক্ত করেছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন যে আমাদের চারপাশে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার অবিচার দূর করার জন্যে ভ্রাম্যমাণ নাইটের পেশা কত গুরুত্বপূর্ণ। একদিন একটা বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি এই বালকের করুণ কান্না শুনে কাছে গিয়ে দেখি ওকে একটা ওক গাছে বেঁধে রেখেছে ওর মনিব। ওর গায়ে জামা ছিল না, ওকে চাবুক মারছিল সেই লোকটা। এমন শাস্তির কারণ জিজ্ঞেস করায় বদমায়েশ লোকটা বলল ভৃত্য অন্যায় করলে তাকে প্রহার করার অধিকার মনিবের আছে। বালক সেই সময় বলল–সেন্যোরা। বেতন চেয়েছিলাম বলে মারছিল। নিষ্ঠুর মনিবের কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি, ওকে ধমক দিয়ে বললাম যেন এক্ষুনি বাঁধন খুলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর সব পয়সাকড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয়, নইলে ফল ভালো হবে না। তাই না রে, আনদ্রেস? কেমনভাবে ওকে কড়া আদেশ দিয়েছিলাম আর কেমন করে ও সব মেনে নিয়েছিল মনে আছে তোর? নির্ভয়ে তোর কী হয়েছিল খুলে বল, এরা শুনলে বুঝতে পারবেন, পথে-প্রান্তরে যে কোনো সময় ভ্রাম্যমাণ-নাইটরা কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

–হুজুর আপনি যা বললেন সব সত্যি, কিন্তু আপনি চলে যাবার পর যা ঘটল সেটা একেবারে উল্টো।–ছেলেটি বলল।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন–উল্টো মানে? শয়তানটা তোর বেতন দেয়নি? বালকটি বলতে লাগল কী হয়েছিল।–আপনি চলে যাবার পর ও আবার আমাকে গাছে বেঁধে চাবুক মারতে লাগল আরো জোরে। আমার অবস্থা হলো বেত্রাঘাতে জর্জরিত সাধু বার্তোলোমের মতো; প্রত্যেকটা আঘাতের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গ করছিলে যে আমার ব্যথা-বেদনা না থাকলে হয়তো হেসে ফেলতাম। ওর সেই মার এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে আজ পর্যন্ত আমি হাসপাতালের ওষুধ খাচ্ছি। আপনি ওখানে না গেলে ও হয়তো আমাকে এক কি দুই ডজন বেত মারত, হয়তো মাইনেটাও মিটিয়ে দিত। কিন্তু আপনি যেভাবে ওকে গালাগাল দিয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নিল আমার শরীরের ওপর। আপনার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি বলে ওর রাগটা বহুগুণ বেড়ে গেল। আমাকে এমনভাবে জখম করেছে যে কোনোদিনই আমি পুরো শক্তি আর ফিরে পাব না।

ডন কুইকজোট বললেন–আমি চলে আসবার পর ও এসব করেছে। তোকে বেতন দেওয়া পর্যন্ত আমি থাকলে এমন বজ্জাতি করতে পারত না। এতদিনের অভিজ্ঞতায় দেখলাম দুষ্ট মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখে না। ওদের ওপর কড়া নজর রাখতে হয়। কিন্তু আনদ্রেস তোর বোধ হয় মনে আছে আমি আসবার আগে ওকে বলেছিলাম যে আমার আদেশ পালন না করলে আবার যাব, ওকে ধরব, পালিয়ে পার পাবে না, তিমির পেটে ঢুকে লুকোবার চেষ্টা করলেও আমি ঘাড় ধরে ওকে টেনে বের করে আনব।

আনদ্রেস বলে–বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু আমার কোনো সুরাহা হয়নি।–সুরাহা হবে,–বললেন ডন কুইকজোট।

তারপর সানচোকে আদেশ দিলেন যেন রোসিনান্তেকে লাগাম আর জিন পরায়। বেচারা ঘোড়া তখন মনের সুখে খাচ্ছে।

দরোতেয়া জিজ্ঞেস করল কীসের এত তাড়া। নাইট বললেন, যে অত্যাচারী মবিন আনদ্রেসকে এত শাস্তি দিয়েছে তাকে খুঁজে বের করে ওর পুরো বেতন মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে তিনি যাচ্ছেন। দরোতেয়া তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে আগে তার রাজ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি অন্য অভিযানে যেতে পারবেন।

ডন কুইকজোট বললেন–তাই তো। আমি তো কথা দিয়েছি। আনদ্রেস, আমার ফেরা পর্যন্ত তোকে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে; আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব, তোর প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার আমি করবই।

আনদ্রেস বলল–দেখুন সেন্যোর, ও সব প্রতিশ্রুতিতে আমার পেট ভরবে না। এখন আমাকে সেভিইয়া যেতে হবে, কিছু পয়সাকড়ি দিন আর বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার পেলে পেটটা ভরে। ভ্রাম্যমাণ নাইটদের খোদা দয়া করবেন, আমার মতো মানুষের পক্ষে ওরা সাংঘাতিক।

সানচো এক টুকরো রুটি আর চিজ দিয়ে বলল–এই নাও, আনদ্রেস তোমার কষ্ট তোমার একান নয়, আমাদের সবার।

আন্দ্রেস জিজ্ঞেস করল–সবার মানে?

সানচো বলল–খোদা জানেন যে তোমার খিদে মেটাবার জন্যে আমি আমার ভাগের খাবার কেন দিলাম। ভ্রাম্যমাণ নাইটরা অনেক সময়ই অর্ধাহারে বা অনাহারে থেকেও ঢেঁকুর তুলে দেখায় দারুণ খেয়েছে। তোমার দুঃখ বুঝি ভাই, আমি তো এক ভৃত্য।

আনদ্রেস খাবারটা নিল, আর কেউ কিচ্ছু দিল না দেখে ও যাবার পথে পা বাড়াল। যাবার সময় ডন কুইকজোটের দিকে ফিরে বলল–সেন্যোর নাইট, ভবিষ্যতে যদি আমাকে টুকরো টুকরো করে কেউ কেটে ফেলে তাহলেও আর সাহায্য করতে আসবেন না, আপনাদের মতো নাইটরা এলে আমাদের দুর্ভাগ্য বাড়ে; সব ভ্রাম্যমাণ–নাইটরা নিপাত যাক!

ডন কুইকজোট ওকে ধরতে পারলে শাস্তি দিতেন। কিন্তু ওই কথা বলার পর সে চোঁ চোঁ দৌড় দিয়েছে।

আনদ্রেসের কথায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছেন ডন কুইকজোট; অন্যেরা কোনো রকমে হাসি চেপে রেখেছে যাতে ওঁর ক্রোধ আর না বাড়ে।

৩২

তৃপ্তি করে খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা সেখান তেকে রওনা হয়ে পরের দিন পৌঁছল সরাইখানায়; সানচোর ওখানে প্রবেশ করার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। আসলে সরাইখানা সম্বন্ধে ওর মনে ভয় আর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। ডন কুইকজোট এবং সানচোকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা করল মালিক, তার স্ত্রী, মেয়ে এবং মারিতোর্নেস; সবারই খুব আনন্দ হয়েছে বোঝা গেল, ডন কুইকজোট গম্ভীরভাবে অভ্যর্থনা গ্রহণ করে বললেন যে এবারে আগের চেয়ে ভালো বিছানা দিতে হবে, মালকিন বলল আগের চেয়ে বেশি পয়সা দিলে অবশ্যই তেমন বিছানা পাবেন; নাইট তাতে রাজি হওয়ায় বড় ঘরে বিছানা পেল, তার শরীর ক্লান্ত, মন বিক্ষিপ্ত, জামা-প্যান্ট, ছেড়ে শুয়ে পড়লেন।

সে ঘরে যেতে না যেতেই মালিকের স্ত্রী নাপিতের দাড়ি ধরে এক টান দিয়ে বলল–এবার এবার আমার বলদের ল্যাজ ফেরত দিন, ওটাতে আমার কর্তা চিরুনি আটকে রাখে, এ ক'দিন আমাদের খুব অসুবিধে হয়েছে। ল্যাজগুলো কি সুন্দর, তাই না?

নাপিত দাড়ি ধরে রেখেছে, দিতে চাইছে না আর মালকিন টানাটানি করছে। এই দৃশ্য দেখে পাদ্রি বললেন যে আর ছদ্মবেশের দরকার নেই, ডন কুইকজোট মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটা চাপা দিতে হবে। প্রথমত বলতে হবে ক্রীতদাস–গুণ্ডারা ওকে আক্রমণ করায় সে এই সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে, দ্বিতীয়ত যদি রাজকুমারীর সহচরের কথা জিজ্ঞেস করে বলতে হবে সে আগেই ওই রাজ্যে চলে গিয়েছে। ও সেখানকার লোকদের বলবে যে একজন নাইট তাদের মুক্তির জন্যে সেখানে যাচ্ছে। এই কথা শুনে নাপিত খুশিমনে দাড়ি এবং অন্য যা কিছু নিয়েছিল সব ফেরত দিল।

দরোতেয়ার রূপলাবণ্য আর কার্দেনিওর সুঠাম চেহারা দেখে সরাইখানার সবাই মুগ্ধ। পাদ্রি ভালো খাবারের অর্ডার দিলেন এবং মালকিন যথাসাধ্য চেষ্টা করে ওদের

খাওয়াল, মনে হলো ওরা তৃপ্তি সহকারেই খেয়েছে। ডন কুইকজোটকে ওরা ডাকল না, কারণ খাওয়ার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন ঘুমের।

সরাইখানার মালিক, তার পাশে স্ত্রী এবং কন্যা, তারপর মারিতোর্নেস আর অতিথিরা খাবার টেবিলে বসে বেশ আড্ডা জমাল। বিষয় ডন কুইকজোটের পাগলামো। কীভাবে খচ্চর বাহকদের সঙ্গে তার মারামারি বেধেছিল সবিস্তারে বলর মালকিন। সানচো নেই দেখে সে কম্বলে দোলানোর ঘটনাটা বলল। এইসব অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে সবাই বেশ মজা পেল। পাদ্রি বললেন যে শিভালোরির আজগুবি বই পড়ে ডন কুইকজোটের মাথাটা একটু বিগড়ে গিয়েছিল। একথা শুনে সরাইখানার মালিক বলল—কেন এমন হয় আমি বুঝি না, এর চেয়ে ভালো বই হয় না, আমার এই সরাইখানায় দু–তিনখানা ওই রকম বই আছে। ওগুলো শুনে তো মশায় আমি নবজীবন লাভ করেছি। সবাই আনন্দ পায় এই বইগুলো পড়ে। ফসল কাটার সময় এখানে অনেক লোক আসে, বেশিরভাগই চাষি, যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়, ওদের মধ্যে যে পড়তে পারে তার চারপাশে আমরা প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন বসি, সে পড়ে যায় আর আমরা শুনি, এত মজা লাগে, দুঃখ-কষ্ট সব ভুলে যাই, নাইটরা যখন হাড় কাঁপানো ঝাড় দেয় তখন সবচেয়ে আনন্দ হয়, রাতভর শুনলেও ক্লান্তি আসে না। এমন সুন্দর গল্প শুনলে যেন বয়সের কথা ভুলে যাই। এই একজন মারল তো ওই সেই আরেকজন চালাল তলোয়ারের কোপ—ঘচাং ঘচ!

মালকিন স্বামীকে বলে—যত শোনো ততই মঙ্গল, আমি ততক্ষণ একটু শান্তি পাই। অন্য সময় তো ঝগড়া করে করে বাড়িটাকে নরককুণ্ড করে তোলো।

মারিতোর্নেস বলে—ওঃ, আমার যা মজা লাগে না কী বলব। প্রেমের গপ্পোগুলো বড় সুন্দর। নাইট কমলালেবুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তার প্রেমিকাকে জাপটে ধরে চুমু খাচ্ছে আর একটু দূরে পাহারা দিচ্ছে নায়িকার সখী। তার হিংসে হচ্ছে কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। এই গপ্পোগুলো যেন মধু দিয়ে লেখা, এত মিষ্টি যে কী বলব?

—আর তোমার কেমন লাগে?—পাদ্রি সরাইখানার মালিকের সুন্দরী মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন।

—কী বলব বুঝতে পারছি না। আমিও শুনি গল্পগুলো, সব না বুঝলেও ভালো লাগে, কিন্তু বাবা যে মারপিট ভালোবাসে আমার এগুলো একদম ভালো লাগে না নাইটরা যখন তাদের প্রেমিকাদের থেকে অনেক দূরে চলে যায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তখন তাদের জন্যে আমার কান্না পেয়ে যায়।

দরোতেয়া মালিকের মেয়ের কথা শুনে বলে—তাহলে তুমি চাইবে না নিশ্চয়ই যে তোমার জন্যে কেউ কাঁদুক।

মেয়েটি বলে—আমার কী হবে জানি না। তবে কিছু নারী এমন নিষ্ঠুর হয় যে নাইটরা তাদের বাঘিনী বা সিংহী বলে, আরো খারাপ কিছু হয়তো বলে। হায় যিশু। এইসব মহিলাদের মন কী দিয়ে তৈরি কে জানে, তাদের প্রেমিক নাইটরা মারা গেলে বা পাগল হলে এক ফোঁটা চোখের জলও পড়ে না। ওরা কেন এত ছলনা করে? যদি ভদ্রঘরের মেয়ে হয় তাহলে প্রেমিকদের বিয়ে করবে না কেন? এটাই তো হওয়া উচিত।

মালকিন বলে—চুপ কর তুই। এসব ব্যাপার যেন অনেক বুঝে গিয়েছিস! তোর বয়সী মেয়েদের মুখে এত কথা মানায় না।

সে বলল—আমাকে উনি জিজ্ঞেস করলেন বলে বললাম।

পাদ্রি সরাইখানার মালিককে বললেন—বইগুলো আনুন না, একবার দেখি।

সরাইখানার মালিক বলল—নিশ্চয়ই দেখাব।

সে নিজের ঘরে গিয়ে চেন দিয়ে বাঁধা একটা পুরনো ঝর্ঝরে বাক্স থেকে তিনটে বড় বই আর সুন্দর হাতের লেখায় এক বাণ্ডিল পাণ্ডুলিপি বের করল। প্রথম বইটার শিরোনাম—'ত্রাসিয়ার ডন সিরোনহিলিও'; দ্বিতীয়টা হলো 'ইরকানিয়ার ফেলিক্সমার্তে, তৃতীয়টার শিরোনাম—'কোর্দোবার মহান ক্যাপ্টেন গোনসালো এরনানদেসের ইতিহাস,' ওটার সঙ্গে বাঁধা 'দিয়েগো গার্সিয়া দে পারেদেসের জীবনী।' বইগুলোর শিরোনাম দেখে নাপিতের দিকে চেয়ে বললেন—এখন আমাদের নাইটের পরিচারিকা আর ভাগনিদে দরকার।

নাপিত বলল—দরকার নেই, পেছনে পোড়াবার জায়গা আছে।

মালিক জিজ্ঞেস করে—আপনার কি আমার বইগুলো পোড়াবেন?

পাদ্রি বলে—সব না, দুটো পোড়াব, ডন সিরোনহিলিও আর ফেলিক্সমার্তে।

সরাইখানার মালিক জিজ্ঞেস করে—ওগুলো কী ধর্মবিদ্বেষী, না, উত্তেজনা বিনাশী?

নাপিত বলে—আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন 'ধর্মবিনাশী'।

মালিক বলল—হ্যাঁ, আমি তাই বলছি। 'মহান ক্যাপ্টেন' আর 'দিয়োগো গার্সিয়া' ছাড়া অন্য বই পোড়াবার আগে আমার সন্তানকে পোড়ান।

পাদ্রি মালিককে ভাই বলে বোঝায়—এই বই দু'খানা যতসব মিথ্যে আর অতিরঞ্জিত গালগপ্পে ঠাসা কিন্তু মহান ক্যাপ্টেনের ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ এবং তথ্যভিত্তিক রচনা। কোর্দোবার গোনসালো এরনান্দেস তার বহু কীর্তির জন্যে সর্বত্র মহান ক্যাপ্টেন বলে সুপরিচিত আর দিয়েগো গার্সিয়া দে পারদেস্ একজন সৎ ভদ্রলোক। এস্ত্রেমাদুরার ত্রুহিলোতে তার জন্ম। অসমসাহসী এই যোদ্ধার শরীরে এক শক্তি ছিল যে চলন্ত কলের চাকা এক হাতে ধরে থামিয়ে দিতে পারত, একা বিশাল এক সৈন্যবাহিনীতে একটি সেতুর মুখে আটকে দিয়েছিল এবং আরো বীরত্বের কাহিনী তিনি নিজে বিনয়ের সঙ্গে খুব পরিশীলিতভাবে ঐতিহাসিকের সততা বজায় রেখে লিখেছেন, কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। অন্য কেউ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে লিখলে এতোরেস্ (হেক্টরস্), আকিলেস (আকিলেসেস) এবং রোলদঁ (অরলান্দো) প্রমুখ প্রসিদ্ধ নায়কদের ছাপিয়ে যেত সে।

সরাইখানার মালিক বলল—বা রে! বেড়ে মজার ব্যাপার তো! ঘুমন্ত মিলের চাকা আটকানো। বাবা, কী ভয়ঙ্কর জোর। পাদ্রিবাবা, অনুগ্রহ করে একবার পড়ে দেখুন ইরকানিয়ার ফেলিক্সমার্তের কথা, পেছন তেকে এক কোপে পাঁচ পাঁচটা দৈত্যকে কোমর থেকে দু-আধখানা করে দিয়েছিল বাচ্চারা খেলার পুতুল নিয়ে কেমন করে। আরেকবার এক মিলিয়ন ছ' লক্ষ সশস্ত্র সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে মেরে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিলেন ডন সিরোনহিলিও দে ত্রাসিয়ার শৌর্য সম্পর্কে আপনার কী মত জলপথে যাবার সময় তাকে মাঝনদীতে এক বিষাক্ত সাপ কামড়ায়, সে সাপের পিঠে উঠে গলা চেপে ধরে, সাপটা দমবন্ধ হয়ে মরে যায় আর কী; মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার

জন্যে সে নাইটকে নিয়ে একেবারে তলায় নেমে যায়, সেখানে এক রাজপ্রাসাদ, আর চোখ জুড়োনো ফুলের বাগান দেখে তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না তারপর সাপটা এক বৃদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে এমন সব আশ্চর্য কথা বলে যা কখনো কেউ শোনেনি। এসব শুনলে আপনি আনন্দে পাগল হয়ে যাবেন, কোথায় লাগে মহান ক্যাপ্টেন আর ওই দিয়েগো গার্সিয়া।

এই গল্প শুনে দরোতেয়া চুপি চুপি কার্দেনিওকে বলে—আমাদের এই সরাইখানার মালিক ডন কুইকজোটের দ্বিতীয় ভাগ লিখতে পারবে। কার্দেনিও বলে—আমারও তাই মনে হয়। গালগল্পেই দেখছি ওর অগাধ বিশ্বাস, কোনো ধর্মযাজকই ওর বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারবে না।

পাদ্রি বলেন—দেখুন ভাই, শিভালোরির গ্রন্থে যে সব কাহিনী লেখা হয়েছে কোনোটাই সত্যি নয়। ফেলিক্সমার্তে বা সিরেনহিলিও বা অন্য সব নাইট যাদের কথা পড়ে অবসর সময়ে লোকে আনন্দ পায় তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অলস মস্তিষ্কের উদ্ভাবন এইসব অসত্য গল্প। আপনার ক্লান্তি চাষিরা ঘরে ফিরে এই গল্পগুলো পড়ে আনন্দ পায়, এইটাই এসব গ্রন্থের একমাত্র লক্ষ।

মালিক বলে—পাদ্রিবাবা, আপনি আমাকে বোকা ভেবে বেশ জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন আমাকে অতটা বেকুব না ভাবলেও পারতেন! আমার মতো আমাকে বুঝতে দিন। আপনি বলছেন এগুলো সব মিথ্যে ভড়ংবাজি, এর মধ্যে একটাও সত্যি কথা নেই। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মাথার ওপরে যারা আছে, মনে যাদের হাতে ক্ষমতা তারা এ সব হাবিজাবি ছাপতে দেয় কেন? তারা সব মেনে নেবে? দেশে আইন বলে কিছু নেই?

পাদ্রি বলেন—বন্ধু, আমি বলেছি এগুলো অবসর সময়ের বিনোদনের জন্যে লেখা হয়েছে। একটা দেশে মানুষের আনন্দের জন্যে আছে দাবা, বিলিয়ার্ড বা বল খেলা তেমনি আছে। শিভালোরির বই। এইসব কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নিলে বোকামি হবে। আমার সময় থাকলে বলতাম এইসব বইগুলো কেমন করে আরো গ্রহণযোগ্য করা যায়। এই বই এমনভাবে নেওয়া উচিত নয় যেমন নিয়েছেন আমাদের ডন কুইকজোট।

সরাইখানার মালিক বলে—না, না, সে ভয় নেই। বই পড়ে মাথা খারাপ করে ভ্রাম্যমাণ নাইট সেজে আবোল-তাবোল কাণ্ড করব না। লোকে বলে প্রাচীনকালে নাকি এমন ভ্রাম্যমাণ নাইট ছিল, থাকতে পারে, কিন্তু এখন তো দেখতে পাই না।

এইসব কথাবার্তার মাঝে সানচো খুব মনমরা হয়ে যায়। নাইটদের বইগুলো মিথ্যা এবং এখন আর নাইট বলে কিছু নেই এসব শুনে সে খুব হতাশ হয়েছে। তবুও এইবারটা সে তার মনিবের অভিযান দেখবে, যদি কিছু লাভ না হয় সে এসব ছেড়েছুড়ে স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে দেশে ফিরে যাবে, আবার চাষবাসের কাজে লেগে যাবে।

সরাইখানার মালিক বইয়ের বাক্স নিয়ে এলো। তখন পাদ্রি বললেন—অমন সুন্দর হাতের লেখা পাতাগুলো একবার দেখি।

মালিক পাতাগুলো তাকে পড়তে দিল, হাতের লেখা আট পাতা, প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে লেখা—'কৌতূহলী বেয়াদবের উপন্যাস।' তিন চারবার পাতা উল্টে মনে-মনে পড়ে পাদ্রি বললেন—মনে হচ্ছে বইটা ভালো, পড়তে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাইখানার মালিক বলল—পাদ্রি মহোদয়, আমি জোর গলায় বলতে পারি আপনার ভালো লাগবে। আমার এখানে যারা আসে তাদের কয়েকজনকে পড়তে দিয়েছিলাম, তারা এই বই পড়ে বেজায় খুশি, কেউ কেউ নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি দিইনি। কেন জানেন? একজন অতিথি এই বাক্সটা ভুল করে ফেলে গেছে, সে খোঁজ করতে এলে অবশ্যই তাকে ফেরত দেব। হতে পারি সরাইখানার মালিক, খ্রিস্টান তো বটে!

পাদ্রি বলে—ঠিক বলেছেন। যদি একটা কপি পেতাম!

মালিক বলল—আমি বলছি অবশ্যই একটা কপি আপনাকে দেব। ওরা যখন কথা বলছিল কার্দেনিও কয়েকপাতা পড়ে নিয়েছে। পাদ্রিকে বলল যে উনি যদি পড়ে শোনান ভালো হয়।

পাদ্রি বললেন—পড়তে পারি, কিন্তু গল্প শোনার চেয়ে সবার ঘুম বেশি দরকার।

দরোতেয়া বলল—গল্প শুনে আমার বিশ্রামটা ভালো হবে, মনটা অস্থির হয়ে রয়েছে, ঘুম আসবে না।

নাপিত সিকোলাস এবং সানচোর ওই এক অনুরোধ। পাদ্রির মনে হলো ওরা সবাই গল্প শুনতে আগ্রহী।

বললেন—তাহলে উপন্যাসটা পড়ছি, আপনারা মন দিয়ে শুনুন।

৩৩

ইটালির তাসকানা (তাসকানি) প্রদেশের সুবিখ্যাত সম্পদশালী শহর ফ্লোরোন্সিয়া (ফ্লোরেন্স)। আনসেলমো এবং লোতারিও এই শহরের দুই ধনী এবং অভিজাত যুবক, তাদের পরিচয় 'দুই বন্ধু' কারণ ওদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তা সচরাচর দেখা যায় না, নিখাদ বন্ধুত্ব যাকে বলে। অবিবাহিত দুই যুবকের একই বয়স, রুচিতেও অনেক মিল, আনসেলমোর মধ্যে প্রেমাসক্তি এবং লোতারিওর শিকারের নেশা বন্ধুত্বে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি, দুজনেই পরস্পরের ব্যক্তিগত ভালোলাগার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ওরা একে-অপরকে সময় দেয়, কোনো কিছুতেই গোল বাধে না। শহরের এক সুন্দরীর সঙ্গে গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ল আনসেলমো, সে বন্ধুর পরামর্শ ছাড়া এক পাও এগোয় না, মেয়েটির পরিবারের সম্পদ এবং যশ দুই-ই আছে, লোতারিওর সঙ্গে যুক্তি করে আনসেলমো ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল।

এই বিয়ের মধ্যস্থতা করল লোতারিও এবং তার চেষ্টাতেই অল্পদিনের মধ্যে শুভ কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় বন্ধু খুব খুশি হলো, আর কামিলা স্বামী হিসেবে আনসেলমোকে পেয়ে খোদা এবং লোতারিওর প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। বিয়ের কদিন পর পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা, বন্ধুদের শুভেচ্ছা ইত্যাদিতে বাড়িতে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল এবং এই দিনগুলোয় লোতারিও নিয়মিত আনসেলমোর বাড়ি গেল। কিন্তু তারপর লোতারিও বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করল, তার মনে হলো নবদম্পতির একান্ত জীবনের আনন্দ ওরা দুজন প্রাণভরে উপভোগ করুক, এই সময় অন্য কারো সেখানে ঘন ঘন যাওয়া ভালো দেখায় না। এতে দুই বন্ধুর মধ্যে ঈর্ষা বা ভুল বোঝাবুঝির কোনো কারণ থাকার কথা নয়। সদ্য বিবাহিত

বন্ধুকে আগের মতো সে বিরক্ত করতে চায়নি; নিজের ভাইয়ের সঙ্গে ঠিক এই আচরণই করত লোতারিও।

লোতারিওর এমন আচরণ ভালো লাগে না আনসেলমোর, বিয়ের পর তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে জানলে সে বিয়ে করত না, বিয়ের আগে তাদের মধ্যে এমন সুসম্পর্ক, এত নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল বলে সবাই দুই বন্ধু নামে তাদের চিনত, এমন পরিচয় সে কিছুতেই হারাতে রাজি নয়, তাই সে লোতারিওকে অনুরোধ করল, আগের মতো সম্পর্ক; যাতায়াত এবং কথাবার্তা চলতে থাকুক, তার মতের সঙ্গে একমত স্ত্রী কামিলা, লোতারিওর অনুপস্থিত দেখে সেও অবাক হচ্ছে।

আনসেলমোর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না লোতারিও, সে খুব বুদ্ধি বিবেচনা করে বোঝাল যে তার এমন আচরণের মধ্যে কোনো অসদুদ্দেশ্য নেই। আনসেলমো লোতারিওর উত্তরে সন্তুষ্ট হলো, সব দিক বিচার করে ঠিক করা হলো যে সপ্তাহে দু'দিন এবং ছুটির দিনগুলোতে লোতারিও ওদের সঙ্গে কাবে, বন্ধুত্ব গ্লানিমুক্ত রাখতে এতটা সে মেনে নিলেও এমন কিছু করবে না যাতে আনসেলমোর সম্মানহানি হয়। কারণ সে নিজের সম্মানকে যেমন মূল্য দেয় তেমনি দেয় বন্ধুর সম্মানকে। লোতারিও বলল, যে স্বামী খোদার কৃপায় পরমা সুন্দরীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে তার লক্ষ রাখা উচিত বাড়িতে কোনো পুরুষ বা মহিলা যাতায়াত করছে, কারণ চার্চে, প্লাজায়, বাজারে বা যে কোনো মুক্ত বিনোদনের জায়গায় স্ত্রী যে কোনো বিষয়ে পরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, সেখানে বাধা দেওয়ার কোনো মানে হয় না, কেউ দেয়ও না, এসব জায়গায় যা ঘটে না তা বাড়ির মধ্যে ঘটতে পারে যদি লোকজন সম্পর্কে সতর্কতা নেওয়া না হয়।

লোতারিও আগে বলে ছিল যে বিবাহিত ব্যক্তির একজন খুব ভালো বন্ধু থাকা দরকার। কারণ স্ত্রীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় সে এমন কিছু করতে পারে যা বিসদৃশ দেখাতে পারে, সদ্য বিবাহিত স্বামী স্ত্রী কেউ কারো দোষ ত্রুটি নিয়ে কথা বলে না, তখন সেই বন্ধু সুপরামর্শ দিয়ে সাবধান করে দিতে পারে যাতে কারো আত্মসম্মান নষ্ট না হয়। কিন্তু এমন বিবেচক, সৎ, বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান বন্ধু কোথায় পাওয়া যাবে? আমি জানি না লোতারিও ছাড়া অন্য কেউ আছে কিনা, সেই একমাত্র লোক যে বন্ধুর সম্মান রক্ষা করতে জানে, সে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে কথামত বন্ধুর বাড়ি যাবে, খাওয়া-দাওয়া করবে কামিলার মতো সুন্দরী যে বাড়ি আলোময় করে রেখেছে সেখানে গিয়ে সে হ্যাংলামি করবে না, লোকের চোখে খারাপ দেখায় এমন কাজ সে কখনো করবে না, যদিও তার আত্মসম্মানবোধ এবং সাহস দেখে কেউ খারাপ কথা বলতে পারবে না। তবুও এক ধনীর বাড়িতে যখন তখন গিয়ে সে নিজেকে ছোট করবে না। বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার দিনগুলো ছাড়া তার অনেক অবসর, সেই সময়গুলো সে অন্য কাজে অন্যভাবে কাটাতে লাগল। একজন বন্ধুর ভালোবাসার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কিন্তু অন্যজন অকাট্য যুক্তিতে অনড় থাকে। এইভাবে দিন যায়, দিন আসে।

শহরের বাইরে মাঠে একদিন দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে কথা বলে। লোতারিওকে আনসেলমো বলে-দেখ লোতারিও, আমি এমন মা বাবা এবং ধনসম্পদ পেয়েছি যা সচরাচর লোকে পায় না, তোমার মতো বন্ধু আর কামিলার মতো স্ত্রী পাওয়ার জন্যে

আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, যা যা পেলে একজন মানুষ সুখী হয় সব আমি পেয়েছি। তবুও আমি সুখী নই, আমার মনের ভেতর এক গভীর যন্ত্রণা, আমি কাউকে বলতে পারি না কেমন অসহনীয় বেদনায় আমি প্রতি মুহূর্তে কুঁকড়ে থাকি, মনে হয় চেঁচিয়ে বলে উঠি কীসের এত কষ্ট, পারি না, হয়তো একসময় তুমি জানতে পারবে, তখন তুমি ছুটে আসবে আমাকে রক্ষা করতে।

লোতারিও রুদ্ধবাক, বুঝতে পারে না এই দীর্ঘ সংলাপ কোন বিষয়ের মুখবন্ধ। বন্ধুর মানসিক কষ্টের কারণ কী হতে পারে ভেবে পায় না। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর ও বলে আসল কথাটা না বলে আনসেলমো তার সংশয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে হয়তো তাকে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

আনসেলমো বলে–ঠিকই বলেছ, বন্ধু লোতারিও, যে দুশ্চিন্তায় আমি এক কাতর সেটা হচ্ছে আমি যেমন ভাবি আমার স্ত্রী কামিলা কি ততটা সৎ, ন্যায়পরায়ণ। আগুনে ফেলে সোনা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করা যায় কিন্তু স্ত্রীর বেলায় এমন কোনো পরীক্ষা করার তো উপায় নেই। আমার কী মনে হয় জান লোতারিও কোনো নারীকে আপাতভাবে যতটা ভালো দেখছ তাই মেনে নিতে হয়। চোখের জল, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, উপহার আর প্রেমিকের অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একজন নারীর সততায় কোনো ফাঁকি নেই। এইসব তার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও আমার জিজ্ঞাসা সেই নারীর জীবনে খারাপ হবার কোনো সুযোগ বা পরিস্থিতি না এলে তো সে সম্ভ্রম রক্ষা করতেই পারে, সন্দেহপ্রবণ স্বামী সামান্য বিচ্যুতি দেখলে স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে, ভয়ে বা সুযোগের অভাবে এক নারী সতী রইল এতে ঠিক পরীক্ষা হলো না, প্রেমিকের কঠোর দৃষ্টি আর প্রহরা পার হয়ে যে নারী সততা বজায় রাখতে পারবে তাকেই আমি বলি খাঁটি। এইসব যুক্তি আমার মাথায় ঘুরপাক খায় বলেই আমি দেখতে চাই আমার কামিলার সামনে এমন এক সুযোগ আসুক, এক সুদর্শন সুপ্রিয় যুবক তাকে প্রলুব্ধ করুক, রূপ বা সম্পদের লোভে পা না দিয়ে যদি সে স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত আস্থা রাখে, যদি তার অবিচলিত প্রেম থাকে তবে প্রেমিক এবং স্বামী হিসেবে সে উন্নত শির হয়ে বলতে পারবে যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কারণ তার ঘরে আছে এমন এক সতী স্ত্রী যে কোনো প্রলোভনে এক বিন্দুও বিচলিত হয় না। আমি চাই কামিলা এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এক সাধবী নারীর সততা পরীক্ষার ব্যাপারে বলেছেন–এমন সৎ কেউ আছে যে তাকে পরীক্ষা করবে? যদি আমার স্ত্রী লোভে পা দেয় তাহলে নারীচরিত্র সম্বন্ধে আমার ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হবে, কোনো অবিবেকী অস্থিরমনস্ক মানুষ এমন পরীক্ষার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এমন মহার্ঘ পরীক্ষার শেষে আমি দুঃখের গভীরে ডুবে যেতে পারি। তুমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে না, তোমাকে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে বিশ্বাস করি, তুমিই এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমার পরীক্ষা তোমাকে দিয়ে হবে। তুমি তাকে যত রকমভাবে পারো প্রলুব্ধ করো, তোমার কাছে সে সমর্পণ করলেও আমার একটা সান্ত্বনা থাকবে যে একজন বিবেকবান মানুষের কাছে সে ধরা দিয়েছে। আমার সম্মানহানি ঘটবে না তাতে আর তোমার প্রতি আমার এমন বিশ্বাস আছে যে এই ক্ষত আমৃত্যু গোপন থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তুমি আমার সন্দেহ দূর করার জন্যে প্রেমের সব উপকরণ সাজিয়ে কাজে নেমে যাও, আমাকে অসহ্য মনোবেদনা থেকে মুক্তি দাও।

কোনো কথা না বলে লোতারিও খুব মন দিয়ে তার কথা শুনল। তার কথা শেষ হলে এমন এক অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে সে বলল–তোমার বক্তব্য যদি লঘু মনে হতো আমি এতক্ষণ ধরে শুনতাম না, মাঝখানে কিছু হয়তো বলতাম, কিন্তু তুমি যা বলেছ তা বেশ ভাবনার মতো । আনসেলমো, তুমি তোমাকেও চেনো না, আমাকেও না, তাছাড়া এখন অবস্থা খানিকটা বদলে গেছে; সত্যিকারের বন্ধু বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই চায় না, এমন কিছু চায় না যা খোদার কাছে অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু বন্ধুর কাছে এমন কিছু যদি চাওয়া হয় যা খোদার চোখে অন্যায় তাহলে জীবন এবং সম্মান দুই-ই খোয়াবার সম্ভাবনা থাকে। আমাকে যা করতে বলছ তা নিন্দনীয়, আমার পক্ষে তা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এ কাজ করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না, কিন্তু আমার আশঙ্কা যে তুমি কষ্ট পাবে, সহ্য করতে পারবে না, তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে আর আমার ধারণা অসম্মানবোধ নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু আর এমন কাজ করতে বলা মানে আমাকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। কারণ এর সঙ্গে আমার কপালে জুটবে অসম্মান। সুতরাং তোমার উদ্ভট কৌতূহল নিবারণের পন্থার কথা শুনে আমার বক্তব্য শোনো, তারপর উত্তর দিও।

আনসেলমো বলে–নিশ্চয়ই শুনব, যা খুশি বলো, আমার ভালো লাগবে।

লোতারিও বলতে শুরু করল–

–আনসেলমো, তোমার চিন্তার সঙ্গে মুরদের ধারণাগুলোর বেশ মিল আছে। ধর্ম সম্পর্কে ওদের ভুল ধারণা কাটাতে হলে কিছু উদাহরণ হাতেনাতে দেখাতে হবে যেমন অঙ্কে থাকে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যুক্তি, বিশ্বাস সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে ওদের ভুল ভাঙানো যায় না। সহজ বোধগম্য উদাহরণ ছাড়া তুমি কিচ্ছু বোঝাতে পারবে না। অঙ্কের উদাহরণ ওরা অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন, দুটো সমান–দু'ভাগ থেকে দু'ভাগ তুলে নিলে যা থাকে তাও সমান। কথাতে না বুঝলে ওদের চোখের সামনে আঙুল তুলে বোঝাতে হবে। তাতেও অনেক সময় আমার পবিত্র ধর্মবোধ ওদের মাথায় ঢোকে না। তোমার বেলাতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। কারণ তোমার মনে যে উদ্ভট চিন্তা শেকড় গজিয়েছে তা উৎপাটন করা খুব সহজ নয়, অনেক সময় খরচ করতে হবে, তোমার এই বদ ইচ্ছেকে আমি উপেক্ষা করতাম কিন্তু বন্ধুত্বকে সম্মান জানিয়ে তোমাকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। তুমি একা যন্ত্রণা ভোগ করবে আর আমি দূরে বসে থাকব তা তো হয় না, বন্ধু। বিপদের মুখে তোমাকে রেখে দিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি বলছ যে আমাকে এক নিষ্পাপ, সতী নারীর সামনে গিয়ে প্রেমের মেকি খেলায় তাকে নামাতে হবে, তার সম্মানহানি ঘটাতে হবে। আমার ফাঁদে পা না দিয়ে সে যদি তার সতীত্ব অটুট রাখে তাহলে? তাহলেও কী তোমার সন্দেহ থেকে যাবে? তমি যা চাও তা কি পাচ্ছ না, নাকি তুমি জানো না কী চাইছ? কিছু-ই আমার মাথায় ঢুকছে না। যা চাইছ তা যদি না পেয়ে থাক তবে আর পরীক্ষা কেন, বিশ্বাস নষ্ট হলে তার অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যদি তাকে আগে যেমন নিষ্কলুষ ভাবতে তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো ভাবো তাহলে এমন একটা পরীক্ষার প্যাঁচ বেয়াদবি চাল ছাড়া কিছুই নয়। অতীতে যা দেখে তোমার ক্ষতিকারক কিছু মনে হয়নি আর এর মধ্যে যদি তেমন কোনো পরিবর্তন না ঘটে থাকে তাহলে তাকে সন্দেহ করা তো এক রকমের পাগলামো। খোদা, পৃথিবী কিংবা দুই তরফ থেকে কিছু কাজের উদ্যোগ মানুষ নেয়। খোদার সাক্ষাৎ কৃপায় মানুষের দেহ ধারণ করে দেবদূতরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে, পৃথিবীর মানুষের সামনে অগাধ পানি, আবহাওয়ার বৈচিত্র্য, এত রকমের মানুষ আর এর মধ্যেই সম্পদ আহরণ। খোদা আর পৃথিবীর যৌথ সৃষ্টি হলো সাহসী যোদ্ধা যে সমস্ত বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সমস্ত বিপদ বা ভয় সহ্য করে এগিয়ে চলে রাজ্য জয় করতে; তার প্রেরণা আসে দেশ বা জাতির প্রতি ভালোবাসা থেকে, তার বিশ্বাস থেকে, রাজার কাছ থেকে এবং সমস্ত বাধা জয় করতে শেখে সেই যোদ্ধা। তার ফলে তার গৌরব, যশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুমি যা করতে চলেছ তাতে খোদার আশীর্বাদ, গৌরব বা যশ, এমনকি সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি তোমার পরীক্ষা সফল হয় তাহলে এখন তোমার অবস্থা যেমন আছে তার কোনো হেরফের হবে না, না বাড়বে অর্থ, না যশ, না গৌরব। আর যদি সাফল্য না আসে তোমার জীবন এমন বেদনাময় হয়ে উঠবে যা তুমি কল্পনাও করতে পারছ না; আর সে দুঃখ গোপন থাকবে না; তোমার নিজের সৃষ্ট যন্ত্রণার আগুনে তুমি দগ্ধ হতে থাকবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত কবি লুইস তানসিলোর 'সান পেদ্রোর অশ্রুবারি' কবিতার একছত্র আমি শোনাতে চাই।

দুঃসহ যন্ত্রণা আর লজ্জা
দিনের আলোয় অনাবৃত হয়
পেদ্রো যেন দগ্ধ হয় অবিরত
যখন কেউ দেখতে পায় না এই বেদনা
সবচেয়ে বেশি দেখে সে
আর সমস্ত আত্মা কেঁপে ওঠে ভয়ে।
মহাত্মাকে কেউ দোষারোপ করে না
আত্মবীক্ষায় দগ্ধ হয় সে
আত্মধিক্কার আর শাস্তি
কেউ তাকে দোষারোপ করে না।

দুঃখ গোপন রাখতে পারবে না, তুমি কাঁদবে, চোখের জল বন্ধ হলে, হৃদয়ের রক্ত কান্না হয়ে বয়ে যাবে শিরায় শিরায়, সরলমতি পেদ্রোর চোখের জলে ভরে উঠেছিল একটি পাত্র, বুদ্ধিমান রেইনালদোসের চেষ্টায় সে সান্ত্বনা পায়; যদিও এটা কবিতা, কবির কল্পনা আর বাস্তবে অনেক পার্থক্য থাকে তবুও এর মূল নীতিকথাটা শিক্ষণীয়। যারা যন্ত্রণা গোপন রাখার চেষ্টা করে তাদের কাছে এটি এক দৃষ্টান্ত। এবার আমি ভাবছি তোমার ভাবনা নিয়ে কিছু বলব। তুমি যা করতে চলেছ তা কতটা যুক্তিসম্মত দেখা দরকার। ধর খোদার কৃপায় তুমি সৌভাগ্যবান এবং তুমি এক অমূল্য সম্পদ পেয়েছ। আনসেলমো, মনে করো, তুমি একটা হীরে পেয়েছ, সমস্ত হীরের কারবারিরা বলল এটা খাঁটি, তুমি কি তারপরেও পরীক্ষা করে দেখবে? পরীক্ষার পর এর দাম এক

কানাকড়িও বাড়বে না, আর যদি এটা ভেঙে যায় জিনিসটাও গেল আর মালিকের দুর্নাম বাড়ল। বন্ধু এই দুর্লভ হিরে হচ্ছে তোমার কামিলা, তোমার চোখে যেমন বাইরের লোকের কাছেও তেমনি তার সম্মান আছে; তাহলে কেন অবিবেচকের মতো তার অবমূল্যায়ন ঘটাবে যেহেতু তার পরীক্ষা তার সম্মান বাড়াবে না? কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেলে তোমার দুঃখ বাড়বে আর তোমার মনে হবে দু'জনের জীবন ধ্বংস করার জন্যে তুমিই দায়ী। একজন ভদ্র এবং সৎ নারী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, তার সততাকে সম্মান দেবে যারা তাকে দেখেছে, তাদের মতামতের ওপর তার সম্মান এবং সততা নির্ভরশীল, তোমার স্ত্রী যখন সবার চোখে খাঁটি মানুষ বলে পরিচিত তখন কেন শুধু শুধু এই সন্দেহ? তোমার মনে রাখা উচিত স্বভাবতই নারীর চরিত্র দুর্বল এবং কিছুটা অসম্পূর্ণ এবং সেই কারণে তাকে সম্পূর্ণ আর ঐশ্বর্যবতী হতে সাহায্য করো। এমন আচরণ কর যাতে সে সম্পূর্ণভাবে খাঁটি হয়ে উঠতে পারে। তোমার ওপরেই নির্ভর করবে তার চরমতম উৎকর্ষতার প্রকাশ।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে ছোট্ট সাদা আমিন প্রাণীটিকে শিকার করার জন্যে ওর গর্তের চারপাশে শিকারিরা কাদাপাঁক ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয়, সেই প্রাণীটি জীবনের চেয়ে মূল্যবান মনে করে তার গায়ের বর্ণকে, তাই নোংরাতে না গিয়ে ধরা দেয় সহজে। সুনীতিপরায়ণ নারী আমিন–এর মতো যার সতীত্ব বরফের চেয়েও সাদা, একে বিবর্ণ হতে দিও না, তাই ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া প্রয়োগ কর–নাছোড়বান্দা মেকি প্রেমিকের অভিনয় করিয়ে এক নারীর চরিত্রে কালিমা লেপন কোরো না, প্রলোভনে পা দিয়ে সে হয়তো বিচ্যুত হতেও পারে, তা না করে তাকে শুদ্ধচারী হতে দাও, যে রূপের জন্যে তার বদনাম হতে পারে তাকে নিষ্কলুষ রাখার জন্যে সাহায্য করো। একজন পবিত্র নারী পরিচ্ছন্ন কাঁচের দর্পণ, অপরিচ্ছন্ন হাতে তাতে ময়লা লাগে। সতীসাধ্বী রমণী পুজো পাবার যোগ্য, তাকে অপবিত্র হাতে স্পর্শ করা উচিত নয়। সুন্দর ফুলের বাগানের মালিক ফুলে হাত দিতে নিষেধ করে, দূর থেকে তার সৌরভ আর সৌন্দর্য উপভোগ করায় কারণ নেই, সুন্দরী সতী নারীও তেমনি সুরক্ষা চায়, তাকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। সবশেষে আমি আধুনিক একটি নাটকের কবিতাংশ বলব যা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।

এক সুন্দরী যুবতীর পিতাকে এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ উপদেশ দিচ্ছে কীভাবে মেয়েকে সদাসর্বদা সুরক্ষিত রাখতে হবে।

নারী যেন আতস কাচ
সাবধানে রাখো ঘরে
যদি হাত ফসকে যায়
ভেঙে যাবে চুরমার।
বড় সহজে ভেঙে যায়
সাবধানে রাখো ঘরে
যদি ভেঙে যায় একবার
জোড়ার যে কোনো মশলা নেই
সাবধান হতে হয় তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এমন করে ভাবো সবাই
বুদ্ধি করে বেঁধে রাখো ঘরে
'দানায়ে' যেমন আছে
এ ভুবনে স্বর্ণ বৃষ্টিও অঝোরে ঝরে।

(সম্ভবত সার্ভেন্টিসের হারিয়ে যাওয়া কোনো নাটকের গান এটি। দানায়েকে একটা দুর্গে বন্দি করে রেখেছিল তার পিতা আর জুপিটার সোনার বৃষ্টি হয়ে ঝরেছিল।) ওঃ আনসেলমো, বন্ধু আমার, এতক্ষণ যা বললাম তা তোমার বিষয়। এবার আমার কথা বলব, দীর্ঘ হলে ক্ষমা করো, যে গোলকধাঁধায় তুমি প্রবেশ করেছ তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তুমি আমার সাহায্য চেয়েছ, আমাকে তাই এ সব কথা বলতে হচ্ছে। তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু বন্ধুত্বের মর্যাদা হরণ করতে উদ্যত হয়েছ, শুধু তাই নয়, তোমার আত্মসম্মানও বোধহয় নষ্ট হবে আমার হাতে। কামিলাকে যখন প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করব ও আমাকে নিকৃষ্টতম একটা জীব ভাববে, তৎক্ষণাৎ আমার সম্মান ধুলোয় লুটাবে, বন্ধুত্বের মর্যাদা তখনই শেষ হবে অথচ তুমি আমাকে এইরকম কাজই করতে বলছ। কামিলা ভাববে যে আমি তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখেই তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছি, তাতে তোমার স্ত্রী হিসেবে তাকে অবমূল্যায়ন করা হবে এবং তোমার সম্মান আহত হবে। স্ত্রী অবৈধভাবে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমাসক্ত হলো, স্বামী জানল না, কেন এমন হলো জানার চেষ্টা করল না সে, তার হাতের বাইরে চলে গেল স্ত্রী, দ্বিচারিণী বলে তার বদনাম হলো, যারা বদনাম করল তারা বুঝল না যে সে নারীর কোনো দোষ ছিল না, দোষ ছিল তার স্বামীর। আমি বলতে চাইছ যে স্বামীর অপমান হলো স্ত্রীর চরিত্রদোষে অথচ সে জানল না, বুঝতে চেষ্টাও করল না কেন সে অমন হয়ে গেল, স্বামীর দোষ নেই কেননা সে বুঝতে পারেনি তার স্ত্রী কেমন চরিত্রের মেয়ে। আমার কথায় একঘেয়েমি থাকতে পারে, ক্লান্তিবোধ কোরো না, কারণ যা বলছি সবই তোমার জন্যে। আমাদের পবিত্র গ্রন্থে (জেনেসিস–২) উল্লেখ আছে খোদা প্রথম পিতা সৃষ্টি করার সময় ঘুমন্ত আদম–এর স্বপ্নের ভেতর তার বাম দিকের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে এলো আমাদের প্রথম মা ইভ্; আদমের ঘুম ভেঙে যেতেই জিজ্ঞেস করল–"আমার রক্তমাংস দিয়ে তোমার শরীর গড়া হয়েছে?" আর খোদা বললেন–'এইভাবে পিতা ও মাতার সৃষ্টি হলো, একই শরীর থেকে দুজনের জন্ম হলো।' আর বিবাহের পবিত্র প্রথার উদ্ভব হলো একদিন যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর শরীর এক এবং অবিচ্ছেদ্য, মৃত্যু একমাত্র এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। এই অলৌকিক ঐশ্বরিক বিধানের পবিত্রতা এবং শক্তি এমন যে দুজন ভিন্ন মানুষের দেহ একটি; বিবাহিত নারী পুরুষের আত্মা ভিন্ন হলেও তাদের ইচ্ছে একটি। তাই যেহেতু নারীর শরীর পুরুষের শরীরের অংশ স্ত্রীর যে কোনো অন্যায় বা দোষ স্বামীর ঘাড়ে বর্তায় যদিও হয়তো তার কোনো স্খলন হয়নি। শরীরের একটি অঙ্গ পা, পায়ে ব্যথা হরে সারা শরীর তা বুঝতে পারে, যেহেতু এক রক্ত-মাংসের দেহ তাই যে কোনো অঙ্গ পীড়িত হলে সারা অঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়; স্ত্রীর অসম্মানে স্বামীর অসম্মান হয় কারণ দুজনের দেহ এক এবং অবিভাজ্য। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্মান অসম্মান আসে রক্তমাংসের শরীর থেকে, দ্বিচারিণী মহিলার পাপ স্বামী এড়িয়ে যেতে পারে না। ওঃ, আনসেলমো, তাহলে দেখ, কী রকম বিপদের

সামনে তোমার শান্তিপ্রিয় স্ত্রীকে টেনে আনছ, তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রীর শান্তি নষ্ট করার জন্যে যে কৌতূহলের জন্ম দিচ্ছ তা বেয়াদবি এবং অন্যায়; তোমার লাভ নেই এতে এক চিলতে কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা বিস্তর। তুমি ভেবে দেখো, আমার ভাষায় কুলোচ্ছে না আর। আমার এত কথাতেও যদি তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অচল থাকো, তাহলে অন্য পন্থা কিছু বের করো যা তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে আর আমি হারাব তোমার বন্ধুত্ব যা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।

বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ণ লোতারিও এবার থামল। আনসেলমো ওর কথা শুনে বেশ বিচলিত এবং বিষণ্ন বোধ করে। কিছুক্ষণ কথা হয় না। তারপর আনসেলমো বলে–লোতারিও, বন্ধু আমার, তুমি দেখলে কত মনোযোগসহকারে আমি তোমার সব কথা শুনলাম। যে সব উপমা, উদাহরণসহ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বললে তাতে তোমার যুক্তি এবং বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তোমার কথা না মানলে আমার মঙ্গল হবে না, বরঞ্চ খারাপ হবে। এতদসত্ত্বেও বলছি আমার মানসিক অবস্থা সেইসব মহিলাদের মতো যারা মাটি, কয়লা, চুন এবং আরও খারাপ জিনিস খেতে চায়, এটা এক ধরনের অসুখ, আমার এমন অসুখটা সারাবার একটা উপায় তো বের করতে হবে, এটা সহজ হয়ে যায় যদি তুমি কামিলাকে প্রেম নিবেদন করো, আমার বিশ্বাস সে প্রথম অভিযানে নতি স্বীকার করবে না, কিন্তু এতে আমি কিছুটা শান্তি পাব আর বন্ধুর প্রতি তুমি দায়িত্ব পালন করার আনন্দ পেলে। আমার জীবনটাকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য তোমার প্রভাব খাটাতে হবে। বন্ধু হিসেবে তুমি যা পারো তা অন্য কেউ পারবে না। আমার মানসিক দুর্বলতা তোমার জানা আছে, এতে আমার অপমানিতবোধ করার কারণ নেই। তুমি রাজি না হলে অন্য কারও শরণাপন্ন হব এবং তাতে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ আমাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে। আমার এই পরীক্ষার মধ্যে বেয়াদবি থাকলেও আমি যা চাই তা খুব সামান্য, তুমি কাজটা করলে শান্তি ফিরে পাব আর এতে তোমার কোনো অসম্মান হবে না বলেই আমি এত করে অনুরোধ করছি। যদিও তোমার কিছু অসুবিধে আছে তুমি কাজটা শুরু করলেই আমার মানসিক ভার থেকে মুক্ত হতে পারব।

লোতারিও বুঝল যে আনসেলমো তার সিদ্ধান্ত বদলাবে না এমনকি সে অন্য কোনো লোকের দ্বারস্থ হতেও দ্বিধা করবে না। এর ওপর কিছু বলতে গেলে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে যাবে। এইসব ভেবে লোতারিও রাজি হলো। আনসেলমো তাকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করে সহস্র ধন্যবাদ জানাল। সে বলল যে লোতারিওকে এমন গোপনীয়তার সঙ্গে কাজটা করতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়; কামিলা খুব বুদ্ধিমতী, সেও যেন বুঝতে না পারে যে এটা আনসেলমোর এক খেলা। এক সুন্দরীর পছন্দ সবই তাকে দেখাতে হবে। সে সংগীত শোনাবে, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবে, সেইসব কবিতায় থাকবে কামিলার স্তুতি, যদি সে না পারে আনসেলমো লিখে দেবে। তাছাড়া প্রচুর টাকা এবং গয়না সে লোতারিওকে দিল যাতে ইচ্ছেমতো উপহার দিতে পারে। সবই করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল লোতারিও, কিন্তু করবে অন্যভাবে, আনসেলমো যেমন ভেবেছে সেভাবে নয়।

দুই বন্ধুর মধ্যে সব কথা হওয়ার পর ওরা দুজন আনসেলমোর বাড়ি গেল। সেখানে স্বামীর দেরি দেখে কামিলা খুব চিন্তা করছিল, সাধারণত আনসেলমোর ফিরতে এত দেরি হয় না।

লোতারিও বাড়ি ফিরল, তার মাথায় এক চিন্তা, কীভাবে এমন শিষ্টাচারহীন খেলাটা সে চালিয়ে যাবে। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে তার মাথায় এলো অন্য এক মতলব, কেমন করে কাউকে জানতে না দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করবে। আনসেলমো জানতে পারবে না কিন্তু সে প্রতারিত হবে। পরের দিন লোতারিও খাবে আনসেলমো এবং কামিলার সঙ্গে। কামিলা স্বামীর বন্ধুকে যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করল। কারণ সে জানে ওরা অভিন্ন হৃদয়।

খাওয়ার পর আনসেলমো বলল যে একটা জরুরি কাজে তাকে বেরোতে হবে, তার ফেরা পর্যন্ত লোতারিও যেন তার বাড়িতে থাকে, সে স্ত্রীকে রাতে একা রেখে কোথাও যেতে চায় না। কামিলা ওকে যেতে বারণ করল এবং লোতারিও তার সঙ্গে যেতে চাইল কিন্তু আনসেলমো শুনল না। সে বলল এমন একটা অদ্ভুত কাজ যে তাকে একাই যেতে হবে। তার অছিলা কেউ ধরতে পারল না। দাস-দাসীরা তখন রাতের খাবার খেতে গিয়েছে। সুতরাং আনসেলমো চলে যাবার পর রইল কামিলা এবং লোতারিও। এমন অপরূপা সুন্দরী যে কোনো পুরুষকে দুর্বল করে দেয়। লোতারিও তার সঙ্গে যে খেলা খেলতে যাচ্ছে সেটা ভেবে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধেই কেমন সঙ্কিত বোধ করতে লাগল। সে শিথিলভাবে চিবুকে হাত রেখে বসে রইল তার সামনে, কিছুক্ষণ পর বলল তার বিশ্রাম দরকার, আনসেলমো না ফেরা পর্যন্ত সে চেয়ারে বসেই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কামিলা যেন কিছু মনে না করে। কামিলা বলল সে পাশের ঘরে আরাম কেদারায় ভালোভাবে ঘুমোতে পারে। লোতারিও যেতে চাইল না, আনসেলমো ফেরা পর্যন্ত সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আনসেলমো ফিরে এসে দেখল তার স্ত্রী নিজের ঘরে রয়েছে এবং লোতারিও চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙলে দুজনে বাইরে গেল এবং আনসেলমোর কৌতূহল নিরসনের জন্যে লোতারিও বলল যে সে প্রথম দিন শুধু কামিলার রূপের প্রশংসা ছাড়া আর এগোতে পারেনি, কারণ সে ধীরে ধীরে এগোতে চায় যাতে কামিলা তার কথা শোনাবার জন্যে ক্রমশ বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে; শয়তান প্রথমে তার আসল রূপ প্রকাশ করে না সব কিছু লক্ষ করে, নিজেকে আলোর দেবদূতে রূপান্তরিত করে অন্ধকার দূর করে, খুব সুন্দর কাজ দিয়ে মন জয় করে নিয়ে শেষে নিজের কাজ হাসিল করে। লোতারিও বলে সেও তাই করবে। আনসেলমো খুব খুশি হয়ে বলে যে সে বেরিয়ে যাবার পর প্রতিদিন যেন সে খেলাটা চালিয়ে যায়। তবে কামিলা যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারে। বেশ কিছুদিন লোতারিও আনসেলমোর বাড়িতে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু কামিলার সঙ্গে কথা বলেনি, তবুও আনসেলমোকে বলল যে এতদিন কথা বলে সে কামিলার মধ্যে তিলমাত্র বিচ্যুতি দেখেনি, তার স্বভাব এতই অনমনীয় যে ভবিষ্যতে কোনো আশার আলো সে দেখতে পাচ্ছে না, উপরন্তু সে ভয় দেখিয়ে বলেছে যে আমার মধ্যে বেচাল কিছু দেখলে সে তার স্বামীকে বলে দেবে।

আনসেলমো এই কথা শুনে বলল–বেশ, শুধু কথা বলে তুমি দেখেছ কামিলা একটুও নরম হচ্ছে না, এবার দেখতে হবে অন্য কোনো প্রলোভনে পা দেয় কি না। কাল আমি তোমাকে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব, তুমি খুব দামি গয়না কিনে নিয়ে যাবে। গয়নায় মেয়েদের লোভ থাকে, তার ওপর সুন্দরী হলে তো কথাই নেই, ওরা সেজে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, তুমি যদি দেখ এতসব উপহার দিয়েও তার মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে না, তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে তাকে বিশ্বাস করব আর তোমাকেও এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেব। লোতারিও বলল–একবার যখন শুরু করেছি শেষ না দেখে ছাড়ব না। তার অনড় মনোভাব দেখে আমি ক্লান্ত বোধ করব, আমি জানি তা শুচিতা কোনো কিছুতেই দূষিত হবে না। তবুও আমি আমার পরীক্ষা চালিয়ে যাব। পরের দিন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চার হাজার গোল পাকাল; সে ভেবে পাচ্ছে না নতুন কোনো গল্প ফেঁদে সে আনসেলমোকে সান্ত্বনা দেবে, তার মিথ্যে কথা আর ভালোও লাগছে না। যাই হোক শেষে সে আনসেলমোকে সব স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিয়ে বলল যে কামিলা কোনো কিছুতেই ভুলছে না; রূপ-গুণের প্রশংসা, প্রেমের প্রতিশ্রুতি, দীর্ঘশ্বাস এবং এত স্বর্ণমুদ্রা আর গয়না কিছুতেই কিছু হলো না। তার চরিত্রের বিন্দুমাত্র স্খলন ঘটবে বলে মনে হয় না।

ভাগ্যের এমন চক্রান্ত যে আনসেলমো ভেবেছে এক, ঘটেছে অন্যরকম। একদিন লোতারিও আর কামিলা একটা বন্ধ ঘরে রয়েছে, দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের দেখছে আনসেলমো, আধঘণ্টার মধ্যে ওরা কেউ কাউকে কিছু বলছে না, হয়তো এক শতাব্দী ওরা এমন নির্বাক থেকে যেত। আনসেলমো বুঝতে পারল যে লোতারিও এতদিন তাকে যা বলেছে সবই বানানো কথা। তারি ধারণা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে সে লোতারিওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কামিলা কী বলল। লোতারিও বলল যে কামিলা এমন রূঢ় কথাবার্তা বলছে আর রাগ দেখাচ্ছে যে তার পক্ষে আর এভাবে খেলাটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আনসেলমো উত্তেজিত হয়ে বলে–লোতারিও, তুমি এমনভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করলে! একটু আগে আমি চারিতালা দেবার জায়গায় ফাঁক দিয়ে দেখলাম আধঘণ্টা তোমরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলনি অথচ....ইস্, তুমি এইভাবে আমাকে ঠকালে, তুমি না চাইলে আমি অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষাটা চালাতে পারতাম। তোমার যখন এতই অনীহা আমাকে বললে না কেন?

আনসেলমোর কথা শুনে বড় অস্বস্তিতে পড়ে লোতারিও, মিথ্যা আচরণের অপবাদটা বড্ড গায়ে লাগে তার। তবুও রাগ করে না। বলে এরপর আনসেলমো যদি তাকে সুযোগ দেয় সে আরো আন্তরিকভাবে তার স্ত্রীর চরিত্র যাচাই করে দেখবে, কোনো ফাঁকিবাজি করবে না। আনসেলমো আবার তাকে বিশ্বাস করে বলে যে এবার সে শহরের কাছে একটি গ্রামে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকবে যাতে লোতারিও কাজটা আরো ভালোভাবে করতে পারে। আটদিন ও গ্রামে থাকবে এবং লোতারিও অনেক সুযোগ পাবে।

হতভাগ্য আনসেলমো! আপন কুবুদ্ধির জালে কী সর্বনাশ ডেকে আনছ। একবার ভাবলে না! কী করতে যাচ্ছ তুমি? এমন ফন্দি কেন? কেন এমন অদ্ভুত তাড়না? নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধেই তোমার লড়াই, নিজের সম্মান নিজে খোয়াচ্ছ, সব পেয়েও হারাতে চলেছ? তোমার স্ত্রী কামিলা বড় ভালো মেয়ে, শান্ত স্বভাব তার, একেবারেই অস্থিরমতি নয়, এমন দৃঢ় তার চরিত্র, কোনো কিছুতেই তা ভাঙে না, বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে অকারণে তার মন ছোটে না, তুমি তার দেবতা, তোমাকে নিয়েই তার সব চিন্তা, সব সুখ, তোমার ইচ্ছেই তার ইচ্ছে, তোমার সুখ, তোমার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া তার অন্য ভাবনা নেই, খোদা আর তোমাকে নিয়েই তার এই পার্থিব জীবনের সুখ। তার সম্মান, সততা, সৌন্দর্য আর প্রেম নিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন নেই তখন এত ঝুঁকি নিয়ে কেন এই অকারণ পরীক্ষা? পবিত্র মাটি খুঁড়ে কী পেতে চাও? ধনদৌলত? খুঁড়তে খুঁড়তে নিচে নামো, তারপর একেবারে গভীর খাদে নিমজ্জিত হও। দেখ, যারা অসম্ভবকে হাতের মুঠোয় পেতে চায় তাদের কাছ থেকে চলে যায় যা সে আগেই পেয়েছে, তাই কবি বলেছেন–

জীবনের স্বাদ খুঁজি মৃত্যু গহ্বরে
আলো খুঁজে মরি অন্ধকারে
শরীরের সুখ খুঁজি অসুখে
মুক্তি খুঁজি বন্দি শিবিরে।
বন্ধ কারাগারে মাথা খুঁড়ি
শুধু শুধু খুঁজে ফিরি প্রস্থান পথ।
কিন্তু ভাগ্য আমাকে
কিছু দেবে না
খোদা নীরব সাক্ষী শুধু
কারণ আমি যা চাই
তা অসম্ভব এক চাওয়া
যা পাই তা তো চাই না।

AMARBOI.COM

পরের দিন আনসেলমো গ্রামে যাবার আগে কামিলাকে বলল যে তার অনুপস্থিতিতে লোতারিও এসে থাকবে, সে যেন তার মতোই আদর-যত্ন পায়; সে তাকে সঙ্গ দেবে, বাড়িঘরের কোনো সমস্যা হলে সামলাবে। সুবিবেচক কামিলা বলল স্বামীর জায়গায় অন্য কাউকে সে ভাবতে পারে না, সংসারের সব ঝামেলা সে একাই সামলাতে পারবে, তার চেয়ে বড় কোনো দায়িত্ব পালনেও সে ঘাবড়ায় না, একবার সে তাকে সুযোগ দিয়ে দেখুক। আনসেলমো বলল তার আদেশ স্ত্রীকে মানতে হবে, ইচ্ছে না থাকলেও কামিলা বলল স্বামী যা বলছে তাই হবে। আনসেলমো শহর ছেড়ে চলে গেল। কামিলা মাথা নিচু করে সব মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিল।

পরের দিন লোতারিও এলো, স্বামীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে সাদর অভ্যর্থনা পেল। কিন্তু লোতারিও কামিলাকে একা পাচ্ছে না, সে একা থাকতে চায় না, সব সময় দাসী পরিবৃত হয়ে থাকা তার পছন্দ, বিশেষত তার সহচরী লেওনেলাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। এই সুন্দর স্বভাবের মেয়েটিকে খুব ভালোবাসে সে, বন্ধুর মতো ওরা, কারণ ছোটবেলা থেকে কামিলার বাপের বাড়িতেও ছিল, বিয়ের পর সে লেওনেলকে সহচরী হিসেবে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এসেছে। প্রথম তিনদিন সুযোগ পেয়েও লোতারিও কামিলার সঙ্গে কথা বলেনি। তার নির্দেশমত দাস-দাসীরা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-

দাওয়া সেরে নিত আর লেওনেলাকেব বলেছিল সে যেন সবার আগে খেয়ে নিয়ে তার ঘরে চলে আসে। তা সত্ত্বেও খাওয়ার পর লেওনেলার নিজের মর্জিমাফিক এমন কিছু করত যাতে আনন্দ পায়, তাই কামিলার নির্দেশ সব সময় মানতে পারত না। দুজনকে রেখে ও কোথাও যেত। কিন্তু কামিলার সততা আর গাম্ভীর্য দেখে লোতারিও কিছু বলার সাহস পায়নি।

কিন্তু কোনো কথা না বললেও লোতারিওর চোখ সর্বক্ষণ কামিলার শরীরে ঘোরাফেরা করে, এমন এক রূপসীর দেহে পুরুষের লোলুপ চাহনি কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। লোতারিও নির্নিমেষে মর্মর মূর্তির দিকে চেয়ে শিল্পীর সৌকর্যে তন্ময় হয়ে যায়।

বন্ধুর বাড়িতে থেকে কামিলাকে দেখে তো চোখ বুজে থাকতে পারে না লোতারিও, ভাবে এই নারী গভীর প্রেম চায়, তেমন যোগ্যতা আর রূপ তার আছে।

এই ভাবনা থেকে ধীরে ধীরে সে অন্য চোখে দেখতে থাকে সেই রূপবতীকে, আনসেলমোর বিশ্বাস সে রাখতে পারে না। সহস্রবার সে ভাবে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে যেখানে আনসেলমো তাকে দেখতে পাবে না, সেও আর দেখতে পাবে না কামিলাকে, তার সুন্দর মুখ বড় বিপদের সূচনা করতে পারে, কিন্তু তাকে দেখার আনন্দে সেই ইচ্ছে উবে যায়। কামিলার মুখ দেখার এত উদগ্র বাসনার সঙ্গে সংঘাত বাধে তাকে মন থেকে মুছে ফেলার প্রতিজ্ঞার। সে মানুষ হিসেবে, তুলনায় আনসেলমোর দোষ অনেক বেশি। কারণ বুদ্ধিনাশের ফলেই আজ সে এত মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তার মানবিক দুর্বলতা খোদা ক্ষমা করে দেবেন। কারণ তিনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন।

আনসেলমো যাওয়ার পর তিনদিন কেটে গেছে, একদিকে প্রেম, অন্যদিকে সততা শেষ পর্যন্ত কামিলা বুঝতে পারে লোতারিও চোখে লালসা ছাড়া কিছু নেই, একঘরে সে আর বেশিক্ষণ বুঝতে পারে লোতারিওর চোখে লালসা ছাড়া কিছু নেই, একঘরে সে আর বেশিক্ষণ বসতে পারে না, লোতারিও তার ঘরে ঢুকলে সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়। মুখে কিচ্ছু বলে না সে কিন্তু বুঝতে পারে লোতারিও তাকে শিকার করার পথ খুঁজছে। কামিলার এমন অবজ্ঞায় লোতারিও ও হতাশ হয় না, প্রেম জন্ম দেয় অন্তহীন প্রত্যাশার, সে কামিলার মন পবার জন্যে ব্যাকুল হয়। এমন তো হবার কথা ছিল না, কামিলা বড্ড মুষড়ে পড়ে, তার মানসম্মান বোধহয় গেল। সে তো আর লোতারিওর সঙ্গে কথা বলবে না; তাই মানসম্মান বাঁচাবার দায়ে সে আনসেলমোকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি লিখল, সেই রাতেই চিঠি নিয়ে রওনা হবে এক ভৃত্য।

৩৪

লোকে বলে যে, সেনাবাহিনীতে সৈন্যধ্যক্ষ, দুর্গে গভর্নর না থাকলে যেমন চলে না তেমনি আমার মনে হয় একজন বিবাহিতা যুবতী নারীর স্বামী বাড়িতে না থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, বিশেষত এই অনুপস্থিতির কোনো জোরালো যুক্তি নেই। আমি এখন এ বাড়িতে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর পারছি না, যদি পত্রপাঠমাত্র ফিরে না আস আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হব, তোমার বাড়ি থাকবে অরক্ষিত; যে বন্ধুটিকে তুমি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেলে তিনি নিজের সুখ নিয়ে বেশি ব্যস্ত, তোমার কথায় তার মন নেই। তুমি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, আর বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন দেখি না, এইখানেই আজ শেষ করছি।

আনসেলমো চিঠি পড়েই বুঝতে পারল সে যা চেয়েছিল তাই ঘটেছে; লোতারিও প্রেম প্রেম খেলা শুরু করেছে আর তাতে বাদ সেধেছে সতীসাধ্বী কামিলা। সে লিখল, কামিলা যেন বাপের বাড়িতে না যায়, যত শীঘ্র সম্ভব সে ফিরে আসছে। স্বামীর এমন উত্তর পেয়ে কামিলা আরো বিপদে পড়ল, বাড়িতে থাকলে তার মানসম্মান থাকবে না, বাপের বাড়িতে যেতে পারবে না। কেননা আনসেলমো বারণ করেছে। করুণতম পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, দাস-দাসীরা পাছে কিছু সন্দেহ করে তাই সে লোতারিওকে দেখে আর বিরক্তি প্রকাশ করবে না, তার সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে আনসেলমো ভাববে সে দুশ্চরিত্রা তাই খোদাকে স্মরণ করে সে চুপ করে থাকবে, লোতারিও'র বিরুদ্ধে কিছু বললে স্বামীর সঙ্গে তার সংঘাত বাধবে, সে তা চায় না। লোতারিও যা বলবে তাকে শুনতে হবে, এদিকে চিঠি লেখার কারণ জিজ্ঞেস করলে আনসেলমোকে কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। কামিলার উভয় সংকট। পরের দিন থেকে সে লোতারিওর কথা শুনতে আরম্ভ করল, তার প্রেমের উত্তাপ বাড়তে থাকল, দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে কামিলার নির্বাক চাহনি যেন তার দুর্বলতা। লোতিরও বুঝতে পারে এই নারী ফাঁদে পড়েছে। অতএব উত্তরোত্তর বেড়ে চলে তার প্রেমোন্মাদনা।

লোতারিও কামিলার রূপ ও গুণের প্রশংসায় বাছাই করা সুন্দর বিশেষণ ব্যবহার করে, অতি বড় দৃঢ় চরিত্রের নারীরও এত প্রশংসা শুনে চিত্তবিভ্রম ঘটে যায়। লোতারিও জানে স্বামীর অনুপস্থিতিতে এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করলে ভুল হবে। এমন সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরীর এত কাছে এসেছে সে; আর তাকে রক্ষা করার, তার সততা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করার কোনো উপায় নেই। লোতারিও তার রূপগুণের প্রশংসা ছাড়াও প্রতিশ্রুতি দেয়, হা-হুতাশ করে, কাঁদে, তার করুণা ভিক্ষা চায়। অবশেষে বাঁধ ভেঙে যায়, সতী-সাধবী নারীর নৈতিক বল কমে আসে। এবার আর আত্মসমর্পণে বাধা দিতে পারে না, হ্যাঁ, সত্যি সত্যি কামিলা শেষে নতি স্বীকার করে। লোতারিওর কাছে ধরা দেয় সুন্দরী কামিলা। পুরুষের কামনায় পরাজিত নারীর শুদ্ধচারিতা। খোদাদত্ত শুচিতা মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয়। লেওনেলার চোখ ফাঁকি দিতে পারে না কামিলা; সে দেখে দুই অবিশ্বাসী বন্ধুর খেলার কী পরিণাম হলো। এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। লোতারিওকে আনসেলমো যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল তা কামিলাকে বলে না সে। কামিলা কিছুই বুঝতে পারল না, জানল না। অবিশ্বাসী বন্ধুর জয় হলো। লোতারিও কোনো কিছুর বিনিময়ে তার প্রেম বিসর্জন দেবে না। এখন সে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবে নিষিদ্ধ ফলের রস।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এলো আনসেলমো। দেখল তার সংসার যেমন ছিল তেমনি আছে। যে জিনিসটাকে সে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল তা চুরি হয়ে গেছে; সে কিচ্ছু টের পেল না। লোতারিওর বাড়ি গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে ধন্যবাদ জানাল

আনসেলমো। তাকে শেষ সংবাদ জিজ্ঞেস করল, যে সংবাদের ওপর নির্ভর করছে জীবন অথবা মৃত্যু।

লোতারিও বলল–ওঃ, বন্ধু আনসেলমো, নতুন খবর যা তোমাকে শোনাব তা শুনে গর্বে তোমার বুক ফুলে যাবে, এমন আদর্শ চরিত্রের নারী সব নারীর কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত, কী অসম্ভব দৃঢ়তা তার চরিত্রে, কী সংযম তার আচরণে, এমন আর দুটি মিলবে না সংসারে। সুমিষ্ট বচন দামি উপহার, অবিরাম স্তুতি সব নিষ্ফল হলো, আমার চোখের জল দেখে সে হাসে। আমি তাকে দুর্বল করার জন্যে জোর করে কাঁদার চেষ্টা করেছিলাম। আমার পরীক্ষার ফল হলো–কামিলা স্ত্রীজাতির এক মহত্তম রূপ, সততা, সৌন্দর্যে আর সংযমে অদ্বিতীয়া। তোমার স্বর্ণমুদ্রা ফেরত নিয়ে যাও, তার মতো নারীকে এমন সস্তা উপহার দিয়ে এক বিন্দু টলানো যায় না, এটা নেহাৎই বোকামি। বন্ধু তোমাকে বলছি–সমস্ত সন্দেহের অনেক উর্ধ্বে তার অবস্থান। সমস্ত রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাগর পার করে তুমি মাটি ছুঁয়েছ, আর কোনো নাবিককে তুমি নিয়োগ করো না, সুখে, নির্দ্বিধায়, শান্তিতে সংসারে মন দাও, খোদার করুণায় এমন এক শুচিস্নিগ্ধা নারীকে তুমি পেয়েছ, এবার তাকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দাও, নির্বিঘ্নে তুমি নোঙর ফেলবে তোমার পছন্দের বন্দরে। আনন্দ আর সুখে জীবন উপভোগ কর, সমস্ত সংশয় থেকে তুমি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত, নিজের কাছে সৎ থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমার সুখে বাদ সাধতে পারবে না।

লোতারিওর কথা শুনে আনসেলমো অত্যন্ত সন্তুষ্ট; দৈববাণীর মতো সব বিশ্বাস করে ওকে খেলাটা চালিয়ে যেতে বলল যেন এটা একরকমের বিনোদন। আগের মতো আক্রমণাত্মক হবার দরকার নেই, তবে সে ক্লোরি নাম নিয়ে কামিলার উদ্দেশ্যে কিছু কবিতা লিখে দিতে পারে, আনসেলমো কামিলাকে বলবে যে এই নামের এক সম্মানীয়া নারীকে সে ভালোবাসত; স্পষ্টভাবে কিছু না বলে এমন এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কামিলার আসক্তি কিংবা শ্রদ্ধা বাড়তে পারে; লোতারিওর সময় না থাকলে সে নিজে কিছু কবিতা লিখে দেবে।

লোতারিও বলল–তোমার লেখার দরকার নেই, তুমি বরং আমার কবিতা দিয়ে যে প্রেমাভিনয়ের গল্প ফেঁদেছ সেটা ওকে শুনিয়ে দিও, কবিতা আমি লিখে দেব তবে হয়তো খুব উৎকৃষ্ট মানের নাও হতে পারে।

বেয়াদব এবং বিশ্বাসঘাতক দুই বন্ধুর মধ্যে এইসব কথাবার্তার পর আনসেলমো বাড়ি ফিরে কামিলাকে তার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার কী কারণ জিজ্ঞেস করল, এই প্রশ্নটা আগেই করবে ভেবেছিল কামিলা। বিলম্ব দেখে অবাক হয়েছে সে। সে বলল তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লোতারিওর দৃষ্টিতে সে এক ঈর্ষা দেখতে পেয়েছিল, তাই ভয় পেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল, সে বাড়িতে থাকলে ওই মানুষই অন্যরকম হয়ে যায় কিন্তু তার সন্দেহ অমূলক, কারণ পরে সে লক্ষ করেছে যে লোতারিও তাকে এড়িয়ে চলে, সে একা থাকলে কখনো তার ঘরে ঢোকে না। আনসেলমো বলল তার সন্দেহের সত্যিই কোনো কারণ ছিল না। কারণ শহরের প্রথম সারির এক অভিজাত পরিবারের এক সুন্দরীকে সে ভালোবাসে, তার নাম ক্লোরি, এমন প্রেমের ঘটনা না থাকলেও লোতারিওকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই, সে তার এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে কোনো অনিষ্ট করবে

না বলেই তার বিশ্বাস। আনসেলমোর বানিয়ে বলা প্রেমের ঘটনা শুনে কামিলা একটুও ঈর্ষান্বিত বোধ করল না; নিজেকে অপদস্থ করার জন্যে এমন একটা গল্প না বলে সে নিজের স্ত্রীর গুণকীর্তন করলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। যাই হোক, কামিলার মনে তেমন প্রভাব পড়ল না।

পরের দিন ওরা তিনজন খাবার টেবিলে বসেছে এমন সময় আনসেলমো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল সে ক্লোরি সম্পর্কে নতুন কী লিখেছে; কামিলা মেয়েটিকে চেনে না। সুতরাং যা খুশি সে বলতে পারে।

লোতারিও বলল–কামিলা চিনলেও আমি কিছুই গোপন করতাম না, প্রেমিকার নিষ্ঠুরতা জেনেও প্রেমিক যখন তার রূপের প্রশংসা করে, প্রেমিকার তাতে কিছু যায়-আসে না। যাই হোক তার নিষ্ঠুরতা নিয়ে কাল একটা সনেট লিখেছি, তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি।

সনেট
রাতের নৈঃশব্দে যখন
সুখ শয্যায় পৃথিবী ঘুমোয়
খোদা আর ক্লোরির
অপবাদে আমার চোখে ঘুম নেই।
ভোর হয়, সূর্য ওঠে, আনন্দের আলোয়
ভুবন ভরে যায়
অবসাদে পাথর আমার মন
আমি কেবল হাহাকার করি
অতীতের বেদনা আমায় ঘুরে ফিরে।
তারপর রাত হয়, তারা ফোটে
দুঃখ বাড়ে, বিষণ্নতায় জেগে থাকি
রাতের পর রাত একই বিষাদে ফেরা
দেখি মিথ্যা সব, সব ছলনা
খোদা বোবা, ক্লোরি বধির।

কামিলার ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে আনসেলমোর, কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সে বলে যে মেয়েটির হৃদয় বলে কিছু নেই, না হলে এমন পংক্তি বেরিয়ে আসত না। এ কথা শুনে কামিলা বলে–তাহলে প্রেমিক কবিরা যা লেখে সব সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

লোতারিও বলে–কবির কথায় কল্পনার আতিশয্য থাকতে পারে কিন্তু প্রেমিকের কথা বিশ্বাস করতেই হয়। লোতারিওর ওপর যে কাজের ভার দিয়েছিল আনসেলমো তা এমন নিপুণভাবে করতে পেরেছে বলে তার কথায় সমর্থন জানায় সে। কামিলা লোতারিওর প্রতি এমন আসক্ত যে তার সব কথা এবং কাজে খুশি হয় যদিও তা প্রকাশ করে না, ক্লোরির উদ্দেশ্যে যে কবিতা তাও তাকে লক্ষ করেই লেখা বুঝতে অসুবিধে হয় না তার; সে লোতারিও আরো কিছু লেখা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করে। লোতারিও

বলে–লিখেছি তবে প্রথমটার মতো ভালো হবে না, হয়তো খুবই খারাপ, তোমরাই আসল বিচারক, আমি পড়ছি, শোনো–

সনেট
আমি জানি আমার মৃত্যু
তোমার অবিশ্বাসে তবু চেয়ে
দেখি কোন দিকে যাও?
এ কী ছলনা নারী! মরে
যাই তবু ভান নয় হে সুন্দরী।
বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাব
জীবনের প্রবাহ মরুভূমি আজ
তবু বুকটা আমার চিরে দেখো
রক্তে আঁকা তোমার সুন্দর মুখ।
এই ভয়ের মধ্যে বেদনার মধ্যে
থাক সঞ্চিত তোমার ছলনা
নিষ্ঠুর প্রতারণা, সব থাক।
হায়! দেখ যাত্রীর মাথায় আকাশ অন্ধকার
কোথায় ধ্রুবতারা, অচেনা উত্তাল সাগর।

আনসেলমো প্রথমটার মতো এই সনেট শুনেও প্রশংসার বান ডাকায় আর এইভাবে তার প্রতারক বন্ধুর বিশ্বাসহন্তার শেকলে ক্রমশ জড়িয়ে যেতে থাকে, লোতারিও যখন ওর অসম্মান ডেকে আনছে ও ভাবছে বেশি সম্মান পাচ্ছে, কামিলাকে যত নিচে নামানো হচ্ছে ততই তার সততা আর সতীত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহ হচ্ছে।

একসময় ঘরে একা কামিলা। মনে হলো তার সহচরী লেওনেলার সঙ্গে কথা বলে। তাকে ডেকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে বলল–দ্যাখ লেওনেলা, আমি যেন নিজেকে বড্ড সস্তা করে ফেলেছি, লোতারিওর এমন জোর যে আমি রুখতে পারিনি, এত সহজে ওর প্রেমের ফাঁদে পা না দিলেই ভালো হতো, তাই না?

লেওনেলা বলে–সেন্যোরা, দুঃখ করো না। তুমি এক সুন্দর জিনিস নিয়ে অকারণ ভাবছ, যা দিয়েছ প্রাণভরে তার জন্যে তোমার দাম একটুও কমবে না। কথায় বলে মনই মনকে টানে, এ যে ভালোবাসার টান।

কামিলা বলে–আবার এটাও তো মানুষ বলে যে সস্তার তিন অবস্থা।

লেওনেলা বলে–ভালোবাসাতে একথা খাটে না। ভালোবাসা নিয়ে লোকে বলে, কখনো হাঁটি হাঁটি পা পা, আবার কখনো হাওয়ার মতো ছোটা, কারো বেলা হাসি-খুশি, কারো সঙ্গে গম্ভীর চালে ধীরে ধীরে চলা, কখনো বড় শীতল, আবার কখনো আগুন, কাউকে জখম করে, কাউকে বা জানে মেরে দেয়, কোনো মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, কোনো সময় নিভে ছাই একেবারে, সকালে হয়তো তা সুরক্ষিত কেল্লা, রাতে ভেঙে পড়ল সুরক্ষা, কেল্লার সব দরজা হাট হয়ে খুলে গেল, বন্ধ করার কেউ নেই। এমনই যদি তার স্বভাব হয় তাহলে তোমার দুর্বলতা নিয়ে ভাবছ কেন? লোতারিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেও তো প্রেমে ছটফট করছিল, মনিব নেই দেখে সে সুযোগটা পুরো কাজে লাগিয়েছে, তাকে তোমার ভয় কীসের? সাত পাঁচ ভেবে প্রেম হয়? মনিব এসে পড়লে এমন মধুর সম্পর্ক মাটি হয়ে যেত না? তখন কপাল চাপড়াতে লোতারিও, তাই সে দেরি করেনি, সময়ের কাজ সময়ে করেছে। আমি বই পড়া কথা বলছি না, পরে কথা শুনেও বলছি না, এ আমার জীবনের কথা, সময় পেলে একদিন তোমাকে সব বলব, আমিও তোমার মতো রক্ত-মাংসের মানুষ, আর যৌবন, যৌবন জ্বালা বড্ড জ্বালা যে! তুমি সহজে ধরা দাওনি, ও প্রথমে তোমাকে দেখে বড় বড় শ্বাস ছেড়েছে, কত সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোমার মন ভিজিয়েছে কত উপহার আর তারপর কেঁদে কেটে একসা, এমন করলে তো ভালোবাসা পাবেই আর সে কি যেনতেন এক চ্যাংড়া, যেমন তার রূপ তেমন পয়সা আর গুণের কথা তো আছেই। তুমি যেমন সেও তেমন। এর জন্যে মনে তোমার আনন্দ আসবে, খোদার কৃপায় এমন লোকের নজর কেড়েছ, তুমি তাকে সম্মান করো, সেও তোমাকে ততোধিক সম্মান দেয়। বাজে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না, প্রেমের বন্ধনে তোমাকে সে বেঁধেছে, এ সহজে তো কাটবে না। আনন্দ করো, মজা করে দিনগুলো ভোগ করো। তুমি শুধু চারটে 'স' পেয়েছ (সরল, সৎ, সাহসী এবং সভ্য) তাই নয় প্রেমের সব পাঠই পেয়েছ। শোনো, আমার মতে সে মানুষ হিসেবে ভালো, কৃতজ্ঞ, ভদ্রলোক, বিশ্বাসী, রূপবান, সম্মানীয়, বুদ্ধিমান, দয়ালু, প্রেমিক, শক্ত, বিখ্যাত, মহান, ধনী, সৌখিন আর ওই চারটে 'স' যা আগে বললাম, দুয়েকটা অক্ষর বাদ দিলে সবই ওর মধ্যে পাবে। তোমার অসম্মান হয় এমন কাজ সে করবে না।

সহচরীর মুখে বর্ণমালার কথা শুনে হাসে কামিলা, সে বুঝতে পারে যে লেওনেলার বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশি। সে এই শহরের এক ছেলের সঙ্গে কীভাবে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল তার গল্প শোনার; কামিলা সম্মান নষ্ট হয়েছে ভেবে ভয় পায়। ওকে জিজ্ঞেস করে তাদের প্রেম কি শুধু কথার মধ্যেই আটকে ছিল, না, তার বাইরে আরো কিছু দূর গড়িয়েছিল। গৃহকর্ত্রী যখন তার দাসীকে এমন কথা জিজ্ঞেস করে তখন তার মুখে কিছুই আটকায় না। সুতরাং কোনো রাখঢাক না করে লেওনোলা সবিস্তারে বলে কতদূর গড়িয়েছিল তাদের সম্পর্ক। তার চোখে গৃহকর্ত্রী পরকীয়া প্রেমের স্বীকার। সুতরাং তার কাছে দাসীর গোপন করার কিছু নেই। দাসী যেন এক মুক্তির স্বাদ পায়।

লেওনোলাকে অনুরোধ করা ছাড়া কামিলার কোনো উপায় নেই। সব কিছু গোপন রাখার জন্যে দাসীকে অনুরোধ করে কামিলা, যেন কেউ এই ঘটনার কথা জানতে না পারে–না তার প্রেমিক, না আনসেলমো, না লোতারিও। লেওনেলো বলল যে সে কাউকে বলবে না কিন্তু এমনভাবে বলল যাতে খুশি হতে পারল না কামিলা। তার ভয় নিজের দোষে সে সম্ভ্রম হারাতে বসেছে, দাসীর কাছেও সে আর আগের মতো মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে না। দাসী এখন তার প্রেমিককে ডেকে নিয়ে আসে, তার লাজলজ্জা নেই, গৃহকর্ত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথেচ্ছাচার করে ওই বাড়িতেই। দাসী জানে তাকে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, মনিবের কানেও কথাটা তুলতে পারবে না তার গৃহকর্ত্রী। লেওনেলার স্বাধীনতা কত বেড়ে গেল আর গৃহকর্ত্রী কামিলা যেন হয়ে পড়ল ক্রীতদাসী। কামিলার মুখ খোলার উপায় নেই, সামান্য কিছু বললেই

লজ্জাহীনা লেওনোলা সব ফাঁস করে দেবে। সে তার প্রেমিককে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে ওই বাড়িতেই, মনিব কিছুই টের পায় না।

কিন্তু একদিন সে যুবকটি ধরা পড়ে যায়। খুব ভোরে লোতারিও দেখতে পায় এক যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রথমে সে ভাবে বোধহয় ভূত দেখছে, কারণ তখনো অন্ধকার পুরো কাটেনি, তারপর কাছে গিয়ে দেখে এক অচেনা যুবক। কামিলা বারণ না করলে লোতারিও ওকে নিয়ে হইচই বাধিয়ে দিত। এবার সন্দেহটা গিয়ে পড়ে কামিলার ওপর। এমন সময়ে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই কামিলার আরেক প্রণয়ী। লোতারিও ভাবল না যে সে লেওনেলার প্রেমিক হতে পারে। এমনই অদৃষ্ট কামিলার! যার দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল দেখে কামিলা নিজেকে সমর্পণ করেছে সেই লোতারিও তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। মেয়েদের এমন বিড়ম্বনা এড়াবার জো নেই। পুরুষটি ভাবল একবার যখন সে তার সততা খুইয়েছে তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। লোতারিও ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে, কামিলার চরিত্র নিয়ে তার সন্দেহ হয়, এসব কথা আনসেলমোকে জানাবে। এমনই হয়, কথায় বলে–যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

আনসেলমো তখনো বিছানায়, লোতারিও তাকে বলল–শোন আনসেলমো, বেশ কিছুদিন আমি মানসিক দ্বন্দ্বে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, এতদিন বলিনি কারণ ভেবেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণ না পেলে কিছু বলব না। কিন্তু বন্ধুত্বের ওপরে আঘাত আসছে, এখন না-বলে আর থাকতে পারছি না। তুমি আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছিল তা পালন করতে গিয়ে দেখছি তুমি যা চেয়েছিল কামিলা তেমন সন্দেহের উর্ধ্বে যেতে পারবে না। এক্ষুনি তুমি তাকে কিছু বোলো না, আরো কিছু সময় লাগবে, তুমি দুতিন দিন বাইরে যাবে বলে এখানেই থেকে যাও আর একদিন তোমার শোয়ার ঘরের লাগোয়া যে ছোট্ট ঘরখানা আছে সেখানে আমার সঙ্গে ওকে দেখো, আমি কখন ওর সঙ্গে ওই ঘরে থাকব আগেই তোমাকে জানিয়ে দেব। যদি দেখ তোমার স্ত্রী কোনোরকম অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে বড়ই ব্যাকুল তাহলে তার প্রাপ্য শাস্তি দিও। কিন্তু আরো দেখতে হবে, সে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। সুতরাং হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না।

লোতারিওর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক আনসেলমো, সে ভেবেছিল তার সুন্দরী স্ত্রী লোতারিওর অভিনয়ে ভ্রষ্টাচারী হবে না, তার মন ও শরীরের পবিত্রতা নষ্ট হতে দেবে না, কিন্তু যা ভেবেছিল তার উল্টো হয়েছে, পরীক্ষা করাতে কোনো ভুল হয়নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আনসেলমো বলে–লোতারিও তুমি আমার প্রত্যাশামত কাজ করেছ, এখন যা মনে হয় করো, তবে সব কিছু গোপন রাখতে হবে।

আনসেলমোকে যথোচিত কথা দিয়ে বেরিয়ে আসে লোতারিও। কামিলার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সে হঠকারিতা করে ফেলেছে বুঝতে পেরে তার আফসোস হয়। হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় সে বুঝতে পারেনি কী করা উচিত। যা করে ফেলেছে তার প্রতিকার কী ভেবে পায় না সে। অবশেষে সে কামিলাকে সব বলবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিনই কামিলাকে সব বলতে এলো সে। তাকে আসতে দেখে কামিলা ভাবল তারও কিছু বলার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল–লোতারিও, তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার বোঝা উচিত সেদিনের ঘটনা আমাকে কতটা পীড়িত করেছে। নির্লজ্জ লেওনেলা তার প্রেমিককে রাতভর এই বাড়িতে লুকিয়ে রাখে আর ভোর না হতেই বের করে দেয়। সেদিন সে তোমার চোখে পড়ে যায়। আমি তার এই অন্যায় বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছি কেন তা তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারো।

প্রথমে কামিলার কথা বিশ্বাস করেনি লোতারিও, ভেবেছিল ওর আরেক প্রেমিকের নীরব আসা যাওয়ার ঘটনা দাসীর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে কামিলা যখন বলল যে এমন বিশ্রী কাণ্ডটা বন্ধ করা দরকার সে বিশ্বাস করল এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকল তার মন। সে কামিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল তাদের মান, মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তার দিকে সে নজর রাখবে। তারপর স্বীকার করল যে রাগের মাথায় সে আনসেলমোকে তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছে এবং একদিন তাদের দুজনকে শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় আনসেলমো দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে। এ থেকে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় তার পরামর্শ চাইল লোতারিও। এমন কাজ করে ফেলার জন্যে কামিলার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল সে।

লোতারিওর কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলো কামিলা, তার এমন নীচতা আর বানানো কথার জন্যে তাকে বেশ গালমন্দ করল, যুক্তি দিয়ে বোঝালো কত অন্যায় সে করেছে কিন্তু তার পরিবারের এবং নিজের মর্যাদা রক্ষার উপায় ভেবে নিল। বিপদের মুখে পুরুষের চেয়ে নারীর বুদ্ধি বেশি খেলে, ভালো এবং খারাপ কাজে নারীর শক্তি এবং উপস্থিত বুদ্ধি অনেক বেশি কার্যকরী হয়। সে লোতারিওকে বলল পরের দিন যেন আনসেলমোকে ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটায় লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে, কামিলা বলল পরে সে আর লোতারিওর অবাধ আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা সে করবে। পুরো ছকটা কী সে ভাঙলো না, কিন্তু শুধু এইটুকু বলে দিল যে আনসেলমো যখন লুকিয়ে থাকবে তখন সে যেন বাড়ির কাছাকাছি থাকে আর লেওনোলার ডাক শুনে যেন চলে আসে ভেতরে, আর কামিলা যা বলবে তার সদুত্তর এমনভাবে দেবে যেন সে জানে না যে আনসেলমো সব শুনে পাচ্ছে। লোতারিও পুরো পরিকল্পনাটা জানতে চাইল যাতে সে তার ভূমিকা যথাযথ পালন করতে পারে।

কামিলা বলল–এখন শুধু এইটুকু বলছি। আমি যা বলব তার উত্তর তুমি ঠিক ঠিক দিও, তোমার কোনো ভয় নেই। কামিলা আর কিছু বলতে চায় নি। কারণ তার ভয় পাছে লোতারিও উত্তর না দেয় তাহলে তার পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাবে।

লোতারিও বাড়ি চলে গেল; আনসেলমো গ্রামে বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে পরের দিন যথাস্থানে লুকিয়ে রইল। যে আনসেলমো অপরূপা কামিলাকে পেয়ে নিজেকে পরম ভাগ্যবান ভেবেছিল আজ চোখের সামনে ঘটবে তার সবচেয়ে বড় অপমান, কেমন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে সে লুকোল নিজের বাড়িতে তা সহজেই বোঝা যায়। সে লুকোবার পর প্রবেশ করল কামিলা এবং লেওনেলা।

কামিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেওনেলাকে বলে–ওরে লেওনোলা, বন্ধু আমার, আমি যা ছক কষেছি তোকে বলিনি, সেটা জানবার আগেই তুই আনসেলমোর ছোরা এনে এই বিষাক্ত বুকে বসিয়ে দে, আমাকে আর বাধা দিস না, অন্য লোকের অপরাধের শাস্তি

আমাকে পেতে হবে, এ তো মানুষের বিচার। না, তার আগে আমাকে জানতে হবে লোতারিওর কাছে আমার কোন অপরাধে সে আমার নামে কলঙ্ক লেপে স্বামীর অভিযোগ করল? জানলায় গিয়ে দ্যাখ সেই বদমায়েশটা নিশ্চয়ই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সব সময় কোনো অনিষ্ট করার জন্যে সে সুযোগ খুঁজছে; কিন্তু আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই, আগে আমার বক্ষে বিদ্ধ করব ছোরা, তাতে আমার সম্মান থাকবে নচেৎ আমার সব শেষ হয়ে যাবে। চালাক লেওনেলা বলে–হায়! হায় সেন্যোরা, তুমি ছোরা নিয়ে কী করবে? নিজেকে খুন করবে না লোতারিওকে? হায়, তোমার সুনাম আর মর্যাদা দুটোই যে খোয়াবে। ওই বদ লোকটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না, আমরা দুজন অসহায় দুর্বল নারী, তার জোর অনেক বেশি; কামভাবে জেগে উঠলে সে আরো শক্তি পায়, তুমি মারা যাবার আগে ও সবার সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। আমাদের মনিব আনসেলমোর দোষে ওর মতো এক শঠ, দুবিনীত চরিত্রের লোক বাড়ির আবহাওয়া কলুষিত করছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি ওকে আগে খুন করতে চাও; ওর মৃতদেহ যে আমাদের কাছে বোঝা হয়ে যাবে, আমরা কী করব একবার ভাবো।

কামিলা বলে–আমরা ওর শব এইঘরে রেখে দেব, আনসেলমো ওকে সমাধিস্থ করবে। নিজের হাতে নিজের দুর্নাম আর অপমানকে সমাধিস্থ করতে ওর কষ্ট হলেও আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। এক্ষুনি ওকে ডাক; আমার প্রতিহিংসা বিলম্বিত হচ্ছে স্বামীর প্রতি আমার দায়বদ্ধতা, আমার আনুগত্য যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

আনসেলমো সবই শুনছে, একেকটা কথা শোনে আর মনে অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হয়, তার অনুভূতি বদলে বদলে যায়, বাইরে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেকে সামলে রাখে, আরো দেখতে চায় কী পরিণতি হয়, তার স্ত্রীর এমন অনমনীয় মনোভাবের ফলে কী ঘটে, হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঠেকাবার জন্যে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

এমন সময় উত্তেজনাবশত কামিলা জ্ঞান হারায়, বিছানায় শুয়ে পড়ে, তার এই অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে লেওনেলা বলে–

–হায়, হায়, এমন ফুলের মতো সুন্দর নিষ্পাপ আমার সেন্যোরার কী হলো রে! এমন সতী নারী খুঁজে পাওয়া যাবে না, সবার কাছে আদর্শ এমন ঘরের বউ...হায়, যদি আমার হাতে মাথা রেখে মারা যায়, আমি কী করব–

আরো কত কথা বলতে বলতে সেই সহচরীর কান্নার অভিনয়ে মনে হবে তার মতো কুমারী দ্বিতীয়টি নেই আর তার সেন্যোরা যেন অত্যাচারিতা, দুঃখী নতুন এক পেনেলোপে (ইউলিসিসের স্ত্রী, স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনেক প্রেমপ্রার্থী যুবককে প্রতিরোধ করেছিল)। অল্পক্ষণ পরেই কামিলার সংজ্ঞা ফিরে এলো,–আত্মস্থ হয়েই সে বলে–লেওনেলা কেন ডাকছিস না সেই বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটাকে, পৃথিবীতে এমন বন্ধু নাকি দেখা যায় না। যা, ছুটে গিয়ে ডেকে আন, নইলে আমার প্রতিশোধ কতার কথা হয়ে থাকবে, দেরি করলে আমার মাথার আগুন নিভে যাবে, যা, লেওনেলা তাড়াতাড়ি যা।

লেওনেলা বলে–সেন্যোরা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, কিন্তু ছোরাটা আমাকে দাও, তোমার হাতে থাকলে তুমি কী করে বসবে কে জানে, এত মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, তারা চায় না তোমার খারাপ কিছু ঘটুক। দাও, ওটা আমাকে দাও। কামিলা বলল–যা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেওনেলা তুই নিশ্চিন্তে যা, তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত কিচ্ছু করব না। যদি মরতে হয় তাকে মেরে মরব যার মিথ্যা অপবাদে এত হেনস্থা আর লজ্জার শিকার হয়েছি তাকে শেষ করে তবে মরব। লুক্রেসিয়ার মতো নির্দোষ নারী যেমনভাবে মরেছিল তেমনভাবে মরতে চাই না আমি। (ধর্ষিত হবার পর আত্মহত্যা করেছিল লুক্রেসিয়া।) প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই আমার!

লেওনেলা তাকে একা রেখে যেতে চাইছিল না, কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে কামিলার স্বগতোক্তি শুরু হয়েছে–হে খোদা! প্রতিশোধ নিতে দেরি করলে লোতারিও যে জঘন্য কাজ করেছে তার শাস্তি দেওয়া হবে না। আমি যেন দুশ্চরিত্রা আর সে অতি বড় চরিত্রবান এমন সত্যই প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু ওর মুখোশ খুলে দিতে হবে, বন্ধুত্বের বিশ্বাসকে অপব্যবহার করেছে, কলুষিত করেছে আমার পরিবারের সুনাম। আমার স্বামীর প্রতি এবং আমার প্রতি সে যে অন্যায় করেছে, তার শাস্তি মৃত্যু। জগতের লোক জানুক কামিলা শুধু নিজের সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছে তাই নয়, সে স্বামী এবং পরিবারের জন্যে এমন এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লোতারিওর লালসার কথা আমার স্বামীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, কিন্তু বন্ধুর চরিত্র সম্পর্কে এত শ্রদ্ধা যে বিশ্বাস করেনি, বন্ধুর সম্মান এবং সুখ্যাতি বিনষ্ট হয় এমন কাজ নাকি সে করবে না। কিন্তু আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করি কীভাবে, প্রথমে তার লোলুপ দৃষ্টি, পরে দীর্ঘশ্বাস, চোখের পানি আর নানা উপহার, আমাকে জয় করার কি প্রাণান্তকর চেষ্টা। এতসব কী আমারই ভুল? সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে তার কামাসক্ত থাবা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, তাই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিহিংসাই এর উপযুক্ত শাস্তি। সে আসুক, আমাকে আবার শিকার করতে হাত বাড়াক, মরুক, একেবারে শেষ হয়ে যাক সেই প্রতারক বন্ধু। আমার যা হয় হোক। আমার প্রিয় আনসেলমো তার নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ বুকে আমাকে তুলে নিয়েছিল, এবার তার হাত থেকে চলে যাব নিখাদ মৃত্যুর গহ্বরে, সমাধির শান্ত মাটিতে শান্তি পাব চিরতরে। হোক ভয়ঙ্কর তবু আমাকে নির্মম হতে হবে, যেমন পবিত্র রক্ত নিয়ে এসেছিলাম, সেই রক্তেই গোছল করব আর সেই সঙ্গে অপবিত্র রক্তে স্নান করবে বন্ধুরূপী এক ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক।

স্বগতোক্তির মধ্যে খোলা ছোরা হাতে সে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখে ভয়ানক ক্রোধ আর আবেগ; দেখে মনে হচ্ছে রক্তের নেশায় এক উন্মাদিনী, একবারও মনে হচ্ছে না এই সেই সুন্দরী মিতবাক সুভদ্রা কামিলা।

নেপথ্যের নায়ক আনসেলমো লুকিয়ে লুকিয়ে যা শুনল তাতে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ রইল না, মনে হলো তার যে, মিছিমিছি সে কামিলার শুদ্ধচারিতা নিয়ে ভেবেছিল, এই মুহূর্তে সে চায় লোতারিও যেন না আসে, এলো আবার কোনো বিপদ ঘটতে পারে, কিন্তু লেওনালার সঙ্গে দৃশ্যে প্রবেশ করল লোতারিও। তাকে দেখেই সে ঘরের মেঝেতে ছোরা দিয়ে একটা গণ্ডিরেখা টেনে দিল, তার সামনে ওই রেখা টেনে বলল–

–লোতারিও, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন, মেঝেতে যে রেখা দেখছ ওটা পার হয়ে এগিয়ে এলে এই ছোরা আমার বক্ষ বিদ্ধ করবে। আমার কথাগুলো আগে শোন,

তারপর উত্তর দিও। আমার প্রথম প্রশ্ন, তুমি আমার স্বামীকে চেনো, তার সম্পর্কে তোমার মত কী? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি জানতে চাই তুমি আমাকে চেনো, না, চেনো না? এবার উত্তর দাও, সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আশা করি খুব বেশি সময় লাগবে না।

আনসেলমোকে লুকিয়ে রেখে তার স্ত্রী কামিলা যে প্রশ্নগুলো করল তার অর্থ না বোঝার মতো বোকা নয় লোতারিও। খুব বুদ্ধি করেই উত্তর দিতে হবে সে জানে। সে বলল–

–সুন্দরী কামিলা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এমন প্রশ্ন করবে আমি ভাবতে পারিনি। আমার সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করার ইচ্ছে থাকলে আগেই করতে পারতে, কারণ যত কাছে আসবে সুখের সময় ততই বাড়বে প্রত্যাশা, সেই সময় আঘাত পেলে বেশি কষ্ট হয়। হতাশ করার ইচ্ছে থাকলে আগেই জানাতে পারতে। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, হ্যাঁ, তোমার স্বামীকে আমি চিনি, শৈশব থেকেই আনসেলমোর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে নারীর প্রেম কী রকম প্রভাব ফেলল তা আর বলছি না। শুদ্ধাচারী কামিলা, তুমি আমাদের বিশুদ্ধ সম্পর্কের অনেক কথাই জানো, তবে প্রেম এমন এক শক্তি যা সব সম্পর্কে চিড় ধরাতে পারে, আমি যে ভুল কাজ করেছি তার মূলে আছে সেই প্রেমের অমোঘ শক্তি। তোমাকে আনসেলমো যেমন ভালোবাসে আমিও ততটাই ভালোবাসি, তোমার রূপ আমাকে আকর্ষণ করেছে আর আমাদের বন্ধুত্বের ভিত কেঁপে উঠেছে। তোমার সঙ্গে আলাপ না হলে আমার এই অপরাধ ঘটত না।

কামিলা বলে–সব কিছু জেনেও তুমি আমার প্রতি হাত বাড়াও কেন? আমি যে তার প্রেমের দর্পণ, আমার মধ্যেই সে প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ দেখতে চায়। তোমার প্রত্যাশামত আমি ফাঁদে পা দিইনি কিন্তু নারীর অজান্তে এমন কিছু ঘটে যায় যা দেখে পুরুষ তাকে বলে নির্লজ্জ। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞায় এমন কিছু করিনি যাতে মনে হবে আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্ত হয়েছি। তোমার পাশবিক ইচ্ছেকে আমি প্রত্যাখ্যান করিনি? তোমার উপহার আর প্রতিজ্ঞায় আমি কি ভুলেছি? কিন্তু আশা ছাড়া তো প্রেম এগোয় না, আমার অসাবধানতায় সেই ভুল হয়েছে, তাই আমি নিজেকে শাস্তি দেব, তোমার অপরাধের শাস্তি আমি নিজেকে দেব। আমার সৎ ও ন্যায়পরায়ণ স্বামীর চরিত্রে তুমি যে কালিমা লেপন করতে চেয়েছ যার জন্যে হয়তো আমার কিছু দায়িত্ব ছিল, তাই তার সম্মান রক্ষার জন্যে আমি তোমার সামনেই একটা প্রমাণ রেখে যেতে চাই। আমাকে শাস্তি দেবার ভার অন্য কারো ওপর দিলে আমার দোষ কাটবে না। আমার দোষেই তোমার ভেতরকার আদিম প্রবৃত্তি সুযোগ পেয়েছিল তার নগ্ন প্রকাশ ঘটাতে। তবে আমাকে চরম শাস্তি দেবার যার জন্যে আজ এত অশান্তি তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এইসব কথা বলতে বলতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষের মতো সে ছোরা চালিয়ে দেয় লোতারিওর শরীরে যা দেখে মনে হয় না একটা ভাণ, লোতারিও তার হাত ধরে ফেলায় ছোরাটায় ওর লাগেনি। লোতারিওর হাত থেকে সে ছোরাটা নিয়ে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের এমন জায়গায় বিদ্ধ করল যাতে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ছোরাটা তার কাঁধে লাগল এবং সে অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল।

লেওনেলা আর লোতারিও এমন কাণ্ড দেখে হতবাক, কামিলার রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। লোতারিও তার হাত থেকে ছোরাটা নিয়ে সরিয়ে রাখল, ভালোভাবে দেখল কতটা আঘাত লেগেছে কামিলার, ক্ষত তেমন গভীর কিছু নয় দেখে লোতারিও তার বুদ্ধি এবং অভিনয়ের তারিফ করল মনে মনে, তারপর তার আঘাতের জন্যে খুব দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল যেন সত্যিই কামিলার মৃত্যু আসন্ন। পুরোটাই ভান ছাড়া কিছু নয়। আনসেলমো যাতে শুনতে পায় এমনভাবে সে নিজেকে এবং যে তাকে এমন বিদঘুটে কাজে লাগিয়েছে তাকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

লেওনেলা কামিলাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল আর লোতারিওকে অনুরোধ করল যাতে ডাক্তার নিয়ে এসে তার চিকিৎসা করায়। তারপর আনসেলমোকে কী বলবে তাও জিজ্ঞেস করল। লোতারিও বলল যে যা খুশি বলে দিয়েই হবে। তার আর কিচ্ছু করার নেই, সে শহর ছেড়ে এমন জায়গায় চলে যাবে তাকে কেউ খুঁজে পাবে না। তার সঙ্গে আনসেলেমো আর ঝগড়া করার কোনো সুযোগ পাবে না। যাবার আগে সে লেওনালাকে বলে গেল কামিলার রক্তটা যেন বন্ধ করার চেষ্টা করে। সে দুঃখ আর অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তবে কামিলার ভান আর লেওনেলার অতি নাটকীয় অভিনয়ে খুবই মুগ্ধ হলো। এইসব নাটকের সংলাপ শুনে আনসেলমোর মনে হলো তার স্ত্রী দ্বিতীয় পোরসিয়া, (ব্রুটাসের স্ত্রী) স্বামীর মৃত্যুর পর সে আত্মহত্যা করেছিল। দুই বন্ধুর মধ্যে মিথ্যা এবং সত্যের যে নাটক অভিনীত হয়ে গেল তা কদাচিৎ দেখা যায়।

লোতারিও যেমন নির্দেশ দিয়েছিল তেমনভাবে লেওনেলা কামিলার ক্ষতস্থানে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে দেখে সামান্য মদ দিয়ে ধুয়ে বেঁধে দিল। ক্ষত খুব গভীর নয়, রক্তও বেশি পড়েনি, এই দৃশ্যের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল তার বেশি কিছু নয়। লেওনেলার ভূমিকা এত সুন্দর হয়েছে যে আনসেলমোর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো, সে ভাবল তার স্ত্রী সততার প্রতিমূর্তি ছাড়া কিছু নয়। লেওনেলাকে কামিলা বলল যে তার যথেষ্ট সাহস আর শক্তির অভাবেই ওই বজ্জাত মানুষটা বেঁচে গেল। সে নিজের দুর্বলতাকে দায়ী করে বারবার আফসোস করতে লাগল। তারপর সহচরীকে জিজ্ঞেস করল এইসব ঘটনার কথা আনসেলমোকে সে জানাবে কিনা। লেওনেলা বলল এত কাণ্ড ঘটেছে শুনলে আনসেলমো লোতারিওকে ক্ষমা করবে না। তার মতে এমন অভিজাত বাড়ির কোনো ঘটনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কলহ কিংবা মারামারি ভালো দেখায় না। তাছাড়া কামিলার নাম জড়িয়ে যাবে এই ঘটনার এবং তার দুর্নাম হবে।

লেওনেলা যুক্তি সঠিক বলে মেনে নিল কামিলা কিন্তু মুশকিল হলো ক্ষতস্থান নিয়ে কারণ আনসেলমোর চোখে পড়লেই সে জানতে চাইবে কী ঘটেছিল। এতে লেওনেলা বলল যে এ ব্যাপারটা চেপে যাওয়া খুব কঠিন।

কামিলা বলল—জীবন নিয়ে যখন টানাটানি তখন আমার পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কঠিন। যা ঘটেছে তা বলে দেওয়াই ভালো হবে, রাখঢাক করার দরকার নেই।

লেওনেলা বলল—কাল সকাল পর্যন্ত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, তুমি অত ভেবো না। ক্ষতস্থান ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, নইলে কোনো একটা বুদ্ধি মাথায়

এসে যাবে। ওটা খোদা আর আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি বিশ্রাম নাও। খোদা সব সময় নির্দোষ মানুষের সহায়।

আনসেলমোর হৃত সম্মান আর মর্যাদার যে ট্র্যাজেডি সে নিজের কানে শুনল তা যে একটা বানানো নাটক তা একবারও মনে হয়নি, ভানে ভলা কুশীলবরা এমন কমন দিয়ে নিজের অভিনয় করেছে যে এটা সত্যি ঘটনার মতো হয়ে উঠেছে। রাত শেষ হলেই আনসেলমো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে। কারণ স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে তার সব সন্দেহের অবসান ঘটেছে। কামিলা এবং লেওনেলার ব্যবস্থাপনায় তার বেরোতে কোনো অসুবিধে হয়নি। লোতারিওর বাড়ি গিয়ে এত উষ্ণ অভিনন্দন আর আলিঙ্গনে বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যে ভাবা যায় না। কামিলার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ, সে এখন এক সুখী স্বামী। লোতারিওর মনে পাপ ছিল, বন্ধুর বিশ্বাসের অমর্যাদা ঘটিয়েছে সে, তাই তার দিক থেকে তেমন আনন্দের প্রকাশ ঘটল না। আনসেলমো ভাবল যে কামিলার আঘাতের কথা ভেবেই বোধহয় তার বন্ধু একটু গম্ভীর; সে লোতারিওকে বলল তার স্ত্রীর আঘাত গুরুতর নয় এবং ও নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বন্ধুর বিষণ্ন মুখ সে দেখতে রাজি নয়, তার আন্তরিক চেষ্টাতেই স্ত্রীর সততা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হতে পেরেছে, এখন থেকে তার জীবন হবে সুখের আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কামিলার চারিত্রিক শুদ্ধতাকে দৃষ্টান্তমূলক করে রাখবার জন্যে সে কিছু কবিতা রচনা করবে। লোতারিও তার বন্ধুর এই পরিকল্পনায় খুশি হয়ে বলল সে নিজেও কামিলার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কিছু কবিতা রচনা করবে। কবিতায় এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে কামিলার, তার চরিত্রের দৃঢ়তা, মনের ঐশ্বর্য ভাবীকালের আরাধনার বিষয় হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর জীবিত মানুষদের মধ্যে এমন প্রবঞ্চনা কমই ঘটে; আনসেলমো এক মধুর প্রবঞ্চনার শিকার হলো। যাই হোক তার বিশ্বাস লোতারিওর জন্যেই তার জীবনে শান্তি ফিরে এসেছে। সে তাকে জোর করে বাড়ি নিয়ে এলো। তাকে দেখে কামিলার মুখে হাসি ফুটল না বটে তবে আনন্দে বুক ভরে উঠল। যে প্রতারক বন্ধুর জন্যে তার স্বামীর এত অপমান তার নায়কোচিত প্রবেশ ঘটল সেই বাড়িতে।

কিছুদিন এই প্রতারণার ঘটনা চাপা রইল, কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরতে সময় লাগল না, কয়েকমাসের মধ্যেই সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল, যে চালাকি করে খলতা গোপন রাখা হয়েছিল তা ফাঁস হয়ে গেল আর কৌতূহলী বেয়াদবির জন্যে আনসেলমোর জীবন দীপ নির্বাপিত হলো।

৩৫

উপন্যাসটা শেষ হতে আর দেরি নেই কিন্তু পড়াতে বাধা পড়ল। ডন কুইকজোটের ঘর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসে সানচো।

–বাঁচান, বাঁচান, কে কোথায় আছেন বেরিয়ে আসুন, আমার মনিবকে উদ্ধার করুন, কী তুমুল যুদ্ধ, বাপরে বাপ, রাজকুমারী মিকোমিকোনার শত্রু সেই শয়তান, কী ভয়ঙ্কর, এমন লড়াই বাপের জন্মে দেখিনি, মনিবের এক ঘায়ে শেষে ব্যাটার মাথা টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া বন্ধ রেখে পাদ্রি জিজ্ঞেস করেন–কী বলছ তুমি? দু' হাজার লিগ দূরে যে দৈত্য থাকে তাকে তোমার মনিব মেরে ফেলল? এ তো অসম্ভব কাণ্ড!

এমন সময় ওরা অনেকের হইচই শুনতে পেল, তাদের সবার সামনেই ডন কুইকজোট বলেন–জোচ্চর, বদমাশ, কার কাছে খাপ খুলতে এসেছিস?

ওরা দেখল যে এইরকম গালাগালি দিতে দিতে সে দেওয়ালে তলোয়ার দিয়ে জোরে জোরে কোপ মারছে।

সানচো বলে–আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন কী? ঘরের ভেতর গিয়ে আমার মনিবকে মদদ দিন। দৈত্য ব্যাটার মুণ্ড কাটা পড়েছে, তার জঘন্য জীবনের কথা শোনাচ্ছে তার দেবতাকে, এদিকে ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কাটা মুণ্ড একধারে পড়ে আছে যেন মদ রাখার চামড়ার খোল। বিশাল সাইজ তার। ভেতরে গিয়ে একবার দেখুন।

সরাইখানার মালিক চেঁচিয়ে ওঠে–ওরে, গেল, গেল, আমার সব গেল! ওই পাগলা ডন কুইকজোট না, ডন শয়তান আমাকে শেষ করে দিল। ওর শোবার ঘরে মাথার কাছে মদ রাখার চামড়ার খোলগুলো সাজানো আছে, দৈত্য দানো ভেবে মেরেছে কোপ আর অত দামি মদ সব মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে। মদ দেখে ভাবছে রক্ত! এমন পাগলা মানুষ মাইরি আমার এখানে একটাও আসেনি।

ওর সঙ্গে সবাই ঘরে ঢুকে অদ্ভুত একসাজে দেখল ডন কুইকজোটকে। গায়ের ছোট্ট একটা শার্ট পেটের কাছ পর্যন্ত এসেছে, খোলা সরু সরু পা লোমে ঢাকা, দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় একটা পুরনো রঙচঙে টুপি, বাঁহাতে কম্বল যেন ঢাল আর ডান হাতে তলোয়ার নিয়ে সৈনিকের মতো কী বলছে আর খোঁচাচ্ছে যেন সত্যিই এক দৈত্যকে মারছে। মজার ব্যাপার হলো তখনো নাইট ঘুমোচ্ছেন, চোখবোজা, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যে পৌঁছে গেছেন মিকোমিকোন রাজ্যে এবং সামনে দৈত্যকে পেয়ে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত অবস্থায় তাঁর আক্রমণে দামি লাল মদ অনেক নষ্ট হয়েছে। সরাইখানার মালিক ঘুসি বাগিয়ে তাকে মারতে যায়, কার্দেনিও আর পাদ্রি না আটকালে তাঁর মারটা হতো দৈত্যের প্রত্যাঘাতের মতো; তখনো তার ঘুম ভাঙেনি, নাপিত এক বালতি কুয়োর ঠাণ্ডা জল তাঁর গায়ে ছুঁড়ে দিতে চোখ খুলে যায়, ঘুম ভাঙলেও তার পুরো স্বাভাবিক অবস্থা তখনো ফেরেনি।

দরোতেরা বাইরে থেকে তার রক্ষক নাইটের স্বল্পবাস দেখে ঘরে ঢুকতে ভয় পেল, স্বপ্নের যুদ্ধটা তার দেখা হলো না। সানচো রাক্ষসের মাথা খুঁজে না পেয়ে চেঁচাচ্ছে–এই ঘরটায় ভূত আছে, আগেরবার আমাকে একজন খুব মেরেছিল কিন্তু যে মারছিল তাকে দেখতে পাইনি। এখন দেখছি রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মেঝেটা কিন্তু দৈত্যের মাথা উধাও। নির্ঘাত ভূতের কাণ্ড। নিজের চোখে দেখেছি আমার মনিব মাথা কেটে ফেলল, আর এরই মধ্যে হাওয়া!

সরাইখানার মালিক খেঁকিয়ে ওঠে–এ্যাই ফড়ে! কোথায় দেখলি রক্ত? কোথায় মুণ্ড? মিথ্যুক জোচ্চর কাঁহাকার! দেখতে পাচ্ছিস না আমার মদ রাখার চামড়ার খোলকে ফাটিয়ে দিয়েছে তোর পাগলা মনিব! এর শোধ যদি তুলতে না পারি তো শালা আমারই একদিন কি তোদেরই একদিন!

সানচো বলে—আমাকে খিস্তি করছেন কেন? আমি কী বলেছি? আমি মুণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি, ওটার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমার 'সামন্ত' কী 'গভর্নর' হওয়ার সুযোগ আর এলো না মনে হচ্ছে। বিশ বাঁও জলের তলায় আমার কপাল। মনিব ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখেছে, শাগরেদ দেখেছে জেগে। তাজ্জব ব্যাপার! মনিব যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওকে স্বপ্ন দেখিয়েছে তাতেই সে মজে আছে। সরাইখানার মালিক সানচোর কথাবার্তা শুনে ফুঁসছে, পাগলা মনিবের শাগরেদটাও খ্যাপামিতে কম যায় না। যাই হোক এবার সে ছাড়বে না, নাইটের জাঁক দেখে আর ভুলছে না। আগেরবার পয়সা না দিয়ে কেটে পড়েছিল, এবার যা ক্ষতি হয়েছে তার দাম সুদে আসলে তুলে নেবে। মদের দাম, চামড়ার খোলে তাপ্পি, আর খাবার খরচ না দিলে সে ওদের ছাড়বে না।

ডন কুইকজোটের বিশ্বাস তার অভিযান সফল হয়েছে আর পাদ্রিকে সামনে পেয়ে তাকেই ভেবেছে রাজকুমারী; হাঁটু মুড়ে বসে তার হাতে হাত রেখে বলে চলেছেন—হে সুন্দরী, যশস্বী রাজকুমারী, আমার অভিযান সফল, আপনি এখন নিরাপদে নিজের রাজ্যে বাস করতে পারবেন, যে জারজ দৈত্য আপনার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল তাকে খতম করে দিয়েছি। খোদার অসীম কৃপায় আমি যা চেয়েছিলাম তা করতে পেরে আজ ভালো লাগছে। আপনাকে যে কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছি, এখন আমি দায়িত্বমুক্ত।

এই কথা শুনে সানচো আনন্দে আত্মহারা, সে বলে—আমি আপনাদের বলিনি? আমি মাতালের মতো বকি না। আমার মনিব দৈত্যকে চাটনি বানিয়ে দিয়েছে। হুররে! এখন আমায় পায় কে? আমি এখন কাউন্ট, কত লোক আমার প্রজা। ওরে বাবা।

মনিব আর তার শাগরেদের পাগলামো দেখে কে না হাসবে? একমাত্র সরাইখানার মালিকের মুখ ব্যাজার, তাঁর ক্ষতিপূরণ না পেলে পথে বসবে। পাদ্রি, নাপিত এবং কার্দেনিও ধরাধরি করে ডন কুইকজোটকে বিছানায় শুইয়ে দিল, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন। ওরা সানচো পানসাকে নিয়ে সরাইখানার বাইরের দিকে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল, দৈত্যের মাথা না পেয়ে সেও খ্যাপামি শুরু করেছিল। কিন্তু সরাইখানার মালিককে ওরা কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারল না, এত বড় ক্ষতি সে ভুলবে কেমন করে? আর ঠিক এই সময় সরাইখানার মালকিনের ঝাঁঝালো গলা শোনা গেল।

—মুখপোড়া হারামজাদা, অলক্ষুনে নাইট! আগেরবার এক রাত দুজনে থেকে চর্বচোষ্য খেল, ওর ঘোড়া আর ওই পেটমোটার গাধার সব খাবার জোগালাম আমরা। একটা পয়সা দিল না! কেন? নাইটদের বইয়ে নাকি লেখা আছে তাদের পয়সা দেয়া বারণ, তারা নাকি সব বিপদ আপদে মানুষকে সাহায্য করে! ঠগবাজ ড্যাকরা, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি? তারপরে এক মিনসে আমার ষাঁড়ের লেজ নিয়ে গিয়ে তার কী অবস্থা করল, আমার কর্তা ওটা আর ব্যবহার করতে পারে না। ছিঁড়েখুঁড়ে তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আর এবেরে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি! এত মদ আর চামড়ার খোল! হায়, হায়! এত টাকার জিনিস একটা রাতে শেষ হয়ে গেল! এবার আর ছাড়ছি না! আমি তেমন বাপের বেটি না; এবার বুঝিয়ে দেব কেমন মায়ের দুধ খেয়েছি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর পাগলামো ছুটিয়ে দেব। নাইটগিরি না ফাইটগিরি–ও সব ফক্কিকারি এখানে চলবে না এই বলে দিচ্ছি! মুখপোড়ার দল সব!

সরাইখানার সৎ পরিচারিকা মারিতোর্নেস মালকিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে শাপ–শাপান্ত করতে লাগল। ওদের মেয়েটা কথা বলছে না, শুধু মাঝে মাঝে হাসছে। পাদ্রিবাবা ওদের বললেন যে যা ক্ষতি হয়েছে সব টাকা ওরা মিটিয়ে দেবেন, মদ, মদ রাখার পাত্র এবং ষাঁড়ের লেজ মিলিয়ে যা দাম হয় সব দিয়ে দেবেন। এইসব বলে মালকিনের মুখ বন্ধ করলেন পাদ্রি। সানচোর খ্যাপামি বন্ধ করার জন্যে দরোতেয়া বলল যে নিরাপদে রাজ্যের সিংহাসনে বসার পর সে তাকে যা বলেছে তা হবে, সে কাউন্ট পদ পাবে। সানচো বলল যে সে নিজে দেখেছে দৈত্যের মাথা কাটা গেছে, প্রমাণ হিসেবে সে তার দাড়ি ছিঁড়ে কোমরে গুঁজে রেখেছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে না আসলে এই বাড়িতে এমন এক জাদুর খেলা চলছে যাতে সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। সানচো বলল যে আগেরবারও এমন কাণ্ড সে দেখেছিল এই সরাইখানায়। দরোতেয়া বলল যে তারও মনে হয়েছে যে কোনো গোলমাল আছে তবে সব ঠিক হয়ে যাবে, সে যা চায় তাই পাবে।

সবাই শান্ত হওয়ার পর পাদ্রি বললেন যে উপন্যাসটার অল্পই বাকি আছে, এখন পড়া যেতে পারে। কার্দেনিও, দরোতেয়া এবং অন্যেরা তাকে পড়তে অনুরোধ করল। পাদ্রি উপন্যাস পড়া শুরু করলেন।

কামিলার চরিত্র সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আনসেলমো খুব সুখে এবং নিরাপদে দিন কাটাতে শুরু করল, সংসারে কোনো অশান্তি নেই, কামিলা লোতারিওকে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে, ভান হলেও সে আনসেলমোকে দেখাতে চায় ওই মানুষটি যত নষ্টের গোঁড়া, স্বামীকে বলে যে লোতারিও এ বাড়িতে আর না এলেই ভালো কিন্তু আনসেলমোর তাতে ঘোর আপত্তি, সে বন্ধুর সম্মানহানির মতো খারাপ কাজ করতে পারে না, আর এইভাবে সে তার সর্বনাশের পথ তৈরি করে।

এই সময় লেওনেলা তার প্রেমিককে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করে, গৃহকর্ত্রীর প্রচ্ছন্ন সমর্থন পায় বলেই তার এত সাহস, এক রাতে গৃহকর্তা তার ঘরে এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে দরজায় ধাক্কা দেয় কিন্তু ভেতর থেকে সে ঠেলে রাখে যাতে দরজা কেউ খুলতে না পারে, কিন্তু প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেওয়ার শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে যায়, আনসেলমো দেখে যে এক যুবক জানলা দিয়ে লাফ কেটে পালাচ্ছে, তাকে ধরবার জন্যে সে এগিয়ে যায় কিন্তু লেওনেলা তাকে আটকায় আর বলে–শান্ত হোন, সেন্যোর, শান্ত হোন। ওকে ধরবার চেষ্টা করবেন না এটা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। একেবারে পেরাইভেট!

আনসেলমো তার কথা বিশ্বাস করে না, ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সে ছোরা নিয়ে আসে আর বলে সত্যি কথা না বললে সে লেওনেলাকে খুন করে ফেলবে, ভয় পায় সে, কী বলবে ভেবে পায় না, শেষে বলে–

–হুজুর, আমাকে খুন করলে যা বলতে চাইছি তা তো পারব না, একটু শান্ত হোন, এমন কথা আপনাকে বলব যা আপনি কখনো কল্পনাও করেন নি। আনসেলমো বলে–এক্ষুনি বল নইলে খুন করব।

লেওনেলা বলে–সেন্যোরা, এক্ষুনি না, এত ভয় পেয়ে গেছি সব কথা ঠিকঠাক বলতে পারব না, এমন সব কথা বলব যা শুনে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন, ওই যাকে আপনি জানালা দিয়ে পালাতে দেখলেন সে এই শহরেই থাকে, আমাকে বিয়ে করবে বলেছে, ধরে নিন–সে আমার বর।

পরের দিন সব কথা শুনতে পাবে বলে আপাতত আনসেলমোর মাথা ঠাণ্ডা হলো। কামিলার সততা নিয়ে সে এতই সন্তুষ্ট যে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শোনার কথা, সে ভাবতে পারছে না। যাই হোক ওই ঘরে চাবিতালা দিয়ে লেওনেলাকে আটকে রেখে বলল যে সব কথা বলার পর তাকে বাইরে যেতে দেবে। নিজের ঘরে ফিরে এসে যা ঘটেছে সব কামিলাকে বলল এবং দাসী তাকে পরের দিন আরো আশ্চর্যজনক কিছু বলবে, সে কথাও বলল। কামিলার মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়, 'আশ্চর্যজনক' যা কিছু লেওনেলা বলবে সবই তার চরিত্র নিয়ে লোতারিওর সঙ্গে তার অবৈধ প্রেম নিয়ে। স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাসভঙ্গের কথা আনসেলমো জেনে যাবে। তার এই সন্দেহ মিথ্যা না সত্যি দেখার জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে চায় না। তাই আনসেলমো ঘুমিয়ে পড়ার পর দামি গয়না আর কিছু টাকা নিয়ে সে কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। লোতরিওর বাড়ি এসে যা ঘটেছে সব বলল এবং তার কাছে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ চাইল। সে বলল যে তারা দুজনে অচেনা কোনো জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে যেখানে আনসেলমো পৌঁছতে পারবে না, জানবে না কেউ। লোতারিওর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে ওরা ঠিক করল যে কামিলা একটা মঠে থাকবে, সেইখানে লোতারিওর এক বোন সন্ন্যাসিনী। কামিলাকে মঠে রেখে সে শহর ছেড়ে চলে গেল; কেউ জানতে পারল না কোথায় উধাও হয়ে গেল লোতারিও।

ভোর হলো। আনসেলমো দেখল তার পাশে কামিলা শুয়ে নেই; সে তাড়াতাড়ি লেওনেলার ঘরে গেল, তার কাছে অনেক কিছু শুনতে পাবে, লেওনেলা ঘরে নেই, বিছানার চাদর বাঁধা জানালায়, বোঝা গেল ওই পথে সে পালিয়েছে। তার মনটা দমে যায়, খবরটা বলবে কামিলাকে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে নিজের ঘরে, না কামিলা নেই, বাড়িতে কোথাও তাকে পাওয়া গেল না, আনসেলমো অবাক। বাড়ির দাস-দাসীদের জিজ্ঞেস করল, কেউ কামিলার কোনো খোঁজ দিতে পারল না।

কামিলার গয়নার বাক্স খুলে আনসেলমো দেখে বাক্স খালি; তার মনে হয় ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে, লেওনেলাকে এ ব্যাপারে দোষী মনে হলো না তার, খুব বিষণ্ন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে, যে পোশাক পরেছিল সে ভাবেই লোতারিওর বাড়ি গেল, তার এত বড় বিপর্যয়ের কথা বন্ধুকে না বলে সে থাকতে পারছে না; তার বাড়ির দাস-দাসীরা বলল যে গতরাতেই সমস্ত অলঙ্কার এবং অর্থ নিয়ে সে কোথায় গেছে কেউ জানে না। আনসেলমো বোধ হয় উন্মাদ হয়ে যাবে, চোখে তার অন্ধকার। কোনো রকমে বাড়ি ফিরে এলো। দেখে অতগুলো দাস-দাসী কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে, এই শূন্য বাড়ি দেখে তার হাহাকার চরমে ওঠে।

AMARBOI.COM

কী ভাববে, কী বলবে আর কীই বা সে করবে? ধীরে ধীরে মাথা যেন একটু ঠাণ্ডা হয়। দেখল তার বাড়িতে স্ত্রী নেই, বন্ধু বা দাস-দাসী কেউ নেই, সে এই মুহূর্তে বড় একা, খোদাও বোধহয় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, সবচেয়ে যা তাকে দগ্ধ করতে থাকে তা হলো কামিলার দ্বিচারিতা এবং সেই জন্যেই তার সম্মান বলতে কিছুই আর রইল না।

অবশেষে সে গ্রামের বন্ধুর বাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, এখানে এসে আগে একাবর লোতারিওকে নিজের দুর্ভাগ্য রচনা করার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে ঘোড়ায় চেপে রুদ্ধশ্বাসে রওনা দেয়; অর্ধেক পথ যাওয়ার পর বড় ক্লান্ত লাগে তার, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় বড় অবসন্ন বোধ করে, মনের ওপর এত বড় আঘাত যেন শরীরটাকে ভারী করে দিয়েছে, একটা গাছে ঘোড়া বেঁধে রেখে তার ছায়ায় সে শুয়ে পড়ে; কত রকমের দুর্ভাবনায় যে সে পীড়িত হতে থাকে, মধুর স্মৃতি আর হতাশায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে, এইভাবে সারাদিন কেটে যায়, সন্ধ্যার সময় সে দেখে ঘোড়ায় চেপে একজন মানুষ শহর থাকে আসছে, খুবই ভদ্রভাবে অভিবাদন জানিয়ে সে ফ্লোরেন্সের সর্বশেষ খবর জানতে চায়। সে বলে–

–একটা কেচ্ছা নিয়ে সেখানে টি টি পড়ে গেছে, সেখানকার লোকের মুখে একটাই গল্প। আনসেলমো নামে এক ধনীর বাড়ি ছিল সান হুয়ান অঞ্চলে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু লোতারিওর সঙ্গে কামিলা নামে তার অতি সুন্দরী স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। কামিলার এক দাসী সেই রাতেই জানলায় চাদর বেঁধে পালায়, কিন্তু গভর্নরের লোকের হাতে ধরা পড়ে যায় এবং তার মুখ থেকেই এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা সবাই জানতে পারে। আমি ঠিক বলতে পারব না কেমন করে এসব ব্যাপার ঘটেছে। তবে সবাই খুব তাজ্জব বনে গেছে। কারণ ওই দুই যুবক শহরে 'দুই বন্ধু' বলে পরিচিত ছিল, ওরা এত অভিন্ন হৃদয় যে এই নামে সবাই তাদের চিনত।

আনসেলমো জিজ্ঞেস করে–লোতারিও আর কামিলা কোন পথে গেছে আপনি জানেন?

সেই ভদ্রলোক বলে–তা আমি জানি না। গভর্নর তাদের ধরার জন্যে জোর তল্লাশি চালাবার হুকুম দিয়েছে। আনসেলমো খোদার নাম করে তাকে বিদায় জানায়, তাকেও একইভাবে বিদায় জানিয়ে সে চলে যায়।

আনসেলমো যেন কোনো বোধ নেই, এতই বিবশ যেন নড়বার শক্তি হারিয়েছে, তবু কোনোকমে যন্ত্রের মতো ঘোড়ায় চেপে বন্ধুর বাড়ি পৌঁছল। বন্ধুটি তার এতবড় দুর্ঘটনার কিছুই জানে না, কিন্তু আনসেলমোর পাণ্ডুর মুখ আর ক্লান্ত দেহ দেখে অনুমান করে যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গিয়েছে তার জীবনে। আনসেলমো ঘরে গিয়ে শুতে চায়, কাগজ কলম আর কালি পাঠিয়ে দিতে বলে বন্ধুকে। সেগুলো নিয়ে আনসেলমো কিছু লিখবে, বুঝতে পারে সে মরতে চলেছে, তাই মৃত্যুর কারণ লিখে রেখে যাবে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে সে তার এই অদ্ভুত মৃত্যুর কারণ লিখতে থাকে, যা ভেবেছিল সবটা লেখা হয় না, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। কৌতূহলী বেয়াদবের মৃত্যু ঘটে তার নিজের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, এক গ্রামের বন্ধুর বাড়িতে।

বন্ধুটি দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে অথচ আনসেলমোর সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না, সে ঘরে ঢুকে দেখে ডান হাতে কলম নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে সে, বিছানা থেকে

অর্ধেকটা শরীর মাটির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে সে ডাকে, গায়ে ধাক্কা দেয়, বুঝতে পারে তার বন্ধু মারা গেছে। বাড়ির লোকজনকে চিৎকার করে ডেকে বলে তার বন্ধু আনসেলমো শেষ। সবাই ছুটে আসে। বন্ধুটি কাগজটা নিয়ে পড়ে। আনসেলমো যতটা লিখতে পেরেছে সেটা পড়ে তার বন্ধু।

—"নির্বুদ্ধিতা আর বেয়াদবিতে আমার মৃত্যু হলো। কামিলা যদি আমার মৃত্যুর সংবাদ শোনে, তাকে জানাই যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, কারণ সে তো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়, এমনটা আশা করা আমার উচিত হয়নি, আমি নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছিলাম। এ ছাড়া আর কাউকে কিছু বলা যায় না, এইটাই আসল কারণ আর...."

এই অবধি লিখতে পেরেছিল আনসেলমো, কারণগুলো বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে থাকলেও শেষ করতে পারেনি। পরের দিন বন্ধুটি আনসেলমোর আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিল, তারা এই মানুষটির দুর্ভাগ্যের কিছু কিছু খবর পেয়েছিল।

কামিলাও খবর পেয়েছিল, সেও মৃত্যুপথযাত্রী, তবে স্বামীর শোকে নয়, লোতারিও উধাও হয়েছে শোনার পর থেকেই তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিধবা হলেও সে শোক পালন করেনি, মঠের বাইরেও বেরোয় নি, সন্ন্যাসিনীও হতে চায়নি; বেশ কিছুদিন পর সে সংবাদ পায় যে একটি যুদ্ধে লোতিরও মারা গেছে। নেপলসে মঁসিয়ে দ্য লুত্রেকের সঙ্গে কোর্দোবার জেনারেল গোনসালো ফের্নানদেসের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই দুসংবাদ পাওয়ার পর কামিলা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। এইভাবে এই গল্পের সব চরিত্রের বিয়োগান্তক পরিণতি হয়। কারণটাও শুধু এক পুরুষের বেয়াড়া কৌতূহল।

পাদ্রি বলল—উপন্যাসটা মোটের ওপর ভালো। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে আনসেলমোর মতো এক স্বামী এত বোকামি করতে পারে। স্ত্রীর ওপর স্বামী এমন পরীক্ষা চালাবে কল্পনা করা শক্ত। লেখক এখানে বড় ভুল করেছেন। নায়ক-নায়িকা, প্রেমিক-প্রেমিকা হলে বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসম্ভব। যাই হোক, গল্প বলার ভঙ্গিটা আমার ভালো লেগেছে, এ ব্যাপারে আপত্তির কিছু নেই।

৩৬

পাদ্রিবাবার গল্প পড়া শেষ হয়েছে এমন সময় সরাইখানার মালিকের গলা শোনা গেল, সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে—ওই আসছে একটা দল, আমার অতিথি, খদ্দের মানেই শুভ লাভ, যদি এখানে ঢোকে বড় আনন্দ পাই।

কার্দেনিও জিজ্ঞেস করে—ওরা কারা?

মালিক বলে—চারজন ভদ্দরলোক ঘোড়ার পিঠে, হাতে ঢাল-তরোয়াল, কালো সিল্কের কাপড়ে মুখ ঢাকা, একটা মেয়েছেলে, বাপরে, সাদা পোশাক, সেও ঘোড়ার পিঠে, তার মুখ ঢাকা আর দুজন মজুর আসছে হেঁটে। বেশ, আয়, আয় কাছে আয়, দুটো পয়সা পাই, পয়সা বড় ভালোর ভাই।

পাদ্রিবাবা জিজ্ঞেস করেন—কাছাকাছি এসে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাইখানার মালিক বলে–ওই তো, একেবারে দোরগোড়ায়, আয়, আয়, কাছে আয়। খেতে পাবি, শুতে পাবি, আর আমি দুটো পয়সা পাব।

দরোতেয়া এই কথা শুনে মুখ ঢেকে ফেলে কার্দেনিওে চলে যায় ডন কুইকজোটের ঘরে, এর মধ্যেই তারা এসে পড়ে। অশ্বারোহী চারজনকে দেখে বেশ ভদ্রলোক মনে হয়, তারা নেমে মহিলার হাত ধরে নামিয়ে বড় ঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসায়। এই সময়টুকুর মধ্যে ওরা মুখের আবরণ খোলেনি, একটি কথাও বলেনি। কেবল মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দেয়, দেখে মনে হয় বেশ অসুস্থ এবং এই মুহূর্তে বোধহয় সংজ্ঞা হারাল। মজুর দুজন ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে যায়।

মানুষগুলোর নিঃশব্দ চলাফেরা, মুখ ঢাকা দেখে অবাক হন পাদ্রিবাবা। তিনি মজুরদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন–এরা কারা, প্রশ্নটা শুনে ওদের একজন বলে–মাপ করবেন সেন্যোর, আমরা কিছুই জানি না; শুধু দেখছি যে মানুষটা মহিলার হাত ধরে নামাল তাকে সবাই মেনে চলছে, সে একজন হোমরাচোমরা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

পাদ্রিবাবা–আর ওই ভদ্রমহিলা? কে?

মজুর–তাও বলতে পারব না। এতটা পথ এলাম ওনার মুখ দেখতে পাইনি, অনেকবার তার শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেয়েছি, বড় শোকে মানুষ যেমন হা-হুতাশ করে তেমন আওয়াজও শুনেছি, মনে হয় পুরুষ মানুষগুলো ওনার নিজের লোক না। আমরা আর কিছুই বলতে পারব না। দু'দিন হলো ওদের সঙ্গে আছি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে। পারছি না, মাঝরাস্তায় আমরা ওদের দেখতে পাই, ওরা বলল যে আনদালুসিয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে যেতে হবে, ভালো পয়সা দেবে।

পাদ্রিবাবা জিজ্ঞেস করেন–ওদের কারুর নাম শুনতে পেয়েছ?

মজুর বলে–না সেন্যোর, শুনিনি। সারা রাস্তায় ওদের কথা বলতে দেখিনি; শুধু ওই মহিলার দীর্ঘশ্বাস আর চাপা কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি, ওনার জন্যে আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, মানে অনুমান হচ্ছে, যে জোর করে ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেটুকু ফাঁকফোকর দিয়ে দেখেছি যে তার গায়ে সন্ন্যাসিনীর পোশাক, সেইটা হতে হয়তো চায় না; সেইজন্যেই তার এত দুঃখ বোধহয়।

পাদ্রি–হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে। উনি ফিরে এলেন দরোতেয়ার কাছে, অসুস্থ মহিলার কাছে গিয়ে দরোতেয়া দাঁড়ায়, কষ্ট হয় তার, জিজ্ঞেস করে–

সেন্যোরা, কষ্ট হচ্ছে খুব? সেন্যোরা, কথাটা শুনুন, আমি আপনাকে একটু শুশ্রূষা করতে পারি, মেয়েদের ওপর পথে ঘাটে যেমন অত্যাচার হয় তেমন কিছু হলে আমাকে বলতে পারেন।

দরোতেয়ার মমতাখানা কথা শুনেও অসুস্থ নারী একটি কথাও বলল না, পুরুষদের মধ্যে মাতব্বর বলে যাকে মনে হচ্ছিল সে এগিয়ে এসে দরোতেয়াকে বলল–সেন্যোরা, ওর জন্যে কিছু করলেও একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেবে না, আপনার কথার উত্তর পাবেন না, যদি কথাও বলে তবে সেটা মিথ্যে বলে ধরে নেবেন। এমন অকৃতজ্ঞ এবং মিথ্যেবাদী এই মহিলা।

এতক্ষণ যে নারী একটিও কথা বলেনি এবার উত্তর দিল–মিথ্যে কখনো বলিনি। সত্য আর আত্মসম্মান রক্ষা করে চলার জন্যেই আজ আমার এই দৈন্যদশা, আপনাদের মতো নীচ বেইমানদের জন্যে আমার এই দুঃখ আর যন্ত্রণা। যন্ত্রণা পেয়ে বুঝলাম আপনাদের চরিত্র কী কদর্য! দেখছি মানুষ কত নিচে নামতে পারে।

কার্দেনিও ডন কুইকজোটের ঘরের দরজার কাছ থেকে পরিষ্কার শুনতে পায় মহিলার কথা। সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, চিৎকার করে বলে–হা খোদা! এ কী শুনলাম? এ কার কণ্ঠস্বর? এ কী? এ যে চেনা এক কণ্ঠ! অপ্রত্যাশিত!

কার্দেনিওর চিৎকার শোনামাত্র মহিলা হতচকিত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, বুঝতে পারে না এই কথাগুলো কে বলল, দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে যায়, সেই মাতব্বর দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাকে আটকায়, এক পাও নড়তে দেয় না। বিরক্তি এবং বিস্ময়ে মহিলা ওখানেই থাকতে বাধ্য হয়, কিন্তু ঘরে ঢোকার চেষ্টা এবং পুরুষের বাধা দেওয়ার সময় তার মুখের ঢাকা সরে যায়; সুন্দর মুখ তার, যেন এ মাটির কন্যা নয়, দেবলোকের কোনো পরী, কিন্তু যন্ত্রণাকাতর আর বিস্ময়বিহ্বল, নিষ্পাপ দুটি চোখ চারপাশে দেখে নিচ্ছে কোথায় তাকে আনা হয়েছে, লোকগুলোইবা কে, চোখের মধ্যে অস্থিরতা দেখে মনে হয় সুন্দরী বুঝি অপ্রকৃতিস্থ, কেন তার এই অবস্থা, কী ঘটেছিল কিছু না জেনেও দরোতেয়ার মায়া হয়, করুণ চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। তাকে বসাবার চেষ্টা করার সময় সেই পুরুষ মানুষটির মুখের আবরণ সরে যায়, দরোতেয়া ওই অসুস্থ মহিলাকে সাহায্য করছিল, পুরুষটির মুখ দেখে চিনতে পারে, সে তার স্বামী ফের্নান্দো, দেখামাত্র 'আঃ' শব্দ করে জ্ঞান হারায়, নাপিত তাকে পেছন থেকে ধরে না ফেললে মেঝেতে পড়ে যেত।

পাদ্রিবাবা ছুটে আসে দরোতেয়াকে সাহায্য করতে, তার মুখের আবরণ সরিয়ে চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে থাকে; ডন ফের্নান্দো মুখ দেখে দরোতেয়াকে চিনতে পারে, সে যেন জড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু ধরে থাকে লুসিন্দাকে আর লুসিন্দা তার বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করতে থাকে; সে কার্দেনিওকে আর কার্দেনিও তাকে চিনতে পারে। দরোতেয়ার 'আই' শব্দ ভেবেছিল ওটা লুসিন্দার কণ্ঠস্বর এবং তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমেই তার চোখ পড়ে ফের্নান্দোর ওপর। সে তখন লুসিন্দাকে ধরে রেখেছে তার বাহুর মধ্যে। কার্দেনিওকে চিনতে পেরেছে ফের্নান্দো আর তিনজন, লুসিন্দা, কার্দেনিও এবং দরোতেয়া, রুদ্ধবাক এবং ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল, বিমূঢ়।

সবাই সবার দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কথা বলছে না, দরোতেয়া ফের্নান্দোর দিকে, ফের্নান্দো কার্দেনিওর দিকে, কার্দেনিও লুসিন্দার দিকে, লুসিন্দা কার্দেনিওর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি, অপলক, ছবির নিশ্চল দৃশ্য যেন! নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল লুসিন্দা, সে ফের্নান্দোকে উদ্দেশ্য করে বলল :

–সেন্যোর ফের্নান্দো, নিজেদের অপকর্ম তো ভালোই জানেন আপনারা, এবার আমাকে ছেড়ে দিন, যে দেওয়ালের গায়ে আমি আইভি লতার মতো আশ্রয় খুঁজেছিলাম তাকে এ্যাদ্দিন পর পেয়ে গেছি, আপনাদের অশিষ্ট আচরণ, ভীতি প্রদর্শন, মিষ্টি প্রতিশ্রুতি আর দামি উপহার কোনো কিছুই তার প্রতি আমার ভালোবাসাকে টলাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেনি; একবার ভেবে দেখুন খোদার কি অসীম করুণা, কত বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলাম আমার স্বামীকে। আপনারা ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম যে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছুই তার থেকে আমার স্মৃতিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। তাহলে এখন আর ওইসব কুৎসিত চিন্তা করবেন না, আপনাদের ভালোবাসার ভান রাগে পরিণত হোক, আমার বন্দি জীবনের অবসান হোক, আমার প্রিয় স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটুক, প্রথম দিন থেকেই যাকে স্বামী হিসেবে মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম তার থেকে বিচ্ছেদ যদি ঘটে তা হোক একমাত্র মৃত্যুতে। তার কাছে আমার সহৃদয় আত্মসমর্পণ আর তার প্রতি আমার অটুট বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন বজায় রাখতে পারি এই প্রার্থনা জানাই খোদার কাছে।

এর মধ্যে দরোতেয়ার সংজ্ঞা ফিরেছে, লুসিন্দার কথা শুনে সব বুঝতে পেরেছে। ফের্নান্দোর হাতে তখনো বন্দি লুসিন্দা, তার কোনো কথার উত্তর দেয়নি অপহরণকারী, এমন সময়ে দরোতেয়া কাঁদতে কাঁদতে ফের্নান্দোর পায়ের কাছে বসে বলে–সূর্যের অপসৃয়মান আলোর মতো আপনার হাতে যে সুন্দরী এখনো বন্দি তার রূপ যদি আপনাকে অন্ধ না করে থাকে তবে একবার এই দুঃখী দরোতেয়ার দিকে চেয়ে দেখুন, একসময় যে আপনার প্রেমের দ্যুতিতে নিজেকে অসম্ভব সুখী ভাবত আজ তার বড় করুণ অবস্থা, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন। দেখ চেয়ে, সেই কৃষককন্যা, যাকে তুমি তোমার উচ্চাসনে তোলার স্বপ্নে আবিষ্ট করেছিলে। আমি সেই নারী যে কোনোদিন জানত না সততার বেড়া কেমন করে ভাঙতে হয়, তাকে তো তুমি হাজারো লোভনীয় প্রতিশ্রুতিতে মুগ্ধ করেছিলে, তখন তোমার চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত মনে হয়নি তোমার শরীরের চাহিদা, তোমাকে বিশ্বাস করে সেই অসূর্যম্পশ্যা নারী সব আগল খুলে দিয়েছিল আর তারপর তোমারই অবহেলায় ঘর ছেড়ে সে পথের ভিখারিনী হয়েছে, এখন দেখ আমি কোথায় এসে উঠেছি, আর অদ্ভুতভাবে আজ তোমার দেখা পেলাম। আত্মসম্মান আর মর্যাদা খুইয়ে আমি এই অবস্থায় পড়িনি, তোমার অবহেলায় যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে আমি পথে-প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। যে পবিত্র অঙ্গীকারে আমাকে তুমি আবদ্ধ করেছিলে তা তুমি অস্বীকার করতে পারো না, তোমার ইচ্ছেতেই অন্তঃপুরচারিণী গ্রাম্য মেয়েটি সব ভুলে তোমার ওপরই নির্ভর করতে চেয়েছিল, আজ এতদিন পরে তুমি তাকে ফিরিয়ে দিও না। তুমি যে বংশমর্যাদা আর রূপের মোহে আমার নিখাদ ভালোবাসাকে অমর্যাদা করে যাকে পেতে চেয়েছিলে সে তোমর শক্তিতে ধরা দেবে না, কার্দেনিও তার স্বামী, তার অধিকারে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না, লুসিন্দা তোমাকে ভালোবাসবে না, এত শঠতা সে জানে না; কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, এখনো তা অটুট আছে প্রকৃত প্রেম প্রত্যাখ্যান করে তোমার বিশৃঙ্খল ভাবনা এমন নারীর প্রতি তোমাকে ছোটায় যে তোমাকে ঘৃণা করে। এটা তুমি বোঝ না কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। মনে করার চেষ্টা কর আমার সারল্য আর সাধারণ ঘর তোমার একসময় খুব ভালো লেগেছিল আর তোমার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নির্দ্বিধায় ধরা দিয়েছিলাম আমি, তাকে অস্বীকার করার অর্থ প্রতারণা। তুমি এক খ্রিস্টান ভদ্রলোক, এ কথা ভুলে যেও না। তাহলে প্রথমে যাকে ভালোবাসবে, পরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে এত দুঃখ দিলে কেন? আমাকে স্ত্রী হিসাবে যদি মেনে নিতে

তোমার আপত্তি থাকে তবে ক্রীতদাসীর মতো থাকব, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্না হয়ে থাকলে' লোকের চোখে আরো হেয় প্রতিপন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমার মা-বাবার বৃদ্ধবয়স, তাদের একমাত্র আশা ছিল আমাকে ঘিরে, এখন তাদের বিপন্নতার কথা ভেবে দেখ। তুমি যদি ভাব আমার শরীরে অভিজাত বংশের রক্ত নেই এবং আমাদের সন্তান আভিজাত্যের গৌরব হারাবে, তাহলে ভুল করছ ইতিহাস ঘেঁটে দেখ প্রায় সমস্ত অভিজাত বংশেই এমন মিশ্রণ ঘটেছে, তাছাড়া বংশের উত্তরাধিকার বহন করে পুরুষ, নারীর তো সে অধিকার নেই, কাজেই আমাদের বংশধারা যে পুরুষ বয়ে নিয়ে যাবে তার পরিচয়ে পিতার পরিচয়। তাছাড়া সত্যিকারের আভিজাত্য নির্ভর করে সততায়, তুমি আমাকে ঠকালে তোমার আভিজাত্য খোয়াবে, সেটা বর্তাবে আমার ওপর কারণ আমি শঠতা করিনি। সবশেষে আমি বলতে চাই, তুমি চাও বা না চাও, আমি তোমার স্ত্রী। সাক্ষী চাও? তোমার কথা, মিথ্যা না হলে তার দাম অনেক, সাক্ষী তোমার স্বাক্ষর, সাক্ষী খোদা যাঁর চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় না, তোমার প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর নামে। এত সব যদি বাদও দাও তোমার বিবেককে ছেঁটে ফেলতে পারবে না, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমার সমস্ত সুখ আর আনন্দের মধ্যে দংশন করবে তোমার অপরাধবোধ, তোমার বিবেকের জ্বালা!

এছাড়া আরো কিছু যুক্তি দিয়ে দুঃখী দরোতেয়া তার অধিকারের কথা, তার প্রাপ্য সম্মানের কথা বলল। তার চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশেছিল এক অসহায় নারীর স্বামীকে ফিরে পাবার আকুলতা। ওখানে যারা তার কথা শুনেছিল তাদের সবার চোখের কোনে জল, সবাই দরোতেয়ার প্রতি সমব্যথী, সবাই বুঝতে পেরেছে কত যন্ত্রণায় সে আজ এত কথা বলছে। লুসিন্দা খুবই বিচলিত, সে ফের্নান্দোর হাতে বন্দি না থাকলে ছুটে গিয়ে দরোতেয়াকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিত। ফের্নান্দো তর সব কথা শেষ পর্যন্ত শুনেছে; ব্রোঞ্জের হৃদয় না হলে যে কোনো মানুষই দরোতেয়ার কান্না আর হাহাকার শুনে মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করবে। এতক্ষণ একভাবে ফের্নান্দো তাকিয়েছিল দরোতেয়ার মুখের দিকে, তার চোখে বিস্ময় আর দ্বিধা; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে লুসিন্দাকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল–সুন্দরী দরোতেয়া তুমি আজ জয়ী, আমি পরাজিত, তোমার অকাট্য যুক্তি কি আমি উপেক্ষা করতে পারি?

লুসিন্দা এত দুর্বল যে কার্দেনিও তাকে না ধরলে মেঝেতে পড়ে যেত, তাকে আলিঙ্গন করে সে বলতে লাগল–খোদার অপরিসীম করুণায় আমার সুন্দরী, অপাপবিদ্ধা স্ত্রী এখন তার স্বামীর কাছে নিরাপদ আশ্রয় ফিরে পেল দুঃখের দীর্ঘ পথ পার হয়ে।

এই কথা শুনে লুসিন্দা চোখ খুলে ভালো করে দেখল কার্দেনিওকে, একটু আগে তার কণ্ঠস্বর শুনেছিল, এবার সমস্ত রকম লজ্জা বা সৌজন্য উপেক্ষা করে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে, মুখের কাছে মুখ রেখে বলল–হ্যাঁ, তুমিই আমার রক্ষক, আমি এক লাঞ্ছিতা ক্রীতদাসী, এখন আর আমার ভয় নেই। দুর্ভাগ্যের কবলে পড়লেও নিশ্চিত আশ্রয় থেকে আর আমি নির্বাসিতা হব না। তোমার বাহুর মধ্যে আজ আমি বড় নিরাপদ, আমার আর কোনো ভয় নেই।

এমন দৃশ্য আগে দেখেনি ফের্নান্দো, দেখেনি অন্যেরা। তাই সবাই বিস্ময়ে নীরব, অভিভূত। দরোতেয়া দেখে ফের্নান্দোর মুখের রং বদলে যাচ্ছে, হাত চলে যাচ্ছে তার তরবারির ওপর, সে কার্দেনিওর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় সে ছুটে স্বামীকে আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে আর তার হাঁটুর কাছে বসে পা জড়িয়ে ধরে; ফের্নান্দো আর নড়তে পারে না। কাতরভাবে স্বামীকে বলে—তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়, কী করতে যাচ্ছ ভেবে দেখ। উত্তেজনা সংবরণ করো, চেয়ে দেখো তোমার পায়ের সামনে পড়ে আছে। তোমার স্ত্রী। স্বামীর অধিকারে তাকে বুকে তুলে নাও। তাকে ভালোবাসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না। খোদা যে প্রেমের বন্ধনে ওদের দুজনের জীবনকে বেঁধেছেন তাকে ছিন্ন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? যে নারী চরম অবমাননা সহ্য করে আজ স্বামীর বুকে মাথা রেখে চরম তৃপ্তি পেয়েছে তাদের এত আনন্দের মিলনে কেন বাদ সাধতে চাইছ? খোদার দোহাই তুমি তাদের শান্তি আর নষ্ট করো না, আজ বড় সুখের মিলন ওদের, যথার্থ অভিজাত মানুষের মতো উদার হও, ওদের জীবনের সুখে সুখ অনুভব করো, অন্ধ আবেগে যেন তোমার বুদ্ধিভ্রংশ না হয়, সারা বিশ্ব জানুক তোমার উদারতার কথা, তোমার মহত্ত্বের কথা।

লুসিন্দাকে জড়িয়ে ধরে রাখলেও কার্দেনিও লক্ষ করছিল ফের্নান্দোর গতিবিধি, সে কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আত্মরক্ষা করবে, জীবন গেলেও সে ক্ষতি করতে দেবে না। এই সময় ফের্নান্দোর বন্ধুরা, পাদ্রিবাবা, নাপিত এমনকি সানচো পানসা পর্যন্ত দরোতেয়ার বেদনার্ত আবদনের সপক্ষে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল যে তার স্বামী এই নারীকে যেন উপযুক্ত মর্যাদা দেয়, তার আবেদন আর চোখের জল দেখেও যদি অবজ্ঞা করা হয় তাহলে সেটা হবে দারুণ অবিচার, হঠাৎ এমন মিলন ঘটেনি, এই মিলন ঘটেছে খোদার ইচ্ছেয়।

পাদ্রিবাবা বললেন—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কার্দেনিও আর লুসিন্দাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। একজনের তরবারির আঘাতে তাদের কারো মৃত্যু হলেও জয়ী হবে ওদের প্রেম, ওদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ওদের পার্থিব দুঃখ পরিণত হবে সুখে তাই কোনো ঈর্ষাবশত কিংবা ক্রোধের উন্মত্ততায় এমন সুখী দম্পতির ওপর আঘাত হানা উচিত নয়। দরোতেয়ার রূপ আর প্রশ্নাতীত ভালোবাসা এবং বিগত দিনের দুঃসহ জীবনের কথা ভেবে সসম্মান গ্রহণ করা উচিত। উচ্চবংশের মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি অনুগত হলে এমন গর্হিত কাজ করতে পারে না। এমন কাজ ধর্ম বিদ্বেষের নামান্তর। তার সাধারণ বংশে জন্ম হলেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সে প্রভূত সম্মান পাবার যোগ্য, শুধুমাত্র রূপের কথা নয়, তার শুদ্ধাচারিতা, অকৃত্রিম প্রেম আর স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরতার জন্যে আজ আমাদের সবার চোখে সে অতুলনীয়া নারীর সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছে। যে কথা সে দিয়েছিল তার যথার্থ মর্যাদা দিয়ে সুন্দরী দরোতেয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে খোদার কাছে আশীর্বাদ পাবে তেমনি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেও শ্রদ্ধা পাবে আর আভিজাত্য নিয়ে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তুলবে না। সুন্দরী দরোতেয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সকল মানুষকেই সে খুশি করতে পারে। এই কাজে কোনো পাপ নেই, আছে পুণ্য, নেই কোনো অপরাধ, আছে মহত্ত্ব আর তাই সেটা আমাদের সবার মনের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিসংগত কথা এবং এত মানুষের মনের ইচ্ছে বুঝতে পেরে ফার্নেন্দোর মতো ভদ্রলোক নীরব থাকতে পারে না। সত্যের জয় হলো, সে মাথা নিচু করতে বাধ্য হলো। সে দরোতেয়াকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলল–ওঠো, আমার প্রিয়তমা সেন্যোরা তোমার স্থান আমার হৃদয়ে, আমার আত্মায়, পায়ের কাছে তোমার বসা উচিত নয়। আমি যা বলছি তার মর্যাদা এতদিন লঙ্ঘন করেছি, খোদার কৃপায় আজ আমার ভুল বুঝতে পারলাম, দেখছি তোমার ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই, এই পবিত্র হৃদয়ের জন্যে তোমাকে আমার শ্রদ্ধা করা উচিত। আগে আমি যে অপরাধ করেছি তা আমার রিপুর তাড়না, অন্ধ আবেগ, আজ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার সংযম এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠার কোনো তুলনা হয় না। ওই দেখো, লুসিন্দার আনন্দাশ্রু ভরা চোখের দিকে তাকাও, কত সুখী মনে হচ্ছে ওকে আজ। তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি অনুতপ্ত, দুঃখিত। কার্দেনিওর সঙ্গে ও সুখে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন ভোগ করুক এই আমার আন্তরিক কামনা আর আমি দরোতেয়ার সঙ্গে এক শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন যেন কাটাতে পারি তার জন্যে আপনাদের সবার শুভেচ্ছা এবং খোদার আশীর্বাদ চাই।

এই কথা বলে উষ্ণ আলিঙ্গনে সে দরোতেয়াকে আবদ্ধ করে, চোখের জল চাপার চেষ্টা করেও পারে না, তার প্রেম আর অনুশোচনার প্রকাশ ঘটে ওইভাবে।

সবার চোখ তখন জলে ভরে ওঠে, ওরা যেন বড্ড সুখী এই মুহূর্তে, সানচো পানসার চোখেও জল তবে পরে সে বলেছে দরোতেয়া মিকোমিকোনার রানী নয় জানতে পেরে তার বুকে বড্ড লেগেছে, সে যা আশা করেছিল তাতো আর হবে না। কিছুক্ষণ ওরা এমন চোখের পানি আর বিস্ময়ের ঘোরে থাকার পর কার্দেনিও আর লুসিন্দা হাঁটু মুড়ে ফের্নান্দোর পায়ের কাছে বসে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল, ফের্নান্দো ওদের এমন সৌজন্য দেখে বিহ্বল হয়ে যায়, সে ওদের দুজনের হাত ধরে তুলে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে ভালোবাসায়, ভদ্রতায়।

তারপর সে দরোতেয়ার কাছে জানতে চায় এতদূরে সে কীভাবে এসেছে। সে কার্দেনিওকে যা বলেছিল, অল্প কথায় তাই বল, তার দুর্ভাগ্যের কাহিনীর মধ্যে এমন সব ঘটনা ছিল আর সুন্দরভাবে বলছিল যে সবাই চাইছিল গল্পটা আরো কিছুক্ষণ চলুক। ওর বলা শেষ হলে ডন ফের্নান্দো বলতে শুরু করল তার নিজের জীবনে কী ঘটেছিল। লুসিন্দার লুকনো চিঠি ছিটকে বাইরে পড়েছিল, সেই চিঠিতে সে কার্দেনিওকেই স্বামীর স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই চিঠি পড়ে তার মনে হলো এ মেয়ে কখনোই তাকে মন দেবে না। সে তাকে খুন করতে চেয়েছিল কিন্তু মা-বাবার প্রতিরোধে তা পারেনি। রাগে আর লজ্জায় সে শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়, অপেক্ষা করতে থাকে সুযোগের, যখন সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারবে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে জানতে পারে লুসিন্দা মনের দুঃখে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক মঠে আশ্রয় নিয়েছে, কার্দেনিওর সঙ্গে দেখা না হলে সে ওখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দেবে; একদিন সে তিনজন সহকারীকে নিয়ে ওই মঠে গেল, দুজনকে দরজায় পাহারা রেখে সে ভেতরে ঢুকে দেখল লুসিন্দা এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথা বলছে, ওরা ওখান থেকে লুসিন্দাকে তুলে নিয়ে এলো গ্রামে, মঠটা ছিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে, গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে, ওরা সেখানে ছদ্মবেশে নিয়ে কয়েকদিন থেকে কোথায় পালাবে তার ছক

কষতে লাগল, ফের্নান্দো বলল যে লুসিন্দা তার হাতে ধরা পড়েছে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যায়, পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে সে কেবলই কাঁদতে থাকে আর কান্নার সঙ্গে মিশে যায় তার দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু একটি কথাও সে উচ্চারণ করেনি। সেই জায়গা থেকে তারা যাত্রা শুরু করে, পথেও তার কান্না থামেনি, শেষ পর্যন্ত এই সরাইখানা দেখে তারা আশ্রয় নেয়। এ যেন তার কাছে স্বর্গ, এখানেই সবার মিলন ঘটল, পৃথিবীর যাবতীয় অঘটন, দুর্ভাগ্য আর পাপ থেকে তারা যেন অবশেষে মুক্তি পেল।

৩৭

সবকিছু দেখে শুনে সানচোর মন খুব খারাপ, তার স্বপ্ন সার্থক হবার কোনো আশা নেই, মিকোমিকোনার রাজকুমারী হয়ে গেল সুন্দরী দরোতেয়া, ডন ফের্নান্দো হয়ে গেল সেই দৈত্যটা, তার মনিব গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, এইসব ঘটনার কিছুই তিনি জানেন না। দরোতেয়া আর বলতে পারছে না সানচোর কী হবে, লুসিন্দা এবং কার্দেনিও কেউই আর কিছু বলতে পারছে না। এক বিশ্রী গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পেরে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ডন ফার্নেন্দো। কারণ ওখান থেকে মুক্তি না পেলে অখ্যাতি আর অসম্মানের বোঝা নিয়ে চলতে হতো, মৃত্যুর পরে তার আত্মা শান্তি পেত না। তবে সেই সময় সরাইখানায় যারা ছিল সবাই খুশি। কারণ যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর দুঃসময়ের মধ্যে পড়েছিল লুসিন্দা, কার্দেনিও আর দরোতেয়া তাদের মিলনান্ত পরিণতি ঘটল।

এমন আনন্দের পরিণতি ঘটাবার কৃতিত্ব অনেকটাই পাদ্রিবাবার, সবাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে সরাইখানার মালিকের স্ত্রী। কারণ ডন কুইকজোটের আক্রমণে মদের এবং চামড়ার খোলের যা ক্ষতি হয়েছিল সব মিটিয়ে দিয়েছেন পাদ্রিবাবা আর কার্দেনিও। সানচোর মন ভার, কিছুতেই তার মন ভালো হচ্ছে না। কারণ তার যে প্রত্যাশা ছিল তা পূর্ণ হবার কোনো ইঙ্গিত নেই। ডন কুইকজোটের ঘুম ভাঙতেই সে তার ঘরে গিয়ে বলল–ঘুমোন, যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমিয়ে নিন, 'বিষণ্ন বদন নাইটের আর কোনো দায়িত্ব নেই। দৈত্যকে মেরে রাজকুমারীর রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে না, সব কাজ শেষ।

ডন কুইকজোট বললেন–তা হবে জানতাম। এমন যুদ্ধ আগে আমার জীবনে আসেনি, পরেও আর আসবে না, এক কোপ বসাতেই দৈত্যটা ছিটকে গেল আর কী রক্ত, কী রক্ত! রক্তের নদী বইতে লাগল।

সানচো বলল–নদীর পানি নয়, রক্তও না, লাল মদ, মদের ছররা! আপনি এখনো যদি না জেনে থাকেন তবে শুনুন, আপনার দৈত্য মদ রাখার চামড়ার খোল আর রক্ত মানে লাল মদ, ছটা খোলে ওই মদ ছিল, সব ক'টা আপনার তলোয়ারের আঘাতে ফুটো হয়ে গেছে, কাটা মাথা নিয়ে পালিয়েছে শয়তান! আমি যেমন মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো ছেলে কপালও তেমনি! ডন কুইকজোট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন–বলিস কীরে? মাথা ঠিক আছে তোর?

সানচো বলে–উঠুন হুজুর, উঠে পড়ুন, দেখুন আপনার কত কীর্তি। আমাদের কত দাম দিতে হবে দেখুন। আপনার রানি হয়ে গেছে একজন গৃহবধূ, তার নামটি বড় মিষ্টি, দরোতেয়া, আরো কত কী ঘটে গেল, দেখে আপনার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

ডন কুইকজোট বলেন–আমার চোখ ছানাবড়া হবে না। এই সরাইখানার সব জানা আছে আমার। তোকে বলিনি এখানে ইন্দ্রজালের খেলা চলছে, এখনো তাই, এতে আর অবাক হবার কী আছে?

সানচো বলে–আমারও তাই মনে হয়, শুধু মনে হয় না, আমি বিশ্বাস করি এ বাড়িটায় ভূত আছে। আমার সেই কম্বলে দোল খাওয়া, উরিব্বাবা, জীবনে ভুলবো না। আর আমার এখন মনে হচ্ছে সরাইখানার মালিক নিজে কম্বলের একটা কোণ ধরে জোরে.দোলাচ্ছিল আর হাসছিল! সে হাসি মানুষের হয় না, এমন আওয়াজ। যাই হোক যদি তেমন হয় তাহলে আমাদের কপালে লেখা আছে ঘুসি আর কিল যেমন আগেরবার হয়েছিল।

ডন কুইকজোট বলেন–যা হচ্ছে হোক, খোদার কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন পোশাক পরে বাইরে গিয়ে দেখব কী সব ঘটনা ঘটেছে। তুই যা বললি নিজের চোখে দেখব।

সানচো তাকে পোশাক নিতে সাহায্য করে। এই সময় পাদ্রিবাবা ডন ফের্নান্দোসহ সবাইকে ডন কুইকজোটের পাগলামো, প্রেমিকাকে তুষ্ট করার জন্যে পাহাড়ে তার প্রায়শ্চিত্ত পালন এবং কীভাবে তাকে সেখান থেকে আনার হয়েছে ইত্যাদি ঘটনাগুলো শুনিয়ে দিলেন। সানচোর আশা এবং স্বপ্নের কথাও বললেন যা শুনে সবাই হাসতে লাগল, এমন পাগলামো সচরাচর তো দেখা যায় না। পাদ্রিবাবা আরো বললেন যে পুরনো ছকটা বদলাতে হবে কারণ দরোতেয়া আগের ভূমিকা আর নিতে পারবে না; অন্য মতলব আঁটতে হবে। কারণ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতেই হবে। কার্দেনিও সাহায্য করতে চাইল এবং বলল লুসিন্দা এখন দরোতেয়ার ভূমিকা নিতে পারে।

ডন ফের্নান্দো বলে–না, ওই বদল দরকার নেই, আমার মনে হয় যদি ভদ্রলোকের বাড়ি খুব দূরে না হয় তাহলে দরোতেয়া ঠিক চালিয়ে যেতে পারবে।

–এখান থেকে দু'দিন লাগবে।

–বেশি হলেও আমার ভালো লাগবে, এমন একটা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারছি বলে আনন্দ হচ্ছে; পরের উপকার করতে কেনকষ্ট হবে?

পোশাক পরে অস্ত্রশস্ত্রসহ ডন কুইকজোট বাইরে এলেন, মাথায় মামব্রিনোর হেলমেট, মাঝখানে একটা ফুটো, বাঁ হাতে ঢাল, ডান হাতের বল্লমে দেহটার ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। আধ লিগ লম্বা শুকনো মুখ।

শরীরের তুলনায় বেঢপ অস্ত্র হতে, ঋজু ভঙ্গি, গম্ভীর মুখ। সবাই নীরবে অপেক্ষা করে আছে তিনি কী বলেন শোনবার জন্যে, চারদিকে তাকিয়ে শেষে দরোতেয়ার ওপর দৃষ্টি পড়ে, তিনি বললেন–

–আমার সহকারীর কাছে শুনলাম, হে সুন্দরী, আপনার রাজত্ব চলে গেছে, আপনি নাকি একজন গৃহবধূতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অথচ আগে ছিলেন এক বিশাল রাজ্যের রানি, যদিও আপনি রাজকুমারী, উত্তরাধিকার সূত্রে আপনিই রানি। আপনার ঐন্দ্রজালিক পিতা বোধহয় আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি, তাই আপনার রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন, যদি এমন ভেবে থাকেন তাহলে বলল ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৌর্য এবং বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা নেই, ছিলও না বোধহয়। শিভালোরির ইতিহাস পড়া থাকলে দেখতেন যে আমার চেয়ে অনেক কম খ্যাতিসম্পন্ন নাইটও কত দুরূহ কাজ করেছেন। একটা দৈত্য খুন করা তো নস্যি! এই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমার সামনে একটা পাজি দৈত্য এসেছিল, তার কী হাল হয়েছে জানেন...নিজেমুখে বলা ভালো দেখায় না, সময় বলে দেবে, সময়ে সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, এমন সময় মানুষ জানবে যখন একথা কেউ ভাবছে না।

এই সময় সরাইখানার মালিক বলে–আপনি যাকে দৈত্য বলছেন, আসলে তা হলো দুটো মদ ভরতি চামড়ার খোল।

ডন ফের্নান্দো ওকে চুপ করে থাকতে বলল, ডন কুইকজোটের বক্তব্য শুনতে চায় তারা।

ডন কুইকজোট বলতে লাগলেন–হে সুন্দরী, রাজ্যহারা রানি, আমি যা বললাম তা যদি সত্যি হয়, আপনার জাদু বিশেষজ্ঞ পিতা যদি এমন পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন তবে আপনি তাঁকে বিশ্বাস করতেন না কারণ এই পৃথিবীর বুকে এমন বিপজ্জনক কিছু নেই যা আমার তরবারিতে কাবু হয়নি, আমি কথা দিচ্ছি যে দৈত্য আপনাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে তার মুণ্ড কেটে আপনাকে সেই জায়গায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করব। কারণ সেই রাজ্য আইনত আপনার, কাজে কাজেই রানির মুকুট পরবেন আপনি।

দরোতেয়ার উত্তর শোনার জন্যে ডন কুইকজোট চুপ করেন। ডন ফের্নান্দোর কথা অনুসারে ডন কুইকজোটের বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত দরোতেয়া তার ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে, সুতরাং সে খুব গম্ভীর এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে–হে বীর বিষণ্ণবদন নাইট, কে আপনাকে আমার রূপান্তরের কথা বলেছে জানি না, যেই হোক না কেন, ঠিক বলেনি, কারণ গতকাল আমি যা ছিলাম আজও তাই আছি। হ্যাঁ, কিছু ঘটনা ঘটেছে বটে তবে সবই আমার পক্ষে কল্যাণকর, কিন্তু আমার রূপ তো বদলায়নি। আর আমি আপনার সাহস এবং ক্ষমতায় পূর্ণ বিশ্বাস করি, আমি জানি আপনার অপরাজেয় বাহুবলে সেই হতচ্ছাড়া মরবে এবং আমি আপাতত যা হারিয়েছি তা অবশ্যই ফিরে পাব। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সেন্যোর আমার পিতা সম্বন্ধে যে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তা অনুগ্রহ করে তুলে নিন। কারণ তাঁর অধীত বিদ্যার ফলে যা বলেছিলেন সবই মিলে যাচ্ছে, আমার জীবনে যা দুঃখ বা সুখ এসেছে সবই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফল, আর আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ, আমাকে আপনার সাহয্যের প্রতিশ্রুতি সবই তো ছিল তাঁর উপদেশ। আমার জীবনে মঙ্গলময় যা কিছু ঘটেছে সবই তাঁর আশীর্বাদে। এখন পর্যন্ত সবই ঠিক ঠিক ঘটছে, আমরা কাল সকালে এখান থেকে আবার যাত্রা করব, খোদার দয়া আর আপনার বাহুবল আমাদের একমাত্র সম্বল।

বুদ্ধিমতী দরোতেয়ার কতা শোনার পর ডন কুইকজোটের সব রাগ গিয়ে পড়ে তাঁর সহচর সানচো পানসার ওপর।

তিনি বলেন–এ্যাই ঢোঁড়া সানচো, তোর মতো বদ বোকা স্পেনে আর দ্বিতীয়টি নেই, বুঝলি। ফেরেববাজ চাষা, একটু আগে তুই বলিসনি যে রানি হয়ে গেছে গৃহবধূ যার নাম দরোতেয়া? নিজের মা-বাবার নাম তুলে গালমন্দ করে বললি আমি নাকি দৈত্যের মাথা কাটিনি! সারা জীবন এইরকম উল্টোপাল্টা কথা বলে আমার মাথাটা

গুলিয়ে দিচ্ছিস!–এই বলে খোদার নাম নিয়ে দাঁত চেপে বলতে লাগলেন–তুই সহকারীদের কলঙ্ক, আমি তোর মনিব, তোসে বিশ্বাস করি বলেই সঙ্গে নিয়েছি, তুই এমন বাজে কথা বলে বেড়ালে মানুষের চোখে ভ্রাম্যমাণ নাইট মিথ্যাবাদী বনে যাবে! কি সাংঘাতিক! আমার ঘরের মধ্যেই শত্রু!

সানচো বলে–একটু শান্ত হোন, হুজুর, একটু ধৈর্য ধরুন। রাজকুমারী মিকোমিকোনার ব্যাপারে হয়তো আমার ভুল হয়েছে; কিন্তু চামড়ার খোলের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল সেই দৈত্যের মাথা আর রক্তের ব্যাপারে আমি মিথ্যে কথা বলিনি। কারণ আপনার বিছানার মাথার কাছে মদ ভরতি চামড়ার খোলের গায়ে আঘাত লেগেছে আর লাল মদ ঘরটাকে লেক বানিয়ে দিয়েছে, বৃক্ষের পরিচয় ফলে, যদি সরাইখানার মালিক কিছু না বলে জানব যে সে খুব ভালো মানুষ। আর সেন্যোরা রাজকুমারী বদল না হলে তো খুবই ভালো, আমি যা চাই তা পাব।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচো তোকে একটা কথা বলছি শোন, কাছে আর তুই একটা হাঁদাভোদা যাকগে আমি যা বলেছি তার জন্যে কিছু মনে করিস না, আমি তোকে সত্যিই স্নেহ করি, ওসব ভুলে যা।

ডন ফের্নান্দো–যাক, এ ব্যাপারে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, রাজকুমারীর ইচ্ছে আমরা আজ রাতটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে যাত্রা করব। সকলেই শ্রদ্ধেয় নাইটের অভিযানে উৎসাহ দেবে এবং তার অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী হয়ে থাকবে। আর রাতে কিছু ভালো কথাবার্তা নিয়ে সময় কাটানো যাবে।

ডন কুইকজোট–আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গ পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে আরো ভালো লাগবে যদি কোনো উপকারে করতে পারি। আমার সম্বন্ধে আপনাদের এমন শ্রদ্ধা দেখে আমি গর্বিত বোধ করছি। আর জীবন দিতে হলেও আমি আপনাদের সেবা করে যাব।

ডন কুইকজোট এবং ডন ফের্নান্দোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মান বজায় রেখে কথাবার্তা চলছিল এমন সময় এক নবাগত অতিথিকে দেখে ওরা চুপ করল!

তার পোশাক দেখে মনে হলো মুরদের রাজ্য থেকে এসেছে কিন্তু সে খ্রিস্টান, গায়ে হাফ–হাতা নীল কোট, তার কলার নেই। নীল লিনেনের ব্রিচেস, ওই রঙের টুপি। খেজুর রঙের মোজা পায়ে, মুরদের মতো একটা তলোয়ার কাঁধ থেকে বুকের ওপর বাঁধা। একটু পরে গাধার পিঠে চেপে পৌঁছল এক নারী, তার পোশাক মুরদের মতো, মুখের ওপর দামি কাপড়ের আবরণ, গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা বোরখা যেমন অভিজাত পরিবারের মেয়েরা পরে।

পুরুষটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বলিষ্ঠ দেহ, মুখটা রোদে পোড়া, বড় গোঁফ এবং সযত্নে ছাঁটা দাড়ি; দেখে মনে হয় ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরলে তাকে অভিজাত বলেই মনে হতো।

সরাইখানায় একটা ঘর চাইলে মালিক বলল যে কোনো খালি ঘর নেই, একথা শুনে একটু দমে গেল আগন্তুক। সে মুর মহিলাকে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করল। লুসিন্দা, দরোতেয়া, মালকিন, তার মেয়ে এবং মারিতোর্নেস অর্থাৎ সরাইখানার

মেয়েরা তার এমন পোশাক দেখে বিস্মিত হলো এবং ওকে ঘিরে দাঁড়াল; দরোতেয়া যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি ভদ্র, ঘর খালি নেই দেখে ওরা যে বিপন্ন বোধ করছে সে বুঝতে পারে এবং বলে–সেন্যোরা, কোনো সরাইখানায় ঘর খালি নেই, তাই বলছি যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন; তারপর লুসিন্দার দিকে ফিরে বলল–রাস্তার চেয়ে অন্তত এখানে থাকা ভালো।

বোরখা পরা মহিলা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়িভাবে রেখে ওদের দিকে মাথা নিচু করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। ওর নীরবতা দেখে এই মেয়েরা ভাবল যে ওই মহিলা নিশ্চয়ই মুর এবং স্প্যানিশ ভাষা জানে না। এতক্ষণে পুরুষ সঙ্গী কাছাকাছি এসে বলল–দেখুন, সেন্যোরা, এই মেয়েটি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, নিজের দেশের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখেনি, তাই আপনাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে না।

লুসিন্দা বলল–অন্য কিছু আমরা জিজ্ঞেস করব না, আমাদের সঙ্গে রাতটা থাকতে পারবে আর এখানে আমরা সব কিছুই ভাগ করে নেব, ও থাকলে আমাদের ভালো লাগবে। এই কথা বলার কারণ এটুকু না বললে আপনারা আমাদের সৌজন্যবোধ নিয়েই প্রশ্ন করবেন।

বন্দি বলে–ওর পক্ষ থেকে এবং নিজের তরফেও আপনাদের এই উদারতার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। এমন সময় আমাদের উপকার করে আপনারা আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। আমি কৃতজ্ঞ।

দরোতেয়া জিজ্ঞেস করল–সেন্যোর, এই নারী খ্রিস্টান না মুর, ওর পোশাক এবং নীরবতা দেখে মনে হচ্ছে খ্রিস্টান নয়।

–পোশাকে আর দেহে মুর হলেও মনে প্রাণে খাঁটি খ্রিস্টান, কারণ এই ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইছে।

লুসিন্দা জিজ্ঞেস করে–তাহলে এখনো দীক্ষিত হয়নি?

বন্দি বলে–আরহেল (আলজির্য়স) ওর মাতৃভূমি, ওখানেই ওদের আদি নিবাস, মৃত্যুভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, আর এর মধ্যে দীক্ষা গ্রহণের সময় বা উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় নি; সুবিধে সুযোগ পেলেই ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে।

বন্দি এবং মুর মহিলা সম্পর্কে বিশদ জানতে সবাই আগ্রহী হয়ে ওঠে, কিন্তু ওরা তখন এত ক্লান্ত যে ওসব কথা জিজ্ঞেস না করে ওদের বিশ্রাম নিতে দেওয়া উচিত ভেবে ওরা তখন আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। দরোতেয়া মহিলার হাত ধরে নিয়ে এসে তার পাশে বসাল এবং মুখের আবরণ খুলে ফেলার অনুরোধ করল। বন্দির দিকে চেয়ে নারী যেন জিজ্ঞেস করে দরোতেয়া কী বলছে। আরবি ভাষায় সে বুঝিয়ে দেয় যে তার মুখের আবরণ খুলে ফেলতে বলছে। এই কথা শুনে সে মুখ অনাবৃত করে, এমন সুন্দর মুখশ্রী দেখে দরোতেয়া ভাবে সে লুসিন্দার চেয়ে সুন্দরী এবং লুসিন্দা ভাবে সে দরোতেয়ার চেয়ে সুন্দরী। অনেকেই ভাবল যে সবার চেয়ে বেশি সুন্দরী এই নবাগতা আর যেহেতু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র তাই পুরুষরা সবাই ওই মুর নারীর প্রয়োজন কী এবং কেমনভাবে তাকে উপকৃত করা যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ডন ফের্নান্দো ওর নাম জিজ্ঞেস করলে বন্দি বলে ওর নাম লেলা সোরাইদা, আর একথা শুনে সেই মেয়েটি সপ্রতিভভাবে বলে–সোরাইদা না, মারিয়া, মারিয়া। সবাইকে ইশারায় জানিয়ে দেয় যে মারিয়া বলে ডাকলেই ও বেশি খুশি হবে।

মেয়েটির ওইটুকু উচ্চারণে যে আকুতি ছিল তাতে সবার, বিশেষত মেয়েদের চোখে জল এসে যায়, মেয়েরা স্বভাতই কোমল এবং মমতাবময়ী আর মেয়েদের দুঃখে তাদের করুণা আর ভালোবাসা খুবই স্বাভাবিক। লুসিন্দা ওকে জড়িয়ে ধরে ওর নাম ধরে বলে–

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারিয়া, মারিয়া।

মুর মেয়ে উত্তরে বলে–হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'সোরাইয়া মাকানগে'–যার অর্থ 'সোরাইদা না।'

রাত হতেই ডন ফের্নান্দোর সহকারী লোকরা সরাইখানার মালিককে ভালো খাবার দিতে বলল। সে সাধ্যমত সবার মন রাখতে চায়। সরাইখানায় গোল কিংবা চৌকো টেবিল না থাকায় একটা লম্বা টেবিলে কাপড় পেতে সবার একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা করে দিল। সবার মাঝখানে বেশ ঘটা করে ডন কুইকজোটকে বসার অনুরোধ করা হলো, যেহেতু তিনি রাজকুমারী মিকোমিকোনার রক্ষাকর্তা তাই তাঁর ইচ্ছে পাশে বসবে রাজকুমারী, তাই হলো, তার পাশে লুসিন্দা এবং সোরাইদা, তাদের সামনাসামনি ফের্নান্দো এবং কার্দেনিও এবং তারপর বসল বন্দি, অন্যেরা এবং তাদের পাশে পাদ্রি এবং পাপিত। এইভাবে সবাই একসঙ্গে বসে খুব তৃপ্তিসহকারে নৈশভোজ শেষ করবে। তারা সবাই খেথে কেথে ডন কুইকজোটের দিকে চেয়ে তার কথা শুনতে লাগল। খাবার দিকে তেমন মন ছিল না নাইটের ছাগপালকদের সঙ্গে খেতে খেতে যেমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন এখন সেইরকম এক ভাব তাঁকে উদ্দীপিত করল, শুরু হলো তাঁর কথা–

–সেন্যোরা এবং সেন্যোরাবৃন্দ, ভ্রাম্যমাণ–নাইটের পেশা গ্রহণ করলে মাঝে মাঝে বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। যদি তা না হয় তাহলে বাইরের কোনো মানুষ এই দুর্গে ঢুকে এইভাবে একসঙ্গে সবাইকে বসে খেতে দেখলে অবাক হবে না? ভাববে না আমরা কে? কেউ বুঝতে পারবে যে আমার পাশে বসেছেন এক বিখ্যাত রাজকুমারী আর আমি বিশ্ববিখ্যাত বিষণ্নবদন নাইট? মানুষ আজ পর্যন্ত যে বড় বড় কাজ আবিষ্কার করেছে তা ছাড়িয়ে যায় আমাদের অভিযান। কারণ এতে আছে বিপদের সম্ভাবনা। অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে বলেই অন্যান্য পেশার চেয়ে ভ্রাম্যমাণ–নাইটের পেশা বেশি সম্মানজনক। যারা বলে লেখাপড়া অস্ত্রচালনার চেয়ে বেশি দামি তারা জানে না কী বলছে। যেই হোক সেই ব্যক্তি, ব্যাপারটা সম্যক না বুঝে মন্তব্য করে বসে। তাদের মতে মস্তিষ্কের শক্তি দেহের চেয়ে বেশি এবং যারা অস্ত্র চালনা করে তাদের বুদ্ধি কম থাকলেও চলে, কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্র চালনার কাজে চাই ধৈর্য আর সহনশীলতা, এটা আসে বোঝাপড়া থেকে। যে সৈনিকের ওপর একটা সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব থাকে অথবা একটা অবরুদ্ধ নগরীকে রক্ষা করতে হয় সেখানে মস্তিস্ক যেমন লাগে তেমনি লাগে শরীর। যদি তা না হয় তবে আরেকটু গভীরে ভাবতে হবে। শত্রুর লক্ষ্য কী, কী তাদের শঙ্কা–এসব ভাবনার কাজ, বোঝাপড়ার কাজ, শরীর এখানে গৌণ। তাই আমার বক্তব্য পণ্ডিতদের মতো যোদ্ধাদেরও বুদ্ধিমান হতে হয়। এখন দেখা যাক পণ্ডিত আর যোদ্ধার মধ্যে কার বুদ্ধি বেশি কাজে লাগে। বুঝতে হবে

কার কী উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যটি মহৎ নাহলে লক্ষ্য মহান হতে পারে না। পণ্ডিতের লক্ষ্য বস্তুর পরিসর মাপা.....

....আমি কিন্তু স্বর্গীয় ভাবনার কথা বলছি না, ওটা আত্মা এবং খোদা সম্পর্কিত, এর সঙ্গে পার্থিব কোনো কিছুর তুলনা টানা চলে না, আমি বলছি এই পৃথিবীর মানুষের শিক্ষার গতিপথের কথা। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের জন্যে সুবিচারের মানদণ্ড তৈরি করে তা সুরক্ষিত করা এবং এর জন্যে প্রয়োজন ভালো আইনি ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যটি নিঃসন্দেহে মহান, উদার এবং প্রশংসনীয়, কিন্তু যোদ্ধার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ তার লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যা মানুষের সবচেয়ে বেশি কাম্য। আর তাই মানুষ দেবদূতদের কাছে পেল রাত্রির অন্ধকার যা আমাদের কাছে এলো দিনের আলো হয়ে। তারা বাতাসের গায়ে গায়ে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়ে উঠল, 'ওই ঊর্ধ্বে যেখানে খোদার আবাস তার জয় হোক আর যে সব মানুষের সদিচ্ছা আছে তাদের পৃথিবীতে নেমে আসুক শান্তি, স্বর্গমর্তের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাঁর অনুগত সৎ মানুষের শেখালেন যে তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে বলুক–'এই গৃহে শান্তি নামুক', বার বার তিনি বলতে লাগলেন–'আমার শান্তি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা গ্রহণ করো, তোমাদের সকলের জীবনে শান্তি আসুক।' যেন এক মুক্তো নেমে এলো তাঁর হাত থেকে, এই অমূল্য মুক্তো ব্যতীত পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে মঙ্গল হতে পারে না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই শান্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, যুদ্ধ আর অস্ত্রশস্ত্র তাই একইসঙ্গে উচ্চারিত। যুদ্ধের শেষ শান্তি তে–এই সত্যটি উপলব্ধির, লেখাপড়ার শেষও এইখানে। এবার দেখা যাক পণ্ডিত ব্যক্তির শরীরের কতটা শক্তিক্ষয় হয় আর যোদ্ধারইবা কতটা হয় এবং আপনারাই ভেবে দেখুন কার কষ্ট বেশি।

ডন কুইকজোট বলার ভঙ্গি আর শব্দ চয়ন এমন সুন্দর যে শ্রোতাদের কারো মনে হয়নি যে তিনি পাগল। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই অস্ত্রবিশারদ বলে ওরা খুব মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছিল। তারপর তিনি আবার শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য–তাই বলছি পড়ুয়ার কষ্ট কীরকম দেখা যাক, প্রথম বাধা দারিদ্র্য, সকলেই যে দরিদ্র এমন কথা ঠিক নয়, তবে আমি চরম দারিদ্র্যের কথা বলছি, এর চেয়ে বেশি কিছু না বলাই বোধহয় ভালো। কারণ এজন্যই তার জীবনে সুখ বলে কিছু থাকে না। কখনো তার খাদ্যাভাব, কখনো শীতবস্ত্রের অভাব, আবার কোনো সময় সবগুলো একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু এও যথেষ্ট নয়, হয়তো কখনোসখনো সে খেতে পায় ধনীদের উচ্ছিষ্ট যা একজন ছাত্রের পক্ষে চরম অবমাননাকার। কারণ লোকে বলে এরা পরের এঁটোকাঁটা খেয়ে বেঁচে আছে, এর চেয়ে লাঞ্ছনার আর কিছু হতে পারে না। ওরা আগুনের উত্তাপ পায়, তাতে শরীরটা পুরো উষ্ণ না হলেও ঠাণ্ডাটা কম লাগে আর ওরা মাথার ওপর একটা ছাদ পায়, খোলা আকাশের নিচে ঘুমোতে হয় না। জামা-কাপড় আর জুতো নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। কারো ভাগ্য ভালো হলে কখনো একটা দুটো মহাভোজের সুযোগ মিলে যেতেও পারে। আমি যে পথের বিবরণ দিলাম তা বড় রুক্ষ, করুণ, কখনো হোঁচট খেতে হয়, কখনো পিছলে পড়তে হয়, তারপর একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত ডিগ্রি তারা পায়, আমরা দেখেছি অনেকেই এমন দুস্তর পথ পার হয়ে, কত বিপদের সম্ভাবনা সহ্য করে এমন একটা উচ্চপদ লাভ করে যেখান থেকে সে শাসনযন্ত্র

চালাবার খানিকটা অধিকার পায়। ক্ষুধার কষ্ট আর থাকে না, ঠাণ্ডার কষ্ট পেরিয়ে উত্তাপ উপভোগের সুযোগ পায়, বস্ত্রের অভাব কাটিয়ে পোশাকের আতিশয্যের মধ্যে তার দিন কাটে, আরামে ঘুমোবার জন্যে পায় নরম বিছানা। এইসব তার বিদ্যার পুরস্কার। কিন্তু যোদ্ধা কী পায়? কাজের তুলনায় তার প্রাপ্তি অনেক কম, এখন আমি সে কথাই বলব।

৩৮

ডন কুইকজোট আগের রেশ ধরে বলতে লাগলেন–একজন পড়ুয়ার দারিদ্র্য এবং অন্যান্য বিষয়ে বলার পর এবার দেখা যাক একজন যোদ্ধা কি তার চেয়ে ধনী? আমরা দেখব ওর মতো দরিদ্র কেউ হতে পারে না, তার বেতন বলার মতো নয়, সেটা কখনো দেরিতে আসে, কখনো বা আসেও না। তা সত্ত্বেও তার মাথা উঁচু রাখতে হয় বেবিক আর জীবনের বিশাল ঝুঁকি নিয়ে তাকে কাজ করে যেতে হয়। বস্ত্রের এমন অভাব যে তাকে ফুটোফাটা কোট আর জামা গায়ে দিয়ে ছুটির দিনগুলো কাটাতে হয়। শীতের সময় আকাশের নিচে তার শরীরটা উষ্ণ রাখার বিশেষ কিছুই থাকে না, ঠাণ্ডায় তার মুখ নিঃসৃত হাওয়া ছাড়া গরম আর কিছুই থাকে না, আমি নিশ্চিত যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপলেও তাকে বাইরে বেরিয়ে যেতেই হয়। আরো লক্ষ করুন রাত্রে সে কী পায়। দিনের কষ্ট লাঘব করার জন্যে পা ছড়িয়ে শোবার মতো জায়গা সে পায়, তার নিজের কোনো দোষ না থাকলে বিছানার চাদরটা তার একার পক্ষে ছোট নাও হতে পারে, গড়াগড়ি দেওয়ার মতো জায়গা তার কপালে জোটে আর বিছানার চাদর হারাবার ভয় থাকে না। কিন্তু দিন শুরু হতেই নিয়মমাফিক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে দৈহিক কসরত করতে হয় যাতে তার একটা পদোন্নতি হয়, তার সম্মানের প্রতীক হিসেবে রোঁয়া ওঠা কাপড়ের টুপি ওঠে মাথায়। বুলেটের আঘাতের ছেঁদা চাপা দেওয়া থাকে, হয়তো সে আহত হয়ে থাকবে একদিন, হয়তো তার একটা হাত বা পা কাটা যাবে। আর যদি খোদার কৃপায় তার দেহখানা অক্ষত থাকে তবে আগের মতোই দরিদ্র অবস্থায় তার দিন কাটবে আর অনেক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে, সবসময় জয়ী হবে তার নিশ্চয়তা নেই, যদি হয়, লুট করা মালের ভাগ পাবে। আপনাদের আমি অনুরোধ করছি, বলুন তো যতজন যোদ্ধার প্রাণ যায় তার তুলনায় কজন যুদ্ধের পুরস্কার পায়? আপনারা অবশ্যই বলবেন কোনো তুলনা হয় না, মৃত সৈনিকদের কোনো হিসেব মেলে না। কিন্তু যারা পুরস্কার পায় তাদের সংখ্যা তিন অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে উল্টোটাই ঘটে, যারা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে তারা বেঁচে থাকার মতো বেতন পায়, তাই বলতে চাইছি যে যোদ্ধার কাজের তুলনায় তার প্রাপ্তি অনেক কম। এর উত্তরে বলা যায় তিরিশ হাজার সৈনিকের চেয়ে দুহাজার শিক্ষিত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা অনেক সহজ। শিক্ষিত মানুষরা পেশার জন্যে বেতন পান আর এই বেতনের অর্থ দেয় জনসাধারণ কিন্তু সৈনিক বেতন পায় তার মালিকের কাছে এবং এই সমস্যাটা আমার যুক্তিকে নির্ভুল প্রমাণ করে। যাক, এই বিষয়টা আপাতত বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আসি। কারণ এটা একটা মস্ত ধাঁধা। দেখা যাক অস্ত্র কেন শিক্ষার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়, এ বিষয়ে মতৈক্য হতে পারে না কারণ

দুদিকেই অনেক যুক্তি দিয়ে বিতর্ক চালানো যেতে পারে। পণ্ডিতরা বলবেন যে যুদ্ধের নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করার জন্যে শিক্ষা দরকার। এর উত্তরে অস্ত্রের যুক্তি হলো এর সাহায্যেই প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, নগর, রাস্তাঘাট, সমুদ্রপথ সব সুরক্ষিত থাকে, যদি অস্ত্র না থাকত তাহলে কিছু রক্ষা করা যেত না এবং একসময় বিশৃঙ্খলা আর যুদ্ধ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করত। এসব নিয়ে অতীতে অনেক তর্ক হয়েছে, তবে যে পেশায় ক্ষতি বেশি তার দামও বেশি। একথা অবশ্যই মানতে হবে যে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্যে মানুষকে মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হয়, তাকে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হয়, অন্নবস্ত্রের অভাব সইতে হয়, মাথা ঘোরার রোগ হয়, পাকস্থলী দুর্বল হয় এবং আরো কত রকমের বাধা তাকে সইতে হয় যার কিছুটা আমি আগে আপনাদের বলেছি। একজন ছাত্র লেখাপড়ার সময় যা সহ্য করে কিংবা অর্থব্যয় করে–সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এক ভালো সৈনিক হওয়ার কষ্ট এবং ব্যয়, তাছাড়া এই দুই পেশায় তুলনা হতে পারে না; কারণ সৈনিকের জীবনটাকেই বাজি রাখতে হয়। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে কি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়? যেমন কোনো এক স্থানের সুরক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখে শত্রুপক্ষ তার পাশে মাইন নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তার নড়া চলবে না, বিপদ জেনেও তার কর্তব্যস্থল থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। বড় জোর সে তার ক্যাপ্টেনকে বলে প্রতি–আক্রমণের ব্যবস্থা করতে পারে আর সেই সময়ও তাকে ভয় আর প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; মুহূর্তের জন্যে সে মেঘের রাজ্যে উঠে আবার ধপাস করে মাটিতেই পড়ে যায়। এটাকে একটা তুচ্ছ বিপদ ভাবলে বলতে হয় সমুদ্রে দুই জাহাজ মুখোমুখি হলে সৈনিক কীভাবে একটা ছোট্ট খুপরির মধ্যে দাঁড়িয়ে শত্রু সৈন্যের দাপাদাপি দেখেও সরতে পারে না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার নড়ার সুযোগ নেই, পা একটু পিছলে গেলে নেপচুনের রাজ্যে গিয়ে পড়বে সে, তবুও সে শৌর্য আর গৌরব অবলম্বন করে সরু পথ দিয়ে শত্রুর জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু যা আমাদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জাগায় তা হলো একজন শেষ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ আরেকজন, তারপরে আরেকজন, মৃত্যুর মিছিলে কোনো ফাঁক থাকে না, এমন স্থৈর্য আর বীরত্ব এবং সাহস অন্য যুদ্ধে দেখা যায় না। অতীতের দিনগুলো এত বিপজ্জনক ছিল না যখন ভয়ঙ্কর গুলিগোলা আবিষ্কৃত হয়নি, যে মানুষ ওইসব আবিষ্কার করেছিল এখন সে নরকের অন্ধকারে পচছে বলে আমি খুশি, সেই বদমায়েশটা এখন তার কর্মফলের শাস্তি পাচ্ছে; ওর আবিষ্কারের ফলে এক জঘন্য নীচমনা মানুষের হাতে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাটির মৃত্যু ঘটে যায়। সাহস আর বীরত্বের মাঝে এক সাধারণ সৈনিক গুলি করে পালিয়ে যায়, ওখানে দাঁড়াবার সাহসটুকু তার থাকে না, কেউ বুঝতেও পারেনা কীভাবে কোথেকে হঠাৎ একটা গোলা এমন এক মূল্যবান জীবন নিয়ে নিল যে দীর্ঘদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারত। এসব বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি ভ্রাম্যমাণ নাইটের পেশা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করি, কারণ এ এক ভ্রষ্ট সময়, আমি ভয় পাই না কিন্তু আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে গুলিগোলা আমার খ্যাতির কিছুটা হরণ করতে পারে। কারণ আমি এই হাত আর তরবারির জোরে বিশ্ববিখ্যাত হতে চেয়েছিলাম। খোদা যা চান তাই ঘটবে, আমি স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে বেরিয়েছি, যত বেশি বিপদের সম্মুখীন হব

ততই আমার খ্যাতি বাড়বে, পূর্বসূরিদের যশ আমার তুলনায় ম্লান হয়ে যাবে। অন্যেরা যখন রাতের খাবার খাচ্ছিল তখন ডন কুইকজোট এই ভূমিকার অবতারণা করেছিলেন, খাওয়ার দিকে ওঁর মন নেই দেখে সানচো পানসা ওকে খেতে অনুরোধ করে বলল যে খাওয়ার পর কথা বলার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। অভিশপ্ত ভ্রাম্যমাণ নাইটদের প্রসঙ্গ উঠলেই যে মানুষটির মধ্যে এক অদ্ভুত পাগলামো দেখা যায় তার এমন স্বচ্ছ বোধ দেখে এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনে সবাই অভিভূত। পাদ্রিবাবা নিজে একজন গ্র্যাজুয়েট পণ্ডিত হলেও ডন কুইকজোটের যুক্তি মেনে স্বীকার করলেন যে অস্ত্রের স্থান পাণ্ডিত্যের ওপরে। রাতের খাবার ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, খাবার টেবিলের কাপড় তুলে নেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিক, তার স্ত্রী, মেয়ে এবং মারিতোর্নেস সবাই ঠিক করল যে ডন কুইকজোটের বড় ঘরটায় শোবে, ডন ফের্নান্দো বন্দিকে তার জীবনের কথা বলতে অনুরোধ করল। তার ধারণা যে সোরাইদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলেই কাহিনীটা দারুণ মজাদার হবে। বন্দি বলতে আগ্রহী তবে তার ভয় হচ্ছে তার জীবনকাহিনী হয়তো তাদের ভালো নাও লাগতে পারে। পাদ্রিবাবা এবং অন্যান্য সবাই তার জীবনের গল্প শুরু করতে বলল। এত লোক তাকে বাবার বলছে দেখে সে বলল–এত করে বলার দরকার নেই, আপনারা শুনতে চেয়েছেন এটাই যথেষ্ট। তাহলে আমি শুরু করছি, আপনারা মন দিয়ে শুনুন, এটা গল্প না, সত্যি ঘটনা, আমি যা বলব এর মধ্যে বানানো কিছু নেই আর এতে তেমন কল্পনার কিছু পাবেন না, শিল্পকলা তেমন নেই তবে যা পাবেন তা সত্যি হলেও গল্পেরই মতো শোনাতে পারে।

ওর কথা শুনে সবাই খুব শান্ত হয়ে বসল, বন্দি সবাইকে মনোযোগী দেখে খুব মিষ্টি স্বরে বিনীতভাবে তার জীবনের কথা আরম্ভ করল।

AMARBOI.COM

৩৯

আমাদের পরিবারের আদি নিবাস লেওনের পার্বত্য অঞ্চলে, সেখানে সৌভাগ্যের চেয়ে অনুকূল ছিল প্রকৃতি, সেই জায়গার ঘনবদ্ধ লোকালয়ে ধনী বলে আমার বাবার একটা খ্যাতি ছিল, সত্যি তা হতে পারতেন যদি মিতব্যয়ী হয়ে জোতজমির রক্ষণাবেক্ষণে মন দিতেন। তা হয়নি কারণ যৌবনে সৈন্যবাহিনীতে থাকায় বৃদ্ধ বয়সে উদারতার অছিলায় দুহাতে খরচ করেছেন। যুদ্ধ এমন এক শিক্ষালয় যেখানে সঙ্কীর্ণমনাও হয়ে যায় উদার, উদার হয়ে যায় উড়নাচণ্ডী, দারিদ্র্য–পীড়িত সৈন্য খুবই বিরল। আমার বাবা উদারতার সীমা ছাড়িয়ে হয়ে গিয়েছিলেন অপব্যয়ী, বিবাহিত মানুষের পক্ষে এর ফল মারাত্মক কারণ সন্তান-সন্ততি তার উত্তরাধিকার বহন করে। আমরা তিন ভাই, তিনজনই সম্পত্তির অধিকারী, ওই একমাত্র আয়ের উৎস। বাবা তাঁর ব্যয় সঙ্কোচন করার উপায় হিসেবে সম্পত্তি ভাগ করার পরিকল্পনা করলেন, বীর আলেক্সজান্ডার পর্যন্ত সম্পত্তি ছাড়া অসহায় হয়ে পড়তেন (অমিতব্যয়ী বলে খ্যাত আলেক্সজান্ডার)। যাই হোক একদিন আমাদের তিন ভাইকে নিজের ঘরে ডেকে বাবা আমাদের বললেন–তোমরা আমার প্রিয় সন্তান, তোমাদের মঙ্গল হবে বলে আমি সম্পত্তি ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের সম্পত্তি শুধু আমার দখলে থাকবে কেন, তাই অনেকদিন ভেবে

এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তো তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গলের জন্যে দায়ী, সুতরাং এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সম্পত্তির চারটি অংশ হবে–তিনটি সমান অংশ তিন ভাই পাবে, আর আমার জন্যে থাকবে এক ভাগ, কতদিন বাঁচব খোদা জানেন, যদ্দিন বাঁচব ওই সম্পত্তির আয় থেকেই আমাকে চালাতে হবে। আমার ইচ্ছে তোমরা যে যার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে শুধু বসে থাকবে না, তোমাদের একটা পথের সন্ধান দিচ্ছি। আমাদের এই স্পেনে অনেক প্রবাদের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান প্রবাদ আছে–'গির্জা অথবা সমুদ্র কিংবা রাজপ্রাসাদ।' দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে এইসব প্রবাদ তৈরি হয় বলে এগুলো কখনো মিথ্যে হয় না। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়–'যে অর্থবান এবং যশস্বী হতে চায় তাকে ঢুকতে হবে যাজকের কাজে কিংবা বাণিজ্যের খোঁজে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে অথবা রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ রাজার অধীনে কোনো কাজ নিতে হবে।' কারণ আরো বলা হয়েছে–'রাজপ্রাসাদের ভুসি চাষির ফসলের চেয়ে দামি'। এই কথাটা বলছি এইজন্যে যে তোমাদের মধ্যে একজন যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, একজন করবে ব্যবসা আর একজন রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। কারণ রাজপ্রাসাদের কাজ পাওয়ার সুযোগ এখন খুবই কম, যুদ্ধে প্রচুর অর্থাগম হয় না বটে তবে সম্মান আর যশ বাড়ে।

আগামী আটদিনের মধ্যে তোমাদের অর্থ আমি সমান ভাগ করে দেব, একটা পাই পয়সাও মার যাবে না। এখন বলো আমার প্রস্তাব তোমাদের কেমন লাগছে। আমি বড় বলে প্রথমে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে নিজের ব্যয় হ্রাস করতে হবে না, আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ব। এই সম্মানজনক পেশায় যোগ দিয়ে খোদার কৃপায় রাজার সম্মান বৃদ্ধি করব। আমার মেজোভাইও আমার মতো সম্পত্তির ভাগ চায় না, সে বাণিজ্যে যাবে ইন্দিয়োসদের দেশে। ছোটভাইকে আমার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়, সে গির্জায় যোগ দেবে, তার আগে সালামাঙ্কায় গিয়ে লেখাপড়াটা শেষ করবে। এইসব কথা শুনে আমার বাব তিনভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর কথামত প্রত্যেককে তিন হাজার দুকাদো করে দিলেন, সবটাই নগদ; আমার এক কাকা সম্পত্তি কিনে নেওয়ায় টাকা পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি আর সম্পত্তিটাও বাড়ির বাইরে গেল না। বাবার কছ থেকে বিদায় নেবার আগে ভাবলাম তাঁর ওই টাকাতে কুলোবে না, তাই আমার থেকে দু'হাজার দুকাদো দিলাম, বাকি টাকায় আমার যুদ্ধে যাওয়ার পোশাক ইত্যাদি যা দরকার কেনার পক্ষে যথেষ্ট। আমাকে অনুসরণ করে মেজো এবং ছোট হাজার দুকাদো করে বাবাকে দিল, ফলে নগদ চার হাজার এবং জমিতে তিন হাজার দুকাদো রইল বাবার হাতে। তিনি ওই সম্পত্তি বেচবেন না বললেন। আমরা বাবা ও কাকার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এই বিদায়ের সময় দুপক্ষেই যথেষ্ট চোখের জল পড়ল, দু'পক্ষের বিচ্ছেদ ঘরের মধ্যে যে একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতার জন্ম দেবে তার কল্পনায় আমাদে সবারই মনোবেদনা প্রকট হয়ে উঠল। ওঁরা আমাদের সব খবর নিয়মিত পাঠাতে বললেন, আমরাও কথা দিলাম, বৃদ্ধ পিতার আশীর্বাদ নিয়ে একভাই সোজা চলে গেল সালামাঙ্কায়, অন্যজন গেল সেভিইয়া আর আমি গেলাম আলিকান্তে। ওখানে শুনলাম উল বোঝাই করে একটা জাহাজ যাবে জেনেয়ায়।

এখন থেকে বাইশ বছর আগে আমি বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, এই সময়ের মধ্যে অনেক চিঠি লিখেছি, বাবার এবং ভাইদের কোনো উত্তর পাইনি, আমি তাদের কোনো খবর জানি না। আপনাদের সংক্ষেপে বলছি এই বছরগুলোতে আমার জীবনে কী ঘটেছে। আলিকান্তে বন্দরে জাহাজে উঠে খুব ভালোভাবে জেনোয়াতে পৌঁছলাম, ওখান থেকে গেলাম মিলান, ওখান থেকেই যুদ্ধের সাজ এবং অস্ত্র কিনে নিলাম, সেখানের কাজ চুকিয়ে পিয়োমোনতে এসে সেনাবাহিনীতে যোগ দেব ভেবেছিলাম, আলেহান্দ্রা দে লা পাইয়া পর্যন্ত এসে শুনলাম যে আলবার মহান ডিউক চলেছেন ফ্লান্দেস অভিমুখে। আমার পথ বদলে গেল; তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলাম; সেই যুদ্ধে মৃত্যু হলো এগেমোন এবং ওরনেসের কাউন্টের শেষে দিয়েগো দে উরবিনা নামে গোয়াদালাহারার এক বিখ্যাত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম; কিছুদিন পর ফ্লান্দেসে (ফ্ল্যান্ডার্স) পৌঁছলাম, ওখানে একটি সুসংবাদ এসে পৌঁছল, পোপ পঞ্চম পাইয়াস এর সঙ্গে স্পেনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, ওদের যৌথ অভিযান হবে তুর্কিদের বিরুদ্ধে, ওরা দখল করে নিয়েছিল সাইপ্রাস দ্বীপ, ওটা ভেনেসিওদের অধীন ছিল, এই পরাজয় খ্রিস্টান ধর্মের ওপর এক চরম আঘাত। পবিত্র যৌথ বাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন শান্ত মানুষ অস্ট্রিয়ার ডন হুয়ান তিনি আমাদের রাজা ডন ফিলিপের সহোদর। এই যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলল, এত বড় সুযোগে আমার কপাল খুলবে ভেবে খুব উত্তেজিত বোধ করলাম, মনে হলো যদি ক্যাপ্টেনের পদ শূন্য হয় আমি তা পেতে পারি কিন্তু একসময় সেইসব লোভ পরিত্যাগ করে আমি ফিরে এলাম ইটালিতে। সেই সময় সৌভাগ্যবশত অস্ট্রিয়ার ডন হুয়ান জেনোয়ায় এসে পৌঁছেছেন, নেপলসে গিয়ে তিনি ভেনিসের নৌবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন, মেসিনাতে দুই বাহিনীর মিলন ঘটল। আসল ব্যাপার হলো যে লেপান্তোর বিখ্যাত যুদ্ধে যোগ দিয়ে আমার পদোন্নতি ঘটল, আমি স্থলবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ লাভ করলাম। যোগ্যতার চেয়ে বেশি সুযোগ আমি পেলাম। সেই সময় সারা পৃথিবীতে একটা ভুল ধরাণা ছিল যে নৌযুদ্ধে তুর্কিদের পরাজিত করা অসম্ভব। সেই ভুল ভাঙিয়ে দিল খ্রিস্টান বাহিনী, অটোমান সাম্রাজ্যের অহঙ্কার সেদিন চূর্ণ হলো, খ্রিস্টান জগৎ আনন্দে মেতে উঠল, জীবিত সৈনিকদের চেয়ে নিহতদের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পেল, তারা বিজয়ীর সম্মান পেল, আমি এক হতভাগ্য সৈনিক, আশা করেছিলাম রোমান যুগের এক মুকুট আমার মাথায় উঠবে, আমি সেই রাতে হলাম বন্দি, আমার পা বাঁধা হলো শেকল দিয়ে আর হাত বাঁধা পড়ল হাতকড়ায়, এরপর কী ঘটল শুনুন—আলজিয়র্সের রাজা উচালি ছিল খুব সাহসী এক জলদস্যু, সে মাল্টার নৌবাহিনী আক্রমণ করে তিনজন নাইট ব্যতীত সবাইকে হত্যা করল, মারাত্মকভাবে যারা জখম হয়েছিল তাদের তুলে নিল হুয়ান আনদ্রেয়ার নৌবাহিনী, আমিও দলবল নিয়ে ওদের কাছে আশ্রয় নিলাম, ওখান থেকে আমি শত্রুজাহাজে উঠে পড়লাম। ওটা আমাদের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আমার সহকারী সৈনিকদের আমার সঙ্গে আসতে বাধা দেওয়া হলো, অনেক শত্রুর মাঝখানে আমি একা, ওদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করার ছিল না, আমি আহত হয়ে উচালির হাতে বন্দি হলাম; বিজয়োল্লাসে মত্ত সৈনিকদের মধ্যে আমি একা বিষাদগ্রস্ত, এত স্বাধীন মানুষের মধ্যে আমি একমাত্র বন্দি, সেদিন পনের হাজারেরও বেশি খ্রিস্টান বহু

প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সুখ পেল, তুর্কিদের পরাজিত করার আনন্দের উদ্বেল হলো। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো কনস্টান্টিনোপলে। সেখানে আমার মনিব উচালিকে বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ দেওয়া হলো। তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করল মহান তুর্কি সেলিম। (এখানে ১৫৭১ থেকে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনার কথা বলা হয়েছে।) দ্বিতীয় বছরে নাভারিনোর সেনাবাহিনীর অধীনে বন্দি হয়ে এলাম। সেখানে আমি খ্রিস্টানদের ভুল ধরতে পারলাম, তারা তুর্কিদের সব নৌবাহিনীকে সমূলে পরাজিত করার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া হতে দিয়ে জলদস্যুদের পালাবার সুযোগ করে দিল। খোদার ইচ্ছেয় আর খ্রিস্টান জগতের পাপকর্মের ফলে এমন অঘটন ঘটে গেল, খ্রিস্টান সৈন্যাধ্যক্ষের দোষে এমনটা ঘটেনি। উচালি নাভারিনোর নিকটবর্তী মোদন দ্বীপ অভিমুখে রওনা হলো, সেখানে পৌঁছে তার পরিচালনায় সৈনিকরা বন্দর অবরুদ্ধ করল, ডন হুয়ান না ফেরা পর্যন্ত সে এবং তার সৈন্যবাহিনী নিরাপদে রইল। ডন হুয়ানের নৌবাহিনীর জাহাজের নাম 'লা প্রেসা' তার ক্যাপ্টেন ছিল বিখ্যাত বারবারোহার পুত্র, নেপলস্-এর নৌবাহিনী 'লা লোবা' (মাদি নেকড়ে) সেটা দখল করে নিল, জয়ী হলো যুদ্ধের বজ্রস্বরূপ সৈনিকদের পিতৃতুল্য, অপরাজেয় বড় সুখী ডন আলভাবোরা দে বাসান, সান্তা ক্রুসের মার্কুইস তিনি। 'লা প্রেসা'র কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বারবারোহার পুত্র এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ যে বন্দিদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করত; তারা প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছিল, 'লা লোবা' (মাদি নেকড়ে) নামের জাহাজটিকে এগিয়ে আসতে দেখে, 'লা প্রেসার' কম্যাণ্ডার ধরা পড়ার ভয়ে, ডেকে পায়চারি করতে করতে সবাইকে জোরে দাঁড় বাইবার আদেশ দিল, কাছাকাছি এসে এই জাহাজের বন্দিরা হাতে হাতে ধরাধরি করে জাহাজের ডেকে উঠল, তাদের ঘুসির আঘাতে সে মারা গেল। এটা সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দয় ব্যবহারের ফল। বন্দিরা ঘৃণা করত তাকে।

এরপর আমরা ফিরে এলাম কনস্টান্টিনোপলের পরের বছর অর্থাৎ ১৫৭৩ সালে সংবাদ এসে পৌঁছল যে অস্ট্রিয়ার ডন হুয়ান টিউনিস অধিকার করে তুর্কিদের রাজ্য জয় করে নিল এবং তার দায়িত্ব দেওয়া হলো মুলে হাতেম নামে সেনার হাতে, মুর সৈনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী মুলে হামিদার সব উচ্চাশা বিনষ্ট হলো। অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে এই যোদ্ধা খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিল, ভেনিস-এর খ্রিস্টানরা এই শান্তি চুক্তি সানন্দে গ্রহণ করল।

পরের বছর অর্থাৎ ১৫৭৪ সালে তুর্কিরা গোলেতা আক্রমণ করে তিউনিসে ডন হুয়ানের অর্ধ সমাপ্ত দুর্গ অধিকার করে নিল। এত সব ঘটনা চলাকালীন আমি জাহাজে দাঁড়টানা ক্রীতাদস, আমার মুক্তির কোনো আশা ছিল না, অন্তত আমার মনে হয়নি যে বন্দি বিনিময়েরে ফলে আমি ছাড়া পাব; আমার দুর্ভাগ্যের কথা বাবাকে কিছুই জানাইনি। লা গোলেতা শহর এবং দুর্গের পতন ঘটল, পঁচাত্তর হাজার ভাড়াটে সৈন্য ছিল তুর্কি, তাছাড়াও আফ্রিকার উপকূল থেকে আরবীয় এবং মুর সৈন্যসংখ্যা ছিল চার লক্ষের (৪,০০,০০০) বেশি। তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই প্রস্তুত হয়েছিল, এত সৈন্য সমাবেশে গোলেতা প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল। আগে যে দুর্গকে দুর্ভেদ্য মনে হয়েছিল তার পতন ঘটল, যারা রক্ষা করছিল এই দুর্গ তারা প্রাণপণ লড়াই করেছিল, তাদের

AMARBOI.COM

কোনো দোষে পতন ঘটেনি, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বালি মাটিতে ট্রেঞ্চ খোঁড়া সহজ এবং তুর্কিরা বালির বস্তার পর বস্তা বসিয়ে দুর্গের মাথায় উঠে দখল নিল, ওদের বাইরে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু দুর্গের ভেতর কেউই আর নিরাপদ রইল না। দুর্গের অভ্যন্তরে মাত্র সাত হাজার সৈন্য ছিল, তারা বলেছিল বাইরে থাকলে তারা শত্রুসৈন্যকে এই দুর্গ অধিকার করতে দিত না, কিন্তু এটা এক অবাস্তব ধারণা। কারণ সংখ্যায় তারা যোগান ছিল না, তার ওপর বিশাল সেনা সমাবেশ এবং তাদের নিজের দেশের মাটি, কীভাবে এই দুর্গ রক্ষা করবে ওরা?

খোদার আশীর্বাদে স্পেনের এই পরাজয় শাপে বর হলো। এই দেশটার মানুষ যখন চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, সমাজে বিত্তবান আর বিত্তবান আর বিত্তহীনের মধ্যে আকাশছোঁয়া বিভেদ; রাজকোষ শূন্য তখন সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর একটি বিজয়ের স্মৃতিকে অমরত্ব দানের জন্যে ওখানে অত টকা খরচ করা অর্থহীন। বিপুল অর্থ ব্যয় করে পাথরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছিল যাতে সম্রাটের স্মৃতি অনন্তকাল টিকে থাকে। এটা যেন খুব অপরিহার্য মনে করা হতো। তুর্কিরা পঁচিশ হাজার সৈন্যকে হত্যা করে দুর্গের দখল নিল, মাত্র তিনশো সৈনিক বেঁচে ছিল, এরা আহত হলেও এদের সাহস এবং ধৈর্য প্রশংসার যোগ্য। শেষ পর্যন্ত দুর্গটি রক্ষার চেষ্টা করেছিল এই সৈনিকরা। সেই সঙ্গে হ্রদের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট দুর্গেরও পতন ঘটল। ভালোন্সিয়ার খ্যাতনামা সৈনিক ডন হুয়ান সানোগেরার অধীনে ছিল এটি। গোলেতার সৈন্যাধ্যক্ষ ডন পেদ্রো পোর্য়েতোকাররো প্রাণপণ লড়াই করে করে গোলেতা রক্ষা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল; তাকে বন্দি করে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে যাওয়ার সময় দুঃখে এবং লজ্জায় পথের মধ্যেই প্রাণ হারাল। দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ মিলানের নাগরিক গাব্রিও সেরভেইয়োনকেও বন্দি করা হলো, সে একজন প্রথিতযশা ইঞ্জিনিয়ার এবং সাহসী যোদ্ধা। ওই দুর্গ দুটিতে অনেক গুণী মানুষের মৃত্যু ঘটল আর মৃতদের মধ্যে ছিল সান হুয়ানের এক অভিজাত এবং দয়ালু ব্যক্তি পাগান দে ওরিয়া, তার ভাই হুয়ান দে আন্দ্রেয়া দে ওরিয়ান আভিজাত্য এবং উদার মনোভাবের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ছিল কিন্তু এদের মৃত্যু হলো বিশ্বাসঘাতক আরবীয় সৈন্যের হাতে। অথচ ওরা তাকে তাবারকা নামক দুর্গে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই দুর্গটি জেনোয়ার সমুদ্র উপকূলে প্রবালের জন্য খ্যাত, কিন্তু তার মাথা কেটে তুর্কি সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে পাঠানো হলো, এই ঘটনা স্প্যানিশ ভাষায় প্রবাদটির সত্যতা প্রমাণ করে-বিশ্বাসভঙ্গ কোনো এক মানুষকে খুশি করতে পারে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সবার ঘৃণার পাত্র; তাকে জীবিত রেখে তার কাছে না আনার জন্যে সেনাধ্যক্ষ ওই সৈন্যদের ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিল। যে খ্রিস্টানরা ওই দুর্গে বন্দি হলো তাদের মধ্যে পেদ্রো দে আগিলার নামে এক যশস্বী মানুষ ছিলেন, আন্দালুসিয়ার এই সাহসী এবং বুদ্ধিমান মানুষটি কবি হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাম করলাম কারণ আমার সঙ্গে একই জায়গায় যে ক্রীতদাস হিসেবে জাহাজের দাঁড় বাইত। বন্দর ছেড়ে যাবার আগে গোলেতা এবং দুর্গ নিয়ে দুটি সনেট তিনি রচনা করেছিলেন, আমার মুখস্থ আছে, আপনাদের ভালো লাগলে আমি শোনাব।

বন্দির মুখে ডন পেদ্রো দে আগিলারের নাম শুনে ডন ফের্নান্দো তার বন্ধুদের দিকে তাকাল এবং তিনজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সনেট–প্রসঙ্গ শুনে একজন বলল–আপনি যে ডন পেদ্রো দে আগিলারের নাম করলেন তার কী হল?

বন্দি বলল–আমি যতটুকু জানি দু' বছর কনস্টান্টিনোপলের থাকার পর এক সৈনিকের ছদ্মবেশে গ্রিক গুপ্তচরের সঙ্গে সে পালিয়ে গিয়েছিল, সে মুক্তি পেয়েছিল কিনা জানি না। কারণ এক বছর পর তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কী হলো আমি বলতে পারব না।

সেই ভদ্রলোক বলল–যে পেদ্রোর নাম আপনি বললেন সে আমার ভাই, আমাদের গ্রামেই থাকে, বিয়ে করেছে এবং তিন সন্তানের পিতা। সে একজন ধনী মানুষ।

বন্দি বলল–খোদার আশীর্বাদ, যাক, ভালোই হয়েছে তাহলে; আমার মতে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।

সেই ভদ্রলোক বলল–আমার ভাইয়ের সনেট আমার মুখস্থ আছে।

বন্দি বলল–বাঃ, তাহলে আপনি আবৃত্তি করে শোনান, আমার চেয়ে আপনি ভালো বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক বলল–আমার বলতে খুব ভালো লাগবে। গোলেতা সম্বন্ধে সে লিখেছে–

৪০

একটি সনেট
সত্যের সমুজ্জ্বল আলোকবিভায়
জীবনের ভার বয়েছ অক্লেশে
মনের দীপ্তি পেয়েছে স্বর্গের সুষমা
দেবলোক হয়েছে উজ্জ্বলতর তোমার মহিমায়
জীবনের আঘাত পেয়েছ বারবার
হয়েছ ঈর্ষা, ক্রোধ আর কপটতার শিকার
মানবরূপী পিশাচের সিংহার আগুন
এক থেকে একে হয়েছে দাবানল
রক্তস্রোতে ভরে যেত নদী থেকে সাগর!
তবুও তুমি পরাজিত নও
লোকের মুখে মুখে তোমার গৌরব
কাল থেকে কালে তুমি রয়েছ
মৃত্যুর অতীত, তোমার পরাজয় হতো
মানুষের অপমান।

বন্দি বলে–এটা আমি জানি। ভদ্রলোক বলে–এবার বলছি দুর্গের কবিতা যদি মনে থাকে।

একটি সনেট
বন্ধ্যা মাটিতে ধূলিসাৎ দুর্গ
বীরত্বের শয্যায় সুখনিদ্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন হাজার খ্রিস্টান যোদ্ধা
স্বপ্ন বোনে নতুন জীবনের
সমাধির ওপর ফুল ফোটে বিজয়ের।
শত্রুর দীর্ঘ প্রতিরোধ
শৌর্যের অপমৃত্যু
মহান প্রাণ বৃথায় শেষ হয়।
এই যুদ্ধ প্রান্তর অভিশপ্ত
কত যুগের জমাট কান্নায় ভারী
আতঙ্কভূমি, বীরত্বের সমাধি।
তবু খোদা বিমুখ নয় বলে
পৃথিবীর গর্ভে জন্ম হয় বীরের
ইতিহাস গড়ে ওঠে আবার গৌরবের!

সনেটগুলো সবার ভালো লেগেছে। বন্দি তার সহকর্মীর সুখবর পেয়ে সত্যিই আনন্দিত হলো, তারপর সে নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করল;

–দুর্গসহ গোলেতা তুর্কিদের দখলে চলে যাওয়ার পর ওরা ওটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু ওদের মাইন দিয়ে তা করতে পারল না, যত সহজ ভেবেছিল কাজটা মোটেই তা ছিল না, কিন্তু ফ্রাতিন নামে ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নির্মিত নতুন অংশগুলো ধূলিসাৎ করতে তেমন অসুবিধে হয়নি। তুর্কিদের নৌবাহিনী বিজয় অভিযান শেষ করে ফিরে এলো কনস্ট্যানিস্টনোপলের অল্পদিনের মধ্যেই আমার মনিব উচালির মৃত্যু হল; তাকে বলা হতো উচালি ফারতাক্স, তুর্কি ভাষায় যার অর্থ 'নীচ ধর্মত্যাগী,' তাই ছিল সে, কোন দোষ বা গুণ দেখে তুর্কিরা এইরকম নামকরণ করে, এর একটা কারণ আছে, অটোমান বংশের মানুষদের মাত্র চারটে পদবি আছে, এর বাইরের মানুষদের শারীরিক অথবা মানসিক গঠন থেকে নাম দেওয়া হয়। এই 'নীচ ধর্মত্যাগী' এক অভিজাত মানুষের ক্রীতদাস হিসেবে তার জাহাজে দাঁড় টানত, চৌদ্দ বছর ধরে এই কাজ করার পর চৌত্রিশ বছর বয়সে সে ধর্মত্যাগ করে। কারণ দাঁড় টানার সময়ে এক তুর্কি তার মুখে একটা ঘুষি মেরেছিল; তার প্রতি ক্রোধবশত প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই সে ধর্ম ত্যাগ করে; তার প্রবল বিক্রমের ফলস্বরূপ সর্বোচ্চ পদ পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু অভিজাত তুর্কিরা উচ্চপদ পেলেও তাকে যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবুও শেষ পর্যন্ত সে আলজিয়ার্স–এর রাজা, আরো পরে নৌবাহিনীর প্রধান নয়, পদমর্যাদায় সাম্রাজ্যের তিন নম্বরে তার স্থান ছিল। জন্মসূত্রে সে কালাব্রিয়ান, নৈতিকতায় সে ছিল কঠোরমনা, বন্দিদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল মানবিক এবং কোনোভাবেই তাকে নীচ বলা যায় না। তিন হাজারের বেশি ছিল তার বন্দি, তার উইল অনুসারে মৃত্যুর পর তাদে ভাগ করে দেওয়া হয়, 'মহান সেন্যোর,' তার সন্তানেরা এবং ধর্মত্যাগীরা তার অংশ পায়। আমি পড়ি এক ভেনেসীয় ধর্মত্যাগীর ভাগে, এই মানুষটিকে রাজা উচালি খুব ভালোবাসত, সে ছির কেবিন বয়, রাজার নজরে পড়ে সে তার খুব প্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার সমকামী সহচরে পরিণত হয়, পরে সে এমন এক

নিষ্ঠুর ধর্মত্যাগী হয়ে ওঠে যা সচরাচর দেখা যায় না। তার নাম ছিল আসান আগা, (ধর্মত্যাগের আগে এই ভেনেসিওর নাম ছিল আনদ্রেতা, ১৫৭৭ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সে আলজিয়ার্সের রাজা ছিল, সেরভানতেস, স্বয়ং বন্দি হিসেবে তাকে চিনতেন।) প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে শেষে সে আলজিয়ার্সের রাজা হয় এবং আমি তার সঙ্গে চলে আসি, কনস্টান্টিনোপল থেকে স্পেনের নিকটবর্তী আলজিয়ার্সে এসে আমার ভালো লাগে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলার ইচ্ছে আমার ছিল না, কনস্টান্টিনোপল থেকে এখানে এসে যদি আমার কপাল খোলে সেই আশা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করত। কারণ কনস্টান্টিনোপল থেকে অনেকবার পালাবার চেষ্টা করেও আমি পারিনি, এবার এখানে হয়তো সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারব, মুক্তির চেষ্টায় অনেকবারই বিফল হয়েছি কিন্তু মনোবল কখনো হারাইনি, একবার ব্যর্থ হয়ে অন্যভাবে পালাবার চিন্তা করছি, হয়তো আমার ভাবনাগুলো খুব সঠিক ছিল না। কিন্তু আমি বেশ প্রাণবন্ত জীবন কাটাতাম। খ্রিস্টান বন্দিদের যেখানে রাখা হতো তুর্কি ভাষায় তার নাম 'বান্যো,' এছাড়া রাজা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির বন্দিদের জন্যে ছিল 'আলমাসেন,' এইসব ক্রীতদাসরা শহরের বিভিন্ন কাজ করত, এদের মুক্তির সুযোগ ছিল সুদূর পরাহত, এদের কোনো বিশেষ মালিক থাকত না এবং এরা বুঝতে পারত না কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, এই মালিকরা বন্দিবিনিময় প্রথা মানত না কিন্তু রাজার বন্দিদের সে সুযোগ ছিল। আমরা যে 'বান্যো'তে থাকতাম সেখানে গ্রাম থেকে বন্দি আসত, মুক্তির আগে তারা আমাদের সঙ্গে থাকত। রাজার বন্দির মুক্তির লাভের জন্যে বন থেকে কাঠ আনা এবং অন্যান্য শক্ত কাজ করতে বাধ্য হতো। যে সব বন্দিরা বিনিময়ের আওতায় ছিল আমি তাদের একজন, আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে ভদ্রলোকের তালিকায় আমার নাম উঠেছিল। যদিও আমার দারিদ্র্য এই মুক্তির অন্তরায় ছিল। মুক্তির চিহ্ন হিসেবে আমার পায়ে বাঁধা হলো হালকা শেকল, ওখানে আরো অনেক মুক্তিপ্রার্থী ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি থাকতাম। খাদ্যাভাব কিংবা বস্ত্রের অভাবের চেয়ে আমি বন্দিদের ওপর অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা দেখে খুব কষ্ট পেতাম। খ্রিস্টান বন্দিদের ওপর অত্যাচার ছিল নিদারুণ। একদিন কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে, অন্য কাউকে শূলে চড়ানো হচ্ছে, কারো কান কেটে নেওয়া হচ্ছে, সামান্য অজুহাতে আমার মনিব এই রকম শাস্তি দিয়ে মজা পেত, মানুষের জাতশত্রু না হলে কোনো ব্যক্তি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে না। একজন মাত্র স্পেনীয় সৈনিক ওই লোকটির যোগ্য জবাব দিতে পারত, তার নাম সাভেদ্রা (সেরভানতেস নিজেকেই এক চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন)। সে এমন কিছু করেছিল যার জন্যে তুর্কিরা ওকে চিরকাল মনে রাখবে, আমার মনিব তাকে কোনোদিন মারধর করেনি। যদিও আমরা ভাবতাম হয়তো কোনোদিন মালিক ওকে শূলে চড়াবে, তার খামখেয়ালিপনা দেখে আমাদের ভয় লাগত, সেও যে ভয় পেত না তা নয়, আমি তার লেখা কিছু পড়ে শোনালে আপনারা আনন্দ পাবেন; আমার জীবনের কথার চেয়ে তার লেখা অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হবে বলে মনে হয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের বন্দিশালার উঠোন থেকে খুব কাছে দেখা যেত এক বিত্তবান মুরের বাড়ি, সেই বাড়ির জানালা বলতে ছিল ছোট ছোট ফুটোওয়ালা জাফরি যা সাধারণ মুরদের

বাড়ির মতোই, সেই সময়ে এইরকম বাড়িই তৈরি হতো। এই ছোট ফুটোর জানালাগুলো পর্যন্ত ওরা আবৃত করে রাখত যাতে অন্দরমহলের কোনো কেচ্ছার কথা আমাদের কানে না আসে। একদিন আমরা তিনজন চেন বাঁধা অবস্থায় ছাদসংলগ্ন চাতালে খেলাচ্ছলে দেখছিলাম কে কতদূর লাফিয়ে যেতে পারি, ওটা মজার খেলা ছাড়া কিছু নয়, অন্যান্য খ্রিস্টান বন্দিরা ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ দেখি সামনের বাড়ির জানালা দিয়ে কে যেন একটা বেত বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে, তাতে বাঁধা একটা লিনেন কাঁপড়। বেতটা একবার নিচে নামছে আবার ওপরে উঠছে, আমাদের নাগালের মধ্যে ওটা নামানোর উদ্দেশ্য এই যে আমরা কেউ ওটা ধরে দেখি কী আছে ওই বস্ত্রখণ্ডের ভেতর। আমাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে ওই বেতটার নিচে দাঁড়াল কিন্তু মানুষ যেমন মাথা নাড়িয়ে না বলে সেইরকমভাবে নাড়িয়ে না বলে সেই রকমভাবে বেতটা নাড়াল। খ্রিস্টান এক বন্দির সঙ্গে ঠিক একই ভঙ্গিতে সেটা নাড়ানো হলো। আমাদের আরেক বন্দিও অনুরূপ ঘটনা দেখল। এইরকম দেখে আমার ভাগ্য পরীক্ষার ইচ্ছে হলো, আমি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বেতটা পায়ের কাছে নেমে এলো, আমি বস্ত্রখণ্ড খুলে দেখি যে মুরেদের মধ্যে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি 'সিয়ানিস' বাঁধা, আমাদের হিসেবমত এক 'সিয়ানি' দশ 'রেয়ালে'র সমান। এই কাণ্ড দেখে আনন্দ আর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম, কী বলব, আমার ওপর এই দয়ার কারণইবা কী, এ সব ভেবে কূল পাচ্ছি না। মুদ্রাগুলো নিয়ে বেতটা ভেঙে ফেললাম, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো সাদা হাত তাড়াতাড়ি ফুটো খুলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল। বুঝলাম ওই বাড়ির কোনো নারী আমাদের প্রতি সদয় হয়ে ওই মুদ্রা পাঠিয়েছে, আমরা মুরেদের মতো মাথা নামিয়ে বুকের ওপর হাত রেখে সেই অদৃশ্য মহিলার উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালাম। অল্পক্ষণ পরে ওই জানালা দিয়ে বেতের তৈরি ছোট্ট একটা ক্রস বের করে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল সম্ভবত ওই মহিলা। প্রথমে মনে হলো ওই নারী খ্রিস্টান বন্দিনি, কিন্তু তার বাহুতে অনেক দামি অলঙ্কার দেখে আমাদের মত বদলে গেল, ভাবলাম এই নারী ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান, কোনো বিত্তবান মুর একে বিয়ে করেছে কারণ নিজেদের সম্প্রদায়ের নারীর চেয়ে ওদের বেশি পছন্দ শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টানদের। সেই বাড়ি নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা-কল্পনা চলল কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী তা তো জানা হলো না; আমাদের ওই ছোট্ট জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না যেন জাহাজের নাবিক ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে তার গতিপথ নির্ধারণ করছে। কখন দেখতে পাব সেই সাদা ধবধবে দু'খানা হাত অথবা বেতের সঙ্গে লিনেনের কাপড়ে বাঁধা কিছু, তারই প্রত্যাশায় সময় পেলেই ওই দিকে চেয়ে থাকি; এইভাবে পনের দিন কেটে গেল, তার হাত বা অন্য কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। এর মধ্যে ওই বাড়ির মালিককে এবং ওখানে কোনো ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান রমণী আছে কিনা জানার জন্যে আমরা হন্যে হয়ে উঠেছি এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে ওই বাড়িতে বাস করে একজন গণ্যমান্য মুর, তার নাম আগি মোরাতো, তিনি 'পাতা' শহরের মেয়র, এই পদ বিশেষ সম্মানীয়। আমরা আশা করিনি যে আর স্বর্ণবৃষ্টি হবে, কিন্তু হঠাৎ শুরু হলো, যখন আমাদের বন্দিশালায় আমি একা ছিলাম তখন বেতে আরো বড় গিঁট বাঁধা

লিনেনের বস্ত্রখণ্ড নেমে এলো। প্রথমবার আমি ছাড়া কেউ পায়নি স্বর্ণমুদ্রা বাঁধা কাপড়। এবারও আমার ভাগ্যেই সেটা এলো, বাঁধন খুলে আমি স্পেনের চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে আরবি ভাষায় লিখিত একটা কাগজ পেলাম, কাগজটির মাথায় একটা ক্রস চিহ্ন, ক্রসে চুম্বন করে, স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমি ছাদসন্নিহিত চাতালে ফিরে এলাম আর আমরা মুরদের মতো অভিবাদন জানালাম; আবার সেই হাত দেখা গেল এবং আমি ইশারায় জানালাম চিঠি আমি পড়ব; জানলা বন্ধ হয়ে গেল। আনন্দে আর বিস্ময়ে আমরা আত্মহারা, চিঠির বক্তব্য জানার জন্যে আমরা সবাই বড় ব্যাকুল, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ আরবি ভাষা জানত না। আর ভালো একজন দোভাষী পাওয়াও খুব সহজ ছিল না। শেষে একজন ধর্মত্যাগী মুরসিয়ার লোক পেলাম, ওর ব্যবহার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। সে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় কোনো কার্পণ্য করেনি। আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে গোপন কিছু থাকলে তা কখনো প্রকাশ করব না। ধর্মত্যাগীরা নিজেদের দেশে ফিরতে চাইলে কোনো সৎ বন্দির সংশাপত্র দরকার হতো এবং সেটা হাতে নিয়ে সুযোগমত তারা পালিয়ে যেত। এই শংসাপত্রে উল্লেখ থাকত যে ধর্মত্যাগী মানুষটির চরিত্র ভালো এবং মানুষের বিশেষত কোনো খ্রিস্টানের ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। কেউ কেউ ওই প্রশংসাপত্র নিয়েও জলদস্যুদের দলে যোগ দেয়, জাহাজডুবি বা অন্য কোনো কারণে ধরা পড়লে তারা ওই কাগজ দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের মূলস্রোতে ফিরে যায় এবং বারবেরিরর প্রধান গির্জায় গিয়ে পাপমুক্ত হয়ে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার এই বন্ধুটিকে আমরা খুব প্রশংসা করে তার শংসাপত্র সই করেছিলাম, মুরদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। আমি জানতাম যে সে আরবি বলতে এবং লিখতে পারত। সে আমার চিঠিটা পড়ে সঠিক অনুবাদ করে দেবে বলে কাগজ, কলম এবং কালি চেয়ে নিল। সে স্প্যানিশ ভাষায় সবটা অনুবাদ করার পর বলে দিল যে 'লেলা মারিয়েন' শব্দ দুটি অবিকৃত রাখা হলো, এর অর্থ 'আমাদের কুমারী মা মেরী।' আমরা অনুবাদ পড়লাম; চিঠিটা ছিল এইরকম–

"আমি তখন খুব ছোট, আমার বাবার এক ক্রীতদাসী খ্রিস্টান ধর্মের কিছু কিছু আচার-আচরণ আমার ভাষায় শিখিয়ে দিয়েছিল আর লেলা মারিয়েন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল; সে মারা যাবার পর ক্রিষ্টান ধর্মের উপাস্য দেবতার সঙ্গে না গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে থেকেছে। কারণ আমি তাকে দু'বার দেখতে পেয়েছি, সে আমাকে খ্রিস্টানদের দেশে গিয়ে লেলা মারিয়েনকে দেখতে বলেছে। কারণ আমি নাকি তাঁর করুণা পাব। আমি তো জানি না কীভাবে যাব; এই জানালার ফুটো দিয়ে আমি অনেক খ্রিস্টান বন্দিকে দেখেছি কিন্তু আপনার মতো ভদ্র কাউকে দেখিনি। আমি সুন্দরী যুবতী, আর আমার সঙ্গে আছে অনেক টাকা, আপনি আর আমি যদি কোনোক্রমে একসঙ্গে পালাতে পারি, আপনার দেশে গিয়ে যদি আমাকে বিয়ে করেন আমরা স্বামী–স্ত্রী হিসেবে সুখে জীবনটা কাটাতে পারি, এটা অবশ্য আপনার ইচ্ছে, আপনার অমত থাকলে লেলা মারিয়েন যেমন চাইবেন তেমনভাবেই আমার বিয়ে হবে। আমার নিজের হাতের লেখা এই চিঠি, যাকে দিয়ে পড়াবেন তার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকবেন, মুরদের বিশ্বাস করবেন না, ওরা সব বিশ্বাসঘাতক, আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যেন

ওদের ফাঁদে না পড়েন; আমার বাবা এসব ইচ্ছের কথা জানলে আমাকে কুয়োয় ফেলে পাথর চাপা দিয়ে জীবন্ত কবর দেবে। আমি বেতের ডগায় একটা সুতো বেঁধে দেব, আপনার উত্তর লিখে তাতে আটকে দেবেন, আরবিতে লেখার কোনো লোক না পেলে আমাকে ইশারায় বলে দিলে, লেলা মারিয়েন-এর দয়ায় আমি একরকম করে বুঝে নেব। লেলা মারিয়েন আর আল্লাহর কৃপায় ভালো থাকবেন, এই ক্রস যেন কলঙ্কিত না হয়, সেই খ্রিস্টান ক্রীতদাসীর কথামত আমি মাঝে মাঝেই ওটা চুম্বন করি।"

চিঠিটা পড়ে আমরা সবাই যেমন অবাক হলাম তেমনি খুশিও হলাম। ধর্মত্যাগী দোভাষী বন্ধু ভাবল আমাদের মধ্যে কেউ এটা লিখেছে, ও ভাবতে পারছে না কি অদ্ভুতভাবে ওটা আমাদের হস্তগত হয়েছে, সত্যি তো, তার পক্ষে এমন ভাবা সম্ভব নয়, সে সন্দেহটা গোপন করেনি, পরে বলল আমরা ওকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারি। যদি তা করি তবে ও জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করবে, বুকের মধ্যে থেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছোট পেতলের মূর্তি বের করে খোদার নাম জপল, তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল যে খোদার পরম দয়া হলে তার মতো পাপীও মুক্তি পেতে পারে, আমাদের বন্ধুত্বের সততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বলল যে এই চিঠি যে নারী পাঠিয়েছে তার সাহায্য পেলে আমরা সবাই ছাড়া পাব, সে তার নিজের সমস্ত পাপ নিজ মুখে স্বীকার করে চার্চের কোলে আশ্রয় ভিক্ষা করবে। কারণ সেখান থেকে নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা, আর পাপকর্মের জন্যে তাকে একজন সম্পূর্ণ নষ্ট চরিত্রের মানুষ বলে বিতাড়ন করা হয়েছে। তার ইচ্ছে পূরণ হলে সুখী হবে। ধর্মত্যাগী চোখের জল আর গভীর অনুতাপে কথাগুলো বলে আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল এবং সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম আর পাশের বাড়ির জানালা দেখিয়ে বললাম কীভাবে বেতে বাঁধা চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। এই চিঠির উত্তর কী হবে আমি ওকে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বলে যেতে লাগলাম আর ও তা অনুবাদ করে লিখল, আমি সেটি বলছি, যতদিন বাঁচব এর প্রতিটি শব্দ আমার মনে থাকবে। আমি এই চিঠি লিখলাম—

আমার প্রিয়তমা সুন্দরী, আল্লাহ্ অভ্রান্ত, আমাদের মা কুমারী মেরী খোদার মা এবং অভ্রান্ত, তাদের ইচ্ছেয় আপনি খ্রিস্টানের দেশে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মা মেরীর নির্দেশেই আপনার মনে এমন বাসনার জন্ম হয়েছে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে সিদ্ধান্তটা কাজে পরিণত করতে পারেন, তাঁর দয়ায় সবই সম্ভব। আমার সঙ্গে যে খ্রিস্টান বন্ধুরা রয়েছেন এবং আমি নিজে জীবন বাজি রেখে আপনার সিদ্ধান্তকে সফল করার চেষ্টা করব। আপনার চিঠি পেলেই আমি উত্তর পাঠাব, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছেয় আমরা খুব ভালো এক খ্রিস্টান বন্ধু পেয়েছি, সেও এক বন্দি, আপনার ভাষায় তার দক্ষতা আছে, এই চিঠির ভাষা তার, আপনার সব ইচ্ছের কথা লিখবেন। আপনার আগের চিঠিতে কোনো খ্রিস্টান দেশে গিয়ে আমার স্ত্রী হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, আমি শপথ করে বলছি তাই হবে আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন শপথ রক্ষায় খ্রিস্টানরা মুরদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। মহান আল্লাহ্ আর মারিয়েন-এর কৃপায় ভালো থাকবেন।

চিঠিটা লিখে ভাঁজ করে মুড়ে আমি অপেক্ষা করছি, দু'দিন কেটে গেল 'বান্যো'তে যখন একা থাকব তখন যেন ও বেতটা নামায়, একদিন ছাদের চাতালে আমি দাঁড়িয়ে

আছি এমন সময় আমার প্রত্যাশা সফল হলো। সে বেতটা নামাল, আমি ইশারায় জানালাম যে সুতো ছাড়া চিঠিটা বাঁধবো কোথায়, পরক্ষণেই দেখলাম সুতো আটকানো আছে এবং তাতে আমার কাগজ যথারীতি আটকে দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সেই নক্ষত্র আমাদের সৌভাগ্যের পতাকা নিয়ে হাজির, একটা রুমালের মতো কাপড়ে বাঁধা রুপো এবং সোনার পঞ্চাশটি মুদ্রা নেমে এলো, আমাদের আনন্দ বেড়ে গেল পঞ্চাশ গুণ আর ভাবতে শুরু করলাম যে আমাদের মুক্তি আসন্ন। সেদিন রাতে ধর্মত্যাগী বন্ধু এস জানাল যে ওই বাড়ির মালিকের নাম আগি মোরাতো, সে ওই অঞ্চলের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি, তার একমাত্র সন্তান এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, পিতার সব সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তার এক খ্রিস্টান বন্দি ছিল, এখন আর সে বেঁচে নেই, অনেক অভিজাত এবং ধনী যুবক এই মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, মেয়ে বলেছে সে এখন বিয়ে করতে রাজি নয়। এইসব খবরের অধিকাংশই আমরা ওর চিঠি থেকে জানতে পেরেছিলাম। সে বলল যে লোকের ধারণা বারবেরিতে এমন রূপসী মেয়ে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমরা কীভাবে ওই সুন্দরী মুরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব এবং সবাই মিলে খ্রিস্টান দেশে ফিরে যাব–এই ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলাম। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি মেয়েটির নাম সোরাইদা কিন্তু সে খ্রিস্টান নাম মারিয়া বেশি পছন্দ করে, এর অর্থ সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। বন্ধুর মত হচ্ছে সোরাইদার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ তার সাহায্যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে। তারপর সে বলল আমরা যেন বেশি দুশ্চিন্তা না করি। কারণ সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, আমরা বন্দির জীবন থেকে মুক্তি পাব। চারদিন লোক ভরতি ছিল আমাদের বান্যো এবং সেই সময় তো কোনো চিঠি বা মুদ্রা নেমে আসার কথা নয়। কিন্তু ফাঁকা হওয়া মাত্রই বেত নেমে এলো এবং আগের চেয়ে বড় বাঁধন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবলাম আমাদের ভাগ্য আরো একটু প্রসন্ন হলো, বাঁধন খুলে চিঠির সঙ্গে পেলাম একশোটি স্বর্ণমুদ্রা, অন্য কোনো মুদ্রা ছিল না। ধর্মত্যাগী বন্ধু আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত ছিল, সে চিঠি পড়ে তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করে দিল। চিঠিটা ছিল এইরকম;

–সেন্যোর, আমি জানি না কীভাবে আমরা স্পেনে যাব, লেলা মারিয়েনের কাছে প্রার্থনা করেও কোনো উত্তর পাইনি; আমার যা করণীয় করব, এই জানালা দিয়েই আরো অনেক স্বর্ণমুদ্রা আপনাদের হাতে তুলে দেব, এই অর্থ দিয়ে আপনারা, আপনি এবং আপনার বন্ধুরা, বন্দিমুক্তির জন্যে যা প্রয়োজন সেটা আগে মেটান, তারপর বাকি অর্থ নিয়ে একজন স্পেন থেকে একটা ছোট জাহাজ কিনে আনুক, সেই জাহাজে সবাই পাড়ি দেবে, শহরের বাইরে আমার বাবার একটি সুন্দর বাগানবাড়ি আছে, আমি সেখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব। সেটা কোথায় বলে দিচ্ছি, বাবাসোনের মুখে সমুদ্রতীরে ওই উদ্যান, ওখানে বাবা এবং দাস-দাসীদের সঙ্গে আমরা পুরো গ্রীষ্মকালটা থাকব। ওখান থেকে রাতে নির্ভয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন, তবে আপনি আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না, যদি এর অন্যথা হয় আমি মারিয়েনকে জানাব, তিনি আপনাকে শাস্তি দেবেন। যদি জাহাজ কিনে নিয়ে আসার জন্যে কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু না পান তাহলে আপনি অর্থের বিনিময়ে বন্দিত্বের বন্ধন কাটিয়ে নিজে যান, আমার বিশ্বাস

আপনি এ কাজটা ভালোভাবে করতে পারবেন, আপনার ওপর আমার এত বিশ্বাস কেন জানেন? আপনি যে খ্রিস্টান এবং ভদ্রলোক। বাগান বাড়িটা চিনে রাখুন। বান্যোতে আপনি যখন একা থাকবেন আমি আরো অনেক অর্থ পাঠাব। আমার প্রিয় বন্ধু, আল্লাহ্-এর কৃপায় ভালো থাকবেন।

এই ছিল তার দ্বিতীয় পত্রের বক্তব্য। সাবই জাহাজ কেনার দায়িত্ব নেবার জন্যে উৎসাহী হয়ে পড়ল, তারা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসবে বলল। আমিও তাই বললাম কিন্তু ধর্মত্যাগী বন্ধুটি এতে আপত্তি জানাল, সে বলল যেতে হলে সবাই একসঙ্গে যাবে। কারণ অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে খুব সম্মানীয় বন্দি মুক্তি পাওয়ার পর জাহাজ কিনতে স্পেনের ভালোন্সিয়া কিংবা মায়োরকা গিয়ে আর ফিরে আসেনি, কারণ মুক্তির আনন্দ এবং পুনর্বার সেটা হারানোর আশঙ্কায় তারা সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভুলে যায়, ফলে যারা বন্দি থাকে তারা ফিরতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে তাদের বন্ধুরা সেই তিমিরেই রয়ে গেল। একটি ঘটনার উল্লেখ করে সে বলল যে এসব ক্ষেত্রে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। আসল কথা, সে বলল অর্থ নিয়ে সে একটি জাহাজ কিনে নিয়ে এসে একজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং ব্যবসা করার একটা ছক কষে আলজিয়ার্স থেকে তেতুয়ান যাতায়াত করার কথাটা রটিয়ে দেবে যাতে কেউ ধরতে না পারে কী তাদের উদ্দেশ্য, সে জাহাজের মালিক সেজে সকলকে বান্যো থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে, এই মুর মেয়েটি যে অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পেলে সকলের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে না, মুক্তি পাওয়ার পর দিনের বেলাতেও আমরা যাত্রা করতে পারি; কিন্তু একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে যে মুরেরা ধর্মত্যাগীদের বিশেষত স্পেনীয়দের ছোট জাহাজ কেনায় বাধা দেয়, কারণ তারা ভাবে নিজেদের দেশে পালিয়ে যাবার জন্যেই এইরকম জাহাজ কেনা হয়েছে, কিন্তু বড় যাত্রীবাহী জাহাজ কিনতে বাধা দেয় না। কারণ এগুলো যাত্রী পারাপার করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই অসুবিধে কাটাবার জন্যে সে এক তাগারিও মুরকে নিয়ে ব্যবসা করার ছক কষবে এবং তারপর বাকি কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে। যদিও এই সুন্দরীর কথামত আমাদের প্রত্যেকেই স্পেনে গিয়ে ছোট জাহাজ কিনে নিয়ে আসায় আগ্রহী ছিল। তবুও আমার ধর্মত্যাগী বন্ধুটির কথা অমান্য করতে চাইনি। কারণ সে বেঁকে বসলে আমরা বিপদে পড়ে যাব, আমরা আর মুক্তি পাব না, সোরাইদার সঙ্গে আমাদের চিঠিপত্র এবং অর্থ পাওয়ার ব্যাপারগুলো ফাঁস হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা খোদা আর ধর্মত্যাগী বন্ধুর কৃপায় ওর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে রইলাম। আমরা সোরাইদাকে জানালাম তার কথামতই কাজ হবে এবং সে যেন তার প্রতিশ্রুতিমত সাহায্য করে যাতে আমরা সবাই মুক্তি পেতে পারি। আমি তাকে আবার বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। তারপর দু'দিনের মধ্যে বান্যে খালি হয়ে গেল, সে পাঠাল দু' হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর চিঠি লিখে জানাল যে পরের শুক্রবার, প্রথম জুমার দিন, সে বাবার বাগান বাড়িতে যাবে, যাবার আগে আরো অর্থ পাঠিয়ে দেবে, আমাদের কত প্রয়োজন জানতে পারলে সে সবটাই দিতে পারবে। কারণ তার বাবার অঢেল অর্থ আছে আর সব চাবি তার কাছেই থাকে। আমরা ধর্মত্যাগী বন্ধুকে জাহাজ কেনার জন্যে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা দিলাম আর আমার মুক্তির জন্যে আটশো স্বর্ণমুদ্রা ভালেন্সিয়ার এক ব্যবসায়ীকে দিলাম, সে তখন আলজিয়ার্সে ছিল; সে রাজাকে এই অর্থ দিয়ে আমার

মুক্তি কিনে আনবে, তবে সে টাকা তক্ষুনি দেবে না, দেবে ভালেন্সিয়ার একটা জাহাজ আসার পর, সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিলে রাজা ভাবতে পারে যে ওই ব্যবসায়ী আগেই অর্থ পেয়ে নিজের কাজে খাটিয়েছে, তাকে দেয়নি। কিন্তু জাহাজ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তার এমন ধারণা হবে না। সত্যি কথা বলতে কী আমার মালিক এমন অবিশ্বাসী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ এক চরিত্র যে তার হাতে অর্থ তুলে দিতে আমি ভয় পেয়েছিলাম। যে শুক্রবার সোরাইদা বাগানবাড়িতে যাবে তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সে আরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জানাল যে মুক্তি পেয়ে আমি যেন তার সঙ্গে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। আমি কথা দিয়ে ওকে জানালাম সে যেন লেলা মারিয়েনের কাছে আমাদের সবার জন্যে প্রার্থনা করে যেটা সে খ্রিস্টান ক্রীতদাসীর কাছে শিখেছিল। এরপর আমাদের তিনজনের মুক্তির আদেশ এলো, আমি নিজের মুক্তি আগে চাইনি। কারণ তাতে অন্যেরা হয়তো ভুল বুঝে সোরাইদার ওপরও বিরক্ত হতো এবং সবাইকেই অবিশ্বাস করত, তাই আমি সেরকম কোনো ধারণা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করলাম। একই ব্যবসায়ীর হাতে সবার অর্থ দিয়ে আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। ওই ব্যবসায়ীকে আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা বললাম না কারণ তাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল।

৪১

পনের দিনের মধ্যে ধর্মত্যাগী বন্ধুটি তিরিশ জনেরও বেশি যাত্রী বহন করতে পারে এমন একটা সুন্দর জাহাজ কিনে ফেলল; এটি দেখে যাতে কারো কোনো সন্দেহ না হয় তাই সে আলজিয়ার্সের পূর্বে ওরানের দিকে সার্জেল উপকূল এলাকায় যাত্রা করল। ওই স্থানটি শুকনো ডুমুরের বড় এক ব্যবসাকেন্দ্র। তার সঙ্গী হিসেবে ছিল তাগারিয়ার এক মুর; ওরা দুজনে ওই অঞ্চলে দু-তিনবার যাতায়াত করে নিঃসন্দেহ হলো। বারবেরির মুরদের বলা হতো তাগারিও, এরা এসেছিল আরাগন থেকে; গ্রানাদার মুরদের বলা হতো মুদাহার, ফেজ রাজ্যে ওদের বলা হতো এলচেস্, এরা রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। উপকূলে জাহাজ নিয়ে যাতায়াতের পথে একটা ছোট উপসাগরের এমন জায়গায় ওরা নোঙর ফেলত যেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের মধ্যে ছিল সেই বাগানবাড়ি যেখান থেকে সোরাইদাকে নিয়ে যেতে হবে খ্রিস্টানদের দেশে; ওখানে মুর নাবিকরা নামাজ পাঠ করত কিংবা অন্য কোনো বিনোদনে সময় কাটাত, ধর্মত্যাগী বন্ধুর ভাবনা ছিল কীভাবে তার পরিকল্পনা সফল করবে, মাঝে মাঝে সোরাইদার বাগানে গিয়ে ফল চাইত, তার বাবা ওকে চিনত না কিন্তু ফল দিতে আপত্তি করেনি। ওর ইচ্ছে ছিল সোরাইদরা সঙ্গে দেখা করে, আমার আদেশে ওকে নিয়ে যাবার কথাটা বলে, কিন্তু সুযোগ মেলে না; মুর এবং তুর্কি নারীরা স্বামী কিংবা পিতার আদেশ ব্যতীত বাইরের লোকের সামনে আসতে পারত না, কিন্তু খ্রিস্টান বন্দিদের বেলায় এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ধর্মত্যাগী বন্ধু সোরাইদার সঙ্গে একা দেখা করেছে জানলে আমার নিশ্চয়ই মন খারাপ হতো। আর সোরাইদার মনে হতো শেষ পর্যন্ত এক ধর্মত্যাগীকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা ওর মনঃপূত হতো

AMARBOI.COM

না, খোদা বোধহয় এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন; সোরাইদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ধর্মত্যাগী বন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল জায়গাটা কত নিরাপদ দেখে নেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে ওই অঞ্চলে ঘোরাফেরা কত, তার সঙ্গীর কোনো আপত্তি ছিল না, আমি তো তখন মুক্ত, কয়েকজন খ্রিস্টানের খোঁজে ছিলাম যাতে ওরা আমাদের জাহাজের দাঁড় টানার কাজ করতে পারে, আমার মুক্তিপ্রাপ্ত সহযাত্রী ছাড়াও আরেকজন যে যাবে তার কথা ভেবে সব ব্যবস্থা পাকা করার ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, শুক্রবার আমাদের যাত্রার দিন ঠিক হয়েছে। দাঁড় বাইবার লোক খুঁজতে হবে ভেবে ঘোরাঘুরি করতে করতে বারোজন সাহসী এবং পালোয়ান স্পেনীয় মাঝি পেয়ে গেলাম, তাদের সবাইকে বলে দিলাম যে আগি মোরাতোর বাগানবাড়ির কাছে অপেক্ষা করবে এবং পুরো ব্যাপারটা গোপন থাকবে। এরপর আমার সবচেয়ে বড় কাজ সোরাইদাকে যাত্রার দিনক্ষণ জানিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্যে একদিন ওদের বাগানে ঢুকলাম, ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আমরা স্থানীয় এক মিশ্র ভাষায় কথা বলতে লাগলাম, আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি বললাম যে 'আরনাউতে মামির' বন্দি ছিলাম, স্যালাড বানাবার জন্যে কিছু শাকপাতা খুঁজতে বাগানে ঢুকেছি। আমি জানতাম যে 'আরনাউতে মামি' তার বিশেষ প্রিয় বন্ধু তাই তার নাম বললাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি মুক্তি পেয়েছি কিনা এবং মালিক কত টাকা চাইছে ইত্যাদি, এমন সময় যার জন্যে আমার সেখানে যাওয়া তার আবির্ভাব ঘটল, সুন্দরী সোরাইদা সাজগোজ সেরে বেরিয়েছে, খ্রিস্টান বন্দিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে তাদের বাধা নেই, তার বাবা কাছে আসতে বললেন। তার মাথা, গলায় আর বাহুতে দামি মণিমুক্তোর গয়না, সেই দেশের নিয়ম অনুসারে খালি পা, গোড়ালির ওপর সোনার নূপুর, তাতে হিরে বসানো, তার বাবার পছন্দ, আমি ওর কাছেই শুনেছিলাম এ কথা, ওগুলোর দাম দশ হাজার দব্‌লা (এক দব্‌লা ছয় রেয়ালের একটু বেশি), হাতেও সেই দামি হিরের চুড়ি। মুক্তোগুলো খুবই মূল্যবান আর এগুলো মুর মেয়েদের খুব পছন্দ। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুক্তো পাওয়া যায় ওদের দেশে। সমগ্র আলজিয়ার্সে সবচেয়ে দামি মণিমুক্তোর মালিক সোরাইদা বাবা; ওগুলোর মূল্য দু' লক্ষ স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা (২,০০,০০০) যার মালিক হবে এই মেয়ে এবং আমি হব তার স্বামী। পথের এত ক্লান্তি এবং কষ্টের পরও আপনারা যাকে এত সুন্দর দেখছেন তার রূপ কেমন ছিল সেই প্রাচুর্যের মধ্যে একবার কল্পনা করে নিন। নারীর রূপ সব সময় একই রকম থাকে না, সময় এবং ঘটনা দুর্ঘটনা রূপের হেরফের ঘটায়। সেই বাগানে যখন তাকে দেখলাম মনে হলো জীবনে এত সুবেশা সুন্দরী দেখিনি, আর আমাদের মুক্তির জন্যে যা করেছে সে ভেবে মনে হলো স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে সে শুধু আমাদের মঙ্গলের জন্যে, আমার চোখে সে তখন দেবী ছাড়া কিছু নয়। কাছে আসতেই ওর বাবা বললেন যে আমি আরনাউতে মামির ক্রীতদাস, বাগানে গিয়েছি স্যালাডের শাকপাতা খুঁজতে। আমার ওখানে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, মিশ্র ভাষায় সে আমার পরিচয় জানতে চাইল এবং আমার মুক্তির জন্যে কত অর্থ দিতে হয়েছে ইত্যাদি। আমি বললাম আমার কদর বুঝে মালিক আমাকে কিনেছিল দেড় হাজার সোলতামিস-এ, তার বেশি অর্থ দিয়ে আমি মুক্তি পেয়েছি।

সে বলল–আমার বাবার ক্রীতদাস হলে আরো বেশি চাইতাম কারণ আপনারা খ্রিস্টানরা মিথ্যে কথা বলে মুরদের ঠকান এবং শেষে নিজেরাই দারিদ্র্যে ডুবে যান।

আমি বললাম–তা হতে পারে সেন্যোরা, কিন্তু আমার মালিকের সঙ্গে রফা করে বেরিয়ে এসেছি, আর যাদের সঙ্গে আমার এ ধরনে রফা করতে হবে বেশ সততার সঙ্গেই করব।

সে জিজ্ঞেস করল–কখন দেশে ফিরছেন?

আমি বললাম–আগামী কাল, একটা ফরাসি জাহাজ কাল যাত্রা করবে, এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না।

সোরাইদা তখন জিজ্ঞেস করল–স্পেনীয় জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করলে ভালো হতো না? আমি শুনেছি ফরাসিদের সঙ্গে আপনাদের সুসম্পর্ক নেই, তাই না?

আমি বললাম– স্পেনীয় জাহাজ আসার খবর পেলে অবশ্যই অপেক্ষা করব, কিন্তু সম্ভত ফরাসি জাহাজেই যেতে হবে; বাড়ি যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গ পাব এইসব কারণে ফরাসি জাহাজটাকে সুবিধেজনক মনে হচ্ছে।

সোরাইদা বলে–নিশ্চয়ই আপনি বিবাহিত এবং তাই স্ত্রীর জন্যে মন কেমন করছে!

আমি বললাম–আমি বিবাহিত নই, তবে একজন মেয়েকে কথা দিয়েছি, দেশে ফিরেই বিয়েটা সেরে ফেলব।

সোরাইদা প্রশ্ন করে–মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী?

আমি বললাম–হ্যাঁ সুন্দরী। সত্যি কথা বলতে কী সে ঠিক আপনার মতো। এই কথা শুনে তার বাবা জোরে হেসে ওঠে এবং বলে–শোভানাল্লা! তাহলে তো খুবই সুন্দরী কারণ এই রাজ্যে আমার মেয়ের মতো আর কেউ নেই। ভালো করে চেয়ে দেখ, বল, আমি ঠিক বলেছি কিনা।

AMARBOI.COM

সোরাইদার বাবাই দোভাষীর কাজ করছিলেন। মিশ্র ভাষাটা সোরাইদা বুঝলেও ভালো বলতে পারত না, অনেক সময় ইশারা বা ভঙ্গি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত। আমাদের কথাবার্তা চলছে এমন সময় এক মুর দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল যে চারজন তুর্কি বাগানের বড়ো ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে কাঁচা ফল পেড়ে নিচ্ছে। এতে পিতা এবং কন্যা উভয়েই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কারণ তুর্কি সৈন্যরা খুব উদ্ধত এবং মুরদের ওরা খুব অবজ্ঞা করে যেন এরা তাদের ক্রীতদাস। সোরাইদাকে ভেতরে চলে যেতে বলে ওর বাবা এগিয়ে গেলেন।

তিনি যাবার সময় বললেন–আমি গিয়ে দেখি কুত্তাগুলো কী চায়, আর খ্রিস্টান, তুমি বাগানে যা পাও নিয়ে চলে যাও, আল্লাহর কৃপায় তুমি নিরাপদে দেশে ফিরে যাও। আমি তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানালাম তিনি ওই দিকে চলে গেলেন।

বাবার সামনে সোরাইদা এমন ভাব দেখাল যেন সে তক্ষুনি ভেতরে চলে যাবে কিন্তু তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেই সে আমার দিকে তাকাল, তার চোখে জল।

নিজের ভাষায় বলল' আমেক্সি, ক্রিস্তিয়ানো, আমেক্সি' যার অর্থ 'খ্রিস্টান, তুমি তাহলে চয়ে যাচ্ছ?'

আমি বললাম–হ্যাঁ, তবে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি দেশে ফিরছি না। আগামী শুক্রবার আমাদের যাওয়ার কথা, প্রস্তুত থাকবে, আমাদের কজনকে দেখে অবাক হবে

না, আমরা সবাই যাব খ্রিস্টানদের দেশে। আমি এমনভাবে বললাম যে ও সব কথা বুঝতে পারল। সে এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল যেন বাড়িতে যাবে। খোদার কুদৃষ্টি পড়লে ব্যাপারটা খুব খারাপ দিকে গড়াতে পারত, যাই হোক ওই সময় ওর বাবা এলেন, বুদ্ধিমতী সোরাইদা আমার বুকে মাথা রেখে পা দুটো শিথিল করে দিল যেন পড়ে যাবে, আসলে ও সংজ্ঞাহীন হওয়ার অভিনয় করছিল; আমি যেন ইচ্ছে না থাকলেও ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। ওর বাবা খুব দ্রুত এসে জিজ্ঞেস করলেন—তার মেয়ের হঠাৎ কী হয়েছে। মেয়ে কোনো কথা বলল না।

তিনি বললেন—ওই কুত্তাগুলোর কথা শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তিনি মেয়েকে দু'হাতে তুলে নিলেন। মেয়ের যেন জ্ঞান ফিরল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমেকিস, ক্রিসতিয়ানো, আমেকিস' যার অর্থ 'যান, চলে যান আপনি, খ্রিস্টান, আর থাকার দরকার নেই।'

ওর বাবা বললেন—ওকে অমন বলছিস কেন? ও তো কোনো অন্যায় করেনি, থাকলে তো কোনো ক্ষতি নেই। তুর্কিদের আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম—তুর্কিদের ভয়ে ও এমন হয়েছে। তবুও ও যখন চাইছে না আমি আপনার অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছি, পরে এক সময় স্যালাডের জন্যে কিছু শাক-সবজি নিয়ে যাব। আমার মালিক বলে অন্য কোথাও এমন সুন্দর শাকপাতা পাওয়া যায় না।

ওর বাবা বললেন—যখন খুশি এসে তোমার যা পছন্দ নিয়ে যেও। খ্রিস্টানদের আমার মেয়ে ভয় পায় না, হয়তো তোমাকে তুর্কি ভেবে ভয় পেয়েছে। পরে এসে শাকপাতা নিয়ে যেও।

এই কথার পর আমি ওদের বিদায় জানিয়ে চলে আসি; সোরাইদা বড় করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বাবার সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। ওরা চলে যাবার পর শাকপাতা খোঁজার ছলে ওই বাড়িতে প্রবেশ এবং প্রস্থানের পথ, সুবিধে-অসুবিধে সব দেখে নিই, বাগানটায় ঘুরে ঘুরে চারদিক খুঁটিয়ে দেখি যাতে আমাদের আসল কাজটায় কোনো অসুবিধে না হয়। ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী ও অন্য বন্ধুদের বিস্তারিতভাবে সব কথা বললাম এবং আমার মনে হলো সোরাইদাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। এটা ভেবে আমার সাহসও বেড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে সব কিছু ঠিকঠাক করে আমরা তৈরি হলাম। এখন শুভক্ষণের অপেক্ষা।

যেদিন সোরাইদার সঙ্গে ওদের বাগানবাড়িতে আমার কথা হলো তার পরের শুক্রবার রাতে ওদের বাড়ির কাছাকাছি জাহাজ নোঙর ফেলল, দাঁড় বাইবার লোকেরা কাছাকাছি গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওরা সবাই আমার আসার অপেক্ষায় ছিল; আমার সঙ্গে ধর্মত্যাগী বন্ধুর যে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার কিছুই ওরা জানত না, ভেবেছিল মুরদের হত্যা করে জাহাজটা ছিনতাই করতে হবে। আমি বন্ধুদের নিয়ে ওখানে যেতেই সবাই বেরিয়ে আমাদের কাছে এলো। ওই সময় শহরের প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে গেছে এবং কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই। আমরা সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে ভাবছি আগে সোরাইদাকে নিয়ে আসা হবে, না, সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, কারণ ওই জাহাজে কয়েকজন মুর ছিল। এমসন সময় আমাদের ধর্মত্যাগী বন্ধু এসে খবর দিল যে মুরেরা সব বিশ্রাম নিচ্ছে, অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের ও বলল

যে প্রথমে জাহাজটিকে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনার পর সোরাইদাকে আনতে হবে। তার কথা আমরা মেনে নিলাম, সে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে জাহাজে নিয়ে গেল, জাহাজে উঠে সে তার তরবারি বের করে মুরদের ভাষায় চিৎকার করে বলল–তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, টুঁ শব্দ করলে জানে খতম করে দেব। সব খ্রিস্টান জাহাজে গিয়ে উঠল। মুররা ভয় পেয়ে চুপ করে রইল। কিছু লোককে পাহারায় রেখে বাকিরা গেল বাগানবাড়ি।

কী আমাদের সৌভাগ্য, ধাক্কা দিয়ে গেট ভাঙতে হলো না, ওটা খোলাই ছিল। আমরা চুপি চুপি বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম। সোরাইদা জানালার ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আমরা কি 'নিসারিনি' অর্থাৎ খ্রিস্টান! হ্যাঁ বলে আমি ওকে নেমে আসতে বললাম। আমাকে চিনতে পেরে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে দরজা খুলে দিল, তার পরণে রত্নখচিত মহামূল্যবান পোশাক আর তেমনি অলঙ্কার যেন সাক্ষাৎ এক উর্বশী; তার ওই সময়ের রূপ আর পোশাক যেন ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি তার হাতে চুম্বন করলাম, তারপর ধর্মত্যাগী এবং অন্যান্য বন্ধুরা একে একে হাত চুম্বন করে তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। কারণ সবার মুক্তির ব্যবস্থা করে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সে। তার বাবা বাগানে আছেন কি না জিজ্ঞেস করল ধর্মত্যাগী বন্ধু। সে বলল যে বাগানে আছেন তবে ঘুমিয়ে। ওরা মুরদের ভাষায় কথা বলছিল। ধর্মত্যাগী বলল–তাকে এবং বাড়ির ধনদৌলত সব আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত।

সে বলল–না, না, বাবার গায়ে হাত দেবেন না, আমাদের যা ধন-সম্পদ আছে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আপনারা তা দেখে খুশি হবেন। কারণ এগুলো পেলে আপনারা সবাই ধনীর মতো সুখে থাকবেন। এখানে প্রায় কিছুই থাকছে না। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি আসছি। এই কথা বলে আমাদের কোনো শব্দ করতে নিষেধ করে সে ভেতরে গেল।

ধর্মত্যাগীর সঙ্গে মুরদের ভাষায় ওর কী কথা হলো জানতে চাইলাম, সে আমাকে সব বলল, আমি বললাম সোরাইদার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কাজ আমরা করব না। স্বর্ণমুদ্রা আর অলঙ্কার অভরতি একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে আসছিল সোরাইদা, এটা বহন করতে ওর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, এমন সময় একটা আওয়াজে ওর বাবার ঘুম ভেঙে যায়, জানালা খুলে আমাদের দেখে আরবি ভাষায় তিনি চিৎকার করতে থাকেন,

–চোর, চোর, খ্রিস্টান, খ্রিস্টান! গভীর রাতে মালিকের এমন চিৎকার শুনে আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি; ধর্মত্যাগী বিপদ বুঝে কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আগি মোরাতোর ঘরে ঢুকল, আমি যেতে পারলাম না, সোরাইদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আমি তাকে ধরে আছি। যারা আগি মোরাতোর ঘরে গিয়েছিল তারা এক মুহূর্ত নষ্ট করেনি, পেছনে হাত দুটো বেঁধে রেখেছে, মুখে রুমাল গুঁজে কথা বন্ধ করে দিয়েছে আর ভয় দেখিয়ে বলেছে কথা বললেই জীবন যাবে।

ওই অবস্থায় তাকে নিচে নিয়ে এসেছে; ইতিমধ্যে সোরাইদার জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু বাবার ওই অবস্থা দেখবে না বলে চোখে চাপা দিয়ে রেখেছে। মেয়ের ইচ্ছেতে আমরা ওই বাড়িতে ঢুকে এত কাণ্ড করেছি দেখে বাবা বিস্মিত, তিনি ঘুণাক্ষরেও এ সব কিছুর

আভাস পর্যন্ত পাননি। জাহাজে আমাদের লোকরা ভেবেছিল কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় আমাদের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে। সন্ধ্যা হওয়ার দু'ঘণ্টা পর আমরা সবাই জাহাজে উঠলাম; প্রথমে আমরা সোরাইদার বাবার হাতের বাঁধন খুলে দিলাম; মুখের রুমাল সরিয়ে নেওয়া হলো বটে তবে ধর্মত্যাগী বন্ধু ভয় দেখিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল, সে বলল মুখ খুললেই জীবন যাবে।

মেয়েকে ওখানে দেখে তার ঘন ঘন গভীর শ্বাস পড়ছে, তারপর আমার আলিঙ্গনে মেয়ে একটুও বাধা দিচ্ছে না দেখে তার বিস্ময়ের শেষ নেই আর এই বিস্ময় তার হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছে কিন্তু কিছু বলার জো নেই। কারণ মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আচে সেই ধর্মত্যাগী যে তাকে একেবারে নির্বাক থাকার হুকুম দিয়েছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না সোরাইদা, ধর্মত্যাগী মাধ্যমে আমাকে জানাল যে বন্দি মুর এবং তার বাবাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়; যে বাবা এত স্নেহে আদরে তাকে এত বড়টি করেছেন তার এমন অবস্থা সহ্য করতে পারছে না সে; তাঁকে মুক্তি না দিলে সে জলে ঝাঁপ দেবে। এতে আমার আপত্তির কিছু ছিল না কিন্তু ধর্মত্যাগী বলল জাহাজ ছাড়বার আগে ওদের ছেড়ে দিলে ওরা চেঁচিয়ে রক্ষীদের ডাকবে এবং আমাদের ধরার জন্যে ধেয়ে আসবে ওদের ছোট ফ্রিগেট; তখন একদিকে জল আর অন্যদিকে ওরা, আমরা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাব; সেইজন্যে ঠিক করা হলো যে প্রথম যে খ্রিস্টান দেশের কাছাকাছি যাব সেখানে ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে। সোরাইদাকে সব বুঝিয়ে বলাতে সে আর কোনো কথা বলল না। খোদার নাম করতে করতে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিলাম, আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান স্পেনের মায়োরিকা, কিন্তু উত্তরের ঝোড়ো হওয়ায় সমুদ্র ফুঁসছে দেখে আমাদের পথ পরিবর্তন করতে হলো, যেতে হবে ওরান বন্দরের দিকে; সেখানে যাওয়ার একটা ভয় ছিল কারণ আলজিয়ার্স থেকে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত সার্জেল–এর পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। আরো একটা ভয় ছিল, তেতুয়ান থেকে ছোট জাহাজে যারা বাণিজ্য করতে আসে ওরান–এ তারা আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতে পারে কিন্তু আমরা ওখান থেকে যাত্রীবাহী জাহাজে উঠে পড়লে ওরা কিছু করতে পারবে না, ওখানে নিরাপত্তার অভাব থাকে না।

সোরাইদা বাবার দিকে তাকাবে না বলে আমার হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে লেলা মারিয়েনের নাম জপছে। তিরিশ মাইল অতিক্রম করার পর ভোর হলো, পটভূমি থেকে খুব দূরে নয়, চেয়ে দেখলাম ধু ধু মরুভূমি, আমাদেরকে কেউ যাতে দেখতে না পায় তাই গভীর সমুদ্রের দিকে জাহাজ নিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। দুলিগ মতো সমুদ্রে যাওয়ার পর আমরা দাঁড়বাহীদের বললাম যে হাত বদল করে দাঁড়টানা হোক যাতে প্রাতরাশ খাওয়া এবং বিশ্রামের সুযোগ পাবে ওরা, কিন্তু ওরা বলল যে তাদের পাশে লোক থাকলে দাঁড় টানতে টানতেই ওরা খেয়ে নিতে পারবে আর বিশ্রামের সময় তখনো হয়নি, ওদের মাংস এবং মদ দেওয়া হলো, কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল আর আমাদের জাহাজ ওরান–এ নোঙর ফেলার জন্যে তৈরি, অন্য ভালো জায়গা না পাওয়ার শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা। ঘণ্টায় আট মাইল বেগে আমাদের জাহাজ চলেছে, যাত্রীবাহী জাহাজ ছাড়া আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। বন্দি মুরদের

খাবার দাবার দেওয়া হলো, ধর্মত্যাগী ওদের বোঝাল যে ওরা কেউই ক্রীতদাস নয় এবং প্রথম সুযোগেই ওরা মুক্তি পাবে।

সোরাইদা বাবাকে একই কথা বলতেই তিনি বললেন–আপনারা খ্রিস্টান, এখন যা খুশি করতে পারেন, আমি অন্য কিছু হলেও অবাক হব না, আমার পরিচয় জেনেও যখন এত বড় ঝুঁকি নিয়েছেন আমি এটাকে খুব সরল কিছু ভাববার মতো বোকা নই, আপনাদের যা চাই খুলে বললে আমি সব দেব কারণ এখন আমার আত্মার অর্ধেক যে মেয়ে সেও তো আপনাদের হাতে বন্দি। বলে ফেলুন আমাকে কত দিতে হবে। আমার মেয়ে যে এত হতভাগ্য আগে বুঝতে পারিনি।

বলতে বলতে তিনি এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন যে সোরাইদা আমার কাছ থেকে সরে বাবার বুকে মাতা রেখে কাঁদতে শুরু করল। বাবা ও মেয়ের এমন আকুল কান্নায় আমাদের চোখেও জল এসে গেল। মেয়ের এমন দামি পোশাক আর অলঙ্কার দেখে তিনি বললেন–কাল রাতে আমাদের এত বড় বিপর্যয় ঘটার আগে তোকে দেখেছিলাম একেবারে সাধারণ পোশাকে, আর আজ এই বিপন্ন মুহূর্তে তোর সবচেয়ে দামি পোশাক আর রত্নখচিত এত অলঙ্কার দেখে আমার ভয় লাগছে, অবাক হয়ে তোকে দেখছি, এই বিপদের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে না তো? বল তো মা তোর এমন সাজ?

উনি যা বললেন সব আমাদের বুঝিয়ে দিল ধর্মত্যাগী দোভাষী। মেয়ে কোনো কথা বলল না। তার গয়নার বাক্স হঠাৎ বাবার নজরে পড়ে। তার ধারণা এই বাক্স বোধহয় আলজিয়ার্সের বাড়িতে রাখা আছে, বাগান বাড়িতে এটা আনা হয়েছিল তিনি জানতেন না। এটা দেখে তিনি এমন অবাক যে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

সোরাইদা কিচ্ছু বলছে না, ধর্মত্যাগী তার হয়ে উত্তর দিল–আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করে মেয়েকে বিব্রত করবেন না, আমি ওর হয়ে উত্তর দিচ্ছি। ও এখন খ্রিস্টান হয়েছে এবং ওর সাহায্যেই আমাদের পায়ের শেকল খোলা হয়েছে, আমরা এখন স্বাধীন; স্বেচ্ছায় ও আমাদের সঙ্গে এসেছে, ও এখন খুশি, মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় এলে, মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়ে কিংবা যন্ত্রণার উপশম হলে যেমন আনন্দিত হয় তেমনি ওর মনের অবস্থা।

বাবা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন–এ যা বলল, সত্যি? মেয়ে বলল–হ্যাঁ।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন–তুই তাহলে খ্রিস্টান হয়েছিস? তোর ইচ্ছেতেই তোর বাবা শত্রুর হাতে বন্দি হতে বাধ্য হয়েছে? বল, সত্যি?

সোরাইদা বলে–হ্যাঁ বাবা, আমি এখন খ্রিস্টান হয়েছি কিন্তু তোমার এই অবস্থা আমি চাইনি, আমি নিজের মঙ্গল চেয়েছি বটে কিন্তু তোমার অমঙ্গল হোক এমন কথা ভাবিনি।

মুর জিজ্ঞেস করেন–তোর কেমন মঙ্গল হয়েছে, মা?

সোরাইদা বলে–লেলা মারিয়েনকে জিজ্ঞেস করো। তিনি সব জানেন।

এই কথা শোনা মাত্র বাবা প্রচণ্ড ক্ষোভে জলে ঝাঁপ দিলেন, তার ঢিলেঢালা পোশাক ভেসেছিল তাই রক্ষা পেলেন। সোরাইদার কারত আর্তনাদ শুনে আমরা তাঁকে টেনে তুললাম, তিনি তখন সংজ্ঞা হারিয়েছেন। সোরাইদা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে

এমন কাঁদতে লাগল যেন তার মৃত্যু ঘটেছে। মাথা নিচু করায় তার মুখ দিয়ে অনেকটা জল বেরিয়ে গেল, দু'ঘণ্টার মধ্যে তিনি খানিকটা সেরে উঠলেন। হাওয়া উঠল, আমরা তীরের দিকে যেতে বাধ্য হলাম। কিন্তু আমরা মাটির কাছাকাছি যেতে চাইছিলাম না। আমাদের ভাগ্য ভালো, একটা অন্তরীপ থাকায় ছোট উপসাগরে নোঙর ফেললাম, মুরদের ভাষায় এর নাম 'কাবা রুমিয়া,' আমাদের ভাষায় 'লা মালা মুহের ক্রিসতিয়ানা' অর্থাৎ 'খারাপ খ্রিস্টান মহিলা।' মুরদের প্রচলিত ধারণা যে কাবা নামে এক নারীর জন্যে স্পেন তাদের হাতছাড়া হয় এবং তাকে ওইখানে সমাধিস্থ করা হয়, সেই কারণে ওই উপাসগরটি এক অশুভ প্রতীক, পারতপক্ষে ওরা ওদিকে যায় না; কিন্তু আমাদের কাছে ওটাই ছিল নিরাপদ আশ্রয়, কারণ গভীর সমুদ্র ছিল উত্তাল। আমাদের রক্ষীরা পাহারায় ছিল আর দাঁড়টানা মানুষরা ছিল প্রস্তুত যাতে আমরা সুবিধেমত চলে যেতে পারি, এই সময় ধর্মত্যাগী সবাইকে কিছু খাবার দিল, খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা খোদা এবং কুমারী মেরীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম যাতে আমাদের পরিকল্পনা সফল হয়। সোরাইদার ইচ্ছে ওর বাবা এবং বন্দি মুরদের এখানে ছেড়ে দিই, ওই অবস্থায় বাবাকে দেখে ওর কষ্ট হচ্ছে। আমরা ওদের ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম, কিন্তু যাত্রা করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমরা ছাড়ব। কারণ তার আগে মুক্তি পেলে ওরা সবাই মিলে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে। আমাদের প্রার্থনার ফল মিলল, হাওয়ার তাণ্ডব কমেছে, সমুদ্র শান্ত, এবার আমরা যাত্রা করব, তার আগে একে একে মুরদের তীরের কাছে ছেড়ে দেওয়া হলো, ওরা এতে অবাক হয়েছে কারণ ভেবেছিল এত সহজে মুক্তি পাবে না।

সোরাইদার বাবাকে যখন তীরের কাছে ছেড়ে দিতে গেলাম, তিনি বললেন-আপনারা তো খ্রিস্টান, দুটো কথা বলে যাই। আমার বজ্জাত মেয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বলছে কেন জানেন? আমার ওপর মমতা বা ভালোবাসার জন্যে নয়, আমি থাকলে ওর অসুবিধে হচ্ছে, ও যা চায় তা করতে পারছে না। আপনাদের ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য জেনেও আমার মেয়ে স্বধর্ম ছেড়ে আপনাদের দেশে চলে যাচ্ছে। কারণ আমাদের দেশে কিছু কড়াকড়ি আছে, মেয়েরা বেলেল্লাপনা করতে পারে না, কিন্তু আপনাদের দেশে রাখঢাক নেই, যা চায় করতে পারবে। আপনাদের দেশে মেয়েদের লজ্জা-শরমের তো বালাই নেই, ওর কাছে ওটাই স্বপ্নের দেশ।

সোরাইদার বাবা যাতে কড়াকড়ি কিছু করতে না পারেন তার জন্যে আমি এবং আরেকজন তার দুটো হাত ধরেছিলাম, তিনি মেয়ের দিকে ফিরে বললেন-ওরে অবাধ্য অন্ধ মেয়ে, আমাদের জাতি শত্রু এই কুত্তাগুলোর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিস? তোকে জন্ম দিয়ে পাপ করেছিলাম, আদর-যত্ন সব মিথ্যে, সব পাপ, সব অভিশাপ! ওঁর অভিশাপ বর্ষণ চট করে শেষ হবে না বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি করে ওঁকে তীরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে মহম্মদের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন আমরা সব শেষ হয়ে যাই, তারপর জাহাজ চলতে শুরু করলে প্রথমে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না কী বলছেন, কিন্তু গলা এত চড়িয়েছেন যে পরে শুনতে পেলাম-ওরে মেয়ে ফিরে আয়, আমার কোলে ফিরে আয় একবার, তোর সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি, ওরা আমার ধন-দৌলত যা নিয়েছে সব ছেড়ে দিচ্ছি, ওরা নিয়ে যাক, তুই ফিরে আয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, হতভাগ্য বাবাকে একবার দ্যাখ, এই নির্জন মরুভূমিতে সে মরে পড়ে থাকবে, তুই ওকে দেখবি না?

সব শুনল সেরাইদা আর অঝোরে কাঁদতে লাগল, কথা বলতে পারল না, যাঁর নামে সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল সেই লেলা মারিয়েনের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে একটু শান্তি পায়।

কোনো উত্তর দেবার মতো স্থৈর্য ছিল না। তবুও খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল–আমার পূজনীয় তুমি, তুমি আমার বাবা, আল্লাহ্ তোমাকে শান্তি দেবেন, তাঁকে ডাকো, লেলা মারিয়েনের ইচ্ছেয় আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি, তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন, শান্তি দেবেন। আল্লাহ্ জানেন আমি যা করেছি এছাড়া কিছু করতে পারতাম না, আমি এদের সঙ্গে না এসে ঘরে বসে থাকলে শান্তি পেতাম না, আমার আত্মা নিরন্তর আমাকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করেছে, বাবা তোমাকে যেমন ভালোবাসি, এই অনুপ্রেরণাকে তেমনভাবেই ভালোবেসেছি, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। –এই কথাগুলো তার বাবা শুনতে পাননি। আমাদের থেকে অনেকটা দূরে তিনি চলে গিয়েছেন।

যথাসাধ্য আমি সোরাইদাকে সান্ত্বনা দিলাম, তারপর সবাই আমরা আমাদের যাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠলাম। হাওয়া অনুকূল, এমন অবস্থা থাকলে আমরা পরের দিন সকালে স্পেনের মাটিতে পৌঁছব, কিন্তু সুখের চরিত্রই এমন যে তার সঙ্গে দুঃখজনক কিছু ঘটনা ঘটে যায়; আমাদের দুর্ভাগ্য কিংবা সোরাইদার বাবার অভিশাপ আমাদের কিছুটা বিপদের সামনে ফেলেছিল, মধ্যরাতে যখন আমাদের জাহাজ তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম গোলাকৃতি একটা জাহাজ একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়েছে, আমরা সতর্ক হয়ে জাহাজটাকে ঘুরিয়ে নিলাম আর ওই জাহাজটা আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, যাবার সময় নাবিকরা ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমরা কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি।

ধর্মত্যাগী উত্তর দিতে বারণ করল, তারপর বলল–এরা ফরাসি জলদস্যু, যা পায় তাই লুট করে।

আমরা সবাই চুপ করে আছি। আমাদের জাহাজ যথারীতি চলছে, ওরা হাওয়ার অনুকূলে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে দু'বার গুলি চালাল, খুব কাছ থেকে গুলি ছুঁড়েছে বলে আমাদের একটা মাস্তুল ভেঙে পড়ল, অন্য গুলিটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাদের জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে বলে চিৎকার করে সাহায্য চাইলাম, ওরা লম্বা একটা বোটে চেপে আমাদের জাহাজে এলো, সংখ্যায় প্রায় বারোজন হবে, সবাই সশস্ত্র, প্রত্যেকের হাতে ছোট লাইটার জ্বলছে। আমাদের যাত্রীসংখ্যা কম দেখে ওরা নিজেদের বোটে আমাদের তুলে নিল এবং বলে দিল যে ওদের কথার উত্তর দিলে এ ঘটনা ঘটত না।

ধর্মত্যাগী সোরাইদার গয়নার বাক্স পানিতে ফেলে দিল, কেউ দেখতে পেল না।

ওদের জাহাজে ওঠার পর আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সব জেনে নিল, তারপর এমন ব্যবহার করতে শুরু করল যে আমরা ওদের জাতশত্রু। প্রথমে আমাদের বিবস্ত্র করে দেখল কিছু পায় কিনা, সোরাইদার হাতে ও পায়ে গয়না ছিল সব নিয়ে নিল কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে দামি অলঙ্কার তার সতীত্ব, সেটা যেন ওরা লুট না করে, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেনি বলে আমি খানিকটা স্বস্তি পেলাম। এই লোকগুলো আসলে তস্কর, সব জিনিসের ওপরই ওদের লোভ, ক্রীতদাসের জামা-কাপড় পর্যন্ত ওরা কেড়ে নিল। আমাদের নিয়ে কী করবে সেটা ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, কেউ কেউ বলল আমাদের জাহাজের পালে সবাইকে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হোক; ওরা নিজেদের ইংরেজ পরিচয় দিয়ে স্পেনের কোনো বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার কথা ভেবেছিল, সেক্ষেত্রে আমাদের বন্দি করা এবং লুটতরাজ চালানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে; ওদের আসল চরিত্র জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ বাড়বে। ক্যাপ্টেন সোরাইদার গয়নাগুলো নিয়ে নিজেকে বেশ ধনী ভাবছে এবং সে স্বীকারও করল যে যা পেয়েছে তাতে খুশি, সে আর স্পেনীয় বন্দরে যাবে না, জিব্রাল্টার পার হয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই রোচেলাতেই ফিরে যাবে। ওরা আমাদের স্বল্প দূরত্বের যাত্রার জন্যে লম্বা বোট এবং প্রয়োজনীয় খাবারদাবার দেবে বলল।

দিনের আলোয় স্পেনের তটরেখা দেখে আমরা সব দুর্দশা এবং দুঃখের কথা ভুলে গেলাম যেন আমাদের জীবনে কখনো কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। কারণ আমরা মুক্তি পেতে চলেছি। বেলা একটু বাড়লে ওরা নিজেদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিল, দুপুরবেলা আমাদের বোট দিল, সঙ্গে দিল দু' ব্যারেল জল এবং কিছু বিস্কুট, ক্যাপ্টেনের বোধ হয় সোরাইদাকে দেখে মায়া হলো, যাবার সময় চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা তাকে ফেরৎ দিল এবং তার পোশাক নিতে নিষেধ করলে সহকর্মী দস্যুদের।

সেই পোশাকটাই পরে রয়েছে সে। বোটে উঠে আমরা অভিযোগ প্রকাশ না করে যেন ওদের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। ওদের জাহাজ যাত্রা করল জিব্রাল্টার উপসাগর অভিমুখে, আমরা তটভূমির দিকে। আমাদের সামনে মাতৃভূমি, ওখানকার মাটি ছুঁতে পারলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সবাই জোরে জোরে দাঁড় টনাছে যাতে সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছানো যায়, রাতের অন্ধকারে বিপদের আশঙ্কা থাকে কিন্তু মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো, অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, তটভূমি সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা নেই, যে কোনো জায়গায় নামা ঠিক নয়, কেউ কেউ মুক্তির উল্লাসে পাহাড়ি এলাকাতেও নামার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত, ওরা সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে খুব ভোরে স্পেনের উপকূলে এসে ডাকাতি করে সেদিনই বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু কিছু লোকের মত হলো আমরা ধীরে ধীরে এগোই, সুবিধেমত জায়গা পেলে বোট ভিড়িয়ে নেমে পড়ব। ওইভাবে যেতে যেতে মধ্যরাতে আমরা একটা বড় পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম, সেখানকার বালির তটভূমিতে নামার সুবিধে আছে। যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি এসে আমরা নামলাম, সবাই নেমে মাটি চুম্বন করলাম, আর খোদাকে ধন্যবাদ জানালাম। এই মুহূর্তে আমরা কান্না সংবরণ করতে পারিনি, এ বোধহয় আনন্দাশ্রু। সামান্য যে খাবার দাবার আমার সঙ্গে ছিল সেগুলো নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম। কারণ ওই জায়গাটা নিরাপদ মনে হলো, তখনো আমরা জানি না যে এটা খ্রিস্টান দেশের পাহাড় কিংবা খ্রিস্টান দেশের মাটি। আমার মনে হলো ভোর হতে দেরি হচ্ছে। সারা পাহাড় আমরা চষে বেড়াচ্ছি যদি কাছাকাছি মনুষ্য বসতি দেখতে পাই, কিন্তু না, মানুষ, পথ বা মানুষের পদচিহ্ন কিছুই দেখতে পেলাম না। এবার আমরা পাহাড় পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু কিছু

খবর সংগ্রহ করার লোক দেখতে পেলাম না। আমরা কোথায় এসেছি তাও বুঝতে পারছি না। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছিল যে সোরাইদা খালি পায়ে ওই রুক্ষ পাথরের জমিতে হাঁটতে কতই না কষ্ট পাচ্ছে, আমি ওকে কাঁধে তুলে খানিকটা পথ হাঁটলাম কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে ভেবে ও হেঁটে যেতে চাইল, আমি হাত ধরে ওকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, সে আমার গায়ে ভর দিয়ে ধৈর্য সহকারে খুশিমনে হাঁটছে, খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা বাঁশির আওয়াজ পেলাম, তখন মনে হলো কাছেপিঠে কোথাও হয়তো বা পশুপালক আছে। চারদিকে তাকিয়ে তার সন্ধান করতে করতে দেখলাম একজন যুবক রাখাল ছুরি দিয়ে একটা গাছের ডাল কাটছে। আমরা তাকে ডাকলাম কিন্তু সে ধর্মত্যাগী এবং সোরাইদার পোশাক দেখে ভেবেছে যে এক মুরবাহিনী ওদের আক্রমণ করতে এসেছে।

সে উল্টো দিকে দৌড়তে দৌড়তে বলছে–মুর! মুর! অস্ত্র! মুর! মুর এসেছে, মুর.... ।

ওর চিৎকার শুনে মানুষ আক্রমণ করতে তৈরি হবে, তট রক্ষীরা ঘোড়ায় চেপে আসবে–এ অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে হলো ধর্মত্যাগী তার তুর্কি পোশাক বদলে নিক, একজন তাকে কোট দিয়ে নিজে শুধু সার্ট গায়ে দিয়ে রইল। তারপর খোদার নাম জপতে জপতে রাখালটি যে পথ ধরে গেল সেই পথেই হাঁটতে শুরু করলাম; ভাবছি যে কোনো মুহূর্তে তটরক্ষীরা ঘোড়ায় চেপে এসে আমাদের জেরা জিজ্ঞাসা চালাবে। যা ভাবছিলাম তা ঘটতে বেশি দেরি হয়নি, দু'ঘণ্টারও কম সময়ে আমরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমেছি আর তখুনি দেখলাম পঞ্চাশটি অশ্বের এক বাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ওদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্ষীরা মুরের বদলে এতজন দরিদ্র খ্রিস্টান বন্দি দেখে অবাক হলো। ওদের ধন্দে ফেলেছে ওই রাখালের চিৎকার। ওদের একজন জিজ্ঞেস করল রাখাল ছেলেটি কি আমাদের দেখেই অমন চিৎকার করেছিল! আমি 'হ্যাঁ' বলে আমাদের সঠিক পরিচয় জানালাম, আমরা কী করতাম, কোথায় ছিলাম, এখন কোত্থেকে আসছি সব বললাম।

আমাদের দলের একজন অশ্বারোহী ওই ব্যক্তিকে চিনতে পেরে কথা বলতে শুরু করল, আমি থেমে গেলাম। সে বলল–খোদার কৃপায় এমন সুন্দর একটি জায়গায় আমরা এসে পড়েছি, আমি যদি খুব ভুল না করি তাহলে মনে হচ্ছে এটি ভেলেস–মালাগা। আরো একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে, এতদিন বন্দি থেকে যদি আমার স্মৃতিভ্রম না ঘটে তাহলে বলি, সেন্যোর, আপনি আমার নিজের কাকা ডন পেদ্রো বুসতামেনতে।

খ্রিস্টান বন্দির এই কথা শোনামাত্র সেই রক্ষী ঘোড়া থেকে নেমে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল–আমার প্রিয় ভাইপো, তোকে আমি চিনতে পেরেছি, কী যে আনন্দ হচ্ছে কেমন করে বোঝাব তোকে, আমরা সবাই ভেবেছিলাম তুই আর বেঁচে নেই, তোর মা পর্যন্ত তাই ভেবে তোর আশা ছেড়ে দিয়েছিল, এতদিন পর খোদার অসীম করুণা, তোকে পেয়ে ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। আমরা জানতাম তুই শেষ পর্যন্ত আলজিয়ার্সে আছিস, তারপর কতদিন কেটে গেছে...আজ

তোর এবং তোদের সঙ্গী-সাথীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোদের মুক্তিলাভ এক অলৌকিক ঘটনা।

সেই যুবক বলল—ঠিক বলেছ, অনেক কিছু বলার আছে, সব তোমাদের বলব।

অশ্বারোহী রক্ষীরা আমাদের কথা শুনে নেমে পড়ল, ওরা আমাদের ভেলেস—মালাগা শহর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইল, এখান থেকে দেড় লিগ যেতে হবে। ওদের কেউ কেউ আমাদের বোট নিয়ে বন্দর অভিমুখে যাত্রা করল, কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল, আমাদের বন্ধুর কাকার ঘোড়ায় উঠে বসল সোরাইদা। নিকটবর্তী গ্রামের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, মুক্ত খ্রিস্টান বন্দি কিংবা বন্দি মুর ওরা অনেক দেখেছে, সুতরাং আমাদের দেখে ওদের অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু ওর সত্যিই বিস্মিত হয়েছে সোরাইদার রূপ দেখে, পথশ্রমের ক্লান্তি থাকলেও খ্রিস্টান দেশে পা দিয়ে মুক্তির আনন্দে সেই মুহূর্তে তার মুখে-চোখে যেন অপূর্ব এক রঙের আভা ফুটে বেরোচ্ছিল, আমি একেবারে নিরপেক্ষভাবে বলছি, তখন মনে হচ্ছিল এমন রূপ পৃথিবীতে আর কারো নেই। তাই গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে দেখছে সেই আশ্চর্য সুন্দরীর মুখ, তাদের চোখে যেন এ অন্য কোনো জগতের মানুষ। আমরা সোজা চলে গেলাম গির্জায়, খোদার অপার করুণার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে স্মরণ করলাম। সোরাইদা ছবির দিকে অপলক চেয়ে দেখছে আর পরে বলছে যে অনেক ছবিই লেলা মারিয়েনের মতো। আমরা বললাম ওই ছবিগুলি তাঁরই, ধর্মত্যাগী যা জানে সব বলল তাকে, তার মনে হচ্ছে এঁরা সত্যিই লেলা মারিয়েন যাঁর কথা সে শৈশবে শুনেছিল, এখন ছবি এবং মূর্তিগুলো দেখে ও যেন জীবন্ত দেবীকে কাছে পেয়েছে। ওখান থেকে আমরা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিলাম, কিন্তু ভেলেস—এর যুবক বন্দি সোরাইদা, ধর্মত্যাগী এবং আমাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে গেল। ওখানে আমরা বাড়ির লোকের মতোই আদর-যত্নে থাকলাম। ছ'দিন ভেলেসে থাকার পর ধর্মত্যাগীকে যেতে হলো গ্রানাদায়, পবিত্র ইনকুইজিসনের ডাক এসেছে, সেখান থেকে সে গির্জায় প্রবেশের অধিকার পাবে। অন্য খ্রিস্টানরা নিজেদের পছন্দের জায়গায় চলে গেল। সোরাইদা আর আমি ওখানে থাকলাম, আমাদের কাছে আছে ফরাসি জলদস্যুর ফেরৎ দেওয়া চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা। এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমাদের, স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সোরাইদার জন্যে একটা গাধা কিনলাম। এখানে আসার পর থেকে আমি ওর বাবা এবং বন্ধুর ভূমিকা পালন করছি, স্বামী হতে পারিনি। এখন আমরা যাচ্ছি দেশের বাড়িতে, জানি না আমার বাবা বেঁচে আছেন কি না, ভাইয়েরা কেমন আছে, তাদের অবস্থা ফিরেছে কি না সব দেখতে হবে। খোদার আশীর্বাদে আমি সোরাইদাকে পেয়ে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? যে ধৈর্য নিয়ে ও দারিদ্র্য মেনে নিয়েছে আর খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করার জন্যে যে ত্যাগ ওর মধ্যে দেখেছি তা আমাকে অভিভূত করেছে, সারা জীবন ওর প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, এ জীবন আমি ওর জন্যে উৎসর্গ করব। কিন্তু আমার মনে এক অনিশ্চয়তার ভীতি আছে। দেশে ফিরে যদি দেখি আমার বাবা বা ভাইয়েরা বেঁচে নেই তাহলে আমরা দুজনে কোথায় একটু শান্তির জায়গা পাব যেখানে এই জীবনটা স্বস্তিতে কাটিয়ে দিতে পারি! ওরা না থাকলে কে আমাদের চিনবে, কে

আমাদের একটু বাসোপযোগী জায়গা করে দেবে এই চিন্তায় আমি এখন কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। সেন্যোরবৃন্দ, এই হলো আমার অভিযানের সারাংশ, বেশি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলিনি, এইসব ঘটনা আপনাদের ভালো লেগেছে কি না জানি না, তবে আপনারাই বিচারক, একঘেয়ে বেশি কথা বললে আপানাদের নিশ্চয়ই রাগ হতো।

৪২

বন্দি চুপ করল। ডন ফের্নান্দো বলল–সেন্যোর ক্যাপ্টেন, সত্যি আপনার জীবনের পট পরিবর্তনের ঘটনা এবং বলার ভঙ্গি আমাদের চুম্বকের মতো আটকে রেখেছে। কত রকমের আশ্চর্যজনক ঘটনা, কত বিপদ আর শেষে বিজয়–গৌরব, আহা! বড় চমৎকার মনে হচ্ছে আবার শুনি, শুনতে শুনতে রাত কাবার হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

কার্দেনিও এবং অন্য সকলেই তার কথা শুনে অভিভূত, ওরা আন্তরিকভাবে তাকে সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিল, ক্যাপ্টেন ওদের ভালোবাসার প্রকাশ দেখে খুব খুশি। বিশেষত ডন ফের্নান্দো তাকে বলল যে ওরা তার দেশে গেলে সম্মানীয় নাগরিকের মতো বাস করার সব অধিকার পাবে, তাছাড়া ওর ভাই সে দেশে মার্কুইস (মার্কেস), সে সোরাইদার ধর্মপিতা হয়ে দীক্ষা দিতে পারে।

বন্দি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল যে এখনই তাদের সে সব প্রয়োজন নেই।

রাতের অন্ধকার নেমে এলো, এমন সময় একটি গাড়ির সঙ্গে কয়েকজন অশ্বারোহী মানুষ সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা ঘর চাইলে সরাইখানার মালিকের স্ত্রী বলল যে একটি ঘরও খালি নেই।

একজন অশ্বারোহী বলল–খালি নেই বলল তো হবে না। আপা গাড়িতে বসে আছেন মাননীয় বিচারপতি, তার থাকার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

বিচারপতির কথা শুনে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে মালকিন বলল–সেন্যোর, ঘর তো নেই, তবে মাননীয় বিচারপতি যদি বিছানা এনে থাকেন তাহলে আমাদের ঘরটা চেড়ে দেব। আমরা স্বামী-স্ত্রী অন্য কোথাও...।

লোকটা বলল–তবে তাই করুন। এর মধ্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন সেই ব্যক্তি, তার চেহারা এবং হাবভাব দেখে উচ্চপদস্থ কেউকেটা মনে হচ্ছে, পরনে লম্বা হাতাওয়ালা জামা আর লং কোট। হাত ধরে নিয়ে আসছেন এক ষোড়শীকে, তার পরনে দামি পোশাক, তার রূপ এবং লীলায়িত ভঙ্গিমায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে। সেখানে দরোতেয়া, লুসিন্দা এবং সোরাইদার মতো রূপবতী না থাকলে সবাই ভাবত এমন সুন্দরী দেশে আর একটিও নেই।

মাননীয় বিচারপতি এবং মেয়েটিকে ভেতরে আসতে দেখে ডন কুইকজোট বললেন–স্বাগতম, মাননীয় বিচারপতি, স্বাগতম, এই দুর্গে নিরাপদে আশ্রয় নিন, তারপর আয়েশ করে বিশ্রাম। যদিও এই দুর্গে কিছু অব্যবস্থা আছে তবুও পণ্ডিত ব্যক্তি আর যোদ্ধাদের জন্যে এর দ্বার সব সময় অবারিত থাকে। বিশেষত আপনাদের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্যে সব সময়ই উন্মুক্ত এর দ্বার। আর আপনার সঙ্গে যে সুন্দরী

এসেছে তার অভ্যর্থনার জন্যে শুধু এই দুর্গ নয়, পাহাড় পর্বতও অবনত মস্তকে স্বাগত জানাবে। এখানে বেশ কয়েকজন রূপসী আর বীরের সমাবেশ ঘটেছে, আপনারা তাদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সুন্দর সময় কাটাবেন। এ যেন এক জ্যোতিষ্কলোক, সুন্দরী সমাবেশে অত্যুজ্জ্বল, বীর সমাগমে দুর্ভেদ্য। এত জ্যোতিষ্কের মধ্যে আপনি এনেছেন আরেক দুর্মূল্য নক্ষত্র। বীরত্ব আর রূপের আলোয় আলোয় ভরে গিয়েছে এই দুর্গ। আজকের রাত নক্ষত্রের।

ডন কুইকজোটের ভাবগম্ভীর স্বাগত সম্ভাষণে হঠাৎই যেন বড় অবাক হন অতিথি, তার বেখাপ্পা চেহারার সঙ্গে এমন পরিশীলিত ভাষণের কোনো মিল পান না তিনি, ইতিপূর্বেই সরাইখানার মালকিন ভেতরে গিয়ে বলে এসেছে যে একজন সম্মানীয় অতিথির সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি তাকে অভ্যর্থনার জন্যে এসেছে দরোতেয়া, লুসিন্দা আর সোরাইদা, এদের দেখে অতিথিরা ভাবল যে সরাইখানার সবাই ডন কুইকজোটের মতো অস্বাভাবিক নয়। ডন ফের্নান্দো, কার্দেনিও এবং পাদ্রিবাবার সঙ্গে ওদের সৌজন্যসূচক কথাবার্তা হলো। প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও মাননীয় অতিথি ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছেন, নবাগতা সুন্দরীও উষ্ণ অভ্যর্থনায় খুশি। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর ঠিক হলো যে মেয়েরা একসঙ্গে বড় ঘরে শোবে আর পুরুষরা বাইরে ওদের রক্ষীর কাজ করবে। আর বিচারপতিও বললেন তার মেয়েও ওদের সঙ্গে থাকবে, মেয়েও তাতে সানন্দে রাজি হলো। সরাইখানার মালিকের বিছানার সঙ্গে বিচারপতির বিছানা জোড়া দিয়ে পুরুষরা সবাই ভালোয় ভালোয় রাতটা কাটিয়ে দিল।

বিচারপতি সরাইখানায় প্রবেশ করার পর থেকে বন্দির মনে হয়েছে যে তিনি তার এক ভাই; একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে এক ভৃত্যটি বলল যে ওই মাননীয় অতিথির নাম হুয়ান পেরেস দে ভিয়েদমা এবং সে শুনেছে যে তাঁর আদি বাড়ি ছিল লেওনের পার্বত্যাঞ্চলের কোনো এক জায়গায়। এই কথা শুনে এবং মানুষটাকে দেখে বন্দির আর কোনো সন্দেহ রইল না। ওদের বাবা যখন সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছিলেন তখুনই এই ভাই বলেছিল সে লেখাপড়া করবে। ডন ফের্নান্দো, কার্দেনিও এবং পাদ্রিবাবাকে একান্তে ডেকে বন্দি পুরো ব্যাপারটা বলল, ভৃত্যটির কাছে সে জেনেছে যে তার ভাই মেক্সিকোয় বিচারক নিযুক্ত হয়েছে, ওই সুন্দরী মেয়েটি একমাত্র সন্তান, ওর জন্মের সময় মা মারা যায়, তারা যথেষ্ট সম্পদশালী, বাড়িতে মেয়ের নামে অনেক সম্পত্তি আছে। এদের কাছে পরামর্শ চাইল সে কীভাবে রহস্য উদ্ঘাটন করে ওর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় দেবে, তার এমন দারিদ্র্য দেখে ভাইয়ের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও জানা দরকার।

পাদ্রিবাবা বললেন—আমাকে বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। বিচারক মহোদয়কে দেখে বিনয়ী এবং নিরহঙ্কারী বলেই মনে হলো, আপনাকে উনি ভালোভাবেই গ্রহণ করবেন; কিন্তু আপনার সন্দেহ দূর করার জন্যে আমি একটু বাজিয়ে দেখছি।

ক্যাপ্টেন (বন্দি) বলল—ঠিক আছে, আপনি যেন কিছুই জানেন না এমনভাবে কথা বলে তার প্রতিক্রিয়াটা কী হয় আমাকে জানাবেন।

পাদ্রিবাবা বললেন—এমনভাবে ছক কষব যে সবার তাক লেগে যাবে।

ইতিমধ্যে রাতের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। বন্দি এবং মেয়েরা অন্য ঘরে খাবে। বাকিরা এখানকার টেবিলেই খাবে। খাবার খেতে খেতেই পাদ্রিবাবা বললেন—সেন্যোর বিচারপতি, একটা কথা বলছি আপনাকে, আপনি বিরক্ত হবেন না আশা করি, কনস্টান্টিনোপলে আমার এক সৈনিক বন্ধু ছিল, আমি অবশ্য ওখানে মাত্র কয়েক বছর বন্দিজীবন কাটাই, সেই বন্ধুটি স্পেনের পদাতিক বাহিনীর এক সাহসী, ক্যাপ্টেন ছিল, যোদ্ধা হিসেবে খুব সুনাম ছিল তার, এবং সাহস আর সুনামই তার কাল হলো।

বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন—ওই ক্যাপ্টেনের নামটা বলতে পারেন?

পাদ্রিবাবা বললেন—ওর নাম ছিল রুই পেরেস দে ভিয়েদমা, লেওনের পার্বত্য অঞ্চলে ওর আদি নিবাস। ও আমাকে এত বিশ্বাস করত যে বাড়ির সব কথা বলত। একদিন বলেছিল যে ওর বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে এক ভাগ নিজের জন্য রেখেছিলেন। এমন কিছু উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন যেন সেগুলো কাতোনের উপদেশের চেয়েও মূল্যবান। আমার সেই বন্ধুটি স্বেচ্ছায় সৈনিক হতে চেয়েছিল, তারপর যুদ্ধে যোগ দিয়ে মাত্র ক'বছরের মধ্যেই সাহস আর উদ্যমের ফলে সে পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ পেল; আর কিছুদিনের মধ্যেই তার পদোন্নতি হতো কিন্তু তার ভাগ্য বিমুখ, তাকে যেতে হলো বিখ্যাত লেপান্তের যুদ্ধে যেখানে অনেক খ্রিস্টানের জীবন বদলে গেল, তারা মুক্তি পেয়ে গেল, কিন্তু বলতে আমার খারাপ লাগছে, সেই যুদ্ধে সে বন্দি হয়ে গেল, আমাকে যেতে হলো গোলেতায়, তারপর অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের আবার দেখা হলো কনস্টান্টিনোপলে। ওখান থেকে ওকে যেতে হয় আলজিয়ার্সে আমি যা জানি ওখানে যা ঘটল পৃথিবীতে তা খুবই বিরল।

তারপর পাদ্রি খুব সংক্ষেপে তার ভাইয়ের সঙ্গে সোরাইদার সম্পর্ক এবং কীভাবে মুক্তি পেল ইত্যাদি ঘটনা বললেন। বিচারক খুব মনোযোগসহকারে শুনছেন দেখে পাদ্রিবাবা বললেন যে আসবার সময় ফরাসি জলদস্যুরা তাদের সবকিছু লুটপাট করে নেয়; তারপর কী ঘটল তাঁর জানা নেই, ওরা ফরাসিদের হাতে বন্দি হলো, না স্পেনে ফিরতে পারল কিছুই তাঁর জানা নেই।

পাদ্রির সমস্ত কথাই আড়াল থেকে শুনছিল ক্যাপ্টেন আর তাঁর ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। পাদ্রির মুখে গল্পটা শুনে বিচারপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর চোখের কোনে জল দেখা গেল।

তিনি বললেন—ওঃ সেন্যোর, আপনি যা বললেন তা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি চোখের জল আটকাতে পারিনি। এতটা বিচলিত হওয়া উচিত নয় আমার। কিন্তু আপনি যার কথা বললেন তিনি আমার নিজের বড় ভাই, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বয়সে যেমন বড় তেমনি ওর সাহস, শক্তি আর উদার মন; যুদ্ধে যোগদান করে সে বীরত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল, দেশের গৌরব বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আপনার বন্ধুর কাছে শুনেছেন নিশ্চয় যে আমার বাবা আমাদের তিনটে পথ বাতলে দিয়েছিলেন। আমি লেখাপড়া করতে চেয়েছিলাম, আমার ছোট ভাই ব্যবসা-বাণিজ্য করে পেরুতে

বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে, বাবাকে সে প্রচুর অর্থ পাঠিয়েছে যাতে দু'হাতে খরচ করতে পারেন; আমি লেখাপড়া শেষ করার পর একটা সম্মানজনক পেশায় নিযুক্ত হয়েছি। আমার বাবা বেঁচে থাকলেও তার জ্যেষ্ঠপুত্রের কোনো সংবাদ না পেয়ে দুঃখে প্রায় ভেঙে পড়েছেন। সদা সর্বদা খোদার কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন যাতে মৃত্যুর আগে তার সঙ্গে একবার দেখা হয়। তার এত বুদ্ধি আর যাই ঘটুক বাবাকে জানাতে পারত। বাবা কিংবা আমরা ভাইয়েরা তার বন্দি জীবনের সংবাদ পেলে হয়তো মুর মেয়েটির ঝোলানো বেতের ওপর এতখানি নির্ভর করতে হতো না। ওটা একটা অলৌকিক যোগাযোগ। কিন্তু আপনার মুখে ফরাসি দস্যুদের কথা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওরা নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্যে হত্যাও করে দিতে পারে। এই দুঃসংবাদ আমার ভ্রমণটাকে বিষময় করে তুলল যদিও প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, তোমার খোঁজ পেলে আমি সব কিছুর ঝুঁকি নিয়েও তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করব। আমার বৃদ্ধ পিতা যদি একবার জানতে পারতেন যে তুমি প্রাণে বেঁচে আছে, বারবেরির কুৎসিততম কারাগার বা যে কোনো জায়গাই হোক না কেন আমাদের সবার সম্পত্তি বিক্রি করে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতাম! সুন্দরী উদারমনা সোরাইদা, তোমার যোগ্য ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? হা খোদা, তার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম আর নব দীক্ষা দেখার সৌভাগ্য যদি হতো, যদি ওর সঙ্গে আমার ভাইয়ের মিলন পর্ব দেখতে পেতাম! আমাদের যে কী আনন্দ হতো এই মিলন ঘটলে!

এই কথাগুলো বলার সময় বিচারপতি এমন আবেগদীপ্ত হয়ে পড়েছেন যে সরাইখানার সবাই তাঁর দুঃখে সমব্যথী হয়ে উঠেছে।

বন্দির ইচ্ছে অনুযায়ী যা জানার এবং বলার ছিল সবই পাদ্রিবাবা তার ভাইকে বলেছেন আর দেখেছেন তাঁর সজল চোখের চাহনি, দাদার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে কত গভীর, তাই তাঁর মনে হলো যে দৌত্য সম্পূর্ণ সফল। আর বিলম্ব করে সবাইকে এমন অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। তিনি খাবার টেবিল থেকে উঠে সোরাইদার হাত ধরে নিয়ে এলেন, তার পেছনে লুসিন্দা, দরোতেয়া এবং নবাগতা সুন্দরী; বন্দি দেখতে থাকে এরপর পাদ্রিবাবা কী করেন, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, আরেক হাতে তাকে ধরে তিনি বিচারপতির সামনে দাঁড়ালেন, অন্যরাও ওখানে ছিল, পাদ্রিবাবা বললেন—সেন্যোর, আর চোখের পানি ফেলবেন না, আপনি মনে মনে যা চাইছিলেন তার চেয়েও বেশি পেলেন, চেয়ে দেখুন আমার একদিকে আপনার সাহসী বড় ভাই আর একদিকে উদারমনা ভাবীজান। এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন ভিয়েদমা আর যার চেষ্টায় এর শৃঙ্খলমোচন সম্ভব হয়েছিল সেই সুন্দরী মুর। ফরাসি জলদস্যুরা এদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। এরা এখন নিঃস্ব। আপনার সহানুভূতি আর সহযোগিতা ওদের খুবই প্রয়োজন।

ক্যাপ্টেন দু'হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল, ভাই কয়েকটি মুহূর্তমাত্র ওর চোখের দিকে চেয়ে চিনতে পেরে গভীর হৃদ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। দু'ভাইয়ের এই মিলনদৃশ্য বড় আনন্দের, দুজনেরই চোখে জল; এদের মিলনের আবেগঘন দৃশ্য দেখে

সবার বুকের ভেতরটা কেমন এক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, সবার চোখের কোনেই জল। দুভাইয়ের কথায় তখন কী দরদ, কী সংবেদনশীলতা আর কী গভীর সহমর্মিতা সহজেই অনুমেয়, ভাষার অতীত এইসব বোধ। ওরা পরস্পরকে নিজেদের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে লাগল। বিচারপতি সোরাইদাকে আলিঙ্গন করে তার সম্পত্তি ওকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মেয়েকে বললেন যেন তাকে আলিঙ্গন করে। তাই করল সে, সুন্দরী খ্রিস্টান আর রূপসী মুরের অশ্রুভরা আলিঙ্গনে আবার সবার চোখে আনন্দাশ্রু দেখা গেল।

ডন কুইকজোট চুপ করে সব কিছু শুনেছেন, সব কিছু দেখেছেন, এতক্ষণে মুখ খুললেন, তাঁর মতে ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের আশ্চর্য কৃৎকৌশলের ফলেই এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। ক্যাপ্টেন এবং সোরাইদা সবাইকে নিয়ে সেভিইয়ায় ভাইয়ের বাড়িতে যাবে, সেখান থেকে তাদের সব সংবাদ বাবাকে জানিয়ে তাঁকে সেভিইয়াতে আসতে অনুরোধ করবে। ওখানেই সোরাইদার দীক্ষা গ্রহণ এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। বিচারপতি আর বেশিদিন থাকতে পারবেন না। কারণ এক মাসের মধ্যেই 'নতুন স্পেনে'র জাহাজ সেভিইয়া থেকে ছাড়বে, এই জাহাজে না গেলে তিনি বড় বিপদে পড়ে যাবেন।

দুপুর রাত, সবারই ঘুম পেয়েছে, এবার ওরা ঘুমোতে যাবে, কিন্তু ঘুমোতে যাবেন না ডন কুইকজোট। এত সুন্দরীর সমাবেশ দেখে কোনো দস্যু বা দৈত্য দুর্গ আক্রমণ করতে পারে, তাই তিনি জেগে পাহারা দেবেন। এই উদারতার জন্যে সবাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাল, বিচারপতিও খুশি তাঁর ওপর। খুব নরম বিছানা পেয়ে সানচো পানসার চোখে ঘুম নেই, সে তার হারানো গাধার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। কত ক্ষতি তার হয়েছে পরে জানা যাবে।

যে যার জায়গায় ঘুমোতে চলে যাবার পর দুর্গের পাহারায় রইলেন ডন কুইকজোট।

ভোর হতে তখনও দেরি আছে। খুব মধুর কণ্ঠে একটা গান শোনা গেল। দরোতেয়া আর তার পাশে শোয়া বিচারকের কন্যা দন্যা ক্লারা দে ভিয়েদমা ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে। কারণ ওরা তেমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়নি। কোনো যন্ত্র ছাড়া একা কে এমন সময় এত মিষ্টি গান গাইতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। একবার মনে হচ্ছে উঠোনে গাইছে, আবার মনে হচ্ছে আস্তাবল থেকে ভেসে আসছে। কার্দেনিও বড় ঘরের দরজায় এসে বলল-যাদের ঘুম আসেনি, শুনুন কি সুন্দর গাইছে এক খচ্চরওয়ালা, মন ভরে যাচ্ছে, আহা!

দরোতেয়া বলল-আমরা শুনছি সেন্যোর।

কার্দেনিও চলে গেল। দরোতেয়া মন দিয়ে গানটা শুনছে, তার ভাষা এই রকম-

৪৩

গান

প্রেম সায়রে ভাসাইরে নাও
বাদলা হাওয়ায় মন উড়ে যায়
কোন দিশাতে কোন ঠিকানায়

পাগল মন আমার মন পাখিকে
বেঁধে রাখা দায়।
এমন চিকন আলো কেমনে আসে ধরায়
আলোক ছটা ছড়িয়ে দিল দূর
আকাশের তারায়
পালিনুরো দেখেছিল এমন তারা ভরা রাত
হাজারবার দেখেও তার মেটেনিকো সাধ।
দাঁড় বেয়ে যাই, অকূল দরিয়ায়
উতলা আমি কেঁদে মরি তারই আশায়
মেঘে ঢাকা চাঁদমুখটি কবে
আবার হাসবে?
আঁধার ছিঁড়ে সে মুখ কি চিকন–
আলোয় ভাসবে?

এমন সুন্দর গানটা শুনলে ক্লারা খুব খুশি হবে ভেবে দরোতেয়া ওকে জাগিয়ে বলল–তোমাকে জাগিয়ে দিলাম বলে রাগ কোরো না বোন। এমন মিষ্টি গলা তুমি বোধহয় জীবনে শোনোনি।

ঘুম চোখে ক্লারা বুঝতে পারছে না দরোতেয়া কী বলছে, তাই আবার জিজ্ঞেস করে সে গান শুনতে লাগল। কিন্তু দু' পঙক্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁপতে কাঁপতে দরোতেয়াকে প্রচণ্ড জোরে জড়িয়ে ধরে বলল–সেন্যোরা, তুমি আমাকে জাগালে কেন? এই মুহূর্তে আমি অন্ধ এবং বধির হয়ে গেলে ভালো হতো, এই দুর্ভাগা গায়কের গান শুনতেও হতো না, তাকে দেখতেও পেতাম না।

–কী বলছ আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, চেয়ে দেখ যে গাইছে সে একজন খচ্চরচালক।

ক্লারা বলল–না, না, ও আমাদের গ্রামের এক ধনী যুবক, বিশাল ধনী পরিবার ওদের, আমার হৃদয়মন জয় করেছে সে, যদি স্বেচ্ছায় আমার দিক থেকে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ভালো, নইলে আমিই হব ওর জীবনসঙ্গিনী।

দরোতেয়া বুঝল এত অল্প বয়সেই মেয়েটি দারুণ বুদ্ধিমতী এবং আবেগপ্রবণ। তার আকুলতার এমন প্রকাশ দেখে সে অবাক হলো।

সে বলল–ক্লারা, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, 'প্রেমসায়র,' 'তারার আলো,' 'কেঁদে বেড়াই' এসব কথার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? আমাকে সব বুঝিয়ে বলো, তবে এখন না, আমি ওর গান শুনব, এত ভালো গলা যে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম।

ক্লারা বলল–শোন, তোমার সময় হলে সব বলব।

শুনবে না বলে সে হাত দিয়ে কান চাপা দিল, দরোতেয়া অবাক হলেও কিচ্ছু বলল না, গান শোনায় তার মন, ছেলেটি আবার গাইতে শুরু করল।

গান

মধুর স্বপনে কত দিন কেটে যায়
তুমি ভালোবাসবে কি আমায়?
বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে ওই পথে যাই
অচেনা সব কিছু অজানা পথ
ওই দিকে চেয়ে থাকি তোমার প্রতীক্ষায়
তুমি বুঝেও বোঝ না কেন এমন মন
ভেবেছি যে একসাথে বাঁচব দুজন
আশায় আশায় কেটে যায় অলস বেলা
অচিরেই বুঝি ভেঙে গেল মিলন খেলা
সুখ ফেরায় তার সুন্দর মুখ
বোধহীন যেন এ শূন্য মোর বুক।
দেখো প্রেম ভরিয়ে দেবে কানায় কানায়
আঁধার কেটে যাবে আলোর বন্যায়
প্রেম তো অসার নয়, বড় চেতনাময়
মহত্তর ভাব আর কিছু নেই
তার ভাষা নয়কো জটিল
প্রেমিক মানুষ হয় দরিয়া দিল।
প্রেম নিয়ে যাবে আমাকে
তোমার মনের কিনারায়
দুজনাই ভেসে যাব একসাথে
একই স্বপ্নের সাধনায়
দুর্গম পথ সুগম হবে জানি
তোমাকে পাশে পাব একদিন
তাই আর দ্বিধা নেই, কেটে গেছে ভয়
কান পেতে শোনো এ ভোরের গান
পাখিরা জাগছে, শুরু হবে কলতান।
তুমি কেন লুকিয়ে থাকো আর
একবার দেখো, তোমার আমি, তুমি আমার

AMARBOI.COM

গান শেষ হলো, ক্লারার চোখে জল, দরোতেয়ার কৌতূহল বেড়ে যায়, সে পুরো ব্যাপারটা শুনতে চায়, এত সুরেলা গান আর এত বেদনা–কী এর কারণ? আগে সে ক্লারার কথা থামিয়ে গান শোনায় বেশি মনোযোগ দিয়েছিল, এখন সেই অসম্পূর্ণ কথা শুনতে চায় সে। লুসিন্দা ওই ঘরেই ঘুমোচ্ছে, সে যাতে কিছু শুনতে না পায় তাই দরোতেয়াকে জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে ক্লারা ফিসফিস করে বলতে শুরু করল–

আপা তোমাকে বিশ্বাস করে সব বলছি। যে ছেলেটির গান শুনলে তার বাবা আরাগন রাজ্যে একজন অভিজাত সামন্ত। মাদ্রিদ শহরে আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে

ওঁরা থাকতেন। শীতকালে আমাদের জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা থাকত আর গরমের সময় জাফরি খোলা থাকত কিংবা পাতলা কাপড়ের পর্দা দেওয়া হতো। এই ছেলেটি আমাকে কীভাবে দেখতে পেয়েছিল জানি না; হয়তো তার স্কুলে যাবার সময়, চার্চে কিংবা অন্য কোনো জায়গায় আমাকে দেখেছিল। সে যাই হোক, আসল কথা হলো, সে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করল। ওদের জানালায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে বা কখনো কেঁদে আমার প্রতি ওর গভীর টান ব্যক্ত করতে থাকল, আমি ওর প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হলাম, বলা যায় ওকে বিশ্বাস করে আমিও ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। তখনো জানতাম না কেন ওর প্রতি আমার এত আকর্ষণ জন্ম নিল। অনেক ইশারা আর ইঙ্গিতের মধ্যে ও দুটো হাত এ সঙ্গে করে বোঝাত যে আমাকে বিয়ে করতে চায় এই ইচ্ছে বুঝতে পেরে আমার বুকের মধ্যেও ঝড় উঠল, আমিও মনে মনে তাই চাইতে শুরু করলাম, কিন্তু আমার মা না থাকায় একথা কাউকে বলতে পারলাম না। বাড়িতে আমার এমন কেউ ছিল ন যে এসব ব্যাপারগুলো ঠিকমত সামাল দিতে পারে। মুখ বুজে থাকতে হলো; ওর বাবা এবং আমার বাবা বিদেশে গেলে জানালার ঢাকা তুলে দিতাম, ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করত যেন উন্মাদ হয়ে যাবে। তারপর একদিন বাবার বদলির সময় হলো, আমি ওকে কিছু বলিনি কিন্তু কোনোভাবে এই খবরটা ও পেয়েছিল। এই খবর শুনে অসুস্থ হয়ে পড়ল, আমরা চলে আসবার সময় বিদায় জানানো তো দূরের কথা, চোখের দেখাটাও হলো না। দু'দিন পথ চলার পর আমরা এক গ্রামে সরাইখানায় রাত কাটাবার জন্যে গিয়েছি, দেখি সে খচ্চর চালকের ছদ্মবেশ নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পোশাক এবং চেহারায় এমন পরিবর্তন এসেছে যে আমি দেখেই ওকে চিনে ফেললাম, ওকে দেখে অবাক হয়েছি আবার আনন্দও হয়েছে, আমার বাবাকে সে এড়িয়ে যেত, বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা দুজনে চোখে চোখে কথা বললাম, তারপর যে সরাইখানার আমরা যাই ও পায়ে হেঁটে আসে, ওর কষ্ট দেখে আমি যেন মরে যাই, যেখানেই ওর পা পড়ে আমি সেদিকে শুধু চেয়ে থাকি, এখানেও সে এসেছে, কিন্তু কী চায় সে, বাবার একমাত্র সন্তান হয়ে সে কেমন করে তাঁকে ছেড়ে চলে আসবে, ও বাবার চোখের মণি, অত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

তুমি ওকে দেখলে বুঝবে যে সাধারণ ঘরের ছেলে সে নয়। যে গান শুনলে সে ওর নিজের রচনা, নিজের সুর; আমি শুনেছি ও খুব ভালো ছাত্র ছিল এবং একজন কবি হিসেবে পরিচিত। ওকে দেখলে কিংবা গান শুনলে আমি কাঁপতে শুরু করি যেন আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়, আমার ভয় পাচ্ছে পাছে বাবা আমাদের দুজনের এই সম্পর্ক জেনে ফেলে। আমি ওর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলিনি অথচ ওকে এতটাই ভালোবাসি যে ওকে চেড়ে আমি বাঁচব না। যাকে তুমি খচ্চর চালক বলে জান সে এক বিশাল সম্পত্তির মালিক আর আমার হৃদয়ের রাজা। তার সম্বন্ধে যা জানি তোমাকে সব বলে দিলাম, তুমি যেন একথা কাউকে বলবে না।

ক্লারাকে জড়িয়ে ধরে অগুনতি বার তার মুখে দরোতেয়া চুমু খেয়ে বলল—আর বলতে হবে না, তুমি নিজেকে একটু সামলে রাখো, অত উতলা হলে চলে না, সকাল

হোক, আমি এমন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক প্রেমের যেন শুভ পরিণতি হয় তার চেষ্টা করব। সরল মানুষের ভরসা খোদা, ভয় নেই তোমার; ভয় পেও না বোন।

ক্লারা বলে–আপা আমার যে কী হবে! ছেলেটির বাবা এমন গণ্যমান্য এবং ধনী যে আমাকে তার ছেলের পরিচারিকার সমতুল্যও ভাববে না, স্ত্রীর মর্যাদা পাওয়া তো দুরস্ত, আরেকটা কথা তোমাকে বলছি যে প্রাণ গেলেও বাবার অমতে আমি কাউকে বিয়ে করতে পারব না। এই অবস্থায় সে যদি বাড়ি ফিরে যায় আর আমি চলে যাই বিদেশে সেটাই মঙ্গল, কেননা তাকে দেখতে না পেলে আর অনেক দূর দেশে থাকলে হয়তো এই টানটা কেটে যাবে, দুজনেই প্রেমের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব যদিও জানি এইটা ঠিক প্রতিকার হবে না। জানি না কোন শয়তানের জাদুবলে আমরা এই বয়সে দুজন দুজনকে এত ভালোবেসে ফেললাম। আমাদের দুজনের একই বয়স, বাবা বলেন যে আগামী সান মিগেল দিবসে আমি ষোলোয় পা দেব।

ক্লারার ছেলেমানুষি কতা শুনে দরোতেয়া হেসে ফেলল, তারপরে ওকে বলল–শোনো ক্লারা এখনো ভোর হতে দেরি আছে, আমরা ঘুমোই, রাত শেষ হোক, খোদা একটা উপায় বলে দেবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন ঘুমোও বোন আমার।

সরাইখানায় সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু মালিকের মেয়ে আর ওদের পরিচারিকা মারিতোর্নেসের চোখে ঘুম নেই। ওরা দেখল ডন কুইকজোট অস্ত্র হাতে ঘোড়ার পিঠে বসে পাহারা দিচ্ছেন, ওখানে যাবার দরজা খোলা, এই মেয়ে দুটির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলছে। ওরা ডন কুইকজোটের সঙ্গে একটু ফিচলেমি করে দেখবে কী বলে। তাঁর আজব কথাবার্তা শুনতে ওদের খুব মজা লাগে।

এই সরাইখানায় খোলা মাঠের দিকে কোনো জানালা নেই, আছে দেওয়ালের গায়ে একটা গর্ত যার মধ্যে দিয়ে খড় বা ঘাস বাইরে ফেলা হয়, ওইখানে এই গভীর রাতে দুই সদ্য যুবতী উঠে পড়ল এবং দেখতে থাকল ডন কুইকজোট ঘোড়ায় চেপে বল্লমের ওপর ভর দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন যেন প্রতিটি শ্বাস তাঁর আত্মার গভীর থেকে উঠে আসা বিলাপের প্রকাশ। তারা শুনতে পেল তিনি খুব নিচু স্বরে প্রেমের সংলাপ বলে চলেছেন একটানা–

–ও আমার হৃদয়ের রানি, তোবোসোর পরমা সুন্দরী সেন্যোরা দুলসিনেয়া, তোমার রূপের কোনো তুলনা হয় না, বুদ্ধি আর বিবেচনায় তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী, সমগ্র নারী জাতির আদর্শ, শুভবোধ আর সততার প্রতিমূর্তি, এ জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তুমি তা গ্রহণ করেছ, ঋদ্ধ হয়েছ সমস্ত গুণাবলি অর্জন করে, এখন কোনো মহৎ চিন্তায় তুমি মগ্ন হয়ে আছ আমি জানি না। আমি কি ভাবতে পারি না যে এই আজ্ঞাবহ প্রেমিক তোমার মনের কোনে সামান্য স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে? নাইটের পেশা গ্রহণ করে তোমার নামে সে কত কষ্ট সহ্য করেও অসাধ্য সাধন করে চলেছে। হে পূর্ণ শশী, তুমি তো আমাকে দেখছ, বলো সে কী করছে এখন? সম্ভবত ঈর্ষাকাতর চোখে চেয়ে আছ তার দিকে! বিশাল রাজপ্রাসাদের কোনো অলিন্দে সে ধীর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কিংবা কোনো ঝুলবারান্দার রেলিঙে বুক পেতে চেয়ে আছে আর ভাবছে তার প্রেমিক নাইটের হৃদয়ে তার জন্যে কী অপরিসীম ব্যথা, তার অভিজাত ভঙ্গির মধ্যেই এমন ব্যথাতুর চাহনি তুমি দেখতে পাচ্ছ না হে সুন্দর চাঁদ? তার সরল আর সংবেদনশীল মন

কি এই হতভাগ্য প্রেমিকের এমন কঠোর জীবনে এনে দেবে না সামান্য স্বস্তি, জীবনটাকে ভরিয়ে দেব না আনন্দে? জীবনে কিংবা মরণে আমি তোমার একটু করুণা পাব না? জীবন-বোর আত্মত্যাগের স্বীকৃতি সে পাবে না তোমার কাছে? আর হে সাতরঙা সূর্য, তোমার স্বর্গীয় অশ্বের পিঠে চেপে পৃথিবীকে রাঙাবার মুহূর্তে আমার হৃদয়ের রানিকে দেখা দিয়ে আসবে না? আমার হয়ে তুমি তাকে ভোরের পবিত্র অভিবাদন জানিও, কিন্তু সাবধান, দেখা করতে গিয়ে ভুল করে তার ঠোঁট চুম্বন করো না, তাহলে তোমার প্রতি আমার ঈর্ষার পবিত্র আগুন জ্বলবে, যেমন তুমি সেই অকৃতজ্ঞ দেবতার রোষে তেসালিয়ার মাঠে কিংবা পেনেও নদীর ধারে ক্লান্ত দেহে ছুটতে বাধ্য হয়েছিলে, আমার এখন ঠিক মনে নেই ঈর্ষা আর প্রেমের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে কোথায় কতটা দৌড় দিয়েছিলে। (এ্যাপোলো এবং দাফনের মিথ)। ডন কুইকজোটের স্বগতোক্তি শেষ হলো, এমন সময় সরাইখানার মালিকের মেয়ে ফিসফিস করে ডাকল-সেন্যোর নাইট, একটু এদিকে আসবেন?

ডন কুইকজোট মুখটা ঘুরিয়ে দেখল কে তাকে দেওয়ালের দিক থেকে ডাকছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় চারদিক আলোকিত, নাইটের মনে হলো এই বিশাল দুর্গের লোহার জানালায় কত সূক্ষ্ম কারুকার্য, হঠাৎ তার উদ্ভট কল্পনায় বেসে উঠল এক সুন্দরীর মুখ, সে অবশ্যই দুর্গের গভর্নরের মেয়ে, বোধহয় তার প্রেমে পাগল হয়ে তাকে কাছে পেতে চাইছে যে ঘটনা অতীতেও ঘটেছে, আর মনে হলো এই সুন্দরীর প্রতি কোনো রকম অভব্যতা এবং অমার্জিত আচরণ করা চলবে না, তাই রোসিনান্তের পিঠে বসেই গম্ভীরমুখে সেই গর্তের কাছে দুই যুবতীকে দেখে বলেন-হে সুন্দরীদ্বয়, আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত নারীর এমন আকুল কামনার যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে পারব না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত; আপনারা আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। কারণ মাত্র একটি নারীর প্রতি আমার আন্তরিক প্রেম নিবেদন করেছি, দ্বিতীয় কারো প্রতি আকর্ষণের সব পথ বন্ধ, আমি একমাত্র তাকে আমার হৃদয়ের রানিরূপে গ্রহণ করেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন সুন্দরী, এখন নিজেদের কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করুন, প্রেম ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে আদেশ করুন, আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি আপনারা আমার আত্মার অধীশ্বরীকে শত্রু ভাবলেও আমার কিছুই করার নেই, অন্য কাজ যতই কষ্টসাধ্য হোক আমি আপনাদের জন্যে করব, যেমন এনে দিতে পারি মেদুসার কেশের গুচ্ছ যা কেশ নয়, শুধু সর্প কিংবা এক পাত্র সূর্যরশ্মি, বলুন কী আদেশ।

মারিতোর্নেস বলল-সেন্যোর নাইট, আমরা এসব কিছুই চাইনি।

ডন কুইকজোট জিজ্ঞেস করলেন-তাহলে বলুন, সম্ভ্রান্ত সুন্দরী, কী আপনাদের প্রয়োজন?

মারিতোর্নেস বলল-কেবল আপনার সুন্দর শক্ত হাতের একটু স্পর্শ, যে রকম তীব্র কামনা আর ঝুঁকি নিয়ে সে আপনার কাছে এসেছে তার বাবা মানে আমার মনিব জানতে পারলে ওর কান কেটে নেবে। তার সবচেয়ে কম শাস্তি হলো কান কাটা।

ডন কুইকজোট উত্তেজিত হয়ে বলেন-এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন, কোনো পিতা তার সুন্দরী প্রণয়প্রার্থী কন্যার অঙ্গহানি ঘটালে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। এমন নিষ্ঠুর পিতার মৃত্যুই হবে অবধারিত শাস্তি।

মারিতোর্নেস ভাবল ডন কুইকজোট নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে দেবেন, ওর মাথায় একটা বদ খেয়াল চেপে বসেছে, তাড়াতাড়ি ওই গর্ত থেকে নেমে আস্তাবল থেকে সানচোর গাধার গলার দড়ি নিয়ে এসে দেখল রোসিনান্তের পিঠে বসে আছেন ডন কুইকজোট। তার চোখে ওই গর্তটা লোহার গরাদ দেওয়া প্রেমিকার ঘরের জানালা, ওইখানে গিয়ে বলছেন–সেন্যোরা, এই ধরুন আমার হাত, বলতে গেলে এটা হাত নয়, দুনিয়ার সব দুস্কৃতি দমনের যন্ত্র, এখনো কোনো নারীর স্পর্শ পায়নি এ হাত, সেই নারী যাকে আমি সম্পূর্ণ দেহমন সমর্পণ করেছি তারও স্পর্শ থেকে বঞ্চিত এ হাত। আমি চুম্বন দেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি না, শুধু লক্ষ করুন কী রকম শক্ত স্নায়ু দিয়ে তৈরি, কী শক্ত পেশি, শিরার গড় কত মজবুত, কত প্রশস্ত, শুধু এই হাতের বলেই আমি শত্রু নিধন করতে পারি, এই বলিষ্ঠ হাত স্পর্শ করে দেখুন।

মারিতোর্নেস বলে–আমরা এক্ষুনি দেখব। এই বলে সে দড়ি দিয়ে যে ফাঁস বানিয়েছিল সেটা তার হাতে শেকলের মতো পরিয়ে গর্তের দরজায় শক্ত করে বেঁধে দিল। ডন কুইকজোট দেখলেন, যে বালা বা কঙ্কনটি তার কবজি দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি সেটা বড় শক্ত, খসখসে, সে বলে উঠল–একি! এ তো সুন্দরীর পেলব হাতের স্পর্শ নয়, এভাবে আমার হাতের অবমূল্যায়ন করলেন আপনারা, এইজন্যেই কামনাতাড়িত কোনো নারীকে আমি হাত স্পর্শ করতে দিই না; আমার আসল প্রেমিকার প্রতিহিংসায় এমন শাস্তি আমাকে আপনারা দিয়েছেন বুঝতে পারছি। প্রেমিকা কখনো এত হৃদয়হীন হয় না।

ডন কুইকজোটের এসব কথা কেউ শুনতে পেল না, মারিতোর্নেস আর মালিকের মেয়ে হেসে কুটিকুটি, ওরা হাসতেই চেয়েছিল। ডন কুইকজোটের হাত সেইভাবেই বাঁধা রইল।

হাত বাঁধা অবস্থায় বেশি নড়াচড়া করতে পারছেন না তিনি কারণ রোসিনান্তের পিঠ থেকে পড়ে যাবেন, আর সে যদি কোনোভাবে সরে যায় তাহলে তাঁকে ঝুলে থাকতে হবে, রোসিনান্তের ভরসায় চুপচাপ ওইভাবে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই, এমন দুরবস্থায় এই ঘোড়ার ধৈর্য আর শান্ত স্বভাবের জন্যে তার পিঠে এক শতাব্দী বসে থাকা যায়।

মেয়ে দুটি হাত বেঁধে চলে যাওয়ার পর ওই নিশুতি রাতে ডন কুইকজোট ভাবলেন এই সেই জাদুকরের কুকর্ম। আগেরবার এই সরাইখানায় জাদুর মায়ায় এক মুর খচ্চরচালক তাঁকে বেদম প্রহার করে পালিয়েছিল। নিজের প্রতি তাঁর রাগ হলো, প্রথমবার অমন অভিজ্ঞতার পরেও তাঁর হুঁশ হয়নি, আবার একই জায়গায় উঠেছেন। তাঁর মনে হলো যে শিভালোরি সংস্কৃতিতে একটা ধারণা আছে একবার কোনো নাইটের অভিযান ব্যর্থ হলে তিনি দ্বিতীয়বার ওই রকম অভিযানে সফল হবেন না, অন্য কাউকে সেই অভিযানে যেতে হবে। যাই হোক তিনি অস্ত্র বের করে বাঁধন কাটার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, এমন শক্ত করে বাঁধা ছিল তার হাত যে কোনোভাবেই সেই পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেলেন না। হাতটা খোলার নানাবিধ চেষ্টা করেও পারলেন না, তার মনে হলো রোসিনান্তের পিঠে দাঁড়িয়ে হাতটা জোরে টানবেন কিন্তু তাতে যদি ঘোড়াটা নড়াচড়া শুরু করে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।

আমাদিসের যে তরবারিকে জাদুর মায়া স্পর্শ করতে পারে না তার কথা স্মরণ করতে লাগলেন, নিজের মন্দ ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করলেন, জাদুবলে তাঁকে এমন জব্দ করায় পৃথিবীর কত ক্ষতি হচ্ছে তাও তাঁর মনে হলো, আবার তিনি প্রণয়িনী দুলসিনোয়াকে স্মরণ করতে লাগলেন, তাঁর বিশ্বস্ত সহচর সানচো পানসার কথা মনে হলো, সে তখন তার গাধার পিঠের গদির ওপর শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যে মা কত কষ্ট করে তাকে জন্ম দিয়েছিল তার কথাও সানচোর ভাবার অবকাশ নেই; তারপর মহাজ্ঞানী তাপস লিরগান্দো এবং আলকিফের সাহায্য প্রার্থনা করলেন; বন্ধু উর্বর গান্দার সক্রিয় সহযোগিতাও চাইলেন, তারপর ভোরের আলো তাকে আরো হতাশ এবং চঞ্চল করে তুলল, তখন ষাঁড়ের মতো চিৎকার শুরু করলেন, তাঁর মনে হলো দিনের আলোয় তাঁর রেহাই মিলবে না, কারণ জাদুকরের এমন শক্তি যে অনন্তকাল তাকে ওই অবস্থায় থাকতে হবে। রোসিনান্তে একেবারেই নড়াচড়া করছে না দেখে তাঁর মনে হলো যতক্ষণ তাদের ওপর কোনো গ্রহের কুপ্রভাব থাকবে কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত আরো শক্তিধর কোনো জাদুকর তাদের উদ্ধার করতে না আসবে ততক্ষণ তাঁর ঘোড়া এবং তিনি নির্জলা উপবাস পালন করবেন।

কিন্তু তাঁর এমন বিশ্বাসে ভুল ছিল কারণ ভোর হতে না হতেই চারজন সুবেশ অশ্বারোহী সাজানো জিনের ওপর বসে সরাইখানার বন্ধ গেটে ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকতে লাগল; ডন কুইকজোট তাঁর নিজের জায়গা থেকে ধমকের সুরে খুব জোরে জোরে বললেন—নাইট কিংবা তার সহচর অথবা যে কোনো দরের মানুষই হোন না কেন আপনারা, এভাবে দুর্গের প্রধান ফটকে ধাক্কাধাক্কি করবেন না, আপনাদের বোঝা উচিত এমন সময়ে ভেতরে যারা আছেন তারা ঘুমোচ্ছেন, তাছাড়া এত ভোরে প্রধান ফটক খোলার নিয়ম নেই। সূর্যের আলোয় চারদিক যখন ভরে যাবে তখন ভেবে দেখব ওটা খোলা যায় কি না। সুতরাং ততক্ষণ বাইরে চুপচাপ অপেক্ষা করুন।

ওদের একজন খেঁকিয়ে ওঠে—আরেব্বাবা, ক' পয়সার দুর্গরে আমার, যে সব নিয়ম মানতে হবে! আপনি যদি মালিক হন দরজা খুলে দিতে বলুন, আমাদের হাতে একদম সময় নেই, ঘোড়াগুলোকে দানা খাইয়েই আবার রওনা দিতে হবে।

ডন কুইকজোট বলেন—সেন্যোরবৃন্দ, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি সরাইখানার মালিক?

ওদের আরেকজন বলে—আমি জানি না আপনি কে কিন্তু এই সরাইখানাকে যখন দুর্গ বলছেন তখন নিশ্চয়ই আপনার মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে।

ডন কুইকজোট বলেন—বলছি তো এটা দুর্গ, এই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গের মধ্যে একটি। ভেতরে প্রবেশ করলে দেখবেন এক নারীর হাতে রাজদণ্ড আর মাথায় মুকুট।

একজন অশ্বারোহী বলে—ঠিক উল্টো মনে হচ্ছে, মাথায় রাজদণ্ড আর হাতে মুকুট! হয়তো বহুরূপী নাটুয়ারা আছে, যারা হরদম এইসব আজগুবি সাজে সেজে থাকে, এইরকম একটা পতি সরাইখানায় সেরকম মানি লোক ঢুকবে না, ঢোকে না, তাই কর্তার বড় বড় কথা!

ডন কুইকজোট বলেন—আপনারা এ জগতের কিছুই জানেন না। ভ্রাম্যমাণ নাইটদের জীবনে কত রকম ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে তাকে আপনারা আমল দেন না, তাই না?

ওরা ডন কুইকজোটের আবোল-তাবোল কথাবার্তা শুনে খুব রেগে আরো জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, সবার ঘুম ভেঙে যায়, কারা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে মালিক জানতে চায়। রোসিনান্তে খুব বিষণ্ন আর শান্ত, কান ঝুলে পড়েছে, নিশ্চল সে, এতক্ষণ ধরে তার পিঠে বসে আছেন তার মালিক; ইতিমধ্যে ওই আগন্তুকদের একটি ঘোড়া এসে তার গা শোঁকাশুকি করছে, কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও তারও রক্তমাংসের শরীর, ওই ঘোড়ার আদরের জবাব দিতে সে একটু নড়েছে, অমনি দুটো জোড়া পা নিয়ে ডন কুইকজোট পপাত ধরণীতলে, কিন্তু মাটিতে পা দুটো রাখতে পারছেন না, সামনের দিকটা মাটি ছুঁয়েছে, তাতে আরো কষ্ট, হাত বাঁধা ওপরে, কব্জির ওপর প্রচণ্ড চাপ লাগছে, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন, মনে হচ্ছে হাত ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে, এদিকে মাটিতে পা ভালোভাবে না ঠেকাতে পারায় দোদুল্যমান অবস্থা, পা মাটিতে রাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারছেন না, ইঞ্চিটাক বাড়াতে পারলে হতো। কিন্তু না, ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, মাটি ছুঁয়েও ছোঁয়া হচ্ছে না তার।

৪৪

ডন কুইকজোটের বীভৎস আর্তনাদ শুনে সরাইখানার মালিক ভয়ে দরজা খুলে দেখতে আসে কে এমন উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে, আগন্তুকরাও অবাক হয়। মারিতোর্নেসের ঘুম ভেঙে যায়, বুঝতে পারে কে এবং কেন এমন চিৎকার করছে; সে তড়িঘড়ি দেওয়ালের গর্তে উঠে নাইটের হাতের বাঁধন খুলে দেয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। সরাইখানার মালিক আর অন্যান্য অতিথিরা সবাই তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে কী হয়েছিল তাঁর, কেন এমন চিৎকার করছিলেন। তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে হাতের বাঁধন খোলার পর লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন, তারপর রোসিনান্তের পিঠে চেপে এক হাতে ঢাল আর আরেক হাতে বল্লম নিয়ে খোলা চত্বরে এক পাক ঘুরে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন—যে কেউ বলতে পারে যে আমি জাদুকরের মায়ার কাবু হয়ে পড়েছি কিন্তু রাজকুমারী মিকোমিকোনার আদেশ পেলে আমি সব মিথ্যা প্রমাণ করে একটা মাত্র যুদ্ধে সেই দৈত্যকে ঘায়েল করব। তাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। নতুন অতিথিরা এইসব কথা শুনে বড্ড অবাক হয়, সরাইখানার মালিক ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটাবার জন্যে বলে যে ওঁর নাম ডন কুইকজোট, একটু খ্যাপাটে ধরনের মানুষ। ওর কথায় গুরুত্ব দেবার দরকার নেই।

ওরা সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞেস করে এখানে খচ্চরচালকের বেশে বছর পনেরর এক কিশোর এসেছে কি না এবং আরো কিছু বর্ণনা দিয়ে যার কথা বলে সে দন্যা ক্লারার প্রেমিক ছাড়া কেউ নয়। মালিক বলে এই সময়টায় এত লোক এসেছে যে সবাইকে তার ভালো করে দেখা হয়ে ওঠেনি; ওদের একজন বাইরে বিচারপতির গাড়ি দেখে বলে—আর কোনো সন্দেহ নেই, সে এখানেই আছে। কারণ ওই গাড়ির পিছু পিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও হেঁটে এসেছে। আমাদের একজন দরজায় দাঁড়াক, আরেকজন ভেতরটা ভালোভাবে দেখে নিক, পেছন দিক দিয়ে যেন পালাতে না পারে। ওকে আজ ধরতেই হবে।

আরেকজন বলে—আজ আর ছাড়া নেই। দুজন ভেতরে গেল, একজন দাঁড়াল দরজায়, আরেকজন সরাইখানা সংলগ্ন জায়গাটা ঘুরে দেখতে লাগল। সরাইখানার মালিক বুঝতে পারল যে যার বর্ণনা ওরা দিচ্ছিল তাকে খুঁজতে এসেছে কিন্তু তাকে ধরার জন্যে এমন চিরুনি তল্লাশি কেন তা তার মাথায় ঢুকল না।

ততক্ষণে দিনের আলো ফুটেছে। ডন কুইকজোটের চেঁচামেচিতে সবারই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। উঠে পড়েছে দন্যা ক্লারা এবং দরোতেয়া, এদের ঘুম খুব ভালো হয়নি। এই দুই নারীর একজনের প্রেমিক তার পাশেই রয়েছে, ধরাছোঁয়ার মধ্যে, আরেকজন তার প্রেমিকার মুখ দেখতে চায় একবার, সে এখন ঠিক কোথায় আছে সে জানে না।

আগন্তুকদের কেউ ডন কুইকজোটের কথায় পাত্তা না দেওয়ার তিনি বিষম ক্রোধে ফুঁসতে থাকেন, শিভালোরির নিয়ম মেনে আগে তাঁকে রাজকুমারী মিকোমিকোনার রাজ্যে যুদ্ধ করতে হবে, তার আগে অন্য কোনো অভিযানে যেতে পারবেন না, তার হাত-পা কঠোর নিয়মে বাঁধা, নইলে ওই চার উজবুককে তিনি চরম শিক্ষা দিয়ে ছাড়তেন। এখন ওই চার আগন্তুক কী করছে, কাকে খুঁজছে সব তিনি দেখে যাচ্ছেন। সেই ছেলেটি আরেক খচ্চরচালকের পাশে সাদামাঠা বিছানায় ঘুমোচ্ছে, ঘুমোতে যাবার আগে সে কখনোই ভাবেনি যে ভোরবেলাতেই তাঁকে খুঁজতে লোক আসবে। এমনভাবে ঘুমোচ্ছে যেন খুব সাধারণ এক মজুর। একজন তার হাত ধরে টেনে ঘুম ভাঙিয়ে বলল—ওঠো ডন লুইস, উঠে পড়ো, তোমার মনের মতো পোশাক পরে আছ আর কী বিছানা! তোমার মা যে আদর-যত্নে এতটা বড় করেছেন, যে পোশাক পরিয়েছেন আর যে বিছানায় তুমি ঘুমোতে সবই এখানে পেয়েছে, তাই না?

কিশোর ঘুমন্ত চোখ মুছে দেখে যে লোকটি তার হাত ধরে ওঠাল সে তার বাবার ভৃত্যদের একজন, এখানে এই সময় তাকে দেখে এমন অবাক হয়েছে যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, ভৃত্যটি বলে চলেছে—তোমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে ডন লুইস, তুমি বাড়ি ছাড়ার পর তোমার বাবার মরোমরো অবস্থা, তুমি না ফিরলে তিনি আর বাঁচবেন না।

ডন লুইস ওকে জিজ্ঞেস করে—কিন্তু আমার বাবা জানলেন কী করে যে আমি এই পোশাক পরে এই পথে এসেছি?

ভৃত্যটি বলল—তুমি এক বন্ধুকে তোমার এমন ইচ্ছার কথা বলেছিলে, তোমার বাবার ভয়ঙ্কর করুণ অবস্থা দেখে সে বলেছে; তিনি চার ভৃত্যকে পাঠিয়েছেন তোমাকে খুঁজে বার করে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু বেশি খুঁজতে হলো না, এখন চলো, তোমাকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটবে, আর তা দেখে আমাদেরও খুব আনন্দ হবে।

ডন লুইস বলল—আমি যা চেয়েছি তাই হবে, খোদা আমার সহায়।

—তুমি যা চাও আর খোদা যা চান তার সঙ্গে বাড়ি ফেরার কী সম্পর্ক? এখন আর অন্য কিছু ভাবার সময় নেই, তোমাকে যেতেই হবে।

ওরা কী বলাবলি করছে সব শুনেছে আরেক খচ্চরচালক যে লুইসের পাশে শুয়েছিল, সে উঠে ফের্নান্দো, কার্দেনিও এবং অন্যদের সব বলল, ওরা ছেলেটিকে 'ডন'

বলে সম্বোধন করছে তাও বলল। কেমন করে ওর ভৃত্যরা বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে আর সে যেতে চাইছে না সব সে ওদের জানাল। যার গান শুনে ওরা মুগ্ধ হয়েছে আগের রাতে তার ওর বলপ্রয়োগ ওরা সহ্য করবে না। তাই আসলে কী হচ্ছে তা দেখার জন্যে সবার সেইখানে গেল।

ইতিমধ্যে এমন ঘটনার কথা শুনে বেরিয়ে এসেছে দরোতেয়া এবং ডন্যা ক্লারা, ওরা খুবই বিব্রত, বিশেষত ডন্যা ক্লারা খুব অসহায় বোধ করছে। দরোতেয়া একপাশে কার্দেনিওকে ডেকে দন্যা ক্লারার সঙ্গে ছেলেটির বাল্যপ্রেমের ঘটনা বলল এবং এই মুহূর্তে মেয়েটিকে সামলানো খুব মুশকিল। কার্দেনিও ওদের নিজের ঘরে থাকত বলে এবং যাতে অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে তার চেষ্টা করার জন্যেই ওদের কাছে যাচ্ছে।

সবাই এলো সেই জায়গায়। ডন লুইসকে প্রায় জোর করে নিয়ে যেতে চায় চার ভৃত্য। সবাই ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভৃত্যরা বলেছে ছেলে ফিরে না গেলে বাবা বাঁচবে না। ছেলে বলছে সে এখন ফিরতে পারবে না কারণ যে উদ্দেশ্যে সে বেরিয়েছে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবন, আত্মসম্মান আর আত্মা। ভৃত্যরা ওকে চেপে ধরে বলছে যে সে চাক আর নাই চাক, ওরা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। কারণ মনিবের আদেশে তারা এক কাজ করতে এসেছে।

ডস লুইস্ ঝাঁঝিয়ে ওঠে–তোমরা আমার গায়ে হাত দিও না বলে দিচ্ছি, ওভাবে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না, আমি মরব তার আগে, তোমরা যেমন জোর ফলাচ্ছ তাতে আমার মৃতদেহটা নিয়ে যেতে পারবে।

এই সময় বাকি সবাই এসে জড়ো হলো–ডন ফের্নান্দো এবং ওর সঙ্গীরা, বিচারপতি, পাদ্রিবাবা, নাপিত এবং ডন কুইকজোট পর্যন্ত দুর্গ পাহারার আর দরকার নেই বলে তিনি আসতে পারলেন। কার্দেনিও আগেই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির ভালোবাসার কথা শুনেছে। এখন ভৃত্যদের জিজ্ঞেস করল ছেলেটির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেন তারা জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

চার ভৃত্যের একজন বলে–ওর বাবাকে বাঁচাবার জন্যে। যেদিন ছেলে নিরুদ্দেশ হয়েছে সেদিন থেকেই তার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ডন লুইস একথা শুনে বলল–আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এখানে অত বলার দরকার নেই, আমি স্বাধীন, আমার ইচ্ছে না হলে তোমরা জোর করে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।

লোকটি বলল–ভাইজান তোমার মাথায় শুভবুদ্ধি এলে তুমি বুঝবে, তা না এলে আমাদের মনিব বা হুকুম দিয়েছে আমাদের তাই করতে হবে। আমরা তার হুকুমের দাস।

এই সময় বিচারপতি বললেন–গোড়া থেকে ঘটনাটা আমাদের জানতে হবে। ভৃত্যদের একজন তাঁকে চিনতে পেরেছে কারণ তার মালিকের বাড়ির সামনে উনি একসময় থাকতেন।

–হুজুর বিচারপতি, এই ছেলেকে আপনি চিনতে পারছেন না? আপনার প্রতিবেশীর ছেলে, কেমন বিশ্রী পোশাক পরে বাড়ি পালিয়ে এখানে এসেছে দেখছেন? ওদের মতো ধনীর ছেলের এই দশা দেখে কী বলবে লোকে?

বিচারপতি খুব ভালোভাবে দেখে ছেলেটিকে চিনতে পারলেন, ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন–এসব কী ছেলেমানুষি, সেন্যোর ডন লুইস? কী এমন ঘটেছে যে এইরকম পোশাক পরে বাড়ি থেকে চলে এসেছ? তোমাদের পরিবারের সম্মানে কালি লাগবে না এমে? কিশোরের চোখ জলে গেল, একটা কথাও সে বলতে পারল না। তার কান্না দেখে বিচারপতি ওই চার ভৃত্যকে জোর জবরদস্তি করতে নিষেধ করলেন বললেন তিনি ওর সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করবেন। লুইসকে হাত ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন কী ঘটেছে।

ওরা এই ব্যাপারে কথা বলছেন এমন সময় সরাইখানার দরজায় খুব চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে, দুজন অতিথি গত রাতে সরাইখানায় থেকে তাদের পয়সাকড়ি না দিয়ে পালাচ্ছিল, ওরা দেখেছে সবাই ওই চার ভৃত্যকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পড়বি তো পড় মালিকের হাতে, সে এদের চোরের মতো পালাতে দেখে দুয়েকটা খিস্তি করায় ওরা তাকে ঘুসি, লাথি চালাতে শুরু করেছে। সরাইখানার মালিক বাপরে মারে বলে লোক ডাকতে শুরু করেছে। ওর মেয়ে ডন কুইকজোটকে গিয়ে বলল–সেন্যোর নাইট, আপনি খোদাদত্ত ক্ষমতার অধিকারী, আমার বাবাকে বাঁচান, দুজন গুণ্ডামত লোক আমার বাবাকে কি ভীষণ মারছে।

একথা শুনে খুব গম্ভীরভাবে ডন কুইকজোট বললেন–হে সুন্দরী, তোমার কাতর আবেদন শুনেও আমার এই মুহূর্তে কিচ্ছু করার নেই। একজনকে কথা দিয়ে তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় কোনো অভিযানে যেতে পারি না। আমার এই সময় যা করণীয় তা হলো–তুমি বাবাকে মারামারিটা চালিয়ে যেতে বলো, কিছুতেই যেন হার না হয়; আর আমি রাজকুমারী মিকোমিকোনার অনুমতি চাইব, তাঁর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলে আমি গিয়ে ওই দুরাচারী ব্যক্তিদের শায়েস্তা করব।

–হায় আমার কপাল!–মারিতোর্নেস বলে–আপনি অনুমতি পেতে পেতে আমার মনিব অক্কা পাবে!

ডন কুইকজোট বলেন–সেন্যোরা, সেই অনুমতি পেতে আমাকে সাহায্য করুন, ওটা পেলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব, আপনার মনিব মৃত্যুর পর যেখানে যাবে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব, শয়তান বা তার নরক তছনছ করে তাঁকে প্রিয় পরিজনদের মাঝখানে এনে দেব। তারপর তার (মনিবের) শত্রুদের ওপর এমন প্রতিহিংসার কোপ পড়বে যে আপনারা সবাই তা দেখে খুশি হবেন।

কথা শেষ করে তিনি দরোতেয়ার ঘরে হাঁটু মুড়ে বসে শিভালোরির সৌজন্য অনুসারে অনুমতি চাইলেন। কারণ তাঁর মতে দুর্গের গভর্নর আক্রান্ত এবং তাকে রক্ষা করতে হবে।

দরোতেয়া তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেখানে যাবার অনুমতি দিল। তিনি ঢাল এবং বল্লম হাতে সরাইখানার দরজায় গেলেন। সেখানে তখনো মালিকের ওপর মার চলছে। সরাইখানার মালকিন এবং মারিতোর্নেস তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে এমন সময়ে তাঁর আসতে দেরি হলো কেন!

ডন কুইকজোট বললেন–আমি অস্ত্র ধরছি না। শিভালোরির আইন অনুযায়ী আমি যে কোনো হরিদাসের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারি না। এদের টিট করবে আমার সহচর, তাকে ডাকা হোক। এটা তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

সরাইখানার মালকিন, তার মেয়ে এবং মারিতোর্নেস ডন কুইকজোরে কাপুরুষোচিত আচরণ দেখে হতাশ এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এক স্বামী, পিতা এবং মনিব দুজন জোচ্চরের কাছে মার খেয়ে যাচ্ছে আর নাইট নির্বিকার।

এখন কিন্তু আমাদের পঞ্চাশটি পদক্ষেপ পিছিয়ে যেতে হবে, সরাইখানার মালিক কারো সাহায্য পেতে পারে, নাও পারে, যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা বোঝে না তাকে এমন ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। এখন আমরা দেখব কিশোর লুইস আর বিচারপতির কথাবার্তায় কী ফয়সালা হলো। বালকটি কাঁদতে কাঁদতে বিচারপতিরর হাত চেপে ধরে বলল–সেন্যোর, বেশি কথা বলতে চাই না, খোদার ইচ্ছেয় আপনারা যেদিন থেকে আমাদের প্রতিবেশী হয়েছিলেন আর আমি আপনার মেয়ে এবং আমার প্রেমিকা দন্যা ক্লারাকে দেখলাম, সেই মুহূর্ত থেকে আমি তাঁকে আমার মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি। আপনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আমার পিতার মতো, আপনার আপত্তি না থাকলে আজই আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। ওর জন্যেই আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি এই মলিন পোশাক পরে, ও যদি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়ায় আমি ওকে অনুসরণ করব, নাবিকের যেমন ধ্রুবতারা তেমনি আমার আছে দন্যা ক্লারা। ও দূর থেকে আমার চোখের জল দেখে হয়তো আমার ইচ্ছে কী জানতে পেরেছে, কিন্তু আমার কথা হয়তো কোনোদিন ও শোনেনি। আপনি সম্ভবত জানেন আমার বাবা কীরকম ধনী আর কেমন অভিজাত তার জীবনধারা, আমি তার একমাত্র উত্তরাধিকারী, আপনি আমাকে পুত্র ভেবে গ্রহণ করুন; আমার বাবা যদি কোনো কারণে এই বিয়েতে সম্মতি না দেন তাতেও আমি শঙ্কিত নই, কারণ আমি বিশ্বাস করি সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষের মতামত কিংবা পরিস্থিতি বদলাবার অমোঘ শক্তি ধরে সময়। সময়ের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়।

কিশোর প্রেমিক তাঁর হাত চুম্বন করল আর সেই হাত ভিজে গেল তার চোখের জলে, এমন দৃশ্য দেখে মর্মর মূর্তির হৃদয় পর্যন্ত বিগলিত হয়, আর বিচারপতি তো মানুষ। তিনি খুব অবাক হয়েছেন, এই ছেলে তাঁর মেয়েকে এতটা ভালোবাসে অথচ আজই প্রথম তিনি সেকথা শুনলেন। যাই হোক তিনি লুইসকে বললেন যে আজকের দিন তাঁকে ভাবতে হবে। তারপর তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। এই সময়টা সে যেন ভৃত্যদের সঙ্গে একটু আনন্দে সময়টা কাটায়। বিচারপতি ভাবছেন কেমন হবে এই বিয়ে আর পাত্রের বাবা তাঁদের কুলমর্যাদার কথা চিন্তা করেই বা কী বলবেন ইত্যাদি নানা বাস্তব ব্যাপার-স্যাপার।

ইতিমধ্যে ডন কুইকজোটের অনুরোধে, ভয়ে নয়, ওই দুই অতিথি পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছে, সরাইখানা মালিক এখন মোটামুটি শান্ত। ডন লুইসের ভৃত্যরা বিচারপতির সঙ্গে তার কী কথাবার্তা হলো এবং তার ফল কী দাঁড়াল তার প্রতীক্ষায় রয়েছে, এমন সময় কী কাণ্ড! শয়তানের তো ঘুম নেই, সে এক কাণ্ড বাধিয়েছে আবার। গ্রামের এক নাপিতের সরাকে মামব্রিনোর হেলমেট ভেবে কেড়ে নিয়েছিলেন

নাইট আর তার ঘোড়ার জিন, গদি ইত্যাদি নিয়েছিল শাগরেদ সানচো পানসা। সেই নাপিতের হঠাৎ আবির্ভাব! সে আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধতে গিয়ে সানচোকে দেখেই চিনতে পেরেছে। সে বলে—এ্যাই জোচ্চর, এতদিনে ধরেছি, আমার সরা আর গাধার জিন, গদি ফেরত দে।

আচমকা নাপিতের মুখে খিস্তি শুনে সানচো প্রচণ্ড খেপে ওঠে ওঠে, সে বাঁ হাতে জিন, গদি ইত্যাদি ধরে ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে ওর মুখে ঘুষি মারে, ওর দাঁত দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। তার বিকট চিৎকারে সবাই ভয় আর বিস্ময়ে ছুটে আসে। নাপিত তাদের উদ্দেশ্যে বলে—ভদ্রমহোদয়গণ, এই চোরটা আমার সর্বস্ব চুরি করে পালিয়েছিল, এখন ধরা পড়ে আমাকে খুন করতে চাইছে। প্রকাশ্য রাজপথে ও আমার গাধার জিন গদি কেড়ে নিয়েছিল।

সানচো বলে—মিথ্যে কথা! আমার মনিব ডন কুইকজোটের সঙ্গে যুদ্ধে ও হেরে পালায়, আমি পরাজিত লোকের জিনিস নিতে পারি, এই অধিকার আমার আছে। এটা আইনসম্মত অধিকার।

ডন কুইকজোট এগিয়ে এসে সানচো পানসার যুক্তি শুনে এবং তার কলজের জোর দেখে ভাবে এতদিনে তার শাগরেদ নাইট হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, খুব শীঘ্রই ওকে এক সাহসী নাইটের পদে অভিষিক্ত করতে হবে যাতে শিভালোরি সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে।

নাপিত বলে—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি খোদার নামে দিব্যি কেটে বলছি এই জিন, গদি আমার গাধার, আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন আমার গাধার মাপে এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে আপনারা যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। তাছাড়া অনেক দাম দিয়ে একটা সরা কিনেছিলাম, একদম নতুন ছিল, একদিনও ব্যবহার করিনি, ওটাও এই চোরটা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছিল।

ডন কুইকজোট আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি ওদের দুজনকে ধস্তাধস্তি মারামারি থেকে নিরস্ত করে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, যে বস্তুটাকে ও সরা বলছে ওটা ছিল মামব্রিনোর সোনার হেলমেট, আমি ন্যায়যুদ্ধে ওকে পরাস্ত করে উদ্ধার করেছি, ওটা যা ছিল তাই থাকবে। আপনারা চোখে দেখলেই বুঝবেন জিনিসটা কী, সানচো, যা ওটা নিয়ে আয়। আর জিন, গদি ইত্যাদি ফেলে পালায় ওই কাপুরুষ, বিজয়ীর তরফ থেকে সেগুলো আমার সহচর নিয়ে এসে নিজের প্রয়োজনমত বদলে নিয়েছে। শিভালোরির আইন মেনে আমার আদেশে সে এ কাজ করেছে, এতে কোনো অন্যায় হয়নি।

সানচো তার মনিবকে বলে—হুজুর আপনি যা বললেন তাতে মালিনোর (ভাষা বিভ্রাট সানচোর) হেলমেট যেমন ওর নয়, জিন আর গদিও ওর নয়।

ডন কুইকজোট বললেন—যা বললাম তাই কর। এই সরাইখানার সব জিনিস জাদুকরের খপ্পরে পড়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

সানচো সরাটা নিয়ে এলো, ডন কুইকজোট ওটা হাতে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বললেন—দেখুন আপনারা এই লোকটি কোন সাহসে বলে এটা সরা, মামব্রিনোর

হেলমেট নয়? আমি শিভালোরির নাম করে বলছি যে এতে আমি কোনো পরিবর্তন ঘটাইনি, ন্যায়যুদ্ধে ওকে বিধ্বস্ত করে আমি ঐতিহাসিক হেলমেট উদ্ধার করেছি।

সানচো বলল—একেবারে খাঁটি কথা। একটা মাত্র যুদ্ধে আমার মনিব এই 'সরালমেট' পরেছিলেন এবং শেকল বাঁধা রাজার কয়েদিদের মুক্তি দিয়েছিলেন, পরে তারাই পাথর ছুঁড়ে হুজুরকে আক্রমণ করেছিল, ওটি মাথায় না থাকলে আমার হুজুরের মাথা বলে কিছু আর থাকত না।

৪৫

ভদ্রোমহোদয়গণ, কী আপনাদের মনে হয়? আপনারা সব বিবেচক সদাশয় ব্যক্তি, ভালো করে দেখুন তো এটা নাপিতের সরা, না, হেলমেট?—জিজ্ঞেস করে সেই আগন্তুক নাপিত।

ডন কুইকজোট বলেন—কোনো নাইট যদি এটাকে সরা বলে আমি বুঝিয়ে দেব তিনি মিথ্যে কথা বলছেন আর যদি কোনো সহচর একথা বলে তাহলে বুঝতে হবে সে সত্যি কথা বলতে জানে না।

আমাদের নাপিত আগাগোড়া এই দলের সঙ্গে আছে, সে ডন কুইকজোট খ্যাপামের সঙ্গে খুবই পরিচিত; এই ব্যাপারটায় সবাইকে হাসাবার জন্যে আগন্তুক-নাপিতকে বলে—দেখুন সেন্যোর নাইট, কিংবা আপনার পরিচয় যাই হোক না কেন, জেনে রাখুন আমি আপনার মতো নাপিত এবং বিশ বছর আগেই এই পেশার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, সুতরাং এই কাজে কী যন্ত্রপাতি লাগে আমার নখদর্পণে আর বেশ ক'বছর সেনাবাহিনীতে সেনার কাজও করেছি, আমি জানি কাকে হেলমেট বলে আর কোনটা সাধারণ টুপি বা মাথা ঢাকবার অন্য কিছু অর্থাৎ একজন সৈনিকের যা যা দরকার আমার জানা আছে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে বানিয়ে কথা বললে ধরা পড়ে যাব, তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, এই যে জিনিসটা আমাদের সামনে রয়েছে এটাকে নাপিতের সরা বলা মানে সাদাকে কালো বলা, এটা মিথ্যেকে সত্যি বলার সমান, কিন্তু এও আমি বলতে চাই যে যদিও এটা হেলমেট তবে পুরোটা নয়।

ডন কুইকজোট বলেন—ঠিক কথা, এর নিচের দিকটা নেই।

পাদ্রিবাবা বললেন—এতক্ষণে আমি আমাদের নাপিত ভাইয়ের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছি।

কার্দেনিও, ফের্নান্দো এবং অন্যেরা সবাই নাপিতকে সমর্থন করল। বিচারপতি লুইসের ব্যাপারটায় খুবই চিন্তাগ্রস্ত, না হলে তিনিও এই মজার বিচারে ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

যাকে নিয়ে রসিকতা করা হলো সেই আগন্তুক-নাপিত বড় দুঃখ পেয়ে বলল—হায় খোদা! এতগুলো শিক্ষিত সম্মানীয় মানুষ বলে দিল যে এটা সরা নয়, হেলমেট! এ দেশের সবচেয়ে নামি বিশ্ববিদ্যালয়ও বোধহয় এমনই সত্যি কথা বলবে। ঠিক আছে, সরা যদি হেলমেট হয় তাহলে গাধার জিন সম্পর্কে সেন্যোর যা বলেছেন তাই মেনে নিলে চুকে গেল ল্যাঠা।

ডন কুইকজোট বললেন–আপাতদৃষ্টিতে এটা জিন বলেই মনে হচ্ছে, তবে আমি আগেই বলেছি এই বিতর্কে আমি নেই।

পাদ্রিবাবা বললেন–জিন, গদি এসব ব্যাপার শিভালোরির আইনে নাইটের এক্তিয়ারে পড়ে, সুতরাং ডন কুইকজোটের কথাই শেষ কথা।

ডক কুইকজোট বলেন–ভদ্রমহোয়দয়গণ, খোদা সাক্ষী, এই দুর্গে দু'বার থেকে দেখলাম ইন্দ্রজালের প্রভাবে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে, তাই এখানে কোনো জিনিস নিয়ে সঠিক মন্তব্য করতে আমার বাধো বাধো ঠেকে। প্রথমবার এক মুরের হাতে মার খেলাম, সানচোর কপালেও দুর্ভোগ জুটেছিল; গত রাতে আমার দু'হাত বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, দু'ঘণ্টা ওভাবে ঝুলে থেকে আমার জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, আমি কেমন করে ওদের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। তাই বলছি এ ব্যাপারে কোনো মতামত আমি দিতে চাই না। হেলমেটের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। কারণ ও ব্যাপারে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঘোড়ার বা গাধার জিন ইত্যাদি বেশ জটিল ব্যাপার। এ সব বিষয় আপনারা ঠিক করুন। যেহেতু আপনারা নাইট হননি আপনারা কোনো জাদুকরের খপ্পরে পড়বেন না, কাজেই আপনাদের বিচার হবে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ।

ডন ফের্নান্দো বলল–সেন্যোর ডন কুইকজোট খুব সুন্দর বলেছেন। আমাদেরই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে হবে, আমার মত হচ্ছে গোপন ভোটে এর ফয়সালা হবে, আপনারা চুপি চুপি আমার কানে মতামত জানাবেন, আমি সব জেনে ফলাফল ঘোষণা করব। যারা ডন কুইকজোটের মজারু চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত তারা এটাকে মস্ত হাসির এক খেলা মনে করছে, যারা ওঁকে অবজ্ঞা করে তাদের কাছে এটা পৃথিবীর এক নিকৃষ্ট খ্যাপামো, ডন লুইসের ভৃত্যরা এই দলের, ডন লুইস এ নিয়ে তেমন কিছু ভাবছে না, তিনজন নতুন অতিথি এসেছে যাদের দেখে মনে হচ্ছে 'সানতা এরমানদাদের' (পবিত্র ভ্রাতৃত্ববোধ) কর্মী–এদের কাছেও বিষয়টা তুচ্ছ। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ হয়েছে নাপিত যার সরা হয়ে গেল মামব্রিনোর হেলমেট, ভাবছে তার গাধার পিঠে বসার গদি হয়তো হয়ে যাবে ঘোড়ার দামি জিন; ডন ফের্নান্দোর ভোট নেওয়া দেখে সবাই হাসছে, গোপন ভোটের পর ফলাফল জানা যাবে, গাধার পিঠের গদি না ঘোড়ার জিন, এই বিতর্কের অবসান হবে। এই জিন মহামূল্যবান এক সম্পত্তি যেন, সবার মতামত নিয়ে এর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কারণ এ নিয়ে দু'পক্ষে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল। ভোটপর্বে যারা অংশ নিয়েছে তারা তো ডন কুইকজোটকে চেনে, সুতরাং ভোটের ফলাফল কী হতে পারে বোঝাই যাচ্ছে। ফল ঘোষিত হলো উচ্চৈঃস্বরে,

–এই ভোটে সবাই যা মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এটি গাধার টিফে বসবার গদি নয়, এটা ঘোড়ার জিন, শুধু তাই নয়, ভালো জাতের ঘোড়ার জিন, সুতরাং আপনার যুক্তি ভোটের মাধ্যমে নস্যাৎ করেছেন ভোটদাতারা।

আগন্তুক–নাপিত হতাশ হয়ে বলে–খোদা যদি দেখে থাকেন আমি তার নামে বলছি আপনাদের বিচারের চেয়ে আমার বিবেক বড়, আমি জানি এটা আমার গাধার পিঠের গদি, ঘোড়ার জিন নয় কিন্তু তার ওপরে আছে আইনকানুন....ইত্যাদি, ইত্যাদি....তার ওপর আমার কিছু বলার নেই, তবে আমি মাতাল নই, এখন পর্যন্ত

বাসি মুখ আছি, সকালের খাবারও খাইনি, সুতরাং পাপ নেই আমার মনে। অন্তত এই মুহূর্তে আমি সত্যি কথাই বলেছি।

নাপিতের কথাতেও লোক হাসল, আর ডন কুইকজোটের কথায় কে না হাসে। তিনি এবার ঘোষণা করে দিলেন–যার নিজের জিনিস সে নিয়ে যাক, খোদার দয়ায় যার ভাগ্যে যা তাতেই খুশি থাকা ভালো।

ডন লুইসের চার ভৃত্যের একজন বলল–এর চেয়ে বড় তামাশা আর হয় না, এতজন মানি শিক্ষিত লোকের কথা হলো এটা সরা না, আর ওটা গাধার গদি না, এ তো মস্ত রহস্য, একটা জিনিস উল্টো করে দেখানো, আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বলবে না যে এটা নাপিতের সরা না কিংবা ওটা গাধার পিঠের গদি না।

পাদ্রি বলেন–হয়তো মাদি গাধার হতে পারে।

ভৃত্য বলে–হুজুর ওটা তো ব্যাপার নয়, মদ্দা আর মাদি গাধার পিঠে বসার একই নিয়ম, প্রশ্নটা হলো এটা গাধার না ঘোড়ার।

'সানতা এরমানদাদ' (পবিত্র ভ্রাতৃত্ব) বাহিনীর একজন অফিসার সব কিছু শোনার পর রাগে গরগর করতে করতে বলল–বাবার নামে শপথ করে বলছি এটা গাধার, যারা উল্টো কথা বলছে তারা হয় মাতাল কিংবা অন্য কিছু।

এই কথা শুনে ডন কুইকজোট গলা চড়ান–তুমি কে হাঁদা, মিথ্যে কথা বলছ।

ওঁর হাতে বল্লম সব সময়ই শোভা পাচ্ছে, এবার কাজে লাগল। ওই অফিসারের মাথায় মারলেন এক খোঁচা, একটু সরে না গেলে একদম মাটিতে পড়ে যেত মানুষটা। তাঁর বল্লম মেঝেতে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, 'সানতা এরমানদাদ' বাহিনীর একজন অফিসার আক্রান্ত হওয়ায় অন্য দুজন তাদের বাহিনীর নামে সবাইকে সাহায্য করার আবেদন জানাল।

সরাইখানার মালিক ওই বাহিনীর সদস্য, ডাক শুনেই লোহার রড হাতে তেড়ে এসে ওর সঙ্গীদের পাশে দাঁড়াল, ডন লুইসের ভৃত্যরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল যাতে তার গায়ে কোনো আঘাত না লাগে, নাপিত এমন গোলমাল দেখে তার গাধার পিঠের মালপত্র নিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু সানচো তাকে আটকাল, দুজনে ওগুলো নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। ডন কুইকজোট তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করল সানতা এরমানদাদের লোকদের, ডন লুইসের কথায় ভৃত্যরা ডন কুইকজোটের পক্ষ নিল, কার্দেনিও, ফের্নান্দো এবং অন্য কেউ কেউ তাঁর পক্ষ নিল। পাদ্রিবাবা চেঁচাতে শুরু করলেন, সরাইখানার মালকিন বিকট চিৎকার করতে লাগল, ওর মেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। মারিতোর্নেস কাঁদছে, দরোতেয়া কিছু বুঝতে পারছে না কী করবে, লুসিন্দা কথা বলতে পারছে না, দন্যা ক্লারা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। নাপিত আর সানচো মারামারি শুরু করেছে, ডন লুইসের এক ভৃত্য তাকে রক্ষা করার জন্যে দুই হাত দিয়ে ধরতে আসছিল কিন্তু লুইস মারল এমন এক ঘুসি যে তার অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেল আর মুখ ভরে গেল রক্তে; বিচারপতি তাকে ধরে মারের হাত থেকে বাঁচালেন, ডন ফের্নান্দোর পায়ের তলায় পড়ে গেছে এক অফিসার, মনের সুখে তাকে দলাইমালাই করছে ডন ফের্নান্দো, 'সানতা এরমানদাদের' নামে সরাইখানার মালিক যত জোরে পারে হাঁক ছাড়তে লাগল,

সমস্ত সরাইখানা জুড়ে কান্না, চিৎকার, হইহুল্লা, ঘুসি, লাথি, তলোয়ারের আক্রমণ, লাঠি, ছুটি সব অবাধে চলছে, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে মেঝেয়, যেন এক সত্যিকারের রণক্ষেত্র। এই গোলমালের মধ্যে ডন কুইকজোটের মনে পড়ল রাজা আগ্রামানতের শিবিরের বিশৃঙ্খলা এবং গোলমাল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরাইখানা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন–থামুন সবাই, থামুন সব সাহসী যোদ্ধারা, অস্ত্র সংবরণ করুন, শান্ত হয়ে আমার কথা শুনুন নতুবা সবাই মারা যাবেন।

তাঁর গলা ফাটানো চিৎকারে সবাই চুপ করল; তখন তিনি বলতে লাগলেন–সেন্যোরবৃন্দ, আমি আপনাদের বলিনি যে এই সরাইখানায় ইন্দ্রজালের খেলা চলছে আর এর মধ্যে একটা ভূতের রাজ্য গড়ে উঠেছে? আপনারা নিজের চোখেই দেখছেন কী সব চলছে এখানে, আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে রাজা আগ্রামানতের শিবিরের বিশৃঙ্খল অবস্থা। নিজের চোখে দেখুন তলোয়ার নিয়ে একজন আরেকজনকে আক্রমণ করছে, ঘোড়া নিয়ে কলহ, হেলমেট নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমরা সবাই কলহে মেতে উঠেছি, আমরা পরস্পরকে বোঝার চেষ্টাও করছি না। মাননীয় বিচারপতি, শ্রদ্ধেয় পাদ্রিবাবা, আপনাদের একজন হন রাজা আগ্রামানতে এবং আরেকজন হবেন রাজা সব্রিনো, আপনারা আমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন, সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছা যে নয় আমরা শিভালোরি সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করি, সম্মানীর ব্যক্তির অসম্মান করি আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে এতগুলো ভদ্রজন পরস্পরকে খুন করি।

সানতা এরমানদাদের অফিসাররা ডন কুইকজোটের কথা বুঝতে পারল না। কারণ ওরা ডন ফের্নান্দো, কার্দেনিও এবং তাদের সঙ্গীদের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে, ওরা কিছুতেই এই অপমান মেনে নিতে পারছে না, আগন্তুক–নাপিতের আর ক্ষোভ নেই। কারণ সানচোর সঙ্গে মারামারিতে ওর দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছে সে, আর গাধার পিঠে বসার গদিও নষ্ট হয়ে গেছে, ডন কুইকজোটের গলার আওয়াজ পেয়েই সানচো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়েছে, ডন লুইসের চার ভৃত্য শান্ত থাকাটাকেই নিরাপদ মনে করেছে, সরাইখানার মালিক ভীষণ ক্ষুব্ধ, তার অভিযোগ যে একটা লোকের পাগলামোর জন্যেই এমন গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে, ওর কঠোর শাস্তি দরকার। শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট হলো, শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত ডন কুইকজোটের কল্পনাপ্রসূত গাধার পিঠের গদি হলো ঘোড়ার জিন, সরা হলো হেলমেট এবং সরাইখানা হলো দুর্গ।

বিচারপতি এবং পাদ্রিবাবার চেষ্টায় অবস্থাটা বদলে গেল, সবাই সবাইকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করল। এবার ডন লুইসের ভৃত্যরা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে; এ ব্যাপারে বিচারপতি ডন ফের্নান্দো, কার্দেনিও এবং পাদ্রিবাবার সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন এবং ডন লুইস তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে যেসব কথা বলেছে সব তাদের বললেন। শেষে ঠিক হলো ডন ফের্নান্দোর সঙ্গে ডন লুইস আন্দালুসিয়া যাবে, সেখানে তার ভাই মার্কুইস, সে ডন লুইসের যোগ্য সমাদর করবে; তাকে এই মুহূর্তে বাবার কাছে পাঠানো যাবে না; চারজন ভৃত্যের মধ্যে তিনজন ফিরে গিয়ে তার বাবাকে সব খবর দেবে আর একজন ডন লুইসকে দেখাশোনার জন্যে তার

সঙ্গে যাবে। এই ব্যবস্থার কথা শুনে তার বাবার প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এইভাবে যে বিদঘুটে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল আপাতত তার নিরসন ঘটল, এর কৃতিত্ব বর্তাল রাজা আগ্রামানতে এবং রাজা সব্রিনোর ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ বিচারপতি এবং পাদ্রিবাবার ওপর।

কিন্তু শান্তি ফিরেও ফিরল না। শান্তির শত্রু যে শয়তান সে নিজেকে উপেক্ষিত এবং অপমানিত ভাবল, সুতরাং অশান্তি আর অস্থিরতার গোলকধাঁধায় পাক খেতে লাগল সরাইখানার মাননীয় অতিথিবৃন্দ।

সানতা এরমানদাদের অফিসাররা শত্রুর শক্তি দেখে আর গণ্ডগোল বাধাতে চায় নি, তারা শান্তির প্রস্তাব মেনে চুপচাপই ছিল, কিন্তু ওদের একজন তার অপমান ভুলতে পারছিল না, তাকে মাটিতে ফেলে ডন ফের্নান্দো যথেচ্ছ লাথি মেরেছে, এর প্রতিশোধ সে নেবেই। কতকগুলো অপরাধীর তালিকা এবং তাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা সে এনেছিল। সে একটি পরোয়ানা এনেছে ডন কুইকজোটের বিরুদ্ধে; অভিযোগ, তিনি রাজার দরবারে শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু শেকলবাঁধা কয়েদিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন; এটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই সানচো ঘাবড়ে যায়।

এই অফিসারের একটি পরোয়ানা উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে ডন কুইকজোটের চেহারার মিল পাওয়া যায়, সে পকেট থেকে পরোয়ানাপত্র বের করে পড়ে শোনাতে থাকে আর নাইটের মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে, পড়া শেষ করে বাঁ হাতে কাগজটা ধরে ডান হাতে খুব জোরে ডন কুইকজোট কলার চেপে ধরে এবং চেঁচিয়ে বলতে থাকে—সানতা এরমানদাদের জয়! যার ইচ্ছে এই পরোয়ানাপত্র পড়ে দেখতে পারে, অপরাধী রাজার আইন অমান্য করেছে।

পাদ্রিবাবা পরোয়ানাপত্র দেখে ভাবল যে অভিযোগগুলো সঠিক এবং যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তার চেহারার সঙ্গে ডন কুইকজোটের অনেক সাদৃশ্য আছে; ডন কুইকজোট একটা নিচুস্তরের বদমাশ লোকের হাতে এমন লাঞ্ছনা দেখে এত রেগে যায় যে দু'হাতে তার গলা চেপে ধরে মোচড় দিতে থাকে, অফিসারের সঙ্গীরা তাকে ছাড়িয়ে না নিলে সে নির্ঘাত তখুনি মারা যেত। সরাইখানার মালিক অফিসারদের সাহায্যে এগিয়ে এলো, দু'পক্ষে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। তার স্ত্রী পুনরায় এমন গণ্ডগোল দেখে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল, ভয়ে মারিতোর্নেস এবং মালিকের মেয়ে ছুটে এলো, তারা দুজনে খোদার নাম জপে আর সবাইকে থামবার অনুরোধ করে। সানচো এইসব দেখে বলে—খোদার দোহাই, বাপরে বাপ, আবার শুরু হয়ে গেল! আমার মনিব ঠিক বলেছে যে এই দুর্গটায় ভূত ঢুকেছে! একটা ঘণ্টাও শান্তিতে থাকবার জো নেই!

ডন ফের্নান্দো দুজনকে শান্ত করার খুব চেষ্টা করে নিরস্ত করল, অফিসার নাইটের কলার ছেড়ে দিল আর নাইট ছাড়ল তার গলা, উভয়েই মোটামুটি শান্ত হলো, মনে হলো ওরা আর ঝগড়া, মারামারি করবে না। কিন্তু তা হলো না। অফিসার ডন কুইকজোটকে বন্দি করে নিয়ে যেতে চায়, ওরা সবার সাহায্য চেয়ে বলল এ ব্যক্তি প্রকাশ্য রাজপথে রাজার আইন অমান্য করেছে, এ জনগণের শত্রু, সুতরাং তাকে বেঁধে

নিয়ে যেতে হবে। এইসব কথা শুনে ডন কুইকজোটের কোনো হেলাদোল নেই, তিনি হাসতে হাসতে বললেন–

–এদিকে একটু এগিয়ে আয় বেজন্মা উল্লুক–শেকল বাঁধা বন্দিদের মুক্ত করা, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নিচে পড়ে থাকা হতভাগ্য মানুষকে টেনে ওপরে তোলা, অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করার নাম বুঝি অপরাধ? তোরা হলি মাথামোটা, পেটফোলা তেলমারা রাজকর্মচারী, তোদের মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই, একটু বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতিস ভ্রাম্যমাণ নাইট কাকে বলে, তারা কী করে, তাদের কতটা সম্মান প্রাপ্য! তোরা রাজার চাকর, কাকে শ্রদ্ধা করতে হয় শিখিসনি, শিখেছিস বাঁদরামি। আয়, এগিয়ে আয়, হাঁড়িচাচা অফিসারের দল, কী নাম! সানতা এরমানদাদ! বলতো কোনো উজবুক আমার মতো ভ্রাম্যমাণ নাইটকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানায় সই করেছে? সেও কি তোদের মতো পা–চাটা পেটফোলা বুদ্ধুরাম গোঁসাই? তোদের মতো অফিসারের দল আইন মোতাবেক অপরাধী, রাজার নামে যা ইচ্ছে করে বেড়াস! তোদের যে বুদ্ধু ওপরওয়ালা এই পরোয়ানায় সই করেছে সে জানে না যে আমরা আইনের উর্ধ্বে, আমাদের সাহস হলো আদালত, আমাদের ইচ্ছে হলো আইন, আমাদের তরবারি হলো আইনের প্রয়োগকর্তা! ওই মূর্খ জানে না যে রাজার সভাসদ বা সামন্ত আমাদের মতো অধিকার ভোগ করে না। আমাদের মতো ছাড়াও পায় না। ওই বেকুব কোনো নজির দেখাতে পারবে যে কোনো ভ্রাম্যমাণ–নাইট দিয়েছে, যে কোনো রকমের সরকারি খাজনা, গাড়িভাড়া কিংবা পানিপথে ভ্রমণ করার টাকা তাকে পকেট থেকে দিতে হয়েছে? কোনো দরজি কাপড়-জামা তৈরির পয়সা নিয়েছে? কোনো দুর্গে থাকার পয়সা নিয়েছে গভর্নর? কোনো রাজা নাইটের সঙ্গে কথা বলে সম্মানিত বলি–কোনো নাইট একা সামনে চারশো অফিসার পেলে লাঠি পিটিয়ে ভাগিয়ে দেয়নি? তোদের মতো ফুলিস পুলিশদের একজন মাত্র নাইট পেঁদিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে পারে!

৪৬

ডন কুইকজোট যে ভাবে কথা বলছিলেন তা দেখে পাদ্রিবাবা অফিসারদের বললেন যে তাঁর মাথায় ঠিক নেই, এ সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না, কারণ পাগল বলে ছাড়া পেয়ে যাবেন; পরোয়ানাওয়ালা অফিসারটি বলল যে সে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে, তার ওপরওয়ালা যদি মনে করে ইনি পাগল তাহলে তিনশো বার ছেড়ে দিতে পারে, তাতে তার কিছু যায়-আসে না।

পাদ্রিবাবা বললেন–আমার মনে হচ্ছে ওকে গ্রেপ্তার করা ঠিক হবে না, আর উনি ধরাও দেবেন না।

পাদ্রিবাবার কথা না শুনলে ওরা মস্ত ভুল করত, ওরা তাঁকে গ্রেপ্তার করল না নাপিত আর সানচোর বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করে ওরা সফল হলো, যেহেতু ওরা বিচারবিভাগের লোক সানচো এবং নাপিত খুব খুশি না হলেও ওদের মধ্যস্থতা মেনে নিল, গাধা ও ঘোড়ার জিন এবং তল্পিতল্পা বদলাবদলি করে মীমাংসা হলো। নাপিতের

সরার জন্যে পাদ্রিবাবা তাকে অতি গোপনে ডন কুইকজোটের চোখ এড়িয়ে আট রেয়াল দিয়ে লিখিয়ে নিলেন যে সে আর কিছু দাবি করবে না।

দুটো বড় বিতর্কের অবসান হলো, এবার বাকি রইল ডন লুইসের ভৃত্যরা এবং সরাইখানার মালিক, ডন ফের্নান্দোর পরামর্শমত একজন ভৃত্য ডন লুইসের সঙ্গে থাকবে আর বাকি তিনজন তার বাবার কাছে ফিরে যাবে। ডন লুইস এবং তার ভৃত্য ডন ফের্নান্দোর সঙ্গে যাবে। ভৃত্যরা এ ব্যবস্থায় খুশি আর সবচেয়ে যার মন আনন্দে নেচে উঠল সে হচ্ছে দন্যা ক্লারা।

সোরাইদা ভাষা বোঝে না বলে সব কিছু ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেনি, তবে যতটা যা বুঝেছে তাতে কখনো উচ্ছল হয়েছে কখনো তার মন ভার হয়েছে, সবার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে কীসের এত গোলমাল আর কীভাবেই বা সব শান্ত হলো, তবে সারাক্ষণই সে চেয়ে থেকেছে তার স্পেনীয় সঙ্গীর দিকে, এই চাওয়াতেই তার আনন্দ। সরার মালিক নাপিতকে আট রেয়াল দিতে দেখে সরাইখানার মালিক ক্ষতিপূরণ চাইল, আগে অবশ্য সে মদের ক্ষতিপূরণ না পেলে সে রোসিনান্তে এবং সানচোর গাধাকে আটকে রাখবে। পাদ্রিবাবা তাকে শান্ত করে এবং ডন ফের্নান্দো সমস্ত বাকি মিটিয়ে দেয়; বিচারপতিও অর্থ দিতে চাইছিলেন। যাই হোক এইভাবে রাজা আগ্রামানতের শিবিরে শৃঙ্খলা ফিরে এলো; এতক্ষণে ওক্তাভিওর রাজত্বকালের মতো প্রকৃত শান্তি ফিরে এলো এবং এইজন্যে সবাই পাদ্রিবাবার মধ্যস্থতা আর ডন ফের্নান্দোর উদারতার প্রশংসা করতে লাগল। সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ রইল।

ডন কুইকজোটের গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর তার মনে হলো যে কাজের জন্যে তিনি বেরিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করতে হবে, সময় নষ্ট করা চলবে না। এই মুহূর্তে তার সামনে রয়েছে মিকোমিকোর রাজ্যেল দৈত্যকে নিকেশ করার বিশাল অভিযান। এই কথা ভেবে তিনি দরোতেয়ার ঘরে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ করতে লাগলেন, কিন্তু দরোতেয়া বলল যে এভাবে মাটিতে বসে থাকলে একটা কথাও বলবে না সে, তখন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন–

–হে সুন্দরী, সাধারণ লোকের মধ্যে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে 'উদ্যোগের নাম লক্ষ্মীলাভ,' যে কোনো কাজ, ব্যবসা–বাণিজ্য হোক কিংবা লেখাপড়াই হোক একটা মানুষের তপলে উদ্যম উদ্যোগ না থাকলে তার ভাগ্য খোলে না আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা তো মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। শত্রুপক্ষ প্রস্তুতি নেবার আগেই তাকে আক্রমণ করলে জয় সহজ হয়ে যায়, শত্রুকে প্রতি–আক্রমণ করার সুযোগ দিতে নেই, তার আগেই তার প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে হয়। হে মাননীয়া সুন্দরী, আমার মনে হচ্ছে এই সরাইখানায় বেশিদিন থাকলে সেই দুর্বিনীত দৈত্য গুপ্তচরের মাধ্যমে আমাদের পরিকল্পিত যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে যেতে পারে এবং আমাদের বাহিনীকে প্রতিহত করার সব প্রস্তুতি সেরে ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার অপরাজেয় বাহুবল আর অস্ত্রের বিপুল শক্তিও কোনো কাজে লাগবে না। তাই বলছি, শ্রদ্ধেয়া সেন্যোরা, আমরা বিলম্ব না করে ওকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে আপনাকে রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করি।

এই বলে ডন কুইকজোট রাজকুমারীর উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। তিনি যথোচিত গাম্ভীর্য এবং রাজকুমারীর মর্যাদাসহকারে বলল–প্রথমেই আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা

জানাই। দুঃখী এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনি যেভাবে অত্যাচার অবিচার প্রতিহত করেন তার জন্যেই আপনি বিশ্বনন্দিত বীর নাইটের সম্মান পেয়েছেন। আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করি যে নারী জাতির সম্মানের জন্যে আপনার আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাক। বিশেষভাবে আমার মতো অসহায় নারীকে সাহায্য করার এমন সদিচ্ছার জন্যে আপনাকে শত শতবার ধন্যবাদ জানাই। আমার রাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আপনার মতোই আমার শিরোধার্য, আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাই আমি মেনে নেব। আমার ভালোমন্দ আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।

ডন কুইকজোট বললেন—সবই খোদার ইচ্ছে, সেন্যোরা আমার ওপর নির্ভর করে আছেন, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, তাঁকে সিংহাসনে বসাবার কাজে অযথা বিলম্ব করে লাভ নেই। আমার ইচ্ছে, স্থানের দূরত্ব এবং বিলম্বের ঝুঁকি ইত্যাদি ভেবে আমি এখুনি যাত্রা করতে চাই; স্বর্গ থেকে নরকে এমন কোনো জীব আজ পর্যন্ত জন্মায়নি যাকে আমি ভয় পাই। সানচো, তোর গাধা এবং আমার রোসিনান্তেকে প্রস্তুত কর, রাজকুমারীর ঘোড়াকেও সাজিয়ে দে, এই দুর্গের গভর্নর এবং সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণকে বিদায় জানিয়ে আমরা এই মুহূর্তে যাত্রা করব, আর দেরি নয়।

সানচো সব কিছু ভেবে মাথা নাড়িয়ে বলে—হুজুর, এখানে কিছু গোলমাল আছে। আপনাকে একটু ভাবতে হবে।

—ধুর মদনা! যাই থাক আমার কিছু যায় আসে না।

সানচো বলে—আপনি রাগ করলে আমি কিছু বলব না। কিন্তু আপনার সহচর এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে কোনো কোনো বিষয়ে আপনাকে সজাগ করে দেওয়া আমার কাজ।

ডন কুইকজোট বলেন—কী বলবি বল, কারো কথায় আমি ভয় পাই না, তোর ভয় করলে কর, আমাকে ওতে জড়াস না, আমার কাজ এগিয়ে চলা।

সানচো বলে—হুজুর, ভয়ের কথা বলিনি, এ অন্য ব্যাপার! আমি নিশ্চিত যে এই মহিলা মিকোমিকোন রাজ্যের রানি বা রাজকুমারী না, উনি যদি রানি হন তাহলে আমার মাও রানি। যদি উনি রানি হতেন তাহলে এমন সাধারণ লোকেদের সঙ্গে এত মাখামাখি করতেন না। তাছাড়া এখানকার একটা লোকের সঙ্গে প্রকাশ্যে এমন সব কাণ্ড করছেন! সানচোর কথা শুনে দরোতেয়ার মুখ লাল হয়ে যায় লজ্জায়, আর, এটা তো সত্যি যে তার স্বামী ডন ফের্নান্দো লোকজনের সামনেই তার ইচ্ছে হলেই স্ত্রীকে আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে, এসব দেখে সানচোর মনে হয়েছে যে এই মহিলা আর পাঁচটা সাধারণ মহিলার মতো স্বামীর সোহাগ আর আদর পেতে একেবারে মুখিয়ে আছে। এত বড় রাজ্যের রানি হলে সবার সামনে এসব কাণ্ড করত না।

সানচোর কথার কোনো প্রতিবাদ করে না দরোতেয়া, সে বলে যেতে থাকে—এতটা পথ যাব, কতদিন লাগবে তার ঠিক নেই, খাবার-দাবারের কষ্ট, ঘুমোনোর জায়গা পাব না, এত হ্যাপা নিয়ে গিয়ে দেখব ফক্কা, যার জন্যে এত সব করবেন ভাবছেন তিনি এইখানে বসে মজা লুটছেন। তাই বলছি আমাদের ঘোড়া গাধা বিশ্রাম নিক, আমরাও যেমন আছি থাকি, দুটো দিন একটু আরাম করি।

সানচোর মুখে এমন কথা শুনবেন একদম আশা করেননি ডন কুইকজোট। তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তার চোখে আগুন জ্বলে, গলা চড়িয়ে খানিকটা তোতলাতে তোতলাতে বলতে থাকেন–ওঃ, অশিক্ষিত ছোটলোক, নির্লজ্জ, বেইমান, লঘুগুরু জ্ঞান নেই, কথা বলতে শিখিসনি, ভীতুর ডিম, গাঁইয়া শয়তান, নীচমনা, স্বার্থপর, খেঁকশিয়াল কোথাকার! এতগুলো সম্মানীয় মানুষের সামনে আমার মুখের ওপর এতগুলো কথা বলতে লজ্জা করল না তোর? এত স্পর্ধা! এমন সম্ভ্রান্ত নারীর সামনে! ছি, ছি! মিথ্যেবাদী, জোচ্চর, লাই পেয়ে মাথায় উঠেছিস! বাঁদরামোর জায়গা পাসনি? আমার চোখের সামনে থেকে দূরে হ, তোর মুখ আর দেখতে চাই না, প্যাঁচোয়া পেট–মোটা, সেয়ানা পাগল, ভূতে ধরা রাক্ষস, শয়তানের সর্দার, কুচক্রী, দূর হয়ে যা, ভালো মানুষের দাম বুঝিস না, ন্যায়–অন্যায় বোঝার ক্ষমতা নেই, বাজারি বাতেলাবাজ, চলে যা, আমার কোনো কাজ তোকে করতে হবে না। দূর হয়ে যা।

এইসব গালাগাল দিতে দিতে থরথর করে কাঁপছেন, চোখটা ফিরিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে মাটিতে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারলেন। সানচো ভয়ে নে মাটির তলায় লুকোবার জায়গা খুঁজছে, কী করবে বুঝতে পারছে না, মুখ তুলে আর তাকাবার সাহস তার নেই, মনিবের রুদ্ররোষে যেন সে পুড়ে মরে যাবে! সে ওখান থেকে সরে পড়ে। বুদ্ধিমতী দরোতেয়া তো সবই জানে, সে ডন কুইকজোটের ক্রোধ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বলে–প্রিয় 'বিষণ্নবদন নাইট,' আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এমন এক অজ্ঞ সহচরের বিরুদ্ধে এত ক্রোধ আপনার মর্যাদার পক্ষে হানিকর, আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যক্তি কেন ওই সামান্য এক ভৃত্যের কথায় এত উত্তেজিত হন? তাছাড়া ও যা বলেছে তা একটু তলিয়ে ভাবতে হবে। আপনি বলছিলেন যে এই সরাইখানায় জাদুকরের মায়ায় অনেক কিছুই ঘটছে যা হবার নয়, সানচো হয়তো মায়াবিনীর প্রভাবে আমার বিরুদ্ধে ওই কথাগুলো বলেছে, আমাকে আঘাত দেবার জন্যে বলেনি।

–খোদা আপনার মঙ্গল করুন, হে বিদুষী সুন্দরী, আপনি আসল ব্যাপারটা ধরেছেন–বললেন ডন কুইকজোট–শয়তানি বুদ্ধির কোনো বিশেষ জাদুকরের প্রভাবে অমন সরল মানুষটা কী সব আবোলতাবোল বলছিল, এত নির্দোষ একটা লোককে কেমন কাবু করেছে সেই শয়তান!

ডন ফের্নান্দো বলল–ঠিক তাই, এই ঘটনা ঘটেছে এবং আরো ঘটবে, তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনি সেন্যোর ডন কুইকজোট, ওকে ক্ষমা করে দিন। পাপকে শাস্তি দিন পাপীকে নয়। কোনো জাদুকরের মায়াবী খেলার শিকার হয়েছিল আপনার সহচর। বেচারা সানচো!

ডন কুইকজোট বললেন যে উনি সানচোর অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। পাদ্রিবাবা সানচোর পক্ষ সমর্থন করলেন। সে ধীরে ধীরে এসে হাঁটু মুড়ে বসে মনিবের একটা হাত চাইল, ডন কুইকজোট হাত বাড়ালেন, সানচো সেই হাত চুম্বন করল, ওকে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন–ওরে সানচো, এখন বুঝলি তো যে এই সরাইখানায় কী খেলা চলছে, আমি অনেকবার তোকে বলেছি যে এখানকার সব কিছুর ওপর শয়তানি করছে কোনো এক নাম–না–জানা জাদুকর।

সানচো বলে—আমি আপনার সঙ্গে একমত, তবে কম্বলে তুলে আমাকে দোলানোর ব্যাপারটা বোধহয় জাদুর খেলা নয়।

ডন কুইকজোট বললেন—ভুল, তুই ভুল করছিস। যদি ওটা মানুষের ইচ্ছেয় হতো আমি তখন কিংবা এখন তোর এই হেনস্থার প্রতিশোধ নিতাম, কিন্তু কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব, তাকে তো ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি না, ওদের তো দেখা যায় না।

সবাই কম্বলের ঘটনাটা জানতে চাইল, সরাইখানার মালিক ঘটনাটার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিল, এই গল্প শুনে সবাই হাসতে লাগল কিন্তু সানচোর মুখ গম্ভীর, তার মনিব বলেছেন এটাও জাদুকরের ছলনা তবু তার বিশ্বাস হয় না, তার ধারণা কিছু বদলোক ওকে নিয়ে ছ্যাবলামি করেছিল, কিছুতেই ওর মন মানতে চায় না যে এটার পেছনে ভূতপ্রেতের প্রভাব ছিল।

এইসব গণ্যমান্য অতিথিরা দু'দিন সরাইখানায় কাটাবার পর নিজেদের জায়গায় যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডন কুইকজোটের প্রতিবেশী পাদ্রিবাবা এবং নাপিত ওঁকে গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে, দরোতেয়া আর ডন ফের্নান্দো যাওয়ার দরকার নেই, মিকোমিকোন রাজ্যের কল্পকাহিনী আর টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। গ্রামে নিয়ে গিয়ে নাইটের মাথার রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই সরাইখানার সামনে বলদ-টানা গাড়ি নিয়ে একজন যাচ্ছিল, তাকে ওরা বলল যে কাঠ কেটে বেড়া দিয়ে একটা খাঁচা বানাতে হবে যার ভেতর ডন কুইকজোট স্বচ্ছন্দে বসতে বা শুতে পারবেন; খাঁচা বানাবার পর পাদ্রিবাবার পরামর্শমত সরাইখানায় যত লোক ছিল সবাই মুখে রং মেখে কিংবা মুখোশ পরে, পোশাক বদলে এমন সাজল যাতে ডন কুইকজোট ওদের কাউকে চিনতে না পারেন।

সারাদিনের নানা ধকলে ডন কুইকজোট খুব ক্লান্ত দেহে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ওরা সবাই তাঁকে চেপে ধরে খাঁচায় তুলে দিল, চেষ্টা করলেও ওটা খোলা যাবে না। ডন কুইকজোটের ঘুম ভাঙলেও এইসব অদ্ভুত মানুষদের তিনি ভূতপ্রেত ভেবে টুঁ শব্দটিও করলেন না। তাঁর মতিবিভ্রমে সব সময় সরাইখানাকে ভূতে পাওয়া বাড়ি ভাবতেন আর তাঁর এই ভাবনাটাকেই সুন্দর কাজে লাগালেন তাঁর বন্ধু পাদ্রি। সানচোর মাথা খুবই ঠাণ্ডা এবং সে সব কিছু দেখল, বুঝল কিন্তু কোনো কথা বলল না। তাঁর মনিবকে নিয়ে যা করা হচ্ছে তাতে তার মন খারাপ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয় তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কথা বলার সাহস হয় না ওর। স্বচক্ষে দেখে তাঁর প্রিয় মনিব বিশ্বখ্যাত নাইট ডন কুইকজোটকে এক বিশাল খাঁচায় বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খাঁচাবন্দি করার জন্যে সবাই যখন নাইটকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁর প্রতিবেশী নাপিত গম্ভীর স্বরে উচ্চকণ্ঠে বলল—ও 'বিষণ্নবদন নাইট'! ধৈর্য ধরে শুনুন, সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছেয় আপনার এই বন্দিদশা, আপনার মঙ্গলের জন্যেই এই ব্যবস্থা। আপনার অতুলনীয় শৌর্য আর সাহসের দ্বারা যে মহান অভিযান সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন এবার তাই হতে যাচ্ছে। লা মানচার পরাক্রমশালী সিংহের সঙ্গে মিলন হবে তোবোসোর এক শ্বেতশুভ্র কপোতের, এই মধুর মিলন বহু প্রত্যাশিত, এই শুভ বিবাহ ঘটতে চলেছে এমন এক মানব আর মানবীর মধ্যে যার ফল সুদূরপ্রসারী। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা বীরত্বের ধারা অক্ষুণ্ন রাখবে এই দেশে। সূর্যদেব (এ্যাপোলো)

চপলমতি প্রেমিকার (দাফনে) জন্যে মহাকাশে দু'বার পরিভ্রমণের মধ্যে অর্থাৎ দু'বছরে মধ্যেই এই মহামিলনোৎসব ঘটতে চলেছে। হে বিশ্বস্ত অনুচর, যে তলোয়ার আর দাড়ি কখনোই পরিত্যাগ করেনি, খোদার ইচ্ছেয় তোমার যা প্রাপ্য সবই পাবে, ভ্রাম্যমাণ নাইট আজ খাঁচায় বন্দি হয়েছেন বলে তুমি মন খারাপ করো না। শিভালোরি সংস্কৃতির মনোরম এবং রোমাঞ্চকর উদ্যানে তোমার মনিব অতি দুষ্পাপ্য এক পুষ্প। তিনি তোমাকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না, আমি মহাজ্ঞানী তপস্বিনী মেনতিরোনিয়ানার নামে শপথ করে বলছি তোমার কাজের যথার্থ মূল্য পাবে, এখন তাঁর যাত্রাপথে সঙ্গ দাও, তোমরা তো একই সঙ্গে থাকো আর একই পথ অনুসরণ করো। আমি আর কিছু বলব না, খোদার জয় হোক, আমরা গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি।

শেষের দিকে নাপিত এমন আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে কথা বলল যে যারা এটাকে স্রেফ রসিকতা ভেবেছিল তারাও সম্পূর্ণ তার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করল।

নাপিতের মুখে ডন কুইকজোট যা শুনলেন তা যেন অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তির ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর আর কোনো সংশয় রইল না, সবচেয়ে আনন্দের ঘোষণা তাঁর বিবাহ সম্পর্কিত। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তার হৃদয়ের রানি তোবোসোর দুলসিনেয়ার সঙ্গে বিবাহ হবে আর তার গর্ভে যে সন্তান ধারণ করবে তারা লা মানচার বীরপুরুষ রূপে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। এই বিশ্বাস থেকে দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলেন—

—আপনি যেই হোন, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী আমার কানে মধু বর্ষণ করল! আমার নাম করে সেই জাদুকরের কাছে বলুন যে তিনিই তো আমায় বন্দি করেছেন, আমাকে যেন একবারে মেরে না ফেলেন কারণ বাকি কাজগুলো তো আমাকে শেষ করতে হবে, আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে বদ্ধপরিকর, আমি তার আশায় সব সহ্য করতে পারি, এই কারাগারে বন্দি হয়ে আমি গৌরবান্বিত হয়েছি, এই কঠিন বিছানা যেন নরম শয্যা, আমার হাতের বাঁধন যেন অলঙ্কার। আমার বিশ্বস্ত সহচর সানচো পানসা দুঃখে আমার সঙ্গী, ও আমাকে ছেড়ে পালাবে না, তার মতো সরল এবং সৎ মানুষ যেন তার প্রাপ্য পায় তা আমাকে দেখতে হবে, আমি ওকে দ্বীপের মালিকানা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অথবা সমপরিমাণ অর্থ তাকে দেবার কথা, অন্তত তার বেতন তো সে পাবে, আমি যে উইল করেছি তাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, আমার সাধ্যমত যা পারব তাই ঘোষণা করেছি যদিও এতে তার কাজের যোগ্য মূল্য দেওয়া হয়নি।

সামনে ঝুঁকে খুব বিনয়সহকারে সানচো তার জোড়া হাতে চুম্বন করল, হাত বাঁধা বলে একটা হাতে যেমন চুম্বন করার রীতি মানতে পারল না। বলদ-টানা গাড়িতে খাঁচায় বন্দি নাইট চললেন নিজের বাড়ি।

৪৭

খাঁচাবন্দি জন্তুর মতো ডন কুইকজোটকে যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছে তখন তিনি বললেন—ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের অনেক বই আমি পড়েছি, তার মধ্যে অবশ্যই কিছু বেশ উল্লেখযোগ্য, কোথাও পড়িনি, কখনো শুনিনি বা দেখিওনি যে জাদুর মায়ায় আচ্ছন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইটদের এমন শ্লথ আর অলস বলদে টানা গরুগাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা পড়েছি তাতে দেখা যায় কখনো হাওয়ায়, মেঘাবৃত অবস্থায়, কখনো আগুনের রথে অথবা স্বর্গীয় কোনো জন্তুর পিঠে বসিয়ে চোখের নিমেষে এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু এখন আমার ভাগ্যে জুটেছে বলদ-টানা গাড়ি, কী যে খোদার লীলা, আমার সব কীরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এখন আর প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে না, এসেছে নতুন যুগের হাওয়া, তাঁর ছোঁয়া আমাদের গায়েও লেগেছে। এমনও হতে পারে যে আমি এক নতুন নাইট, আমি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে শিভালোরি সংস্কৃতিকে আলোয় এনেছি, তাই জাদুর ছলনায় পর্যুদস্ত নাইটকে স্থানান্তরিত করার নতুন পন্থা আবিস্কৃত হয়েছে। সানচো বল তো, তোর কী মনে হচ্ছে?

সানচো বলে-আমার আর কী মনে হচ্ছে হুজুর, আমি তো আপনার মতো লেখাপড়া করিনি, তবুও শপথ করে সাহাসের সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি যে এখানে যা কিছু চলছে সব আমাদের ধর্মের মধ্যে পড়ে না।

ডন কুইকজোট বলেন-এইসব ভূতপেত্নীরা খ্রিস্টান হবে কী করে? যারা আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে এদের ছুঁয়ে দেখ, পারবি না, সব অশরীরী প্রেতাত্মার দল।

সানচো বলে-না হুজুর, আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি এদের শরীর আছে, আরেকটা জিনিস দেখছি, যে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে এলো তার মধ্যে একজনের গায়ে দামি সুগন্ধির মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে অথচ আমি লোকমুখে শুনেছি ভূতপেত্নীদের গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ থাকে, তাদের কাছে যাওয়া যায় না, কিন্তু এই মানুষটার গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।

ডন ফের্নান্দোর সুরভিত পোশাকের কথা বলছে সানচো।

'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে ডন কুইকজোট সানচোকে বললেন-ভূতপ্রেতরা সোজা নরক থেকে আসে বলে ওদের সঙ্গে থাকে বোঁটকা গন্ধ, ওরা প্রেতাত্মা, শরীর না থাকলেও গন্ধটা থাকে, ওরা এত ধূর্ত যে মানুষকে ঠকাবার নানা ফন্দিফিকির ওদের জানা আছে, তুই যে মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিস সেটা তোকে ঠকাবার জন্যে, তোকে দেখাতে চায় সে ভূত না, মানুষ।

মনিব আর শাগরেদদের এইসব কথাবার্তা শুনে ডন ফের্নান্দো এবং কার্দেনিও ভাবে তাদের ফন্দি ফাঁস হয়ে যাবে, সুতরাং সানচোকে এখান থেকে সরাতে হবে; ওরা সরাইখানার মালিককে বলল যে রোসিনান্তেকে তৈরি করতে হবে আর সানচো তার গাধার পিঠে চেপে রোসিন্তান্তের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাবে। সে খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলল।

পাদ্রিবাবা অফিসারদের বললেন তারা যেন সানচোর সঙ্গে ওর বাড়ি পর্যন্ত যায়, কার্দেনিও রোসিনান্তের জিন পরিয়ে ওর সঙ্গে সরাটাকে বেঁধে দিল, সানচোকে ইশারায় নির্দেশ দিল যাতে সে রোসিনান্তকে টেনে নিয়ে যায়, গাড়ির দু'পাশে মাস্কেট হাতে দুই অফিসার যাবে। গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্তে বেরিয়ে এলো সরাইখানার মালিকের বউ, তার মেয়ে এবং মারিতোর্নেস, ওরা ডন কুইকজোটকে বিদায় জানাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ওদের কপট চোখের পানি দেখে ডন কুইকজোট বললেন-হে সুন্দরী সেন্যোরবৃন্দ; চোখের পানি সংবরণ করুন, আমি যে পেশা গ্রহণ করেছি তাতে এমন

কিছু কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটবে, বিখ্যাত নাইটদের জীবনে এগুলো স্বাভাবিক ঘটনা, যাদের জীবনে এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঘটেনি তাদের নামও কেউ জানে না। বীর সাহসী নাইটদের কীর্তি দেখে অনেকেই হিংসে করে, ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা সৎ নাইটদের নানাবিধ উপায়ে ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সততার জয় অবশ্যম্ভাবী, তার একার শক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। জাদুর আবিষ্কর্তা সোরোয়াসতেসও জানতেন যে যত রকমের ইন্দ্রজাল আর ভোজবাজি দিয়ে এইসব সৎ, সাহসী এবং অপরাজেয় নাইটদের রোখার চেষ্টা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে, সততা আর ন্যায় সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্ধকার পরাজিত হবে। এই সত্য আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি বলেই সাময়িক বিপর্যয়কে মেনে নিতে পারি। যাবার আগে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে ভুলবশত যদি কোনো আঘাত দিয়ে থাকি কারো মনে সেটা জানবেন ইচ্ছাকৃত নয়, আর খোদার কাছে প্রার্থনা করুন যাতে এই কারাগার থেকে শীঘ্র মুক্তি পাই, কোনো এক শয়তান জাদুকরের ঈর্ষায় আজ আমার এই অবস্থা, তবে এর অবসান ঘটবে। এই সরাইখানার সকলের কাছে যে আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিদায়।

সরাইখানার নারীরা প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় জানাল, পাদ্রিবাবা এবং নাপিত বিদায় জানায় ডন ফের্নান্দো এবং তাঁর সঙ্গীদের, ক্যাপ্টেন এবং তার ভাইকে আর সেই সুন্দরী দরোতেয়া এবং লুসিন্দাকে যারা অনেক দুঃখ পার হয়ে মিলনান্ত পরিণতিতে বড় শান্তি অনুভব করেছে। সবাই সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করে পরস্পরকে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি দিল, ডন ফের্নান্দো পাদ্রিবাবার কাছে ডন কুইকজোটের সংবাদ জানাবার অনুরোধ করল এবং কোথায় চিঠি লিখলে তাঁর খবর পাওয়া যাবে তাও জেনে নিল, সে সব সংবাদ লিখে জানাবে—সোরাইদার দীক্ষা এবং বিবাহ, ডন লুইসের খবর আর লুসিন্দার নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া ইত্যাদি। পাদ্রিবাবা সবাইকে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আবার তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল এবং সবাই সবাইকে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি দিল।

পাদ্রিবাবা বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় সরাইখানায় মালিক বাণ্ডিল বাঁধা কিছু কাগজ দিয়ে বলল, যে সুটকেসে 'কৌতূহলী বেয়াদবের উপন্যাসটা ছিল সেখানেই এই কাগজগুলো ছিল, মালিক খোঁজ নিতে আসেনি আর সে নিজে যেহেতু লেখাপড়া জানে না, এই কাগজগুলো তাঁর কাছে থাকাই ভালো, পাদ্রিবাবা কাগজগুলো পেয়ে ওকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর শিরোনাম পড়লেন, 'রিনকোনেতে এবং কোর্তাদিও'—এর উপন্যাস, মনে হলো, যে লেখক আগের উপন্যাসটা লিখেছেন এটাও তাঁরই লেখা এবং ভালোই হবে। পাদ্রিবাবা বললেন সুযোগ পেলেই এটা পড়বেন এবং কাগজের বাণ্ডিল পকেটে রেখে দিলেন।

পাদ্রি এবং নাপিত ঘোড়ায় চাপল, দুজনের মুখেই মুখোশ যাতে ডন কুইকজোট ওদের চিনতে না পারেন, গাড়ির পেছনে ওরা যাচ্ছে। যেভাবে ওদের যাত্রা ছকা হয়েছে সেটা এইরকম—প্রথমে যাচ্ছে গাড়িটা, গাড়োয়ান তার দায়িত্বে রয়েছে, দু'পাশে মাস্কেট হাতে দুই অফিসার, তার পেছনে গাধার পিঠে সানচো পানসা, রোসিনান্তের লাগাম তার হাতে। সবার পেছনে পাদ্রি এবং নাপিত খচ্চরের পিঠে, আগেই বলা হয়েছে তাদের

মুখ ঢাকা, ওরা বেশি জোরে যেতে পারলেও যাচ্ছে না। কারণ গরুগাড়িকে অনুসরণ করতে হবে তাদের। হাত বাঁধা অবস্থায় ডন কুইকজোট খাঁচায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন, নির্বাক, নিশ্চল যেন রক্ত-মাংসের মানুষ না, পাথরের মূর্তি।

বেশ ধীরগতিতেই ওরা এগোচ্ছে, দু'লিগ রাস্তা অতিক্রম করার পর একটা ছোট উপত্যকায় এসে গাড়োয়ান ওর বলদদের চরাবে বলল, কিন্তু নাপিত বলল যে আর খানিকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের ধারে প্রচুর ঘাস আছে, চরাবার জন্যে ওখানে থামাই ভালো। এই কথা মেনে সে গাড়ি চালাল।

এমন সময় পাদ্রিবাবা দেখতে পেলেন যে পেছন দিক থেকে ছ-সাত জন খুব সুবেশ অশ্বারোহী পুরুষ এদিকে আসছে। ওরা খুব টবগবগিয়ে এগিয়ে এলো। কারণ তাদের খচ্চরগুলো গির্জায় পালিত। সুতরাং বেশ সবল, ওরা যাবে কাছের সরাইখানায়, গরম বাড়াব আগেই ওরা পৌঁছতে চায়, জায়গাটা এখান থেকে এক লিগ দূরে। ওদের দলনেতা তোলেদোর এক যাজক। গরুগাড়ির সঙ্গে রক্ষী, সানচো, রোসিনান্তে, পাদ্রি, নাপিত এবং বিশেষভাবে দর্শনীয় খাঁচা-বন্দি কুইকজোট-এই নিয়ে বিশাল মিছিল দেখে বেশ উৎসুক হয়ে ওঠেন যাজক, বিশেষত ডন কুইকজোটকে ওভাবে নিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, যদিও তার মনে হয়েছে যে 'সানতা এরমানদাদের হাতে বন্দি এক কুখ্যাত অপরাধী না হলে দু'পাশে ওই দুজন অফিসার থাকত না। একজন অফিসারকে প্রশ্ন করায় বলল—সেন্যোর, আমরা ঠিক জানি না, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, উনি ভালো বলতে পারবেন।

ওদের কথা শুনে ডন কুইকজোট বললেন—সেন্যোরবৃন্দ; আপনারা ভ্রাম্যমাণ নাইটদের সম্বন্ধে কিছু জানলে আমি কথা বলব, না জানলে কথা বলার ধকল নেব না।

তখন পাদ্রি এবং নাপিত ওদের কথা শুনে ভাবল যে এমনভাবে বলতে হবে যাতে ওদের পরিকল্পনা ফাঁস না হয়ে যায়।

যে যাজককে ডন কুইকজোট নাইটদের কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন—সত্যি কথা বলতে কী ভাই, আমি ভিইয়াপানদোর সুমুলসের (ধর্মতত্ত্ব) চেয়ে বেশি পড়েছি শিভালোরির বই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমাকে আপনার কথা বলতে পারেন।

ডন কুইকজোট তখন তাকে বললেন—সব তাঁরই কৃপা। আপনারা তো মানবেন আজ সততা, সুনীতি সব বদ লোকেদের পদলুণ্ঠিত হয়েছে। অথচ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে ন্যায় আর সত্য সব থেকে বেশি আদরণীয়, আমি শয়তান জাদুকরদের ঈর্ষায় আজ এমন খাঁচায় বন্দি, তাদের ছলাকলার শিকার বলতে পারেন, অথচ আমি একজন স্বীকৃত ভ্রাম্যমাণ-নাইট, অবশ্য আমি সেই দলের নই যারা আজ বিস্মৃতির গভীরে নিমজ্জিত কিন্তু আমি সেই নাইট যে সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও বিশ্বের শিভালোরির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এক নাম। আমার বিরুদ্ধে কে চক্রান্ত করেনি? পারস্যের নামজাদা জাদুকরেরা, ভারতের ব্রাহ্মণরা, ইথিওপিয়ার উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল-এরা সবাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস অমরত্বের মন্দিরে যদি কারো নাম খোদাই করা থাকে তবে সে আমার, ভবিষ্যতের নাইটরা আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অস্ত্রের মহিমা সম্মানের উচ্চতম শিখরে নিয়ে যাবে।

এই সময় পাদ্রি বলেন—একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন ডন কুইকজোট দে লা মানচা। ওঁর নিজের দোষ বা পাপের ফলে এমন অবস্থা হয়নি, যাদের কাছে ন্যায়পরায়ণতা আর বীরত্ব, ক্রোধ আর ঘৃণার বস্তু তাদের কুৎসিত চক্রান্তের বলি হয়েছেন তিনি। আপনারা বোধহয় বিষণ্নবদন নাইটের নাম শুনেছেন, ইনি সেই বীর নাইট যাঁর দুঃসাহসিক এবং মহান কীর্তির কথা লেখা থাকবে ব্রোঞ্জের মতো শক্ত ধাতুতে আর মর্মর প্রস্তরে, শাশ্বত হয়ে থাকবে তাঁর শৌর্য এবং যশের কাহিনী, ঈর্ষা আর বিদ্বেষ নিক্ষিপ্ত হবে মহাকালের আঁস্তাকুড়ে।

বন্দি এবং তাঁর বন্ধু পাদ্রির মুখে একই রকম ভাষ্য শুনে তোলেদোর যাজক আর তার সহযাত্রীরা বুকে ক্রসচিহ্ন দেখিয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে। (অবিশ্বাস্য কিছু শুনে বা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করার গ্রাম্য প্রথা।)

সানচো পানসা ওদের কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল—একবার আমার কথা শুনুন হুজুর। আমি সত্যি কথা বলব, আপনারা আমাকে যাই ভাবুন। আমার মনিবকে কোনো জাদুকর কিচ্ছু করেনি, এটা সম্পূর্ণ বানানো ব্যাপার; ওর পুরো হুঁশ আছে, খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য কাজকর্মে কোনো গোলমাল নেই, গতকাল খাঁচায় বন্দির করার আগে পর্যন্ত স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে ফারাক ছিল না। এমন লোকটাকে কেমন করে ভাবব যে ভূতে ধরেছে? লোকমুখে শুনেছি ভূতে ধরলে মানুষের নাওয়া-খাওয়ার, ঘুমের কি কথা বলার কোনো ইচ্ছে থাকে না। আমার মনিব, একটুও বাড়িয়ে বলছি না হুজুর, সুযোগ পেলে এখনই তিরিশ জন উকিলের চেয়ে বেশি কথা বলতে পারে।

তারপর পাদ্রির দিকে ফিরে বলে—পাদ্রিবাবা, ও পাদ্রিবাবা, বাবাগো! আপনি কী ভাবছেন আমি কিছু জানি না, এসব কী নতুন ভূতের গল্প? সব জানি, সবই বুঝি। আপনারা কেন মুখ ঢেকেছেন, কী উদ্দেশ্যে চালাকির খেলা ফেঁদেছেন সব জানি। কথায় বলে, কপালে লিখিতং ঝাঁটা, খণ্ডাবে কোন শালার ব্যাটা? আপনার মতো মানুষ যদি এসব না করতেন আমার মনিব রাজকুমারী মিকোমিকোনাকে বিয়ে করতেন, আর আমি হয়ে যেতাম একজন কাউন্ট, আমার কাজে মনিব খুব খুশি ছিলেন আর ওর মনটাও তো কত বড়! 'বিষণ্নবদন নাইট' আমার মদ গবির লোকের দেবতা। তার মতো মানুষের আজ কী হেনস্থা! লোকে বলে যে হাওয়া-কলের চাকার চেয়ে জোরে ঘোরে ভাগ্যের চাকা, কাল যে ছিল রাজা আজ সে পথের ভিখারি। এসব লোকমুখের কথাগুলো সব সত্যি! হুজুরের কাছে কাজ নিয়ে যখন গাঁ-ঘর পরিবার-পরিজন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম তখন ছেলেমেয়ে আর বউ আশা করেছিল তাদের অবস্থা ফিরে যাবে, আমি কোনো দ্বীপের রাজা কিংবা অন্তত ওরই কাছাকাছি একটা বড় কিছু হব, ওরা স্বপ্ন দেখত, আমাদের এমন হাড়হাভাতে অবস্থা আর থাকবে না, আমরা ভদ্রলোক হব, আমি হয়তো হব আরেকজন নাইট। কে চিরকাল নিচে পড়ে থাকতে চায়? আপনি আমাদের খ্রিস্টান ধর্মের একজন পুরোহিত হয়ে যা করলেন তার জন্যে পরলোকে কী জবাব দেবেন? আমার মনিব ডন কুইকজোট মানুষের ভালো ছাড়া মন্দ কোনোদিন ভাবেনি আর সে কি না বন্ধুর হাতেই আজ বন্দি। এই কি বিচার মানুষের?

সানচোর কথাগুলো শুনে খেপে ওঠে নাপিত নিকোলাস, সে বলে–বাজে বকবে না, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মনিবের খ্যাপামি তোমার মাথায় ঢুকেছে, আর একটা উল্টোপাল্টা কথা বললে ওই খাঁচায় ঢুকিয়ে দেব। ছোট মুখে বড় কথা! দ্বীপের রাজা, কাউন্ট, নাইট! ছেলের হাতের মোয়া, না? সব পাগলের এক রা। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছ সেখানকার কথা ভাবো, আকাশে ওড়ার পাগলামো করো না। ও সব ধ্যাষ্টামো কেমন করে সামলাতে হয় আমি জানি।

সানচো ক্ষিপ্ত হয়ে বলে–মুখ সামলে কথা বল, আমি তোমার খাই না পরি? আমি কুচুটেপনা জানি না, সৎ পথে চলি, রাজাও আমাকে কিছু বলতে পারবে না, তুমি তো কোন ছার! আমি আদি খ্রিস্টান, ধর্মের কথা মেনে চলি, কারো কাছে এক পয়সা ধারি না, কারো কথারও ধার ধারি না; আমি যদি দ্বীপের রাজা হতে চাই ক্ষতি কী, কার পাকা ধানে মই দিচ্ছি? অন্য লোক তো কত খারাপ জিনিস চায়, সেটা দেখতে পাও না? কর্মেই মানুষের পরিচয়, মানুষ বলেই আমি পোপ হওয়ার আশা করি, একটা দ্বীপের মালিক হওয়া এমন কী কথা? আমার মনিবের হাতে এমন অনেক সুযোগ আসতে পারত, তার কাজের ফলে সে এসব পেত। নাপিতভাই কী বলছ ভেবে বোলো, দাড়ি কামিয়ে দুনিয়ার সব কিছু শেখা যায় না, সব বিষয়ে কথা বলাও যায় না, আরশোলা যেমন পাখি না, নাপিতও তেমন যোদ্ধা না। আরশোলার পাখা আছে, নাপিতের আছে ক্ষুর। আমরা একই গাঁয়ের মানুষ, সবাই সবার হাঁড়ির খবর জানি, গুলগাপ্পা ভড়ং বাজি করে লাভ নেই। খোদা জানেন আমার মনিবের মাথায় শয়তান ভর করেছে কি করেনি; মানুষ তাকে এমনভাবে নিচে নামতে পারে না।

সানচোর কথার তোড়ে একদম চুপ করে যায় নাপিত নিকোলাস, সে ভাবে এই চাষির ছেলেটি এমনই বোকা যে তাকে কিছু বলে লাভ নেই। পাদ্রি পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে ফাঁস হতে দিতে চান না। তিনি যাজককে সামনে এগিয়ে যেতে বলেন যাতে একান্তে ডন কুইকজোটের জীবনের সব কথা বলতে পারেন। এমন আশ্চর্য ঘটনাবলি শুনে ওরা বেশ আনন্দই পাবেন বলে পাদ্রির ধারণা। ওরা এগিয়ে যায়, যাজকের ভৃত্যরাও সঙ্গে যায়। পাদ্রিবাবা যাজককে ডন কুইকজোটের এই অবস্থায় আসা পর্যন্ত সব ঘটনা বলেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর এমন পাগলামির কারণও বলেন। তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্যেই এমনভাবে বিশেষ এক খাঁচায় বন্দি করে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি সবই যাজককে বলেন পাদ্রি। ডন কুইকজোটের জীবনের আজব কাহিনী শুনে তোলেদোর যাজক আর ওর ভৃত্যরা খুবই অবাক হয়।

যাজক বলেন–সেন্যোর পাদ্রি, সত্যি কথা বলতে কী শিভালোরি–সংস্কৃতি আর নাইটদের গ্রন্থগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, আমি অবসর সময়ে কিছু কিছু বই পড়তে আরম্ভ করে শেষ করতে পারিনি। কারণ সবগুলোই কম-বেশি একই রকম অপাঠ্য; এই গ্রন্থগুলো শুধু হালকা বিনোদনের বস্তু, এতে শিক্ষণীয় কিছু থাকে না, এগুলো নিম্নমানের ফেবল। অথচ কিছু ফেবল আচে যা যুগপৎ আনন্দের এবং শিক্ষার। যে লেখাগুলোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অবাস্তব কাহিনী বলে মানুষের চাপল্য বা নির্বুদ্ধিতাকে সুড়সুড়ি দেওয়া তার মধ্যে কোনো যুক্তি বা সুন্দর কল্পনা থাকে না। এতে আমরা

সত্যিকারের মনের খোরাক কিছু পাই না। আপনি একবার ভেবে দেখুন ষোল বছরের এক কিশোর একটা ছুরি দিয়ে এক দানবের দেহ দু'টুকরো করে ফেলছে যেন সেটা পিজবোর্ডের দেহ অথবা কোনো লেখক বলছেন এক মিলিয়ন দক্ষ সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে একজন মাত্র নাইট, এমন তার বাহুবল যে তাকে মানুষ বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। এইসব গ্রন্থের মূল বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অংশগুলো সম্পৃক্ত নয়, যেন লেখার জন্যেই লেখা, না থাকে কল্পনার আলো, না নতুন কোনো লিখন শৈলী। ধুর ধুর, এ সব কী মানুষের পাঠ্য হতে পারে? আর কত সহজে এক সুন্দরী রানি কিংবা সম্রাজ্ঞী কোনো ভ্রাম্যমাণ অথবা অচেনা নাইটের কাছে আত্মসমর্পণ করছে? কী বলবেন বলুন তো? কোনো মূর্খ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে নাইটদের এক দুর্গ সমুদ্র ভেদ করে পার হয়ে যাচ্ছে যেমন ঝড়ের আগে জাহাজ যায় আর সন্ধ্যাবেলা যাদের দেখা গেল লম্বার্ডিতে এবং পরের দিন সকালে পৌঁছে গেল ইন্দিসে। এমন জায়গার কথা জানতেন না টলেমি অথবা মার্কো পোলো! ভাবতে পারেন! এইসব কাহিনীর লেখকরা যদি বলেন তারা মিথ্যে কথাই লিখছেন সুতরাং সত্য কিংবা সুপাঠ্য হলো কিনা তার জন্যে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই তাহলে আমার উত্তর হবে যে সত্যের যত কাছাকাছি এসব মিথ্যা থাকে ততই মঙ্গল আর যত সন্দেহজনক হবে ততই ভালো লাগবে। অতিরঞ্জিত বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, দুর্ঘটনা যেন খুবই স্বাভাবিক আর চোখ ধাঁধানো সব ঘটনা ঘটতে থাকবে যাতে যুক্তি থাকুক বা না থাকুক; শ্বাসরুদ্ধ বিস্ময়ে এই গল্পগুলো পাঠকরা পড়বে এবং আনন্দও পাবে। কারণ তাদের বোধবুদ্ধি পরখ করেই এগুলো লেখা হয় বিস্ময় আর আনন্দের খোরাক একসঙ্গে পায় পাঠক; যে লেখক সম্ভবপর বিষয় নিয়ে ভাবে আর অনুকরণ থেকে সাত হাত দূরে থাকে সে এমন গল্প ফাঁদে না, সে লেখাটাকে ত্রুটিহীন রাখতে চায়। শিভালোরির কোনো গ্রন্থের আঁটোসাঁটো বাঁধুনি নেই যেন মধ্যিখানটা এসে পড়েছে গোড়ায়, শেষটা এসেছে মাঝখানে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলোমেলো, এ যেন এক বিকট দর্শন রাক্ষস, পরিমিতিবোধের এতই অভাব যে কাহিনীর একটা বিশ্বাসযোগ্য অবয়ব তৈরি হয় না এ তো গেল বাইরের কাঠামোর কথা, এর শৈলী বিরক্তিকর, ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য, প্রেম মানে লালসা, চরিত্রগুলোর মধ্যে সৌজন্যবোধ থাকে না, যুদ্ধের অতি বিস্তারিত বর্ণনা, ভ্রমণের বর্ণনায় মাত্রাতিরিক্ত একঘেয়েমি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যুক্তিবিবর্জিত এইসব গ্রন্থ মানুষের চেতনা বিকাশের পরিপন্থী এবং সেইজন্যে খ্রিস্টান ধর্মের দেশ থেকে এদের নির্বাসিত করা উচিত যেমন অবাঞ্ছিত মানুষকে করা হয়।

পাদ্রিবাবা খুবই মনোযোগসহকারে যাজকের কথা শুনছিলেন। কারণ তাঁর মন্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য, মানুষটিকেও বেশ বিজ্ঞ বলেই মনে হলো। একই মত পাদ্রিবাবার; তিনি বললেন শিভালোরির গ্রন্থগুলি ক্ষতিকারক বলেই ডন কুইকজোটের সংগ্রহে যা ছিল তার অধিকাংশই তিনি পুড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন যে অনেকগুলো বই ছিল, প্রত্যেকটির বিষয় ভালোভাবে দেখে যেগুলো রাখার রেখে বাকি সব আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একথা শুনে যাজক হাসতে হাসতে বললেন যে যদিও তিনি গ্রন্থগুলিকে নিন্দা করেছেন, তবু একটা ইতিবাচক দিক আছে,

বুদ্ধিমান পাঠকের তাতে লাভ হয়, কাহিনীগুলোর পটভূমি কী বিস্তৃত—জাহাজডুবি, ঝড়ঝঞ্ঝা, শত্রুর মুখোমুখি হওয়া আর দুই পক্ষে যুদ্ধ, আদর্শ ক্যাপ্টেন কত গুণাবলির অধিকারী যে শত্রুর কৌশল সহজেই বুঝতে পারে, সুবক্তা ক্যাপ্টেন তার বাহিনীকে সব দিক বুঝিয়ে বলে, যথেষ্ট অভিজ্ঞ, বিলম্ব যেমন করতে জানে, আক্রমণ করতেও তেমনি তৎপর, কখনো বিয়োগান্তক ঘটনার বিষণ্নতা, আবার কখনো বড় সুখদায়ক ঘটনার বিবরণ, এক জায়গায় বুদ্ধিমতী, সৎ, শুদ্ধাচারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আর একদিকে খ্রিস্টান সুবিবেচক ভদ্রলোক, অন্য জায়গায় আত্মম্ভরী প্রতারক, কোনোখানে এক সুভদ্র রাজকুমার যার মধ্যে পুরুষোচিত সাহস, উদারতা, ধৈর্য এবং বুদ্ধিমত্তায় প্রজাদের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য; তাঁর নানাবিষয়ে জ্ঞান যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র, মহাকাশ বিজ্ঞান, সংগীত এবং রাষ্ট্রনীতি, এমনকি প্রয়োজনে সে জাদুবিদ্যাও দেখাতে পারে। ইউলিসিসের সূক্ষ্মতা, ইনিসের করুণা, একিলিসের সাহস, হেক্টরের দুর্ভাগ্য, সিনোনের বিশ্বাসঘাতকতা, এউরিয়ালিও'র বন্ধুত্ব, আলেক্সানডারের ঔদার্য, সিজারের সাহস, ট্রাজনের আন্তরিকতা এবং ক্ষমাশীলতা, সোপিরুসের নিষ্ঠা, কাতোনের বুদ্ধি অর্থাৎ যে গুণাবলি থাকলে একজন আদর্শ পুরুষ বলা যায় সবই ওই গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, কখনো একজনের মধ্যে, কখনো অনেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এই সব গুণ।

অনবদ্য ভঙ্গিতে কল্পনার যথাযথ প্রয়োগে সত্যের অপলাপ না ঘটিয়ে যদি কাহিনীর বুনন সুন্দর হয় তবে তা পাঠকদের মনোরঞ্জন যেমন করে তেমনি কিছু নৈতিক বার্তাও পৌঁছে দেয় যা শিক্ষামূলক। কিন্তু উল্টো ফল হয় যখন কোনো লেখক তালগোল পাকিয়ে পরিবেশন করে অপাঠ্য কিছু বিষয়। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে মহাকাব্য গদ্যতেও রচনা করা যায় যদিও কিছু লেখক মনে করেন কাব্যের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষা ছাড়া বোধহয় মহাকাব্য স্বীকৃতি পায় না।

AMARBOI.COM

৪৮

পাদ্রি বলেন—যাজক ভাই, আপনি যা বললেন একেবারে খাঁটি কথা, কিছু লেখক শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, কোনো শৈলীর তোয়াক্কা না করে কিছু গদ্য লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে, ওরা সচেতন হলে গদ্য লিখে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করতে পারত, যেমন গ্রিক এবং লাতিট ভাষার কাব্যে আছেন দুই রাজকুমার। (হোমার এবং ভার্জিল)

যাজব বললেন—আমি, বুঝলেন ভাই, একসময় শিভালোরি আর ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি এবং ভেবেছিলাম প্রচলিত গ্রন্থাবলির দোষ-ত্রুটি পরিহার করেই সেগুলো লিখব এবং আপনার কাছে লুকোব না, আমি একশো পৃষ্ঠারও বেশি লিখে ফেলেছিলাম। কেমন হয়েছে সে লেখা তা পরীক্ষা করার জন্যে কিছু বোদ্ধা এবং কিছু অজ্ঞ লোককে শুনিে ভালোই সাড়া পেয়েছিলাম, সবারই পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু আমি আর এগোইনি, প্রথমত আমার মনে হলো যে এ কাজ আমার পেশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তারপর মনে হলো যে বুদ্ধিমানের চেয়ে সংখ্যায়

অনেক বেশি লোক অজ্ঞ অর্থাৎ সাক্ষরের তুলনায় নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশি, সংখ্যার বিচারে বেশি নির্বোধের চেয়ে কম সংখ্যাক জ্ঞানীর কাছে সমাদর বেশি লোভনীয় কিন্তু এ সব বই বেশি পড়ে নির্বোধেরা অর্থাৎ তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছি এই গ্রন্থ, এইরকম গোলমেলে ভাবনা চিন্তায় পড়ে লেখাটা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু গ্রন্থটির ভাবনা একেবারে মাথা থেকে বেরিয়ে গেল কীভাবে জানেন? সাম্প্রতিক কিছু নাটক দেখে নিজের লেখার বিরুদ্ধে নিজের যুক্তি সাজালাম–এখন যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হচ্ছে, সেগুলো ঐতিহাসিক কিংবা কবির কল্পনাপ্রসূত, যাই হোক, সবই গাঁজাখুরি, মাথামুণ্ডু নেই। আর সেগুলো খুব উপভোগ করে নির্বোধ দর্শক, এরা এই নাটককেই ভালো বলে আর দর্শক সমাগমে এগুলো চলে অনেকদিন। অথচ এই নাটকগুলো শুভবোধ থেকে অনেক দূরেই থেকে যায়। একথা যখন নাট্য-পরিচালক, লেখক এবং কলাকুশলীদের বলা হয় তারা বলে যে বুদ্ধিদীপ্ত নাটক জ্ঞানী লোকের প্রশংসা পায় কিন্তু তাতে তো পেট ভরে না, পেটে কিল মেরে বুদ্ধি বিবেচনা সম্বল করে মানুষ থাকতে পারে না, সাধারণ দর্শকের সূক্ষ্ম বোধ না থাকতে পারে কিন্তু তাদের পয়সায় আমরা খেতে পরতে পাই, ওই নিরক্ষর, আহাম্মক লোকরাই আমাদের লক্ষ্মী। ভালো নাটক পরিবেশন করার পক্ষে আমার যুক্তিগুলো ধোপে টিকল না। তখন আমার মনে হলো আমার লেখা গ্রন্থ পড়বে বোধহীন অজ্ঞ লোক, তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে কিন্তু আমি স্ববিরোধিতায় ভুগব, এতদিন শুভবুদ্ধির সপক্ষে যা বলেছি তা অমান্য করা হবে। তাই ওটা আর লেখা হয়নি। একদিন নাটকের এক শিল্পীকে বললাম–'সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে এক বিখ্যাত কবির লেখা তিনটি ট্র্যাজেডি যখন অভিনীত হয় সব ধরনের দর্শক বেশ উপভোগ করেছিল এবং শিল্পীরা তাতে যা উপার্জন করেছিল তা পরের তিরিশটি নাটকেও পায়নি। তাই না? যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে বলল–'আপনি ঠিকই বলেছেন, এগুলি হলো লা ইসাবেলা, লা ফিলিস এবং লা আলেহান্দ্রা'। আমি বললাম–এগুলো শিল্পসম্মত হয়েও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, মানুষকে ভালো নাটক দেখাবার উদ্দেশ্যে এরা নাটকের মান খাটো করেনি। আরো কয়েকটি নাটকেও কোনো রকম স্থূলতার আশ্রয় নিয়ে লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা হয়নি, এগুলো হলো 'অকৃতজ্ঞতার শাস্তি' (লেখক–লোপে দে ভেগা), 'নুমানসিয়া' (লেখক–সার্ভেন্টিস), 'প্রেমিকা ব্যবসায়ী' (লেখক–গাসপার দে আগিলার) 'যে নারী শত্রু হয়েও বন্ধু' (লেখক–ফ্রানসিস্‌কো আগুস্তিন তাররেগা) এবং আরো কিছু প্রতিভাবান কবি-নাট্যকারদের রচনাও এর মধ্যে পড়ে। আমি ভালো নাটকের সপক্ষে আরো কিছু যুক্তি দেখালাম, সে কিছুটা বিচলিত বোধ করলেও তার ভুল চিন্তাকেই আঁকড়ে রইল।'

এই সময় পাদ্রি বললেন–আপনি যা বললেন তা বেশ প্রাসঙ্গিক। আমি শিভালোরির গ্রন্থ যেমন অপছন্দ করি এ সময়ের কিছু নাটকও তেমনি আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। তুলিও (সিসেরো) মনে করতেন নাটক হবে জীবনের দর্পণ, জীবনচর্যা এবং সত্যানুরাগের প্রতিচ্ছবি; কিন্তু এখনকার নাটকগুলো হলো অলীক ঘটনার দর্পণ, আদি রসাত্মক ব্যভিচারের প্রতিচ্ছবি। কেমন অবাস্তব ভাবুন; প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যাকে দেখানো হলো একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু আর দ্বিতীয় দৃশ্যে সে হলো প্রাপ্তবয়স্ক

এক যুবক! আর আমাদের সমাজের এক অসমসাহসী বৃদ্ধ, এক কাপুরুষ যুবক, এক বিজ্ঞ মজুর, জ্ঞানী ভৃত্য, ইতর রাজা আর রাজকুমারী মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে যার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই এবং চরিত্রগুলো অস্বস্তিকরভাবে হাসির উদ্রেক করে। নাটকের কাল এবং স্থান একটা অঙ্ক থাকলে সেটা ঘটত আমেরিকায় অর্থাৎ পৃথিবীর চারটি দিকই রইল। যদি অনুকরণ হয়ে ওঠে প্রধান ঝোঁক তাহলে একজন সাধারণ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও তা ভালো লাগে না, যেমন একটা নাটকের ঘটনা শুরু হলো রাজা শার্লেমানের রাজত্বকালে কিন্তু নাটকে সম্রাট হেরাক্লিউসের চরিত্র এসে জেরুজালেমে ক্রস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর পবিত্র স্থান মুক্ত করছে বুইয়োনের গোদোফ্রে; এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কালের বিশাল ব্যবধান। ইতিহাস থেকে কোনো একটি সময়ের ঘটনা নিয়ে ইচ্ছেমত নাটক তৈরি করা হলো, স্থান ও কালের কোনো সামঞ্জস্য রইল না। এইরকম এলোমেলোভাবে ঘটনার প্রতিস্থাপন এক অমার্জনীয় ভুল। অথচ এগুলো সঠিক বলে প্রচার করে কিছু আহাম্মক আর সমালোচনা হলে বলবে যে উন্নাসিকেরা এসব নাটকের বিরুদ্ধে অপ্রচার করে। এবার, ধর্মবিষয়ক নাটকের কথা বলি, এতে মিথ্যা অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি, ভুল আর চাতুরীতে ঠাসা এ সব নাটকে এক সন্তের অলৌকিক কাণ্ড অন্য এক সন্তের ঘাড়ে চাপানো হয়। মানবিক বিষয়ের নাটকেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে অতিলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়। শুধু নির্বোধ দর্শকদের টানার জন্যে। এই নাট্য প্রযোজনায় এমন স্থূলতার আশ্রয় নেওয়া হয় যা স্পেনীয় বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অবমাননাকর, বিদেশিরা এমন মিথ্যা, চাতুরীতে ভরা ভড়ং দেখে ভাবে আমরা শিক্ষা-দীক্ষাহীন বর্বর ছাড়া কিছু নই। কুনাট্যের সপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থিত করা হয়, যেমন, একটা সভ্য সরকার চায় যে সাধারণ মানুষের অবসর সময় সুস্থ বিনোদনের মধ্যে কাটুক, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আবাস, নাটক একজন দর্শককে সুস্থ চেতনা সমৃদ্ধ করতে পারে, নাট্যকার বা কবি যা লিখবেন তাতে সরকার কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের বহু নিদর্শন তৈরি হয় যখন বিনোদনের নামে চটুল এবং অবাস্তব অথবা জীবনবিমুখ নাট্য পরিবেশিত হয়।

আমি বলব যে জনগণের অলস সময়ের বিনোদন আরো অনেক ভালোভাবে হতে পারে যদি নাটকগুলো কিছু মূল্যবোধের ভিত্তিতে রচিত এবং প্রযোজিত হয়, যদি সততা এবং ন্যায়পরতার বাণী দর্শকমনে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে তাহলে নাট্য প্রযোজনার উদ্দেশ্য সফল হয়। তার অর্থ এই নয় যে নাটকে বিনোদন থাকবে না, সমস্ত রকম হাস্যরসমৃদ্ধ অথবা বিয়োগান্তক নাটক খুব সাধারণ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে অথচ তাতে কোনো নোংরামি থাকবে না। সুলিখিত এবং সুপ্রযোজিত একটি নাটকের ভাষা, হাস্যরস, ঘটনার বৈচিত্র্য দর্শককে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে পাপাচার থেকে সত্যের আলোকে উত্তরণের পথে দিশারির ভূমিকা পালন করে নাটক। এমন নাটক একদিকে আনন্দ যেমন দেয় তেমনি ইতিবাচক বার্তাও পৌঁছে দেয় সকল দর্শকের মনে। কবি বা নাট্যকার ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ নাটক লেখেন তা নয়, তারা খারাপ দিক সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে, নাটক এখন একটা পণ্য, যারা অভিনয় করেন তারা খারাপ নাটক লেখার জন্যে লেখককে টাকা দেন, তাই তাদের মনে রাকার জন্যে

স্থূল নাটক লিখতে হয়। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় এক প্রতিভাবান স্পেনীয় লেখক (লোপে দে ভেগা) সবার উপভোগ্য অনেক নাটক লিখেছেন যার ভাষা, ঘটনা, কাব্যময়তা হাস্যরস, কৌতূক যথেষ্ট উন্নত শৈলীতে লেখা; নাটকের জন্যে বিশ্বময় তার খ্যাতি। কিন্তু বাজারি চাহিদার মূল্য দিতে গিয়ে তাঁর অনেক নাটকই খেলো হয়ে গেছে যদিও তাঁর এমন উৎকৃষ্ট মানের নাটক আছে যা আমাদের নাট্যধারাকে পুষ্ট করেছে। না বুঝে এমন অনেক নাটক পরিবেশিত হয়েছে যে পরে কলাকুশলীদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। কারণ সেইসব নাটকে রাজা এবং তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে হেয় করা হয়েছে। আমার মনে হয় কুনাট্য বন্ধ করতে প্রয়োজন এমন একটি আইন যার ফলে রাজদরবারের একজন সুশিক্ষিত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন কর্মচারী সমস্ত নাটক পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া নাটক পরিবেশিত হবে না। এই অনুমতি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন অন্য একজন আধিকারিক। নাটক জমা দেবার আগে লেখক এবং নির্দেশক ও নাট্যশিল্পীরা যথেষ্ট সংযত হবেন, যা খুশি লেখা বা প্রযোজনা করা যাবে না। এর ফলে স্পেনীয় নাটকের মান বজায় থাকবে এবং যে উদ্দেশ্যে নাট্য পরিবেশিত হয় অর্থাৎ জনগণকে সুরুচিসম্পন্ন করে তোলাটাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। স্থূল কিংবা আপত্তিকর বিষয় আর পরিবেশিত হবে না। আমার মনে হয় শিভালোরি কিংবা নাইটদের নিয়ে যে সব গ্রন্থ লেখা হবে তার ওপর এমন নজরদার প্রয়োজন। কারণ পুরোনো গ্রন্থগুলো মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে, ভবিষ্যতে যাতে আর ওই ধরনের গ্রন্থ লেখা না হয় তার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার। নতুনভাবে লেখা গ্রন্থগুলি আমাদের মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করবে। শুধু অলস বা কর্মহীন মানুষ নয়, যারা কর্মব্যস্ত তারাও এইসব গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ পাবে। ধনুক যেমন সব সময় টান করে রাখা ঠিক নয় মানুষের মনও সেইরকম সব সময় কর্মব্যস্ত রাখা উচিত নয়, মনের শক্তি বাড়াতে হলে তার বিশ্রাম এবং বিনোদন অবশ্যই দরকার।

পাদ্রিবাবা এবং তোলেদোর যাজক কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছেন, সেখানে এসে গেল নাপিত। সে পাদ্রিকে বলল—পাদ্রিবাবা আমি এই জায়গার কথা বলেছিলাম, আমরা এখানে জিরিয়ে নিতে পারব আর প্রচুর ঘাস আছে, বলদগুলো পেট ভরে ঘাস খেতে পারবে।

পাদ্রি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বেশ লাগছে জায়গাটা।

যাজক পাদ্রিবাবার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেয়েছেন, তার ওপর এই উপত্যকার ঠাণ্ডা পরিবেশটা খুব মনোরম লাগছে, তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে, ডন কুইকজোট সম্বন্ধে আগ্রহ। এইসব কারণে তিনি ভৃত্যদের সরাইখানায় চলে যেতে বললেন, সেটা এখান থেকে খুব দূরে নয়, ওদের বললেন তারা যেন ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে, খচ্চরদের খাওয়ায় এবং তার জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেয়, কারণ এমন শীতল স্নিগ্ধ পরিবেশে তিনি মধ্যাহ্নের খাবার উপভোগ করতে চান।

এবার সানচো মনিবের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল। এতক্ষণ নাপিতের চোখে চোখে থাকায় একা পায়নি মনিবকে। খাঁচার কাছে গিয়ে সানচো বলল—হুজুর, শয়তান ভর করার গল্প আমি ফাঁস করে দিয়েছি। ওই মুখোশপরা আপনার দুই বন্ধু, পাদ্রি আর

নাপিত, হিংসেয় এইসব কাণ্ড বাধিয়েছে। বাইরে আপনার এত নামডাক ওদের সহ্য হচ্ছে না। জাদুর নামে আপনাকে ঠকিয়েছে ওরা। প্রমাণ হিসেবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, যদি সঠিক উত্তর পাই তাহলে ধরে নেব যে জাদুটাদু সব ফালতু, আপনার মাথাটা একটু এধার-ওধার হয়েছে।

ডন কুইকজোট বললেন—হ্যাঁ রে সানচো, তোর যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস কর আমি উত্তর দেব। তবে তুই যে বললি আমাদের গ্রামের পাদ্রি আর নাপিত এসেছে সেটাও শয়তানের খেলা, তুই যেমন চাইছিস তেমন সাজিয়ে তোর চোখের সামনে পাঠাচ্ছে, তুই যেমন ভাবছিস তেমন করছে জাদুকর যাতে তোর চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যায় যেন এক গোলকধাঁধা যেখান থেকে তুই বেরোতে পারবি না, তেসেওকে উদ্ধার করেছিল আরিয়াদনে, তোকে আর কে উদ্ধার করবে? আমার মাথাও গুলিয়ে দিয়েছে, কখনো মনে হচ্ছে তুই যা বলছিস ঠিক আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে সব ওই শয়তানের কারসাজি। আমি যে নাইটদের বইয়ে মেন অনেক ঘটনার কথা পড়েছি, জাদুবিদ্যায় ওরা বড় বড় নাইটদের মাথা গুলিয়ে দেয়। তুই যদি বিশ্বাস করিস ওরা আমাদের পাদ্রি আর নাপিত তাহলে আমি ভাবব আমি হয়েছি তুর্কি। এমন অসম্ভব ভাবনা তোকে ওরা ভাবাচ্ছে। তুই ওই মায়ার জালে পড়ে অমন আজগুবি সব ভাবছিস। এবার বল, তুই কী জিজ্ঞেস করতে চাইছিলি।

সানচো এবার চেঁচিয়ে ওঠে—হায় রে বাপ! হায় খোদা! আপনি কি পুরো উন্মাদ হয়ে গেলেন? আমি সত্যি কথাটা বললাম, জাদুর ব্যাপারটা মিথ্যে, ওরা আপনাকে বোকা বানিয়েছে। ওদের হিংসের ফল ভোগ করছেন, আপনার ঘাড়ে কোনো ভূত চাপেনি। অ্যামি প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। বলুন তো এখান থেকে বেরোতে পারলে সেন্যোরা দুলসিনেয়ার দেখা পাবেন, না, পাবেন না?

ডন কুইকজোট বললেন—এখন ও সব কথা থাক। যা জিজ্ঞেস করার আছে কর। আমি বলেছি তোকে একদম সঠিক উত্তর দেব।

সানচো বলল—আমি যা জিজ্ঞেস করব তার সোজা উত্তর দেবেন, একটাও বেশি কথা বলার দরকার নেই। আর নাইটরা তো সব সময় সত্যি কথাই বলে, তাই না?

ডন কুইকজোট বললেন—বললাম তো মিথ্যে কথা বলব না, উল্টোপাল্টা কথা বলে মেজাজটা বিগড়ে দিচ্ছিস, বল, কী জানতে চাস?

—বলছি যে আমি জানি আমার মনিব দয়ালু এবং সত্যবাদী তাই বিশ্বাস করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, খাঁচায় ঢোকার পর, আপনার কথায় শয়তানের প্যাঁচে বন্দি হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আপনার বড় বা ছোট জল বিয়োগ করার ইচ্ছে হয়েছে, না, হয়নি?

—জল বিয়োগ করার অর্থ কীরে? আমি বুঝতে পারছি না, খুলে বল যাতে সরাসরি উত্তর দিতে পারি।

—বড় 'বাইরে' কি ছোট 'বাইরে' কথাগুলো আপনি শোনেননি? অবাক কাণ্ড তো! স্কুলের ছেলেদের প্রথম এটাই শেখানো হয়। আমি বলতে চাইছি যে আপনার এমন কিছু করার ইচ্ছে হয়েছে যা অন্য কেউ করে দিতে পারে না?

–এবার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁরে সানচো, অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে হয়েছে আর এখন খুব জোর পেয়ে গেছে। এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর, নইলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

৪৯

সানচো বলল–আঃ হা! হুজুর, আমি ওটাই তো জানতে চাইছিলাম। কোনো মানুষ যখন স্বাভাবিক ইচ্ছেগুলো হারিয়ে ফেলে তখন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায় না, যখন কেউ খেতে চায় না, পান করতে চায় না, ঘুমের ইচ্ছে চলে যায়, প্রকৃতির ডাক আসে না তখন না হয় তাকে বলা যায়–এই মানুষটাকে ভূতে ধরেছে। খিদে, তৃষ্ণা, ঘুম আর বাকি কাজগুলো ঠিক আছে কি না আগে দেখা দরকার। আপনার শরীরে তো সবই আছে, তাহলে কেন বলব যে আপনি শয়তানের হাতে পড়েছেন।

ডন কুইকজোট বলেন–ঠিক বলেছিস সানচো, কিন্তু তোকে তো আমি বলেছি জাদুকরের নানা রকম প্যাঁচ আছে; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অদল বদল ঘটে চলে, আজকের দিনে ভূতে পাওয়া মানুষ যা করছে আগে কালে তা করত না। আমি জানি আমাকে শয়তান বশ করেছে, আমার বিবেক যেন বড় নির্জীব, আমি যদি ওদের বশে না থাকতাম আমার বিবেক এবং ভাবনা অন্যরকম হতো, এইভাবে খাঁচার মধ্যে কাপুরুষের মতো অলস সময় কাটাতাম না, যেসব দুর্ভাগারা সাহায্য চায় তাদের পাশে দাঁড়াতাম, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় দায়। এমন পাথরের মতো বসে থাকাই তো ভূতে ধরার লক্ষণ।

সানচো বলে–এসব কাটাবার জন্যে আপনাকে এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আমি সে ব্যবস্থা করব। আপনার প্রিয় রোসিনান্তে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে যেন তাকেও ওরা বশ করেছে; বেরিয়ে আসুন, আবার রোসিনান্তের পিঠে উঠুন, আমরা বেরিয়ে যাই নতুন অভিযানে, যদি আমাদের চেষ্টা বিফল হয় এই খাঁচায় ফিরে আসার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তখন আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে আমিও আপনার সঙ্গে ওইখানে থাকব, হুজুর, নিজেকে এমন দুর্বল ভেবে সব মেনে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না, চলুন, একবার সাহস করে দেখি কী হয়।

ডন কুইকজোট বলেন–ভাই সানচো, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যাই, আবার দুজনে ছুটে যাই সেইসব হতভাগ্যদের পাশে; তুই আমার মুক্তির ব্যবস্থা কর, আমি তোর সব কথা মানব; কিন্তু সাবধান সানচো, আমার জন্যে তোর যেন কোনো বিপদ না হয়।

এইভাবে কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে যায়, পাদ্রি যাজক এবং নাপিত ছায়াশীতল জায়গায় অপেক্ষা করছে। গাড়োয়ান বলদগুলোকে জোয়ালমুক্ত করল, ওরা এই উপত্যকায় সবুজ কচি ঘাস খাবে। এই স্নিগ্ধ ছায়াঘন পরিবেশে সবাই জিরিয়ে নেবে, তরতাজা হয়ে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু এমন সুযোগ পাচ্ছেন না ভূতে পাওয়া নাইট ডন কুইকজোট; সানচো যা ভেবেছে তাই করতে চায় সানচো ডন

কুইকজোটকে কিছুক্ষণ বাইরে ছাড়ার অনুমতি চাইল পাদ্রিবাবার কাছে, নইলে খাঁচাটা এমন পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না। আর দুর্গন্ধ অপরিষ্কার জায়গায় তার মনিব থাকতে পারবে না। পাদ্রিবাবা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে রাজি হলেন কিন্তু তাঁর ভয় যে, ছাড়া পেয়ে ডন কুইকজোট হয়তো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন।

সানচো বলল–আমি ওর জামিন।

যাজক বললেন–আমিও তাঁর জামিন হতে রাজি আছি। কারণ নাইট যদি কথা দেন তাহলে আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না।

ডন কুইকজোট ওদের কথা শুনছিলেন, বললেন–আমি কথা দিচ্ছি। জাদুকরের মায়ায় বন্দি আমি কি নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যেতে পারি? সেই শয়তান চাইলে তিনশো বছর আমাকে নিশ্চল করে রাখতে পারে, পালিয়ে গেলে নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসবে সে। সুতরাং আমার স্বাধীনতা এখন তার হাতে, তবে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে না ছাড়লে দুর্গন্ধে আপনারা টিকতে পারবেন না।

তার দুটো হাত বাঁধা, যাজক হাত ধরে নামালেন, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ওরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি দিলেন; খাঁচাটার বাইরে এসে কী যে আনন্দ তাঁর, বেরিয়েই প্রথমে আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জড়ত্বটা কাটালেন, তারপর রোসিনান্তের কাছে গিয়ে আদর করে পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলতে লাগলেন–তুই অশ্বকুলের অনন্য পুষ্প আর গৌরব, প্রভু এবং তার মা মেরীর কৃপায় আমি মুক্তি পাব, আবার তোর পিঠে চেপে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব যার জন্যে খোদা আমাকে নির্বাচিত করেছেন।

তারপর সানচোর সঙ্গে ডন কুইকজোট খানিকটা দূরে গিয়ে শরীরটা হালকা করে ফিরে এলেন, সানচোর ইচ্ছে অনুযায়ী কাজটা করার কথা ভাবছিলেন।

যাজক তাঁকে দেখে তাঁর অদ্ভুত পাগলামোর কথা জেনে আশ্চর্য হলেন। কারণ তাঁর বোঝার ক্ষমতা বেশ ভালো, কেবল শিভালোরির কথা উঠলে তাঁর মাথাটা কেমন হয়ে যায়। সবুজ ঘাসের ওপর সবাই বসেছে, যাজক তার খাবার আসার অপেক্ষায় সময় গুনছে; ডন কুইকজোটের উদ্দেশ্যে বললেন–সেন্যোর নাইট, শিভালোরির বই পড়ে আপনি এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে নিজেকে ভাবছেন ইন্দ্রজালের কবলে পড়েছেন এবং আরো কত মিথ্যা, অলীক বিশ্বাস আপনাকে একদম গ্রাস করে ফেলে; এতটা বিশ্বাস কেন? এ পৃথিবীতে কত আমাদিস, কত নারী, ত্রাপিসোন্দার মতো কত সম্রাট, কত ফ্লোক্সিমার্তে দে ইরকানিয়া, কত সুন্দরী, নাইট, কত সাপ, রাক্ষস দৈত্যদানব, অজানা অভিযান, কত রকমের ইন্দ্রজাল, এত যুদ্ধবিগ্রহ, সংঘর্ষ, কত ঐশ্বর্য আর বিলাসিতা, প্রেমিক রাজকুমার, কাউন্ট, সহচর, মজাদার বামন আর কত যে অবিশ্বাস্য লেখা–সবই ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের বইয়ে ঠাসা। এইসব পড়ে আমার সব ঘটনা আর চরিত্রের সমাহার মনে হয়, এতে ভাবার মতো কিছু নেই, জীবনযাত্রা এত অবাস্তব যে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এইসব অতিরঞ্জিত কাহিনীতে এমন এক অলীক জগৎ তৈরি হয় যা এই বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলে না, এসব বই পড়ে নির্বোধ লোকেদের মাথা ঘুরে যেতে পারে কিন্তু যখন দেখি আপনাকে পর্যন্ত এরা এমন প্রভাবিত করেছে যে আজ আপনি এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যা দেখে বড় দুঃখ হয়। গরুগাড়ির ওপর খাঁচাবন্দি বাঘ,

সিংহ দেখিয়ে লোকে পয়সা রোজগার করে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এইসব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যায় শুধু রোজগারের জন্যে। আপনাকে সেইরকমভাবে রাখা হয়েছে যদিও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এঃ, সেন্যোর ডন কুইকজোট আপনি নিজের এই করুণ অবস্থা কাটাবার চেষ্টা করুন, আপনার বিচারবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলুন, খোদাদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন, অন্য ধরনের অধ্যয়নে ব্যাপৃত হোন যা আপনার বিবেক আর বিচারবুদ্ধিকে স্বাভাবিক অথচ জাগরূক লাখতে সাহায্য করবে এবং তাতে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। যদি আপনার বীরত্বের আর শিভালোরির বই পড়ার ইচ্ছে তীব্র হয় তাহলে পড়ুন 'বিচারকদের পবিত্র গ্রন্থ' যাতে আপনি সত্যি ঘটনা এবং বীরদের কাহিনী পাবেন। লুসিতানিয়ার ছিল এক ভিরিয়াতো, রোমে ছিল সিজার, কার্থেজে ছিল হ্যানিবাল, গ্রীসে আলেকজান্ডার, কাস্তিল প্রদেশে ছিল কাউন্ট ফের্ণান গোনসালেস্, ভালেনসিয়ার ছিল সিদ, আনদা-লুসিয়ায় ছিল গনসালো ফেরনানদেস্, এসত্রেমাদুরায় দিয়েগো গার্সিয়া দে পারেদেস, হেরেসে ছিল গার্সিয়া পেরেস দে ভার্গাস, তোলেদোয় গার্সিলাসো (খবি নয়, যোদ্ধা) ডন মানোয়েল দে লেওন ছিল সেভিইয়ায়। বুদ্ধিমান পাঠকদের উদ্দীপ্ত করে এদের কীর্তির কথা, এসব লেখা পড়ে শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকে আর এদের বীরত্ব বিস্ময় জাগায়। সেন্যেঅর ডন কুইকজোট, আপনাকে বিনীতভাবে বলছি, আপনার মতো মানুষের পাঠ করার বিষয় এইসব গ্রন্থ যাতে আছে ইতিহাস, সততার জয়গান, শুভবুদ্ধির কথা, সৌজন্যবোধ, সাহস আর শৌর্য, কাপুরুষতা নেই, আছে বীরত্ব, আছে খোদার অসীম ক্ষমতার কথা, এই সব পড়লে আপনার সর্ব বিষয়ে উন্নতি হবে, লা মানচার গৌরব বৃদ্ধি পাবে, আর এই জায়গাই তো আপনার জন্মভূমি।

খুব মনোযোগ দিয়ে যাজকের বক্তব্য শোনার পর ডন কুইকজোট কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন-সেন্যোর, আপনার বক্তব্য শুনে মনে হলো যে ভ্রাম্যমাণ-নাইট বলে কখনো কিছু ছিল না, এদের নিয়ে লেখা সব বইগুলো মিথ্যে, মায়াজাল, অর্থহীন এবং মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, ও সব পড়ে আমি খুব অন্যায় করেছি, আর বিশ্বাস করে বেশি অন্যায় হয়েছে এবং অনুকরণ করে সর্বনাশ ডেকে এনেছি, কারণ আমি ওদের অনুসরণ করেই তো ভ্রাম্যমাণ-নাইটের কঠিনতম পেশা গ্রহণ করেছি। আপনি মনে করেন যে আমাদিসদের কোনো জগৎ ছিল না, না গাউলাতে, না গ্রিসে অথবা বইয়ে বর্ণিত নাইটদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সবই বানানো, রং চড়ানো গাঁজাখুরি গালগল্প।

যাজক বলেন-আপনার মুখে ওদের নাম শুনেই আমি বলেছি।

তখন ডন কুইকজোট বললেন-আপনি আরো বললেন যে ওই সব বই আমার এত ক্ষতি করেছে যে আমি খাঁচায় জন্তুর মতো আটক হয়েছি, এসব বাদ দিয়ে আমার সদ্গ্রন্থ পড়া উচিত যা শিক্ষাও দেবে আবার মনে ফুর্তিও আসবে।

যাজক বলেন-ঠিক তাই।

ডন কুইকজোট বলেন-এবার আমি বুঝতে পেরেছি আপনার মতিভ্রম হয়েছে আর আপনিও ইন্দ্রজালের শিকার হয়েছেন। কারণ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এক সত্যকে আপনি

মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। যে বই পড়ে আপনার রাগ হয়, আপনি ওসব বই পোড়াতে চান, এই অপরাধে আপনারও সে রকম শাস্তি হওয়া উচিত।

ইতিহাসে যাদের কীর্তিকলাপের ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে যেমন আমাদিস এবং অন্যান্য অভিযাত্রী তাদের অস্বীকার করার অর্থ মানুষকে বলা যে সূর্য পৃথিবীতে আলো দেয় না, তুষার ঠাণ্ডা নয়। পৃথিবীতে আমরা বেঁচে নেই; এমন কোনো বুদ্ধিমান মানুষ আছে যে অন্যদের বলতে পারে। রাজকুমারী ফ্লোরিপেস এবং বারগান্ডির গাইয়ের কাহিনী সত্যি নয়? তেমনি শার্লেমানের রাজত্বকালে মানতিব্‌লে সেতুর ঘটনা, আর ওদের সম্বন্ধে লেখাগুলো দিনের আলোর মতো সত্যি একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। আর এটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে বলতে হয় হেক্টর, একিলিস্, ট্রয়ের যুদ্ধ, ফরাসি দেশের বারোজন অভিজাত (পিয়), ইংলন্ডের আর্থার যাকে কাকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং সেই রাজ্য যার প্রতীক্ষায় রয়েছে–এসব কিছু নেই, সব মিথ্যে। আর এও বলার সাহস কেউ দেখাবে যে গোয়ারিনো মেস্‌কিনোর ইতিহাস মিথ্যে, সন্ত গ্রিয়ালের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্যি নয়। ডন ত্রিসতানের সঙ্গে রানি ইসেও'র প্রেম সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনার প্রমাণ নেই বলে মিথ্যে? তেমনি লানসারোতের সঙ্গে হিনেব্রার প্রেম; এখনো এমন লোক আছে যার বৃদ্ধা কিনতান্যওনাকে দেখেছে, গ্রেট ব্রিটেনের কোনো নারী তার মতো মদ পরিবেশন করতে পারত না। আমার মনে আছে, কোনো মুখ ঢাকা সম্মানীয়া বৃদ্ধাকে বসে থাকতে দেখে আমার দাদী বলতেন–'ওই দ্যাখ, কিনতান্যওনার মতো মহিলা বসে আছে, আমি বুঝতে পারি তিনি ওঁকে চিনতেন, অন্ততপক্ষে ছবিতে তাঁকে দেখেছিলেন। পিয়েরেস্ এবং সুন্দরী মাগালোনার ইতিহাস কি অস্বীকার করা যায়, যে ছোট্ট কাঁটা দিয়ে কাঠের ঘোড়াকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা এখনো রাজার অস্ত্রভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। গাড়োয়ানের লাঠির চেয়ে বড় সেই কাঁটার সামনেই আছে বাবিয়েকার জিন আর রঁসভেলে রক্ষিত আছে রলদাঁয়ের শিং, যেটা একটা বিমের সমান, এবং এটা দেখেই অনুমান করা যায় যে তখন ছিল বারোজন অভিজাত সামন্ত, ছিল পিয়েরেস আর ছিল সিদ এবং আরো অনেক অসমসাহসী ভ্রাম্যমাণ নাইট, তাই তাদের নামে লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল একটা ছড়া,

লোকে এদের কথা বলে কারণ
এরা যে সব অভিযাত্রীর দলে।

আপনি অবশ্যই বলতে পারেন যে পর্তুগালের সাহসী যোদ্ধা হুয়ান দে মেরলো নাইট ছিলেন না, কিন্তু তিনি বারগান্ডির রাস শহরে বিখ্যাত যোদ্ধা চার্নিরের লর্ড পিয়েররের সঙ্গে লাড়ই করেন এবং পরবর্তী এক সময়ে বাসিলেয়া শহরে এনরিকে দে বেরমেস্তানের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ করেন, দুটো যুদ্ধেই বিজয়ী বীরের সম্মান পেয়েছিলেন। সাহসী স্পেনীয় যোদ্ধা পেদ্রো বারবা এবং গুতিয়েররে কিহাদা (যে পরিবার থেকে আমার নাম এসেছে) সান পোলোর কাউন্টকে পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এইভাবে অস্বীকার করতে পারেন যে ডন ফের্নান্দো দে গেভারা জার্মানিতে অভিযান করেননি, ওখানে উনি অস্ট্রিয়ার ডিউকের দরবারে স্বীকৃত নাইট হোর্হের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন; সোয়েরো দে কিন্যোনেস দেল পাসো–র বিচার নিয়ে বিদ্রূপ করতে

পারেন, লুইস দে ফালসেসের লড়াই হয়েছিল ডন গনসালো দে গুসমানের সঙ্গে, এরা স্পেনীয় নাইট, খ্রিস্টান নাইটদের অনেক কীর্তির ইতিহাস আছে, আর বিদেশের মাটিতেও এরা সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন; এঁদের সত্যি ঘটনাগুলো অস্বীকার করার অর্থ মিথ্যে কথা বলা এবং যারা এইসব সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাগুলোকে স্বীকার করে না তারা হয় নির্বোধ কিংবা উন্মাদ।

ডন কুইকজোট সত্যির সঙ্গে মিথ্যে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন দেখে যাজক বিস্মিত বোধ করেন, কিন্তু ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের সম্পর্কে এত কিছু জানেন দেখে তাঁকে প্রশংসা করতেও হয়।

তিনি ডন কুইকজোট বললেন-আপনার সব কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না, বিশেষত স্পেনীয় নাইটদের সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন এবং একইভাবে মেনে নিচ্ছি ফরাসি দেশের বারোজন অভিজাত সামন্তর কথা, কিন্তু আর্চবিশপ তুরপ্যাঁ ওদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন সবটা মানতে পারব না। কারণ আসল কথা হচ্ছে, ওদের রাজা পছন্দ করে সবাইকে সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন-সাহসে, গুণাবলিতে আর শৌর্যে ওরা সবাই সমান; সত্যিকারের না হলেও তা হওয়া উচিত এবং এটা যে একটা ধর্ম যেমন সান্তিয়াগো কিংবা কালাত্রাভা, এখন আমরা মেনে নিয়েছি যে এদের সাহসী নাইট হতে হবে, বীর হতে হবে এবং জন্মসূত্রে হবে অভিজাত। আর এখন আমরা বলি সান হুয়ান কিংবা আলকানতারার নাইট আগেকালে তেমনি বলা হতো বারোজন অভিজাত নাইট যাদের সামরিক বিভাগ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সিদ্ এবং বেরনার্দো দেল কার্পিও যে ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের কাজকর্মকে যত বড় করে দেখানো হয়েছে তাতে সন্দেহ আছে। কাউন্ট পিয়েররেসের কাঁটা, যেটা নাকি রাজার অস্ত্রাগারে বাবিয়েকার জিনের সামনে রাখা আছে এটা ঠিক মানতে পারা যায় না, এটা আমার অজ্ঞতা হতে পারে কিন্তু আমার দৃষ্টি হয়তো তত প্রসারিত নয়, কারণ যদিও আমি চেয়ার দেখেছি কাঁটা আমার চোখে পড়েনি, এটা খুব অবাক হওয়ার মতো ঘটনা কারণ আপনার মতে তার আকার বেশ বড়।

ডন কুইকজোট বলেন-ওটা ওখানে আছে তবে মরচে যাতে না পড়ে তাই চামড়ার কেসে রাখা আছে।

যাজক বললেন-তা হতে পারে। কিন্তু আমি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের লোক হিসেবে বলছি ওটা আমি দেখিনি। যদি স্বীকারও করে নিই যে ওটা ওখানেই আছে তবুও মানতে পারি না যে এত আমাদিস আর ভ্রাম্যমাণ-নাইট কোনোকালে ছিল, এই সবই অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনী এবং আমার আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে আপনার মতো গুণী, বুদ্ধিমান এবং সুবিবেচক ওইসব অর্থহীন আজগুবি এবং অবান্তর কাহিনীগুলো এমন বিশ্বাস করেন যা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

৫০

ডন কুইকজোট বলেন-তাহলে আপনি বলছেন যে রাজার অনুমতি নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত পেয়ে যে বইগুলো ছাপা হলো যেগুলো ছেলেবুড়ো, গরিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ থেকে নাইট, এক কথায় আপামর জনসাধারণ পড়ে আনন্দ পেল তা আপাত সত্যির আড়ালে নির্জলা মিথ্যে, তাই তো? অথচ ভেবে দেখুন বাবা, মা, আত্মীয়, বন্ধু, সব বয়সের লোক, সব পেশার মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিনের পর দিন বলে চলেছেন কোনো ভ্রাম্যমাণ-নাইট কিংবা নাইটরা কী করেছিল অর্থাৎ শিভালোরির গল্প শুনতে বা বলতে সবারই ভালো লাগে। যাজক মহাশয়, এমন অপবাদ দেবেন না, এ খোদা নিন্দার সমান পাপ; আমার একটা কথা শুনুন, আপনি সুবিবেচক মানুষের মতো যুক্তিসহকারে এগুলোর বিচার করুন, যদি না পড়ে থাকেন, পড়ে দেখুন আনন্দ পান কি না। আমার মনে হয় আপনার বেশ ভালো লাগবে। আপনার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো একটি বিশাল সরোবর, তার জল টগবগ করে ফুটছে, তাতে কত রকমের মাছ, সাপ, কুমীর এবং আরো নানা হিংস্র বিষাক্ত জলজ প্রাণী সাঁতার কাটছে, কখনো শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে, সরোবরের ভেতর থেকে একটা খুব বিষণ্ন মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল-হে ভদ্রমহোদয়, আপনি যেই হোন না কেন, যে ভয়ঙ্কর সরোবরের সামনে এসেছেন, এই ফুটন্ত কালো জলের অন্তরের সৌন্দর্য যদি দেখতে চান তাহলে আপনার বলিষ্ঠ বক্ষের জোর দেখান, এই জ্বলন্ত জলের মধ্যে ঝাঁপ দিন, তা না হলে আপনি এই বিবর্ণ বিষণ্ন জলের তলায় সাত সুন্দরীর অতি আশ্চর্য সাতটি দুর্গের রহস্য দেখতে পাবেন না। সেই যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হবেন আপনি। ওই ভীরু কণ্ঠস্বরের শেষ কথাগুলো শেষ হবার আগেই সেই বীর নাইট আর কিছু ভাবল না, নিজের আপদ-বিপদের কথা না, তার সঙ্গে যে অস্ত্রশস্ত্র জপে, তার মনের মিসেসকে স্মরণ করে ঝাঁপ দিল ওই ফুটন্ত সরোবরে, সে কল্পনা করেনি এর পরিণাম কী হতে পারে, জানেও না কোথায় থামতে হবে, হঠাৎই সে অপূর্ব সুন্দর সবুজ উদ্যানের ভেতর উপস্থিত হলো, এই উদ্যান এলিসের চেয়েও মনোরম। ওখানে আকাশ বেশি নীল সূর্যের আলো কত বেশি উজ্জ্বল, যেন এতদিন যা দেখেছে তার চেয়ে নতুন এক সূর্য, সামনে গাছের সারি আর ছায়ায় ঘেরা এক কুঞ্জবন, এত নিবিড় ঘন সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর গাছের শাখায় শাখায় নানা বর্ণের পাখির কলতানে শ্রবণেন্দ্রিয় যেন উজ্জীবিত হয়, এমন পাখির ডাক যেন আগে কখনো তার শোনা হয়নি। ওখানেই বয়ে যাচ্ছে এক ছোট নদী, তার পানি যেন তরল কাচের মতো স্বচ্ছ, বালি আর পরিচ্ছন্ন নুড়ির ওপর দিয়ে নদীর প্রবাহ দেখে মনে হয় তার তলায় রয়েছে কাঁচা সোনা আর প্রাচ্যের মূল্যবান মণিমুক্তো। তার চোখে পড়ে নানা রঙের মণিমুক্তো শোভিত মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি এক কৃত্রিম ঝরনা, তার কাছাকাছি আরেকটি ঝরনা, ছোট ছোট ঝিনুক আর শামুকের খোলা দিয়ে তৈরি যেন এলোমেলোভাবে গ্রথিত, ওর মধ্যে রঙ-বেরঙের কাঁখ, উজ্জ্বল কাচ আর পান্নার নানা বর্ণ এমন এক দৃষ্টিনন্দন রূপ তৈরি করেছে যেন শিল্পকর্মের কাছে হার মেনেছে প্রকৃতি। একটু দূরে তার চোখে পড়ে এক মজবুত দুর্গ কিংবা প্রাসাদ যার দেওয়াল সোনার, প্রাচীর হিরের আর প্রবেশপথ মণিমুক্তোর, এক কথায় হীরে, মানিক, সোনারুপো, মণি-মাণিক্যের সমন্বয়ে এমন এক অভিনব নির্মাণশৈলী যে দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এসব দেখার পরেও বিস্ময়ের ঘোর লাগে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে। দুর্গের প্রবেশপথ দিয়ে

বেরিয়ে এলো একদল পরমা-সুন্দরী যুবতী, তাদের বেশ এবং সাজ বর্ণনার অতীত, সেই সাহসী নাইটকে হাত ধরে নিয়ে যায় এক বিশাল প্রাসাদে, তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে যেন জন্মের সময় যেমন ছিল, নানা সুগন্ধি ভরা পানিতে ওকে গোছল করানো হয়, তারপর সুগন্ধি মাখা এক নতুন শার্ট গায়ে দেয়, তারপর আরেক সুন্দরী গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেয় একটা অতি সুন্দর জোববা হয়তো তার মূল্যে একটি শহর কেনা যায়। এরপর আরো কিছু বিস্ময়কর তথ্য লেখা হয়, যেমন, এবার অন্য একটি ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে টেবিলগুলো এমন পরিপাটি করে সাজানো যে দেখে চোখ ফেরানো যায় না, সেখানে সুন্দরীরা ফুলের নির্যাস মেশানো পানিতে তার হাত ধুইয়ে দেয়, তাকে বসানো হয় একটি হাতির দাঁতের চেয়ারে, নিঃশব্দে সব কাজ করে যায় সুন্দরীরা, খাবার টেবিলে এত ভিন্ন ভিন্ন সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয় যে কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবে বুঝতে পারে না নাইট, আর খাবারের সুগন্ধেই যেন পেট ভরে যায়, অতি মধুর সংগীতে মন মাতায়, একরকম নয়, সুরের বৈচিত্র্যে সে সংগীত বড়ই সুখকর লাগে, কোথা থেকে এ সংগীত আসছে অথবা কে বা কারা পরিবেশন করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খাবার শেষ হলে টেবিল সরে যায়, নাইট চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁত খুঁটছে এমন সময় অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি রূপবতী এক মেয়ে হঠাৎই সেখানে আসে এবং তার পাশে বসে বলতে শুরু করে এটা কোন দুর্গ এবং তার মধ্যে ও কীভাবে জাদুর কুহকে বন্দিনী এবং আরো অনেক কিছু যা শুনে নাইট ভীষণ অবাক হয়। আর এই ইতিহাস পড়ে পাঠক মুগ্ধ হয়। আমি এই কাহিনী আর বিস্তারিত বলতে চাই না, তবে যেটুকু বললাম তা থেকেই বোঝা যায় যে ভ্রাম্যমাণ-নাইটদের গল্প কত চমকপ্রদ এবং মজাদার। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে বিশ্বাস করে বইগুলো পড়ে দেখুন, আপনার বিষণ্ণতা বলে কিছু থাকবে না আর রুক্ষ মেজাজ হয়ে যাবে নরম। আমার সম্বন্ধে বলব যে আমি ভ্রাম্যমাণ-নাইটের পেশায় নিযুক্ত আছি বলে আমি সাহসী, ভদ্র, দয়ালু সুশিক্ষিত, উদার, সামাজিক, নির্ভীক, সুনীতিপরায়ণ, ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, কারাগারে আটকও থাকতে পারি, শয়তানির শিকার হলেও আমার বলার কিছু নেই। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন আমাকে উন্মাদ মানুষের মতো এক খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে, তবে আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে যে আমার বাহুবলে, খোদার আশীর্বাদে, অবশ্য যদি ভাগ্য সহায় হয়, অল্পদিনের মধ্যে আমি কোনো দেশের রাজা হব আর তাহলে আমি কৃতজ্ঞতা আর উদারতার মতো গুণাবলির প্রমাণ দিতে পারব। একটা কথা বলি আপনাকে, নিঃস্ব মানুষের হৃদয় যতই বড় হোক কারো প্রতি উদারতা দেখাতে পারে না। কৃতজ্ঞতাবোধ শুধু মনের মধ্যে থাকা আর না থাকা সমান যেমন ভালো কাজ ছাড়া শুধু বিশ্বাস হয় প্রাণহীন। তাই আমি চাই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, আমি যেন সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসি, তখন আমি ঔদার্য দেখাতে পারব, আমার বন্ধুদের প্রতি, বিশেষত এই দরিদ্র হতভাগ্য সানচোর প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে, আমার এই সহচর পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানুষ, আমি স্বেচ্ছায় ওকে কাউন্ট পদে বরণ করে নেব, এটা অনেক দিনের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু আমার একটাই ভয় আছে-ও ঠিক চালাতে পারবে, না, পারবে না। ওর যা বোধবুদ্ধি আমার সন্দেহ হয়।

শেষের কথাগুলো শুনে সানচো তার মনিবকে বলে—হুজুর, আমার প্রভু ডন কুইকজোট আমাকে কাউন্ট করার প্রতিশ্রুতিটা ভুলে যাবেন না, আমার অনেক দিনের আশা; আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি শাসন চালাবার ক্ষমতা আমার আছে; কখনো যদি আমার মনে হয় কাজের খামতি থেকে যাচ্ছে তাহলে যোগ্য লোক রাখব, আমি শুনেছি এরকম অনেকেই করে, কিছু লোক আমার নামে কাজটা চালাবে, ওরা রাজস্ব আদায় করে আমাকে আমার প্রাপ্য দেবে, আমি ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে বসে খালি ভোগ করব, আমাকে কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে না যেমন ডিউকরা থাকে। লোকে দেখবে কত সুখ সানচোর।

যাজক বললেন—ভাই সানচো, রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে ওটা চলতে পারে, কিন্তু রাজ্যের শাসককে দেখতে হবে শাসন, সবাই সুবিচার পাচ্ছে কিনা, এই কাজে দরকার দক্ষতা এবং সুস্থ মস্তিষ্ক; প্রথম হচ্ছে সদিচ্ছা, এখানে গোলমাল হলে সব বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়বে। গোড়া যদি ঠিক না থাকে মধ্যিখান আর আগা সব ধসে পড়বে। খোদা সরল মানুষের সদিচ্ছাকে সাহায্য করেন আর বুদ্ধিমান লোকে বদ বুদ্ধি হলে শাস্তি সানচো বলে—এতসব তত্ত্বকথা আমি বুঝি না, আমি তাড়াতাড়ি মনের মতো রাজ্যে কাউন্ট হয়ে বসতে চাই, আমি ঠিক চালাতে পারব, যদি অন্যরা পারে আমি পারব না কেন? ওদের চেয়ে আমার মন ছোট না, আর দেহখানা অনেকের চেয়ে বড়, আমি কারো চেয়ে কমতি নই; নিজের খুশিমত শাসন চালাব, যা চাইব তাই হবে, আমার যা ভালো লাগবে তাই করব, তাহলেই আমি বর্তে যাই, মনের সুখে স্বাধীনভাবে থাকব, আর কিছু চাই না আমার। খোদা আছে মাথার ওপর, মাটির ওপর আমি, ব্যস।

—তুমি যা বলছ খারাপ কিছু না, এটাও একটা তত্ত্ব, কিন্তু কাউন্ট–এর ব্যাপারে অনেক কিছু বলার আছে।

এবার ডন কুইকজোট বলেন—আমি জানি না এ ব্যাপারে কত তত্ত্ব আছে, আমি শুধু আমাদিস দে গাওলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব, তিনি সহচরকে একটা দ্বীপের কাউন্ট পদে বসিয়েছিলেন, সানচোকে একটা জায়গায় কাউন্ট করার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সংশয় নেই, আমার মতে ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের সহচরদের মধ্যে ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

ডন কুইকজোটের এমন যুক্তিসংগত পাগলামি দেখে যাজক বিস্মিত হন, কেমন সুন্দর বর্ণনা দিলেন সেই সরোবরের যেখানে এক নাইট গিয়ে কত আশ্চর্য জিনিস দেখল, এসব গালগল্প তো শিভালোরির বই পড়ে তিনি প্রায় মুখস্থ করে রেখেছেন, শেষে সানচোর ব্যাপারস্যাপার দেখেও তিনি অবাক হন, সে ভেবে বসে আছে যে তার মনিবের প্রতিশ্রুতিমত কোনো জায়গায় শাসনভার সে পাবেই।

যাজকের ভৃত্যরা এইসময় খাবারদাবার নিয়ে ফিরে এলো; সবুজ ঘাসের ওপর একটা কার্পেট পেতে দেওয়া হলো, তাতে খাবার টেবিলের মতো ওরা পরিবেশন করল, ওদের মাথার ওপর গাছ, সুতরাং বেশ আরামদায়ক পরিবেশে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছে। খেতে খেতে ঝোপের ভেতর একটা টুংটাং আওয়াজ শুনে যাজক অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন এমন সময় দেখলেন একটা সুন্দর ছাগল বেরিয়ে

এলো, তার গায়ে কালো, সাদা এবং খয়েরি রঙের ছোট ছোট ফুটকি। ওকে ডাকতে ডাকতে এলো এক ছাগপালক, দলছুট ছাগলটাকে দলে ফেরাবার জন্যে সে ওদের নিজস্ব ভাষায় আদর করে ডাকতে লাগল। ছাগলটা চলে এলো এদের কাছাকাছি, ভেবেছে এটা তার পক্ষে বেশি নিরাপদ জায়গা। ছাগপালক ওখানে এসে ওর শিং ধরে বকুনির ছলে কত কিছু বলতে লাগল যেন ওই জীবটি সব বুঝতে পারছে–ওরে আমার চকরাবকরা ফুটফুটি বেটি, ভয় পেয়েছিস? নেকড়ের ভয়? বল না বেটি, অমন করে দল ছেড়ে পালিয়ে এলি কেন? তুই মাদি বলেই এত ঝামেলা, চঞ্চলমতি কোথাকার, সব সময় খালি এদিক ওদিক দেখা, তোদের কত সাবধানে থাকতে হয় জানিস? চল মা, চল, ফিরে চল দলে, সবার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে থাকবি, ওরাই তোর আশ্রয়, চল। পথ ভুল করলে কত বিপদ জানিস! চল।

ছাগপালকের কথাগুলো শুনে ওরা খুব মজা পেয়েছে, বিশেষত যাজক একেবারে মুগ্ধ, তিনি বললেন–ভাই, একটু বসুন না, আর আপনার ছাগলটা নিজের মতো একটু চরে বেড়াক। আপনার মুখে শুনলাম ও মাদি, যতই আপনি আটকাবার চেষ্টা করুন, ওদের স্বভাব যাবে কোথায়, একটু সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়বে। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করুন, একটু পর ছাগলটাকে নিয়ে চলে যাবেন।

এক টুকরো খরগোশের মাংস আর এক পাত্র মদ পেয়ে ছাগপালক বেজায় খুশি। ও বলল–আমি অমনভাবে কথা বলছিলাম বলে আপনারা হয়তো আমাকে গাঁইয়া ভূত ভাবলেন, কিন্তু ওই কথার মধ্যে অনেক রহস্য আছে। হ্যাঁ, আমি গাঁয়ের মানুষ গাঁইয়া, তবে মানুষ আর পশুপাখির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানি।

পাদ্রিবাবা বললেন–আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি বেশ বুদ্ধিমান। আমি দেখেছি পাহাড়ি মানুষের মধ্যে কত বিদ্বান থাকেন। আর পশুপালকদের মধ্যে দেখেছি দার্শনিক।

ছাগপালক বলে–হ্যাঁ, এসব পেশায় থেকেও মানুষ জীবন আর জগতের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারে। আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দেন তাহলে–(পাদ্রিবাবাকে দেখিয়ে)–ইনি যা বললেন তার জের টেনে একটা সত্যি ঘটনার কথা বলব। এই সময় ডন কুইকজোট বললেন–ভাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার এখানে দুম করে এসে পড়ার মধ্যে যেন ভ্রাম্যমাণ–নাইটদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক এইসব বিদ্বজ্জন আপনার গল্পে নতুন কিছু নিশ্চয়ই পাবেন আর আমার তো খুবই ভালো লাগবে। অতএব শুরু করুন।

সানচো বলে–মাপ করবেন, আমি ওই নদীটার কাছে যাচ্ছি, বনের মধ্যে দেখতে হবে খাবার মতো কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না, মনিব ডন কুইকজোট আমাকে এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছে, জঙ্গলের মধ্যে আটকে পড়লে নাইটের সহচর কী খেয়ে টিকে থাকবে তার জোগাড় দেখতে হবে জঙ্গলেই।

ডন কুইকজোট বললেন–ঠিক বলেছিস সানচো, যা ঘুরে ঘুরে দেখ, খাওয়ার মতো কিছু পেলে পেট ভরে খেয়ে নে। আমার আর কিছু লাগবে না, মনটাকে একটু হালকা

করতে হবে, এই ভাইয়ের মুখে গল্পটা শুনে মনটা প্রফুল্ল হবে, তাই ভাবছি বসে বসে যাজক বললেন–হ্যাঁ, আমরা সবাই শুনতে চাই।

সবাই ছাগপালককে শুরু করতে বলল। সে ছাগলটার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল–এ্যাই বেটি চকরাবাকরা, আমার পাশে বসে থাক, আমার ফিরতে দেরি হবে।

মনে হলো ছাগল ওর কথা বুঝতে পেরেছে। ছাগপালক বসার পর ও বসল এবং তার মুখের দিকে তাকাল যেন গল্প শুনবে। ছাগপালক এইভাবে শুরু করল–

৫১

–আমি এবার সেই ঘটনার কথা বলছি।

এই উপত্যকা থেকে তিন লিগ হবে, একটা গ্রাম আছে, ছোট গ্রাম, কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। সেইখানে এক চাষিকে সবাই খুব সম্মান করত, সাধারণত এইসব গ্রামে লোকে ধনী ছাড়া কাউকে বড় একটা খাতির করে না, কিন্তু অর্থ, জমিজমা ছাড়াও আর ন্যায়পরতার জন্যে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সে বলত যে তার একমাত্র মেয়েটির জন্যে খুবই সুখী সে, পরমা সুন্দরী মেয়েটি বিরল গুণের অধিকারী, তার বুদ্ধি, ভদ্রতা এবং সততার তুলনা হয় না; যে তাকে দেখেছে সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ, খোদা আর প্রকৃতির অকৃপণ কৃপায় মেয়েটি এমন সর্বগুণসম্পন্না। শৈশব থেকেই সে সুন্দর, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ খুলতে লাগল, ষোলো বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই তার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তার রূপের খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামে, তারপর দূর-দূরান্তরের গ্রাম ও শহরে এমনকি রাজপ্রাসাদে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। লোকমুখে এই কথা এমন ছড়িয়ে পড়ল যে সব বয়সের, সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচণ্ড এক আলোড়ন পড়ে গেল যে সে এক অতিলৌকিক মানবী। কারণ এর আগে এমন রূপসী কন্যা দেখা যায়নি। বাবা যেমন সাবধান, মেয়েও তেমনি, সবরকমভাবে তাকে সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু এমন কোনো তালা–চাবি বা ছিটকিনি নেই যে এক সুন্দরী যুবতীকে আটকে রাখা যায়। বাবার সম্পত্তি আর মেয়ের আশ্চর্য রূপ দেশের এবং বিদেশের অনেক পাত্রকে আকর্ষণ করল, এমন ধনী এবং রূপবান লোক বিবাহের প্রস্তাব দিল যাতে বাবার মাথা ঘুরে গেল, সে কাকে পছন্দ করে তার হাতে মেয়েকে তুলে দেবে ঠিক করতে পারল না। এমন মহার্ঘ মুক্তো যোগ্য সম্মান কোথায় পাবে বাবা যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যারা ওই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার পাণিপ্রার্থী ছিল তার মধ্যে আমি অন্যতম, আমি খুব আশা করেছিলাম ওরা আমাকে পছন্দ করবে। কারণ আমার সম্পত্তি ছিল, আমি পুরনো খ্রিস্টান পরিবারের ছেলে, বয়সও মানানসই আর বিচারবুদ্ধিও এমন কিছু কম ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা মেয়ের বাবার চেনা ছেলে আমি, একই গ্রামে আমার বাস, তাই আমি সফল হব ভেবেছিলাম। রূপে-গুণে শিক্ষা–দীক্ষায় এবং ঐশ্বর্যে আমারই আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমাদের গ্রামে। মেয়ের বাবা বুঝতে পারে না এই দুজন চেনা উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে কাকে জামাই করবে। এতক্ষণ তো আমি আপনাদের মেয়ের নামটা বলিনি। ওর

নাম লেয়ান্দ্রা। ওর বাবা মেয়েকে সব কথা বলল। এটা ঠিক কাজ। ছেলেমেয়ের মতো না নিয়ে বিয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। যতই ভালো মনে হোক পাত্রীর মতামত ছাড়া পাত্র ঠিক করা উচিত নয়। এবং এমন দৃষ্টান্ত সব বাবা মায়ের অনুসরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। লেয়ান্দ্রা কী বলল জানি না। ওর বাবা আমাদের মর্মান্তিক সংবাদটা জানিয়ে দিল যে এখন মেয়ের বিয়ে দেবে না, তার বয়স কম। এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশিও হলাম না, অখুশিও হলাম না। আমার গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম আনসেলমো, আর এই অধমের নাম এউহেনিও। যে ট্র্যাজেডি ঘটতে চলেছে তার সঙ্গে এই দুই যুবকের নাম জড়িত বলে আপনাদের মনে রাখতে হবে, শেষ পর্যন্ত কোনো ভয়ঙ্কর পরিণতি হয় তার প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করুন। এই সময় আমাদের গ্রামে এক যুবক এলো, নাম তার ভিসেন্তে দে লা রোসা, ওই গ্রামের এক দরিদ্র খেতমজুরের ছেলে; এই ভিসেন্তে ইটালি এবং অন্যান্য জায়গায় ঘুরেছে, সে সৈন্যবাহিনীতে ছিল বলেই নানা জায়গায় যেতে হয়েছিল। এক ক্যাপ্টেন তার বাহিনী নিয়ে যাবার সময় গ্রাম থেকে বারো বছর বয়সে তাকে নিয়ে যায় যুদ্ধে, আর বারো বছর বাইরে কাটিয়ে সে গ্রামে ফিরেছে। এখন তার হাবভাব সৈনিকের মতো, নানা রঙের পোশাক, তার কত বাহার, গলায় চেন, হাঁটাচলার শহুরে ঢং, সবসময় আত্মতৃপ্তির কপট হাসি, কত গৌরব যেন সে নিয়ে এসেছে। এমন হামবড়াই প্রতারকের পোশাকে ঝলমল করে কাচের মতো কত রঙিন কাজ। আজ এক পোশাক, কাল আবার একেবারে নতুন আরেক খানা; ওর সবই লোক দেখানো ভড়ংবাজি। গ্রামের লোকরা স্বভাবতই হিংসুটে ধরনের, অলস সময় ওইসব নিয়ে কথাবার্তা হয়। ওরা এই ফোতো কাপ্তেনের সব কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, ওরা লক্ষ করেছে এই ছেলেটির তিন রকমের সুট আছে, মোজা এবং গাঁটরিও ওই তিন সেট পোশাকের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু ওই তিনটে সেটের সঙ্গে নানা কায়দায় এমন করে বদলে বদলে পরে মনে হয় ওর দশটি সেট আছে, গ্রামের লোকরা গুনে রেখেছিল বলেই ধরা গেল ওর চালবাজি। ওর পোশাক নিয়ে এত কথা বলছি বলে ভাববেন না যেন আমি কোনো বেয়াড়াপনা করছি, আসলে মূল ঘটনার সঙ্গে এটা এমনভাবে জড়িত, না বললে ভুল হবে। গ্রামের মধ্যে কোনো পপলার গাছের তলায় বসে ও আমাদের গল্প বলত, আমরা হাঁ করে শুনতাম ওর যুদ্ধের গল্প, খুব ভালো লাগত ওসব বড় বড় কথা শুনতে, পৃথিবীর সব দেশ নাকি তার ঘোরা হয়ে গেছে, এমন কোনো যুদ্ধ হয়নি যাতে সে অংশগ্রহণ করেনি, মরোক্কো আর তিউনিস মিলিয়ে যত মুর ছিল তার চেয়ে বেশি নাকি যুদ্ধে মারা গেছে, ও বলত যে গানতে, লুনা, দিয়েগো গার্সিয়া দে পারেদেস্ প্রমুখ বীরদের চেয়ে বেশি দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে একা লড়েছে, আরো কত কত যুদ্ধ সে করেছে এবং সব যুদ্ধেই সে জয়ী হয়ে ফিরেছে, তার এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। শরীরের কিছু কিছু সামান্য আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলত যে ওসব মাস্কেটের গুলির দাগ। সে সমবয়সীদের সামনে এমন উদ্ধত এবং উন্নাসিক আচরণ দেখাত যেন সে যুদ্ধে গিয়ে এক কেউকেটা বনে এসেছে, তার নীচবংশে জন্মের কথা যারা জানত তাদের কাছে বুক ফুলিয়ে বলত অস্ত্রই তার পিতা, কর্মই তার বংশগৌরব, যেহেতু সে যোদ্ধা কোনো অংশেই সে রাজার চেয়ে ছোট নয়।

AMARBOI.COM

এইসব চালবাজির ওপরে সে আবার ছিল সংগীতজ্ঞ, গিটারের ঠুংঠাং শব্দ শোনাত এবং সেটা লোককে জানাবার জন্যে তার বেশ ব্যস্ততাও ছিল; কিন্তু এখানেই শেষ নয় তার গুণাবলি; সে ছিল এক কবি, গ্রামের যে কোনো ঘটনা নিয়েই সে বেশ বড় কবিতা লিখে ফেলত। এই যে যোদ্ধা, যার নাম বললাম ভিসেন্তে দে লা রোসা, একাধারে অসমসাহসী বীর, আদব-কায়দায় নওজোয়ান, রমণীরঞ্জন দেহপট আর সৌখিন বেশভূষায় সজ্জিত, সংগীতশিল্পী এবং কবিকে অনেকবার দেখেছিল সুন্দরী লেয়ান্দ্রা। প্লাজার দিকে ওদের বাড়ির জানালা। সেইখান থেকে ওই যুবককে বার বার দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে তার ঝাঁ-চকচকে পোশাক দেখে, তার নিজের মুখে বিচিত্র অভিযানের গল্প শুনে আর কবিতা পড়ে যে কবিতাগুলোর অন্তত কুড়িটা পাণ্ডুলিপি ও তৈরি করে বিলোতো। আর শয়তানের অপার মুনসিয়ানার সেই অপরূপা নারী প্রেমে পড়ল যুবক যোদ্ধার। প্রেমের ক্ষেত্রে নারী যদি একটু এগিয়ে আসে তাহলে কোনো বাধাই আর থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই হলো; লেয়ান্দ্রা এবং ভিসেন্তের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাত এবং কথাবার্তা হতে লাগল; মেয়েটির পাণিপ্রার্থী বহু যুবক ছিল, তারা কেউ বুঝতে পারেনি যে এতটা এগিয়ে গিয়েছিল ওরা, সবাই একদিন সংবাদ পেল যে মেয়ে বাবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে, ওর মা ছিল না, সবাইকে অবাক করে ওরা গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়েছে। এই ঘটনায় সমস্ত গ্রাম স্তম্ভিত, আমি বাকরুদ্ধ, আনসেলমো প্রায় পাগল, বাবা গভীরভাবে বিষাদগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন ক্রুদ্ধ, ঘটনার বিচার চায় ওরা, যথাবিহিত প্রশাসনকে জানানো হলো, অফিসারদের একটি দল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সব জায়গা, জঙ্গল, পাহাড় সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে ওরা তিনদিন পর একটি পাহাড়ের গুহায় লেয়ান্দ্রাকে পেল বড় অসহায় অবস্থায়, পরনের একটা জামা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই তার, বাড়ি থেকে প্রচুর অর্থ আর খুবই দামি অলঙ্কার সে নিয়ে গিয়েছিল, সব সেই যুবক নিয়ে পালিয়েছে। বড় দুঃখী বাবার কাছে তাকে নিয়ে এলো অফিসাররা, জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল যে ভিসেন্তে দে লা রোসা ওকে ঠকিয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েকে ঘরছাড়া করেছিল সে, বলেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং পাপী শহর নেপলস্-এ নিয়ে যাবে ওকে; আর সুন্দরী লেয়ান্দ্রা তার মিথ্যে কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে বাবার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, ও তাকে একটা নির্জন রুক্ষ পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং ওকে পাহাড়ের গুহায় আটকে রেখে পালায়। তারপর লেয়ান্দ্রা তার সর্বনাশের কাহিনী বলতে লাগল, কীভাবে টাকা-পয়সা এবং গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে কোথায় সেই জোচ্চর পালিয়ে গেল। এসব ঘটনার কথা তার মুখ থেকে শুনে মানুষের বিস্ময়ের শেষ নেই।

লেয়ান্দ্রা বলল যে সেই ঠগ তার সতীত্ব হরণ করার চেষ্টা করেনি, তার লোভ ছিল গয়নাগাটি আর টাকায়। আমাদের তো কিছু করার ছিল না, বুঝলাম যে ওই যুবক এক ধূর্ত প্রতারক। মেয়ের মুখে সব শুনে বাবা ভাবল যে সম্পদ গেলে আবার পাওয়া যায় কিন্তু মেয়ে তার চোখের মণি, তাকে ফিরে পেয়ে খানিক সান্ত্বনা সে পেল। তার মেয়ের এই লাঞ্ছনা এবং অপমান বাবাকে পীড়িত করাই স্বাভাবিক। যেদিন লেয়ান্দ্রা বাবার কাছে ফিরে এলো সেদিনই কাছাকাছি একটি মঠে তাকে রেখে এলো তার বাবা, তার

মনে হয়েছে সময়ের সঙ্গে মেয়ের বদনাম চলে যাবে। লেয়ান্দ্রা ভালো কি মন্দ এসব ব্যাপারে যারা মাথা ঘামাত না তারা অল্পদিনের মধ্যেই এসব অপরাধ, অপমান সব ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু যারা তার বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষা-দীক্ষার কথা জানত তারা ভাবল নারী জাতির স্বভাবের মধ্যে যে চাপল্য এবং অহঙ্কার থাকে তারই প্রকাশ ঘটেছে লেয়ান্দ্রার চরিত্রে। লেয়ান্দ্রার মঠে চলে যাওয়ার পর থেকেই আনসেলমোর চোখে অন্ধকার নেমে এলো, কোনো কিছুতেই সে আর আনন্দ পায় না, আমার অবস্থাও তথৈবচ, বাঁচার আনন্দ বলে আর কিছু রইল না, আমাদের দুঃখ বাড়ল যত, ধৈর্যশক্তি ততই কমতে থাকল; আমরা ওই ফেরেববাজ সৈন্যের ওপর চালাকিকে যথেচ্ছ গালমন্দ করলাম আর মেয়ের বাবার অসাবধানতাকে দোষ দিলাম। তারপর আনসেলমো আর আমি গ্রাম ছেড়ে এই উপত্যকায় চলে এলাম; ওর আছে একপাল ভেড়া আর আমার ছাগল, এদের নিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে লেয়ান্দ্রাকে স্মরণ করে গান গাই, গানের মধ্যে থাকে তার স্তুতি আবার কখনো আমাদের নিন্দা। কখনো কখনো একাকী আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর আমাদের এমন দুর্ভাগ্যের দায় চাপাই খোদার ঘাড়ে। আমাদের দেখাদেখি আর যারা লেয়ান্দ্রার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে প্রেমিক হবার স্বপ্ন দেখেছিল তারাও এখানে এসে আমাদের মতোই জীবন কাটাচ্ছে, সংখ্যায় এত বেশি ছিল এমন যুবক যে এই জায়গা পশুপালকদের আরেকটা 'আরকাদিয়া' হয়ে উঠেছে (ধ্রুপদী এবং রেনেসাঁস সাহিত্যে রাখালিয়া জীবনের আদর্শ স্থান বলে বর্ণিত)।

এই উপত্যকার মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে রাখালদের মুখে লেয়ান্দ্রার নাম শোনা যায় না। কেউ বলে সে বড় অহঙ্কারী এবং অসৎ, কেউ বলে চপলমতি এবং লোভী, কেউ আবার ওর কোনো দোষ দেখে না। আবার কেউ নিন্দায় পঞ্চমুখ কেউ তার রূপে পাগল, কেউ তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে, আসলে সবাই তাকে অসম্মান করে আবার সবাই পুজোও করে, ওকে নিয়ে এমন চূড়ান্ত পাগলামি যে সব বলা সম্ভব নয়, যে কোনোদিন ওর সঙ্গে কথা বলেনি সেও বলে মেয়েটা উন্নাসিক, কেউ কেউ হিংসেয় আর রাগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ও কিন্তু কারো প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেনি, তার লাঞ্ছনার পর সবাই জানতে পারল কী ছিল তার মনে। এই পাহাড়ের কোনে কোনে, নদীর ধারে, প্রতিটি গাছের ছায়ায় কোনো না কোনো সময় রাখাল–প্রেমিকরা তাদের হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত করেছে; পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় লেয়ান্দ্রার নাম, নদীল জলের তিরতির শব্দে মিশে যায় লেয়ান্দ্রার নাম, আমাদের সবার হৃদয়ে লেয়ান্দ্রা, আশার আলো না থাকলেও আমরা আশা করি, আমরা ভয় পাই কিন্তু জানি না কেন ভয় পাই। এত সব উন্মাদ প্রেমিকদের মধ্যে একমাত্র স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আনসেলমো, অনেক বিষয়ে তার ক্ষোভের কারণ থাকলেও সে কিছু বলে না, তার দুঃখ কেবল লেয়ান্দ্রার অনুপস্থিতি, সে গান লেখে, আর 'রাবেল' (তার–যন্ত্র) বাজিয়ে গায়, যন্ত্রসংগীত আর তার গান শুনলে মনে হয় সে এক আশ্চর্য প্রতিভা। তার গানেই প্রকাশ পায় এক গভীর মর্মস্পর্শী বেদনা। আমার ক্ষোভ প্রকাশের পথ সবচেয়ে সহজ। আমি বলি মেয়েরা স্বভাবে চপলমতি এবং অস্থির, ওদের আচরণ একমুখী নয়, ওদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যে, কথার খেলাপ করতে ওস্তাদ আর সব থেকে বড়

কথা নিজেদের ধ্যানধারণা সম্বন্ধে নিজেরাই অজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, তাই এই মাদি ছাগলটাকে ওইসব কথা বলছিলাম, ও অমন করে পালিয়ে এসছে বলে আমার খুব রাগ হয়েছিল, এটা সবচেয়ে ভালো কিন্তু মাদি বলে আমার বিশ্বাস নেই। এই গল্পটাই আপনাদের শোনাতে চেয়েছিলাম, অনেকটা সময় আমি নিয়ে ফেলেছি; এখান থেকে কাছেই আমার কুঁড়ে-ঘর, টাটকা দুধ, সুস্বাদু চিজ ছাড়াও ফলপাকুড় আছে মেলা, আপনাদের খারাপ লাগবে না। চলুন আমার সঙ্গে।

৫২

ছাগলপালকের গল্প সবারই খুব ভালো লেগেছে; বিশেষত যাজক তার বলার ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ যেন এ কোনো গ্রাম্য ছাগপালকের নয়, কোনো বিদগ্ধ মানুষের ভঙ্গি এবং সেই কারণেই পাদ্রিবাবা আগে বলছিলেন পাহাড়ি এলাকায় সুশিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। সকলেই এউহেনিওর প্রশংসা করল এবং তাকে কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে ডন কুইকজোট বললেন—আমি যদি অভিযান চালাতে পারতাম তাহলে লেয়ান্দ্রাকে ওই মঠ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে আমার ভাইয়ের মতো এই ছাগপালকের কাছে এনে দিতাম, নিশ্চয়ই সেই মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, এটা ঘোর অন্যায় এবং একমাত্র ভ্রাম্যমাণ—নাইটরাই এর প্রতিকার করতে পারে, কিন্তু এখন আমার হাত-পা বাঁধা, কোনো সহৃদয় ঐন্দ্রজালিক যদি শয়তানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমি সেই মঠ থেকে লেয়ান্দ্রাকে তুলে নিয়ে এসে ছাগপালক ভাইয়ের সঙ্গে তার মিলন ঘটাব কিন্তু কোনো নারীর ওপর শক্তি প্রয়োগ করব না, কারণ শিভালোরির আইনের পরিপন্থী ওট।

AMARBOI.COM

ছাগপালক ডন কুইকজোটের মুখের দিকে তাকাল, তার শুকনো মুখ আর এমন অদ্ভুত পোশাক দেখে নাপিতকে জিজ্ঞেস করল—এমন উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছে, এই অদ্ভুত চেহারার মানুষটি কে?

নাপিত বলল—কে চিনতে পারেননি? সেই বিখ্যাত ডন কুইকজোট দে লা মানচা, অবিচার আর অত্যাচারের যম, নির্যাতিত মানুষের দেবতা, অসহায় নারীর সহায়, দৈত্য—দানবের ত্রাস এবং অপরাজেয় এক যোদ্ধা।

ছাগপালক বলল—শিভালোরির বই পড়ে এমন চরিত্র আর তাদের কাজকর্মের অনেক কিছু জেনেছি, আপনার ঠাট্টা শুনে আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকের মাথায় সব ঠিক নেই, যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে না।

তার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য শুনে ক্ষিপ্ত ডন কুইকজোট গর্জে ওঠেন—তুই একটি আস্ত শয়তান, ঢ্যামনা, মাথামোটা খানকীর ছেলে; তোর মতো উজবুককে যে মা জন্ম দিয়েছে তার চেয়ে আমার মাথা অনেক পরিষ্কার, বুঝলি?—এইসব গালাগাল দিতে দিতে সামনে যে বড় শক্ত পাউরুটি ছিল ওটা তুলে জোরে মারলেন ওর মুখে, যেন চেপ্টে গেল নাক, রক্তারক্তি কাণ্ড, ছাগপালক ঠাট্টা-ইয়ার্কি ছেড়ে হঠাৎ এমন মার দেখে

খাবার টেবিল, কার্পেট আর টেবিলের কাপড় উল্টে ফেলে দু'হাতে ডন কুইকজোটের গলা চেপে ধরল, তাঁর দম আটকে যাবার অবস্থা, এমন সময় সানচো পানসা এসে ওকে পেছন দিকে টানতে লাগল, কাচের ডিশ ভেঙে চুরমার, কাপ-প্লেট সব গেল, কোনোকমে মনিবকে মুক্ত করল। ডন কুইকজোট ছাড়া পেয়ে ছাগপালকের বুকের ওপর চড়ে বসল, তার মুখ তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সানচোর পায়ের তলায় চাপা পড়ে সে কাতরাতে কাতরাতে হাতের কাছে ছুরি কাঁটা খুঁজতে লাগল যাতে ওদের মোক্ষম জবাব দিতে পারে, কিন্তু যাজক এবং পাদ্রির চেষ্টায় সে নিবৃত্ত হলো, নাপিতের চালাকিতে ডন কুইকজোটের ওপর উঠে বসে ছাগপালক ঘুসির পর ঘুসি চালিয়ে তার মুখ রক্তাক্ত করল, যেমন প্রথমবার তার মুখ থেকে রক্ত ঝরিয়েছিল ডন কুইকজোট।

যাজক, পাদ্রি এবং অন্যান্যরা এই মারামারি দেখে খুব মজা পেয়েছে যেমন লোকে রাস্তায় কুকুরদের লড়াই দেখে মজা পায়, কেবল সানচো পানসা হতাশ হয়েছে যে যাজকের একজন ভৃত্যও তার মনিবকে সাহায্য করতে এলো না। তার মন খুবই খারাপ।

দুজন রক্তাক্ত লড়াকু ছাড়া প্রায় সবাই বেশ খোশমেজাজে আছে এমন সময় দূর থেকে একটা বিষণ্ন শব্দ ভেসে আসছে, সবার মন ওদিকে, কিন্তু সবচেয়ে বিচলিত বোধ করেন ডন কুইকজোট, তখনো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছাগপালক তার বুকের ওপর বসে আছে এবং যথেচ্ছ মার দিয়ে একেবারে কাবু করে দিয়েছে তাঁকে, তবুও তিনি সময়টার গুরুত্ব বুঝে বললেন-শয়তান ভাই, আমাকে কাবু করার মতো শক্তি তোমার আছে, কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে প্রায় এক ঘণ্টার মতো আমরা যুদ্ধবিরতি চাই; ওই যে শোনা যাচ্ছে শিঙার বিষণ্ন বাজনা, শুনতে পাচ্ছ, এগিয়ে আসছে, আমাকে নতুন অভিযানে যেতে হবে, ওই আমার ডাক আসছে, আমার মুখ আর কানের ক্ষতের চেয়ে ঢের বিপজ্জনক ওই ডাক, তবু অভিযানে বলে কথা, আমি তো এড়িয়ে যেতে পারি না।

ছাগপালক মার খেয়ে এবং মার দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে ডন কুইকজোটের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। ডন কুইকজোট উঠে শব্দ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে গেলেন এবং হঠাৎই তাঁর চোখে পড়ল একটা মিছিল-পাহাড় থেকে সাদা পোশাক পরা একদল মানুষ নেমে আসছে যেন প্রায়শ্চিত্তকারী মানুষের একটি দল।

এটা সত্যিই একটা মিছিল। এক বছর এ অঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়ায় ওই অঞ্চলের সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই বৃষ্টির আশায় মানুষ শোভাযাত্রা করছে, প্রায়শ্চিত্ত করছে এবং খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। এমনই এক গাঁয়ের মানুষ শোভাযাত্রা করে এই উপত্যকার ওপর একটি ধর্মীয় মঠে যাচ্ছে।

এমন অদ্ভুত বেশে একদল প্রায়শ্চিত্তকারীর মিছিল দেখে তিনি ভাবলেন যে এমন তো কত দেখেছেন, তার কল্পনায় ভেসে ওঠে যে এটা একটা অভিযানের সুযোগ এবং ভ্রাম্যমাণ নাইট হিসেবে তাকে কর্তব্য পালন করতে হবে, তাদের মাথায় কালো কাপড়ে আবৃত এক মূর্তিকে তিনি ভাবলেন কোনো সম্মানীয়া নারীকে ওই বজ্জাত লোকগুলো জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আবার এক মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়লেন তিনি,

রোসিনান্তে কাছেই চরে বেড়াচ্ছে, এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে রোসিনান্তের মুখে লাগাম পরিয়ে ঢাল হাতে তার পিঠে চেপে বসলেন এবং সানচোর কাছে তলোয়ার চেয়ে নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হয়ে ওখানে যারা ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—হে সাহসী বন্ধুগণ, এখন আপনারা বুঝবেন আজকের যুগেও ভ্রাম্যমাণ—নাইটদের কত প্রয়োজন। ওই যে, বর্বর লোকেদের হাতে বন্দি এক সম্মানীয়া নারী এখুনি নাইটের সাহায্য চাইছেন, তাকে উদ্ধার করে স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভ্রাম্যমাণ নাইটকে, তাই আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে।

এই বলে রোসিনান্তের পেটের তলায় পা দিয়ে চাপ দিলেন যাতে সে জোরে ছুটতে পারে, এই ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই যে রোসিনান্তে সব সময় খুব টগবগিয়ে ছোটে, যাই হোক তিনি এবার প্রায়শ্চিত্তকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়লেন, পাদ্রিবাবা, যাজক, নাপিত কারো নিষেধ শুনলেন না, সানচো চেঁচিয়ে বলতে লাগল—যাচ্ছেন কোথায় হুজুর, ডন কুইকজোট? কোন শয়তান আপনার বুকে এমন আগুন জ্বালাল? আপনি ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছেন? হা, খোদা! ওরা অনুতপ্ত মানুষ, মাথায় ঢেকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কুমারী মায়ের মূর্তি। আমাদের দেবী, নিষ্কলঙ্ক মা! কী করতে যাচ্ছেন একবার ভাবুন! লোকে বলবে, বলতেই পারে যে আপনি না জেনে এমন ধর্মবিরোধী কাণ্ড করতে যাচ্ছেন।

ডন কুইকজোট কর্ণপাত করেন না, এখন তিনি অভিযানে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বয়ং রাজা নিষেধ করলেও তিনি শুনতেন না। বেচারা সানচো পানসার বৃথা চেষ্টা। শোবাযাত্রার মুখোমুখি দাঁড়ালেন ডন কুইকজোট, রোসিনান্তে একটু সরে যেতে চাইলেও পারল না। বিরক্ত এবং ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন নাইট—আপনারা সম্ভবত সৎ লোক না, আপনাদের মুখ ঢাকা, তবুও আমার কথা কানে ঢুকবে নিশ্চয়ই।

যারা মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে তারা একেবারে সামনে; চারজন যাজক গাইছে প্রার্থনা সংগীত, ডন কুইকজোটের অমন চেহারা আর তার ঘোড়ার শীর্ণ দেহ দেখে হাসি পেলেও ওই অবস্থায় মানুষ হাসে না, ওদের একজন ডন কুইকজোটকে বলল—

—ভাই, আপনার কিছু বলার থাকলে ছোট করে বলুন, আমার সঙ্গী ভাইয়েরা বড় ক্লান্ত, আমরা বেশি সময় দিতে পারব না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দুটো মাত্র বাক্যে কথাটা বলে দিন।

ডন কুইকজোট বললেন—একটা বাক্যেই বলব। যে সম্ভ্রান্ত মহিলাকে আপনারা মুখ ঢেকে বন্দি করে নিয়ে পালাচ্ছেন তিনি কাঁদছেন, এখুনি তাকে মুক্তি দিন। নইলে ভ্রাম্যমাণ—নাইট হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করব, দুস্থ মানুষকে রক্ষা করার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছে, ওই নারীকে মুক্তি না দিলে একপাও এগোতে দেব না।

ডন কুইকজোট মুখে এমন কথা শুনে সবাই তাকে পাগল ভেবে হাসতে লাগল, এই হাসি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে তিনি তলোয়ার দিয়ে সামনের লোকগুলোকে মারলেন কোপ। যারা মাথায় করে মূর্তি নিয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন সঙ্গীর হাতে বহনের দায়িত্ব দিয়ে বাঁশের যে সিংহাসনে মূর্তি ছিল তার একটা খুলে নিয়ে তেড়ে গেল ডন কুইকজোটের দিকে এবং এমন জোরে তার মাথায় মারল যে

লাঠিটা তিন টুকরো হয়ে গেল, আর তৃতীয় টুকরোটা দিয়ে মারল তাঁর কাঁধে, তলোয়ার দিয়ে সেটা আটকাতে পারলেন না, হতভাগ্য ডন কুইকজোট মাটিতে পড়ে গেলেন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।

সানচো পানসা ছুটতে ছুটতে এসেছে, মনিবকে এমনভাবে পড়ে যেতে দেখে যে মেরেছে তাকে কাতরস্বরে বলতে লাগল যে মনিবকে যেন আর না মারে। কেননা ওঁর মাথায় শয়তান ভর করেছে বলেই এমন ব্যবহার করেছে, এই নাইট জীবনে কারো ক্ষতি করেনি। সানচোর কথায় ওই মারকুট মার বন্ধ করেনি কিন্তু সে দেখল ডন কুইকজোটের হাত-পা কিছুই নড়ছে না, সে ভাবল যে উনি আর বেঁচে নেই, এমন একটা লোককে হত্যা করেছে ভেবে সেই লোকটা জামাটার বেল্ট আটকে সন্ত্রস্ত হরিণের মতো চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল।

ডন কুইকজোটের সঙ্গীরা ওখানে আসছে; শোভাযাত্রার লোকেরা দেখল তারা ছুটতে ছুটতে আসছে আর সঙ্গে আড়ধনুক হাতে 'সানতা এরমানদাদ' (পবিত্র ভ্রাতৃত্ব)–এর কয়েকজন অফিসার, এদের দেখে ওরা বেশ ভয় পেয়েছে, ওরা সেই মূর্তির চারপাশে দাঁড়াল, মাথার কাপড় খুলে ওদের হাতে যা আছে তাই দিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলো, দরকার হলে ওরা আক্রমণ করতেও তৈরি ছিল। কিন্তু ওদের ভাগ্য ভালো, তেমন কিছুই ঘটল না। এদিকে সানচো তার মনিবের দেহের ওপর পড়ে ভীষণ কাঁদছে, সে ভেবেছে তার মনিব মারা গেছেন।

এদিককার পাদ্রিবাবার পরিচিত এক পাদ্রি শোভাযাত্রার সঙ্গে এসেছে, দুজনের কথাবার্তা দু'পক্ষের মধ্যেই একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে দিল। এ দিককার পাদ্রিবাবা ওই পাদ্রিকে ডন কুইকজোট সম্পর্কে কিছু বললেন, ওদিককার পাদ্রিবাবা তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কথা বললেন। এদিকে সানচোর কান্না বেড়েই চলেছে, সে কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছে–হে আমার মনিব, নাইটদের মধ্যে যেন এক মহারাজ, মাত্র একটা আঘাতে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ওরে বাবারে! আপনি ছিলেন বংশের উজ্জ্বল রত্ন, সারা লা মানচার সম্মান আর গৌরব, না, না, সারা পৃথিবীর গৌরব! ওরে বাবাগো! চোরজোচ্চররা এখন যা নয় তাই করে বেড়াবে, তাদের জব্দ করার কেউ রইল না! ওহো! কী উদার মন ছিল আপনার, পৃথিবীর কোনো আলেক্সজান্ডার এমন হতে পারেনি, মাত্র আট মাস কাজ করেছি তাতেই আপনি আমাকে একটা দ্বীপের রাজা করতে চেয়েছিলেন! ওরে বাবারে! আমার দ্বীপও গেল, মনিবও গেল। এখন আমি কী করব? আপনি ছিলেন নরমের গরম আর গরমের নরম! (এখানে সানচো যা বলতে চায় তার উল্টো কথা বলে ফেলে। অনেক জায়গায় সানচোর ভাষা বিভ্রাট ঘটে।)

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কত গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কত বদমাশকে ঠাণ্ডা করেছেন! আর আপনি প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছিলেন, কেন এত প্রেম কেউ জানে না। মঙ্গলের দূত ছিলেন আপনি! হায়, বাবাগো! এ কী হলো! খলনায়কদের যত ছিলেন, খারাপ মানুষের যত ছল সব আপনি শেষ করে দিয়েছিলেন। ভ্রাম্যমাণ–নাইট, যেন গরিব দুঃখীর দেবতা! হায়, আমার কপাল!

সানচোর কান্না আর হা-হুতাশ ডন কুইকজোটকে পুনর্জীবিত করল। প্রথম যে কথা বললেন তা হলো–আমার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী মধুরতম প্রেমিকা আমার দুলসিনেয়া, কত কষ্টই না তুমি পাচ্ছ! সানচোরে, আর পারছি না, আমাকে ওই ভূতে ধরা গাড়িতে তুলে দে, শালা ঘাড়ে এমন মেরেছে, হাড়গুলো আর আস্ত নেই একটাও, রোসিনান্তের পিঠে ওঠবার শক্তি নেই, যা আছে কপালে, আমাকে ওই গাড়িতেই নিয়ে চল। সানচো, চল ভাই।

সানচো বলল–হুজুর, আমি যতক্ষণ আছি আপনার কোনো ভাবনা নেই, চলুন। সবাই মিলে গ্রামে ফিরে যাবে, তারপর আবার অভিযানে যাব, যা চেয়েছি তা পেতে হবে আর যশ তো হবেই।

ডন কুইকজোট বলেন–সানচোর ঠিক বলেছিস, ভালো, খুব ভালো বলেছিস। এখন শনির দশা চলছে, এটা কেটে গেলেই আমরা পারব, যা আশা করেছি সব হবে।

যাজক, পাদ্রিবাবা এবং নাপিত ওদের কথাবার্তায় খুশি হয়ে বলল যে যেমন ভেবেছে তেমন করলেই মঙ্গল হবে, সানচো পাসনার সারল্য দেখে ওরা মজা পায়, সবাই মিলে ধরাধরি করে ডন কুইকজোটকে গাড়িতে তুলে দেয়। শোভাযাত্রা নিজেদের রাস্তায় ফিরে যায়; ছাগপালক সবাইকে বিদায় জানায়, অফিসাররা আর গাড়ির সঙ্গে যাবে না, পাদ্রিবাবা ওদের পাওনা টাকাকড়ি মিটিয়ে দেয়। তোলেদোর যাজক যাবার সময় পাদ্রিকে অনুরোধ করে যেন ডন কুইকজোটের সংবাদ পাঠায়, তার অবস্থার উন্নতি হলো না অবনিত হলো জানবার আগ্রহ রইল তার, এই কথা বলে সে তার পথে যাত্রা করল। সবাই যে যার পথে চলে গেল, রইল একই গ্রামের পাদ্রিবাবা, নাপিত, ডন কুইকজোট, সানচো পানসা এবং প্রিয় রোসিনান্তে, কোনো ঘোড়ার এমন ধৈর্য আর সহ্য শক্তি দেখা যায় না যেমন ঠিক তার মালিক।

গাড়োয়ান বলদগুলোকে জুতে দিল, কড়ের গরিদ ওপর ডন কুইকজোট বসলেন, পাদ্রিবাবার নির্দেশমত গ্রামের দিকে রওনা দিল গাড়ি, গতি আগে যেমন ছিল সেইরকমই। ছদিন পর ডন কুইকজোটের গ্রামে গাড়ি পৌঁছল, তখন রবিবারের দুপুর, ছুটি বলে প্লাজায় তখন অনেক মানুষের ভিড়, প্লাজা পার হয়ে গাড়ি যাচ্ছে তার বাড়ির দিকে। সবার কৌতূহল গাড়ির ভেতর কে আছে এবং যখন সবাই শুনল যে তাদের গ্রামের মান্যবর মানুষ এসেছেন, তখন সবাই বেশ অবাক হলো, একটি ছেলে ছুটে গেল ডন কুইকজোটের বাড়িতে। তাদের পরিচারিকা এবং ভাগিনাকে খবরটা দিয়ে বলল যে গরুগাড়িতে খড়ের গদিতে শুয়ে তিনি এসেছেন, তাঁর মুখ পাণ্ডুর এবং শরীর বেশ রোগা হয়ে গেছে। দুঃখের ব্যাপার হলো যে তাঁর আসার খবর শোনামাত্রই ওরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল, শিভালোরির গ্রন্থগুলোর উদ্দেশ্যে যত পারে শাপশাপান্ত শুরু করে দিল, এমন সময় ওরা দেখল ডন কুইকজোট বাড়ির দরজায়।

এদের আসার খবর শোনামাত্র সানচোর বউ ছুটে এসেছে, সে শুনেছিল তার স্বামী শাগরেদ হয়ে ডন কুইকজোটের সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে। বাড়িতে ঢুকে সানচোকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল গাধাটা ঠিক আছে কি না। সানচো বলল যে মালিকের চেয়ে তার অবস্থা ভালো।

বউ বলল—যাক বাবা, খোদার অসীম কৃপায় সবাই ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছে। এবার বলতো, শাগরেদগিরি করে কী পেলে? আমার জন্যে কেমন গাউন এনেছ? ছেলেমেয়েদের জুতো?

সানচো বলল—শোনো, আমার সোনা বউ, ওসব কিছুই আনিনি। তবে যা এনেছি অনেক দামি, সবাই এর কদর বুঝবে না।

বউ বলে—খুব ভালো করেছ। জিনিসগুলো একবার দেখাও, দেখি কেমন দামি আর কেমন তার কদর। তুমি যাওয়ার পর এত কষ্ট হয়েছে যেন কত বছর তুমি চলে গিয়েছ। জিনিসগুলো পেলে মনটা একটু ভরবে।

পানসা বলে—বাড়িতে গিয়ে সব দেখাব। এখন একটু শান্ত হও, সোনামণি। খোদা সহায় থাকলে আমরা আবার অভিযানে বেরোব, কাউন্ট কিংবা একটা দ্বীপের রাজা হব, যেমন তেমন দ্বীপ নয়, সবচেয়ে ভালো দ্বীপ, বাড়িতে গিয়ে সব বলব।

—সত্যি বলছ! সবই তার কৃপা গো, আমরা যেন একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারি। কিন্তু একটু বুঝিয়ে বলো তো দ্বীপের ব্যাপারটা, ঠিক বুঝতে পারিনি। ওটা কী জিনিস?

সানচো বলে—সে দারুণ জিনিস। গাধার মুখের মধু না। শুনলে একেবারে ঘাবড়ে যাবে, কত চাকরবাকর আর সামন্ত, তোমাকে বলবে—সেন্যোরা, আদেশ করুন। মাইরি বলছি!

—কী সব বলছ বলো তো—সেন্যোরা, দ্বীপ, চাকরবাকর, সামন্ত! এসব কী? জিজ্ঞেস করে হুয়ানা পানসা। সানচোর স্ত্রীর নাম, পিতৃকুলের নাম নয় কারণ লা মানচার বিয়ের পর মহিলারা স্বামীর পদবী নেয়।

—এত ছটফট করো না হুয়ানা, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে। আমি যা বলব সব সত্যি। তবে এখন মুখ খুলো না, তোমাকে একটা কথা বলছি এই দুনিয়ায় নাইট—এর শাগরেদ হয়ে অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কাজ আর হয় না; খাতির পাওয়া যায় খুব। তবে এটাও সত্যি যে অভিযান হলেই সফল হবে তা নয়, এককোটা অভিযানের মধ্যে নিরানব্বইটা হয়তো ব্যর্থ হলো। এই কাজে বেরিয়ে আমাকে শাস্তিও পেতে হয়েছে, কখনো কেউ কম্বলে দুলিয়েছে, কখনো মেরেছে, তা হোক, তবুও মজা আছে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি কখনো, আবার কখনো গভীর অরণ্য, রুক্ষ পাথরের রাস্তা, কত দুর্গ, পথের ধারে সরাইখানায় বিশ্রাম, পয়সাকড়ি লাগে না, অথচ দিব্যি আরাম।

সানচো আর হুয়ানা পানসার এইসব কথাবার্তা হচ্ছে আর অন্যদিকে পরিচারিকা এবং ভাগনি। ডন কুইকজোটকে ধরাধরি করে, জামা-প্যান্ট বদলিয়ে তার পুরনো বিছানায় শুইয়ে দেয়। বড় বড় চোখ করে নাইট ওদের দেখতে থাকেন, বুঝতে পারেন না কোথায় এসেছেন। পাদ্রিবাবা ভাগনিকে বললেন যে ওঁর একটু যত্নআত্তি দরকার, তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যান এবং তাঁকে কী কষ্ট করে বাড়িতে আনা হয়েছে সব বললেন। আবার ওই দুই মহিলা খোদার নাম জপতে জপতে শিভালোরির বইগুলোকে দোষারোপ করতে লাগল, খোদার কাছে প্রার্থনা করল যেন এই গাঁজাখুরি বইয়ের লেখকরা সব শেষ হয়ে যায়। ওদের ভয় হলো যে সুস্থ হয়ে

হয়তো তিনি আবার অভিযানে যাবার পরিকল্পনা করবেন; তিনি না থাকলে বাড়িতে একদম ভালো লাগে না।

কিন্তু এই ইতিহাসপ্রণেতা খুব কৌতূহল এবং পরিশ্রমসহ জানবার চেষ্টা করেছিলেন ডন কুইকজোটের তৃতীয় নিষ্ক্রমণে কী কী ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু কোনোভাবেই সে সব ঘটনার কিছুই জানতে পারেননি, কারণ কোনো বিশ্বাসযোগ্য লেখা তাঁর চোখে পড়েনি; লা মানচার মানুষের স্মৃতি আর তাঁর খ্যাতির ওপর নির্ভর করে জানা যায় যে তৃতীয়বার বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন সারাগোসায়; সেখানে কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ওখানে তাঁর সাহস এবং বুদ্ধিবিবেচনায় যা সঙ্গত তেমন কাজই করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে তাঁর জীবন শেষ হয়েছিল তার কোনো হদিশ পেতেন না যদি না একজন সেকালের ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর দেখা হতো। ওই প্রাচীনপন্থী চিকিৎসকের কাছে সীসের একটা বাক্স ছিল যেটা উনি পেয়েছিলেন একটা পুরনো মঠ সংস্কার করে যখন নতুনভাবে তৈরি হচ্ছিল তার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। ওই বাক্সে ছিল গোতিক যুগের অক্ষরে লেখা কিছু কাগজ, তার মধ্যে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কিছু কবিতা। সেই সব কবিতায় তাঁর কীর্তির কথা লেখা ছিল, তার সঙ্গে সুন্দরী দুলসিনেয়ার কথা, রোসিনান্তের কথা এবং সানচো পানসার বিশ্বস্ততার উল্লেখ ছিল। এবং ডন কুইকজোটের সমাধি, সমাধিলিপি এবং তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির কথাও ছিল। ওই কাগজগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিকের একটি বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এটি এতদিন কারো জানা ছিল না। সেদিক থেকে এই তথ্য খুবই মূল্যবান। এই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের কাজে লা মানচার সমস্ত মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লোকসমক্ষে সত্য উদ্ঘাটন করা এবং এইজন্যে পাঠকদের কাছে কোনো বিশেষ সম্মান বা শ্রদ্ধা আদায় করার চেষ্টা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন যে শিভালোরির গ্রন্থগুলো যেমন আগে মানুষ পড়তেন তেমন এখনও পড়া হোক। তাতে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহী হবেন তিনি যদিও সেগুলো এত সত্যনিষ্ঠ নাও হতে পারে, তবে অবশ্যই পাঠকের ভালো লাগবে। পাঠকদের ভালো লাগলেই তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~